শ্রীমন্মহাকবি-শ্রীল-কবিকর্ণপুর-গোস্বামি-

প্রভুপাদ-বিরচিতা

শ্রীশ্রীমদানন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ

[শ্রীসুখবর্ত্তিনী সমেতা]

বঙ্গানুবাদ

[দ্বিতীয় খণ্ড]

Shri KESHABJI GOUDIYA

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক-শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত-শ্রীচৈতন্যশিক্ষাষ্টক

প্রভৃতি বহুগ্রন্থের সম্পাদক-প্রণেতা

শ্রীমণীন্দ্রনাথ গুহ

প্রাক্তন অতিরিক্ত চীফ ইঞ্জিনীয়ার (পি, ডব্লু, ডি, প, ব,)

কর্ত্তৃক

বঙ্গভাষায় অনুবাদিত ও সম্পাদিত

* শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-বিধুর্জয়তি *

শ্রীবৃন্দাবনস্থ রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউটের (পি, এইচ, ডি,) রিসার্চ বিভাগের ভূতপূর্ব সংস্কৃত অধ্যাপক

ভজনবিজ্ঞ পরমভাগবত পণ্ডিতবর

শ্রীশ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ

ভক্তিরত্ন, ব্যাকরণ-বৈষ্ণবদর্শন তীর্থ, ভাগবত বেদান্ত শাস্ত্রী, পরাবিদ্যাচার্য।

প্রদত্ত

আশীর্বাদ ও অভিমত

"শ্রীশ্রীমদানন্দ বৃন্দাবনচম্পূ"—পরমসমৃদ্ধিমান্ এবং—পরমানন্দস্বরূপ যে বৃন্দাবন—তৎসম্বন্ধী গদ্যপদ্যময় অপ্রাকৃত কাব্য। ইহা প্রাকৃত কাব্যের মত আপাতঃ মধুর, পরিণাম বিরস—মনোবিলাসমাত্র রসাত্মক বাক্যের সমষ্টি নহে। ইহাতে বৃন্দাবনাধীশ্বর শ্রীশ্রীরাধামাধবের অপ্রাকৃত বাস্তব চিরমধুর লীলারস বর্ণনা করা হইয়াছে। এই মহাগ্রন্থরত্নের আবিষ্কার কর্তা কবিকুলচূড়ামণি শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর লীলাপরিকর শ্রীল কর্ণপূর গোস্বামি প্রভুপাদ যিনি সপ্তমবর্ষ বয়স-কালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাধুর্যময় পদাঙ্গুষ্ঠ লেহন করিয়া, তাঁহারই আদেশে তৎকালেই অভিনব মাধুর্যময় শ্লোক বর্ণনা করিয়া সকলকে বিস্মাপিত করিয়াছিলেন, যথা—

শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষ্ণোরঞ্জনমুরসোমহেন্দ্রমণিদাম।
বৃন্দাবনরমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরি র্জয়তি॥

অর্থাৎ যিনি ব্রজপ্রেয়সীগণের শ্রবণ যুগলের নীলকমল, নয়নের অঞ্জন এবং বক্ষঃস্থলের ইন্দ্রনীল-মণিময় হার অর্থাৎ নিখিল অঙ্গের ভূষণস্বরূপ—সেই শ্রীহরির জয় হোক্। তারপর পরিণত বয়সে এই শ্রীমদানন্দবৃন্দাবন চম্পূনামক গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থ ভাবগাম্ভীর্যে, পদলালিত্যে, অর্থগৌরবে, উপমার ঝঙ্কারে এবং দর্শন সিদ্ধান্ত সমন্বিত মধুরসে এক অনুপম অদ্বয় গ্রন্থ। ইহার তুলনা জগতে নাই। এ যেন মধুর রস পরিপূর্ণ নারিকেল ফল। যমক, অনুপ্রাস, অলঙ্কার, সন্ধি, সমাসের কঠিন আবরণে ইহাতে ব্রহ্মানন্দ তিরস্কারী, ভাগবতপরমহংসগণের আস্বাদ্য চিন্মিথুন শ্রীশ্রীরাধামাধবের কামগন্ধহীন চিন্ময় প্রেমরস বিদ্যমান্। নারিকেলের আবরণ উদ্ভেদন ব্যতীত যেমন তার অন্তর্নিহিত মধুর রসের আস্বাদন সম্ভব হয় না, সেই প্রকার এই গ্রন্থের যমক-অনুপ্রাসাদিরূপ গাঢ় আবরণ উন্মোচন করিতে না পারিলে এই অপ্রাকৃত রস আস্বাদনের কোন সম্ভাবনা নাই। আর ইহা সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। তাই পরমভাগবত সপার্ষদ

শ্রীগৌরাঙ্গের পরম কৃপাভাজন—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ গুহ মহাশয় করুণার বশবর্তী হইয়া সকলকে এই মাধুর্য-রস পান করাইবার মানসে রসিকাচার্য শ্রীপাদ-শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্তীকৃত—'সুখবর্তনী' টীকার আনুগত্যে এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রাঞ্জলভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার দ্বারা সংস্কৃত অনভিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ জনগণ যে বিশেষ উপকৃত হইবেন, তাহা বলাই বাহুল্য। উদারচেতা ব্যক্তিগণ যেমন নিজেদের স্বার্থের ক্ষতি সাধন করিয়াও অন্যের হিত করিয়া থাকেন সেইরূপ অনুবাদক মহাশয় নিজের স্বার্থ অর্থাৎ নিজ নামের স্ব-অর্থ, অর্থাৎ মণীন্দ্র—কৌস্তুভ, তাহার নাথ যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার গুহ—গোপনকারী হইয়াও আজ ঔদার্যগুণে মণ্ডিত হইয়া বেদ-প্রতিপাদ্য সেই শ্রীকৃষ্ণ-রস জগতে বিতরণের জন্য বহু গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন ও করিতে-ছেন। মহামহিম শ্রীশ্রীযুগল-চরণে প্রার্থনা করি—তিনি নিরাময় দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া এইরূপে সম্প্র-দায়ের এবং বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করুন এবং এই মহৎকার্যে আনুকূল্য বিধানকারীগণের সহিত 'ভূরিদা' রূপে স-পার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপামৃত লাভে ধন্য হউন্।—ইত্যলম্।

বৈষ্ণবদাসানুদাস—

জীবাধম—শ্রীকৃষ্ণদাস

* শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গদেবৌ জয়তঃ *

চিত্ত চমৎকারী আনন্দ প্রবাহ

শ্রীবসন্তোৎসব

বসন্তলক্ষ্মীঃ স্বয়মেব মূর্ত্তা,

বিভূতিভিঃ স্বাভিরিবাঙ্গভাগ্‌ভিঃ।

ইতো ন দূরে বিবিধৈর্বিধানৈ-,

মূর্ত্তং বসন্তোৎসবমাতোনোতি॥

রাসোৎসব

বক্ত্রে গানং তদভিনয়নং পাণিপদ্মে পদাব্জে

তালো গ্রীবাভুবি বিধুবনং দোলনং নেত্রযুগ্মে।

বামাবামস্খলনবলনা তারকায়াং দৃগন্তঃ

কৃষ্ণে প্রেমা মনসি যুগপত্তুল্যমাসামথাসীৎ॥

ঝুলনোৎসব

ধৃত্বা প্রেঙ্খোলিকায়া গুণমতি ললিতং পাণিনৈকেন লীলা-

লাবণ্যৈর্দোলয়ন্ত্যো নিজতনুলতিকাং ভৃঙ্গসঙ্ঘেন সার্দ্ধম্।

মুষ্টিগ্রাহং গৃহীত্বা নিবিড়নিয়মিতাদঞ্চলাৎ কেলিধূলী-

রন্যোন্যাবল্গুবল্গন্মনিময়বলয়ং চিক্ষিপুঃ পঙ্কজাক্ষ্যঃ॥

• শ্রীগৌরহরি •

বিষয় সুচি

দ্বাদশস্তবক ৪৬৭—৫০৮

বস্ত্রহরণ লীলা ঃ ধন্যাদি কন্যাগণের কাত্যায়নীব্রত সঙ্কল্প, কাত্যায়নী-অর্চনার্থে যমুনাকূলে গমন, কন্যাগণের যমুনা স্নান, যমুনা পুলিনে গমন, বালুকাময়ী মূর্তি গড়ন, কাত্যায়নী দেবীর অর্চনা, দেবীর আবির্ভাব ও বরদান।

ত্রয়োদশ স্তবক – ৫১০—৫৫৩

যজ্ঞপত্নী জনানুগ্রহ ঃ—ব্রজের সখা ও বৃক্ষের প্রশংসা, বিপ্রপুরী-যজ্ঞশালায় সখাগণের প্রবেশ ও তার শোভা দর্শন, সখাগণের যাজ্ঞিকগণের নিকট অন্নযাঞ্চা ও আশাভঙ্গ, পুনরায় বিপ্রভার্যাগণের নিকট প্রেরণ, বিপ্রভার্যাগণের রূপ গুণ বর্ণন, বিপ্রভার্যাগণের নিকট অন্নযাচ্ঞা, অন্নযাচ্ঞা শ্রবণে বিপ্রভার্যাগণের অপূর্ব ভাবাবেশ, বহুবিধ খাদ্য হস্তে ব্রাহ্মণীগণের অভিসারোৎসব, ব্রাহ্মণীগণের শ্যামধাম দর্শন, কৃষ্ণের স্বাগত প্রশ্ন ও অঙ্গীকার, ব্রাহ্মণীগণের অনুরাগ পুষ্পাঞ্জলী প্রদান, কৃষ্ণের প্রত্যাখ্যানপর বাক্যবাণ, বাক্যবাণে অধীরা ব্রাহ্মণীগণের প্রেমনিবেদন, কৃষ্ণের ব্রাহ্মণীগণকে তত্ত্বোপদেশ, পূর্বকথারম্ভ, ব্রাহ্মণগণের অনুতাপ, বিপ্রগণের দ্বারা পত্নীগণের সম্মান, উত্তরগোষ্ঠেপথে গোপীগণের সঙ্গে কৃষ্ণের নয়নে নয়নে মিলন।

চতুর্দশ স্তবক – ৫৫৪ ৬০৬

বসন্তোৎসব ঃ—বৃন্দা গোপীসভায় জ্যোতিষের ছদ্মবেশে বটুর কুঞ্জদেবতাপূজন উপদেশ, শাশুড়ীদের বধূগণকে কুঞ্জদেবতা পূজনোপদেশ, মায়েদের সম্মতিতে ধন্যাদিকন্যাগণের বনবিহার বাধা দূর, বসন্তের আগমণে শ্যাম অঙ্গের অপূর্ব মাধুর্য, বসন্ত-আনন্দমত্তা গোপীগণের বনগমন, গোপীগণকে বনদেবীদের ভূষিত করণ, সহচরীগণ সঙ্গে সঙ্গীতাধিষ্ঠাত্রী দেবী মাতঙ্গীর আবির্ভাব, মাতঙ্গী কর্তৃক স্বর ও শ্রুতির পরিচয় দান, সখীকর্তৃক অবহেলিত মাতঙ্গীকে রাধার সম্মান, মাতঙ্গী প্রমুখার নানারাগালাপ, সখাগণ সঙ্গে হোলী-রঙ্গে কৃষ্ণের আগমন, হোলীখেলা দর্শনে বনলতাগণের আনন্দমত্ততা, হোলী রণারম্ভে রাধাচন্দ্রাবলীর নিজ নিজ ভাবানুসারে স্থিতি, কৃষ্ণাদেশে বটুর গোপীসমাজে আগমন ও হোলীযুদ্ধের সূচনাকরণ, পরপক্ষের স্তবে কৃষ্ণকে যুদ্ধে উত্তোজিত করণ, কৃষ্ণের দ্বারা প্রেরিত বটুর গোপীসমাজে বাক্যুদ্ধ, আদদের সহিত রাধার কৃষ্ণসেবা, হোলীখেলার সমাপ্তি।

পঞ্চদশ স্তবক—৬০৭ ৬৯৩

গোবর্ধনধারণ লীলা ঃ ইন্দ্রযজ্ঞ নিবারণ, গোবর্ধন পূজা প্রবর্তন, পূজোপকরণ বিষয়ে কৃষ্ণের নির্দেশ, কৃষ্ণ নিজেই পর্বতোপরি দেবতারূপে প্রত্যক্ষীভূত, গোবধন পরিক্রমা, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উৎসব, যজ্ঞভঙ্গে ইন্দ্রের ক্রোধ ও প্রলয়াবারি বর্ষণ, গোবর্ধন ধারণ, ব্রজজনের গোবর্ধন ধারণলীলা আস্বাদন ও প্রিয় আলাপন, মেঘমালার প্রতাপের পর্যবসান ইন্দ্রের দুঃখমাত্রে ও গর্ব নাশে, ঝঞ্চার শান্তি ও ব্রজজনের শৈলছত্রতল থেকে বহির্নির্গমন, গন্ধর্ব-বিদ্যাধরাদির স্তুতি, ব্রজজনের মনে ঐশ্বর্যভাবের উদয়ে সংশয় ও নন্দমহারাজের প্রশ্ন, ব্রজজনের সংশয় মোচন, সুরভির সুপারিশের পর ইন্দ্রের সম্মুখে আগমন ও স্তব, অভিষেক মহোৎসব, ইন্দ্রকে কৃষ্ণের উপদেশ।

ষোড়য স্তবক ৬৯৪—৭০৫

ব্রজবাসিদের ব্রহ্মলোক দর্শন ঃ—পিতার সন্ধানে কৃষ্ণের বরুণলোক গমণ, বরুণস্তুতি, ব্রজবাসিদের কৃষ্ণে ভগবত্তাজ্ঞান ও ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার, কৃষ্ণকৃপায় নিজভাবে প্রত্যাবর্তন।

সপ্তদশ স্তবক ৭০৬—৭৬৩
রাসচতুরধ্যায়

রাসলীলা ঃ রমনেচ্ছার কারণ, রাসরজনীর শোভা, কৃষ্ণের মুরলীধ্বনির মোহন-ক্রিয়া, অভিসার শোভা, নিত্যসিদ্ধাদের ভাববৈশিষ্ট্যের বর্নন, মুনিপূর্বা বধূগণের অবরোধন ও কৃষ্ণপ্রাপ্তি, কৃত্তিম তাটস্থ্য প্রকটনের দ্বারা প্রেমতরঙ্গের উদ্দণ্ডচণ্ডিমা প্রকাশন, গোপীগণের কোটি দুঃখদায়ী সন্তাপ, মর্মভেদী দুঃখনিবেদনরতা গোপীগণের শোভা, গোপীগীত, রমনারম্ভ, কৃষ্ণের অন্তর্ধান।

অষ্টাদশ স্তবক ৭৭২—৮১৫

রাসক্রীড়ায় কৃষ্ণান্তর্ধান ঃ— বিরহবিধুরা গোপীগণের কৃষ্ণানুসন্ধান, লীলানুকরণ, শ্রীকৃষ্ণচরণচিহ্ন দর্শনে গোপীদের প্রজল্প, রাধাচরণচিহ্ন দর্শনে গোপীদের প্রজল্প, গোপীদের বিরহদুঃখ দূরীকরণে রাধার কুটিলভাব ও কৃষ্ণের অন্তর্ধান, অদ্ভুত বিরহজ্বরে রাধার বিলাপ রাধাদর্শন ও তাঁর এ অবস্থা বিষয়ে বিচার, গোপীদের সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ, রাধাসহ পুলিনে গমন ও কৃষ্ণগান।

একোনবিংশ স্তবক ৮১৬ – ৮৪৬

গোপীগীত ঃ গোপীদের সম্ভোগ প্রার্থনা সূচক ভাবোৎসব,গোপীকৃষ্ণের পরস্পর কথার মারপেঁচ।

বিংশ স্তবক ৮৪৭—৮৯৬

রাসবিলাস ঃ

একবিংশ স্তবক ৮৯৭ – ৯১৮

মুরলীচৌর্যবিলাস ঃ—হোলী খেলোৎসব, গোপীদের বংশীচুরি মন্ত্রণা ও তৎভয়ে বটুর মুরলীরক্ষণ-

ভার গ্রহণ, মুরলী আর রাধায় পণপ্রতিপণে ললিতার কণ্ঠগীতি, দৈববশে মুরলী সঙ্গীত বিদ্যার হস্তগত ও জয় পরাজয় নিয়ে বিবাদ, শঙ্খচূড় বধলীলা, গোপী-অঙ্গে কৃষ্ণের মুরলী তল্লাশ।

দ্বাবিংশ স্তবক ৯১৯—৯৩৮

দোলোৎসব লীলা ঃ—দোলমঞ্চের বর্ণন, দেবদেবী পশুপক্ষীদের ঝুলনোৎসবে যোগদান, দোলস্থলীতে গোপীগণের আগমন, দোলস্থলীতে রাধাকৃষ্ণের আগমন ও হিন্দোলারোহন, চন্দ্রাবল্যাদি গোপীগণের হিন্দোলারোহন, ঝুলনা-সমারূঢ়া গোপীগণের হোলীখেলা, প্রকট-অপ্রকট দুইরূপে নিত্যলীলা স্থাপন।

—★—

শ্রীমদ্ভাগবত দশম—যন্ত্রস্থ

শ্রীবৃন্দাবনবাসী শ্রীমণীন্দ্র নাথ গুহের সম্পাদনায়

(প্রথম খণ্ড জুলাই ১৯৮৪ মধ্যে বের করার ইচ্ছা—অনুসন্ধান করুন)

চির প্রতিক্ষিত অভিনব সংস্করণ

পূর্বে কখনও হয় নি, তাই অভিনব।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতি অক্ষরে কত কত মধু যে ঝরছে তা শ্রীগৌরচরণানুগত গোস্বামিগণই জানতেন জীব হিতৈষ্যেক ব্রত তাঁরা জীবকল্যাণে ইহা ধরে রেখেছেন তাঁদের টীকায়। অন্যের জানতে হলে এইসব টীকার মাধ্যমেই জানতে হবে। কিন্তু এই সব টীকার দার্শনিক সংস্কৃত সংক্ষেপ ভাষা সর্বজন বোধ্য নয়। অতএব একটি সহজ সরল আক্ষরিক বঙ্গানুবাদের বিশেষ প্রয়োজন বোধ ছিল ভক্ত সমাজে। আজ সেই অভাব দূর হতে চলেছে—ইহার পাঠে তাঁদের কথা তাঁদের মুখেই যেন শোনা হবে—বিশুদ্ধ ভাবে। এরমধ্যে থাকবে,—(১) মূল শ্লোক (২) অন্বয় (৩) সমস্ত টীকার নির্যাস দিয়ে গড়া মূলানুবাদ (৪) শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তি-পাদের সংস্কৃত টীকা ও তার আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ (৫) শ্রীজীবচরণের বৈষ্ণবতোষণীর আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ (৬) শ্রীজীবচরণের ক্রমসন্দর্ভের ও অন্যান্য টীকার বঙ্গানুবাদ যথা প্রয়োজন।

দশম তিনখণ্ডে সমাপ্ত হবে—প্রতিখণ্ডে আনুমানিক বড় সাইজের একহাজার পৃষ্ঠা হবে। শ্রদ্ধাই মূল্য—তবে ছাপার খরচ বাবদ আনুকূল্য দেয়—প্রতিখণ্ড আনুমানিক ৫০, টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীমতী সাবিত্রী গুহ—বৈষ্ণবদর্শন-পুরাণ তীর্থ, ১২৮ রাধারমণ মন্দির, পোঃ—শ্রীবৃন্দাবন, জেলা—মথুরা।

(২) সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮, বিধান সরণি, কলিকাতা—৬

(৩) মহেশ লাইব্রেরী—২/১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলেজ স্কোয়ার—কলিকাতা—১২

দ্বাদশঃ স্তবকঃ

১। অথ যদহরেবারভ্য তাদৃশসঙ্কল্পলতাসঙ্কল্পলতাকুসুমসুমনোহরাণামাসামাসাদিতসামঞ্জস্যোঽ-ব্যাপারোঽপারোৎকণ্ঠয়া সমজনি, তদহরেব বিশিষ্ট-পতিলাভেন হৃদয়শঙ্কুলবালানাং শঙ্কুলবালানাং সমুচিতমিতি বিচারয়ন্তৌ তাসাং প্রত্যেকং মাতাপিতরৌ মা তাপিতরৌ বভূবতুঃ। প্রত্যুত তদনুকূল-ব্যাপারপারণায়ৈ কুশলিনাবাস্তাম্ ॥

২। তথা সতি তাসাং মাত্রা মাত্রাধিকেন স্নেহেন 'পরমরমণীয়া তে তনুব্রততী ব্রততীক্লতাং

দ্বাদশঃ স্তবকঃ

দ্বাদশে যস্ত সঙ্গায়ানচু র্যাং কুমারিকাঃ। স তাসাং পরিধানীয়বাসাংস্যপ্যহরদ্ধরিঃ ॥

১। তাদৃশঃ সঙ্কল্পঃ 'গোপনাথতনয়ঃ পতির্নো ভূয়াৎ' ইত্যুক্তলক্ষণঃ, স এব লতা; শ্লেষাৎ পরম্পরিত-রূপকেণ সঙ্কল্পলতৈব সম্যক্ কল্পলতা বাঞ্ছিতার্থসাধকত্বাৎ, তস্যাঃ কুসুমৈর্ভাবিফলদ্যোতকৈর্লক্ষণবিশেষৈঃ সুষ্ঠু মনোহরাণাং প্রাপ্তো-ল্লাসতয়া স্তিমিতচিত্তত্বেন লোকৈর্লক্ষ্যমাণানামিত্যর্থঃ। কুসুমসুমন ইতি পুনরুক্তবদাভাসালঙ্কারোঽয়ম্। তদহরেবেতি কালকর্মণি দ্বিতীয়া। বিশিষ্টপতিলাভেন কুলবালানাং কুলকন্যকানাং সমুচিতং শং সুখমিতি বিচারয়ন্তৌ সন্তৌ হৃদয়ে শঙ্কুলা ঔৎকণ্ঠ্যলক্ষণকীলগ্রাহিণ্যশ্চ তা বালাঃ প্রাপ্তপ্রথমকৈশোরাবস্থাশ্চেতি তাসাং মাতাপিতরৌ জননী-জনকৌ মা তাপিতরৌ নাতিশয়েন তাপবন্তৌ বভূবতুরিত্যন্বয়ঃ। মত্বর্থকেণিপ্রত্যয়াস্তাৎ তরপ্ প্রত্যয়ঃ। পারণায়ৈ পারপ্রাপ্তয়ে; 'পার তীর কর্মসমাপ্তৌ' ইতি ধাতোঃ ॥

২। কিঞ্চ, তাসাং প্রত্যেকং মাত্রা জনন্যা মাত্রাধিকেন পরিমাণাধিকেন স্নেহেন প্রতিসিদ্ধানামপ্যদ্ধা নাম শ্রদ্ধা

দ্বাদশ স্তবক

বস্ত্রহরণ লীলা :

ধন্যাদি কন্যাগণের কাত্যায়নীব্রত সঙ্কল্প :

১। অতঃপর যেদিন থেকে তাদৃশ অর্থাৎ 'গোপতনয় আমাদের পতি হোক' এরূপ সঙ্কল্প-লতারূপ বাঞ্ছিতার্থ সাধক কল্পলতাকুসুমের বিকাসে সুমনোহর ধন্যাদিকন্যাগণের হৃদয়ে জন্ম নিল সমুচিত ইন্দ্রিয়াতীত অপার উৎকণ্ঠা সে দিন থেকে এই কন্যাগণের প্রত্যেকের মাতাপিতাগণ— 'বিশিষ্ট পতিলাভের দ্বারাই উৎকণ্ঠাবতী কুলবালাদের সমুচিত সুখ হয়ে থাকে'—এই বিচারপরায়ণ হয়ে অতিশয় তাপিত হলেন না, প্রত্যুত তাঁদের অনুকূল ব্রত-ব্যাপার সমাপনের জন্য কুশলী হলেন।

২। এইরূপ পরিস্থিতিতে তাঁদের মাতাগণ মাত্রাধিক স্নেহবশতঃ প্রত্যেককে নিষেধমুখে

সোঢ়ুমসাম্প্রতং সাম্প্রতং কথমেতাদৃশমুৎসাহমুৎসাহমুৎসাহসেন দধত্যা দুষ্করং কর্ম কর্মঠতাশূন্যতয়া-ঽনন্যতয়াঽনধিকারিণ্যা ত্বয়া করিষ্যতে' ইতি প্রত্যেকং প্রতিষিদ্ধানামদ্ধা নাম শ্রদ্ধা শুদ্ধাঽঽশু বরীবৃধ্যত এব স্ম ॥

৩। ততশ্চ তাসাং মাতরঃ পপ্রচ্ছুঃ,—'পুত্র্যঃ! কিমুমা, কিমুমাধবঃ, কিমু মাধবঃ, কিং কমলা কমলাসনো বা, কা দেবতা বতারাধনীয়া ভবতীভিঃ, কীদৃশং বারাধনম্, ধনং বা কিয়দুপযোগি, কোঽত্র বাচার্য্যো বাচার্য্যো বিহিত ইত্যখিলং বিচার্য্য নঃ কথয়ত' ইতি ॥

৪। তাসাং নিগদিতে বিদিতে বিতর্কনিরাশায় স্ব-তাৎপর্য্যপর্য্যবসানস্য তা অপি সবিনয়মূচুঃ,—'জননি! জননিয়মোঽয়মেব—যত্র যাবদ্‌যস্য শ্রদ্ধা বদ্ধা বহুতরা ভবতি, সা তস্য তাবদেব দেবতা, তেনেহ

বরীবৃধ্যতে স্মৈব, অতিশয়েনাবর্দ্ধত এব। "মাত্রা কর্ণবিভূষায়াং বিত্তে মানে পরিচ্ছদে" ইতি মেদিনী। তৎপ্রতিষেধ-বাক্যমাহ—পরমেত্যাদি। তে তব তনুব্রততী দেহলতা ব্রতস্য তীক্ষ্ণতাং তজ্জনিতং দুঃখং সোঢ়ুমসাম্প্রতমযোগ্যা, অতএব সাম্প্রতমিদানীমেতাদৃশীং নিজতৎপ্রৌঢ়িলক্ষণাং মুদং হর্ষং সহতে ইতি কুর্ম্মণাণ্, তাদৃশমুৎসাহমধ্যবসায়ম্ উৎসাহসেন উচ্চৈঃ সাহসেন দধত্যা ধারয়ন্ত্যা ত্বয়া দুষ্করং কর্ম কথং করিষ্যতে? দুষ্করত্বে হেতুঃ—কর্মঠতাশূন্যতয়া ব্রতে তব কর্মঠতা ন লক্ষ্যতে ইত্যর্থঃ। তত্রাপ্যনন্যতয়া পূর্বপূর্বাভিরীদৃশব্রতস্যানাচরণাদিতি ভাবঃ। অতএবানধিকারিণ্যা ॥

৩। ততশ্চ তাসাং তন্নিশ্চয়দার্ঢ্যজ্ঞানানন্তরম্, উমা গৌরী উমায়া ধবঃ শঙ্করো মাধবো লক্ষ্মীকান্তঃ, কমলা লক্ষ্মীঃ কমলাসনো ব্রহ্মা, বত অনুকম্পায়াম্, উপযোগিনৈবেত্যাদাবিত্যর্থঃ। আচার্য উপদেষ্টা। কীদৃশঃ? বাচা বেদাদি-মন্ত্রবাক্যেন আর্যো বিজ্ঞঃ॥

৪। ইতি তাসাং মাতৃণাং নিগদিতে ভাষিতে বিদিতে জ্ঞাতে সতি তাঃ পুত্র্যোঽপি ঊচুঃ। কথং? স্বেষাং তাৎপর্যস্য যৎ পর্যবসানং পতিভাবেন শ্রীকৃষ্ণসঙ্গপ্রাপ্তিরূপং তস্য যো বিতর্কস্তন্নিরাসায় প্রত্যুত্তরপ্রদানং বিনা সশঙ্কাভি-

---

বললেন—'তোমাদের দেহলতা অতি কোমল, ব্রততীক্ষ্ণতা সহ্যের অযোগ্য। অতএব ইদানীম্ কি করে তাদৃশী প্রৌঢ়ি লক্ষণা আনন্দবেগ-সহ্য করছ, কি করে তাদৃশ অধ্যবসায় অতি সাহসে ধারণ করে এতাদৃশ দুষ্কর কর্ম করবে তোমরা? তোমাদের এ কাজে অনধিকারিণী হওয়ার কারণ হল ব্রতযোগ্য কর্মঠতার অভাব, আর এ-কাজটির অনন্যতা, যা পূর্বে কখনও করতে দেখা যায় নি।' এ-কথা শুনবার পর বাধাপ্রাপ্ত এই সব গোপীগণের প্রত্যেকের শুদ্ধা শ্রদ্ধা আরও বেড়েই চলল।

৩। অতঃপর তাঁদের মাতাগণ জিজ্ঞাসা করলেন—'ওহে কন্যাগণ! তোমাদের দ্বারা আরাধনীয়া সেই দেবতা কে বটে—সে কি উমা, কি উমাপতি, কি মাধব, কি কমলা, কি ব্রহ্মা? তোমাদের আরাধনাই বা কি প্রকার, ধনই বা কত প্রয়োজন এতে, বেদমন্ত্রবিজ্ঞ আচার্যই বা এতে কে? এ-সব কথা বিশেষভাবে চিন্তা করে আমাদের বল।

৪। মায়ের কথা হৃদয়ঙ্গম করে কন্যাগণও নিজ নিজ তাৎপর্যের পর্যাবসানের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে পতিভাবে প্রাপ্তি সম্বন্ধে যে বিতর্ক তা নিরাসনের জন্য সবিনয়ে বললেন 'মা, প্রাণীমাত্রেরই যে-দেবতার

তেনেঽহমুমামেব দেবতাং মন এবাচার্য্যং চার্য্যং তদুপদিষ্টং দিষ্টং নস্তথাবিধং জনয়িষ্যতে, নয়িষ্যতে চ পারমধ্বনঃ; তেন গুরুণা স্বপ্নেনাঽস্বপ্নেনাদিষ্টো মন্ত্র এব নোঽর্থসাধকঃ' ইতি ॥

৫। ততশ্চ তাভিরনিবর্ত্ত্যানাং তাসাং তদেব নির্দ্ধার্য্য ধার্য্যমাণোৎকলিকয়াঽঽলিকয়া কৃতানুকূল্যানাং শুভেঽহনি হনিষ্যমাণান্তরায়ে হৃৎপ্রমোদরসসন্দোহবিষ্যং হবিষ্যং সমারভ্য কৃতব্রতোত্থমানাং বভূবুস্তাম্বুলাভাবেন স্বভাবভাবহুলতয়া বর্ষাজলধৌতানি নবাশোকদলানীব দশনবসনানি, প্রত্যহমভ্যঙ্গমভ্যঙ্গরাহিত্যেন পরুষতয়া কেতকীদলপাণ্ডুরাণ্যঙ্গকানি, তথা নিঃস্নেহতয়াঽহতয়া নির্বিণ্ণজনমনাংসীব

মাতৃভিঃ সদা দৃঢ়ানুসন্ধানপরাভিস্তদপি কদাচিদ্বিতর্ক্যৈতৈব বেত্যর্থঃ। তা ঊচুরিতি—তাসু একস্যা মুখ্যায়াঃ, একবচনেঽপি বহুবচনং সর্বাসামৈকমত্যাৎ। অতএবাগ্রে 'তেন' ইত্যেকবচনমপি। যদ্বা, স্বস্বমাতরং প্রতি তা একৈকশ ঊচুরিতি। অতএব 'হে জননি' ইত্যেকবচনম্। তেন হেতুনা ইহ উমামেব দেবতাম্, অহং তেনে সকামার্চনে বিস্তৃতবত্যস্মি, লিড়াদীনাং ভূতসামান্যে এব ভূরিপ্রয়োগদর্শনান্নাত্র পরোক্ষাপরোক্ষবিবেকঃ। আচার্যঞ্চ আচার্যংপি মন এব আর্যং শ্রেষ্ঠং তদুপদিষ্টং তস্যোপদেশ এব নোঽস্মাকং তথাবিধং দিষ্টমদৃষ্টং জনয়িষ্যতে, তচ্চাধ্বনো ব্রতরূপবর্ত্মনঃ পারং ফলস্থানং নয়িষ্যতে নেষ্যতি; 'নয় প্রাপণে' ইত্যাত্মনেপদিনো রূপম্। তেন মনোরূপেণ গুরুণা মন্ত্র স্বপ্নেন আদিষ্টঃ। নন্বু স্বপ্নঃ স্বপ্নোপম এবাপ্রামাণ্যাৎ ? নৈবম্, অস্বপ্নেন জাগরণ নির্বিশেষেণেত্যর্থ। যদ্বা, অস্বপ্নেন জাগরণেন চাকস্মাদেব হৃদি স্ফুরণাদিতি ভাবঃ ॥

৫। তাভির্মাতৃভিরনিবর্ত্ত্যানাং ব্রতান্নিবর্তয়িতুমশক্যানাং তাসাং কুমারীণামুৎকলিকয়োৎকণ্ঠয়াঽঽলিকয়া সানুকম্পসখ্যা হনিষ্যমাণা নষ্টীকরিষ্যমাণা অন্তরায়া বিঘ্না যেন, তথাভূতেঽহনি হৃৎপ্রমোদরসানাং সন্দোহস্য সন্দোহে বা যা বিড় ব্যাপ্তিঃ, 'বিষ্‌৯ ব্যাপ্তৌ' তস্যাং সাধুঃ, সাধ্বর্থে য-প্রত্যয়ঃ। স্বভাবেনৈব ভা-বহুলতয়া কান্তি-বাহুল্যেন তাম্বুলরসানাবৃতত্বাদত্যরুণিমোদ্গমাদিতি ভাবঃ। অভঙ্গমঙ্গং লক্ষ্যীকৃত্য ভাঙ্গরাহিত্যেন তৈলাভ্যঞ্জনাভাবেন। নিঃস্নেহতয়া নিষ্প্রেম-

উপর যার যতদূর বদ্ধমূলা দৃঢ়শ্রদ্ধা থাকে তার ততটুকুই ফল ঐ দেবতা থেকে লাভ হয়ে থাকে। এই হেতু আমরা কাত্যায়নী দেবীর সকাম অর্চন বিবর্দ্ধিত করে তুলবো। মনকেই শ্রেষ্ঠ আচার্যরূপে নিযুক্ত করেছি, তার উপদেশই আমাদের তথাবিধ অদৃষ্ট জন্মিয়ে দিবে, এবং পথের সীমায় পৌঁছে দিবে। ঐ মনরূপ গুরু জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থায় যে মন্ত্র উপদেশ করেছেন তাই আমাদের অর্থসাধক হবে।

কাত্যায়নী-অর্চনার্থে যমুনার কুলে গমন :

৫। অতঃপর মায়েদের বুঝানোতেও ব্রতসঙ্কল্প থেকে অনিবর্তিত কুমারীদের চিত্তগত উৎকণ্ঠারূপা সখীর আনুকূল্যে অন্তরায় বিনষ্ট হয়ে গেলে সেই নির্দিষ্ট শুভদিনে হৃদয়ের প্রমোদ-রসসাগর উচ্ছলিত হয়ে উঠলে তাঁরা হবিষ্যান্ন গ্রহণ আরম্ভ করে ব্রত করতে উদ্যত হলেন। ব্রতকৃচ্ছতায় তাদের দেহে এক অপূর্ব লাবণ্যের প্রকাশ হল—তাম্বুলাভাবে অধরকান্তির স্বাভাবিক প্রকাশ-বাহুল্যে অধরপুট হয়ে উঠল বর্ষাজলধৌত নব অশোকদলের মতো, প্রতিদিন প্রতি অঙ্গে তৈলমর্দন অভাবে তনুশ্রী কঠোরতাহেতু পাণ্ডুরবর্ণ ধারণ করল, কেশকলাপ তৈল অভাবে নির্বিণ্ণ জনের মনের মতো

রুক্ষাণি চিকুর-নিকুরম্বাণি তথা সকৃদদনতয়ানতয়া তনবোঽপি তনবোঽপিহিতরুচোঽদ্বিতীয়ায়া দ্বিতীয়ায়াঃ শশিকলায়াঃ সৌভাগ্যহারিণ্যো হারিণ্যোঽপি যদি পুনরজনি রজনিবিরামস্তদা ভূশয়নাঃ শয়নাদুত্থিতাঃ সত্যঃ কৃষ্ণাশয়া শয়ালুতা-বিরহেণ বিকষাকষায়বদরুণনয়না নয়নাদিধাবনং বিধায় রাগানক্তং নক্তন্তনবসনং নিরস্য রস্যতমং বসনান্তরং পরিধায় বিগতবৈকল্যং প্রতিকল্যং প্রতিপৎস্যমানযমুনাপ্লবপ্লবমানমানসাঃ সমনন্তরমনন্তরহসা পূর্বসম্বাদেনাকারণকারণাভাবেঽপি মিলিত্বা 'আলি' ত্বামপেক্ষ্য বর্ত্তামহে মহেচ্ছে ত্বরিতমেহি' ইতি বিলম্বমানাং প্রতি প্রতিপদ্যমানমাননাগিরঃ, তদনু পরস্পরপরমপ্রেম্ণেব বিষক্তবিসলতা-

---

তয়া নিস্তৈলত্বেন চ। কীদৃশ্যঃ? বৈরাগ্যসিদ্ধ্যর্থং ব্রতস্য সাঙ্গতাসিদ্ধ্যর্থং চাহতয়া ভ্রমাদপ্যনষ্টয়া। অত্র যদ্যপি তাসামঙ্গানি কেশাশ্চ তৈলাভ্যঙ্গাভাবেঽপি স্বভাবাদেবাতিস্নিগ্ধানি, তদপি প্রেমবত্বাৎ দ্রষ্টৃজনানাং রুক্ষতাসম্ভাবনয়ৈব রুক্ষাণ্যুক্তানি, যথা পুত্রদেহং পুষ্টমপি পশ্যন্ত্যা মাত্রা মৎপুত্রদেহোঽয়ং ক্ষুধা ক্ষাম ইতি সংভাব্যতে। সকৃদদনতয়েতি কর্ত্তরি ল্যুপ্রত্যয়ান্তাদ্ভাবপ্রত্যয়ঃ পুংবত্ত্বম্। কীদৃশ্যঃ? অনতয়া পূর্ববদ্দৃঢ়তয়েত্যর্থঃ। তনবোঽপি দেহা অপি তনবঃ কৃশাঃ, অপিহিতরুচশ্ছন্নকান্তয়ঃ; যদ্বা, ভাগুরিমতেনাকারলোপে নঞা অনাচ্ছন্নকান্তয়ঃ শ্রীকৃষ্ণসঙ্গপ্রাপ্ত্যাশাবলাদিতি ভাবঃ। কিংবা, তনবোঽপি কৃশা অপি তনবো হিতরুচঃ কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গমোপযোগি-কান্তয় ইত্যর্থঃ। অদ্বিতীয়ায়া একস্যা এব দ্বিতীয়ায়াস্তিথেঃ সম্বন্ধিন্যাঃ শশিকলায়াঃ সৌভাগ্যহারিণ্যঃ, সর্বজনকারুণ্যজনক-কার্শ্যাদিতি ভাবঃ। অদ্বিতীয়ায়া ইতি তস্যা দ্বিতীয়াতিথিসাহিত্যে কিঞ্চিৎকলাপুষ্টিঃ সম্ভবেদিতি হারিণ্যোঽপি হারবত্যোঽপি হারকান্ত্যা সদ্বিতীয়াপি অদ্বিতীয়াশশিকলায়াঃ সৌভাগ্যহারিণ্য ইতি বিরোধঃ।

এবং ব্রতিনীর্বর্ণয়িত্বা তচ্চেষ্টা বিবৃণ্বন্ আহ—যদীতি। রজনিবিরামো যদ্যজনি জাতস্তদা শমনানুজাতায়া যমুনায়া রোধঃ পুলিনং সমাজগ্মুরিত্যন্বয়ঃ। শয়ালুতা স্বাভাবিকী নিদ্রা, তদ্বিরহেণ বিকসা মঞ্জিষ্ঠা, "মঞ্জিষ্ঠা বিকসা জিঙ্গী" ইত্যমরঃ, তস্যা রাগেণ রক্তিম্না অনক্তং ন ম্রক্ষিতম্, শ্বেতমিত্যর্থঃ। রস্যতমং সাধব্য-সৌভাগ্য-ব্যঞ্জকম্, অরুণাদিবর্ণমিত্যর্থঃ। প্রতিকল্যং প্রতিপ্রাতঃ প্রতিপৎস্যমানেন ভাবিনা যমুনায়ামাপ্লবেন স্নানেন প্লবমানমার্দ্রীভবন্মানসং যাসাং তাঃ; অনন্তরহসাঽতিগোপ্যেন "রহোঽতিগুহ্যে সুরতে" ইতি বিশ্বঃ। পূর্ব-সংবাদেন 'পূর্বদিন-সায়ংসময়ে সংবৃত্য শ্বঃ প্রাতরেবং করিষ্যামহে' ইতি সঙ্কেতেনৈব হেতুনা আকারণকারণাভাবেঽপি আহ্বানহেত্বভাবেঽপি সতি; "হূতিরাকারণাহ্বানম্"

রুক্ষ হয়ে পড়ল, একাহারী হওয়াতে দেহ কৃশ হয়ে গেলেও কান্তিমন্ত হল যদিও তা থাকল ছন্ন, গলায় হার থাকলেও কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়ার শশীকলার সৌভাগ্যহারী হয়ে গেল তারা—সর্বজনকারুণ্যজনক কৃশতায়। এবার এদের ক্রিয়াকলাপের কথা বলা হচ্ছে— রাত্রি যদি শেষ হয়ে গেল তখন ভূমিতে শয়িত কন্যাগণ কৃষ্ণ-আশায় শয়ন থেকে উঠে পড়লেন। অতঃপর স্বাভাবিক নিদ্রার অভাবে রক্তরাগের মতো অরুণ নয়না তাঁরা চোখমুখ ধুয়ে রাত্রিবাস শুভ্র বস্ত্র ছেড়ে ফেলে সৌভাগ্যসূচক অরুণ বসন পরে দেহজড়তা ত্যাগ করে, প্রতি প্রাতে যমুনা স্নান হবে এ-ভাবনায় স্নিগ্ধমনা হয়ে, পূর্বসন্ধ্যার অতিগোপন পরামর্শানুসারে বিনা ডাকাডাকিতেই সকলে একসঙ্গে মিলিত হয়ে বলাবলি করতে লাগলেন—'হে সখি, তোমার জন্যই অপেক্ষা করছি, হে সৌভাগ্যবতি, তাড়াতাড়ি এস।' বিলম্বে আগতা সখীর প্রতি এরূপ সম্মানসূচক বাণীতে স্বাগত জানিয়ে পরস্পর মিলিতা হয়ে প্রেমে বাহু

বলিবলিতললিত-লক্ষণা ধরণিতলসঞ্চারিচারিমভরপ্রগাঢ়াঃ কমলিন্য ইব, ইতরেতরতরলশাখাশাখাকমনং কিঞ্চন কাঞ্চনকান্তলতোদ্যানমিব, জঙ্গমং নিজনিজ-চপলতাবলেপলেপনায় পরস্পর গুম্ফনক্ষণপ্রভাঃ ক্ষণ-প্রভাবিতভূতলাবতারাঃ ক্ষণপ্রভা ইব গৃহীতভুজবলয়া বলয়াবলিনিনদ-নির্জিতমদকলকলবিষ্কঝঙ্করণমা-ন্দোলিতকরাঃ করালতরতরণিকিরণৈর্যথা কমলিনীমলিনীভাবো ন ভবতি, তথাহরহরতিজরীজৃম্ভ্যমাণকৃষ্ণ-তৃষ্ণাপরিভবেনাপি বিলসন্মুখ্যো মুখ্যোত্তমকল্পকল্পনাসংভৃতদেবীপূজাসম্ভারভারমণীয়পাণিভিরনুচরীভি-রনুগম্যমানাঃ, চতুর্মুখমুখলেখলেখামুখ-মুখরিত-হরিগুণগুণনঝঙ্কারকারণ-দরবিবৃতমুখকমলামোদপ্রমোদ-প্রপতদলিকুলাতিরেকরেকণকণংকূণনকমনীয়নয়নাঞ্চলং ভবিকবিকস্বরস্বরসৌভাগ্যং পরিবাদিনীপরিবাদি

ইত্যন্বয়ঃ। মিলিত্বা সংমীল্য; হে আলি! হে সখি! পরস্পরং গৃহীতভুজবলয়াশ্চলন্তীস্তা উৎপ্রেক্ষতে। পরস্পরং যঃ পরমঃ প্রেমা তেনৈব বিষক্তাঃ পরস্পরং মিলিতা বিসলতাবলয়ো মৃণাললতা-শ্রেণয়স্তাভিরেব বলিতং যল্ললিতং লক্ষ্ম চিহ্নং তেন কমলিন্য ইব। কিঞ্চ, ধরণিতলে সঞ্চারিণ্যশ্চ তাশ্চারিমভরেণ চারুত্বাতিশয়েন প্রগাঢ়াশ্চেতি তথাভূতা ইত্যাশ্চর্যম্। অত্র সাবর্ণ্যানুপলম্ভ ইতি পুনরুৎপ্রেক্ষতে—ইতরেতরং তরলশাখানাং যঃ শাখো ব্যাপ্তিঃ; 'শাখৃ ব্যাপ্তৌ' ঘঞন্তঃ, তেনাকমনং সম্যক্ শোভনং কিঞ্চনাদ্ভুতং কাঞ্চনস্য কনকস্য লতোদ্যানম্; অত্রাপি জগত্তমোহরণ-পরমচমৎকারি-প্রভা-নিবহালাভ ইতি পুনরপ্যুৎপ্রেক্ষতে—নিজ-নিজ-চপলতায়াঃ প্রতি-স্ব-চাপল্যস্যাবলেপেনাহঙ্কারেণ লেপনায় প্রলেপার্থং পরস্পরং প্রসঞ্জনার্থমিতি যাবৎ, পরস্পরং গুম্ফিন্যঃ পরস্পরগ্রন্থনপরাঃ ক্ষণরূপা উৎসবময্যঃ প্রভা যাসাং তাঃ, ক্ষণাদেব প্রকর্ষেণ ভাবিতঃ কৃতো ভূতলেঽবতার আবির্ভাবো যাভিস্তথাভূতাঃ, ক্ষণপ্রভা ইব বিদ্যুত ইব। বলয়াবলিনিনদেন নির্জিতং মদকলস্য মত্তস্য কলবিষ্কস্য চটকস্য ঝঙ্করণং ঝঙ্কারো যত্র তদ্যথা স্যাত্তথাঽন্দোলিতকরাঃ। কৃষ্ণস্য তৃষ্ণারূপেণ পরিভবেনেতি সোঽপি কৃষ্ণেনৈব প্রযুক্তঃ কটুতরস্বতেজোবিশেষ এবেতি দৃষ্টান্ত-সঙ্গতিঃ। মুখ্যা যা উত্তমকল্পস্য কল্পনা, তয়া সংভৃতা যে দেবীপূজা-সম্ভারাঃ পুষ্প-ধূপ-দীপ-নৈবেদ্যাদয়ঃ, তেষাং ভা কান্তিস্তয়া রমণীয়াঃ পাণয়ো যাসাং তাভিঃ। চতুর্মুখো ব্রহ্মা, তন্মুখাস্তদাদয়ো লেখা দেবাস্তেষাং লেখাঃ শ্রেণ্যস্তাসাং মুখৈর্মুখরিতা যে হরি-গুণাস্তেষাং গুণনং কীর্তনামন্ত্রণং তস্য ঝঙ্কারকারণাজ্ঝঙ্কারহেতোর্দরমীষদ্বিবৃতং যন্মুখকমলং তস্যামোদান্নির্গচ্ছতঃ সুগন্ধা-দ্ধেতোঃ প্রমোদেন প্রপততামলিকুলানামতিরেকাৎ রেকণং শঙ্কা তেন হেতুনা কণৎ প্রকাশমানং কূণনং সঙ্কোচনস্তেন

জড়াজড়ি করে ধরলেন। দেখে মনে হতে লাগল—যেন মৃণাললতাবলীসমন্বিত-ললিত লক্ষণযুক্ত-অতিচারুতায় নিবিড়-স্থলসঞ্চারী একটি পদ্মঝাড়, যেন পরস্পরের চঞ্চল শাখাদ্বারা বিস্তৃত অতিরমণীয় কোনও অদ্ভুত চলমান একটি স্বর্ণলতোদ্যান, যেন নিজ নিজ চপলতা গর্বের দ্বারা প্রলেপিত করবার জন্য পরস্পর একত্র মিলনে গুম্ফিত আলোর ঝরণা, যেন হঠাৎ-ই চতুর্দিকে অতি চমকিত করে দিয়ে ভূতলে অবতীর্ণ বিদ্যুৎমালা। এইরূপ অপূর্ব শোভার আকর কন্যার দল যমুনার দিকে চলছিলেন অবিকল স্বরসৌভাগ্যবিস্তারের সহিত বীণাঝঙ্কারতিরস্কারী নিশ্ছিদ্র কোমল স্বরে দ্রুত তালে ব্রহ্মাদি-দেবমুখগীত হরিগুণগান সঙ্কীর্তন করতে করতে। উচ্চ কীর্তনে তাঁদের ঈষৎ উন্মিলীত মুখকমল-নিঃসৃত সুগন্ধে আকুল হয়ে অলিকুল উড়ে এসে পড়ছিল তাঁদের ঐ মুখকমলে, আর সেই শঙ্কায় তাঁদের নয়নকোণের অতি সঙ্কোচনে কমনীয়তা প্রকাশ হচ্ছিল ওতে, তাঁদের করপদ্ম আন্দোলিত

নীরন্ধ্রমৃদুলতরং গায়ন্ত্যো লঘুতরম্, তমোনুদ্যনুদ্যতি তিমিরনুদোঽপত্যতায়ামপি তিমিরধারাধারায়মাণায়াঃ সকলতাপোপশমনানুজাতায়াঃ শমনানুজাতায়াঃ রোধো রোধোপশমপূর্বমেব সমাজগ্মুঃ ॥

৬। সা চ তরঙ্গিণী রঙ্গিণীব তাসাং শ্রীনন্দনন্দনং পতিত্বেন লব্ধুমিচ্ছূনাং মিচ্ছূনাং শ্রদ্ধামদ্ধা মহতীমালোক্য সবহুমানমাগচ্ছতাগচ্ছতেতি তরলতরতরঙ্গকরৈরালিলিঙ্গিষুরিব তত্তৎচরণসঞ্চরণরণৎ-কলহংসক-ঝঙ্করণকোলাহলৈর্ঝটিতি ঝটিতি কৃত্বা সমুড্ডীয়মানানাং জলশকুনানামালাপেন যথাভিমত-সিদ্ধিমিব সূচয়ন্তীরয়ন্তী রমণীয়মাদরমিব বিহগমিথুনস্য নিশাবিরহস্য রহস্যমুৎপাদয়িতুমুদ্যদরুণকিরণাহত-হতনিদ্রবিসিনীকুসুমনয়নাঞ্চলৈঃ সস্নেহমালোকয়ামাস ॥

কমনীয়ং নয়নাঞ্চলং যত্র তদ্‌যথা স্যাত্তথা ; 'রেক্ব শঙ্কায়াম্', 'কণী দীপ্তৌ', 'কুণ সঙ্কোচে' ইতি ধাতবঃ। ভবিকং মঙ্গল-ময়ং বিকস্বরস্য স্বরস্যাপি সৌভাগ্যং যত্র তদ্‌যথা স্যাত্তথা। পরিবাদিনী বীণা, তামপি পরিবদিতুং তিরস্কর্তুং শীলং যস্য তদ্‌যথা স্যাত্তথা ; নীরন্ধ্রং নিবিড়ং চ তৎ মৃদুলং কোমলং চেতি তৎ ; গানক্রিয়াবিশেষণপঞ্চকম্। তমোনুদে সূর্যে অনুদ্যতি ন উদয়তি সতি শমনানুজাতায়া যমুনায়া রোধঃ পুলিনং সমাজগ্মুঃ। রোধঃ স্নেহাৎ পিত্রাদিকৃতবারণং তদুপ-শমপূর্বকম্। শমনানুজাতায়াঃ কীদৃশ্যাঃ? তিমিরং নুদতি দূরীকরোতীতি তিমিরনুৎ সূর্যঃ, তস্যাপত্যতায়াং সত্যামপি তিমিরধারায়া আধারোঽধিকরণং তদ্বদাচরন্ত্যাঃ ; সকলানাং তাপানামুপশমনমনু পশ্চাজ্জাতং স্নানাদ্যনন্তরোৎপন্নং ভবতি যতস্তস্যাঃ ॥

৬। তরঙ্গিণী যমুনা, মিদা স্নেহেন ; 'ঞিমিদা স্নেহনে' ; প্রেমপরিণামবিশেষেণ শূনাং বৃদ্ধাম্ ; 'টুওশ্বি গতি-

---

হচ্ছিল বলয়নিচয়ে মদমত্ত কলবিঙ্ক-ঝঙ্কার নির্জিতকারী ঝঙ্কার তুলে, অত্যন্ত প্রখর সূর্যকিরণেও পদ্মচয় যেমন মলিনতা প্রাপ্ত হয় না সেইরূপ সদা অতিপ্রকাশমান কৃষ্ণমিলন-তৃষ্ণাতাপের দ্বারা তাপিত হয়েও এঁদের মুখ দীপ্তই ছিল, এদের পিছে পিছে চলছিল উত্তমোত্তম বিধি অনুসারে সংগৃহীত দেবীপূজা-সম্ভারের কান্তিদ্বারা উজ্জ্বলপাণি সেবিকাগণ। এইরূপে সূর্যোদয়ের পূর্বেই কন্যাগণ পিত্রাদির স্নেহের বারণ উপশমপূর্বক চলতে চলতে গিয়ে উপস্থিত হলেন যমুনাতটে—যিনি তিমিরধারা বক্ষে ধারণ করে আছেন, তিমির দূরকারী সূর্যকন্যা হয়েও, স্নানে সকল তাপ উপশম করে দিচ্ছেন।

৬। শ্রীনন্দনন্দনকে পতিরূপে পেতে ইচ্ছুক কন্যাগণের প্রেমপরিপাকে উচ্ছলিত শ্রদ্ধা সাক্ষাৎ দর্শন করে তরঙ্গিণী যমুনা যেন রঙ্গিণীর মতো চঞ্চল তরঙ্গকরে আলিঙ্গনেচ্ছায় এগিয়ে এসে তাঁদের বহুমান দান করে বললেন 'এস এস'। ঐ কন্যাদের চরণসঞ্চারণে রণিত মৃদুল নূপুরঝঙ্কার-কোলাহলে ঝট্‌পট্ শব্দ করে উড্ডীয়মান জলপাখীদের কিচিরমিচির আলাপের দ্বারা মনে হচ্ছিল যেন যমুনাদেবী কন্যাদের যথাভিমত সিদ্ধি সূচনা করে রমণীয় আদর প্রকাশ করছেন। বিহগমিথুন চক্রবাকচক্রবাকীর নিশাবিরহের পর সুরতসঙ্গম উৎপাদনের জন্য উদিত সূর্যকিরণের আঘাতে হতনিদ্র কমলকুসুমরূপ নয়নপ্রান্তে যমুনাদেবী সস্নেহে ওঁদের দেখতে লাগলেন।

৭। তাশ্চ তদা বিলম্বং সোঢ়ুমনীশা নীশারমপহায় সুমহিমহিমকণাসারমপি সারমপিহিতং হিতং তন্বানং তন্বানন্দপরয়ৈব সহমানা মানাতীতোৎকলিকয়ালিকয়া সমমেব দরকম্প্রকং প্রচলদধরকিশলয়-লয়-বিকসিত-সিত-দশন-সঞ্চারিচারিম-শীৎকারসংকৃত-মধুরতর-হাসমিতরেতরেক্ষণ-ক্ষণকৌতুকমাকুঞ্চিত-কলেবরং চিতকলে বরং ব্রতরসে তরসেহ সমাদরং বহন্ত্যো ভগবতীং কালিন্দীমভিবন্দ্য তদম্ভসি স্নাতু-মবতেরুঃ, অবতীর্য্য চাগণিত-শীতভীতি যথাবিধি বিধীয়মানস্নানাঃ সমুৎসাহসাহসমুদিতাঃ সমুদিতাস্তীরং সমুত্তেরুঃ ॥

৮। স্নানসমুত্তীর্ণানাং মুত্তীর্ণা নঞ্জসা জায়তে স্ম যদি তাসাং তদা যমুনাঙ্গসঙ্গসম্বাধেন চারুদতীনাং

বুদ্ধ্যোঃ'। অদ্ধা সাক্ষাদেব। তাসাং তাসাং চরণানাং সঞ্চরণে রণতাং শব্দায়মানানাং কলহংসকানাং শোভনপাদকটকানাং সংহতানাং ঝঙ্কারকোলাহলৈর্জল-শকুনানাং জলচর-পক্ষিণামাদরমিবাদরময়ং বাক্যমিব ঈরয়ন্তীব। বিহগ-মিথুনস্য চক্রবাক-দ্বয়স্য নিশায়াং বিরহো যস্য তস্য রহস্যং সুরতময়সঙ্গম্ ; "রহোঽন্তিগুহ্যে সুরতে" ইতি বিশ্বঃ। উৎপাদয়িতুমুত্থতো-ঽরুণস্য সূর্যস্য কিরণানামাহতমাঘাতস্তেন হতা নিদ্রা যস্য তৎ, বিসিনীকুসুমং কমলপুষ্পমেব নয়নং তস্যাঞ্চলেঃ ॥

৭। নীশারং শীতপ্রাবরণবস্ত্রম্, শোভনো মহিমা তপঃপ্রাপকত্বলক্ষণো যেষাং তেষাং হিমকণানামাসারমপ্যানন্দ-পরয়ৈব তন্বা সহমানাঃ। কীদৃশম্? সারং শ্রেষ্ঠং হিতমপিহিতমনাবৃতং প্রকটমেব সৎ তন্বানং বিস্তারয়ন্তম্ ; যদ্বা, অপিহিতমাচ্ছন্নং প্রাপ্যমাণস্য শ্রীকৃষ্ণসঙ্গরূপহিতস্য জনৈরজ্ঞেয়ত্বাৎ। মানং পরিমাণং তদতিক্রান্তয়োৎকলিকয়া স্নানোৎ-কণ্ঠয়া হেতুনা আলিকয়া সখ্যা সমম্। দর ঈষৎ কম্প্রং কম্পযুক্তং কং শিরো যত্র তদ্‌যথা স্যাত্তথা প্রচলতঃ প্রকর্ষেণ কম্পমানস্যাধরকিসলয়স্য লয়ান্নাট্যাদ্‌বিকসিতেষু সিতদশনেষু সঞ্চারী চারিম্ণা চারুতয়া যঃ শীৎকারস্তেন সংকৃতো মধুরো হাসো যত্র তৎ। হাসে হেতুঃ—ইতরেতরেতি। পরস্পর-স্বসাধর্ম্য-দর্শনমেব হাস্যোদ্গমকমিতি ভাবঃ। নন্বু কিমে-তাবতা শীত-সহনেন? তত্রাহ—ইহ ব্রতরসে বরং শ্রেষ্ঠং সমাদরং বহন্ত্যঃ। কথম্ভূতে? চিতা সঞ্চিতা কলা শিল্পং স্নানাদি-সমস্ত-ব্রতাঙ্গকৌশলং যত্র তস্মিন্। সম্যগুৎসাহাদেব শীতাদি-দুঃখ-সহিষ্ণুতায়াং সাহসং তেন মুদিতাঃ সমুদিতাঃ সম্মিলিতা এব ॥

কন্যাগণের যমুনাস্নান ঃ

৭। ওখানে পৌঁছেই বিলম্বে অসহিষ্ণু হয়ে কন্যাগণ পশমী আবরণবস্ত্র ছেড়ে ফেলে দিয়ে শ্রেষ্ঠমঙ্গলাভিব্যক্তিস্বরূপ সুমহিম তুষারধারা-সম্পাতও তনুর আনন্দপররূপে সহ্য করলেন। অতি শীতে এদের মস্তক ঈষৎ কম্পিত হচ্ছিল, কম্পিত অধরকিশলয়ের নটনে বিকসিত শুভ্র দন্তে সঞ্চারী চারুতায় প্রকাশিত শীৎকারের দ্বারা পূজিত মধুর হাসির বিকাশ হচ্ছিল এদের মধ্যে পরস্পর স্বসাধর্ম্য দর্শনে, পরস্পর ঈক্ষণজাত উৎসবময় কৌতুকে এঁদের কলেবর হচ্ছিল আকুঞ্চিত—এ-অবস্থায় স্নানোৎকণ্ঠা হেতু সখীসঙ্গে স্নানাদি ব্রতকৌশলযুক্ত ব্রতরসে অতি সমাদরবতী কন্যাগণ ভগবতী কালিন্দীকে বন্দনা করে তাঁর জলে স্নান করবার জন্য নেমে পড়লেন। নেমে পড়ে শীতের ভয়কে তুচ্ছ করে যথাবিধি স্নান সমাপন করে অত্যন্ত উৎসাহ বশে শীতাদি-দুঃখ সহিষ্ণুতাতে যে সাহস ব্যক্ত হল তাতে আনন্দিতা তাঁরা সকলে একসঙ্গে মিলিতা হয়ে তীরে উঠে এলেন।

রুদতীনাং তমুরুচামশ্রুবিন্দব ইব সেসিচ্যমান-সিচয়নিচয়া গাত্রসলিলপৃষতাঃ পৃষতাক্ষীণামক্ষীণা মহীতলং পেতুঃ; যে খলু লাবণ্যামৃতসারবিন্দবোঽরবিন্দবোধকর-কন্যাকন্যায়বাসগমিত-বয়সাং বয়সাং গণেন সুচিরমন্বমীয়ন্ত ॥

৯। তদা চ সহজবৈরবৈরস্যমপহায় দয়োদয়োত্তরলাভিঃ কৌমুদীভিরিব মুদীভিরিব মূর্ত্তাভিঃ প্রতিভয়াঽপ্রতিভয়া রুদতীরিব তিমিরততী রততীব্রসলিলনিঃস্যন্দাঃ কবরীর্বরীয়সীর্মার্জনেন মার্জনেন সলিলনিঃসারেণ সারেণ লালয়ন্তীভিরিব শোভাভরেণ পুনরাভিরাভিরাম্যকাম্যকার্তস্বরকান্তকান্তিভিরাসেদে কাপি মাধুর্যস্য পরা কাষ্ঠা ॥

৮। স্নানসমুত্তীর্ণানাং স্নানাৎ সম্যগুত্থিতানাং তাসাং মুৎ মনঃপ্রসাদময়ী প্রীতিরঞ্জসা শীঘ্রং যদি তীর্ণা ন জায়তে স্ম, অপারত্বাত্তাভিরেবেত্যর্থঃ, তদা চারুদতীনাং তাসাং পৃষতাক্ষীণাং হরিণনয়নানাং গাত্রতঃ সলিলপৃষতাঃ স্নানজলবিন্দবোঽক্ষীণা বহুতরা মহীতলং পেতুঃ;—"পৃষতৈণর্ষ্যরোহিতাশ্চমরো মৃগাঃ; পৃষন্তি-বিন্দু-পৃষতাঃ" ইত্যমরঃ। কথম্ভূতাঃ? সেসিচ্যমানঃ পুনঃ পুনঃ সিচ্যমানঃ সিচয়নিচয়ো বস্ত্রসমূহো যৈস্তে। তানেবোৎপ্রেক্ষতে—তমুরুচামঙ্গকান্তীনামশ্রুবিন্দব ইব কেন হেতুনা যমুনায়া অঙ্গসঙ্গেন জলান্তঃপ্রবেশেন যঃ সম্যগ্‌ বাধস্তেন। যমুনায়াঃ শ্যামত্বাৎ প্রতিকূলকান্তিভ্যঃ প্রাপ্তাঘাতত্বেনেত্যর্থঃ। অরবিন্দস্য কমলস্য বোধকরঃ সূর্যস্তস্য কন্যা যমুনা, তস্যাঃ কে জলে যো ন্যায়বাসো ন্যায়প্রাপ্তা বসতিস্তেনৈব গমিতানি যাপিতানি বয়াংসি বাল্যাদীনি যৈস্তেষাং বয়সাং পক্ষিণাং গণেন বৃন্দেন এতানালোকয়দ্ভিঃ পক্ষিভিরপি তথা মাধুর্যামুভবস্তৎপূর্বজন্মমধ্যে কদাপি ন লব্ধ ইতি ভাবঃ॥

৯। অথ স্ব-স্ব-কবরীর্মার্জয়ন্তীস্তা উৎপ্রেক্ষতে—সহজমোৎপত্তিকমপি বৈরজনিত-বৈরস্যমপহায় ত্যক্ত্বা, প্রত্যুত দয়ায়া উদয় উদ্গমস্তেনৈবোত্তরলাভিঃ কৌমুদীভির্জ্যোৎস্নাভিরিব। এবং কায়নিষ্ঠং গুণং বর্ণয়িত্বা মনোনিষ্ঠমপি গুণং বর্ণয়ন্নেব বৈরত্যাগেঽপি কারণমাহ—মুদীভিরিবেতি। মুদামানন্দনাম্নীভির্লক্ষ্মীভিরিব মূর্তা তমূর্তিমতীভিঃ। প্রতিভয়ং ভীতিস্তেন যাঽপ্রতিভা কর্তব্যাস্ফুরণং তয়া রুদতীরিব তিমিরাণাং ততীঃ শ্রেণীঃ রতোঽভিরতস্তীব্রঃ সলিলনিঃস্যন্দোঽশ্রু-

---

৮। স্নান থেকে সমুত্থিতা কন্যাগণের অপার মনপ্রসাদময়ী প্রীতি যদি শীঘ্র পার পেল না তখন চারুদন্তী হরিণনয়না ঐ কন্যাদের গাত্রজলবিন্দুসমূহ যা পুনঃ পুনঃ গাত্রবস্ত্র ভিজিয়ে তুলছিল তা ধারায় প্রবাহিত হয়ে ভূমিতল প্রাপ্ত হ'ল—দেখে মনে হতে লাগল যেন যমুনার কাল জলের প্রতিকুল সঙ্গের আঘাতে তাঁদের ক্রন্দনপরায়ণ দেহের স্বর্ণবর্ণকান্তি অশ্রুবিন্দুর মতো ঝরে পড়ছে। এই গাত্রজলবিন্দুকে লাবণ্যামৃতসারবিন্দু বলে বহুক্ষণ ধরে অনুমানের বিষয় করে তুলেছিল সেই পক্ষীগণ যারা কমলবিকাশী যমুনার জলে ন্যায়প্রাপ্ত বসতিস্থলে বাল্যাদি বয়সকাল যাপন করছে।

৯। সেই সময় অতি চঞ্চল জ্যোৎস্নার মতো, মূর্তিমতী আনন্দলক্ষ্মীসম স্বর্ণবর্ণ কুমারীগণ তাঁদের কাল কুচকুচে অতি সুন্দর কেশপাশে আবদ্ধ জল যা বেগে ক্ষরিত হয়ে প্রতীতি জন্মাচ্ছিল যেন ভয়ে অপ্রতিভ হয়ে কাঁদছে তা সম্পূর্ণভাবে যাতে নিঃসারিত হয়ে যায় সেইরূপ সুন্দরভাবে বস্ত্রখণ্ডের দ্বারা মার্জনা করে শোভিত করে তুলছিলেন—দয়ার উদগমে সহজবৈরতাজাত বিরসতা ত্যাগ করে।

১০। তদনু চ বিনিবারিতবারিতনুলতাঃ কৃষ্ণগানগানন্দমাধুরীধুরীণমুখকমলাঃ কমলাতোঽপি সৌভগবত্যো ভগবত্যোতপ্রোতরাগাঃ প্রত্যুদগমনীয়মুদগমনীয়মুৎ পরিদধুঃ ॥

১১। তথা চ সতি পরিগৃহীতাংশুকান্তাংশুকান্তাং মার্জিতকেশকলাপাং কলাপাণ্ডিত্যবতীং সৈকতং কতমদুপেয়ুষীং সম্পাদিত-সামগ্র্যসামগ্র্যবধানপরাং দরশীতশীতলতাজনিত-শীৎকারচারুবদনকমলপরিসর-সরদলিপক্ষবাতবাতূলতাতূলতান্তভ্রুবং কুমারিকাশ্রেণীং যমুনাতাতোঽপি সুতাতোঽপি সুতরাং বাৎসল্যপাত্রীং কদুষ্ণেন মৃদুনা শীতোপশমকরেণ করেণ লালয়ন্নুদিয়ায় ॥

পাতরূপো যাসু তাঃ কবরীঃ, সলিলানাং নিঃসারো নিঃসারণং তদ্রূপেণ মার্জনেন বাৎসল্যাল্লালয়ন্তীভিরিব। অতএব বস্ত্রখণ্ডেন কৃতাশ্রুজলাপসারণানামাশ্বাসিতানাং তাসাং রোদননিবৃত্তিরভূদিতি ভাবঃ। মার্জনেন কথম্ভূতেন? মা শোভা তস্যা অর্জনং লাভো যতস্তেনেতি, প্রত্যুত তাসাং হর্ষ এবাভূদিতি ভাবঃ। তথাভূতাভিরাভিঃ কুমারীভিঃ। অভিরাম্যমভিরামতা তেনাপি কাম্যা কার্তস্বরাৎ কনকাদপি রম্যা কান্তির্যাসাং তাভিঃ, কাপি পরা কাষ্ঠা কোঽপি পরম উৎকর্ষ আসেদে প্রাপ্তা ॥

১০। বিশেষেণ নিবারিতানি বারীণি যাভ্যস্তথভূতস্তনুলতা যাসাং তাঃ, কৃষ্ণস্য গানগতো য আনন্দস্তেনৈব মাধুরী-ধুরীণানি মাধুর্যভারবাহকানি মুখকমলানি যাসাং তাঃ; প্রত্যুদ্গমনীয়ং ধৌতবস্ত্রযুগ্মম্; "তৎ স্যাদুদ্গমনীয়ং যদ্ধৌতয়োর্বস্ত্রয়োর্যুগম্" ইত্যমরঃ; উদ্গমনীয়া ব্রতোপযোগিপাবিত্র্যদৃষ্ট্যা উদ্গমবতী মুৎ প্রীতির্যস্মিংস্তৎ ॥

১১। পরিগৃহীতানামংশুকানামন্তা অঞ্চলানি, তেষাং যেঽংশবঃ কনকরসসম্বন্ধিকিরণাস্তৈঃ কান্তাম্; সৈকতং

দেখে মনে হচ্ছিল যেন রোদনপরায়ণ আশ্রিত কেশপাশ কন্যাগণ বাৎসল্যভাবে লালন করছেন। সেই সময় অভিরামতারও কাম্য ও কনক থেকে রম্য কান্তিমতী কন্যাদের সৌন্দর্যমাধুর্য এক অনির্বচনীয় পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়েছিল।

১০। বিশেষভাবে জলমুক্ত তনুলতায় শোভনা, কৃষ্ণগানগত-আনন্দের দ্বারা অতিমাধুর্যোচ্ছল-মুখকমলা, লক্ষ্মীদেবী থেকেও সৌভাগ্যবতী, ও ভগবানে ওতোপ্রোতরাগা কন্যাগণ ধৌতবস্ত্র, যার ব্রতোপযোগী পবিত্রতা দেখে তাঁদের প্রীতির উদয় হ'ল তা পরিধান করলেন।

যমুনা পুলিনে গমন ঃ

১১। পরিগৃহীত বস্ত্রের প্রান্তভাগের চিত্রের জরির কিরণচ্ছটায় উদ্ভাসিত কান্তিবিশিষ্টা, মার্জিত কেশকলাপসমন্বিতা, ও কলাপাণ্ডিত্যবতী কন্যাগণ তখন যমুনাপুলিনের কোন একস্থানে এসে উপস্থিত হলেন। পরিপূর্ণরূপে আয়োজিত পূজোপকরণ সাবধানে রক্ষায় তৎপরা, ও তৎকালে ঈষৎ শীতের শীতলতা জনিত শীৎকার ধ্বনিযুক্ত মুখকমলের নিকটে সৌগন্ধের আকর্ষণে আগত অলিকুলের পাখার বাতাস-অসহিষ্ণুতায় তুলার মতো ভীতিচপলা ভ্রুবিশিষ্টা, সূর্যদেবের বাৎসল্যপাত্রী সেই কন্যাগণ, যাঁদিকে সূর্যদেব পিতা হয়েও নিজকন্যা যমুনা থেকেও অধিক প্রীতি করেন তাঁদিকে তিনি মৃদু ঈষদুষ্ণ শীতোপশমকর কিরণরূপ করের দ্বারা লালন করতে করতে উদিত হলেন।

১২। ততশ্চ জলচরচরণচিহ্নানুপহতেঽহতে চ জনান্তরেণান্তরেণানিলং বৃত্তচন বর্পূরধবলেঽধবলে-পরহিতে হিতে পুলিনে পুনরপি নিজনিজকরকমল-পরিশোধিতে পূজনসামগ্রীমগ্রীয়ামবতার্য্য বতার্য্যচরিতাস্তাঃ কিল কোকিলকোমলবচসো রচনারসিকতাভিঃ সিকতাভির্ভগবত্মমামূর্ত্তিং নির্মিমিৎসবঃ পরস্পরমভাষন্ত —'সহচরি! চরিতমিদং ন কদাচিদস্মাভিরধুনা ধুনানা সম্ভ্রমং ভ্রমং চ কা নাম কুশলা কুশলানামপি কুশলেঽস্মিন্ন প্রবর্ত্তিতাম্। কিঞ্চ, কিমেকৈকশঃ কিম্বুত যুগপদর্চনীয়া কাত্যায়নী, কাত্যায়নীরসতা যথা ন ভবতি, তথৈব বিধীয়তাম্, ধীযতাং শ্রদ্ধাং বিধায় নিশ্চীয়তাং চ' ইতি কয়াচিদুক্তে পুনরন্যা উচুঃ,—'মিলিত্বালি তাদৃশীভিরীদৃশীভিরীশ্বরী পূজ্যা ন পুনরেকৈকশোঽনেকশোঽনেকশোভা ভবিষ্যতি' ইতি সকলা এব সকলা এবমতিমধুমধুরং কৃষ্ণগুণগানমঙ্গলমারভ্য সৌরভ্যসৌভাগ্যকুসুমাঞ্জলিং বিকীর্য্য

সিকতাময়ম্; কতমৎ পুলিনমুপেয়ুষীং প্রাপ্তবতীম্; সম্পাদিতং সামগ্র্যং সমগ্রতাঽখণ্ডত্বং যস্তাস্তথাভূতা যা সামগ্রী পূজোপযোগি-দ্রব্যাণি তত্রাবধানপরাম্, কদাচিৎ পতত্তিঃ পক্ষিভিরুপহন্যেত বেতি শঙ্কয়া। দরশীতস্তাল্পশীতস্যৈব যা শীতলতা বপুষাং সৌকুমার্যাৎ প্রাতঃস্নানানভ্যাসাচ্চ যৎ শীতদায়িত্বং তজ্জনিতেন শীৎকারেণ চারুণাং বদনকমলানাং পরিসরে সন্ততাং সৌরভং প্রাপ্য গচ্ছতামলীনাং যঃ পক্ষসম্বন্ধী বাতস্তস্য বাতুলতয়া বাতাসহিষ্ণুতয়া তূলবত্তাস্তা ভীতিচপলা ভ্রূবো যস্যাস্তাম্; "বাতুলঃ পুংসি বাত্যায়ামপি বাতাসহে ত্রিষু" ইত্যমরঃ। যমুনাতাতোঽপি সূর্যোঽপি সুতাতোঽপি সুতাভ্যোঽপি॥

১২। অনিলমন্তরেণ পবনেন বিনা; জনান্তরেণাঽহতে, কিন্তু অনিলেনৈব হতে, প্রত্যুত মৃদুকৃতে ইতি ভাবঃ। অবলেপঃ ফেনাদি-কল্কপ্রলেপস্তদ্রহিতে; অগ্রীয়ামুত্তমাম্; অবতার্য স্থাপয়িত্বা; রচনায়াং রসিকতা যাসু তথাভূতাভিঃ সিকতাভির্বালুকাভিঃ। ন চরিতং ন কৃতম্, ইদং কাত্যায়ন্যর্চনব্রতং তথাপি কুশলাঃ স্বার্থচতুরা কা নাম ভ্রমং ভ্রান্তিং সম্ভ্রমমাবেগঞ্চ ধুনানা দূরীকুর্বতী সতী কুশলানামপি কুশলে মঙ্গলানামপি মঙ্গলেঽস্মিন্ কর্মণি ন প্রবর্ত্ততাম্, কিন্তু প্রবর্ত্তত এব। কস্য সুখস্যাত্যায়েন অত্যয়েন যা নীরসতা সম্মত্যভাবহেতুকবৈরস্যং সা যথা ন ভবতি। ধীযতাং ধিয়া বুদ্ধ্যা যতাং সংযতাম। হে আলি! তাদৃশীভির্মিলিত্বৈবেশ্বরী পূজ্যা। মিলনে হেতুঃ—ঈদৃশীভিঃ পরস্পরসৌহার্দবতীভিঃ।

১২। এরপর জলচরচরণচিহ্ন রহিত, বায়ু বিনা অন্যজনের গমন রহিত, ও কোনও ফেনাদি প্রলেপ রহিত কোনও পবিত্র কর্পূর-ধবল পুলিনে অতি উত্তম পূজাসামগ্রী রেখে অহো শ্রেষ্ঠ চরিত্রবতী কন্যাগণ মূর্তি গড়ার উপযুক্ত বালুকায় উমামূর্তি গড়তে ইচ্ছুক হয়ে কোকিল-কোমল বচনে পরস্পর বলাবলি করতে লাগলেন। একজন বললেন—'হে সহচরি, কাত্যায়নী অর্চনব্রত আমরা কখনও করিনি, তবে কথা হচ্ছে মঙ্গলেরও মঙ্গলস্বরূপ ভ্রান্তি উদ্বেগ দূরকারী এ-মঙ্গল কার্যে কে-না প্রবর্তিত হয়। আরও, তোমরা কি প্রত্যেকে একা একাই কি যুগপৎ সকলে একসঙ্গে কাত্যায়নী অর্চন করবে, তোমরা সেইরূপ বিধান কর যাতে সুখ ত্যাগে নিরসতা এসে উপস্থিত না হয়, আরও বুদ্ধি স্থির করে শ্রদ্ধার সহিত কর্তব্য নিশ্চয় কর। এইরূপ বললে পুনরায় অন্য একজন বললেন—'হে সখি, আমাদের মতো সৌহার্দবতী কন্যাগণের সকলে মিলিত হয়েই ঈশ্বরীপূজা করা উচিত, কেন-কি প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ পূজা করা ঠিক নয়, একসঙ্গে সবাই মিলে করলে অনেক শোভা হবে।' অতঃপর

শুচিতরসিকতাঃ সমভ্যর্চ্য ভগবত্যুমাদেব্যা মূর্ত্তিং নির্মাতুমারেভিরে ॥

১৩। আরম্ভমাত্র এব সা ভগবতী সিকতাময়তাময়মানেব স্বয়মেব স্বয়মেব মূর্ত্তিমতী যত্তজনিষ্ট, তদৈব তা অহো অহোভির্বহুলৈরপ্যেবং ন শক্নুবন্তি যন্নির্মাতুং তদিদং ক্ষণেন ক্ষণেন সহ সুসম্পন্নমিতি হৃৎপ্রসাদসাদনেন দেবীপ্রসাদসাদনং জাতমিতি মন্যমানা মানাধিকাং চিত্তবৃত্তিমেব প্রমাণীচক্রুঃ ॥

১৪। ততশ্চ অভিতোঽভিতোষতস্তামেব দেবীমুপসেবিতুমনসো মনসোঽপ্যগোচরেণ ভাবেন ভাবেন বশংবদা বদাবদত্বমপহায় বাগ্‌যতা যতাত্মানো যমুনাসলিলমাহৃত্য পূজোপকরণানি করণানিয়ম্যানি সন্নিহিতানি বিধায়, নিধায় নিধিমিব হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণম্, বিধিবদ্বিহিতপাদধাবনাচমনা, মনাগালম্বিতবসনা-সনাঃ সমানমানসত্বেন সত্ত্বেন মৌনাবস্থাবস্থানেঽপি সমানমানসালাপাঃ সমাননির্বাহ্যবাহ্যব্যবহারাশ্চ ভগবতীমর্চয়িতুমারেভিরে ॥

অতো নাত্র বৈরস্যং ভাবীতি ভাবঃ। ন তু একৈকশ একৈকয়া পর্যায়েণেত্যর্থঃ। বিলম্বেন সর্বাসাং মুখ্যকালালাভাদিতি ভাবঃ। অতএবানেকশোঽনেকাভির্বহ্বীভিরনেকা শোভা ভবিষ্যতীতি। সকলাঃ পূজনশিল্পবত্যঃ ॥

১৩। স্বয়মেব সুষ্ঠু অয়ং শুভবহং বিধিং ময়তে পূজাপরিবর্ত্তনেনেব দদাতীতি সা তথা; 'মেঙ্ প্রতিদানে'; ক্ষণেন সহ উৎসবেন সহ। সাদনং প্রাপ্তিঃ ॥

১৪। ভাবেন প্রেম্ণা, ভাবেন ভা কান্তিস্তামবতি রক্ষতীতি তেন বংশবদাঃ পরস্পরং বশবর্ত্তিন্যঃ, বদাবদত্বং বচনপ্রতিবচনাদিকর্ত্তৃত্বম্, পূজোপকরণানি ধূপদীপ নৈবেদ্যাদীনি, করণেন বাগিন্দ্রিয়েণানিয়ম্যানি বর্ণয়িতুমশক্যানি

পূজন-নিপুণা সকল কন্যাগণ অতি মধুর মধুর কৃষ্ণগুণগানময় মঙ্গলাচরণ আরম্ভ করে সুরভিত সুন্দর কুসুমাঞ্জলি অর্পণ করে পবিত্র মূর্তিগড়ার বালুকা পূজা করে ভগবতী উমাদেবীর মূর্ত্তি গড়তে আরম্ভ করলেন।

বালুকাময়ী মূর্তি গড়ন ঃ

১৩। আরম্ভমাত্রেই পূজার প্রতিদানে স্বয়ংই সুষ্ঠু শুভবহ অদৃষ্টদায়ী সেই ভগবতী যদি বালুকাময়ী মূর্তি প্রকট করলেন তখন—'অহো, বহুদিনেও বহুব্যক্তি যা এমন সুন্দর করে নির্মাণ করতে পারে না তা এই ক্ষণকাল সময়ে আনন্দের সহিত সুসম্পন্ন হয়ে গেল', এইরূপ চিন্তায় তাঁদের চিত্ত প্রসন্ন হয়ে উঠলে তাঁরা মনে করলেন এতেই দেবীর প্রসন্নতা-প্রাপ্তিও স্বতঃসিদ্ধই হয়ে গেল—এইরূপ মাননাকারিণী তাঁরা নিজের চিত্তবৃত্তিকেই সমস্ত প্রমাণ থেকে অধিক বলে নিশ্চয় করলেন তখন।

কাত্যায়নীদেবীর অর্চন ঃ

১৪। অতঃপর সর্বপ্রকারে পূর্ণসন্তোষের জন্য কন্যাগণ সেই বালুকাময়ী দেবীর উপাসনার মানসে মনেরও অগোচর কামনা পালয়িতা প্রেমে পরস্পর বশবর্তী হয়ে, বাক্‌বিতণ্ডা ত্যাগ করে, মৌনি হয়ে মনকে সংযত করে যমুনা জল আহরণ করে, বর্ণনাতীত পূজাসম্ভার নিকটে ধরে, শ্রীকৃষ্ণকে নিধির মতো হৃদয়ে স্থাপন করে, বিধিবৎ পাদধাবন ও আচমনাদি করে, বিস্তৃত আসনে ভূমিতে পদার্থ

১৫। তত্র প্রথমং প্রথমঞ্জসাহজসাধারণ্যেন তস্যামেব সৈকত্যাং কত্যায়নীমূর্ত্তৌ মনসা মনসৈব সকলাঃ কলাবত্যঃ সমানমানসতয়া একরূপমেব তদা তদাবাহনং বিদধতি স্ম ॥

১৬। যথা— 'ইহাগচ্ছাগচ্ছ দেবি সন্নিধানমিহাচর।
কৃষ্ণস্য সন্নিধানং নঃ প্রাপয়স্ব নমো নমঃ ॥

১৭। ইত্যাবাহ্য বাহ্যবৃত্তিরহিতা অবহিতা অবনতা নতাঙ্গ্যঃ পুনস্তথৈব বিমলমাসনমাসনমগ্রতো-ঽগ্রতোষেণ সমুপনীয় পনীয়তমং পূর্ব্ববন্মনসৈব নিবেদয়ামাসুঃ,—

'আস্যতামিহ ভো দেবি দিব্যমাসনমিষ্যতাম্। অস্মাকমঙ্কপর্যঙ্কং কৃষ্ণাসনমুদীরয় ॥'

১৮। ইত্যাসনং সনন্দনীয়াদরমদরমোদেন সমর্প্য স্বাগতং পপ্রচ্ছুঃ,—

'স্বাগতং তব হে দেবি স্বগতং তে নিবেদ্যতে।
কৃপয়া কারয়াস্মাকং স্বাগতং কৃষ্ণমন্তিকে ॥'

সন্নিহিতানি বিধায় হস্তপ্রাপ্তিদেশে স্থাপয়িত্বেত্যর্থঃ। পূজাসমাপ্তি-পর্য্যন্তমাসন-ভঙ্গস্যানৌচিত্যাদিতি ভাবঃ। মনাগিতি প্রৌঢ়পাদত্বদোষ নিরসনার্থং ভূমিস্পৃষ্ট-চরণৈকদেশা ইত্যর্থঃ। সত্ত্বেন সত্ত্বগুণেন হেতুনা মৌনাবস্থয়াঽবস্থিতাবপি ॥

১৫। প্রথং খ্যাতম্, অঞ্জসা সাক্ষাৎ। অজসাধারণ্যেন অজন্যবস্তুতুল্যত্বেন সৈকত্যামেব সিকতাবিকারভূতায়ামেব, অকৃত্রিমতয়া নিত্যসিদ্ধত্ব-মননেনেত্যর্থঃ। মনসা মনসৈব, ন তু মন্ত্রবর্ণান্ স্পষ্টমুচ্চার্য্যেতি ভাবঃ ॥

১৬। কৃষ্ণসন্নিধানং নোঽস্মান্ প্রাপয়স্বেতি। অজাং গ্রামং প্রাপয়েতিবৎ সপ্তম্যর্থ এব পর্য্যাপ্তিঃ, ততশ্চ ত্বমত্রৈব কৃষ্ণোঽপ্যস্মাসু সন্নিহিতো ভবত্বিত্যর্থঃ। পূর্বস্য সাধনত্বমুত্তরস্য ফলত্বমিতি। এবমগ্রেঽপি ॥

১৭। বিমলা মা শোভা তস্যা আসনং স্থিতির্যত্র তথাভূতমাসনম্; পনীয়তমমতিস্তব্যম্; 'পণ স্তৌ পন চ' ইতি দন্ত্যত্বমপি ॥

ছুঁইয়ে বসে, অভিন্ন মানস ও সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হেতু মৌন অবস্থায় স্থিত হয়েও অভিন্ন মানস-আলাপা কন্যাগণ বাহ্যব্যবহার নির্বাহেও সমান হয়ে ভগবতী উমাদেবীর অর্চন আরম্ভ করলেন।

১৫। এই অর্চনে সর্বপ্রথমে সকলকলাবতীগণ সমান মানসা হেতু একই ভাবে তখন সাক্ষাৎ প্রসিদ্ধ অজনবস্তুতুল্য মাননা করে সেই বালুকাবিকারভূতা কাত্যায়নী মূর্তিতে তাঁর আবাহন মন্ত্র মনে মনেই উচ্চারণ করলেন।

১৬। যথা—এখানে আসুন দেবি আসুন, এই মূর্তিতে অধিষ্ঠিত হোন। আমাদিকে কৃষ্ণের নৈকট্য প্রাপ্তি করান। আপনাকে প্রণাম, প্রণাম।

১৭। এই প্রকারে আবাহন করে বাহ্যবৃত্তি রহিত হয়ে নতাঙ্গী কন্যাগণ সাবধানে বিনম্রভাবে পুনরায় সেই ভাবেই বিমল শোভাবিশিষ্ট আসন নব আনন্দে সম্মুখে ধরে অতিস্তব্য উমাদেবীকে পূর্ববৎ মনে মনেই নিবেদন করলেন—'হে দেবি, আসতে আজ্ঞা হোক, এ দিব্য আসন স্বীকার করুন। আমাদের অঙ্কপর্যঙ্ক কৃষ্ণের আসনরূপে প্রখ্যাপিত করুন।'

১৯। ইতি স্বাগতমস্বাগতমহাপরিতোষেণ পৃষ্টা সমুচিতচিত-তত্তদ্দ্রব্যভব্যভর্মভাজনস্থমুপপাদ্য পাদ্যমপি তথৈব নিবেদয়াঞ্চক্রিরে ॥

২০। 'উপপাদ্যমিদং পাদ্যং পাদয়োরভিবাদ্যয়োঃ। কৃষ্ণপ্রস্বেদপাদ্যং নঃ শিশিরীকুরুতামুরঃ।

সম্পাদ্যতামনাদ্যে নঃ কৃষ্ণস্যাদ্য সমাগমঃ ॥'

২১। ইতি পাদ্যং নিবেদ্য বেদ্যরহিতা বিধিবদাহৃত-তদুপযুক্তযুক্ততমদ্রব্যানর্ঘমর্ঘমর্ঘয়ামাসুঃ ॥

২২। যথা— 'অপ্যর্ঘিতৌঘৈরর্ঘ্যা ত্বং তুভ্যমর্ঘোঽয়মর্ঘিতঃ।

মহার্ঘঃ শ্রীকৃষ্ণসঙ্গঃ ক্রিয়তাং স্বর্ঘ এব নঃ ॥'

১৮। নন্দনীয়েনাভিনন্দ্যেন আদরেণ সহ বর্তমানং যথা স্যাদেবম্। অদরমোদেনানল্পানন্দেন স্বগতমপ্রকাশিতং যথা স্যাত্তথা, চিত্তবৃত্ত্যৈব স্বাগতং নিবেদ্যত ইত্যর্থঃ। অস্মাকমন্তিকে কৃষ্ণং সুষ্ঠু আগতং কারয় সম্পাদয়; যদ্বা, কৃষ্ণং প্রযোজ্যকর্তারম্, অস্মাকং স্বাগতং কারয়, কৃষ্ণোঽস্মান্ স্বাগতং পৃচ্ছত্বিত্যর্থঃ। অতএব বক্ষ্যতি—(ভা০ ১০।২৩।২৫) "স্বাগতং বো মহাভাগাঃ" ইত্যাদি ॥

১৯। অসুষু প্রাণেষ্বাগতো যো মহান্ পরিতোষস্তেন পৃষ্টা। সম্যগুচিতৈশ্চিতৈরেকীকৃতৈস্তত্তদ্দ্রব্যৈঃ পাদ্যোপযোগি-শ্যামাকাদি-বস্তুভির্ভব্যং মঙ্গলভূতং যদ্ভর্ম-ভাজনং কনকপাত্রং তত্রস্থমুপপাদ্য কৃত্বা; "পাদ্যং পাদায় বারিণি" ইত্যমরঃ ॥

২০। হে অনাদ্যে! দুর্গে! নোঽস্মভ্যং কৃষ্ণস্য সমাগমঃ সম্পাদ্যতাং দীয়তাম্ ॥

২১। বেদ্যেন জ্ঞাতুমর্হেণ পূজাবিধ্যাদিনা রহিতা অপি বিধিবদিতি বিরোধঃ; যদ্বা, বেদ্যরহিতা জ্ঞাতুমশক্যা অন্যৈরজ্ঞেয়স্বরূপা ইতি যাবৎ। তদুপযুক্তৈরর্ঘোপযোগিভির্দূর্বাদিভির্যুক্ততমৈঃ পরমোচিতৈর্দ্রব্যৈর্নিমিত্তৈরনর্ঘম্, অর্ঘো মূল্যং তচ্ছূন্যং, অর্ঘয়ামাসুর্নিবেদয়ামাসুঃ ॥

১৮। এইভাবে অভিনন্দনমিশ্র আদরের সহিত মহান আনন্দে আসন সমর্পণ করে স্বাগত জানালেন—

'হে দেবি আপনাকে স্বাগত জানাই, আমাদের মনোগত ভাব আপনাকে নিবেদন করছি।'

'হে দেবি আপনার শুভাগমন হোক, আপনাকে গোপনে নিবেদন করছি শুনুন—কৃপা করে আমাদের নিকটে কৃষ্ণের শুভাগমন করান।'

১৯। অতঃপর আন্তরিক মহাপরিতোষের সহিত স্বাগত জানিয়ে সমুচিত দ্রব্য শ্যামকাদি গুছিয়ে মঙ্গলময় পাত্রে ধরে পূর্বের মতোই পাদ্য নিবেদন করলেন—

২০। হে অনাদ্যে! দুর্গে! আপনার অভিবন্দনীয় চরণযুগলের জন্য এই পাদ্য অঙ্গীকার করুন। কৃষ্ণের প্রস্বেদরূপ পাদপ্রক্ষালন-জল আমাদের বক্ষোস্থল শীতল করুক। আমাদিকে কৃষ্ণের সঙ্গম দান করুন।'

২১। এইরূপে পাদ্য নিবেদন করে অন্যের অজ্ঞেয়স্বরূপা কন্যাগণ বিধিসম্মতভাবে আহৃত, অর্ঘের উপযুক্ত সমুচিত দ্রব্যে অমূল্য অর্ঘ সাজিয়ে নিবেদন করে দিলেন। যথা—

২৩। ইত্যর্ঘং নিবেদ্য কমনীয়মাচমনীয়মাচরিতবিধিবিধানমর্পয়ামাসুঃ। যথা—

'ইদমাচমনীয়ং তে কমনীয়মুপাহৃতম্। কৃষ্ণস্যাচমনীয়ং ত্বমানয়াস্মাকমাননম্॥

২৪। ইত্যাচমনীয়ং নিবেদ্য ঘৃত-দধি-মধুমধুরং মধুপর্কমর্পয়ামাসুঃ। যথা—

'মধুরো মধুপর্কস্তে মুখসম্পর্কমাপিতঃ। কুরু কৃষ্ণাধরপুটীমধুপর্কক্ষমা হি নঃ॥'

২৫। ইতি মধুপর্কং নিবেদ্য বেদ্যবলগ্না লগ্না ইব সন্তোষ-সমাধৌ সমাধৌতহৃদয়াঃ প্রেমরসেন পুনঃ পুনরাচমনীয়মুপকল্পয়ামাসুঃ। যথা—

'পুনরাচমনীয়ং তে কমনীয়মিদং পুনঃ। পুনরাচমনীয়ং ভোঃ কৃষ্ণস্যাননমস্তু নঃ॥'

২৬। ইতি পুনরাচমনীয়কমুপকল্প্য সৌরভরভস-বশীকৃতগন্ধবহং গন্ধবহং বিনাপি বিস্মাপকত্বে

২২। অর্ঘিতৌঘৈঃ পূজিতসমূহৈর্দেবাদিভিরপ্যর্ঘ্যা পূজ্যা; অর্ঘিতো নিবেদিতঃ, মহার্ঘো বহুমূল্যঃ, স্বর্ঘঃ সুলভঃ॥

২৩। কৃষ্ণস্যাচমনীয়ত্বং কৃষ্ণেনাস্বাদ্যত্বম্, আনয় প্রাপয়॥

২৪। কৃষ্ণস্যাধরপুট্যা যন্মধু তস্য পর্কে সম্মেলনে ক্ষমা যোগ্য নোঽস্মান্ কুরু; যদ্বা, কৃষ্ণস্যাধরপুট্যেব মধুপর্কস্তত্র তদাস্বাদনে ক্ষমা যোগ্যাঃ॥

২৫। বেদিবদবলগ্নং মধ্যদেশো যাসাং তাঃ; "বেদিঃ স্ত্রিয়ামঙ্গুলিমুদ্রায়াম্" ইতি মেদিনী; "মধ্যমং চাবলগ্নং চ" ইত্যমরঃ। পূর্বং কৃষ্ণেনাচমনীয়মস্মদাননমস্ত্বিতি প্রার্থিতমিদানীং পুনস্তদনন্তরং শ্রীকৃষ্ণাননং নোঽস্মাকমস্মাভিরাচমনীয়মস্ত্বিতি প্রত্যধরপানাভিলাষঃ॥

২২। 'হে দেবি, আপনি তো পূজনীয়া সমস্ত দেবতাদেরও পূজ্যা, আপনাকে এই অর্ঘ নিবেদন করছি। আপনি আমাদের মহার্ঘ কৃষ্ণসঙ্গ সুলভ করে দিন'।'

২৩। এই প্রকারে অর্ঘ নিবেদন করে আচরিত বিধিবিধান মতো কমনীয় আচমনীয় নিবেদন করলেন। যথা—

'কমনীয় এই আচমনীয় আপনাকে নিবেদন করছি—আপনি আমাদের আনন যাতে কৃষ্ণের স্বাদু লাগে এমন করে দিন।'

২৪। এইভাবে আচমনীয় নিবেদন করে ঘৃত-দধি-মধুযুক্ত মধুর মধুপর্ক নিবেদন করলেন। যথা—

'হে দেবি, মধুর মধুপর্ক আপনার মুখের সহিত সম্মিলিত করে দিচ্ছি। আমাদিকে করে দিন কৃষ্ণাধরপুটীমধু-সম্মেলনযোগ্যা।'

২৫। এইরূপে মধুপর্ক নিবেদন করে ক্ষীণকটি বিশুদ্ধ হৃদয়া কন্যাগণ সন্তোষরূপ সমাধিমগ্না, ও প্রেমরসে আবিষ্টা হয়ে পুনরাচমনীয় নিবেদন করে দিলেন। যথা—

'এই কমনীয় পুনরাচমনীয় আপনাকে নিবেদন করছি। প্রতিদানে কৃষ্ণের মুখকমল আমাদের বার বার পান হোক।'

সকলোহিতমতিলোহিতমতিলোভনীয়ং বলবচ্চারিমণি মণিপুটকে সমুপপাদিতমভ্যঙ্গযোগ্যং তৈলমগ্রত উপনীয়—

'দেবি দিব্যমিদং তৈলমভ্যঙ্গার্থমুরীকুরু। অভ্যঙ্গমঙ্গং কৃষ্ণস্য রঙ্গাদঙ্গানি নঃ কুরু ॥'

২৭। ইত্যভ্যঙ্গং বিনিবেদ্য নিবিড়তরমুদ্বর্ত্তনীয়মুদ্বর্ত্তনীয়মপি গন্ধচূর্ণং তূর্ণং তূপকল্পয়ামাসুঃ। যথা—

'উদ্বর্ত্তনীয়ং তে দত্তং গন্ধচূর্ণমিদং মৃদু। উদ্বর্ত্তনীয়ং নো দুঃখং ত্বয়া কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গতঃ ॥'

২৮। অথ ঘনসারসারবাসিতং সুজাতরূপজাতরূপঘটীসংভৃতং স্নানীয়মানীয় মানতামুপপাদ্য পূর্ববদ্-যথা—

'কর্পূরপূরসৌরভ্যং দেবি স্নানীয়মর্পিতম্ ॥ কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গসুধয়া কৃপয়া স্নপয়াশু নঃ ॥

২৯। অথ সুবিহিতাকুঞ্চনপরিপাটিকাং শাটিকাং শাতকুম্ভসূত্রকৃতাং কৃতাঞ্জলিপুটং পুরস্কৃত্য পূর্ববৎ ॥

২৬। গন্ধবহং পবনং বিনাপি সৌরভবেগেন বশীকৃতা গন্ধবহা নাসিকা যেন তৎ, বিস্মাপকত্বে বিস্ময়োৎপাদকত্বে সকলৈরেব উহিতং তর্কিতং নাসাত্বগিন্দ্রিয়য়োরতিলোভনীয়ম্। বলবাংশ্চারিমা চারুত্বং যত্র তাদৃশে মণিসম্পুটে। কৃষ্ণস্যাঙ্গমঙ্গমভি প্রতিগাত্রং লক্ষীকৃত্য নোঽস্মাকমঙ্গানি কুরু, মত্তকঃ কপোলাদিভিরস্মাকং কুচগণ্ডাদীনি যোজ্যাস্তামিত্যর্থঃ ॥

২৭। নিবিড়তরাভির্মুদ্ভিরানন্দৈর্বর্ত্তনীয়ং ভবিতব্যং যত্র তৎ। কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গতঃ কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গং প্রাপয্য নোঽস্মাকং দুঃখমুদ্বর্ত্তনীয়মুৎপাটনীয়ম্ ॥

২৮। ঘনসারসারেণ শ্রেষ্ঠকর্পূরেণ বাসিতং সুগন্ধিতং সুজাতং রূপং সৌন্দর্যং যত্র তস্য জাতরূপস্য কনকস্য ঘট্যাং সংভৃতম্। পূর্ববদিতি উপকল্পয়ামাসুরিত্যস্যানুষঙ্গবিজ্ঞাপনম্ ॥

২৬। এইরূপে পুনরাচমনীয় নিবেদন করবার পর বাতাস বিনাও সৌরভবেগে নাসিকাবশী, বিস্ময় উৎপাদনে সকলের তর্কিত, গাঢ়লাল, অতি লোভনীয়, ও প্রতি অঙ্গে মর্দন যোগ্য তৈল অতি রম্য মণিসম্পুটে সুসজ্জিত করত সম্মুখে উপস্থিত করে—

হে দেবি, এই দিব্য তৈল আপনার প্রতি অঙ্গে মাখবার জন্য অঙ্গীকার করুন। আমাদের সকল অঙ্গকে কৃষ্ণের প্রতি অঙ্গের দিকে প্রেমে উন্মুখী করুন।

২৭। এইরূপে তৈল নিবেদন করবার পর অতি ঘনানন্দের উৎস এই কোমল গন্ধচূর্ণ শীঘ্র নিবেদন করছি। যথা—

'হে দেবি, এই কোমল বিলেপন দ্রব্য গন্ধচূর্ণ আপনাকে নিবেদন করছি। কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গদানে আমাদের দুঃখ উৎপাটিত করে দিন।

২৮। এরপর উত্তম কর্পূরে সুগন্ধিত স্নানীয় সুন্দর স্বর্ণঘটিতে ভরে এনে সসম্মানে পূর্ববৎ—

'হে দেবি কর্পূরপুর সুরভিত স্নানীয় আপনাকে নিবেদন করছি। আপনি কৃপাকরে শীঘ্র আমাদের কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গ সুধায় স্নান করান।

২৯। অতঃপর অতি পরিপাটি করে কোঁচান স্বর্ণসূত্রে বোনান সাড়ী কৃতাঞ্জলিপুটে সামনে

৩০। 'হে দেবি পরিধেহীদং কনকাংশুকমংশুকম্।
কৃষ্ণাংশুকেনাংশুকানি পরিবর্ত্তয় নোঽম্বিকে॥'

৩১। অথ নানামণিময়নিরাময়নিরামণীয়কমলঙ্কারমলঙ্কারয়িত্বা সমানীতং পূর্ব্ববৎ,—
'রত্নালঙ্করণৈরেভির্ভব ভাবিন্যলঙ্কৃতা। কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গসুধয়া কারয়াস্মানলঙ্কৃতাঃ॥'

৩২। অথ সমুপচিত কস্তুরীকস্তুরীকৃত-কর্পূরপূরঃ সরসতরাগুরুগুরুর্গন্ধসার-গন্ধসারঃ সদনুলেপপঙ্কঃ পঙ্কজনয়নাভিরাভিরাভিমুখ্যমানায়ি, তত ইদমূচে চ—
'অনুলেপনমেতত্তে দেবি দিব্যমুপাহৃতম্।
কৃষ্ণানুলেপসৌরভ্যৈঃ সুরভীকারয়স্ব নঃ॥'

৩৩। অথ গন্ধবহানন্দি-গন্ধবহানন্দিতগন্ধং গন্ধং সমুপনীয় পনীয়মূচুঃ,—

২৯। সুষ্ঠু বিহিতা আকুঞ্চনস্য সম্যক্ কুঞ্চিতীকরণস্য পরিপাটী যস্যাং তাম্॥

৩০। কনকানামংশবঃ কিরণা যস্মিংস্তদংশুকং বস্ত্রম্॥

৩১। নানামণিময়ং চ তন্নিরাময়াণি নির্মলানি নিতরাং রামণীয়কানি রমণীয়ত্বানি যস্য তথাভূতং চেতি তৎ, অলঙ্কারং কটককুণ্ডলাদিকমলমত্যর্থং কারয়িত্বা নিপুণ-স্বর্ণকার-স্থানে ইত্যর্থঃ॥

৩২। আভিঃ পঙ্কজনয়নাভিঃ সদনুলেপপঙ্কো দেব্যা আভিমুখ্যমানায়ি। কথম্ভূতঃ? সমুপচিতা কস্তুরী মৃগমদো যত্র সঃ। তুকারো যমকার্থঃ। উরীকৃতোঽঙ্গীকৃতঃ কর্পূরপূরো যেন সঃ। সরসতরৈরগুরুভির্গুরুঃ শ্রেষ্ঠঃ; গন্ধসারস্য চন্দনস্য গন্ধেন সারঃ শ্রেষ্ঠঃ॥

ধরে পূর্ব্ববৎ—

৩০। হে দেবি, স্বর্ণচ্ছটায় উজ্জ্বল এই বস্ত্র আপনি পরিধান করুন। প্রতিদানে হে অম্বিকে! কৃষ্ণের পরিধেয় বস্ত্রের সহিত আমাদের বস্ত্র-পরিবর্তন ঘটিয়ে দিন।

৩১। অতঃপর নানা মণিময় উজ্জ্বল পরমসুন্দর সর্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার নিপুণ স্বর্ণকার দিয়ে তৈরী করিয়ে এনে সম্মুখে ধরে পূর্ব্ববৎ—

হে ভাবিনি! এই রত্নালঙ্কারের দ্বারা আপনি অলঙ্কৃতা হোন। কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গ-সুধাদ্বারা আমাদিকে অলঙ্কৃতা করুন।

৩২। অতঃপর অতি প্রবৃদ্ধ মৃগমদযুক্ত, কর্পূরপূরবাসিত, অতি সরস অগুরুতে ও চন্দনগন্ধে শ্রেষ্ঠ মনোহর অনুলেপপঙ্ক পঙ্কজনয়নাগণ দেবীর সম্মুখে ধরে এরূপ বললেন—

'হে দেবি, এই দিব্য অনুলেপন আপনাকে নিবেদন করছি। কৃষ্ণাঙ্গের অনুলেপ-সৌরভ্যে আমাদিকে সুরভিতা করুন।'

৩৩। অতঃপর নাসিকার সুখদায়ী বায়ুতে সম্যক্ প্রকারে সমৃদ্ধিকৃত গন্ধবিশিষ্ট প্রশংসনীয় গন্ধদ্রব্য সম্মুখে ধরে বললেন—

'গন্ধৈর্গন্ধবহানন্দী দেবি গন্ধোঽয়মর্পিতঃ। কৃষ্ণাঙ্গগন্ধেনাস্মাকমঙ্গানি সুরভীকুরু ॥'

৩৪। অথ বৃন্দাবনস্থ-ষড়্‌তুকালীনানি মধুপরাগ-মধু-পরাগরঞ্জীনি কুসুমানি পুরঃ সম্পাদ্য—

'ইদং বৃন্দাবনোদ্ভূতং প্রসূনং দেবি গৃহ্যতাম্।
রদপ্রসূনৈঃ কৃষ্ণস্য পূজিতাঃ সন্তু নোঽধরাঃ ॥'

৩৫। অথ সুরভিতরকালাগুরুগুরুতরগুগ্‌গুলুগুলুচ্ছামৃণালপ্রভৃতিভৃতিসুগন্ধিতং ধূপধূমমগ্রত উপকল্প্য—

'সুগন্ধির্ধূপধূমোঽয়ং ধূপস্তে দেবি কল্পিতঃ।
ধূপিতা ভব নশ্চিত্তং ধূপিতং শীতলীকুরু ॥'

৩৬। অথ প্রাজ্যপ্রাজ্যকর্পূরবর্ত্তিবর্ত্তিতং দীপমগ্রে নিধায় পূর্ববৎ—

'কর্পূরবর্ত্তি-সুরভির্দেবি দীপোঽয়মর্পিতঃ। কৃষ্ণকৌস্তুভদীপেন দীপ্তং নস্তাত্বরোগৃহম্ ॥'

৩৩। গন্ধবহাং নাসিকামানন্দয়িতুং সুখয়িতুং শীলং যস্য তথাভূতো গন্ধবহেন পবনেন আ সম্যক্‌প্রকারেণ নন্দিতঃ সমৃদ্ধীকৃতো গন্ধো যস্য তম্, পনীয়ং প্রশংসার্হম্ ॥

৩৪। মধুপানাং ভ্রমরাণাং রাগো যত্র তেন, মধুনা পরাগেণ চ রঞ্জীনি রঞ্জকানি। প্রসূনমিতি জাতাবেকত্বম্। রদা দন্তা এব প্রসূনানি কুন্দপুষ্পাণি তৈঃ ॥

৩৫। গুলুচ্ছঃ স্তবকঃ, অমৃণালং বীরণমূলম্; "মূলেঽস্যোশীরমস্ত্রিয়াম্। লামজ্জকং লঘুলয়মমৃণালম্" ইত্যমরঃ। তৎপ্রভৃতীনাং তদাদীনাং বস্তূনাং ভৃত্যা ধৃতা সুগন্ধিতম্। ধুবনং ধূস্তাং পাতীতি ধূপঃ সকম্প ইত্যর্থঃ। ধূপিতা ভব, দীপ্তিমতী ভব; 'ধূপ দীপ্তৌ'। নোঽস্মাকং ধূপিতং চিত্তং সন্তপ্তং মনঃ; 'তপ ধূপ সন্তাপে' ইতি ধাতোঃ ॥

৩৬। প্রাজ্যং প্রচুরং প্রাজ্যং প্রকৃষ্টং ঘৃতং যত্র তথাভূতা যা কর্পূরবর্তিস্তয়া বর্তিতমুৎপাদিতমিত্যর্থঃ ॥

'হে দেবি! নিজ সুগন্ধে নাসিকার আনন্দদায়ী এই গন্ধদ্রব্য নিবেদন করছি। কৃষ্ণাঙ্গ-গন্ধে আমাদের অঙ্গ সুরভিত করুন।'

৩৪। অতঃপর বৃন্দাবনস্থ ষড়্‌ঋতুকালীন ভ্রমরপ্রিয় মধুপরাগরঞ্জি কুসুম সম্মুখে ধরে—

'হে দেবি, বৃন্দাবনোদ্ভূত এই কুসুম গ্রহণ করুন। কৃষ্ণের দন্তকুসুমদ্বারা আমাদের অধর পূজিত হোক।'

৩৫। অতঃপর সুগন্ধিত কালাগুরু, অত্যুত্তম গুগ্‌গুল-স্তবক, এবং খস্‌খস্ মূল প্রভৃতির মিশ্রণে সুগন্ধিত ধূপের ধূয়া সম্মুখে উপস্থিত করে—

'হে দেবি, এই সকম্প সুগন্ধী ধূপধূম আপনাকে নিবেদন করছি, দীপ্তিমতী হোন। আমাদের সন্তপ্ত চিত্ত শীতল করুন।'

৩৬। অতঃপর প্রচুর উত্তমঘৃতসিক্ত কর্পূর পলিতায় সজ্জিত দীপ সম্মুখে ধরে পূর্ববৎ—

'হে দেবি, সুরভিত এই কর্পূর পলিতায় সজ্জিত দীপ অর্পিত হচ্ছে। কৃষ্ণকৌস্তুভদীপের দ্বারা

৩৭। অথ মধুরমধুরসরসিতসিতসিতাসিতাতপতণ্ডুলসার্দ্রকসসৈন্ধব-ধবলমুদ্গমুদ্গবিদলকদলক নারিকেলকেলদমল-পরিমল-ঘনঘনসারসার-সরসতরাপূপ-পূপাশাস্কুল-কুললসদখণ্ডখণ্ডলড্ডুকবলমানমানসা-মোদকমোদকসৌরভরভসনিরপায়পায়স-পক্বান্ন-দধিপয়ঃ-প্রভৃতি নৈবেদ্যমুপকল্প্য—

'নিরবদ্যং দেবি হৃদ্যং নৈবদ্যমুপযুজ্যতাম্। সম্পাদয়স্ব কৃষ্ণস্য নৈবেদ্যং নো নবং বয়ঃ ॥'

৩৮। ইতি নৈবেদ্যং নিবেদ্য (ভা০ ১০।২২।৪)—

"কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি। নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ ॥'

৩৯। ইতি মন্ত্রমুপাংশু পাংশুলতাবিরহেণ বিন্দুবিসর্গ-বিসর্গমতিবারং জেপুঃ। জপিত্বা তু যথেষ্টমা-চমনীয়ানন্তরং তাম্বুলপূলকমুপকল্প্য—

৩৭। মধুরা চ সা মধুনো রসেন রসিতা চ সিতাসিতা শ্বেতশর্করা তয়া সিতা বদ্ধা অতাপতণ্ডুলা অপ্রাপ্তপাক-তণ্ডুলাশ্চ তথা সার্দ্রকাণি আর্দ্রকখণ্ডসহিতানি সসৈন্ধবানি সলবণানি ধবলবর্ণানি মুদ্গান্যানন্দপ্রাপকাণি মুদ্গবিদলানি চ তথা কদলকানি চ নারিকেলানি কেলতা উৎসর্পতা অমলপরিমলেন ঘনস্য সান্দ্রস্য ঘনসারস্য কর্পূরস্য যঃ সারঃ সারভাগস্তেন সরসতরা অপূপাশ্চ; 'কেল্ গতৌ' ধাতুঃ। পূঃ পাবিত্র্যং তাং পান্তীতি শাস্কুলানি শস্কুলীসম্বন্ধীনি কুলানি বৃন্দানি চ লসদ্ভিরখণ্ডৈরখণ্ডিতৈঃ খণ্ডলড্ডুকৈর্বলমানানি প্রবলানি মানসামোদকানি চিত্তহর্ষকাণি মোদকানি চ সৌরভস্য রভসৈর্বেগৈর্নিরপায়াঃ পায়সাশ্চ পক্বান্নানি চ দধিপয়ঃপ্রভৃতীনি চ যত্র তৎ ॥

৩৮। কাত্যায়নীতি শ্লেষেণ কস্য কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গাত্মকসুখস্য অতি অতিশয়েন আয়নি! হে প্রাপয়িত্রি! তথা হে মহামায়ে! মহতোৎসবস্য অমো নিষ্পরিমাণ আয়ো যতঃ, হে তথাভূতে! মহাযোগিনীতি তেন নন্দগোপসুতেন সহ যোগোঽপি ত্বয়ৈব শীঘ্রং স্বয়ং সম্পাদ্যঃ, ন তু পিত্রাদিব্যবধানোপদ্রবেণ কালবিলম্বঃ কার্যঃ,—কালবিলম্বস্যাসহত্বাদিতি ভাবঃ। অতএব কুর্বিতি পদম্। অন্যথা কারয়েত্যুপগতং স্যাৎ। অধীশ্বরীতি তত্র সামার্থ্যদ্যোতকম্ ॥

আমাদের বক্ষরূপ গৃহ আলোকিত হোক।'

৩৭। অতঃপর সাদা চিনি মাখা আতপ তণ্ডুল, আদা-লবনযুক্ত নয়নানন্দ শুভ্র মুগ ডাল, কলা-কোরান নারকেল, সুগন্ধিত ঘন কর্পূরসার গোলায় তৈরী রসে ফেলা মধুর পুয়া, নানাপ্রকার পবিত্র অমৃতকেলি আদি খাবার, গোটা গোটা মিস্রিখণ্ডে খচিত অতি চিত্তপ্রসাদনী মোদক, সৌরভভরে চিত্তচমৎকারকারী পায়স, পক্বান্ন, দধি দুগ্ধ প্রভৃতি নৈবেদ্য নিবেদন করে—

'হে দেবি চিত্তপ্রসাদক পরমবিশুদ্ধ এ নৈবেদ্য ভোজন করুন। আমাদের নবযৌবন কৃষ্ণের নৈবেদ্য করে দিন।'

৩৮। এইরূপে নৈবেদ্য নিবেদন করে—

'হে কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিনি অধিশ্বরি! হে দেবি! নন্দগোপসুতকে আমাদের পতি করে দিন। আপনাকে প্রণাম।' (ভা০ ১০।২২।৪)।

৩৯। এইরূপে মুখের থুৎকারকণা-নির্গমনহীন ভাবে অনুস্বার-বিসর্গযুক্ত স্পষ্ট উচ্চারণে উপাংশু জপ বহুবার করলেন। বহু জপের পর আচমনীয়ানন্তর তাম্বুলখিলি সম্মুখে ধরে—

'সৈলালবঙ্গ-কর্পূরং তাম্বুলমিদমুত্তমাম্। কৃষ্ণাস্য-তাম্বুলরসৈরধরাঃ সন্তু নোঽরুণাঃ ॥'

৪০। ইতি তাম্বুলং সমর্প্য নীরাজয়ামাসুঃ; যথা—

'নীরাজয়ামি ত্বাং দীপস্তবকেন মহেশ্বরি।
নীরাজিতানি কৃষ্ণস্য ত্বিষাঙ্গানি ভবন্তু নঃ ॥'

৪১। ইতি নীরাজ্য মনোরাজ্যরাজ্যভিলাষলাষকৌশলশলত্তরলতয়া দণ্ডবন্নিপত্য তুষ্টুবুঃ ॥

৪২। 'অম্ব হেরম্বমাতস্ত্বাং স্তোতুং স্তোকমপীশ্বরঃ।
ন ত্বদীশো ন প্রজেশো ন বাগীশোঽপরে কুতঃ ॥

৪৩। রসনাদেব রসনাকণ্ডুখণ্ডনতঃ পরম্। বয়ং তথাপি স্তুমহেহস্তু মহেশ্বরি তে কৃপা ॥

৪৪। প্রভবিষ্ণোর্মহাবিষ্ণোর্যোগশক্তিস্ত্বমুত্তমা। ভাসি কর্তুমকর্তুং চান্যথা কর্তুমপীশ্বরী ॥

৩৯। উপাংশু যথা স্যাত্তথা জেপুঃ; "শনৈরুচ্চারয়েন্মন্ত্রমীষদোষ্ঠৌ প্রচালয়েৎ। কিঞ্চিচ্ছব্দং স্বয়ং বিদ্যাদুপাংশুঃ স প্রকীর্তিতঃ ॥" ইত্যাগমোক্তরীত্যা পাংশুলতাবিরহেণোচ্চারণে মুখবিপ্রুষামনুদ্গমেন বিন্দুবিসর্গাদেবিশিষ্টঃ সর্বৈঃ সম্যগুচ্চারণং যত্র তৎ। অতিবারং বহুবারম্ ॥

৪০। নীরাজীতানি নিঃশেষেণ রাজিতানি দীপ্তানি ॥

৪১। মন এব রাজ্যং তত্র রাজিতুং শীলমস্য তথাভুতো যোঽভিলাষস্তেন লাষকৌশলং শিল্পচাতুর্যম্, "লষ শিল্পযোগে", তেনৈব শলন্তী গিলন্তী যা তরলতা তয়া ॥

৪২। ত্বদীশো মহাদেবো মাহাত্ম্যেন, প্রজেশো ব্রহ্মা ঐশ্বর্যেণ, বাগীশো বাচস্পতিঃ পাণ্ডিত্যেন ॥

৪৩। রসনাদেব আস্বাদাদেব, খণ্ডনতো হেতোস্তে তব কৃপাঽস্তু ॥

'এলাচ-লবঙ্গ-কর্পূর দ্বারা সাজানো এই তাম্বুল খেতে আজ্ঞা হোক। কৃষ্ণের তাম্বুলরসে আমাদের অধর অরুণিত হোক।'

৪০। এইরূপে তাম্বুল সমর্পণ করে আরত্রিক করছেন যথা—

'হে মহেশ্বরি, এই দীপাবলীদ্বারা আপনার নীরাজনা করছি। কৃষ্ণাঙ্গকান্তিতে আমাদের অঙ্গ নীরাজিত হোক।'

৪১। এইরূপে নীরাজনা করে মনোরাজ্যে বিরাজমান অভিলাষজাত বাগ্‌বিলাসচাতুর্যের সহিত মিলিত তরলতার সহিত ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণত হয়ে স্তব করতে লাগলেন—

৪২। 'হে মাতঃ! হে গণেশজননি! আপনার স্তব কিঞ্চিৎমাত্রও আপনার স্বামী মহাদেব, ব্রহ্মা, এবং বৃহস্পতি করে উঠতে পারেন না, অপরের কি কথা।

৪৩। তথাপি আস্বাদনের লোভে রসনাকণ্ডু খণ্ডনের জন্য আমরা আপনার স্তব করছি। হে মহেশ্বরি আপনার কৃপা বর্ধিত হোক।

৪৪। সর্বশক্তিমান মহাবিষ্ণুর আপনি যোগমায়াখ্যা উত্তমা শক্তি। এ প্রতীয়মান হচ্ছে—

৪৫ ।   ত্বমেব তুষ্টিঃ পুষ্টিশ্চ ত্বং শান্তিঃ ক্ষান্তিরেব চ ।
ত্বমবিদ্যা চ বিদ্যা চ বন্ধমোক্ষকরী নৃণাম্ ॥

৪৬ । মাতঃ সর্বাণি সর্বাণি জগন্তি ত্বদপাঙ্গতঃ । উন্মীলন্তি নিমীলন্তি ভবন্তি বিভবন্তি চ ॥

৪৭ । সর্ব্বমঙ্গলমূর্দ্ধন্যে মূর্দ্ধন্যেব দিবৌকসাম্ । তবাজ্ঞা চ সমজ্ঞা চ রাজহংসীব রাজতে ॥

৪৮ । পরাৎ পরতরে কৃষ্ণপরে পরমবৈষ্ণবি । পরোপকারপরমে পরমেশ্বরি তে নমঃ ॥

৪৯ ।   মনোজ্ঞাসি মনোজ্ঞাসি ত্বং সর্বস্যৈব দেহিনঃ ।
দেহি নঃ পতিরূপেণ দেবি গোপেন্দ্রনন্দনম্ ॥'

৫০ । ইতি স্তুত্বা চিরতরং রুচিরতরং রুচ্যনুরূপং দেবীং প্রণম্য যমুনায়ামেব বিসর্জয়ামাসুঃ । এব-

---

৪৪ । যোগশক্তির্যোগমায়াখ্যা শক্তিঃ ॥ (৪৫)

৪৬ । "গৌরীব সর্বান্তঃপুরপ্রধানভূতা" ইতি বাসবদত্তাশ্লেষদর্শনান্মহাদেববাচী সর্ব-শব্দো দন্ত্যাদিরপি, ততশ্চ হে সর্বাণি ! শম্ভুপত্নি ! উন্মীলন্তি জায়ন্তে, নিমীলন্তি নশ্যন্তি, ভবন্তি সত্তাং প্রাপ্নুবন্তি, বিভবন্তি সমৃধ্যন্তি ॥

৪৭ । সমজ্ঞা কীর্ত্তিঃ ॥

৪৮ । কৃষ্ণ ঈশ্বরঃ পরঃ শ্রেষ্ঠঃ সেব্যত্বেন যস্যাঃ, বস্তুর্থস্তু স্পষ্ট এব ॥

৪৯ । মনোজ্ঞা শ্রেষ্ঠা অসি, যতঃ সর্বস্যৈব মনো জানাসীতি মনোজ্ঞা, অতএবাস্মন্মনোরুচ্যনুসারেণৈবাভীষ্টং সম্পাদনীয়মিতি ভাবঃ । তথৈব স্পষ্টমাহুঃ—দেহীতি, ত্বমেব স্বয়ং দেহি, ন তু পিত্রাদয়ো দদত্বিতি (ভা০ ১০।২২।৪) "পতিং মে কুরু তে নমঃ" ইতি পূর্ববৎ । ত্বদর্চনস্যাস্মদভিপ্রেতৈতৎফলকত্বে কথঞ্চিত্তেজ্জ্ঞাতে কুমারীণামস্মাকং লজ্জা স্যাদিতি তে জানন্ত্যপি নৈবেতি ভাবঃ । তথা ত্বনভিরুচিন্ত্বাসাং শ্রীরাধাদিসৌভাগ্যদৃষ্ট্যা পরকীয়াস্বেব কৃষ্ণস্যাভিরুচ্যাধিক্য-সম্ভাবনানুমানাদিতি জ্ঞেয়ম্ ॥

৫০ । ক্রমেণৈধমানো বর্ধমানো মানঃ পূজা তথা বলিঃ পূজোপযোগ্যুপহারশ্চ তাভ্যাং বলিতয়া বর্ধিতয়া সপর্যয়া

করা-না করা-অন্যথা করার শক্তি আপনার আছে।

৪৫ । আপনিই তুষ্টি-পুষ্টি-শান্তি-ক্ষান্তি । আপনিই বিদ্যা-অবিদ্যা । আপনিই জীবের বন্ধনকারিণী, মুক্তিদায়িনী ।

৪৬ । হে মা সর্বাণি, আপনার দৃষ্টিপাতেই সমস্ত জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়, এবং সমৃদ্ধি হচ্ছে ।

৪৭ । সর্বমঙ্গল-শিরোপরি বিরাজমান হে দেবি, আপনার আজ্ঞা ও কীর্তি সমস্ত দেবতাদের মস্তকোপরি রাজহংসীর মতো বিরাজমান ।

৪৮ । হে শ্রেষ্ঠ হতেও শ্রেষ্ঠতর কৃষ্ণের সেবা-তৎপরা পরমবৈষ্ণবি ! সদা পরোপকারে রত হে পরমেশ্বরি ! আপনাকে প্রণাম ।

৪৯ । আপনি সকল জীবের মন জানেন তাই শ্রেষ্ঠা । হে দেবি ! আমাদের মনোরুচি অনুসারে গোপেন্দ্রনন্দনকে আমাদের পতিরূপে দান করুন ।'

৫০ । এইরূপে বহুক্ষণ ধরে নিজেদের রুচি অনুরূপ পরম মনোহর স্তুতি করত প্রণাম করে

মেবমহরহরহতোৎকণ্ঠাঃ কণ্ঠাভরণীকৃত-কৃষ্ণগুণগণাঃ ক্রমৈধমানমানবলিবলিতয়া সপর্যয়া পর্য্যয়াঽবিনাভাবেন ভাবেন ভগবতীমম্বিকাং প্রসাদয়ন্ত্যঃ সাদয়ন্ত্যশ্চ হৃৎপ্রসাদং মাসমেব তং কতিপয়দিনাবশিষ্টং কারয়ামাসুঃ ॥

৫১। ন হি তথাবিধবিবিধবিশিষ্টসিদ্ধসৌভাগ্যবতীনাং যোগ্যবতীনাং যোগমায়াদিদেবতান্তরারাধনধনসাপেক্ষা মনোরথসিদ্ধয়ঃ ॥

৫২। তেন চ তাবতৈব বতৈবমসৌ ভগবতী সৌভগবতী পরিশ্রমেণ বশংবদাঽবদাতহৃদয়া দয়ালুতমতয়া মতয়া চ সুপ্রসন্নাসন্নাভিমতদায়িনী প্রতিজনং মনসি প্রাদুর্বভূব ॥

৫৩। প্রাদুর্ভূয় ভূয়সাদরেণৈব 'অয়ি শুভবত্যো ভবত্যো ভগবদ্রতিদেবতা দেবতান্তরমারাধয়িতুং নার্হন্তি, ন হি লক্ষ্মীকা লক্ষ্মীকামনয়া অন্যদেবতামারাধয়ন্তি। তথাপি বঃ কেবলবলমানোৎকণ্ঠাকণ্ঠা-

---

পরিচর্যয়া পর্যয়ো বিপর্যয়াভাবঃ। সাহজিক্যং তস্য ন বিনাভাবো যত্র তেনাতিস্থিরেণৈব ভাবেনেত্যর্থঃ। কতিপয়দিনাবশিষ্টং মাসমেব বাপ্যাম্বিকাং প্রসাদয়ন্ত্যো হৃৎ চিত্তমপি সাদয়ন্ত্যস্তস্যৈ প্রাপয়ন্ত্যঃ সত্যন্তং প্রসিদ্ধং প্রসাদমম্বিকাং কারয়ামাসুঃ। তাসাং তাদৃশভক্ত্যা বশীভূতৈব দেবী প্রসাদমকরোদিত্যাণ্যন্ত-বাক্যম্ ॥

৫১। অত্র বস্তুতত্ত্বদৃষ্ট্যৈবাশঙ্কাং পরিহরন্নাহ—ন হীতি। যোগ্যা নরলীলত্বেনোচিতা বতির্যাচনং যাসাং তাঃ; 'বনু যাচনে' ক্তিন্নন্তঃ। দেবতান্তরারাধনমেব ধনং তৎসাপেক্ষা মনোরথসিদ্ধয়ো ন হি, কিন্তু নিত্যসিদ্ধপ্রেয়সীভাবানামেব তাসাং লোকবল্লীলেয়মিতি ভাবঃ ॥

৫২। মতয়া উচিতয়া। আসন্নস্যাভিমতস্য বাঞ্ছিতস্য দায়িনী ॥

দেবীকে যমুনায় বিসর্জন দিলেন। এইরূপ অহরহ অবিনাশী উৎকণ্ঠাযুক্তা, কৃষ্ণগুণগান কণ্ঠের ভূষণকারিণী কন্যাগণ ক্রমবর্দ্ধমান পূজা ও পূজোপহারে বর্দ্ধিত পরিচর্যাদ্বারা, এবং প্রাতিকুল্যহীন অতিস্থির ভাবের দ্বারা দেবীর প্রসন্নতা উৎপাদন করতে করতে এবং নিজেদের চিত্তেও দেবীর প্রাপ্তি করাতে করাতে কিছুদিন কম একমাস কাটিয়ে দিয়ে দেবীদ্বারা প্রসিদ্ধ প্রসাদ করিয়ে নিলেন অর্থাৎ তাদের তাদৃশ ভক্তিতে বশীভূত হয়ে দেবী কৃপা করলেন।

৫১। এই কন্যাগণ নরলীল বলে এই যাচঞা তাঁদের পক্ষে উচিত হলেও বস্তুতস্ত এঁদের মতো বিবিধ বিশিষ্ট সিদ্ধ সৌভাগ্যবতী কন্যাদের মনোরথ-সিদ্ধি যোগমায়াদি দেবতান্তর আরাধনরূপ ধন সাপেক্ষ নয়।

৫২। এই হেতু বিশুদ্ধ হৃদয়া-যোগ্যপাত্রে পরমদয়াবতী বলে সুপ্রসন্না-আসন্ন বাঞ্ছিতদায়িনী-সৌভাগ্যবতী ভগবতী এই কন্যাদের বশীভূতা হয়ে গেলেন—প্রতিজনের মনে প্রাদুর্ভূত হলেন।

দেবীর আবির্ভাব ও বরদান ঃ

৫৩। দেবী প্রাদুর্ভূত হয়ে অত্যন্ত আদরের সহিত বললেন—ওহে মঙ্গলময়ী কন্যাগণ! আপনারা ভগবৎরতিদেবতা। আপনাদের দেবতান্তরের আরাধনা শোভা পায় না। লক্ষ্মীরও

ভরণমিদং মমাপি যশোভারভারচনমেবেদন্তো দন্তোজ্ঝিতং মত্নুপসর্পণং তেনাচিরতয়ৈব রুচিরতয়ৈব কৃষ্ণাসত্ত্যা ভবিতব্যম্। অতঃ পরং তপঃকরণতো বিরমত' ইতি নিগদ্যৈব সর্বাসামন্তরতস্তিরোবভূবেতি তাসামনুভবঃ সমুৎপনীপদ্যতে স্ম ॥

৫৪। তৎসাক্ষি বামাক্ষিভুজোরু পস্পন্দেঽপস্পন্দেনেব সুহৃদা হৃদাপি নিরবসাদং প্রসাদং প্রগতে-নাশ্বাস্যমানাঃ করতলগং রতলগং মনোরথফলং জাতমিবেতি মত্বাপি তা মাসপ্রপূরমেবং করণীয়মিতি নিরনৈষুঃ ॥

৫৫। অনন্তরং মাসাবসানদিনে দিনেশ উদিতবতি দিতবতি কমলিনীমুদ্রামুদ্রামণীয়কেন কেনচি-দাবৃত্তাস্তাঃ পূর্বতোঽপি বহুগুণেন বহুগুণেন সম্ভারেণ ভারেণ দেবীং পূজয়িত্বা জয়িত্বাদতিশয়প্রমোদাঃ প্রমোদারতয়া ব্রতং সমাপ্য সমাপ্যমানতপঃ-ফলমিব স্বং স্বং জানত্যো নত্যোৎকর্ষহর্ষবশাৎ পরস্পর-

---

৫৩। ভগবদ্ব্রতৈরপি দেবতান্তৎপ্রাপ্ত্যর্থমন্যৈর্দেবাদিভিরপ্যারাধ্যা ইত্যর্থঃ। লক্ষ্মীকা লক্ষ্ম্যাপি ইকং কামনাসুখং যাসু তাঃ;—"বিজিহীর্ষে ত্বয়া সার্দ্ধং গোপীরূপেতি সাঽব্রবীৎ" ইতি (৬২৮) শ্রীসংক্ষেপ ভাগবতামৃতধৃতলক্ষ্মীবচনাৎ; "ই খেদে পরুষোক্তৌ চ কামদেবে ত্বনব্যয়ম্" তথা "সুখশীর্ষজলেষু কম্" ইতি চ বিশ্বঃ। যশোভারস্য ভা শোভা তস্যা রচনম্, ভো ইতি সম্বোধনম্; দন্তোজ্ঝিতং নিষ্কপটম্। সমুৎপনীপদ্যতে স্ম, অতিশয়েনোৎপন্নঃ ॥

৫৪। তস্য তাদৃশানুভবস্য সাক্ষি সূচকম্, বামাক্ষিভুজোর্বিতি প্রাণ্যঙ্গত্বাদ্দ্বন্দ্বৈক্যম্, অস্পন্দেনাপগতস্পন্দেন নিশ্চলেনাতিসুস্থিরেণেতি যাবৎ, রতং শ্রীকৃষ্ণেন সহ রমণং লগয়তি যোজয়তীতি রতলগম্; তাঃ কুমার্যো মাসং প্র পূরয়িত্বেতি 'দ্বিতীয়ায়াং' ইতি ণমুল্। নিরণৈষুর্নির্ণয়ং কৃতবত্যঃ ॥

৫৫। কমলিন্যা মুদ্রাং মুদ্রিতত্বং দিতবতি খণ্ডিতবতি মুদামানন্দানাং রামণীয়কেন রম্যত্বেন বহুগুণেন শতসহস্রোর্ধ্ব-সংখ্যাবতা বহুগুণেন চর্বাচোষ্যাদিত্বগুণযুক্তেন ভা কান্তিস্তাং রাতি গৃহ্লাতীতি তেন। প্রমা প্রকৃষ্টা শোভা তস্যা উদারতয়া

কামনাসুখদায়ী জন লক্ষ্মীকামনায় অন্যদেবতা আরাধন করে না। তথাপি ভো আপনাদের এই নিষ্কপট প্রার্থনা শুধু কেবল বলমান উৎকণ্ঠারূপ কণ্ঠাভরণ, আর আমারও যশোভার শোভা রচন। এর দ্বারা শীঘ্রতাপূর্বক রুচিসঙ্গতভাবে কৃষ্ণসঙ্গ লাভ হয়ে যাবে। অতঃপর তপস্যা থেকে বিরমিতা হোন।' এইরূপ বলেই সকলের অন্তঃকরণ থেকে অন্তর্হিত হলেন—এইরূপ তাঁদের দৃঢ় প্রতীতি জন্মাল।

৫৪। ব্রতাবসান দিন এই অনুভবের সাক্ষীসূচক বামনেত্র-বাহু-উরুর স্পন্দন হতে হতে থেমে যাওয়ায়, ও বন্ধুর মতো হৃদয় গ্লানিশূন্য হয়ে প্রসন্নতা লাভ করায় তারা আশ্বাসিত হলেন যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁদের রমণরূপ মনোরথফল যেন করতলগতই হয়ে গিয়েছে। এইরূপ মনে করলেও তাঁরা স্থির করলেন যে তাঁদের ব্রত মাস পূরিয়েই করণীয়।

৫৫। অনন্তর মাস-অবসান দিনে সূর্য উদয় হলে, কমল প্রস্ফুটিত হলে কোনও অনির্বচনীয় আনন্দের রমণীয়তায় আবৃতা হয়ে পূর্ব হতেও অসংখ্য অসংখ্য ও বহুগুণযুক্ত-কান্তিমন্ত সম্ভার দ্বারা দেবীর পূজা করে বিজয়িনী হওয়ার দরুণ অতিশয় আনন্দোচ্ছল কন্যাগণ পূজাসম্ভার সংগ্রহে উদারতা দেখিয়ে ব্রত সমাপন করলেন। অতঃপর 'তপফল যেন সমাপিত হয়ে গিয়েছে' এইরূপ নিজ নিজকে

মভিষেকার্থং কুতুকালিকালি কালিন্দীং জিগাহিষবঃ প্রাগেব কাত্যায়ন্যা কাত্যায়ন্যায়প্রসাদীকৃতকৃত-কেতরচিত্রপটপটলস্য জলাবিলীভাব-শঙ্কয়া কয়াপি দেশাচারচারবেণ চ তদেব পটপটলমনুকূলে কূলে নিঃক্ষিপ্য সলিলে সলীলমবললম্বিরে ॥

৫৬। অবলম্ব্য পরস্পরপরমকৌতূহলহলনলুলিতললিতলসন্মনসো দিনকরকরকরম্বিততয়া নাতি-শীতভীতাঃ ক্ষণং বিহরমাণাশ্চ রাজন্তে স্ম ॥

৫৭। এতস্মিন্নেব দিবসে প্রাগেব নিয়তবিচারচারস্থলমুখাভিসরণরণদনাকুলখগকুলাকুলায়মানে নভসি দিবসমুখে মুখেন্দুসুধাসুধাবিতমুরলীকোহলীকোজ্জিতপ্রণয়ৈর্বলাদিভিঃ প্রিয়সখৈর্বলবতি নিরাবাধেঽনু-ধেনুগণং সঞ্চারসুখে যোগেশ্বরেশ্বরো ব্রতরতকন্যারতকন্যায়লব্ধপ্রেমবশ্যোঽবশ্যোঽবশ্যো দাস্যতত্তদুৎ-কণ্ঠাভরঃ কণ্ঠাভরণীকৃত-তত্তদ্‌গুণগণো গোচারণসুখং বয়স্যগণসঙ্গসুখং চ বিহায় হায়নাবধিবিবর্দ্ধিতাপূর্ব-

---

মহত্ত্বেন ; যদ্বা, প্রমায়াং পূজাসম্ভারপ্রমাণে ঔদার্যেণ, ন তু কার্পণ্যেন ; নত্যা পরস্পরং নমস্কারেণোৎকর্ষো হর্ষশ্চ তদ্‌বশাৎ কুতুকানামালিঃ শ্রেণির্যাসাং তাঃ ; কুতুকালিকা আলয়ঃ সখ্যো যত্র তদ্‌যথা ভবত্যেবং জিগাহিষবঃ কাত্যায়ন্যা দুর্গয়া কস্য সুখস্যাতিশয়ো য আয়ো বৃদ্ধিস্তত্র যো ন্যায় ঔচিত্যং তেন প্রসাদীকৃতানাং কৃতকেতরমকৃত্রিমং তন্ত্রোত্থমেব চিত্রং যেষু তথাভূতানাং পটানাং কৌশেয়বস্ত্রাণাং পটলস্য সমূহস্য জলে আবিলীভাবস্য মালিন্যস্য শঙ্কয়া দেশাচারেণ হেতুনা চারবং চারুত্বমেব, তেন হেতুনেতি বিগানাভাবশ্চোক্তঃ ॥

৫৬। পরস্পরং পরমকৌতূহলেন হলনং কর্ষণম্, 'হল বিলেখনে' ইত্যস্মাৎ। তেন লুলিতং সংঘৃষ্টং ললিতং লসৎকান্তিযুক্তং মনো যাসাং তাঃ ॥

৫৭। প্রাগেব পূর্বদিন এব নিয়তো বিচারঃ 'শ্বোঽত্র অমুত্র চরিষ্যামঃ' ইত্যেবংলক্ষণো যত্র তথাভূতস্য চারস্থলস্য মুখেঽভিসরণে রণদ্ভিরব্যাকুলৈর্খগকুলৈরাকুলায়মানে সতি নভসি। তথা ধেনুগণমনু লক্ষীকৃত্য সঞ্চারমুখে চ বলবতি সতি। ব্রতরতাভিঃ কন্যাভী রতকাৎ প্রেষ্ঠনিষ্ঠরমণসুখাৎ হেতোর্ন্যায়লব্ধো যঃ প্রেমা তেন বশ্যঃ। অবশ্যঃ স্বতন্ত্রোঽপি,

---

জেনে সখীগণ পরস্পর নমস্কার-প্রাপ্ত উৎকর্ষ ও হর্ষবশে কৌতুকে উচ্ছলিত হয়ে উঠলেন। যমুনাজলে বিহার ইচ্ছায় তাঁরা কাত্যায়নী দ্বারা সুখোচ্ছল-সমুচিতভাবে প্রসাদীকৃত ও তাতে বোনা সাচ্চাজরির নক্সাযুক্ত রেশমী সাড়িগুলি জলে মলিন হওয়ার ভয়ে ও দেশাচারেও ভব্য বলে কূলের কোনও অনুকূল স্থানে ছুঁড়ে দিয়ে লীলাসহকারে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ঐ জলে।

৫৬। জলের মধ্যে গিয়ে পরস্পর পরমকৌতুহলভরে টানাটানিতে মর্দন সংমর্দনহেতু ললিতা, আনন্দোৎফুল্লা, সূর্যকিরণ-ব্যাপ্তিতায় অতিশীত-ভীতিশূন্যা কন্যাগণ ক্ষণকাল বিহারপরায়ণা হয়ে শোভা পেতে লাগলেন।

৫৭। সেই দিন প্রাতঃকালে পূর্বপরামর্শ মতো গোচারণস্থল অভিমুখে গমনশীল রাখাল বালকগণের পদধ্বনিতে অনাকুল খগকুল আকাশে ছড়িয়ে পড়লে নিষ্কপট প্রণয়বদ্ধ বলরামাদি প্রিয়-সখাগণের দ্বারা বলবান্, স্বতন্ত্র হলেও রমণসুখার্থে কন্যাগণের ন্যায়লব্ধ প্রেমের নিকট অবশ্য বশ্যতা-হেতু তাঁদের উৎকণ্ঠা দূরীকরণে যোগ্য, যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ মুখেন্দু সুধায় প্রপূরিত মুরলীর ধ্বনি

পূর্বরাগাণাং তাসামুৎকলিকামুৎকলিকাবিকাশোন্মুখীকরণায় সংগানবিগানবিরহেণ প্রাদুর্ভাবাবধি সমুৎপন্নতত্ত্বজ্ঞানৈরিবানন্দপৃথুকৈঃ পৃথুকৈঃ ক্রীড়াশালভঞ্জিকাকৃতিভী রম্যাশয়ৈঃ স খলু ব্রজরাজকিশোরো বলসুবলসুদামাদিভিরপ্যলক্ষিতঃ কাত্যায়ন্যা ভারলাঘবং তাসাং চ সৌভাগ্যভারগৌরবং স্বস্য বৈদগ্ধ্যভারপ্রকটং করিষ্যন্ তত এবালক্ষিতমাজগাম ॥

৫৮। আগত্য চাসৌ কৃষ্ণোঽপি রক্তো রক্তোঽপি ন চলোহিতঃ, ন চলো হিতশ্চ চলোহিতশ্চ হিতপরোঽপি ন হি তপরঃ ॥

৫৯। বদ্ধা কেশান্ যমিতপরিধির্নূপুরে মূকয়িত্বা, বারং বারং পরিজনকথাং বারয়ন্ ভ্রূবিচ্ছেষ্টৈঃ।
ন্যঞ্চৎকায়শ্চকিতনয়নো গোপয়ন্নঙ্গমঙ্গৈ-,র্গূঢ়স্মেরো বসনমহরচ্চৌরিরাভীরিকাণাম্ ॥

অবশ্যমেব উদাস্য উৎক্ষেপয়িতুং দূরীকর্তুং যোগ্যস্তাসাং স উৎকণ্ঠাভারো যেন সঃ 'লুম্পেদবশ্যমঃ কৃত্যে' ইতি মলোপঃ। উৎকলিকা উৎকণ্ঠা তত এব যা মুদাং কলিকা স্বদর্শনেন জনিষ্যমাণ আনন্দকোরকস্তস্যা বিকাশোন্মুখীকরণায় তাং বিকসনোন্মুখীকর্তুমিত্যর্থঃ। সংগানং গুণদৃষ্টিঃ, বিগানং দোষদৃষ্টিঃ। আনন্দেন পৃথুকৈঃ প্রচুরৈঃ, পৃথুকৈর্বালকৈঃ, তেন স্বপ্রেয়সীনাং তাসাং নগ্নত্বে তৈর্দৃষ্টৈঽপি ন ক্ষতিঃ; অত্রাপি সঙ্গানেত্যাদিবিশেষণত্রয়বৈশিষ্ট্যে নিতরামেব। শালভঞ্জিকা পুত্তলিকা ॥

৫৮। রক্তস্তাস্বনুরাগী, কর্তরি নিষ্ঠা। রক্তোঽপি রজ্যতেঽস্মিন্নিতি রক্তঃ, অধিকরণে নিষ্ঠা; তাসামনুরাগবিষয়োঽপীত্যর্থঃ। ন চলমূহিতং তর্কো যস্য সঃ; ন চলো ন চঞ্চলো হিতঃ সুহৃচ্চ। চলমুহিতমর্দনং যতঃ স চলোহিতঃ, 'উহির্ অর্দে উহিঙ্ তর্কে' ইতি বোপদেবঃ। হিতপরোঽপি উপকারকোঽপি ন হি নৈব তপরঃ, তপস্তাপস্তং রাতি দদাতীতি সঃ; বিরোধপক্ষঃ স্পষ্ট এব ॥

করতে করতে ধেনুগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নির্বাধ সুখে কন্যাগণের ব্রতাদিগুণ কণ্ঠের আভরণ করত গোচারণসুখ ও বয়স্যগণের সঙ্গসুখ ত্যাগ করে লীলায় চলতে লাগলেন—পূর্বরাগবতী কন্যাগণের বর্ষাবধি বিবর্দ্ধিত অপূর্ব পূর্বরাগের উৎকণ্ঠা ও তদুত্থ আনন্দকলিকা বিকাশোন্মুখী করার জন্য। এইরূপে চলতে চলতে দোষগুণদৃষ্টিরহিত, প্রাদুর্ভাবাবধি সমুৎপন্ন-তত্ত্বজ্ঞানের মতো আনন্দময়, ক্রীড়াপুতলির মতো আকৃতিবান্, রম্য আশয়বান্ গোপশিশুগণ সহ সেই ব্রজরাজ কিশোর বলরাম-সুবল-সুদামাদিরও অলক্ষিতভাবে কাত্যায়নীদেবীর প্রতিজ্ঞাভার লাঘব, আর কন্যাদের সৌভাগ্যভারগৌরব ও নিজের বৈদগ্ধভার প্রকাশ করবার জন্য কন্যাদেরও অলক্ষিতভাবে সেখানে গিয়ে বিরাজমান হলেন।

বস্ত্রহরণ ঃ

৫৮, ৫৯। যিনি কৃষ্ণবর্ণ হয়েও ঐ কন্যাগণে অনুরক্ত, ঐ কন্যাগণের অনুরাগপাত্র হয়েও যিনি অচঞ্চলভাবে ভক্তসুহৃদ্, যাঁর থেকে কারও পীড়া হয় না, যিনি উপকারক হয়েও তাপপ্রদ নন সেই শৌরি শ্রীকৃষ্ণ চুল বেঁধে, ঝুলানো কাপড় মালকোঁচা করে পরে, নূপুরের শব্দ থামিয়ে, ভ্রূকুটিদ্বারা পরিজন গোপশিশুদের আলাপ বার-বার থামিয়ে, অঙ্গ একটু কুঁজো করে, চকিতনয়ন হয়ে, অঙ্গের

৬০। আত্মানং চোরীকৃত্য চোরীকৃত্য তারল্যং সারল্যং সাধ্বীয়ত্বং দুরবগাহ-গভীরোঽভীরোজসা-পহৃত্য সকলানি দুকূলানি—

আচ্ছাদ্য গাত্রৈঃ সহসাম্বরাণি, মূকীকৃতাশেষবয়স্যবর্গঃ।
শনৈঃ শনৈর্নীপভুজাধিরূঢ়-, স্তদাভিমুখ্যং হরিরুল্ললাস ॥

৬১। তদনু তা সুতাঃ সৌভাগ্যলক্ষ্ম্যা সলিলাদুত্তিতীর্ষবো নির্হ্‌কূলে কূলে কৃতালোকা লোকাতীতা-শ্চকিতমিদমাতর্কয়ামাসুঃ,—অহো কিমিদং কেনাপ্যপহৃতমম্বরমম্বরমণিকরং বিনা করস্বিণা কেনাপি নাত্র ভূয়তে। ভূয়তেহ কেবলং কে বলন্তীনাং বিহগরাজীনাং পদরাজী, তদহো কয়াপি দেবতয়া বত যাপিতানি কুত্রাপি নো বসনানি, যদ্দেবতায়া এব ধরণিতলতলনাভাবাৎ পদপদবিলোকনাভাবঃ ॥

৬২। ইতি চকিত-চঞ্চলাঞ্চলাক্ষমভিতোঽভিতো বিলোকমানানামানানাবিধবিতর্কং চিন্তয়ন্তীনাম-পাঙ্গতরঙ্গা মিহিরদুহিতুরুপর্য্যুপর্য্যুৎফালফরফরায়মাণসফরবধূশ্রেণয় ইব মদমুদিত-চলদলিদলিতবিস্মাপিত-

---

৫৯। যমিতো বদ্ধো সংযতীকৃতঃ পরিধির্লম্বমানপরিধানবস্ত্রং যেন সঃ ॥

৬০। তাসামাভিমুখ্যং যথা স্যাত্তথেতি তাসাং প্রত্যঙ্গদর্শনার্থং নর্মসংবাদার্থঞ্চ ॥

৬১। তাঃ কুমার্যঃ, সুতাঃ স্তুতাঃ। অম্বরমণিঃ সূর্যস্তস্য করং কিরণং বিনা করস্বিনা সংযোগিনা। কে জলে বলন্তীনাং প্রবলানাং বিহগরাজীনাং পদরাজী চিহ্নশ্রেণী, ইহ প্রদেশে, ভূয়তা ভুবি যতত ইতি পচাদ্যচ্। তলনং প্রতিষ্ঠা, পদপদং চরণচিহ্নম্ ॥

৬২। আনানাবিধতর্কং বিবিধবিতর্কপর্যন্তম্; মদমুদিতৈশ্চলদ্ভিরলিভিঃ কনীনিকাস্থানীয়ৈর্দলিতানি সম্মর্দিতানি

দ্বারা অঙ্গ গোপন করে, রহস্যপূর্ণ মৃদুহাসিতে মুখ ভরিয়ে গোপকন্যাগণের বস্ত্র হরণ করলেন।

৬০। যিনি নিজেকে বানালেন চোর অথচ ভান করছেন তারল্য-সারল্য-সাধুতার সেই অত্যন্ত দুর্বোধ্য-গম্ভীরাশয় গোপকিশোর, হরি দৃপ্ত ভঙ্গীতে সব বস্ত্রগুলি চুরি করত অঙ্গের দ্বারা আচ্ছাদিত করে বয়স্যসকলকে চুপ করিয়ে দিয়ে ধীরে-ধীরে কদম্বশাখায় আরোহন করত (প্রত্যঙ্গদর্শন ও নর্মালাপার্থে) গোপীগণের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে অতিশয় দীপ্তি পেতে লাগলেন।

৬১। এরপর সৌভাগ্যলক্ষ্মীদ্বারা স্তুতা - লোকাতীতা কন্যাগণ জল থেকে উঠবার ইচ্ছা করে তটের দিকে তাকিয়ে বস্ত্র না দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে এইরূপ বিচার করতে লাগলেন—'অহো এ কি হলো, আমাদের বস্ত্র কে চুরি করে নিল, সূর্যকিরণ বিনা কারও তো আর এখানে সংযোগ নেই, এই ভূখণ্ডে কেবল বড় বড় জলচর পাখীদের পদচিহ্নই আছে—তাই মনে হয় অহো কোনও দেবতাই বা কোথাও আমাদের বসন লুকিয়ে রেখেছে, যেহেতু দেবতাগণ মাটিতে পা ছোঁয়ান না তাই চরণচিহ্ন দেখা যাচ্ছে না।'

৬২। চকিত চঞ্চল নয়নপ্রান্তে এদিক-ওদিক বিলোকমানা ও সম্ভবনা-অসম্ভবনা বিবিধ বিতর্কে জরানো কন্যাদের কটাক্ষ-লহরি যমুনা-জলোপরি লম্ফ দিয়ে দিয়ে ফরফরায়মান সফরবধূশ্রেণীর

কুবলয়কুবলয়দলানীব বা পরিতঃ পরিতস্তরিরে দিশাং মুখানি ॥

৬৩। ততশ্চাতিশয়বৈকল্যেন বৈ কল্যেন ভূয়ত ইতি সকরুণারুণাপাঙ্গোঽপাং গোচরীভূতা ভূতাপ-হারী হারী তাঃ কুলকুমারিকাঃ সুকুমারিকাঃ সুললিতমধুমধুরবিকস্বরস্বর-স্বরপরিচিত-সুধাসুধাবিতামুবাচ বাচমতিরসপরিহাসহাসপেশলং হাসয়ন্নপি পৃথুপৃথুকবয়স্যগণমতিপ্রিয়প্রিয়ক-তরুতরুণস্কন্ধারোহরোহৎপর-ভাগোঽপরভাগোজঃপটলোদ্ধূতরবিকিরণঃ শ্রীব্রজরাজযুবরাজঃ ॥

৬৪। 'ভো ভো মাশঙ্কনকননীয়তাপরাং তাপরাং কুরুত মনোবৃত্তিমাত্মনীনাময়মহমহত্তাং কুতুক-রসময়ং সময়ং প্রাপ্য কুর্বাণো লীলালোভবতীনাং ভবতীনাং গতম্লান্যংশুকান্যংশুকানি নিজহার। নিজহার-মুপহারীকৃত্য সরসমিত এবাগত্য গত্যনবসাদেন মিলিতা একৈকশোঽথবা নিজনিজাম্বরাণি বরাণি সমাদধ্বং মাদধ্বংসেন ॥

বিস্মাপিতভূগণ্ডলানি যৈস্তানি কুবলয়দলানি নীলোৎপলপত্রাণীব, পরিতস্তরিরে ইতি 'স্তৃঞ্ আচ্ছাদনে', ব্যাপ্তবন্ত ইত্যর্থঃ। শফরবধূশ্রেণয় ইতি প্রথমমকস্মাদতিচকিতসংবিগ্নতয়া সম্পূর্ণাপাঙ্গানামেবাতিচাঞ্চল্যে দৃষ্টান্তঃ। মদমুদিতচলদলীতি তদনন্তরং কিঞ্চিদ্বিচারপরতয়া তদংশতারকামাত্রচাপল্যে ইতি ॥

৬৩। অতিশয়বৈকল্যেন বৈ নিশ্চিতং কল্যেন প্রবলেন জায়তে ইতি হেতোঃ; "কল্যৌ সজ্জনিরাময়ৌ" ইত্যমরঃ; তাঃ কুলকুমারিকাঃ প্রতি ব্রজরাজযুবরাজো বাচমুবাচেত্যন্বয়ঃ। তাঃ কীদৃশীঃ? অপাং জলানাং গোচরীভূতা জল-মধ্যস্থা ইত্যর্থঃ। কারুণ্যে হেতুঃ—ভুবঃ পৃথিবীস্থমাত্রস্যাপি তাপহারী, কিমুত তাসাম্। হারী হারবান্। বাচং কীদৃশীম্? সুললিতাং মধুতোঽপি মধুরো বিকস্বরঃ স্বরো যস্যাং তাম্; স্বঃ স্বর্গেঽপি অপরিচিতয়া সুধয়া সুষ্ঠু ধাবিতাং ক্ষালিতা-মিব। রোহৎপরভাগ উৎপদ্যমানশোভঃ; ন পরং ভজতে অপরভাক্, স্বাধীন ইত্যর্থঃ। যত ওজঃপটলেন তেজোবৃন্দেন তিরস্কৃত-সূর্যকিরণ ইতি তত্তদনীতিকর্মণি দেশাধ্যক্ষাদপি নির্ভয়ত্ব-ব্যঞ্জনার্থম্ ॥

৬৪। আশঙ্কনস্য আশঙ্কায়া যা কননীয়তা দীপ্তা যৎপরাম্, 'কনী দীপ্তৌ'। অতএব তাপরাং তাপপ্রদাং

মতো, বা মদমুদিত চঞ্চল ভ্রমর-মর্দিত জগৎবিস্ময়কারী নীলোৎপল দলের মতো চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

৬৩। অতঃপর ঐ কন্যাগণ অতিশয় বিকলতায় অভিভূত হয়ে পড়লেন। তা দেখে জগতের জীবমাত্রেরই তাপহারী, অতিপ্রিয় কদম্বের তরুণ স্কন্ধারোহণে অপূর্ব শোভ, স্বাভাবিক রবিকিরণবিজয়ী তেজরাশিতে দীপ্ত শ্রীব্রজরাজযুবরাজ সুললিত মধু হতেও সুমধুর স্পষ্ট স্বরে স্বর্গেও অপরিচিত সুধায় সুধৌত - অতিরসপরিহাসযুক্ত হাসির কথায় গোপশিশুগণকে হাসাতে হাসাতে ঐ সুকুমারী কুল-কুমারীগণকে বললেন—

৬৪। 'ভো ভো, তোমরা অতি আশঙ্কায় অস্থির হয়ো না—এই নিয়ে মনোবৃত্তিকে উত্তপ্ত করে তুলো না। রসময় কৌতুকের উপযুক্ত সময় পেয়ে তোমাদের মনোবৃত্তিকে আমার অনুকূল করে নেওয়ার জন্য লীলালোভবতী তোমাদের পবিত্র ঝলমলে বস্ত্র এই আমি হরণ করে নিয়েছি। নিজ

৬৫। অথ কাত্যায়নীব্রত-ব্রততেরিব ফলে দুষ্পচে পচেলিমতামিবাগত্য গলিতে প্রকট-সৌরভ-রভসং তস্য রসমিব তৎ কৃষ্ণস্য সলোভ-ব্যাহরণং ভব্যাহরণং হরণমিব ব্রতকর্মসমাপ্তেঃ শ্রবণপুটকেন পীত্বা পীত্বা চ ব্রতপরিশ্রমপারমসময়সময়মানমাশালতাবিশালতাবি সৌভাগ্যফলমিব তমম্বরবরচোরমুপঘ্ন-মুপঘ্নত্য ইবাসকৃদ্দরকুড্মলিতললিতলক্ষ্মপক্ষ্মপতনচঞ্চলাঞ্চলাভিনীতমন্দাক্ষমন্দাক্ষতলক্ষ্মীকেনাপাঙ্গেন সমুৎকর্ষহর্ষহঠাকৃষ্টমনসোঽপি দারুদারুণয়া তয়ৈবাপত্রপয়াপযাপিতহর্ষচিহ্না অপ্রতিভাপ্রতিভাসমানসমান-সাধ্বসাঃ সাধ্বসাধিতশীলভয়মাকণ্ঠমেব সলিলমবললম্বিরেঽলং বিরেমুশ্চ ক্ষণমুত্তরতঃ॥

মনোবৃত্তিং মা কুরুত, কিন্তু অয়মহমহং তাং ভবতীনাং মনোবৃত্তিমাত্মনীনামাত্মনে হিতাং কুর্বাণঃ কর্তুমংশুকানি নিজহার, হৃতবানস্মি। কীদৃশানি? গতা ম্লানির্যেষাং তথাভূতা অংশবঃ কিরণা যেষাং তানি। সমাদধ্বং গৃহ্নীত; মাদো মত্ততাগর্বস্তস্য ধ্বংসেন তং বিহায়েত্যর্থঃ॥

৬৫। দুষ্পচে অন্যৈর্দুঃশক্যপাকে, পচেলিমতাং স্বয়মেব পক্বতাম্, কর্মকর্তরি কেলিমরঃ। তস্য ফলস্য সলোভ-ব্যাহরণং লোভসূচক-বাক্যং ব্রতকর্মসমাপ্তের্ভব্যাহরণং মঙ্গলপ্রাপকং হরণং যৌতুকবস্তু; "ভাবুকং ভবিকং ভব্যম্" ইত্যমরঃ; "হরণং যৌতুকদ্রব্যম্" ইতি মেদিনী। ব্রতপরিশ্রমস্য পারম্ ইত্বা প্রাপ্য। তমম্বরবরচোরমপাঙ্গেনোপঘ্নত্য ইবেতি অপাঙ্গস্যামর্ষাভিনায়কত্বমপি সূচিতম্। তং কথম্ভূতমিব? অসময়েঽপি সম্যগয়মানং স্বয়মাগচ্ছৎ সৌভাগ্যরূপং ফলমিব। তদপি কীদৃশম্? আশৈব লতা তস্যা বিশালতায়া বীঃ প্রজননং যতস্তৎ; 'বী প্রজনন-কান্তি-গতিষু'; উপঘ্ন-মাশ্রয়ম্; (পা০ ৩।৩।৮৫) "উপঘ্ন আশ্রয়ে" ইতি পাণিনিসূত্রম্। অপাঙ্গেন কীদৃশেন? দরকুড্মলিতাভ্যামীষৎকুড্মলায়-মানাভ্যাং ললিতং লক্ষ্ম যত্র তদ্যথা স্যাত্তথা পক্ষ্মপতনেন চঞ্চলাভ্যামঞ্চলাভ্যামভিনীতং যন্মন্দাক্ষং লজ্জা তেন মন্দা পুনঃ পুনরেবাক্ষতাঽপ্রতিহতা লক্ষ্মীঃ শোভা যত্র তেন; "মন্দোঽতীক্ষ্ণে চ মূর্খে চ" ইতি মেদিনী। সম্যগুৎকর্ষো যস্য তথাভূতেন হর্ষেণ হঠাদাকৃষ্টচিত্তা অপ্যপ্রতিভয়া প্রতিভাসমানং দেদীপ্যমানং সমানং তুল্যং চ সাধ্বসং যাসাং তাঃ; 'ভাস্ দীপ্তৌ' প্রতিপূর্বঃ। সাধু যথা স্যাত্তথা অসাধিতমগণিতং শীতভয়ং যত্র তদ্যথা স্যাত্তথা অবললম্বিরেঽবলম্বিতবত্যঃ। উত্তরতঃ

নিজ হার উপহাররূপে ধরে সরস মনে উৎসাহপূর্বক প্রত্যেকে একা একা কিম্বা সবাই একসঙ্গে মিলে অহঙ্কার ছেড়ে দিয়ে এখানে এসে নিজনিজ শ্রেষ্ঠ বস্ত্র গ্রহণ কর।

৬৫। অতঃপর কাত্যায়নীব্রত-লতার ফল যা অন্যের পক্ষে পাকানো কঠিন তা স্বয়ংই পক্কদশায় এসে গলে গেলে তার থেকে প্রকাশিত সৌরভ-বেগযুক্ত রসের মতো, ব্রতসমাপ্তির মঙ্গলপ্রাপক যৌতুকবস্তুর মতো সেই লোভসূচক কৃষ্ণমুখকথা শ্রবণপুটে পান করে ব্রতপরিশ্রমের পার প্রাপ্ত হলেন কুমারীগণ। অসময়েও পরিপূর্ণভাবে আগত সৌভাগ্যফলের মতো, আশালতার বিশালতাপ্রজননকারী সেই শ্রেষ্ঠ বস্ত্রহারীকে সেই কন্যাগণ ঈষৎমুকুলিত সুন্দর চক্ষুরোমরাজির পতনে চঞ্চল নয়নকোণে লজ্জার অভিনয় করে যেন কটাক্ষের দ্বারা বার বার তাড়না করতে লাগলেন। অতিশয় হর্ষে হঠাৎ আকৃষ্ট চিত্তা হলেও কিংকর্তব্যবিমূঢ়তায় দেদীপ্যমান ও তুল্য সাধ্বসযুক্তা, শীতভয় একটুও গণনার মধ্যে না এনে আকণ্ঠ যমুনার জল অবলম্বন করে স্থিতা কন্যাগণ ক্ষণকাল প্রত্যুত্তর দান থেকে একেবারে বিরমিত হয়ে রইলেন।

৬৬। পরস্পরাং পরাঞ্চিতাননাঃ সত্যোঽসত্যোর্দকমিব তং ব্যাহরং বিদত্যঃ সুদত্যঃ 'সুভগত্বমুত্তরং দেহি ত্বমুত্তরং দেহি ত্বমুত্তরম্' ইতি নিভৃতমেবোচুর্ন তু কাপি কুতুকাদুত্তরমদাৎ ॥

৬৭। তদেবমভিতঃ কৃতচকিতেক্ষণং ক্ষণং নির্বচনরচনরম্যতমং তাসাং বদনকুলমবাচালচালচতুর-চঞ্চরীকং দরবিকাসং দরবিন্দদরবিন্দবৃন্দমিব মগ্ননালং নালং চকার যমুনায়াঃ কিমু কমনীয়তাম্ ॥

৬৮। এবমনুত্তরমনুত্তরঙ্গিতদৃশাং চিরসময়রসময়তাং ব্রজদরসতামেবোৎপাদয়তীতি পুরোগাং রোগান্তরবত্তুপত্রবকরীমপত্রপামত্র পারয়িত্বা মধুরতরতরলিত-পক্ষ্মলক্ষ্মীলক্ষ্মীলদক্ষিকমলমতিসকলসকলসরস-সসম্ভ্রম-বিনয়ানুনয়ানুত্তমনুত্তমন্দাক্ষমতি-দরহসিতসিতদন্তকান্তিকান্তিবলক্ষিমধুর-মধুরিমাক্ষি-লহরি হরিমভাষন্ত ॥

প্রত্যুত্তরদানাদপ্যলমতিশয়েন বিরেমুর্বিরতাঃ ॥

৬৬। পরস্পরামিতি 'স্ত্রীনপুংসকয়োঃ সুপ আম্ বেতি স্মৃতিঃ' ইতি আম্, পরাঞ্চিতাননা লজ্জানতমুখ্যঃ, ন সত্য উদর্ক উত্তরফলং যস্য তথাভূতং ব্যাহারং কৃষ্ণবাক্যমিতি প্রত্যুত্তরে দত্তে সতি ন বস্ত্রপ্রাপ্তিসম্ভাবনা। সুভগত্বেন সৌভাগ্যেন হেতুনা মুৎ আনন্দস্তয়া তরোঽভিভবো যত্র তদ্‌যথা স্যাত্তথা দেহি ; "তৄ তরে অভিভবে প্লুত্যাম্" ইতি কল্পদ্রুমঃ। নিভৃতমেব নীচৈরেব পরস্পরামূচুঃ ॥

৬৭। অবাচালৌ চালে চলনে চতুরৌ চঞ্চরীকৌ ভ্রমরৌ যত্র তৎ, দর ঈষদ্‌বিকাসং বিন্দৎ প্রাপ্নুবদরবিন্দমিতি। অত্র চঞ্চরীকয়োর্নির্বচনত্বেনৈবারবিন্দবৃন্দমপি নির্বচনমিতি তাদৃশ-বদনকুলসাধর্ম্যমস্য সিদ্ধম্। কিমু নালঙ্কার ? অপিতু অলঙ্কারৈব ॥

৬৮। নোচ্চৈস্তরঙ্গিতা দৃশো যাভিস্তাসাম্। এবমনুত্তরং প্রত্যুত্তরাভাবঃ, চিরসময়ং ব্যাপ্য রসময়তাং ব্রজৎ সৎ অরসতাং সারস্যাভাবমেব বস্তুবিচারত উৎপাদয়তীতি হেতোর্হরিমভাষন্তেত্যন্বয়ঃ। ননু লজ্জাবতীনাং কুলকুমারিকাণাং কথমেতৎ সম্ভবেৎ ? ইত্যত আহ—পুরোগামগ্রবর্তিনীং পত্রপাং লজ্জাং পারয়িত্বা সমাপ্য ; 'পার তীর কর্মসমাপ্তৌ'।

৬৬। লজ্জানতা আননা সেই সুদন্তী কন্যাগণ কৃষ্ণবাক্যের শেষফল (বস্ত্রদান) সত্য হবে না বিচার করে পরস্পর নীচু স্বরে এইরূপ বলাবলি করতে লাগলেন—'আরে সৌভাগ্যজনিত আনন্দবেগে ওঁর পরাজয় যাতে হয় সেইভাবে তুমি উত্তর দাও, তুমি উত্তর দাও।' কিন্তু কৌতুকপরবশ হয়ে কেউ উত্তর দিলেন না।

৬৭। অতঃপর চতুর্দিকে চকিত চাহনিযুক্ত নয়নে শোভিতা ক্ষণকাল কথা বলার বিরামে সুন্দরতম তাঁদের মুখকমল শ্রেণী নিঃশব্দচারী চতুর ভ্রমর সমাকুল ঈষৎ বিকসিত কমলশ্রেণীর মতো যমুনার এক অনির্বচনীয় কমনীয়তার সৃজন কি করে নাই ? অবশ্যই করেছে।

৬৮। এইরূপ বহুক্ষণ প্রত্যুত্তর না দিয়ে উচ্চ বৃক্ষশাখায় দৃষ্টি তরঙ্গায়িত না করাটা রসময়তা প্রাপ্ত হলেও বস্তুবিচারে শেষপর্যন্ত বিরসতাই সৃজন করবে—এই হেতু আগে আগে সঞ্চারী রোগান্তরের মতো লজ্জা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ঐ কন্যাগণ হরিকে বলতে লাগলেন—চঞ্চল রোমরাজি শোভিত সনিমেষ নয়নকমল মধুরতর ভাবে নাচাতে নাচাতে, শোভায় সকল কিছু অতিক্রম করতে করতে, বৈদগ্ধীসূচব-

৬৯। 'আং জানীমহে মহেচ্ছ! ত্বাং গোকুলমহীমহেন্দ্রস্য বিততনয়ং তনয়ং প্রগুণগুণরত্নরত্নাকরং করম্বিতকরুণাতরঙ্গমবনীমঙ্গলমঙ্গলক্ষ্মীভরেণ বিতন্বানং তন্বানন্দময্যা সকললোকলোচনরোচনরোচিষং ব্রজানন্দনং দক্ষিণমক্ষীণসমজ্ঞাসমজ্ঞানমজ্ঞানহন্তারং হন্তারং কথমনয়মনয় ইমমতিমহীয়াংসং মহীয়াং সম্পাদয়তি তত্রভবান্ ভবান্ দুর্নীতিহানিং হা নিন্দ্যমিদমাচরিতম্। চরিতং কিমহো মহোন্নতকুলকুমারিকা-মারিকা দেবতেব তেবতে বতেয়ং তে রীতিঃ, যদমূনি নঃ সমীচীনানি চীনানি জহার, হা রসিকতেয়ং তেঽয়ং ন জনয়িষ্যতে, পরং ত্বপযশ এব। ভো ব্রজশ্লাঘ্য! ব্রজ শ্লাঘ্যতাম্, দেহি তাবদস্মাকমম্বরাণি,

---

মধুরতরং যথা স্যাত্তথা, তরলিতৈঃ পক্ষ্মভির্লক্ষ্মীং শোভাং লাতি গৃহ্নাতি তথাভূতং ক্ষ্মীলৎ সনিমেষমক্ষিকমলং যত্র তদ্‌যথা স্যাত্তথা; 'মীল ক্ষ্মীল নিমেষণে'। অতিসকলং সর্বমতিক্রান্তম্; কয়া শোভয়া? ইত্যত আহ—সকলং কলা বৈদগ্ধী তৎ-সূচকং সরসমরাক্ষং সসম্ভ্রমং সম্ভ্রমসূচকং বিনয়ানুনয়াভ্যাং প্রশ্রয়প্রসাদনাভ্যামুত্তমং শ্রেষ্ঠং মুক্তমন্দাক্ষং প্রেরিতলজ্জং তচ্চ তচ্চ যথা স্যাত্তথা; তত্র বৈদগ্ধ্যাদিসূচনং মহেচ্ছেত্যাদিভির্বিশেষণৈর্যথাযথং জ্ঞেয়ম্। অতিদর অত্যাল্পেন হসিতেন সিতস্য দন্তস্য কান্তীনাং কস্য জলস্যান্তিকলব্ধ্যা নিকটপ্রাপ্ত্যা তত্র প্রতিবিম্বিতত্বান্মধুরা মধুরিমাঢ্যলহরী যত্র তদ্‌যথা স্যাত্তথা; অভাষন্ত ব্যক্তমব্রুবন্॥

৬৯। অঙ্গলক্ষ্মীভরেণ অবন্যা মঙ্গলং বিতন্বানং বিস্তারয়ন্তম্; আনন্দময্যা তন্বা দেহেন ব্রজানন্দনম্; দক্ষিণং সরলম্; অক্ষীণয়া সম্পূর্ণয়া সমজ্ঞয়া কীর্ত্যা সমং তুল্যমেব জ্ঞানং শস্ত্র-শাস্ত্রাদিপাণ্ডিত্যং যস্য তমজ্ঞানহন্তারম্, অন্যস্মৈ অপি তাদৃশজ্ঞানদায়কমিত্যর্থঃ। বিততনয়মিত্যাদিভির্নবভির্বিশেষণৈস্তত্তৎপ্রতিরূপমনীতিং প্রগুণদূষণং শীতার্তকন্যাস্ব-কারুণ্যং নগ্নিকা-দিদৃক্ষারূপমমাঙ্গল্যং কন্যাগণকটুকটাক্ষবিষয়ীভাবং দুঃখদত্বম্। অদাক্ষিণ্যং দুষ্কীর্তিম্; অবিজ্ঞত্বমজ্ঞান-বিস্তারঞ্চ ক্রমেণাভিব্যজ্যাপি কোমলমুদ্রয়া স্পষ্টমপ্যাহুঃ। হন্ত খেদে, অরং শীঘ্রম্, ইমমনয়মনীতিম্, কথং ত্বমনয়ো গৃহীত-বানসি, নীঞো লঙ্‌ মধ্যমপুরুষৈকবচনম্। অনয়ং কীদৃশম্? অতিমহীয়াংসমতিবৃহত্তরম্। মহীয়াং মহ্যৈ পৃথিব্যৈ হিতাং

সম্ভ্রমসূচক বিনয়ানুনয়-প্রশ্রয়প্রসাদনের দ্বারা শ্রেষ্ঠ স্নিগ্ধ লজ্জা প্রেরণ করতে করতে, ঈষৎ হাসিতে বিকসিত, ও জলের নৈকট্যহেতু তথায় প্রতিবিম্বিত দন্তকিরণের মধুরিমা লহরি সৃজন করতে করতে।

৬৯। 'ওহে মহাশয় তোমাকে চিনেছি হে চিনেছি। তুমি-না মহামহিম ব্রজরাজ নন্দের নীতি-প্রচারক পুত্র—সর্বোৎকর্ষপ্রাপ্ত গুণরত্নের সাগর, সংবদ্ধ করুণাতরঙ্গ, অঙ্গশোভাভরে পৃথিবীর মঙ্গল বিস্তারকারী, আনন্দময় দেহের দ্বারা সকললোক-লোচনের রুচিকর দীপ্তিতে ব্রজানন্দ, সরল, সর্বাতিশায়ী কীর্তিতে সমান, শস্ত্র-শাস্ত্রাদিতে পণ্ডিত, অজ্ঞান হারী। হায় হায়, এ অন্যায়—কি করে তুমি পট্ করে এরূপ একটি অতি কদর্য অন্যায় কার্য করে ফেললে। পৃথিবীর হিতকারক অতি পূজনীয় তুমি দুর্নীতি দূরই তো করে থাকো, তোমাদ্বারা হায় হায় এই নিন্দনীয় কার্য কিসের জন্য আচরিত হল। (বলি, এতে নিন্দার কি আছে? এর উত্তরেই যেন বলা হচ্ছে।) ব্রতোদ্‌যাপনে আসক্ত আমরা তো অনুকম্পারই পাত্র। হায় হায়, তোমার এ রীতি তো কুলকুমারী-মারণদেবতার মতোই হচ্ছে, কেন-কি তোমাদ্বারা আমাদের এই ব্রতযোগ্য সুন্দর বস্ত্রগুলি হৃত হল—হায় হায়, তোমার এ-কি রসিকতা। এ তোমার কোন মঙ্গল আনবে না, পরন্তু অপযশই ডেকে আনবে। হে

বরাণি সন্তু তে বিশদানি যাশাংসি ॥'

৭০। অথ স পুনরাহ তাঃ পুনরাহতাঃ ব্রীড়ভারেণ কুর্বন্—'অয়ি নালীকমুখ্যো নালীকমুখ্যোক্তিরহম্, কদাচন বচনবতাময়মযথার্থ এব ব্যবহারো হারোপেণ যদযাথাতথ্যা তথ্যায়তে ভণিতিঃ, মম তু বচনামৃতমৃতমেবেতি সুপ্রসিদ্ধমেবৈতৎ, পরিহাসেনাপি হিতং নাপিহিতং করোমি সত্যম্, বিশেষতস্তু ব্রতবতীভির্ভবতীভির্ভবতি ন ভব্যঃ পরিহাসঃ, সহসা সহ সাধুবাদেন যদুক্তমিহাগত্য নীয়ন্তাং বরাণ্যম্বরাণ্যঞ্জসেতি তন্ন কদাপি মিথ্যা ভবিতুমর্হতি ॥'

৭১। পুনর্নিজগদুস্তাঃ,—'তুস্তাপহর হন্ত হন্তরধর্মস্য ধর্মস্য কিমহো পন্থানং নারোহসি, হসিতেনাপি সন্তো নৈবং নিগদন্তি, দন্তিবরগামিন্! ভবন্তি হি ভবন্তঃ কিল সহজদয়ালবো দয়ালবোঽপি কিমস্মাসু নাস্তি পরদুঃখমননুভবতাং ভবতাম্ ॥

দুর্নীতিহানিং ভবান্ সম্পাদয়তি, 'তস্মৈ হিতম্' ইতি ছঃ। হা পীড়ায়াম্, নিন্দ্যং চরিতমিদং কিমহো কিমর্থমাচরিতম্? ননু কিমত্র নিন্দনং সম্ভাবিতম্? তদাহুঃ—কুলকুমারিকা ইত্যনুকম্পায়াং কঃ; মহোন্নতা ব্রতোদ্যাপনোৎসবাসক্তাঃ, অতএব অনুকম্প্যাঃ, কুলকুমারীর্মারয়তীতি সা দেবতেব ইয়ং তে তব রীতিস্তেবতে দীব্যতি, 'তেবৃ দেবনে'। বতেতি খেদে। চীনানি বস্ত্রাণি, 'হা' ইতি শোকে। তে তবেয়ং রসিকতা অয়ং শুভাবহবিধিং ন জনয়িষ্যতে। শ্লাঘ্যতাং শ্লাঘ্যত্বং ব্রজ প্রাপ্নুহি ॥

৭০। তাঃ প্রতি স শ্রীকৃষ্ণ আহ, ব্রীড়ভারেণ লজ্জাতিশয়েনাহতাঃ প্রাপ্তাঘাতাস্তাঃ; কুর্বন্ কর্তুমিত্যর্থঃ। নালীকমুখ্যঃ! হে কমলমুখ্যঃ! অলীকমুখ্যা মিথ্যাপ্রধানা উক্তির্যস্য তথাভূতো নাহম্, বচনবতাং জনানাং কদাচিৎ কচিদযথার্থো মিথ্যাভূত এব ব্যবহারো ভবতি। কুতঃ? যতোঽযাথাতথ্যা মিথ্যাভূতৈব ভণিতিঃ, হ স্ফুটম্, আরোপেণ সত্যত্বারোপণৈব কদাচন তথ্যায়তে, তে মিথ্যাভূতমপি স্ববচনং সত্যমিব প্রত্যায়য়ন্তীত্যর্থঃ। অপিহিতমাচ্ছাদিতং ন করোমি ॥

ব্রজশ্লাঘ্য! প্রশংসার পথেই চল, আমাদের বস্ত্রগুলি ফিরিয়ে দেও, তোমার শ্রেষ্ঠ নির্মল যশোরাশি উজ্জ্বল হয়ে উঠুক।

৭০। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বললেন তাদিকে পুনরায় অধিকতর লজ্জাভরে পীড়িত করতে করতে—"অয়ি কমলমুখিগণ, মিথ্যাপ্রধান-বাক্যবাগিশ আমি নই, বাক্যবাগিশ লোকের কদাচিৎ কোনও মিথ্যা ব্যবহার তো হয়েই থাকে, যেহেতু তারা মিথ্যা কথাই বলে থাকে, বার বার সত্যতা আরোপ করে মিথ্যা কথাকেই সত্য বলে প্রতীতি জন্মায়। কিন্তু আমার বচনামৃত নিত্য সত্য, এ তো সুপ্রসিদ্ধই আছে। আমি তো পরিহাসেও মঙ্গলময় সত্যকে গোপন করি না, বিশেষতঃ ব্রতবতী তোমাদের সঙ্গে পরিহাস তো ভদ্রোচিতই নয়। হাঁ আমি ঐ ভালয় ভালয় যা বলেছি 'এখানে এসে তোমাদের সুন্দর বস্ত্রগুলি অনায়াসে নিয়ে যাও'—তা কখনও মিথ্যা হবে না।"

৭১। পুনরায় তাঁরা বললেন—'হায় হায় হে তীব্রতাপহারী, হে অধর্মনাশী! অহো কেন তুমি ধর্মের পথ ধরছো না, পরিহাসেও সজ্জন এরূপ কথা বলে না। হে গজেন্দ্রগামিন্! তুমি

৭২। যদস্মাকমতিহিমমহিমময়ূখতনয়াম্ভোঽবগাহমানানাং পৃথুবেপথুমতীনাং মতীনাং কৈবল্যং কল্যং ভবতীতি ন বিদাঙ্কুর্বন্তি ভবন্তঃ ॥

৭৩। তদহো বরমিহ মিহিরদুহিতরি হিতরিচ্যমানাঃ সুমহিমহিমপয়সি ম্রিয়ামহেঽয়ামহে ন বিবস্ত্রা বস্ত্রাসকারিণামন্তিকময়ং হি কুলজাকুলজাতিস্বভাবো ভাবোঽয়ং তে খলু দৃষ্টঃ ॥

৭৪। তদ্বিরম চিরমচিক্কণক্কণন ! প্রণমামো মা মোহয় বচসা চ সাধুপরিহাসবিশারদ ! শারদশশি-বাঞ্ছিতাস্য-দাস্য ! দাস্য এব তে বয়মিমা মিমান ইব নো মনো যদা যদাজ্ঞাপয়সি, তদেব তে করবামহৈ মহৈশ্বর্য্যমিদং হীয়তাং হীয়তাং ধর্মশরণিঃ। রসপরিহাসামৃতস্য মা প্রহীয়তাং প্রহীয়তাং নোঽরুচীর

৭১। হে অধর্মস্য হন্তঃ॥

৭২। অহিমময়ূখঃ সূর্যস্তত্তনয়া যমুনা তস্যা অম্ভো জলমতিহিমম্, বৈকল্যং ব্যাকুলত্বম্, কল্যং সমর্থং ন বিদাঙ্কুর্বন্ত, ন জানন্তি, ন বিচারয়ন্তীত্যর্থঃ ॥

৭৩। হিতেন রিচ্যমানা বিযুজ্যমানাঃ; 'রিচ সম্পর্কবিয়োগয়োঃ', ন অয়ামহে ন গচ্ছামঃ, 'অয় গতৌ'। তে তব ভাবোঽভিপ্রায়ঃ ॥

৭৪। অচিক্কণকণন ! হে রুক্ষবাদিন্ ! বচসা চ বাক্যেনাপি মা মোহয়, কিং পুনঃ কর্মণা। শারদশশিনাপি বাঞ্ছিত-মাস্যস্য মুখস্য দাস্যং যস্য হে তথাভূতেতি তাদৃশমুখাদমৃতরূপং প্রিয়মেব বাক্যং নিঃসর্তুমর্হতীতি ভাবঃ। নোঽস্মাকং মনো মিমান ইব পরিমাতুং পরীক্ষিতুমেবেত্যর্থঃ। হেতৌ শানচ্। ইদং বস্ত্রদানরূপং মহৈশ্বর্যং হীয়তাং ত্যজ্যতাম্, 'ওহাক্ ত্যাগে'; হি নিশ্চিতম্, ঈয়তামনুবিধীয়তাম্, ধর্মস্য শরণির্মার্গঃ। 'ইঙ্ গতৌ'। মা প্রহীয়তাং মা কৃপায়তাম্; "পুংস্যে-বান্ধুঃ প্রহিঃ কূপঃ" ইত্যমরঃ। চীরনিচয়ঃ প্রহীয়তাং প্রেষ্যতাম্, হে অরুচির ! অস্মাকমরুচিমরোচকমেব ঈরয়সি আচরসি, তৎ কিমর্থমেবেতি ভাবঃ। শিশুভিরেব দ্বারভূতৈঃ, ন তু স্বয়মেবাগত্যেত্যর্থঃ। কুতঃ ? রেবণানর্হৈঃ, রেবণং শঙ্কা 'রেবৃ

যে স্বভাবদয়াল—এ কথা তো প্রসিদ্ধই আছে, কেন দয়ার লেশও আমাদের প্রতি হচ্ছে না, কেনই বা আমাদের দুঃখ তুমি অনুভব করতে পারছ না।

৭২। যেহেতু অতি শীতল যমুনাজলে অবগাহমানা, বিপুল কম্পমতী আমাদের বুদ্ধি-ব্যাকুলতা কিসে নিরাময় হয় সে কথা তুমি বিচার করছ না।

৭৩। তাই অহো, বরং দুর্ভাগ্যবতী আমরা যমুনার বরফগোলা জলে ডুবে মরে যাব হে, তবুও বিবস্ত্রা আমাদের ত্রাসকারী তোমার নিকট যাব না—কুলকন্যাদের এই-তো কুলজাত স্বভাব। তোমার কথার অভিপ্রায় আমরা বুঝে নিয়েছি ॥

৭৪। অতএব হে কর্কশভাষি ! একদম চুপ করে যাও। তোমার পায় প্রণাম, হে সাধু-পরিহাস বিশারদ ! বাক্যেও মোহিত কর না। কাজের দ্বারা, সে আর বলবার কি আছে। শারদশশী যাঁর মুখচন্দ্রের দাস্য বাঞ্ছা করে সেই তুমি হে সুন্দর ! তোমার দাসী এই আমরা—আমাদের মন পরীক্ষার্থে যা-যা আজ্ঞা করবে তাই পালন করব। বস্ত্রদানরূপ এই মহান্ ঐশ্বর্য ত্যাগ কর, ধর্ম পথের

চীর নিচয়ঃ শিশুভিরেব রেবণানর্হৈঃ ॥’

৭৫। ইতি সামভিরাসামভিরামোক্তৌ বিরতায়ামন্যাশ্চতুরম্মন্যাশ্চ তুরঙ্গবদনা বিকস্বর-স্বরপরিবাদি-পরিবাদিনী কলকণ্ঠস্বরাঃ স্বরাগপ্রাকট্যেন সপ্রাগল্ভ্যমূচিরেঽচিরেণ,—‘অহো কষ্টং কষ্টঙ্কয়তু ধর্মপথম্, গোকুলনগরী গরীয়সাঽন্যায়েনৈবং না কদাপি নাকদাপিহিতা, অন্যায়ে সতি তদপসারার্থং সারার্থং যস্মৈ নিবেদিষ্যতে, স এবান্যায়কারী, কা রীতিরভূদস্মিন্ ব্রজনগরে ব্রজনগরেন্দ্রনন্দন বসনানি চেন্ন দদাসি দাসিকায়মানাভ্যো নস্তদা ব্রজরাজায় জায়মানয়ানয়াসূয়য়া নিবেদনীয়ম্ ॥

৭৬। পুনরসকৌ রসকৌতুকী স্মিতব্যাজহারো ব্যাজহারোচিতং কিমপি —‘এতদয়ি দয়িতমুদিত-মুদিতমুদিতরথাকর্ত্তুং নার্হথ। যদি ভবত মম দাস্যো মদাস্যোদিতং বা করিষ্যথ, তদুচিতমুপচিতমুপধিরহিতং হিতং খল্বিদং মম বচনং কথং ন পাল্যতে ? ন হীশ্বরস্য রস্যমরস্যং বা বচঃ খণ্ডয়ন্তি দাস্যোঽদাস্যো বা কঃ

শঙ্কায়াম্’ তদনর্হৈঃ, শিশুত্বাদেষু লজ্জানুৎপত্ত্যা বিশ্বস্তা ভবেম, ত্বয়ি তু নৈব তথেতি ভাবঃ ॥

৭৫। ইতি সামভিঃ প্রীতিলক্ষণৈরুপায়ৈরভিরামায়াং রম্যায়ামুক্তৌ বাচি বিরতায়াং সত্যাম্, অন্যাভয়প্রদর্শনরূপং ভেদলক্ষণমুপায়মালম্বমানা উচিরে। চতুরঙ্গবদনাশ্চতুরঙ্গসেনাবন্নিঃশঙ্কমুখ্যঃ, শ্লেষেণ তুরঙ্গবদনাঃ, মূর্ত্তাঃ কিন্নর্য এবেত্যর্থঃ। বিকস্বরং স্বরং পরিবদিতুং শীলমস্যাঃ সা পরিবাদিনী বীণা তস্যাঃ কল ইব কণ্ঠস্বরো যাসাং তাঃ। টঙ্কয়তু নির্বধ্নাতু নিশ্চিনোতু বা। গোকুলনগরী এবং গরীয়সাঽন্যায়েন কদাপি নাপিহিতা নাচ্ছাদিতা; “অভাবে নহ্যনো নাপি” ইত্যমরঃ। কীদৃশী ? নাকং স্বর্গং দ্যতি তিরস্করোতি, ততোঽপি সুন্দরীতি ভাবঃ। যদ্বা, ন অকং দুঃখং দদাতীতি সা। জায়মানয়া ভবানয়চেষ্টিতেন হেতুনাধুনৈবোৎপদ্যমানয়া ॥

৭৬। অসকৌ কৃষ্ণস্তাভিরজ্ঞাতাভিপ্রায়কত্বাৎ, ‘অজ্ঞাতার্থে অকচ্’; স্মিতমেব বক্ষসি দ্যোতমানং সদ্ব্যাজেন

অনুসরণ কর। রসপরিহাসামৃত সাগরকে সামান্য কূপ বানিয়ে তুলো না। হে তরুচির ! শঙ্কার অযোগ্য ঐ শিশুদের দিয়ে আমাদের বস্ত্রগুলি পাঠিয়ে দেও।

৭৫। এইরূপে এদের রমণীয় সামনীতিবাক্য বিরাম লাভ করলে অন্য এক চতুরম্মন্যা - চতুরঙ্গ-সেনাবৎ নিঃশঙ্কমুখী - বীণাবিনিন্দিত স্পষ্ট কলকণ্ঠস্বরা কন্যা নিজ অনুরাগ প্রকাশ করে তেজস্বিতার সহিত টক্ করে বলতে আরম্ভ করলেন—‘অহো কষ্ট, ধর্মপথ কে বাঁধবে, স্বর্গ হতেও মহিয়ান্ এ গোকুলনগরী এহেন জঘন্য অন্যায়ের দ্বারা পূর্বে কখনই দূষিত হয়নি, অন্যায় হলে তা অপসারণার্থে শুর সারার্থ যার নিকট নিবেদন করব সেই হ’ল অন্যায়কারী, এই ব্রজনগরে এ-কি অদ্ভুত রীতি। হে ব্রজনগরেন্দ্রনন্দন ! নিজেদের দাসী বলে মাননকারী এই আমাদের বস্ত্র যদি না দেও তবে ইদানীং জায়মান এই অসূয়াবশে ব্রজরাজের নিকট নালিশ করব।

৭৬। পুনরায় মৃদুহাসিতে উদ্ভাসিত, হারে শোভিত বক্ষ, রসকৌতুকী কৃষ্ণ কোনও উচিত বাক্য বললেন,—অয়ি, প্রীতিমাখান এই প্রিয় বাক্য প্রত্যাখ্যান করা তোমাদের পক্ষে উচিত হবে না। যদি তোমরা আমার দাসীই হও তবেও করা উচিত, আর আমার মুখের কথা বলেও করা উচিত।

পদার্থস্তাসামীশ্বরায় ? তেনোভয়থৈবাগত্য নীয়তাং বসনকুলম্, ন কুলং কলঙ্কনীয়ম্, নো চেদহং ন দদানি, কুপিতেন কিং রাজ্ঞা বাঽজ্ঞা বাধিষ্যতে ॥'

৭৭। ইতি সনির্বন্ধং কৃষ্ণস্য তদানীন্তন-ব্যাহারং নব্যা হারং হারং শ্রবণপুটকেন কেনচিচ্চিরচিতেন প্রণয়েন নয়সনাভিনাভিলষণীয়-দুর্লভজন-ভজন-ভাজনসভাজনসরসেন 'নাতঃ পরং হেলনীয়ং দুর্লভজনোদিতং নো দিতং চ ভবতি' ইতি বিচারয়তা রয়তারল্যবতা বতান্তরেণ কুপিতামপি তামনুরক্তসখীমিব হ্রিয়ং চানপেক্ষ্য পরস্পরং পরং নির্বিবাদ-সম্বাদ-সম্বদ্ধ-হৃদয়া যুগপদেব তা দেবতা ইব যমুনাজলাধিষ্ঠাত্র্যঃ কূলমনুকূলমনু সমুত্থাতুমুপচক্রমিরে ॥

হারো যস্য সঃ; ব্যাজহার উবাচ। অয়ীতি সম্বোধনে, এতদ্দয়িতং প্রিয়ম্, উদিতং বাক্যম্। কীদৃশম্ ? উদিতমুৎ উদিতা মুৎ প্রীতির্যতস্তৎ। ইতরথা কর্তুং প্রত্যাখ্যাতুম্। মদাস্যোদিতং মন্মুখবাক্যম্, অদাস্যোঽদেয়ঃ; 'দাস্ দানে'। উভয়থা স্বমুখস্বীকৃতেন মদ্দাস্যেন মদ্বাক্য-পরিপালনেন বা হেতুনেত্যর্থঃ। তেন রাজ্ঞা মৎপিত্রা ময়ি পরমবৎসলেন কিং বা বাধিষ্যতে ? ন বাধিষ্যত এবেতি। হে অজ্ঞাঃ! এতদপি ন জানীথেতি ভাবঃ ॥

৭৭। নব্যা নবীনা গোপকুমার্যঃ, হারং হারং হৃত্বা হৃত্বা গৃহীত্বা গৃহীত্বেত্যর্থঃ। নয়-সনাভিনা সমুচিতনীতিসোদরেণ চিরচিতেন বহুদিনসঞ্চিতেনাভিলষণীয়ং বাঞ্ছনীয়ং যদ্দুর্লভজনস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ভজনং তদ্ভাজয়তীতি তচ্চ তৎ সভাজনেন শ্লাঘয়া সরসং চেতি। তেন তথাভূতেন প্রণয়েণ হেতুনা দুর্লভজনস্যোদিতং বাক্যম্, অতঃপরং ন হেলনীয়ং নো নাপি দিতং খণ্ডিতং চ ভবতি; দাস্যো ভবেম, তবোদিতঞ্চ করবামেতি স্বয়মেবোক্তবতীনামস্মাকমধুনা যোগ্যপ্রত্যুত্তরাভাবাদপীতি ভাবঃ। ইতি বিচারয়তা অন্তরেণ মনসা অনুকূলং কূলং তটম্ অনু লক্ষীকৃত্য সমুত্থাতুমারেভিরে। অন্তরেণ কীদৃশেন ? রয়ঃ প্রেমবেগস্তেনৈব তারল্যং চাপল্যং তদ্বতা, চিরং ধৈর্যং কর্তুমশক্নুবতেত্যর্থঃ। বতেতি বিস্ময়ে, লজ্জাতোঽপি প্রেমবেগস্য প্রাবল্যদ্যোতনায়। অনুরক্তসখীমিবেতি উপেক্ষিতায়াস্তিরস্কৃতায়া অপি তস্যাঃ স্বত্যাগাসম্ভবাৎ ॥

তোমাদের যোগ্য, সারগর্ভ, নিষ্কপট, এবং তোমাদের মঙ্গলদায়ক আমার এ-কথা কেনই বা পালন করছ না ? স্বামীর বাক্য প্রিয় অপ্রিয় যেমনই হোক দাসী কখনও খণ্ডন করে না, দেয় অদেয় এমন কি পদার্থ থাকতে পারে যা স্বামীকে দেওয়া যায় না ? কাজেই উভয় প্রকারেই স্থির হ'ল যে বস্ত্রগুলি এখানে এসে তোমাদের নিয়ে যাওয়াই উচিত, কুল কলঙ্কিত কর না, এ না করলে আমি দিব না। হে অজ্ঞা ! কুপিত হলেই বা রাজাদ্বারা আমার কি বিঘ্ন ঘটতে পারে।

৭৭। এই প্রকার কৃষ্ণের তদানীন্তন সনির্বন্ধ, সাক্ষাৎ সমুচিত নীতিস্বরূপ, বাঞ্ছনীয় দুর্লভজনের সেবাদায়ী, সেই প্রিয়জনের শ্লাঘায় সরস বাক্য নবীনা গোপকুমারীগণ শ্রবণপুটে বার বার পান করে মনে মনে বিচার করলেন 'বহুদিন সঞ্চিত প্রণয় হেতু উদিত দুর্লভজনের বাক্য অতঃপর আর না-অবহেলা না-খণ্ডিত করা উচিত'। এরূপ বিচার করে প্রেমবেগে চঞ্চলা কন্যাগণ—হায় হায় সেই লজ্জাদেবী অন্তরে কুপিতা হলেও তাকে অনুরক্তা সখীর মতো অপেক্ষা না করে পরস্পর অতি স্বচ্ছন্দে কথাবার্তায় সম্মিলিত-হৃদয়া হয়ে যমুনাজলাধিষ্ঠাত্রী দেবীর মতো যুগপৎ অনুকূল কূলের দিকে লক্ষ্য রেখে উঠে আসতে আরম্ভ করলেন।

৭৮। যথা— স্কন্ধদ্বন্দ্বাদুরসি লুলিতৈরায়তৈঃ কেশপাশৈ-
রারুস্তম্ভাবধিনিপতিতৈশ্ছাদয়ন্তী পুরোঽঙ্গম্।
বালামালা মিহিরদুহিতুঃ প্রোত্তরারানুকূলং
গাঢ়াশ্লিষ্টা তিমিরনিকরৈশ্চন্দ্রিকামণ্ডলীব॥

৭৯। কিঞ্চ, স্বীয়া শ্রীর্নয়নেষু যৌতুকতয়া নীলোৎপলৈরর্পিতা
হংসীভির্ব্যধিতোপঢৌকনমিব প্রস্থানলীলায়িতম্।
সৌন্দর্য্যং চ সুসৌরভং চ কমলৈস্তাসাং মুখেষ্বাহিতং
কালিন্দীপয়সঃ প্রয়াণসময়ে পূজেব সর্বৈঃ কৃতা॥

৮০। কিঞ্চ, হ্রিয়া শীতেনাপি ব্যরচি চিরমান্দ্যং চরণয়ো-
র্মুদা বাতেনাপি ব্যতনি তুহিনাঢ্যেন পুলকঃ।
হ্রিয়ৌৎকণ্ঠ্যেনাপি প্রসভমবিশেষং বলবতা
সমাতেনেঽন্যোন্যং স্ফুটমগতিগত্যোরিব রণঃ॥

৭৮। লুলিতৈর্মুতুলিতৈঃ, আয়তৈর্দীর্ঘৈঃ; উরু এব স্তম্ভৌ স্থূণে তাবভিব্যাপ্য, জানুপর্যন্তমিত্যর্থঃ। পুরোঽঙ্গমগ্রগাত্রম্। বালানাং মালা শ্রেণী॥

৭৯। সৌন্দর্যঞ্চ সুসৌরভাঞ্চেত্যত্র পূর্ববৎ, যৌতুকোপঢৌকনাদ্যাৎপ্রেক্ষণবিশেষানুক্ত্যা ভগ্নপ্রক্রমাখ্যো দোষো নাশঙ্কনীয়ঃ। পূর্বৈরুভয়ৈরেকৈকবস্তুপ্রদানাত্তথোক্তিঃ। কমলৈস্তু সৌন্দর্যস্য সৌরভ্যস্য চকারাভ্যাং মৃদুত্ব-প্রফুল্লত্বয়োশ্চ প্রদানাৎ সর্বস্বার্পণমেব কৃতম্, সর্বস্বার্পণস্য তু যৌতুকদানত্বাব্যবহারাত্তথানুক্তিরিতি ব্যাখ্যানাৎ॥

৮০। তুহিনাঢ্যেন হিমকণযুক্তেন বাতেন হ্রিয়া লজ্জয়ৌৎকণ্ঠ্যেন চ যথাক্রমগতিগত্যোর্নিমিত্তয়োরন্যোন্যং রণঃ সম্যগাতেনে ব্যস্তারি। অবিশেষং বলবতেতি দ্বয়োর্বিশেষণম্, তচ্চ প্রথমমেবায়ত্যামৌৎকণ্ঠ্যস্যৈবাধিকবলত্বং গত্যা

৭৮। যথা—

দুই স্কন্ধদেশ থেকে বক্ষোপরি আলুলায়িত আজানুলম্বিত দীর্ঘ কেশপাশের দ্বারা দেহের সম্মুখভাগ আচ্ছাদিতা ঐ গোপকুমারীশ্রেণী যমুনার অনুকূল কূলের উপর উঠে এলেন—দেখে মনে হতে লাগলো যেন তিমিরনিকরে গাঢ় আলিঙ্গিতা চন্দ্রিকামণ্ডলী।

৭৯। আরও, নীলোৎপল যৌতুকরূপে অর্পণ করল নয়নে নিজ শোভা, হংসী উপঢৌকনরূপে দিল লীলায়িত চলনভঙ্গী, আর কমল অর্পণ করল মুখে সৌন্দর্য-সুসৌরভ ঐ কন্যাদের—কালিন্দীজল থেকে প্রয়াণসময়ে সকলেই পূজা করল।

৮০। আরও, লজ্জা আর শীত দুই চরণে এনে দিল বহুত জাড্য, আনন্দ আর হিমকণযুক্ত বাতাস সঞ্চার করল পুলক, উৎকণ্ঠা আর লজ্জা সমান রূপে বলবতী হয়ে স্পষ্টরূপে চলার ও না-চলার নিমিত্ত পরস্পর হঠপূর্বক যুদ্ধ আরম্ভ করে দিল।

৮১। কিঞ্চ, কিঞ্চিদ্দূরমুপেত্য হন্ত সহসা ব্রীড়াসখীতর্জনা-
দন্যোন্যং সরসোপহাস-পিশুনস্তাসাং বচোবিগ্রহঃ।
ত্বং যাহি প্রথমং প্রযাতু ভবতী যাহি ত্বমেকাকিনী
গচ্ছ ত্বং ব্রজ তন্বি যাতু ভবতীত্যেকান্তকান্তোঽভবৎ ॥

৮২। কিঞ্চ, সৌভাগ্যেন পরস্পরং বলবতা তুল্যেন তুল্যং তদা-
কৃষ্টানাং নহি তত্র কাচন যযৌ নো কাপি তস্থৌ পথি।
সর্বা এব নতাননা দ্রুতহৃদো মন্দাক্ষমন্দোৎসবাঃ
কিঞ্চিন্নুন্নচদুদঞ্চদঞ্চলদৃশঃ কৃচ্ছ্রেণ তত্রাযযুঃ ॥

৮৩। এবং সমীপমুপসন্নানাং সন্নানাং হ্রীভরেণ কাসাঞ্চিৎ পুরোগাণামঙ্গৈরন্তরিতাঙ্গীর্নতাঙ্গীর্নয়ন-কোণেনালক্ষ্য সবৈলক্ষ্য-সবৈদগ্ধ্যং স রসিকশেখরঃ খরতরমনোরাগপরভাগপরভাজনং জনং জনং প্রতি প্রতিজগাদ—'কথময়ি ময়ি কৃতসাধ্বসাঃ সাধ্বসারস্যেন পুরঃ পশ্চাদ্ভাবেনানবস্থিতাবস্থিতাঃ কথং

লক্ষিতমিতি জ্ঞেয়ম্ ॥

৮১। কিঞ্চিদ্দূরং নাভিদঘ্নজলপ্রদেশম্ ॥

৮২। পরস্পরং তুল্যেন সমানেন বলবতা সৌভাগ্যেন তুল্যমনুরূপমেব যথা স্যাত্তথা তেন কৃষ্ণেনাকৃষ্টানাং তাসাং মধ্যে কাচন কাপি ন যযৌ ন তস্থৌ চ। কিঞ্চ, সর্বা এবেত্যাদি। দ্রুতহৃদঃ প্রেমবিক্লিন্নমনসঃ ॥

৮৩। হ্রিয়ো লজ্জায়া ভরেণ ভারেণ সন্নানাং বিষণ্ণানাং পুরোগানামগ্র-গামিনীনাং কাসাঞ্চিদঙ্গৈরেবান্তরিতাঙ্গী-রাচ্ছাদিতগাত্রীঃ সবৈলক্ষ্যং সবিস্ময়ং সবৈদগ্ধ্যঞ্চ যথা স্যাত্তথা, যমকানুরোধাৎ দ্বন্দ্বৈক্যম্। খরতরস্যাতিতীক্ষ্ণস্য মমসোঽনু-রাগস্য পরভাগঃ সৌন্দর্যং তস্য পরভাজনং শ্রেষ্ঠং পাত্রম্; অনবস্থিতমব্যবস্থিতমস্থিতং স্থিতির্যাসাং তাঃ; উন্নতরূপ-

---

৮১। আরও, নাভি-জলে উঠে এলে হায় হায় সহসা লজ্জাসখীর তর্জনে দাঁড়িয়ে পড়ে তাঁরা পরস্পর সরস উপহাসসূচক কথাবার্তা আরম্ভ করলেন—'আরে সখি, তুমি আগে যাও, আরে না তুমিই আগে যাও-না—তুমি একাকিনী চলে যাও, তুমি যাচ্ছনা কেন—হে কৃশোদরী, তুমি যাও, না সখি তুমি যাও—নির্জনতার দরুণ এই বাক্‌যুদ্ধ অতি রমণীয়তা ধারণ করছিল।

৮২। আরও, পরস্পর সমান বলবান সৌভাগ্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা অনুরূপ ভাবে আকর্ষিতা কন্যাগণের মধ্যে কেউ না-কোনও পথে গেলেন না-দাঁড়ালেন। আরও, সকলেই প্রেম-বিগলিত চিত্ত হয়ে, লজ্জায় আনন্দোচ্ছাস সংযত করত চঞ্চল নেত্রকোণে কখনও নীচের দিকে কখনও উপরের দিকে তাকাতে তাকাতে অতি কষ্টে তথায় গিয়ে উপস্থিত হলেন।

৮৩। এইরূপে নিকটে আগতা লজ্জাভরে বিষণ্ণা, কোনও কোনও পুরোগামিদের অঙ্গের আড়ালে লুক্কায়িতা নতাঙ্গী কুমারীদিকে বিস্ময় ও চাতুর্যপূর্বক তেরছা চোখে দেখে সেই রসিকশেখর সেই খরতর চিত্তানুরাগ-পরাকাষ্ঠার শ্রেষ্ঠ পাত্রদের প্রত্যেক জনের প্রতি বলতে লাগলেন—'অয়ি,

বাত্মানং গোপায়িতুমর্হিষ্যথ। উন্নতরূপ-তরূপরি পরিতস্থুষা ময়া সময়া সকলাঃ কলাবত্যো ভদ্রেণৈব বীক্ষ্যন্তে, তৎ কিমনয়ানয়ানুবন্ধপরয়া প্রতারণয়া? তদধুনা সাধুনাঽসাধ্বসেন শ্রেণীভূয় ভূয়সীং শ্রিয়ং দধত্যোঽবস্থাতুমর্হন্তি, তথা কৃতে প্রকৃতে প্রয়োজনে বাসোগ্রহণেঽপি কৌশল্যং কৌ শল্যং তদেব যদন্তরঙ্গজনরঙ্গজনকং ন ভবতীতি মদ্বচসা চ সাম্প্রতং বাসো গৃহ্নীত' ইতি। তদা তদাকর্ণ্য কর্ণ্যমতি-রসায়নং মতিরসায় নন্দদপি পুরোগতানাং সমানভাবেন সমানভাবেন তদা তদাজ্ঞানুরূপমেব যথাযথং শ্রেণীভূয় তস্থুঃ॥

৮৪। তথা স্থিতাসু তাসু সুপ্রীতমনা মনাগ্বিহস্য স্কন্ধে নিহিত-তত্তদম্বরঃ পীতাম্বরঃ পীতাখিলকুমারী-বদন ইব দৃশা দৃশামভিরামঃ পুনরাহ তা হতা মন্দাক্ষেণ,—'অয়ি বিরুদ্ধমেতৎ,

বিস্রস্তকীর্ণচিকুরত্বমিদং হ্যলক্ষ্মী-,লক্ষ্ম ব্রতস্থিতজনস্য তু নিন্দ্যমুচ্চৈঃ।
সামান্যলোকসবিধেঽপি বিমুক্তকেশা, নার্হন্তি গন্তুমনু মান্যজনং পুনঃ কিম্॥

স্যাত্যুচ্চাকৃতেস্তরোরুপরি; শ্লেষেণ, উন্নতং রূপং সৌন্দর্যং তদেব তরুস্তস্যোপরি পরিতস্থুষা স্থিতবতা সর্বসৌন্দর্যগুণস্যাপি চূড়ামণিনেত্যর্থঃ। তেন তাসাং প্রলোভনময়ং স্বয়ংদৌত্যং ব্যঞ্জিতম্। সময়া নিকট এব। অসাধ্বসেন নিঃসঙ্কোচেন তথা কৃতে তথাবস্থানে কৃতে সতি, কুশলস্য ভাবঃ কৌশল্যং চাতুর্যম্। অন্যথা ব্যবহিতগাত্রীণাং পশ্চাদ্বর্তিত্বাদ্বাসসো গ্রহণে পরিধানে চ কৃচ্ছ্রমেবেতি ভাবঃ। কৌ পৃথিব্যাং তদেব শল্যং তদ্বচঃ কর্ণ্যং কর্ণাভ্যাং হিতম্, মতের্বুদ্ধেঃ, রসায় স্বাদার্থং নন্দদপি সমৃদ্ধিমচ্চ, পুরোগতানাং সমানভাবেন চ তুল্যাকারত্বেন মান আদরো ভাবঃ প্রেম তাভ্যাং সহিতেন॥

৮৪। মন্দাক্ষেণ লজ্জয়া হতাস্তাঃ পুনরাহ। মান্যজনমাদরণীয়জনম্, অনু লক্ষীকৃত্য, তস্য নিকট ইত্যর্থঃ॥

আমাকে ভয় করে কেন অত্যন্ত অরসিকের মতো আগে পিছে এলোমেলো ভাবে দাঁড়িয়েছ, কি করেই বা নিজেকে গোপন করতে সমর্থ হবে। অতি উচ্চ বিশালাকার এই বৃক্ষের উপর বসে নিকটবর্তী আমি কলাবতী তোমাদিকে বেশ স্বচ্ছন্দেই দেখতে পাচ্ছি, তাই বলছি নীতিকে উপলক্ষ করে এই প্রতারণার প্রয়োজন কি? অতএব এখন সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচে শ্রেণীভূত হয়ে অপূর্ব শোভা বিস্তার করে দাঁড়িয়ে যাও। সেরূপ করলে প্রকৃত প্রয়োজন বস্ত্রগ্রহণেও সুবিধা হবে। পৃথিবীর পীড়াদায়ক তো তাই যা অন্তরঙ্গজনের রঙ্গজনক হয় না—এইজন্য এবং আমার কথার অনুরোধে সম্প্রতি বস্ত্র গ্রহণ কর। তখন ঐ কর্ণহিতকর অতি রসায়ন বুদ্ধিবৃত্তিকে আস্বাদন-দানে সমৃদ্ধিমান কথা শুনে পুরোগতাদের তুল্য আকারে, এবং আদর ও প্রেমের সহিত যথাযথ শ্রেণীভূতভাবে দাঁড়িয়ে গেলেন।

৮৪। কন্যাগণ এভাবে দাঁড়িয়ে গেলে নয়নাভিরাম পীতাম্বর অত্যন্ত প্রসন্ন মনে একটু হেসে স্কন্ধে বস্ত্রগুলি ঝুলিয়ে নয়নদ্বারে যেন সমস্ত কুমারীদের বদন পান করতে করতে লজ্জায় হতপ্রায় ওঁদের পুনরায় বললেন—'এই আলুলায়িত এলোমেলো চুলে এসে দাঁড়ান অলক্ষ্মীসূচক, ব্রতপরায়ণ জনের

৮৫। হন্ত ভোঃ সুকেশ্যঃ ! কে শ্যন্তি স্বহিতম্, অনিবদ্ধাঃ কেশা নাকেশানামপি লক্ষ্মীঃ ক্ষ্মীলয়ন্তি, তদয়ি বদননিন্দিতরাকেশাঃ কেশান্ বধ্নীত ॥'

৮৬। ইতি সমাশ্রুত্য শ্রুত্যতিরম্যং শমিতাতঙ্কং তং কঞ্জনয়নস্য ব্যাহরং সকলাঃ সকলাকৌশলং শলন্ত্যস্ত্রপাজলনিধৌ নিধৌতভাবাঃ সমাকুঞ্চিতোরুচিতোরুরামণীয়কমধিধরনিরণিত-হংসককলহংসককলহানুরক্তরক্তচরণকমলপার্ষ্ণিযুগলোপরিপরিপাতিত-জানুযুগলমুপবিশ্য চলবলয়ঝঙ্কারকারণকর্ণামোদকরাভ্যাং করাভ্যামদরসমুন্নমিতাভ্যাং মদরসমুন্নমিতাভ্যাং দরবিকসত্নুরসো রসোল্লাসিতমানসাঃ কেশকলাপং কলাপণ্ডিততয়া ববন্ধুঃ ॥

৮৭। বন্ধুরথ তাসাং পুনরপি নিজগাদ নিজগাদপ্রতিপালনতস্তুতোষ চ তোষচপলঃ,—'হন্ত ভোঃ

৮৫। কে জনাঃ স্বস্য হিতং শ্যন্তি নাশয়ন্তি। নাকেশানাং স্বর্গপতীনামপি ক্ষ্মীলয়ন্তি মুদ্রয়ন্তি, রাকেশশ্চন্দ্রঃ ॥

৮৬। সকলাকৌশলমিতি ব্যাহারবিশেষণম্। ত্রপাজলনিধৌ শলন্ত্যো গচ্ছন্ত্যঃ, তত্রৈব নিধৌতভাবা অতিশয়েন ক্ষালিতস্বরূপাঃ, নিমজ্জ্যোত্থিতা ইত্যর্থঃ। সম্যগাকুঞ্চিতাভ্যামূরুভ্যাং চিতমানীতমুরু অধিকং রামণীয়কং যত্র তদ্‌যথা স্যাত্তথা, অধিধরণি ধরণ্যাং রণিতো ধ্বনিযুক্তো হংসকঃ পাদকটক এব কলহংসকস্তস্য কলহে অনুরক্তয়োরনুরাগিণো রক্তয়োররুণয়োশ্চরণকমলয়োঃ পার্ষ্ণিযুগলস্যোপরি পরিপাতিতং সংহতজানুযুগলং যত্র তদ্‌যথা স্যাত্তথা উপবিশ্য; অত্র কেশবন্ধনে লজ্জয়া শ্রেণীভাবমপহায় পুনরপ্যগ্রপশ্চাদ্ভাবস্থিতিমঙ্গীকুর্বাণানাং তাসাং যাঃ শ্রেণ্যগ্রবর্ত্তিন্যঃ কুঞ্চিতনিচীন-সংহতজানু-যুগলোপরি নিহিত-কফোণি যুগলমুপবিবিশুস্তাসামেব পার্ষ্ণিযুগোপরি পৃষ্ঠবর্ত্তিন্যস্তাদৃশজানুযুগলং নিদধুরিতি জ্ঞেয়ম্। অন্যথা স্বস্বপার্ষ্ণিযুগোপরি নিহিতজানুযুগত্বেন সুখাসনত্বয়োপবেশে জঘনপ্রান্তোদ্‌ঘাটনং স্যাৎ। চলানাং বলয়ানাং ঝঙ্কার এব কারণং যস্য তথাভূতম্, কৃষ্ণস্য কর্ণয়োরামোদং কুরুত ইতি তাভ্যাং করাভ্যামদরমনল্পং সমুন্নমিতাভ্যাং মদরসং হর্ষরসমুন্নমার্দ্রমিতাভ্যাং রোমাঞ্চচিহ্নেন প্রাপ্তাভ্যামিত্যর্থঃ ॥

নিকট তো অত্যন্ত নিন্দনীয়ই। সামান্য লোকের নিকটই খোলা চুলে যেতে নেই মান্য জনের নিকট তো দূরের কথা।

৮৫। হায় হায় হে সুকেশীকন্যাগণ ! নিজেদের মঙ্গল কে দূর করে, এলোচুল স্বর্গের লক্ষ্মীকে পর্যন্ত নিষ্প্রভ করে দেয়, তাই হে চন্দ্রবিজয়িনী মধুর বদনা কন্যাগণ ! চুল বেঁধে নেও।

৮৬। কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণের এই অতিশ্রুতিরম্য আতঙ্ক দূরকারী কলাকৌশলযুক্ত কথা শুনে সকল গোপকুমারী লজ্জারূপ জলনিধিতে নিমজ্জিত হয়ে, ভাবে অভিভূত হয়ে, সমাকুঞ্চনে উরুর অধিক রমণীয়তা বিস্তার করে, রণিত পদকটকরূপ কলহংসের কলহে অনুরাগিনী অরুণচরণকমলের পার্ষ্ণিযুগলোপরি দৃঢ়বদ্ধ জানুযুগলকে স্থাপন করে মাটিতে বসে পড়লেন। বসে পড়ে চঞ্চল বলয়-ঝঙ্কারে কৃষ্ণের কর্ণামোদ বিস্তার করে, হাত বেশ খানিকটা উঠিয়ে, হাস্যরসে রোমাঞ্চিত হয়ে, ঈষৎ বিকসিত বক্ষস্থলে শোভিতা কন্যাগণ রসোল্লসিত মনে কলাপাণ্ডিত্যের সহিত কেশকলাপ বন্ধন করলেন।

পুরতো মান্যস্য মান্যস্য সমুপবেশোঽভিশোভিতামুপৈতি, ভবতো যদ্যপি ন সামান্যা মা ন্যায়স্তদপি মদগ্রতো বঃ সমুপবেশনম্। তদুত্তিষ্ঠন্তু তিষ্ঠন্তু চ মচ্ছাসনেঽচ্ছাসনেঽস্মিন্নোপবিশ্যতাম্' ইতি পুনরস্য রম্যতমমুক্তং মুক্তং বদনচন্দ্রমসঃ পীযূষযূষমিব শ্রবণনির্ব্যথনেন নির্ব্যথনেন নিপীয় জাতসাধ্বসাঃ সাধ্বসাধু-বিচারবিরহে-ণৈব সহসা সহসাদরতয়া জানুনি জানু নিধায় পরস্পরাসক্তকরকমলপিহিতোরুমূলমামূলমালম্বমানাবরোহ-রোহদতিরামণীয়কা মণীয়কাননলতা ইব কিঞ্চিদানতাঃ সমুত্তস্থুঃ ॥

৮৮। পুনরুবাচ বাচমতিসরসাং স রসাঞ্চিতমনা মনাগ্বিহস্য,—'হন্ত ভোঃ কুমার্য্যো মার্য্যোপ-সেবনোচিতং চিতং বশ্চরিতম্, ন খলুব্রতপরাঃ পরাস্তদুকূলতয়ানুকূলতয়ানুগম্য জলদুকূলতাং কূলতাণ্ডবিত-দৃশঃ খেলিতুমর্হন্তি। নগ্নতয়া সলিলাবতরণে তরণেদুর্হিতরি সলিলদেবতা বতাতিশয়হেলিতা ভবতি। দেবতাহেলা হে লালসাবিরোধিনী চ, তদিদমাগো মা গোচরীভূতং বঃ। ব্রতফলফলনায় যদি বো দুর্লভায়

৮৭। নিজস্য গাদো বচনং তস্য প্রতিপালনাদ্ধেতোস্তুষ্টস্ততশ্চ তোষচপল আনন্দেনাস্থিরোঽভূৎ। মান্যস্যাদরণীয়স্য পুরতোঽন্যস্য অমান্যস্য জনস্য উপবেশো মা অভিশোভিতামুপৈতি, ন শোভতে। মা ন্যায়োঽন্যায়ঃ। অস্মিন্নচ্ছাসনে নির্মলাসনে; শ্রবণনির্ব্যথনেন কর্ণচ্ছিদ্রেণ; "ছিদ্রং নির্ব্যথনং রোকম্" ইত্যমরঃ; ব্যথনস্যাত্যন্তাভাবো নির্ব্যথনং তেন নিপীয় আমূলং মূলসমীপপর্যন্তম্, আ ঈষল্লম্বমানাভ্যামবরোহাভ্যাং রোহদুৎপদ্যমানমতিরামণীয়কং যসাং তাঃ, মণীয়া মণিময্যঃ কাননলতা ইব ॥

৮৮। মেতি নিষেধে। আর্যাণাং শিষ্টানামুপসেবনোচিতমনুসরণযোগ্যং বো যুষ্মাকং চিতং সমুদিতং চরিতং ন ভবতি। অনুকূলতয়া আনুকূল্যেন জলদুকূলতাং জলং দুকূলং যাসাং তথাভূতত্বম্, অনুগম্য প্রাপ্য। তরণেদুর্হিতরি যমুনায়াম্; হেলা অবজ্ঞা, 'হে, ইতি সম্বোধনে, লালসা কামনা বো যুষ্মাকমাগোঽপরাধো মা গোচরীভূতং ন বিষয়ী-

---

৮৭। এরপর নিজের বাক্য প্রতিপালনে সন্তুষ্ট তাঁদের বন্ধু আনন্দে অস্থির হয়ে বললেন— 'ওহে কুমারীগণ! মান্যজনের সম্মুখে অন্যের উপবেশন করা শোভা পায় না, তোমরা যদিও সামান্যা নও, তথাপি আমার সম্মুখে তোমাদের উপবেশন অন্যায়। অতএব উঠে দাঁড়াও এবং আমার আজ্ঞা-পালনরূপ এই পবিত্র আসনে উপবেশন কর'—শ্রীকৃষ্ণের বদনচন্দ্র ক্ষরিত এইরূপ অতি সরস বাক্য অমৃত নির্যাসের মতো কর্ণপুটে ব্যথার লেশমাত্রহীন অবস্থায় পান করে ভয়ে ভীত হয়ে ভাল-মন্দ বিচার রহিত হয়েই যেন সহসা আদরপূর্বক জানুর উপর জানু স্থাপন করে পরস্পর দৃঢ়বদ্ধ করকমলযুগল উরুমূল আমূল আচ্ছাদন করে ঈষৎ নীচে ঝুলিয়ে দেওয়াতে বিকসিত অতি রমণীয়তায় শোভনা তাঁরা মণিময়ী কাননলতার মতো কিঞ্চিৎ অবনতা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

৮৮। শৃঙ্গারসূচক রসে রসিক মনা শ্রীকৃষ্ণ মুচকি হেসে পুনরায় অতি সরস বাক্যে বললেন— 'অহো কুমারীগণ তোমাদের কৃত এই আচরণ সজ্জনের অনুসরণ যোগ্য নয়। ব্রতপরায়ণ জনের জলবস্ত্রের আনুকূল্য লাভে উলঙ্গ হয়ে কূলের দিকে চোখ নাচিয়ে জলকেলি করা উচিত নয়। নগ্ন হয়ে জলে নামলে জলদেবতা সূর্যকন্যা যমুনা হায় হায় অত্যন্ত অবহেলিত হন। ওহে শোন,

লভায়তা ভবতীচ্ছায়াস্তদা তদাগঃক্ষমাপণায় পণায়ন্তাম্, অস্তি নিরপায় উপায় উত্তমস্তত্র কশ্চিৎ' ইতি নিশম্য শম্যবস্থামাপন্নেন হৃদা সুহৃদা সুখদেন সহ সহসা হরিণনয়না ব্যচীচরন্ ॥

৮৯। 'যদ্‌যজ্জগাদ তদিহাকরবাম বামঃ, কিংবা পরং বদতি তন্নহি হন্ত বিদ্মঃ।
নৈব ক্রিয়েত যদি তদ্‌ব্রতসাধ্যবাধা-,ভীতিং প্রদর্শয়তি হা কিমিহাচরামঃ ॥'

৯০। ইতি ক্ষণমিতরেতরেক্ষণসক্ষণসচকিতং শঙ্কাপঙ্কাপঙ্গুমনসো ন সোঢ়ব্যমন্যৎ সোঢ়ব্যং বা কিমপীতি সন্দিহানা হানাদান-ব্যসনিন্যো বভূবুঃ ॥

৯১। তাসাং তাদৃশাং দৃশাং কাতর্য্যং সমালোক্য সমালোক্যবদনশ্রীমালিন্যান্মনোগ্লানিং চানুমায়াহমায়ামেবাশ্রিত্য স পুনরাহ ॥

ভূতম্। নন্থ তর্হি সম্প্রতি কিং বিধেয়ম্? তত্রাহ—ব্রত-ফলস্য ফলনায় নিষ্পত্তয়ে, 'ফল নিষ্পত্তৌ'। কীদৃশায়? দুর্লভায়, ইচ্ছায়া লভা লাভ আয়তা অধিকা ভবতি; লভেঃ ষিত্বাদাঙঃ; ব্রতফলনিষ্পত্ত্যর্থং যদিচ্ছামধিকং প্রাপ্নুথেত্যর্থঃ। শমিনাং শান্তানামবস্থাং প্রাপ্তেন স্বপ্রৌঢ়িনাশাৎ প্রাপ্তদৈন্যেনেত্যর্থঃ। হৃদা মনসা সহ ব্যচীচরন্ পরামমর্শুঃ। সুখদেন সুহৃদা অনার্জবত্যাগাদনুকূলপ্রিয়সুহৃদ্রূপেণেত্যর্থঃ ॥

৮৯। বামঃ প্রতিকূলচেষ্টিতঃ কৃষ্ণঃ। ব্রতস্য সাধ্যং ফলং তত্র বাধারূপাং ভীতিম্ ॥

৯০। ইতরেতরেক্ষণং স্বপরবিচারসংবেদনার্থং পরস্পরকৃতদৃষ্টিকং সক্ষণং প্রেষ্ঠস্য তাদৃশাগ্রহদৃষ্ট্যা সোৎসবং সচকিতং 'হন্ত কিং ভবিষ্যতি' ইতি সত্রস্তং তচ্চ তচ্চেতি দ্বন্দ্বৈক্যম্। শঙ্কৈব পঙ্কস্তেন আ সম্যক্ পঙ্গু প্রবৃত্ত্যসমর্থং মনো যাসাং তাঃ, হানাদানে তদাজ্ঞায়াস্ত্যাগস্বীকারৌ এব ব্যসনে বিপত্তী তদ্বত্যো বভূবুঃ ॥

৯১। সমমকুটিলমালোক্যং দীপ্তিযোগ্যং তদ্বদনং তস্য শ্রিয়ঃ শোভায়া মালিন্যাদ্ধেতোঃ; "আলোকৌ দর্শনো-

---

দেবতাহেলা লালসা-বিরোধিনী। অজ্ঞতার জন্যই তোমাদের এ-অপরাধ গোচরীভূত হচ্ছে না। এই দুর্লভ ব্রতফল প্রাপ্তির জন্যে তোমাদের তীব্র ইচ্ছা থাকে তা হলে এই অপরাধ ক্ষমাপনের জন্য মূল্য কিছু দেও। এ-বিষয়ে আমার নিকট এক উত্তম উপায় আছে।' এ-কথা শুনে হরিণনয়নাগণ দৈন্যাবস্থা প্রাপ্তিতে নিজ সুহৃদ সুখদ হৃদয়ের সঙ্গে সহসা বিচার করতে লাগলেন।

৮৯। এই প্রতিকূল লোকটি যা যা বলছে আমরা তাই তাই করে যাচ্ছি, এরপর কি বা বলবে হায় তা-তো বুঝছি না। যদি না করি ব্রতফল প্রাপ্তিতে বাধা হবে এরূপ ভয় দেখাচ্ছে, হায় হায় এখন করি কি।

৯০। এইরূপ চিন্তাকুল হয়ে ক্ষণকাল পরস্পর তাকাতাকি করতে লাগলেন, প্রেষ্ঠের তাদৃশ আগ্রহ দেখে উৎফুল্লা ও সচকিতা হয়ে উঠলেন। শঙ্কাপঙ্কে পড়ে তাঁরা বিকলমনা হয়ে পড়লেন। 'অন্য যা কিছু বলবে তা পালন করতে পারব কি পারব না' এরূপ সন্দেহযুক্ত হয়ে তাঁর আজ্ঞার ত্যাগই হবে কি স্বীকার হবে এরূপ বিপত্তিতে জড়িয়ে পড়লেন।

৯১। এইরূপ চিন্তাকুল কন্যাদের দৃষ্টিতে কাতরতা দেখে এবং দীপ্তিযোগ্য বদন-শোভার মলিনতায় মনোগ্লানি অনুমান করে শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় নিষ্কপট ভাবে বললেন—

৯২ । 'আশঙ্কাচকিতচকোরকান্তিচোরৈঃ, পশ্যন্ত্যোঽক্ষিভিরভিতঃ পরস্পরাস্যম্।
কিং বালাঃ কলয়থ কর্কশান্ বিতর্কান্, শ্রূয়ন্তাং কলুষমুষোঽস্মদীয়বাচঃ॥

৯৩ । বিনোদকং বিনোদকং ভবতি কিং পিপাসায়াঃ, সায়াহ্নং চ বিনা ন ভবতি কোঽপি সময়ো নিদাঘবাসরস্য রম্যঃ, তম্মদুপদেশো ভবতীনাং কার্য্যঃ॥

৯৪ । অংহঃ-সঙ্ঘ-ক্ষপণপণনো মহ্যমেব প্রণামঃ
কল্যাণানামপি জনয়িতা শ্রদ্ধয়া কল্প্যমানঃ।
ঊর্দ্ধে মূর্দ্ধ্ন্যমৃজুতরতনূবল্লয়ো হন্ত তস্মা-
দদ্ধা বদ্ধাঞ্জলি বিদধতাং সুভ্রুবোঽস্মৎপ্রণামম্॥'

৯৫ । ততশ্চ, হ্রিয়ং কৃত্বা পশ্চাৎ প্রিয়তমগিরোঽগ্রে বিদধতী
স্বলাবণ্যং কৃত্বা বসনমখিলাঙ্গাবরণকম্।

দ্ধ্যোতৌ" ইত্যমরঃ। অর্হার্থে যৎ। অমায়ামকৈতবম্॥

৯২ । কলুষং ব্রতবৈগুণ্যরূপং পাপং মুষ্ণন্তি নাশয়ন্তীতি তাঃ॥

৯৩ । উদকং জলং বিনাপি পিপাসায়াস্তৃষ্ণায়া বিনোদকং নিরাসকং কিঞ্চিদস্তি কিম্? নাস্ত্যেব। যত্র পিপাসা তত্রোদকে প্রাতিকূল্যমযুক্তমিব ময়ি স্পৃহাবতীনাং ভবতীনাং ব্রতিনীনাং মদ্রোচককৃত্যানাচরণরূপং প্রাতিকূল্যং মযানুচিতমেবেতি ভাবঃ। ননু কুলবালিকানাং লজ্জানির্ম্মূলনেনাত্যন্তবিড়ম্বনমেব সম্প্রতি তে রোচকম্, তৎ কথং কর্ত্তুং শক্যতে? রোচকান্তরমুচ্যতাং যদ্বয়মনুতিষ্ঠেম? তত্রাহ—সায়াহ্নং বিনা নিদাঘবাসরস্য কোঽপি সময়োঽপরাহ্লাদির্ন রম্যঃ, তথা তং বিনা কথমপ্যুষ্মা ন নিবর্ত্ততে, তথৈব ভবতীনাং প্রকটমেব সর্বাঙ্গদর্শনং বিনা মমাগ্রহো ন নিবর্ত্তিষ্যত এবেতি ভাবঃ॥

৯৪ । এবং রহস্যং স্বচিকীর্ষিতমর্থমপদেশেনৈব ব্যঞ্জনয়া বোধয়িত্বা প্রকটমপ্যপরাধরূপং নিয়মালম্ব্য ব্যবতিষ্ঠমান আহ—অংহ ইতি। অংহঃসঙ্ঘানাং পাপসমূহানাং ক্ষপণমেব পণনং পণঃ ফলং যস্য সঃ। কিঞ্চ, শ্রদ্ধয়া কল্প্যমানঃ সন্ কল্যাণানাং বহুতরমঙ্গলস্বাভীষ্টানামপি জনয়িতা উৎপাদকো ভবতি। ততস্তাঃ পঞ্চাঙ্গপ্রণামং বিধিৎসতীরাশঙ্ক্য স্বাভীষ্টাবিরোধিনীং তৎপরিপাটীং স্বয়মভিনয়েন শিক্ষয়ন্নাহ—মূর্দ্ধ্নীং মস্তকানামূর্দ্ধ্বে সীমন্তপ্রদেশে বদ্ধোঽঞ্জলির্যত্র তদ্যথা স্যাত্তথা অস্মৎপ্রণামং বিদধতাং কুর্বন্তু। সুভ্রুব ইত্যস্য বিশেষ্যত্বাৎ প্রথমপুরুষঃ। তত্রাপি কুঞ্চিতাঙ্গত্বং সম্ভাব্যাহ—ঋজুতরতনুবল্ল্য ইতি॥

---

৯২ । 'আশঙ্কায় চকিত - চকোরকান্তিহারী নয়নে এদিক্-ওদিক্ পরস্পরের মুখ দেখতে দেখতে হে কুমারীগণ, কি কর্কশ বিতর্কে কলকল করছ। ব্রতবৈগুণ্যরূপ অপরাধনাশী আমার বাক্য শুনে নেও।

৯৩ । জল বিনা পিপাসার নিবৃত্তি হয় কি? সায়াহ্ন বিনা গ্রীষ্মের কোন সময়ই আরামদায়ক হয় না। অতএব আমার উপদেশই তোমাদের পালনীয়।

৯৪ । আমাতে প্রণাম বিধানের ফলই হল পাপসমূহ-নাশ। আর সেই প্রণাম শ্রদ্ধায় কল্পিত হলে তো অনেক প্রকার মঙ্গল স্বাভীষ্টের জনক হয়ে থাকে। হে সুভ্রূ কন্যাগণ! হায় হায় একেবারে সোজা তনুলতার শিরোপরি বদ্ধাঞ্জলি ধারণ করে সাক্ষাৎভাবে আমাকে প্রণাম কর।'

ঋজূভূয় স্থিত্বা দরমুকুলিতাক্ষী করপুটীং
শিরোঽগ্রে বিভ্রাণা হরিণনয়নাশ্রেণিরনমৎ ॥

৯৬। অথ যথানিদেশং বিহিতাচরণপ্রপঞ্চাঃ পঞ্চালিকা দারবীরিব নাট্যমানা নাট্যমানাশয়ঃ শয়কুশেশয়শয়সকলবসনঃ সনম্রমুখীস্তাঃ প্রতি প্রীতমনা মনাগ্বিহসিতসিতসুধাসুধাবিতাধরঃ প্রত্যেকমেব প্রণয়রসোৎকটাক্ষঃ কটাক্ষকলয়া নিরীক্ষ্য নিজগাদ,—'প্রীতোঽহং বঃ সাধুনাধুনা নির্ব্যলীকেন কেনচিদ্ভাবেন, ভাবেন তদুন্নীয়তাং করকমলং নীয়তাং করকমলং কর্ত্তুমুচিতরাগং বসনকুলং পরিধীয়তামুপরি ধীয়তামুচিতচিতপরিতোষাণাং মনোবৃত্তিঃ॥'

৯৭। ইতি নিগদ্য তথা সমুন্নীতকরকমলাভ্যঃ কমলাভ্যধিকসৌভগাভ্যো নিজকরকমলেন প্রতিজনং তথা সমীচীনানি চীনানি সমর্পয়ামস, যথা যথাস্বমেব তদা তদাপুর্ন খলু বিপর্য্যয়ঃ পর্য্যয়তে স্ম॥

৯৫। দরমুকুলিতাক্ষীতি হন্তাস্মাকমূরুমূলস্থ কীদৃশত্বং বা থল্বনেন দৃষ্টমভূদিত্যালোকনার্থমতিলজ্জয়াপি নেত্রয়োঃ সম্যঙ্মুদ্রণাভাবঃ॥

৯৬। দারবীঃ কাষ্ঠময়ীঃ পঞ্চালিকাঃ পুত্তলিকা ইব নাট্যমানাঃ, নৃত্যং কার্যমাণাঃ। স কীদৃশঃ? নাট্যে নর্ত্তনায়াং মানো জ্ঞানং যস্য তথাভূত আশয়োঽন্তঃকরণং যস্য সঃ, নর্তয়িতুং বিচক্ষণধীরিত্যর্থঃ। শয়ঃ পাণিরেব কুশেশয়ং কমলং তত্র শেরতে ইতি শয়কুশেশয়শয়ানি সকলবসনানি যস্য তথাভূতঃ, বস্ত্রাণি দাতুং স্কন্ধতো হস্তে দধান ইত্যর্থঃ।—"পঞ্চশাখঃ শয়ঃ পাণিঃ" ইত্যমরঃ। প্রণয়রসেন উৎকটমক্ষমন্তঃকরণং যস্য সঃ, প্রেমোর্দ্রচিত্ত ইত্যর্থঃ। ভাং শোভামবতি পুষ্ণাতীতি ভাবস্তেন। বসনকুলং নীয়তাং ততশ্চ পরিধীয়তাম্। কথম্ভূতম্? করকং দাড়িমপুষ্পমপি অলঙ্কর্ত্তুমুচিতো রাগ আরুণ্যং যস্য তৎ; "সমৌ করকদাড়িমৌ" ইত্যমরঃ। উচিতানাং যোগ্যানাং চিতপরিতোষাণাং সমূঢ়ানন্দানামুপরি মনোবৃত্তির্ধীয়তামর্প্যতাম্, নিজভাবোচিতসুখসিন্ধুমগ্নচেতসো ভবতেত্যর্থঃ॥

৯৭। চীনানি বস্ত্রাণি তথা তেন প্রকারেণ সমর্পয়ামাস, যথা যথাস্বং নিজনিজমেব তত্তদ্বসনমাপুঃ প্রাপ্তবত্যঃ।

৯৫। লজ্জা পিছনে করে প্রিয়তমের বাক্য সম্মুখে ধরে নিজ অঙ্গলাবণ্য সমস্ত অঙ্গের আবরণ-বসন করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নয়ন ঈষৎ মুকুলিত করে করপুট মাথার উপরে স্থাপন করত হরিণনয়না কন্যাগণ প্রণাম করলেন।

৯৬। অতঃপর নাচানোতে বিচক্ষণধী, নিজ পানিকমলশায়িত বসনযুক্ত, ঈষৎ হাসিরূপ শুভ্রসুধা-সুধাবিত অধরবিশিষ্ট, সনম্রমুখী কন্যাদের প্রতি প্রীতমনা শ্রীকৃষ্ণ আজ্ঞানুরূপ আচরণ বিস্তার করে কাষ্ঠের পুতুলির মতো নটনশীলা ঐ কন্যাদের প্রত্যেককেই প্রেমাদ্রচিত্তে কটাক্ষকলায় নিরীক্ষণ করে বললেন—'অধুনা কোনও অনির্বচনীয় রমণীয় শোভার উৎস নিষ্কপট প্রেমপরাকাষ্ঠায় আমি তোমাদের উপর প্রীত হয়েছি, অতএব হাত উঠাও, দাড়িমপুষ্প বিজয়ী অরুণবর্ণের বসনকুল গ্রহণ কর, এবং পরিধান কর,—নিজ ভাবোচিত সুখ সিন্ধুতে মগ্নচিত্তা হও।

৯৭। এই কথা বলে লক্ষ্মী হতেও অধিক সৌভাগ্যবতী কন্যাদের ঐ ভাবে সমুন্নীত করকমলে নিজ করকমলের দ্বারা প্রতিজনকে যার যে সমীচীন বস্ত্র তা এমন ভাবে সমর্পন করলেন যাতে

৯৮। ততশ্চ তাঃ স্বং স্বং ললিতাংশুকমংশুকমঙ্গলতামঙ্গলতায়াং মূর্ত্তিমত্যামিব সঙ্গময্য মদন-পতাকিনীপতাকিনীরজিনীরাজয় ইব জয়ন্তি স্ম ॥

৯৯। অথ শ্রীকৃষ্ণকরকমলপরিমলপরিপূর্ণামোদানি পূর্ণামোদা নিবীয় বসনানি সনা নির্মলানি সাদরদরমন্দাক্ষমন্দাক্ষতাগ্রবিলোকনকনৎকনককমলাননাস্তদঙ্গসঙ্গসদ্ভাবভাবিতা ইব পুলককুলকঞ্চুকিততনবো নবোন্মীলদানন্দনিঃস্পন্দনিঃস্পর্শপরিষ্বঙ্গমঙ্গলমিবানুভবন্ত্যঃ ক্ষণমবতস্থিরে স্থিরেণ প্রণয়ভরেণ। স চ ন জুগোপ গোপরাজযুবরাজো গাম্ভীর্য্যম্, যদতঃ পরং পরমকোমলতাঽমলতাধৌতহৃদয়ঃ সদয়ং সমুবাচ ॥

১০০। 'অয়ং বঃ সঙ্কল্পঃ প্রথম ইব কল্পক্ষিতিরুহঃ
প্ররোহঃ প্রাগেব ব্যজনি মম চিত্তস্য বিষয়ঃ।

বিপর্যয়ঃ পরি সর্বতোভাবেন ন অয়তে স্ম, ন প্রাপ্তোঽভূৎ, কিন্তেকাংশেনৈব। তত্র প্রথমং কঞ্চুলিকাং দত্ত্বা তামেব সসম্ভ্রমমন্তরীয়তয়া পরিহিতবতীভ্যোঽন্তরীয়াং শাটিকাং চ দদাবিতি ভাবঃ॥

৯৮। ললিতাংশবঃ কিরণা যস্মাত্তদংশুকং বস্ত্রম্. অঙ্গমেব লতা সৈব মঙ্গলতা মূর্ত্তিমতী তস্যাং সঙ্গময্য যোজয়িত্ব জয়ন্তি স্ম, সর্বোৎকর্ষং প্রাপুঃ। মদনস্য কন্দর্পস্য পতাকিনী সৌভাগ্যবতী তৎপ্রিয়া রতিস্তস্যাঃ ক্রীড়ার্থং পতাকিন্যঃ পতাকাধারিণ্যঃ কমলিনীশ্রেণয় ইব ; "পতাকা বৈজয়ন্ত্যাঞ্চ সৌভাগ্যাঙ্কধ্বজেঽপি চ" ইতি বিশ্বঃ॥

৯৯। পূর্ণামোদাঃ পূর্ণানন্দবত্যঃ, নিবীয় পরিধায়, সনা সদা নির্মলানি ; "সনা নিত্যে" ইত্যমরঃ। সাদরং যথা স্যাত্তথা দরমন্দাক্ষেণ ঈষল্লজ্জয়া মন্দম্ আক্ষতম্ ঈষৎক্ষতং যদগ্রবিলোকনং সম্মুখদর্শনং তেন কনৎ শোভমানং কনককমল-তুল্যমাননং যাসাং তাঃ ; তদঙ্গসঙ্গিবসনসঙ্গাদেব তদঙ্গসঙ্গস্য সদ্ভাবেনেব ভাবিতা বাসিতা ইব। নবোন্মীলন্নিরানন্দে-র্নিঃস্পন্দঃ স্পন্দরহিতো নিঃস্পর্শঃ স্পর্শবিনাভূত এব পরিষ্বঙ্গস্তদ্রূপং মঙ্গলম্। পরমকোমলতয়া যা অমলতা নৈর্মল্যং তয়া ক্ষালিতমনাঃ॥

তাঁরা নিজ নিজ বস্ত্রই ঠিকমত পেয়ে গেলেন—উল্টাপাল্টা লেশমাত্রও হ'ল না।

৯৮। অতঃপর তাঁরা নিজ নিজ ললিত উজ্জ্বল বস্ত্র মূর্তিমতী মঙ্গলতারূপ অঙ্গলতায় পরিধান করে মদনপ্রিয়া রতিদেবীর ক্রীড়ার জন্য পতাকাধারিণী কমলিনীশ্রেণীর মতো সর্বোৎকর্ষে দীপ্তি পেতে লাগলেন।

৯৯। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ করকমলের পরিপূর্ণ সুগন্ধে পূর্ণ সুবাসিত সদা নির্মল বস্ত্রগুলি তাঁরা সাদরে পরিধান করে ঈষৎ লজ্জায় সম্মুখ দিকের দৃষ্টিপাত কিছুটা সংযত-করণে কনক কমলাননের শোভা বিস্তার করে, 'তাঁর অঙ্গসঙ্গ যেন হয়েই গিয়েছে' এরূপ ভাবে ভাবিতা হয়ে, আনন্দশিহরণ তনুর কাঁচুলিরূপে ধারণ করে, নবপ্রকাশিত আনন্দে নিস্পন্দ হয়ে, স্পর্শ বিনাই আলিঙ্গনমঙ্গল যেন প্রাপ্তি হয়েছে এরূপ অনুভব করতে করতে কিছুকাল প্রণয়ভরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। গোপরাজ-যুবরাজ গাম্ভীর্য রক্ষা করতে পারলেন না, তাই অতঃপর পরমকোমলতা - অমলতাধৌত হৃদয়ে সদয়ভাবে বলতে লাগলেন—

১০০। 'কল্পবৃক্ষের অঙ্কুরের মতো তোমাদের এ-সঙ্কল্প অঙ্কুরিত হওয়ার পূর্বেই আমার চিত্তের

ইদানীং তদ্বুদ্ধ্যৈ ব্যরচি বিবিধেয়ং বিরচনা
পরীক্ষা চ প্রেম্ণো ব্যতনি ভবতীনাং নিরুপধেঃ ॥

১০১ । যন্মদভিহিতমভি হিতমকারী হৃদয়ম্, ন কাপি বামতা মতাসীদ্বঃ, তদয়ং বো মনোরথঃ সাধু নাধুনাতনত্বমেতি, বাসনাসনাতনত্বেন সহ পূর্বপূর্বসিদ্ধ এব, তদয়ং নিত্যঃ সত্যঃ সরসশ্চ। সাধারণ্যেন মমায়ং স্বভাবঃ। তথা হি—

স্বীয়স্যানন্দে ময়ি বিনিহিতং ধৌতহৃদয়ৈ-
র্ন রাগং রাগত্বাশ্রয়মযি করোমি ক্ষণমপি।
পরং তু স্বানন্দামৃতময়তয়া তং প্রবিদধে
ন হি স্বচ্ছন্দৌজা ভবতি রসকূপোঽন্যরসভাক্ ॥

---

১০০ । কল্পক্ষিতিরুহ ইতি মদভীষ্টস্যাপি সাধকত্বাৎ মচ্চিত্তবিষয়ঃ প্রাগেব ব্যজনি অভূৎ। ইয়ং বিরচনা বিবিধ-হঠনিদেশময়ী ; নিরুপধেরুপাধিশূন্যস্য ॥

১০১ । হৃদয়ম্ অভি মন্মনোঽভি লক্ষীকৃত্য মদভিহিতং হিতমকারি, বো যুষ্মাকং বামতাপি অমতা অসম্মতা অভূৎ, তত এব হেতোরসৌ মনোরথঃ সাধু যথা স্যাত্তথা অধুনাতনত্বং ন প্রাপ্নোতি, কিন্তু নিত্যসিদ্ধত্বমেবেত্যর্থঃ। অয়ং মনোরথঃ সত্যো নিষ্কৈতবঃ সরসঃ প্রেমময়ঃ। স্বীয়সি পরমমহতি আনন্দে তৎস্বরূপে রাগং স্পৃহাং কামমিতি যাবৎ, তং রাগং স্বানন্দামৃতময়তয়া মৎসুখামৃততাৎপর্যকত্বেন বিদধে করোমি, আশ্রয়-সুখতাৎপর্যকত্বেন কামময়োঽপি রাগো ময়ি নিক্ষিপ্তশ্চেৎ মল্লক্ষণবিষয়-সুখতাৎপর্যকত্বেন প্রেমময়ত্বৈব ফলতীত্যর্থঃ। স্বচ্ছন্দৌজাঃ স্বতন্ত্রপ্রভাবো রসস্য পারদস্য কূপোঽন্যং রসং ন ভজত ইতি যোঽন্যো রসস্তত্র নিক্ষিপ্তো ভবতি, স স্বরূপং বিহায় তস্য রূপতাং প্রাপ্নোতি, লবণাকরবদিত্যর্থঃ ॥

গোচরীভূত হয়ে গিয়েছিল। ইদানীং ওর বৃদ্ধ্যর্থে হঠ-আজ্ঞাময়ী এই বিবিধ চমৎকার লীলা রচনা করেছি, এবং তোমাদের নিরুপাধি প্রেমের পরীক্ষাও করে নিয়েছি।

১০১। যেহেতু তোমরা আমার মনের দিকে চেয়ে আমার আদিষ্ট হিতময় বাক্য পালন করেছ, তোমাদের কোনও বাম্যভাব প্রতিকূলতা করে নি, এই হেতু তোমাদের এই মনোরথ সুন্দরভাবে আধুনিকভাব প্রাপ্তি করেনি কিন্তু নিত্যসিদ্ধভাবই প্রকটিত করেছে। তোমাদের এই মনোরথ বাসনানিত্যত্বের সহিত পূর্বপূর্ব সিদ্ধই—অতএব এ নিত্য নিষ্কৈতব এবং সরস। সাধারণ জগতের প্রতি তো আমার স্বভাব এইরূপ—

পরমমহান্ আনন্দসাগর স্বরূপ আমাতে যদি স্বসুখতাৎপর্যকত্ব হেতু কামময় স্পৃহাও শুদ্ধচিত্ত জনের দ্বারা নিক্ষিপ্ত হয় তবে ওকে আমি ক্ষণকালের জন্যও ঐ স্পৃহাময়রূপে স্থায়িত্ব দান করি না, পরন্তু মল্লক্ষণবিষয়-সুখামৃত তাৎপর্যকত্বে অর্থাৎ প্রেমময়রূপে পরিবর্তিত করে দেই। স্বতন্ত্র প্রভাববিশিষ্ট পারদকূপ অন্যরসের সঙ্গে কখনই আপোষ করে না।

১০২। ভবতীনাং তু স্বভাবসিদ্ধানামদ্ধা নাম স্বভাবোঽয়ং ভাবো যং শ্রীরপি প্রার্থয়তে। সামান্যানামপি ময়ি পরমে রসসিন্ধৌ কামাদ্যা নাঙ্কুরায়ন্তে, ন ক্বথিতা ন চ ভৃষ্টা যবাদয়ো হন্ত বীজন্তি ॥'

১০৩। ইতি সরসতর-তরলতালতাকুসুমমিব পরিমলমলনমনোহরং প্রিয়তম-বচনামৃতমৃতমেব মন্যমানা মানাতীতহর্ষোৎকর্ষোৎকমনসো মনসো দ্রুতস্যেব শীকর-নির্গমমিবানন্দাশ্রু-কণ-নিঃস্যন্দমভিনয়ন্ত্যো নিরুত্তরমেব কিঞ্চিদাকুঞ্চিতেক্ষণং ক্ষণং তস্থুঃ ॥

১০৪। তদনুত্তমপ্রণয়কলাকলালাপকণ্ঠীঃ কলকণ্ঠীরিব শিশিরসময়াবসানসানন্দতয়া কণ্ঠগুম্ফিত-কূজিতা জিতারিরথ পুনরাললাপ,—'অয়ি ব্রজত ব্রজতলমাগামিনীঃ ক্ষণদাঃ ক্ষণদাঃ সময়া ময়া সহ রন্তব্যম্, সিদ্ধা এব ভবত্যঃ, স্তোভবত্যঃ স্তোকমপি মা ভবন্তু' ইতি লব্ধাশ্বাসাঃ শ্বাসানিলধূতাধরকিসলয়ং সলয়ং দলদিন্দীবরবরবর্ষণমিব কটাক্ষাপাতপাতপরম্পরাং তদুপরি পরিকল্প্য কৃচ্ছ্রেণৈব ব্রজং ব্রজন্তি স্ম ॥

ইত্যানন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলালতাবিস্তারে বস্ত্রাহরণং
নাম দ্বাদশঃ স্তবকঃ ॥১২॥

—০ঃ✽ঃ০—

১০২। অদ্ধা সাক্ষাৎ, নাম প্রাকাশ্যে, ভাবো দীপ্তিধারী, যং স্বভাবম্, বীজন্তি বীজানীবাচরন্তি ॥

১০৩। সরসতরা যা তরলতা প্রেমার্দ্রতয়া গাম্ভীর্যাভাবঃ, সৈব লতা তস্যা কুসুমম্, অঙ্গসঙ্গরূপফলকারণত্বাৎ পরিমলঃ কর্ণরোচকত্বং তস্য মলনেন ধারণেন মনোহরম্। ঋতং সত্যম্ ॥

১০৪। অনুত্তমপ্রণয়কলয়া কলং মধুরাস্ফুটমালপতীতি স কণ্ঠো যাসাং তাঃ কলকণ্ঠীঃ কোকিলস্ত্রীঃ, কণ্ঠে গুম্ফিতং গ্রথিতং কূজিতং যাভিস্তাঃ, তেন অয়ি বচনং কিংস্বিদাকর্ণয়সি, কিঞ্চিৎ প্রত্যুত্তরমপি দেহি, অয়ি নাহমত্র প্রভবামি,

১০২। কিন্তু স্বভাবসিদ্ধা তোমাদের এ-স্বভাব তো সাক্ষাৎ স্পষ্টই জ্বল-জ্বল করছে, লক্ষ্মীদেবীও যা প্রার্থনা করেন। পরমরসসিন্ধু আমাতে সামান্যজনেরও কামাদিসমূহ অঙ্কুরিত হয় না, জলে পচা বা আগুনে ভাজা ধান হায় হায় কখনও আর বীজের ধর্ম প্রকাশ করতে পারে না।'

১০৩। এই কথা শুনে অতি সরস চঞ্চলতা-লতার কুসুমের মতো পরিমল ধারণে মনোহর প্রিয়তমের কথা সত্য বলে মননশীলা তাঁরা অপরিমিত হর্ষ ও উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল হলেন। তাঁদের প্রেমবিগলিত মনের জলকণা ক্ষরণের মতো আনন্দাশ্রুকণ পাতন অভিনয় করতে করতে নিরুত্তর ও কিঞ্চিৎ কুটিলনয়না হয়ে ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে রইলেন।

১০৪। অতঃপর অসমোর্দ্ধ প্রণয়কলাযুক্ত মধুরাস্ফুট আলাপকণ্ঠী কলকণ্ঠী যেমন শীতকাল অবসানের আনন্দে কণ্ঠে রচিত কূজন করতে থাকে সেইরূপ এই কন্যাগণ কলকল করতে থাকলে শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বললেন—'অয়ি তোমরা এখন ব্রজে চলে যাও, সামনের নিকটবর্তী উৎসবময়ী রজনীতে আমার সহিত বিহার করো, আরে তোমরা তো নিত্যসিদ্ধা, তৃষিত চাতকের মতো আর কলকল করো

ত্বমুৎকণ্ঠসে চেৎ ত্বমেব নিঃসন্দেহং পৃচ্ছেত্যাদি তাসাং নীচৈঃ পরস্পরসঙ্কথনমপি সংজ্ঞাবহুলং সমভূদিতি ব্যঞ্জিতম্। জিতারিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ। সময়া নিকট এব, সলয়ং সশ্লেষং কটাক্ষাণামাপাতপাতস্তৎকালপাতনং তস্য পরম্পরাম্ ; "আপাত-স্তদাত্বে পতনেঽপি চ" ইতি বিশ্বঃ॥

ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবন-টীকায়াং শ্রীসুখবর্ত্তিন্যাং দ্বাদশস্তবকসঙ্গমনম্ ॥১২॥

····০ঃ॥★॥ঃ০····

না।' এইরূপে লব্ধাশ্বাসা তাঁরা সেই সময়ে পল্লব ও প্রস্ফুটিত দলবিশিষ্ট নীলপদ্ম বর্ষণের মতো শ্বাসবায়ুদ্বারা কম্পিত অধরপল্লব-আলিঙ্গিত কটাক্ষপরম্পরা কৃষ্ণোপরি রচনা করতে করতে অতি কষ্টেই ব্রজে ফিরে গেলেন।

ইতি শ্রীআনন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলালতা বিস্তারে
বস্ত্রহরণ নামক দ্বাদশ স্তবক।

··· =০ঃ০= ···

ত্রয়োদশঃ স্তবকঃ
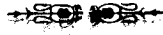
১। অথ ভগবাননু গবাননুসন্ধানং ক্ষপিতবহুকালোঽকালোপনতং কিমপি মধুররসকোমলতালতা-ফলমিবান্তরান্তরাস্বাদ্য পুনর্গোচারণকুতূহলিনা হলিনা সহ সহজলীলালীলাবণ্যভাজাং সহচরাণামপি সঙ্গসঙ্গত্বরত্বরতয়া সাদরেণ সোদরেণ সোৎকর্ষমানন্দিতেন নন্দিতঃ সহচরৈরপি চাভিনন্দিতো বনমধ্যমবজগাহে ॥

২। অবগাহ্য চ সরসমধুরং মধুরঙ্গিনা বচসা চ সাদরং সোদরং সোঽয়ং বয়স্যবিশেষান্ বয়স্কবিশেষানপি সম্বোধয়তি স্ম,—'তত্রভবন্ ভবন্নার্য্য ! রভসাস্তোক স্তোককৃষ্ণ ! অয়ে উরুচিরাংশো রুচিরাংশো ! হন্ত সকলসৌভগশ্রীদামন্ শ্রীদামন্ ! অয়ি প্রণয়বসুবল সুবল ! ভোঃ প্রেমযশোনিবহেঽর্জুন

ত্রয়োদশঃ স্তবকঃ

চক্রে ভক্তার্থনাং ভক্তার্থনাং বিচ্ছেদ চাচ্যুতঃ।
ত্রয়োদশে ব্যধাৎ সায়ং প্রমদাঃ প্রমদাকুলাঃ ॥

১। গবাননুসন্ধানং গবামনুসন্ধানাভাবম্, অনু লক্ষীকৃত্য, ক্ষপিতবহুকালো বস্ত্রহরণাদিলীলাবেশেন গোচারণমপি বিস্মৃত্য যাপিতবহুক্ষণ ইত্যর্থঃ। অকালেঽসময়ে সঙ্গবপূর্বাহ্লাদাবপ্যুপনতং মিলিতং সহচরাণাং সঙ্গে সঙ্গত্বরী সঙ্গমশীলা ত্বরা যস্য তত্তয়ানন্দিতেন সোদরেণ ভ্রাত্রা বলদেবেন নন্দিতঃ ॥

২। সোদরং বলদেবম্, সোঽয়ং শ্রীকৃষ্ণঃ, বয়স্যবিশেষান্ সখিভেদান্। কীদৃশান্? বয়সি বিশেষমপ্রাপ্তান্, তুল্য-বয়স্কানিত্যর্থঃ। রভসে হর্ষে, অস্তোক অনল্প। উরবঃ প্রধানাশ্চিরং ব্যাপ্যাংশবঃ কিরণাঃ কেলিযুদ্ধাদৌ যস্য হে তথাভূত?

ত্রয়োদশ স্তবক

যজ্ঞপত্নী জনানুগ্রহ ঃ

ব্রজের সখা ও বৃক্ষের প্রশংসা ঃ

১। অতঃপর বস্ত্রহরণাদি লীলাবেশে গোচারণও বিস্মৃত হয়ে অসময়ে প্রাপ্ত মধুররসের কোমলতারূপ লতার ফলের মতো কোনও অনির্বচনীয় বস্তু অন্তরে অন্তরে আস্বাদন করত বহুকাল কাটিয়ে পুনরায় গোচারণ কুতূহলী হলীসহ মিলিত, সহজলীলালাবণ্যবাহী সহচরগণের সঙ্গে মিলনাকাঙ্ক্ষায় ত্বরান্বিত নিজের দ্বারা অতিশয় আনন্দিত ভ্রাতা বলদেবের আদরে হৃষ্ট, এবং সহচরগণের দ্বারা অভিনন্দিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বনমধ্যে প্রবেশ করে গেলেন।

২। বনের মধ্যে প্রবেশ করে সেই শ্রীকৃষ্ণ সরস মধুর মধুরঙ্গী বাক্যে সাদরে জ্যেষ্ঠভাই বলদেব এবং সমবয়স্ক বয়স্যবিশেষদিকে সম্বোধন করতে লাগলেন—'হে পরমপূজনীয় আর্য ! হে আনন্দোচ্ছল স্তোককৃষ্ণ ! অয়ি যুদ্ধাদিতে দেহকান্তি বহুসময় পর্যন্ত দীপ্ত রাখতে সমর্থ অংশুমান্ ! অহো সকল

হেঽর্জুন ! হংহো প্রণয়বিশাল বিশাল ! হন্ত শ্রীমন্নোজস্বিন্নোজস্বিন্ ! অঙ্গ প্রণয়গিরিদেবপ্রস্থ দেবপ্রস্থ ! হন্ত ভো মনোরথরথবরূথপ বরূথপ ! দৃশ্যতাং দৃশ্যতাং পতেয়ং বিপিনশ্রীঃ ॥

৩। যত্র দ্রুমা বিদ্রুমাবিশিষ্টকিসলয়াঃ সলয়া ইব, যেষাং চ সর্বাপত্ত্রাণি পত্রাণি, পরিবৃতঃ সম্পরিকৃতাঽঽশাখাঃ শাখাঃ, বিবিধবিহঙ্গবিটপা বিটপাঃ, বশীকৃতসুমনসঃ সুমনসঃ, পরুষাপরুষাঽঽগুম্ফানি গুম্ফলানি ফলানি ॥

৪। তিষ্ঠতু তাবদেষাং বৃন্দাবনতরূণাং রামণীয়কম্, সুরসামান্যানাং সামান্যানাং চ তরূণাং জন্ম পরমসাধীয়ঃ। যতঃ পত্রৈরেব শরাঃ পরসুখদাঃ পরসুখদা ভবন্তি, সুমনোভিরেব সাধবঃ, ফলৈরেব পুণ্যকর্মাণি, ত্বগ্‌ভিরেব শার্দূলাঃ, সমিদ্ভিরেব ক্ষত্রিয়াঃ, ভস্মীভাবেনৈব পারদাঃ, তরবস্তু পত্রসুমনঃফলত্বক্-

---

রুচির সুন্দর! অংশো ইতি বিশেষ্যপদম্। সকলসৌভগমেব শ্রীযুক্তং দাম মালা যস্য হে তাদৃশ! প্রণয় এব বসু ধনং তেনৈব বলতে হে তথাভূত! প্রেমযশসাং নিবহে সমূহে অর্জুন। হে শুক্লবর্ণ আতাম্রমধরামৃত ইতিবৎ তব প্রেমযশঃসমূহঃ শুক্লবর্ণ ইত্যর্থঃ ; "বলক্ষো ধবলোঽর্জুনঃ" ইত্যমরঃ। অঙ্গ ইতি সম্বোধনে। প্রণয় এব গিরিদেবঃ পর্বতমুখ্যস্তস্য প্রস্থরূপঃ ;—"প্রস্থঃ সানুরস্ত্রিয়ৌ" ইত্যমরঃ। মনোরথ এব রথস্তস্য বরূথং কবচং পাতীতি তথা, "বরূথো রথগুপ্তৌ স্যাদ্বরূথং বর্মবেশ্মনোঃ" ইতি বিশ্বঃ ॥

৩। বিদ্রুমৈঃ প্রবালৈরবিশিষ্টানি কিশলয়ানি যেষাং তে সলয়া ইব পরস্পরাশ্লেষবন্ত ইব ; যদ্বা, পত্রচাপল্যভ্রমরঝঙ্কারকোকিলরাবৈশ্চ নৃত্য-গীত-বাদ্যগত-তালধারিণ ইব ; "লয়ো বিনাশে সংশ্লেষে সাম্যে তৌর্যে ত্রিকস্য চ" ইতি বিশ্বঃ। সর্বাপদ্ভ্যস্ত্রায়ন্ত ইতি মূলবিভুজাদিত্বাৎ কঃ, সম্যক্ পরিবৃতা আশা দিশঃ খমাকাশঞ্চ যাভিস্তা বিবিধা বিহগাঃ পক্ষিণ এব বিটাঃ ষিড়্গাস্তানপি পান্তীতি তথা। সুমনসো দেবাঃ, সুমনসো পুষ্পাণি ; পরুষা পরুষেতি বীপ্সা, প্রতিপর্বেত্যর্থঃ ; "গ্রন্থির্না পর্বপরুষী" ইত্যমরঃ। অপরুষাণ্যরূক্ষাণি গুম্ফো গ্রন্থনং তৎ লান্তীতি তানি ॥

৪। শোভনৈ রসৈঃ আ সম্যঙ্‌মান্যানাং মাননীয়ানাম্। পত্রৈঃ পক্ষৈঃ, শরা বাণাঃ, পরসুখদাঃ শত্রুসুখখণ্ডকাঃ,

---

সৌভাগ্যরূপ শ্রীযুক্ত মালায় শোভন শ্রীদাম ! ওহে প্রণয়রূপ ধনে বলীয়ান্ সুবল ! ভো প্রেমযশরাশিতে শুক্লবর্ণ অর্জুন, হে হৈ হৈ প্রণয়ে বিশাল বিশাল ! অহো শোভাবিশিষ্ট তেজদীপ্ত ওজস্বিন্ ! হে প্রণয়রূপ মুখ্যপর্বতশেখর দেবপ্রস্থ ! হন্ত ভো মনোরথ রথের কবজের পালনকারী বরূথপ ! ওহে দেখ দেখ সম্মুখে ঐ দেখবার মতো রমণীয় বিপিনশোভা।

৩। 'ঐ যেখানে প্রবালের মতো রক্তবর্ণ নবপল্লবে শোভিত বৃক্ষরাজি যেন হয়ে আছে পরস্পর আলিঙ্গনে বদ্ধ—যাদের পত্রচয় সকল বিপদত্রাতা, শাখা চতুর্দিকে দিক্ ও আকাশের সম্যক্ আচ্ছাদনকারী, ছোট ছোট ডাল বিবিধ বিহঙ্গলম্পট পালয়িতা, পুষ্প দেবতা-বশীকারী, গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে সুকোমল গুচ্ছ গুচ্ছ ফলরাশি।

৪। এই বৃন্দাবনের বৃক্ষের রমণীয়তার কথা দূরে থাকুক ও-তো মনোবাক্যের অগোচর। বৃন্দাবনের বাইরের শোভন রসে সম্যক্ মাননীয় সামান্য বৃক্ষজন্মও পরমসাধু। কারণ দেখ-না, পরসুখদায়ী হয়ে থাকে—ধনুর্বাণ শুধু পত্রের (নীচের পুচ্ছ) সন্নিবেশে শত্রুসুখ নাশকত্বের দ্বারা, সাধু শুধু

সমিদ্ভস্মভিরেব, তৎ খলু তরুজন্ম সকলপ্রাণিসার্থসার্থকম্ ॥'

৫। ইত্যনুপমমনোহরং নিগদন্নন্নুগবীনোঽনুগবীনো ধেনুগণাবনবনলীলালসো লালসো বয়স্যানাং হেতোরুদন্যাদন্যাদকৃতালসস্য সস্যদগতিহীনং গবাং গণং মিহিরদুহিতৃরোধোঽরোধোদয়ং প্রাপিপয়িষুঃ পিপয়িষুশ্চ পরমাং প্রীতিমন্তরেণ ক্ষিতিজন্মনামন্তরেণ ক্ষিতিজন্ম নালোক্যভাবৈর্বয়স্যৈর্বয়স্যৈকরূপ্যং গতৈঃ সহ স হ সহসাগ্রজোঽগ্রজোষমুপসসর্প ॥

৬। স সর্পরাজদমনো মনোজ্ঞচরিতস্তরণিতনয়াতটীগা গাঃ পায়য়ামাস। পয়ঃ পিবন্তীষু নৈচিকীষু চিকীর্ষুরপদবীদবীয়সীনাং বিপ্রভার্য্যাণাং বিপ্রভার্য্যাণাং মনোরাগং রাগং তরুমূলমালম্ব্য কৃতবিশ্রামঃ স

পরসুখদা ভবন্তীতি সর্বাত্রান্বেতি। কর্মাণীত্যত্র তু লিঙ্গবিপরিণামেনৈব পরেষাং সুখদায়িনো ভবন্তীতি তত্র তত্রার্থঃ। সুমনোভিঃ শোভনৈশ্চিত্তৈঃ ফলৈঃ স্বর্গাদ্যৈস্ত্বগ্‌ভিঃ স্বচর্মভিঃ। সমিদ্ভিঃ সাধুজনপালনার্থং যুদ্ধৈঃ। প্রাণিসার্থে প্রাণিসমূহে বিষয়ে সার্থকং সপ্রয়োজনকং কিন্তু যাজ্ঞিকব্রাহ্মণজন্মৈব নিষ্প্রয়োজনমিত্যগ্রেতনলীলানামভিপ্রেত্য সূচনা। বৃক্ষা অচেতনাঃ, বিপ্রা মদজ্ঞানাদচেতনাঃ, কিন্ত্বেষাং শ্লাঘয়াঽকাণ্ডে ধিক্ তানেবেতি সূচিতম্ ॥

৫। অনুগানাং বীঃ কান্তিরিচ্ছ, তস্যা ইনঃ প্রভুঃ। ধেনুগণস্যাবনং যত্র তথাভূতায়াং বনলীলায়াং রসো যস্য সঃ। উদন্যাং পিপাসাং দদাতীতি সা চাসৌ স্বাদো নিতরামদনঞ্চ তেন কৃতস্যালসস্য হেতোঃ সস্যদয়া সবেগয়া গত্যা হীনং গবাং গণং মিহরদুহিতুর্যমুনায়া রোধঃ পুলিনং প্রাপিপয়িষুঃ প্রাপয়িতুমিচ্ছুঃ। কীদৃশম্? ন রোধস্যাবরণস্যোদয়ো যত্র তত্র তৎ পিপয়িষুর্জিগমিষুঃ 'পয় গতৌ'; ক্ষিতিজন্মনাং তরূণাম্, অন্তরেণ মধ্যেন পথা, অন্তরেণেতি তৃতীয়ান্তম্, বয়স্যৈঃ সহ। কীদৃশৈঃ? ক্ষিতিজন্ম ক্ষিতৌ প্রাদুর্ভাবমন্তরেণ বিনা নালোক্যো ন আলোকয়িতুং শক্যো ভাবঃ স্বরূপং যেষাং তৈঃ। অন্তরেণেত্যব্যয়ম্; ঐকরূপ্যং তুল্যাকারত্বম্, অগ্রোঽধিকো জোষঃ প্রীতির্যত্র তদ্‌যথা স্যাত্তথা উপসসর্প ॥

৬। ততঃ স কৃষ্ণঃ সর্পরাজস্য দমনঃ; তরণীতনয়ায়াস্তটীং গচ্ছন্তীতি তা গা ধেনূঃ। বিপ্রভার্যাণাং রাগং প্রেম

সুমনের (সুন্দর চিত্তের) দ্বারা, পুণ্যকর্ম শুধু ফলের (স্বর্গের) দ্বারা, ব্যাঘ্র শুধু ত্বকের (চর্মের) দ্বারা, ক্ষত্রিয় শুধু সমিৎ-এর অর্থাৎ যুদ্ধের (যজ্ঞীয় কাষ্ঠ) দ্বারা, পারদ ভস্মীভাব-এর (ভস্ম) দ্বারা। কিন্তু তরু একাই পত্র-সুমন-ফল-ত্বক্-সমিৎ-ভস্ম এত সব দিয়ে পরসুখদায়ী হয়ে থাকে। অতএব বৃক্ষজন্ম সকল প্রাণী সম্বন্ধেই প্রয়োজন সাধক।'

৫। এইরূপ অনুপম মনোহর কথা বলতে বলতে ধেনুগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলমান সখাগণের ইচ্ছার প্রভু, বাললীলারসে রসিক, বয়স্যগণের লালসার ধন শ্রীকৃষ্ণ পিপাসাদায়ী ভুরিভোজনে দ্রুত-গতিহীন ধেনুগণকে যমুনার নিরাকুল পুলিনে নিতে ইচ্ছুক হয়ে এবং পরমপ্রীতির অভিলাষে বৃক্ষশ্রেণীর ভিতরের রাস্তায়—পৃথিবীতে জন্ম না হলে যাদের ভাব দৃষ্ট হত না, এবং যারা সমবয়স্ক বলে একই চেহারার সেই বয়স্যগণ ও অগ্রজ বলরামের সহিত প্রীত্যুচ্ছল মনে পুলিনের নিকট চলে গেলেন।

বিপ্রভার্যা-অনুরাগ-পরীক্ষেচ্ছু কৃষ্ণের ক্ষুধাপীড়িত সখাগণকে খাদ্য যাচ্ঞা-উপদেশ :

৬। অতঃপর সেই মনোজ্ঞচরিত সর্পরাজদমন কৃষ্ণ যমুনাতটে উপস্থিত ধেনুগণকে জলপানে লাগিয়ে দিলেন। ধেনুগণ জলপান করতে থাকলে তিনি বিশিষ্ট প্রভায় শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ মহাকুলবতী

উচ্চৈঃ শুশুভে ॥

৭। শুভে তস্মিন্ সময়ে ধেন্ববনবিহারবনবিহারক্লান্তাঃ প্রাতরকৃতাহারা নীহারানীতগ্লানিকমলবদনাঃ সর্ব এব সখায়ঃ সমমশনায়য়া নায়য়ামাসিরে গ্লানিং যদি, তদামী তদামীলম্মোদা ইব শ্রীরামদামোদরয়োর্মদামোদরয়োঃ সোদরয়োর্দ্রুতমভ্যাসমভ্যাসন্নাঃ কাতরতয়া জগদুঃ,—'জগদুত্তমতমমহোঽভিরাম রাম মহাবাহো নবাম্বুবাহকৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাভুজ ভুজগবিষবদতিকরালয়া বুভুক্ষয়াক্ষয়া জঠরপিঠরপিপীড়য়িষা নো ব্যতনি। তনিমাননপি নোপলভামহে নির্বৃতেঃ, তদুপশমনমননমনুবিধীয়তাং তত্রভবদ্ভ্যাং ভবদ্ভ্যাম্ ॥'

৮। ইতি কুন্দসুভগদৎসু সুগদৎসু কোমলমনা মনাক্ স্মিতং বিধায় সমুপদিদেশ দেশকালোচিতং চিতং প্রণয়েন,—'ভো ভো যদ্যেবং ক্ষুদ্বাধামনুভবন্তো ভবন্তো বিমনায়ন্তে, তদা তদাবাধাপ্রশমনায় শমনায়স্তং যদুচ্যতে, তদাকলয়ন্তু। ইত এবাদূরে দূরেক্ষিণো মহান্ত উর্বীগীর্বাণা নির্বাণানির্বচনীয়শ্রদ্ধা-

---

চিকীর্ষুর্জ্ঞাতুমিচ্ছুঃ; 'কি জ্ঞানে'। কথম্ভূতম্? মনোরাগং মনো লগয়তি লগ্নং করোতীতি তথা তম্। পদব্যা বর্ত্মনো দবীয়স্তো দূরতরা ন, তথাভূতানাং নিকটবর্তিনীনামিত্যর্থঃ। বিশিষ্টয়া প্রভয়া আর্যাণাম্ ॥

৭। নীহারেণ হিমেনানীতা গ্লানির্যস্য, তাদৃশকমলতুল্যবদনাঃ, অশনায়য়া বুভুক্ষয়া গ্লানিং নায়য়ামাসিরে, আত্মনঃ প্রতি প্রাপয়াম্বভূবুঃ। তদামী তয়ৈব বুভুক্ষয়া হেতুনা আ সম্যক্‌প্রকারেণ মীলম্মোদা ইব অনুদ্গচ্ছদানন্দা ইব মদস্য কস্তুর্যা আমোদং সৌগন্ধ্যং রাতো গৃহ্লীত ইতি তয়োঃ। অভ্যাসং নিকটম্। নবাম্বুবাহ ইব কৃষ্ণ শ্যামবর্ণ! অক্ষয়া ক্ষয়রহিতা, জঠরমেব পীঠরঃ স্থালী তস্য পিপীড়য়িষা পীড়নেচ্ছা, বুভুক্ষয়া কর্ত্র্যা ব্যতনি ব্যস্তারি। তনিমানমল্পত্বম্ ॥

৮। প্রণয়েন চিতং ব্যাপ্তং পুঞ্জীভূতং যথা স্যাত্তথা। শং সুখম্, অনায়স্তমায়াসশূন্যম্। দূরেক্ষিণো দূরদর্শিনঃ; নির্বাণৈর্মুনিভিরপ্যনির্বচনীয়া যা শ্রদ্ধা তদ্বন্তঃ, তদন্তবিধিত্বাভ্যুপগমাদালুচ্; "নির্বাণো মুনিবহ্ন্যাদৌ" ইত্যমরঃ।

বিপ্রভার্যাগণের মন আসক্ত করানো অনুরাগ পরীক্ষা করতে ইচ্ছুক হয়ে পথের নিকটবর্তী তরুমূল অবলম্বন করে বিশ্রাম করতে করতে অতিশয় দীপ্তি পেতে লাগলেন।

৭। সেই শুভ সময়ে বনে বনে ধেনুচরানোতে ও বনবিহারে ক্লান্ত, সকালে আহার রহিত, শিশিরপাত জনিত গ্লানিভরা কমলের মতো মুখবিশিষ্ট সখাগণ সকলকেই একসঙ্গে ক্ষুধায় যদি অবসাদগ্রস্ত করে দিল, তখন ক্ষুধাকাতর তাঁরা আনন্দের সম্পূর্ণ অপ্রকাশে মলিন ব্যক্তির মতো কস্তুরীর সুগন্ধ গ্রহণরত শ্রীরামদামোদর দু ভাই-এর নিকট নির্ভয়ে গিয়ে কাতরতার সহিত বললেন—'হে জগতের সর্বোত্তম, তেজে অভিরাম মহাবাহু রাম! হে নবঘন শ্যাম মহাভুজ কৃষ্ণ! সর্পবিষবৎ অতি করাল ক্ষয়রহিত ক্ষুধায় জঠর হাঁড়ীর পীড়নেচ্ছা আর বাড়িয়ে তুলো না। অল্প একটু শান্তিও পাচ্ছি না আমরা। হে সম্মানীয়, তোমাদের দুভাই-এর এর উপশম-উপায় চিন্তা করা উচিত।

৮। এইরূপে কুন্দসম শুভ্রদন্তী সখাগণ মধুর মধুর বাক্যে তাদের আবদার জানালে কোমলমনা কৃষ্ণ মুচকি হেসে পুঞ্জীভূত প্রণয়ে দেশকালোচিত কিছু উপদেশ করলেন—'ভো ভো, তোমরা যখন এরূপ ক্ষুধার পীড়ায় উদ্বিগ্নমনা হয়ে গিয়েছ তবে শোন, সেই পীড়া প্রশমনের সুখকর আয়াসহীন

লবোঽলবোদিত্বরপ্রভাবা ভাবাধিক্যেন সত্রমাঙ্গিরসং নাম রসন্নাম মূর্তিমন্তমিবারব্ধবন্তঃ, সন্ততততবহুজন-ভোজনভোজ্জ্বলযশসঃ শসনবিমুখা জ্ঞানদশমিনোঽজ্ঞানদশমিনো ভবন্তি দ্বিতীয়াশ্রমিণঃ শ্রমিণঃ। তানুপগম্য প্রণম্য প্রণয়সাধ্বসভক্তিপুরঃসরং জনং জনমামন্ত্র্য মহামহিমবর্য্যাণামার্যাণামাহ্বয়ং মম চ গৃহীত্বা হীত্বা নাতিনিকটং প্রকটং প্রশ্রয়েণ ভক্ষ্যাণি যাচধ্বম্। যা চ ধ্বংসকরী যাচ্ঞায়া ন সা ত্রপাত্র পালনীয়া, নিরপত্রপা হি স্বার্থসাধকা ভবন্তি ॥'

৯। ইতি ভগবতাদিষ্টা দিষ্টাতীতাঃ প্রমুদিতহৃদয়া হৃদয়ালবস্তন্মার্গমার্গণনিপুণাঃ কিয়দ্দূরমুপব্রজ্য ব্রজ্যজাতালস্যা লালস্যালাঘবসত্বরাশ্চ পুরঃ পুরশ্চ তেষাং দদৃশুরাভীরদারকাঃ ॥

১০। ততশ্চ প্রাজ্য-প্রাজ্য-গন্ধি-ধূম-ধ্বজ ধূমধ্বজ-নিবহেন নয়নানন্দদম্ তৎসৌরভরভসেন ঘ্রাণতর্পণম্, প্রকটতর-তদ্গন্ধ-সমীর-সমীরণ স্পর্শামোদেন ত্বগামোদকম্, সাম বিকস্বরস্বরমাবহতা গানেন

অলবোঽনল্প উদিত্বরঃ প্রভাবো যেষাং তে; সততমেব ততং বিস্তৃতং যদ্বহুজনানাং ভোজনং তস্য ভা শোভা তয়ৈবোজ্জ্বলানি যশাংসি যেষাং তে; শসনং হিংসা তদ্বিমুখা ইত্যভোজ্যান্নতা নিরস্তাজ্ঞানদশমিনো জ্ঞানবৃদ্ধাঃ; "বর্ষীয়ান্ দশমী জ্যায়ান্" ইত্যমরঃ। অজ্ঞানং দ্যন্তি খণ্ডয়ন্তীতাজ্ঞানদাশ্চ তে শমিনঃ শান্তাশ্চেতি তে; তথাপি দ্বিতীয়াশ্রমিণো গৃহস্থা-শ্রমিণো বৈদিকক্রিয়াশ্রমপরাঃ। হীত্বা—হি নিশ্চিতম্, ইত্বা গত্বা। ধ্বংসকরী নাশকর্ত্রী, ত্রপা লজ্জা; সা অত্র বিপ্রগৃহে ॥

৯। দিষ্টাতীতাঃ শুভাশুভকর্মশূন্যাঃ, নিত্যসিদ্ধা অপীত্যর্থঃ। মার্গণমন্বেষণম্; ব্রজ্যে গন্তব্যে জাতালস্যাঃ, অতঃপরং শ্রমাদ্গান্তমলসা অভবন্নিত্যর্থঃ। তদপি লালস্যং লালসা তস্যালাঘবেনানল্পত্বেন হেতুনা সত্বরাশ্চ গমনে ত্বরাবন্তশ্চ। পুরোঽগ্রতঃ পুরঃ পুরাণি, তেষাং বিপ্রাণাং দদৃশুঃ ॥

১০। যজ্ঞবাটং যজ্ঞস্থানং প্রবিবিশুঃ। কীদৃশম্? প্রাজ্যং প্রচুরং যৎ প্রাজ্যং প্রকৃষ্টমাজ্যং তদ্গন্ধিনস্তদ্গন্ধবতো

উপায় যা আছে বলছি—'ঐ অদূরে দূরদর্শী মুনিদেরও অনির্বচনীয় শ্রদ্ধাভাজন, বহু প্রভাবশালী মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ ভাবাধিক্যে অঙ্গিরস নামক মূর্তিমান্ রসস্বরূপ এক যজ্ঞ আরম্ভ করেছেন। এঁরা সতত বিস্তৃত ও বহুজনকে ভোজন করানো শোভায় উজ্জ্বল যশে বিভূষিত, জ্ঞানবৃদ্ধ, অজ্ঞান দূরকারী, গৃহস্থ, এবং বৈদিকক্রিয়াশ্রমপর। এঁদের নিকট গিয়ে প্রণাম করত প্রণয়-সাধ্বস-ভক্তি সহকারে জনে জনে আহ্বান করে, মহামহিম আর্যশ্রেষ্ঠের এবং আমার নাম নিয়ে, অবশ্যই অতি নিকটে না গিয়ে স্পষ্টরূপে আদরপূর্বক ভক্ষ্য যাচ্ঞা কর।

বিপ্রপুরী-যজ্ঞশালায় সখাগণের প্রবেশ ও তার শোভা দর্শন :

৯। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা আদিষ্ট হয়ে শুভাশুভ কর্মশূন্য - সহৃদয় - সেই যজ্ঞশালা পথ অন্বেষণে নিপুণ গোপবালকগণ খুসী মনে কিছুদূর গিয়ে পরিশ্রমহেতু যদিও চলনে অলসতা প্রাপ্ত হলেন তথাপি ভোজন-লালসায় দ্রুত চলতে চলতে সম্মুখে বিপ্রদের পুরী দেখতে পেলেন।

১০। অতঃপর প্রচুর যজ্ঞীয় ঘৃতের গন্ধবাসিত বহ্নির ধূমধ্বজানিবহে নয়নানন্দকর, ওর সৌরভ-বেগে ঘ্রাণের তৃপ্তিকর, অতি প্রকাশমান ওর গন্ধবাহী বায়ুর স্পর্শামোদে ত্বকের আমোদকর, সামবেদকে

শ্রবণরসায়নম্, আশোভিষ্যমাণশোভিষ্যমাণভক্ষ্যলিপ্সয়া রসনারসনায়কমিত্যেবমনেকেন্দ্রিয়প্রিয়ং যজ্ঞবাটং প্রবিবিশুঃ ॥

১১। প্রবিশ্য চ রঘুনায়কমিব ত্রেতাবতারম্, কোশলাপুরমিব বিসরযূপারম্, ভগীরথমিব সমুন্নীত-প্রাগ্বংশম্, অসমাপ্তব্রহ্মচর্য্যং বিপ্রদারকমিব সমেখলকুণ্ডলাংসম্, রসিকজনহৃদয়মিব প্রবিষ্টরসংপূর্ণম্, নিমন্ত্রণার্থপাকস্থলমিব প্রাজ্যস্থালীকম্, বিরহিণীজন-নয়নযুগলমিব সদাশ্রুবাসম্, বর্ষানদ-নদীকদম্বমিব

ধূমধ্বজস্য যজ্ঞবহ্নের্ধূমা এব ধ্বজাস্তেষাং নিবহেন। আশামুভিষ্যমাণং পূরয়িষ্যমাণং চ তৎ কৃষ্ণসভাং প্রাপ্য শোভিষ্যমাণঞ্চেতি 'উভ উম্ভ পূরণে' তথাভূতং যদ্ভক্ষ্যং তস্য লিপ্সয়া প্রাপ্তুমিচ্ছয়া রসনায়ৈ জিহ্বায়ৈ রসনায়কং রসপ্রাপকং প্রাপ্তেঃ পূর্বমপি স্বাদদায়কমিত্যর্থঃ। অনেকেন্দ্রিয়প্রিয়মুক্ত-প্রকারেণ নয়নাদিপঞ্চেন্দ্রিয়সুখদম্ ॥

১১। প্রবিশ্য যজ্ঞাগারং দদৃশুঃ। ত্রেতায়াং যুগেঽবতারো যস্য তম্; পক্ষে, ত্রেতায়া অগ্নিত্রয়স্যাবতরণং সন্নিধানং যত্র তম্; "দক্ষিণাগ্নির্গার্হপত্যাহবনীয়ৌ ত্রয়োঽগ্নয়ঃ। অগ্নিত্রয়মিদং ত্রেতা" ইত্যমরঃ। বিশিষ্টায়াঃ সরয্বাঃ পারং পারবর্তি; পক্ষে, যূপান্ ইয্ৰ্তি প্রাপ্নুবন্তীতি 'কর্মণ্যণ্' যূপারা বিসরাঃ সমূহা যূপারা যূপসম্বন্ধিনো যত্র তম্, যূপসমূহযুক্তমিত্যর্থঃ। সমুন্নীতাঃ সমুদ্ধৃতাঃ প্রাগ্বংশো পূর্বপুরুষা যেন তম্; পক্ষে, সমুচ্চীকৃতঃ প্রাগ্বংশো হবির্গৃহপ্রাগ্বর্তি যজমানগৃহং যত্র তম্; "প্রাগ্বংশঃ প্রাগ্ হবির্গেহাৎ" ইত্যমরঃ। সমেখলং মেখলাসহিতং কুণ্ডলং মৌঞ্জীরজ্জুরংসে স্কন্ধে যস্য তম্; "কুণ্ডলং কর্ণভূষায়াং পাশেঽপি বলয়েঽপি চ" ইতি মেদিনী; পক্ষে, মেখলাসমেতং কুণ্ডং লান্তি গৃহ্ণন্তি অংশা ভাগাঃ প্রদেশা যত্র তম্। প্রবিষ্টো রসো যত্র তৎ পূর্ণমন্যূনম্; পক্ষে, প্রকৃষ্টেন বিষ্টরেণ দর্ভমুষ্ট্যা সম্পূর্ণম্। প্রাজ্যাঃ প্রচুরাঃ স্থাল্যো

সুব্যক্তকারী স্বরের ধারক গানে শ্রবণরসায়ণ, এবং আশার পূরক ও কৃষ্ণসভা প্রাপ্তিতে শোভমান হওয়ার যোগ্য ভক্ষ্যের প্রাপ্তির ইচ্ছাদ্বারাই জিহ্বার পক্ষে প্রাপ্তির পূর্বেই স্বাদদায়ক—এইরূপে নয়নাদি পঞ্চেন্দ্রিয়-সুখদ যজ্ঞশালায় প্রবেশ করলেন কৃষ্ণসখাগণ।

১১। প্রবেশ করে তাঁরা যজ্ঞশালার শোভা দেখতে লাগলেন—রঘুপতি রাম যেমন 'ত্রেতাবতারম্' অর্থাৎ ত্রেতায় আবির্ভূত তেমনই এ-যজ্ঞশালা 'ত্রেতাবতারম্' অর্থাৎ আহবনীয়-দক্ষিণাগ্নি-গার্হপত্য এই অগ্নিত্রয়ের সান্নিধ্যবিশিষ্ট, অযোধ্যাপুরী যেমন 'বিসরযূপারম্' অর্থাৎ বিশিষ্ট সরযূনদীর তটবর্তী তেমনই এ-যজ্ঞশালা 'বিসরযূপারম্' অর্থাৎ যূপকাষ্ঠরাশিযুক্ত, ভগীরথ যেমন 'সমুন্নীতপ্রাগ্বংশম' অর্থাৎ পূর্বপুরুষের উদ্ধারকর্তা তেমনই এ-যজ্ঞশালা 'সমুন্নীতপ্রাগ্বংশম্' অর্থাৎ হবির্গৃহের পূর্বদিকে অবস্থিত যজমান-গৃহের দ্বারা শোভন, অসমাপ্ত-ব্রহ্মচর্য বিপ্রবালক যেমন 'সমেখল-কুণ্ডলাংসম্' অর্থাৎ কোমরে মেখলা ও স্কন্ধোপরি মুঞ্জতৃণ রজ্জুতে সুন্দর তেমনই এ-যজ্ঞশালা 'সমেখল-কুণ্ডলাংসম্' অর্থাৎ স্থানে স্থানে বেদীযুক্ত হোমকুণ্ডের সন্নিবেশে সুন্দর, রসিক জনের হৃদয় যেমন 'প্রবিষ্টরসংপূর্ণম্' অর্থাৎ ভক্তিরসের প্রবেশে সম্পূর্ণ তেমনই এ-যজ্ঞশালা 'প্রবিষ্টরসংপূর্ণম্' অর্থাৎ কুশমুষ্টিতে সম্পূর্ণ, নিমন্ত্রণ বাড়ীর পাকশালা যেমন 'প্রাজ্যস্থালীকম্' অর্থাৎ প্রচুর ভোজনপাত্রসমন্বিত তেমনই এ-যজ্ঞশালা 'প্রাজ্যস্থালীকম্' অর্থাৎ বিশুদ্ধ ঘৃত-ভোজনপাত্র-জল সমন্বিত, বিরহিণী জনের নয়নযুগল যেমন 'সদাশ্রুবাসম্' অর্থাৎ সদা বিগলিত অশ্রুর উৎস তেমনই এ-যজ্ঞশালা সদা শ্রুবের দীপ্তিতে

বিশালপূর্ণপাত্রম্, দুরীশ্বরসদ ইব সাধুমৃদুলূখলমুষলম্, ক্ষত্রিয়কুলমিব সমিৎকুশলম্, মহেশমিব সহোমং যজ্ঞাগারম্, উপায়চতুষ্কমিব সামপ্রধানম্, বিলাসিবক্ষঃস্থলমিব পদকক্রমকম্, মুনিকদম্বকমিব সুজটম্, তরুণীস্তনযুগলমিব সুসংহিতম্, গানং দধানৈরীশ্বরবরোপাসকৈরিব সময়াসময়জ্ঞৈঃ, কোদণ্ডৈরিব প্রধনেজ্যাশীলৈঃ সমাকীর্ণং দদৃশুঃ ॥

ভোজনপাত্রাণি যত্র তৎ; পক্ষে, প্রকৃষ্টমাজ্যং চ স্থালী চ কং জলং যত্র তম্। সদা অশ্রূণাং বাসো যত্র তৎ; পক্ষে, সদাশ্রুবাণামাসো গ্রহণং দীপ্তির্বা যত্র তম্; 'অস গতিদীপ্ত্যাদানেষু'। বিশালং বিস্তৃতং পূর্ণং ভরিতং চ পাত্রং নদীমধ্যভাগঃ স্থাল্যাদিকঞ্চ যত্র তম্; "পাত্রং তদন্তরম্" ইত্যমরঃ। দুরীশ্বরসদো দুষ্টরাজসভা। সাধূনাং মৃদূনাং চ যা লূষিচ্ছিদা তস্যাং বিষয়-ভূতায়াং খলা এব মুষলরূপা যত্র তৎ; পক্ষে, সাধু যথা স্যাত্তথা মৃদ্নাতীতি সাধুমৃৎ উলূখলং মুষলং যত্র তম্। সমিৎকুশলং যুদ্ধনিপুণম্; পক্ষে, সমিধঃ কাষ্ঠানি কুশাংশ্চ লাতি গৃহ্লাতীতি তম্; সহোমম্—উমাসহিতং হোমসহিতঞ্চ। যজ্ঞাগারং পুনঃ কথম্ভূতম্? গানং দধানৈঃ প্রধনেজ্যাশীলৈঃ সমাকীর্ণম্। গানং বিশিনষ্টি—উপায়েত্যাদি চতুর্ভিঃ। "ভেদো দণ্ড সামদানমিত্যুপায়চতুষ্টয়ম্" ইত্যমরঃ; সাম প্রীতির্বেদবিশেষশ্চ। পদকস্য নিষ্কস্য ক্রমেণ পরিপাট্যা কং সুখং যত্র তৎ; পক্ষে, পদানাং সুপ্‌তিঙন্তানাং কেন সুখেনৈব ক্রমো যত্র তৎ; শোভনা জটা লগ্নকচঃ স্বরাদি-

---

উজ্জ্বল, বর্ষার নদনদীসমূহ যেমন 'বিশালপূর্ণপাত্রম্' অর্থাৎ বিশাল ও গভীর মধ্যদেশবিশিষ্ট তেমনই 'বিশালপূর্ণপাত্রম্' অর্থাৎ এ-যজ্ঞশালা বিশাল খাদ্যপূর্ণ পাত্রবিশিষ্ট, দুষ্টরাজসভা যেমন 'সাধুমৃদুলূখলমুষলম্' সাধু ও মৃদু জনের ছেদনে উদ্যত খলপ্রকৃতিজনরূপ মুষলসমন্বিত তেমনই এ-যজ্ঞশালা 'সাধুমৃদুলূখলমুষলম্' অর্থাৎ হবনসামগ্রী সুষ্ঠুভাবে কোটনকারী উলূখল ও মুষলসমন্বিত, ক্ষত্রিয়কুল যেমন 'সমিৎকুশলম্' অর্থাৎ যুদ্ধ নিপুণ তেমনই এ-যজ্ঞশালা 'সমিৎকুশলম্' অর্থাৎ সমিধকাষ্ঠ ও কুশসমন্বিত, মহেশ যেমন 'সহোমং' অর্থাৎ উমাদেবী সহ বর্তমান তেমন এ-যজ্ঞশালা 'সহোমং' অর্থাৎ হোমবিশিষ্ট। আরও, এই যজ্ঞশালা গানধারী-প্রকৃষ্টধনশালী যাজ্ঞিকগণের দ্বারা সমাকীর্ণ দেখতে পেলেন গোপবালকগণ।

এ-গান কিরূপ? ভেদ-দণ্ডাদি উপায় চতুষ্কের মধ্যে সাম যেমন প্রধান তেমনই এ-গান সামবেদ প্রধান, বিলাসি-বক্ষোস্থল যেমন 'পদকক্রমকম্' অর্থাৎ স্বর্ণপদকের পরিপাটি বিন্যাসে সুখবিশিষ্ট তেমনই এ-গান 'পদকক্রমকম্' অর্থাৎ সুপ্‌তিঙন্তরূপ পদের সুখদায়ক ক্রমবিশিষ্ট, মুনিকুল যেমন 'সুজটম্' অর্থাৎ সুন্দর জটাসমন্বিত তেমনই এ-গান 'সুজটম্' অর্থাৎ মধুর সুরাদির সম্মেলনবিশিষ্ট, তরুণীর স্তনযুগল যেমন 'সুসংহিতম্' অর্থাৎ শোভন সন্ধিবদ্ধ তেমনই এ-গান 'সুসংহিতম্' অর্থাৎ শোভন সংহিতাবিশিষ্ট।

এ-যাজ্ঞিকগণ কিরূপ? ঈশ্বরশ্রেষ্ঠ উপাসক যেমন 'সময়াসময়জ্ঞৈঃ' অর্থাৎ সময় অসময় জ্ঞান-বিশিষ্ট তেমনই এ যাজ্ঞিকগণ 'সময়াসময়জ্ঞৈঃ' অর্থাৎ প্রাতর্মধ্যাহ্নাদিতে অতুলনীয় যজ্ঞশীল, ধনুক যেমন 'প্রধনেজ্যাশীলৈঃ' অর্থাৎ সংগ্রামে গুণধারী তেমনই এ-যাজ্ঞিকগণ প্রকৃষ্ট ধনবান্ ও পুনঃ পুনঃ যজ্ঞকারী।

১২। দৃষ্ট্বা চ নিঃসাধ্বসমেব শনৈঃ শনৈঃ পুরত উপগম্য ত উপগম্যমানহোমধূমধূতি-সুরভিপবন-তর্পিতনাসা নাসাদিততৃপ্তয়োঽনুধরনিরণিতবলয়নূপুরং পুরন্দরাদ্যাদরণীয়া অপি দণ্ডবন্নিপত্য বদ্ধাঞ্জলয়ো জলযোগগম্ভীরস্বরং স্বরঙ্গনসঞ্চারিণ ঋষীনিব তপোমহসা মহসারানিব মূর্ত্তানিব জাতবেদসো বেদসোদরতয়া-ঽদরতয়া যথার্থানুভবানিব মূর্ত্তিমতো মূর্ত্তিমতো ভূমিদেবানামন্ত্র্য নিবেদয়ামাসুঃ ॥

১৩। 'ভো ভো আর্য্যাস্তত্রভবন্তো ভবন্তো বিদাঙ্কুর্বন্তু শ্রীরামদামোদরয়োঃ সখায়ো বয়মতিথয়-স্তিথয় ইব প্রতিপদাদ্যা উভয়পক্ষসমসংখ্যাঃ। তত্র তেন হি সকলগুণাভিরামেণ রামেণ সমানমানস-সারেণ সারেণ রত্নসানুজেন সানুজেন বয়মিহ শুভবৎসু ভবৎসু প্রহিতাঃ। প্রহিতা হি ভবন্তঃ

সম্মেলনঞ্চ যত্র তৎ; 'জট ঝট সংঘাতে'; সুসংহিতং শোভনসন্ধিযুক্তম্; পক্ষে, শোভনা সংহিতা যত্র তৎ। সময়ম-সময়ঞ্চ জানন্তীতি তৈঃ; পক্ষে, সময়েষু প্রাতর্মধ্যাহ্নাদিষু অসমা যজ্ঞা যেষাং তে। প্রধনে সংগ্রামে জ্যাং গুণং শীলয়ন্তি ধারয়ন্তি তৈঃ; পক্ষে, প্রকৃষ্টধনাশ্চ তে ইজ্যাশীলাশ্চ যাজ্ঞিকাশ্চেতি তৈঃ। এতদেব বিশেষ্যপদম্; "ইজ্যাশীলো যাজজূকঃ" ইত্যমরঃ ॥

১২। তে আভীরদারকা দণ্ডবন্নিপত্য ভূমিদেবানামন্ত্র্য নিবেদয়ামাসুঃ। উপগম্যমানস্তোপলভ্যমানস্য হোমধূমস্য ধূনিঃ কম্পনং যতস্তথাভূতেন সুরভিণা পবনেন তর্পিতা নাসা যেষাং তে। জলযোগো মেঘস্তস্যেব গম্ভীরস্বরো যত্র তদ্-যথা স্যাত্তথা মহসারানিবোৎসবমুখ্যানিব, জাতবেদসো বহ্নীন্। বেদস্য সোদরতয়া বেদবিপ্রয়োস্তুল্যস্থানোদ্ভবত্বাৎ। অদরতয়া অনল্পতয়া। যথার্থানুভবান্ মূর্তিমত ইব, যথার্থানুভবাতিশয়বদিত্যর্থঃ। মূর্তিমতঃ কঠোরতাযুক্তান্; মূর্ত্তিঃ কাঠিন্যকায়য়োঃ" ইত্যমরঃ ॥

১৩। সমসংখ্যাস্তুল্যসংখ্যাঃ; পক্ষে, সম্যগসংখ্যা ইতি বহুতরান্নদিৎসাং প্রবর্ত্তয়ন্তি। সকলগুণৈরভিরামেণ বয়ং রামেণ প্রহিতাঃ প্রেষিতাঃ। নন্বু স এব কিমিতি নাগতঃ? তত্রাহুঃ—রত্নসানুঃ সুমেরুস্তজ্জেন তদ্ভবেন সারেণ স্থৈর্য্যেণ

সখাগণের যাজ্ঞিকগণের নিকট অন্নযাচ্ঞা ও আশাভঙ্গ ঃ

১২। অতঃপর ঐ যজ্ঞশালা দেখে তাঁরা নির্ভিকভাবে ধীরে ধীরে সম্মুখে এগিয়ে যেতেই উপলব্ধমান হোমধূম-কাঁপানো সুরভিত পবনে নাসা তাঁদের তৃপ্তিতে ভরে গেল। তবে এতে-তো পেটের তৃপ্তি হল না, তাই তখন ইন্দ্রের আদরণীয় হয়েও সেই বালকগণ বলয়নূপুরের ঝঙ্কার তুলে ভূমিতলে দণ্ডবৎ প্রণত হওয়ত বদ্ধাঞ্জলি হয়ে সেই ব্রাহ্মণগণকে, যাঁরা স্বর্গাঙ্গনে সঞ্চারী ঋষির মতো, তপস্যাতেজে উৎসবপ্রধানের মতো, মূর্তিমান্ অগ্নির মতো, বেদ ও বিপ্র তুল্যস্থানজাত হওয়াতে শ্রেষ্ঠত্বের হেতু মূর্তিমান্ যথার্থ অনুভবের মতো হলেও কঠোরতাযুক্ত তাঁদিকে জলদগম্ভীর স্বরে সম্বোধন করে নিবেদন করলেন—

১৩। 'ভো ভো পরমপূজনীয় আর্যগণ! আমাদের দিকে একটু মন দিন, শ্রীরামদামোদরের সখা আপনাদের অতিথি এই সম্মুখে উপস্থিত—প্রাতিপদ তিথি যেমন শুক্লকৃষ্ণ 'উভয়পক্ষসমসংখ্যাঃ' অর্থাৎ উভয় পক্ষের প্রথম দিন তেমনই আমরা এই সখারা 'উভয়পক্ষসমসংখ্যাঃ' অর্থাৎ গণনায় বেশ ভালভাবেই অসংখ্য। ঐ যে ঐখানে উপস্থিত সেই সকলগুণাভিরাম রাম ছোট ভাই-এর সঙ্গে

কৃপাকূপারাঃ কূপারামাদিপুণ্যকর্মাণো। ভো জনমাত্রপ্রিয়া ভোজনমাত্রপ্রিয়ান্ প্রাণিনঃ প্রীণয়ন্তি প্রায়শো যশোঽবদাতা দাতারো ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ। অদ্য প্রাতরকৃতাহারতয়াঽনারতয়া নানাবিহারকলয়া চ ক্ষুধিতৌ পরিশ্রান্তৌ চ তৌ শ্রীরামদামোদরৌ ক্ষামোদরৌ ক্ষান্ত্বা ক্ষণমথান্নকাঙ্ক্ষিণৌ ভবতোঽবতো গার্হমেধ্যমেধ্যব্রতং ক্ষুদুপশমনার্থমন্নমযাচেতাম্, তয়োঃ সহসহচরগণয়োঃ সমুচিতং চিতং সমাদরেণান্নং দাতুমর্হন্তি ॥'

১৪। ইতি নিবেদিতবৎসু তেষু সবিতানযজ্ঞানযজ্ঞা অপি তথা বালবাক্তয়া বা লবাক্তয়া বা মূঢ়তয়াঽগূঢ়তয়া গূহিতয়া ভগবৎকৃপয়া রহিততয়াঽহিততয়া বা নিরস্ত-তথাবিধসুকৃততয়া বা তত্র কৃতানাদরা নাদ-রাহিত্যেন মূকা ইব দারুণতাবধিরা বধিরা ইব ভদ্রমভদ্রমথবা তত্র যদি ন কিঞ্চিদূচিরে চিরেণাপি তদাভীরদায়াদা দায়াদানবিরহেণ বিরসা রসায়াং তানতিজরজরঠ-কাঠিন্যমতীন্ মত্বাঽমর্ত্তাক্রন্দন্মুখা

সমানো মানসস্য সারো ধৈর্য্যং যস্য তেন, ইতি তদ্গুণোদ্গারেণ দাতুঃ শ্রদ্ধামুৎপাদয়ন্তি। প্রহিতাঃ প্রকৃষ্টহিতাঃ কৃপায়া অকূপারাঃ সমুদ্রাঃ। ভো ইতি সম্বোধনে, জনমাত্রস্যৈব প্রিয়াঃ। ভোজনমদনম্। অনারতয়াঽবিশ্রাময়া নানাবিহার-কলয়া ক্ষণং ক্ষান্ত্বেতি রত্নসানুজেন সারেণেত্যুক্তপ্রকারেণাতিধৃতিমতোরপি তয়োঃ ক্ষুধয়া ধৃতিচ্যুতিং শ্রাবয়িত্বা দয়াং জনয়ন্তি। ভবতো যুষ্মানযাচেতাম্। কীদৃশান্? গার্হমেধ্যং গার্হস্থ্যমেব মেধ্যং পবিত্রং ব্রতমবতঃ পালয়তঃ পরমাদরেণ চিতং সমূঢ়ম্ ॥

১৪। বিতানং বিস্তারং যান্তীতি তথাভূতৈর্জ্ঞানযজ্ঞৈঃ সহিতা অপি; যদ্বা, সবিতানস্য যজ্ঞস্য যাচকানাদরেণ যোঽনয়স্তজ্জ্ঞা অপি। বালবাক্তয়া বালবচনত্বেন হেতুনাঽপ্রামাণ্যাত্তত্র নিবেদনে কৃতোঽনাদরো যৈস্তে। অগূঢ়তয়া স্পষ্টতয়ৈব যা মূঢ়তা তয়া বা। কীদৃশ্যা? লবঃ পশুচ্ছেদস্তত্রাক্তয়া সংসক্তয়া বা; শসনবিমুখা ইতি পূর্বোক্ত-ভগবদ্ভক্তিস্ত

পরামর্শ করে আমাদের মঙ্গলময় আপনাদের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। (তিনি নিজে কেন এলেন না—এর উত্তরেই যেন বলা হচ্ছে) তিনি যে সুমেরুপর্বতোদ্ভব স্থৈর্যের সমান স্থৈর্যবিশিষ্ট - (দাতার মনে শ্রদ্ধা উৎপাদনের জন্য এই গুণোদ্গার)। আপনারা তো প্রাণীমাত্রেরই প্রকৃষ্ট হিতৈষী, কৃপার সমুদ্র, কূপ উদ্যানাদি পুণ্যকর্মকৃৎ, ভো প্রাণীমাত্রের প্রিয়, আপনারা আহারমাত্র-প্রিয় প্রাণীদের সচরাচর তৃপ্তি দান করে থাকেন, আপনারা যশোজ্জ্বল, দানশীল, ব্রহ্মনিষ্ঠ। আজ প্রাতঃকালে খেয়ে আসা হয় নি বলে, বিশ্রামও এ পর্যন্ত হয় নি বলে, এবং নানা বিহারে ঘুরে বেড়ানোর দরুণ ক্ষুধিত পরিশ্রান্ত সেই শ্রীরামদামোদর ক্ষুৎপিপাসায় আর্ত হলেও ক্ষণকাল সহ্য করবার পর এখন অন্নাকাঙ্ক্ষী হয়ে গার্হস্থ্যধর্ম পালক আপনাদের নিকট ক্ষুধার উপশমের জন্য অন্ন যাচ্ঞা করে পাঠিয়েছেন। সহচরগণ সহ বিদ্যমান তাঁদিকে যথাযোগ্য রাশিকৃত অন্ন সমাদরে দেওয়ার জন্য আপনারা প্রস্তুত হয়ে যান।

১৪। তাঁরা এইরূপ নিবেদন করলে সেই ব্রাহ্মণগণ জাঁকজমকপূর্ণ জ্ঞানযজ্ঞ সহ বিদ্যমান হয়েও তাঁদের কথায় আদর করল না—বালভাষণ হেতু বা পশুবধরূপ কর্মাসক্তি হেতু, বা স্পষ্ট মূঢ়তা হেতু, গোপন ভাবেও একটু ভগবৎকৃপা না থাকা হেতু, বা শক্রতা হেতু, বা তথাবিধ সুকৃতির অভাব হেতু। দারুণতার সীমাপ্রাপ্ত বধিরের মতো তাঁরা যদি বহুক্ষণ পর্যন্ত কিছু না বলল তখন দায়েঠেকো

ইব দুঃখপরাঃ পরাবৃত্তিরে, পরাগচ্ছতোঽপরাগচ্ছতোষঃ শ্রীদামোদরো দরোদিত-স্মিতমালোকয়ন্নাকারত এব রত এবমেষামকৃতার্থতার্থতাৎপর্য্যনির্ণয়ে যাজ্ঞিকচ্ছবি-প্রাণাং বিপ্রাণাং দয়ালুভাবো নৈব পুষ্টো বপুষ্টো নির্গত ইবেতি নিরণৈষীৎ ॥

১৫। উপসৃত্য চ তে সবৈমনস্যমূচুঃ,—'ভো রাম! রামণীয়কস্য কস্যচিৎ পরা কোটিরালোকিতা, কঠিনতা ন তাদৃশী কুত্রাপি বর্ত্ততে তেষাং যাদৃশী দৃশীক্ষিতাস্মাভিঃ, তে ব্রাহ্মণপুঙ্গবাঃ পুঙ্গবা এব, যদাত্মমোদনমোদনমস্মাভির্ভবন্নাম্না যাচিতং নাম্নায়াচিতং কিমপি তৈরুক্তম্, অস্তু দূরে দানপ্রসঙ্গঃ। অপি তু পচত-ভুজ্জতা খাদত-পিবতা আগচ্ছত-গচ্ছতা গৃহ্লীত-চলতেত্যাদিভূয়স্য এব বাচঃ শ্রুতা দৃষ্টাশ্চ। তথা তথা ব্যবহরন্তোঽভ্যবহরন্তোঽভ্যগারমগাধবোধাঃ পরস্সহস্রাঃ সহস্রাবিণঃ পুরুষা রুষা তত্র ন

যাজ্ঞাপ্রবর্ত্তনার্থৈবেত্যবসেয়ম্। গৃহিতয়া গুপ্তয়াপি ভগবৎকৃপয়া রহিতয়া বা, অহিতো দুহৃর্দং তত্তয়া বা, নিরন্তমনুৎপন্নমেব উৎপন্নবিনষ্টং বা তথাবিধং সুকৃতং যেষাং তত্তয়া বা—ইতি হেতুপঞ্চকং বিকল্পিতম্। দারুণতায়া অবধিং সামাং রান্তি গৃহ্লন্তীতি তে। আভীরদায়াদা গোপবালকাঃ; "দায়াদৌ সুতবান্ধবৌ" ইত্যমরঃ। অতিথিত্বাদ্দায়তুল্যং যদাদানং গ্রহণং তস্য বিরহেনাতিজরা অতিজীর্ণা জরঠস্যেব কাঠিন্যং যস্যাস্তথাভূতা মতির্যেষাং তান্ মত্বা জ্ঞাত্বা। অমত্বাং মা শোভা তদ্রহিতত্বাৎ আশাভঙ্গহেতোর্মালিন্যাদিত্যর্থঃ। পরাবৃত্যাগচ্ছতস্তানালোকয়ন্ পশ্যন্নেব বিপ্রাণাং দয়ালুভাবো দয়ালুত্বং বপুষ্টো দেহতো ন নির্গত ইবেতি নিরণৈষীৎ নির্ণীতবান্। কীদৃশঃ? অপরাঙ্ ন পরাস্তোঽচ্ছতোষো যস্য সঃ। তান্ সরসীকর্তুং পুনশ্চ যাজ্ঞায়াং প্রবর্ত্তয়িতুং চেতি ভাবঃ। আকারত আকারাদেবৈষাং গোপানামকৃতার্থতারূপো যোঽর্থস্তস্য তাৎপর্যনির্ণয়ে রতঃ। যদেবাহ যাজ্ঞিকেত্যাদি। যাজ্ঞিকানাং ছবিং রূপমাত্রম্, ন তু পরানুগ্রহরূপং স্বভাবং প্রান্তি পূরয়ন্তীতি তেষাম্॥

১৫। রামণীয়কস্যেতি বিরুদ্ধলক্ষণয়া কথনম্। আত্মানং মোদয়তীত্যাত্মমোদনং যৎ ওদনমস্মাভির্ভবন্নাম্না তন্নামোল্লিখ্য যাচিতম্, তত্রান্নায়োচিতং বেদশাস্ত্রসংগৃহীতং তৈঃ কিমপি নোক্তম্; "আচিতঃ সংগৃহীতেঽপি বৃন্দেঽপি স্যাত্রিলিঙ্গকঃ" ইতি মেদিনী। বেদশাস্ত্রসংগৃহীতাতিথিসম্মাননধর্মাজ্ঞানমেব তেষাং পুঙ্গবত্বপ্রয়োজকমিতি ভাবঃ। পচতভুজ্জতেত্যাদি

দানও অপ্রাপ্তিতে গোপবালকগণ বিষণ্ণ হয়ে ঐ ব্রাহ্মণগণকে অতিজীর্ণা ও বার্দ্ধক্যের কঠোরতার মতো কঠোর মতি মনে করে আশাভঙ্গ হেতু মলিনতায় যেন কাঁদোকাঁদো মুখে দুঃখের সহিত ফিরে গেলেন। তাঁদের ফিরে আসতে দেখে শ্রীদামোদর মনের নির্মল সন্তোষ না হারিয়ে একটু মুচকি হেসে ঐ গোপবালকদের মুখ চোখের চেহারা দেখে তাঁদের অকৃতার্থতারূপ বিষয়ের তাৎপর্য নির্ণয়ে রত হলেন। যাঁরা যাজ্ঞিকের আকারমাত্রই ফলাও করে বেড়ায় পরানুগ্রহ স্বভাবে কিছুই নয়, সেই ব্রাহ্মণদের দয়ালুতা দেহ ছেড়ে যেন বাইরে আসবার মতো পুষ্ট হয়নি—এরূপ নির্ণয় করলেন তিনি।

১৫। নিকটে এসে তাঁরা বিমনাভাবে বললেন—'ভো রাম! রমণীয়তার কোনও অনির্বচনীয় পরাকাষ্ঠা দেখলাম, তাঁদের নয়নে যেমন কঠিনতা দেখলাম তা ভূভারতে কুত্রাপি নাই, ঐ ব্রাহ্মণগণ নামমাত্রই যাজ্ঞিক আসলে তো বেদশাস্ত্রে অজ্ঞানতাবশতঃ একটি আস্ত বলদ,—যেহেতু তোমার নাম করে আত্মার প্রীতিকারক খাদ্যদ্রব্য আমরা চাইলাম, অথচ তারা বেদশাস্ত্র-সমুচিত কোনও

গতমস্মাভিরেষাং বিপ্রাণামমর্য্যাদয়া দয়ালুতয়া চ ন স্থিতং ক্ষণমপি, ব্রীড়ৈব পরমর্জিতা, জিতা চ নিজাভিজাত্যরীতিঃ। অহো বয়স্য কৃষ্ণ! কৃষ্ণবর্ত্মনো ধূমা এব যৎ ক্ষণং পীতাস্তদেব নো লাভঃ, কিং বদামো দামোদর! যত্তাবত্তাবকং বচনং তদেব দেবনির্দেশ ইব নঃ শিরঃ-শেখরীভবতি, খরীভবতি ন কদাপি পীযূষযূষস্তেন হি ভবদ্বচসৈব সৈবমাসাদিতা কাচন ব্রীড়া' ইতি॥

১৬। ভূয়শ্চ ভূয়শ্চতুরতারতামুদারমুদারস্মিতামুবাচ বাচমসৌ ভগবান্ সৌভগবান্ বল্লবেশ্বরতনয়ো রতনয়োদয়মধুরম্,—'ভো ভো মানবোঢ়ারো মা নবোঢ়ারোষেণ বিগ্না ভবিতুমর্হত। ন কিং স্বার্থপরাঃ স্বার্থপরাহত্যা হত্যামিব মন্যন্তে, তদুচিতমেব বো ভো বোভোতি মনোগ্লানিঃ। তথা পুনরপি নর-পিশুনতাদোষদৃষ্টিস্তেষু ন কার্য্যা, কার্য্যান্তরানুরোধরোধবশা হি তেষাং মনোবৃত্তয়স্তেন হি তে ন

"আখ্যাতমাখ্যাতেন ক্রিয়াসাতত্যে" ইতি সমাসঃ। তথা ব্যবহরন্তো রসবতীষু পচনভর্জনাদিক-ব্যাপারবন্তঃ, অভ্যব-হরন্তো ভুঞ্জানাঃ, অভ্যাগারমগারাভ্যন্তরে। পরঃসহস্রাঃ সহস্রতোঽপ্যপরিসংখ্যকাঃ। সহমিলিত্বৈব আবিশো গমনাগমন-পরাঃ; 'ক্রু গতৌ' ইত্যাদিঃ। কৃষ্ণবর্ত্মনো যজ্ঞাগ্নেঃ। নন্বু মামেব সম্বোধ্য দুঃখোদ্গারেণ যাজ্ঞাপ্রবর্ত্তক-মদ্বচনস্যৈব দুঃখদায়িত্বমধুনা কিমিতি ধ্বন্যতে, পূর্বমেব তৎ কিমিত্যসম্মতং নাক্তদম্? তত্রাহুঃ—যত্তাবদিত্যাদি। তেন হি তৎ-প্রামাণ্যেনৈবেত্যর্থঃ॥

১৬। ভূয়শ্চ পুনরপি বাচমুবাচ। ভূয়স্যা চতুরতয়া চাতুর্যেণ রতাং সংসক্তামুদারাং মুদমিয়র্তি ব্যঞ্জকত্বেন প্রাপ্নো-তীতি তথাভূতং স্মিতং যস্যাং তাং রতং প্রীতির্নয়ো নীতিস্তয়োরুদয়েন মধুরং যথা স্যাত্তথা। নবোঢ়ায়া ইব যো রোষঃ কারণাকারণবিবেকশূন্যস্তেন বিগ্না উদ্বিগ্নাঃ। স্বার্থস্য পরাহত্যা পরকৃতাঘাতেন বো যুষ্মাকম্। ভো ইতি সম্বোধনে,

---

একটা উত্তরও করল না, দান-প্রসঙ্গ তো দূরের কথা।

ওদিকে কিন্তু পাক কর - ভাজাভাজি কর - খাও পিয় - আস যাও - নেও চলো ইত্যাদি বহু বহু কথা কানে এল, দেখলামও অনেক কিছু বটে। রান্নাঘরে তো এই এই ভাবেই রান্নাবাড়াদি ব্যাপার চলছে, জ্ঞানিশিরোমণিগণ গৃহাভ্যন্তরে ভোজনে ব্যস্ত রয়েছে, আর তথায় বাইরে সহস্রাধিক লোকজন একই সঙ্গে যাতায়াতে ব্যস্ত হয়ে আছে। আমরা ক্রোধবশে তথায় গেলাম না, এই বিপ্রদের হাতে দয়ালুতা গুণের অমন অমর্যাদা দেখে আমরা ক্ষণকালও সেখানে দাঁড়ালাম না, ওখানে গিয়ে লাভের মধ্যে লাভ তো হল লজ্জার একশেষ, আর উজ্জ্বলীকৃত হ'ল নিজেদের কুলমর্যাদারীতি। অহো বয়স্য কৃষ্ণ! যজ্ঞধূম যা ক্ষণকাল পীত হ'ল লাভ বলতে লাভ তো তাই হল। অহো, তোমার যা কিছু কথা সবই তো আমরা দেববাক্যের মতো মাথার চূড়ামণি করে নি। 'অমৃতযূষ কখনও-ই খরে যায় না'—প্রমাণসিদ্ধ তোমার সেই বাক্যেই কি-না আমরা এই এক অনির্বচনীয় লজ্জায় পড়ে গেলাম।

পুনরায় বিপ্রভার্যাগণের নিকট প্রেরণ ঃ

১৬। পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ অতি চতুরতা মাখান মহান্ আমোদ ব্যঞ্জক মুচকি হাসি মুখে প্রীতিনীতির সঞ্চারে মধুর মধুর এই কথা বললেন—'ভো ভো অভিমান ভোরা! নব বিবাহিতা রমণীর মতো তোমাদের বাম্যভাব ধারণ করা উচিত নয়। স্বার্থপর ব্যক্তিরা কি স্বার্থসম্বন্ধে পরকৃত বাধায় জীবন

হিতে বো ভবিতুমশক্নুবন্। অতঃ পরং পরং নিরপায়মুপায়মুপদিশামি দিশাঽমিতয়ৈবানয়ৈব ভবদ্ভির্ব্যবহ্রিয়তাম॥

১৭। সন্তি তত্র লব্ধোদয়া দয়া ইব শরীরিণ্যঃ, আশু চিতাঃ শুচিতা ইব মূর্তিমত্যঃ, প্রমদা মদাত্মকতাসম্পদ ইব ধৃতাকৃতয়ঃ, মানব্যোঽপি ন মানব্যঃ, প্রতীপদর্শিন্যোঽপি ন প্রতীপদর্শিন্যঃ, ক্ষিপ্রমোদা অপি অক্ষিপ্রমোদাঃ, শাতপ্রদা অপি অশাতপ্রদাঃ, সকলা অপি নিষ্কলাঃ, ভূষিতা অপি ন ভূষিতাঃ, প্রভার্য্যা অপি বিপ্রভার্য্যাঃ পত্নীশালামুদ্দিশ্য মুদ্দিশ্যমানেন চেতসা তাসামভ্যাসমভ্যাসন্নাঃ প্রসন্নাঃ প্রকামং মন্নাম্না সর্বমোদনমোদনমর্থয়ধ্বম্। তাঃ কিল বোঽলবোৎপন্নামাশাং কল্পব্রততিততিকল্পাঃ

বোভোতি, অতিশয়েন ভবতি। নরেষু পিশুনতয়া যা দোষদৃষ্টিঃ, সা তেষু ন কার্যা। তেন হেতুনা, হি নিশ্চিতম্, তে বিপ্রা বো যুষ্মাকং হিতে বিষয়ে ভবিতুং নাশক্নুবন্। অতঃপরমেতদনন্তরং পরমন্যম্; অমিতয়াঽতুলয়াঽনয়ৈব দিশা ব্যবহ্রিয়তাম্॥

১৭। ননু ভবন্তু তা দয়াময্যঃ, কিন্তু স্ত্রীত্বাদশুচিত্বং তাসামাশঙ্কেমহীতি? তত্রাহ—আশু চিতাঃ শীঘ্রং বৃন্দীভূতাঃ, শুদ্ধতা ইব মদাত্মকতা মদর্পিতমনস্কতা। মানব্যোঽপি মানুষ্যোঽপি ন মানব্যো ন মানস্য যাচকাবমাননলক্ষণগর্বস্য বীঃ প্রজননং যাসু তাঃ। প্রতীপদর্শিন্যঃ স্ত্রিয়োঽপি ন প্রতীপদর্শিন্যো ময়ি ন প্রতিকূলং পশ্যন্ত্যঃ। ক্ষিপ্রং শীঘ্রং মন্নামশ্রবণমাত্রেণৈব জনিষ্যমানো মোদো যাসাং তাঃ। অক্ষিপ্রমোদাঃ, অক্ষ্ণাং দ্রষ্টৃনেত্রাণাং প্রমোদো যভ্যস্তাঃ। শাতপ্রদা যথেষ্টভৈক্ষ্যবিতরণেন সুখদায়িন্যঃ; অশাতং ক্ষুদ্বাধারূপমমঙ্গলং প্রকর্ষেণ দ্যন্তীতি তাঃ। ন তত্র যাচনাপেক্ষাপীত্যাহ—সকলাঃ কলা বৈদগ্ধীস্তৎসহিতাঃ। আকারাদেব যুষ্মাকমভিপ্রায়ং জ্ঞাস্যন্তীতি ভাবঃ। ন তত্র দারিদ্র্যমপি

চলে যাওয়ার মতো মনে করে না? করে। তাই ওহে তোমাদেরও এ-মনোগ্লানি উচিতই বটে। তবে এও বলতে হয় খলতা হেতু সাধারণ জনে যে পরদোষদৃষ্টি দেখা যায় তা তোমাদিকেতে থাকা উচিত নয়। নিশ্চয়ই অন্য কার্যানুরোধে তাদের মনোবৃত্তি অন্যত্র ব্যাপৃত ছিল, তাই তোমাদের আকাঙ্ক্ষিত বিষয়ে মন দিতে পারে নি। অতঃপর অন্য এক অক্ষয়োপায় উপদেশ করছি, সেই অতুলনীয় নির্দেশানুসারে তোমাদের কাজ করা উচিত।

১৭। সেই যজ্ঞশালায় শরীরিণী লব্ধোদয় দয়ার মতো, আশু পুঞ্জীভূতা মূর্তিমতী শুচিতার মতো, মূর্তিমতী মদর্পিতমনস্কতা-সম্পদের মতো ব্রাহ্মণপত্নীগণ বিদ্যমান রয়েছে—তাঁরা 'মানব্যোঽপি ন মানব্যঃ' অর্থাৎ মানবী হয়েও যাচক-অবমাননারূপ গর্বের উৎস নয়, 'প্রতীপদর্শিন্যোঽপি ন প্রতীপদর্শিন্যঃ' অর্থাৎ স্ত্রীজাতি হলেও আমাতে কিছু প্রতিকূল অদর্শীনী, 'ক্ষিপ্রমোদা অপি অক্ষিপ্রমোদাঃ' অর্থাৎ আমার নাম শ্রবণমাত্রেই প্রকটিত আনন্দবিশিষ্টা হয়েও দ্রষ্টৃনেত্রের প্রমোদদায়িনী, 'শাতপ্রদাঽপি অশাতপ্রদাঃ' অর্থাৎ যথেষ্ট খাদ্যদ্রব্য বিতরণে সুখদায়িনী হয়েও ক্ষুদ্বাধারূপ অমঙ্গল সম্পূর্ণ দূরকারিণী, 'সকলা অপি নিষ্কলাঃ' অর্থাৎ বৈদগ্ধ্যবতী হয়েও অষ্টোত্তরশত সুবর্ণপদক দেয়ানেয়াকারিণী, 'ভূষিতা অপি ন ভূষিতাঃ' অর্থাৎ অলঙ্কৃতা হয়েও ভূমিতে অনুপবিষ্টা কিন্তু রাজ্ঞীর মতো স্বর্ণসিংহাসনে উপবিষ্টা, তথাপি তারা বিপ্রগণের ভার্যা, অতএব প্রভায় শ্রেষ্ঠা। পত্নীশালা খুঁজে বের করে নিয়ে

কল্পয়িষ্যন্তি পরিপূর্ণামেব। তদয়ি দয়িতমিদং প্রীতিমদুদিতং মদুদিতং সমাশ্রুত্য শ্রুত্যর্থমিব মত্বা চ পুনর্গন্তুমর্হন্তি ভবন্তঃ ॥,

১৮। ইতি তদ্বচন-বলতো নবলতোদ্যানতঃ প্রমোদ-তরঙ্গরঙ্গভাজঃ সম্ভূয় ভূয় এব যজ্ঞবাটকবাটক-মধ্যে প্রবিশ্য পত্নীশালাং বিশালাং বিনীতাঃ সন্তঃ সমুপসর্পন্তি স্ম ॥

১৯। উপসৃত্য চ সতত-সম্মাননভোগা নভোগা অপঘনা অপঘনাসক্তচিরক্ষণপ্রভাঃ ক্ষণপ্রভা ইব, অজলাশয়া নালীকিনীর্নালীকিনীরিব, অনারামা আনারামাভাঃ সঞ্চারিণীঃ কার্ত্তস্বরবল্লীরিব, অনিশা

শঙ্কনীয়ম্, যতো নিষ্কং পদকমষ্টোত্তরশতসুবর্ণং লান্তি গৃহ্ণন্তি দদতি চেতি তাঃ; "সাষ্টে শতে সুবর্ণানাং হেম্ন্যুরোভূষণে পলে। দীনারেঽপি চ নিষ্কোঽস্ত্রী" ইত্যমরঃ। অতএব ন ভুবি উষিতা উপবিষ্টাঃ, কিন্তু রাজ্ঞা ইব হেমপট্টাদিষ্বেবেতি ভাবঃ। তথাপি বিপ্রাণাং ভার্যাঃ, অতএব প্রভয়া আর্যা শ্রেষ্ঠাঃ। মৎপ্রীতিস্তয়ৈব দিশ্যমানেন প্রের্যমাণেন; অভ্যাসং নিকটম্, সর্বমোদনং সর্বসুখদম্। বো যুষ্মাকম্; অলবোৎপন্নামনল্পোৎপন্নাম্। দয়িতং যুষ্মৎপ্রিয়ং প্রীতিমৎ তাসামপি প্রীতিদায়ি, উদিতমুদ্গতং মদুদিতং মদ্বাক্যম্ ॥

১৮। সম্ভূয় মিলিত্বা ॥

১৯। ক্ষণপ্রভা বিদ্যুত ইব, অপঘনে স্বাঙ্গে, অসক্তা ন সংসক্তা; পক্ষে আসক্তা সমবেতা এব চিরক্ষণং ব্যাপ্য প্রভা কান্তির্যাসাং তাঃ;—"অঙ্গং প্রতীকোঽবয়বোঽপঘনঃ" ইত্যমরঃ। অপঘনা নির্মেঘাঃ; পক্ষে, অকঠোরাঃ;—"ঘনঃ সান্দ্রে দৃঢ়ে চাপি" ইতি মেদিনী। নভোগাঃ শ্রাবণমাসগামিনীঃ; "শ্রাবণস্তু স্যান্নভাঃ" ইত্যমরঃ। পক্ষে, নঞর্থক-নকারেণ কৃষ্ণবিরহাদ্ভোগহীনা ইত্যর্থঃ। ততেন বিস্তৃতেন সম্মানেন সম্যক্ পরিমাণেন সহিতাশ্চ তা নভোগা আকাশ-

---

তোমরা প্রীতিপ্রেরিত চিত্তের ভাবে প্রসন্ন হয়ে ঐ বিপ্রভার্যাগণের নিকট গিয়ে আমার নাম করে যথেচ্ছ সর্বসুখদ খাদ্যদ্রব্য যাচ্ঞা কর। কল্পলতাচয়সম ঐ বিপ্রভার্যাগণ তোমাদের অতিশয়রূপে জাত আশা পরিপূর্ণ করে দিবে—এতে ভুল নেই। তাই বলছি অয়ি সখাগণ, তোমাদের নিকট প্রিয় এবং তাদের নিকট প্রিয় আমার মুখের এই কথা বেদবাক্যের মতো মনে করে তোমাদের পুনরায় যাওয়া উচিত।'

১৮। কৃষ্ণের এই বচনবলে নবলতোদ্যান থেকে নির্গত, প্রমোদতরঙ্গরঙ্গের আধারস্বরূপ বালকগণ একসঙ্গে মিলিত হয়ে পুনরায় যজ্ঞশালার দ্বারমধ্যে প্রবেশ করে বিশাল পত্নীশালার নিকট গিয়ে বিনীতভাবে উপস্থিত হলেন।

বিপ্রভার্যাগণের রূপগুণ বর্ণন ঃ

১৯। সেখানে উপস্থিত হয়ে কৃষ্ণসখাগণ কঠোর চিত্ত ব্রাহ্মণগণের পত্নীগণকে দেখলেন—

বিদ্যুৎ যেমন 'সতত-সম্মাননভোগা' অর্থাৎ সম্যক্ পরিমাণে আকাশ এবং পৃথিবীতে প্রসরণশীলা তেমনই এঁরা 'সতত-সম্মাননভোগা' অর্থাৎ সতত সম্মানরূপ ধনে ধনী। বিদ্যুৎ যেমন 'নভোগা' অর্থাৎ শ্রাবণ মাসগামিনী তেমনই এঁরা 'নভোগা' অর্থাৎ কৃষ্ণবিরহে ভোগহীনা। বিদ্যুৎ যেমন 'অপঘনা' অর্থাৎ নির্মেঘা (নিষ্ঠুরের মতো মেঘ থেকে বেরিয়ে আসে), তেমনই এঁরা 'অপঘনা' অর্থাৎ

নিশাতাশ্চন্দ্রমসশ্চন্দ্রিকা ইব, অদররুন্ধতীররুন্ধতীপ্রভৃতীনামপি যশো মূর্ত্তিমতীঃ কীলাঃ কীলালযোনেরিব মহসা মহসারেণ সস্নেহা অপি সস্নেহদীপিকাবদুজ্জ্বলন্তীর্দিব্যৌষধীরিব ললিতান্নসভাসভাজনজনকরূপ-শ্রিয়স্তৎকালোচিত-ব্যাপারবতীঃ, পারবতীরিব লৌকিকচমৎকারস্য, রস্যতমবৎসলতালতা ইব মূর্ত্তিমতী-র্মতীহিত-ভগবদ্রতীঃ, ক্ষমাঃ ক্ষমাতলমাশ্রিতা ইব, গুণগণশোভা গণশো ভাতীরিব, পবিত্রাঃ পবিত্রাবসথ-

---

গাশ্চেতি তাঃ ; পক্ষে, সততং সম্মাননমেব ভোগা ধনং যাসাং তাঃ; "ভোগঃ সুখে ধনে চাহেঃ শরীরফণয়োরপি" ইতি মেদিনী। নালীকিনীঃ কমলিনীরিবাজলাশয়া জলাশয়বিনাভূতাঃ ; পক্ষে, অজড়াশয়াঃ। নালীকিনীর্নাল্যাং ক্ষুদ্র-মৃণালে কং জলং তদ্বতীঃ ; পক্ষে, ন অলীকবতীঃ সত্যচরিত্রা ইত্যর্থঃ। কার্ত্তস্বরবল্লীঃ কনকলতাঃ সঞ্চারিণীর্জঙ্গমা ইত্যুপমানবিশেষণমেব স্বরূপেণাপ্যভূতত্বব্যঞ্জকম্। যদ্যপ্যপঘনা অজলাশয়া অনারামা ইত্যাদীন্যপ্যভূতত্ব-ব্যঞ্জকানি, তথাপি তত্র তত্র স্বস্বযোগ্যাধিকরণেনৈব বিনাভূতত্বং বিবক্ষিতম্, ন তু স্বরূপেণেতি শ্লেষেণোপমেয়বিশেষণান্যপি তানি স্যুরিত্যনারামা আরামবিনাভূতাঃ ; পক্ষে, ন বিদ্যতে আ সম্যক্ রমণং কৃষ্ণবিরহাদ্‌যাসাং তাঃ। অনারামাভাঃ বিরাগশূন্যা আভাঃ কান্তয়ো যাসাং তাঃ। অনিশা নিশাবিনাভূতাঃ, নিশাতা নিতরাং তেজিতাঃ ; "নিশিত-ক্ষুত-শাতানি তেজিতঃ" ইত্যমরঃ ; পক্ষে, অনিশমেব ন নিতরাং শাতং সুখং কৃষ্ণবিরহাদ্‌যাসাং তাঃ। এবং ক্ষণপ্রভাদ্যুপমান-চতুষ্টয়েন তাসাং ক্রমেণ কান্তির্মার্দব-সৌরস্যে দুর্লভত্বঞ্চ বর্ণিতম্। আহ্লাদকত্বঞ্চ বর্ণিতম্, তদধিকরণানাং ঘনাদীনাং চতুর্ণাং শ্রীকৃষ্ণোপমানত্বঞ্চ ব্যঞ্জিতম্॥

এবং স্বরূপমুপবর্ণ্য তাসাং সধ্বীত্বমপি বর্ণয়তি—অদরেতি। অদর অনল্পং রুন্ধতীঃ প্রভাবং স্বযশসা আবৃণ্বতীঃ। কীলাঃ শিখাঃ, কীলালযোনের্বহ্নেঃ। সাদ্‌গুণ্যং বর্ণয়তি—মহৈরুৎসবৈঃ সারেণ স্থিরেণ মহসা তেজসাপি। অন্নাদি-

---

অকঠোরা অর্থাৎ সরসচিত্তা, বিদ্যুৎ 'অপঘনাসক্তা' অর্থাৎ মেঘরূপ নিজ অঙ্গে অনাসক্তা অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী, এঁরা কিন্তু 'অপঘনাসক্তচিরক্ষণপ্রভা' অর্থাৎ অঙ্গে পুঞ্জীভূত চিরস্থায়ী দ্যুতিতে উজ্জ্বল। 'অজলাশয়া নালীকিনী' বিনা সরোবরে জাত কমলিনীর মতো এঁরা অজড়াশয় অর্থাৎ নির্ভয় চিত্তা, 'নালীকিনীর্নালীকিনীরিব' অর্থাৎ কমল যেমন 'নালীকিনী' অর্থাৎ জলা ডাঁটাযুক্ত তেমনই এঁরা 'নালিকিনী' অর্থাৎ অলিক-ভাষিণী নয়। এঁরা 'অনারামাভাঃ' অর্থাৎ উদ্যান নয় এমন যেখানে সেখানে সঞ্চারণশীলা কান্তিপ্রবাহধারিণী স্বর্ণলতা সদৃশা—তথাপি কৃষ্ণবিরহে 'অনারামা' অর্থাৎ বিহার বিহীনা। এঁরা বিনা-নিশা নিরন্তর তেজঃপূর্ণ চন্দ্রের চন্দ্রিকার মতো—এরূপ হলেও কৃষ্ণবিরহে নিরন্তর সুখহীনা। (সাধ্বীত্বের কথা বলা হচ্ছে—) এঁরা নিরতিশয় সাধ্বীত্বের যশে অরুন্ধতি প্রভৃতির যশকে ম্লান করে দিয়ে মূর্তিমতী অগ্নিশিখার মতো বিরাজিতা। (সাদ্‌গুণ্যের বর্ণন—) এঁরা উৎসবপরম্পরা-প্রাপ্ত নিশ্চল তেজে-স্নেহময়ী বলে তৈলযুক্ত দীপিকাবৎ জ্বলনশীল দিব্যৌষধির মতো। (খাদ্যাদি বিতরণে স্বাতন্ত্র্য বলা হচ্ছে—) এঁরা সুন্দর খাদ্যাদি যে সভায় পরিবেশন হচ্ছে সেই সভাজনের প্রিয় সম্ভাষণ-জনয়িত্রী রূপসম্পত্তিশালিনী ও তৎকালোচিত কর্মকৃতিনী। এঁরা লৌকিকচমৎকারের সীমান্ত-বর্তিনী। (বুবুক্ষিত জনমাত্রকে উপেক্ষা করণে অশক্তির কথা বলা হচ্ছে—) অতি আস্বাদ্য বৎসলতালতা সদৃশা এঁরা। এঁদের ভগবৎরতি বুদ্ধিদ্বারাই সাধিতা। (কুপিত-পত্যাদি-তর্জন সহনে সামর্থ্য বলা হচ্ছে—)

সম্পত্তি-তিরস্কারিণীরমূরমূর্ত্তা যাজ্ঞিক-পত্নীরবলোকয়ামাসুঃ ॥

২০। অবলোক্য 'নমো বো দ্বিজবৃষভ-দারাণামুদারাণামুদিত-মুদিত-করুণেভ্যোঽরুণেভ্যোঽঙ্ঘ্রি-কমলেভ্যঃ, নিবোধত নো বোধতনোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য সহচরাণাং নিবেদিতম্' ইত্যুপক্রম-সমকালমেব কৃষ্ণনাম্নাঽনাম্নাতেনাপি তেনাপি প্রত্যেকং কর্ণাভ্যমিতেন নিখিলব্যাপারতোঽপারতোত্থমাঃ কেনাপ্যনুপমোহনমোহনমন্ত্রেণেব প্রকৃষ্টাকৃষ্টাঽহরিণ্যো হরিণ্যো বা যুগপদেব তা দেবতা ইব প্রেমরসোপনিষদামবনিসদামবদাতমনসঃ ক্ষিতিসুররমণ্যঃ সসম্ভ্রমং ভ্রমদীক্ষণং ক্ষণং তেষামভিমুখানি মুখানি কৃত্বা

সামগ্রীবিতরণাদিষু স্বাতন্ত্র্যমাহ—ললিতাম্নেতি। ললিতান্নসভাস্বজনকর্তৃকং যৎ সভাজনং তস্য জনিকা হেতুভূতা রূপসম্পত্তির্যাসাং তাঃ, লৌকিকচমৎকারস্য পারবতীঃ সীমান্তবর্তিনীরিত্যর্থঃ। বুভুক্ষিতজনমাত্রোপেক্ষণাশক্তিমাহ—রস্যতমবৎসলতেতি। মত্যা বুদ্ধ্যাবেহিতা ভগবদ্রতির্যাভিস্তাঃ। কুপিত-পত্যাদি-তর্জনসহনসামর্থ্যমাহ—ক্ষমা ইতি। অতএব গুণগণানাং শোভা গণশঃ প্রতিগণং ভাতীরিব দীপ্যমানা ইব। স্ত্রীত্বাদৌৎপত্তিকাশৌচস্য প্রাপ্তস্যাপি রাহিত্যমাহ—পবিত্রা ইতি। স্বত এব মহার্ঘত্বমাহ—পবিনা বজ্রেণ ত্রায়ত ইতি পবিত্র ইন্দ্রস্তস্যাবসথসম্পত্তেরপি তিরস্কারিণীঃ, যাজ্ঞিকসম্বন্ধেন প্রসক্তং কাঠিন্যং বারয়তি। অমূর্তা অকঠিনাঃ॥

২০। উদিতং মুদিতং প্রফুল্লত্বং যেষাং তানি চ করুণানি দয়ালূনি চ তেভ্যো নিবোধত, অবগচ্ছত। নোঽস্মাকং নিবেদিতম্, বোধতনোর্জ্ঞানঘনমূর্তেঃ। অনাম্নাতেনাপ্যনভ্যস্তেনাপি সকৃদেবোচ্চরিতেনেত্যর্থঃ। তথাপি কর্ণস্যাভি অভ্যন্তরেঽভিমুখে বাঽমিতেনাপরিমিতেন সতাঽপাস্তোত্থমা বিরতোত্থমাঃ; অনুপমমূহনং বিস্ময়মূলক-বিতর্কো যতস্তথাভূতেন মোহনমন্ত্রেণেব প্রকৃষ্টং যথা স্যাত্তথাকৃষ্টা হরিণো মৃগ্যো বা হেমপ্রতিমা বা : "হরিণী স্যান্মৃগী হেমপ্রতিমা হরিতা চ যা" ইত্যমরঃ। তেন জাড্যভাবোদয়ো ব্যঞ্জিতঃ। প্রেমরস এব উপনিষদস্তাসাং দেবতা অধিষ্ঠাত্র্য ইব। তাসাং কীদৃশীনাম্? অবনিষদাং ভূমাবপি প্রচরন্তীনামিত্যর্থঃ। উপনিষদো হি সত্যলোকবর্তিন্য এবপ্রসিদ্ধা ইত্যবদাতমনসঃ শুদ্ধচিত্তাঃ,

---

এঁরা ভূতল-আশ্রিত মূর্তিমতী ক্ষমাদেবীর মতো। অতএব বিবিধ গুণরাজির শোভা যেন এঁদের প্রতি জনে জনে দীপ্যমান। (স্ত্রীজাতী সুলভ জন্মাশৌচপ্রাপ্তিরও রাহিত্য বলা হচ্ছে—) এঁরা সদা পবিত্র। (এদের স্বাভাবিক মহার্ঘত্ব বলা হচ্ছে—) এঁরা বজ্রের দ্বারা ত্রাণকর্তা ইন্দ্রের সম্পত্তিরও তিরস্কারিণী।

বিপ্রভার্যাগণের নিকট অন্নযাচ্ঞা ঃ

২০। দেখেই বলতে আরম্ভ করলেন—'হে উদার দ্বিজশ্রেষ্ঠ-পত্নীগণ! আপনাদের প্রফুল্লতা দয়ালুতার উৎস অরুণ চরণকমলে প্রণাম করছি। আমরা জ্ঞানঘনমূর্তি শ্রীকৃষ্ণের সহচর। আমাদের নিবেদন একটু ধ্যান দিয়ে শুনুন।' এই উপক্রমের সমকালেই 'কৃষ্ণ' নামের এই একবার উচ্চারণই তাদের কর্ণের নিকট ঝঙ্কৃত হতে থাকলো লক্ষ কোটি ছাড়িয়ে অপরিমিতরূপে তাঁদের করে দিল নিখিল ব্যাপার থেকে উদ্যমহীন। অহো এ কোন্ মোহন মন্ত্র! অনির্বচনীয়, অনুপম, বিস্ময়-বিতর্কের আকর এই মোহন মন্ত্রের তীব্র আকর্ষণে মন্ত্রমুগ্ধ হরিণীর মতো বা স্বর্ণপ্রতিমার মতো সকলে একসাথেই আকৃষ্টা, বা ভূমিতলে সঞ্চরণশীলা উপনিষদের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মতো শুদ্ধচিত্তা সেই ব্রাহ্মণপত্নীগণ

যন্তবতস্থিরে স্থিরেণ মনসা, তদা তেঽপি সমাশ্বাসাশ্বাসাত্মমানাভ্যাগমগমকবদনশ্রিয়ো বাক্যশেষং সমাপয়িতুমারেভিরে ॥

২১। 'ভো ভো ভূদেব্যঃ! তত্রভবতীষু ভবতীষু শ্রীব্রজরাজকুমারঃ কুমারঃ কুমারয়ন্নন্ত প্রাতরকৃত-ভোজনতয়া জনতয়া সহ ক্ষুধিতোঽধিতোত্তমযাচ্ঞামোদনার্থী মোদনার্থী চাস্মাকং সহচরাণাম্। স কিল প্রমোদবর্ষী বর্ষীয়সা দেবেনবলদেবেন বলদেবেন বলমানো নিকট এব বিরাজমানো বর্ত্ততে ॥

২২। স তাবদতিবিশ্রুতঃ শ্রুতশ্চ ভবতীভিরপি পরম্পরয়া পরয়া বার্ত্তয়াঽবার্ত্তয়া যঃ কিল বাল এব পূতনামাপূতনামানমকার্ষীৎ, তৃণাবর্ত্তমপি তৃণাবর্ত্তমপি শবকং বকং মহাব্যালং ব্যালজ্জিতজীবনং নির্বিষং বিষং চ কালিন্দ্যাঃ। কিং বহুনা পল্লবেন ? লবেন যস্য গুণগণামৃতজলধিশীকরাণাং চরাচরান্তরে সুরাসুরাদি-বন্দ্যা অপি ন তুলামর্হন্তি ॥'

সসম্ভ্রমং যথা স্যাত্তথা ভ্রমন্তী পাকাদি-স্বস্বকৃত্যাতঃ পরাবৃত্তমানে ঈক্ষণে যত্র তদ্‌যথা স্যাত্তথা ক্ষণং ব্যাপ্য ; তেষাং গোপ-বালকানাং সম্যগাশ্বাসেন কর্ত্রা আশু শীঘ্রমাসাত্মমানঃ প্রাপ্যমাণঃ স্বীক্রিয়মাণ অভ্যাগম আভিমুখ্যেনাগমনসামর্থ্যং তদ্গমিকা তদ্ব্যঞ্জিকা বদনশ্রীর্মুখশোভা যেষাং তে ॥

২১। কুমারঃ কৌ পৃথিব্যাং মারঃ কন্দর্পতুল্যঃ কুমারয়ন্ ক্রীড়য়ন্, অধিত অধারয়ৎ। বর্ষীয়সা জ্যেষ্ঠেন দেবেন দেবেন্দ্রস্তত্তুল্যেন বলেন দীব্যতীতি তথা তেন বলদেবেন ॥

২২। বার্তয়া কথম্ভূতয়া ? অবার্ত্তয়া মহত্যেত্যর্থঃ। যদ্বা, নিরাময়য়া নির্বিঘ্নয়েত্যর্থঃ; "বার্ত্তং ফল্গুন্যরোগে চ" ইত্যমরঃ। পূতনাং রাক্ষসীমপি আ সম্যক্ পূতং পবিত্রীকৃতং নামাপি যস্যাস্তথাভূতামকার্ষীৎ। স্তনমাত্রদানপ্রভাবাদিব মৃতায়া অপি তস্যা দগ্ধদেহস্যাপ্যগুরুসৌরভোদ্গারাদিত্যপ্রতর্ক্যমাহাত্ম্যমুক্তম্। অলৌকিকং শৌর্যমপ্যাহঃ—তৃণাবর্ত্তমসুর-মপি তৃণৈরাবৃত্যাতেঽসাবিতি তথাভূতং শবমিত্যর্থঃ। অকার্ষীদিত্যস্য সর্বত্রানুবৃত্তিঃ। বকমপি শবকং কুৎসিতং শবম্; নির্বিষং

সসম্ভ্রমে নিজ নিজ হাতের পাকাদি কর্ম থেকে নয়ন ফিরিয়ে ক্ষণকাল ঐ বালকদের দিকে মুখ করে যদি দাঁড়িয়ে রইলেন স্থির মনে, তখন ঐ বালকগণও আশ্বাসনের দ্বারা সত্ত্ব প্রাপ্ত তাঁদের দিকে গমন সামর্থ্যসূচক মুখশোভা ধারণ করে আরব্ধ বাক্যের শেষ অংশ সমাপন করতে আরম্ভ করলেন।

২১। 'ভো ভো ব্রাহ্মণীগণ! প্রাতে খেয়ে না আসার দরুণ নিজজনদের সঙ্গে খেলতে খেলতে পৃথিবীর কন্দর্পতুল্য ব্রজরাজকুমার ক্ষুধা-কাতরতায় অন্নার্থী হয়ে, ও সখাগণের প্রসন্নার্থী হয়ে পরমপূজনীয়া আপনাদের নিকট এক উত্তম যাচ্ঞা করেছে। প্রমোদবর্ষী জ্যেষ্ঠভাই ইন্দ্রতুল্য বলদীপ্ত বলদেবের দ্বারা বলবান্ সে এই নিকটেই আছে।

২২। সে এক সর্বদেশপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি। আপনারাও তার কথা শুনেছেন নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠভক্তলোক পরম্পরা মহতি কথায়—যে বালক অবস্থাতেই রাক্ষসী পূতনাকে করে দিল অতি পবিত্রনামা, মহারাক্ষস তৃণাবর্তকে কবর দিয়ে দিল তৃণে, বকাসুরকে করে দিল কুৎসিত শবে পরিণত, অঘাসুরকে করে দিল জীবনহীন, আর কালিন্দীকে নির্বিষ। তার বহু পল্লবিত করবার প্রয়োজন কি? চরাচরে যাঁর গুণগণামৃত-জলধিবিন্দুর লেশমাত্রের সহিতও সুরাসুরাদি-বন্দনীয় জনও তুলনার যোগ্য নয়।

২৩। ইতি তেষামুদিতমুদিতসুধাসুধারায়মাণমানয়ন্তীনাং শ্রবণসীমনি সীমন্তিনীনামাসাং মনোরথপথপরতরমভিলষণীয়তমং তমঞ্জসা স্বয়মুপনতমিব মহানিধিমহানিধিষণাধিরূঢ়ভাবমহানি ভাবমহানি বহুলানি যদর্থং গমিতানি, তমাসন্নমবগচ্ছন্তীনাং সপদি দ্রুতমিব চেতসা স্নাতমিবাক্ষিযুগলেন কন্টকিতমিব তনূলতাভির্লুপ্তেব করণবৃত্তিঃ, পরিবর্ত্তিতানীব জননানি, উদ্বর্ত্তিতানীব সৌভাগ্যানি, অন্যানীব শরীরাণি উৎকণ্ঠাময়ঃ সময়ো যথাশ্রুতশ্রীকৃষ্ণরূপময়ো নয়নব্যাপারঃ। এবং যদি পুনস্তাসামবস্থাবস্থানং ক্ষণমুল্ললাস, তদামী ব্রজকুমারাঃ সচমৎকারমিতরেতরমালোকয়ন্তঃ সমাশশঙ্কিরে। যথা—

আকর্ণ্য নঃ সরভসোৎকলিকাপ্রমোদং, যাচ্ঞাগিরং যুগপদেব তদৈব দেব্যঃ।
নৈবালপন্তি ন চলন্তি ন লোকয়ন্তি, হা হন্ত হা গ্রহগৃহীতদশাং কিমীয়ুঃ॥

গরলশূন্যম্, বিষং জলম্ "বিষং তু গরলে তোয়ে" ইতি বিশ্বঃ। পল্লবেন বিস্তরেণ বহুনা কিম্? "পল্লবোঽস্ত্রী কিসলয়ে বিটপে বিস্তরে বনে" ইতি মেদিনী। লবেন লেশেন॥

২৩। ইতি তেষামুদিতং বাক্যং শ্রবণসীমন্যানয়ন্তীনামাসাং সপদি তৎক্ষণ এব চেতসা দ্রুতমিবেত্যাদিযোজনা। উদিতসুধায়াঃ প্রকটীভূতামৃতস্য শোভনধারাতুল্যং তং কৃষ্ণরূপং মহানিধিমঞ্জসা শীঘ্রং স্বয়মেবোপনতং প্রাপ্তমিবাবগচ্ছন্তীনাম্। কীদৃশং তম্? ন বিদ্যতে হানির্যস্য তথাভূতো ধিষণাধিরূঢ়ো বুদ্ধ্যারূঢ়ো ভাবঃ সত্তা যস্য তম্। অহানি দিনানি বহুলানি যদর্থং গমিতানি যাপিতানি। কথম্ভূতানি? ভাবো ভাবনা স্মরণং তেনৈব মহ উৎসবো যেষু, ন তু সাক্ষাৎকারেণ তানি। চেতসা দ্রুতং দ্রবীভূতমিব, ততশ্চ তদ্দ্রবেণেব স্নাতমিবাক্ষিযুগ্মেন তৎস্নানেনৈব হেতুনা কন্টকিতং তনূলতাভিস্তৎকন্টকাঘাতেনেব লুপ্তেন্দ্রিয়বৃত্তিঃ, তল্লোপেনেব পরিবর্তিতানি জন্মানি জন্মপরিবর্ত্তেনেব তৎফলভূতসৌভাগ্যাম্যুদ্বর্তিতানি সৌভাগ্যোদ্বর্ত্তনলাভেনেবান্যানীব শরীরাণি তাদৃশ শরীরপ্রাপ্ত্যেব যোগ্যতয়া প্রিয়াভিসারার্থমুৎকণ্ঠাময়ঃ

অন্নযাচ্ঞা শ্রবণে বিপ্রভার্যাগণের অপূর্ব ভাবাবেশ ঃ

২৩। তাঁদের এইরূপ বাক্য শ্রবণসীমায় আনয়নকারিণী সীমন্তিনীগণের মন যেন তৎক্ষণাৎ ভাবে গলে গেল। তাঁদের মনে হতে লাগল প্রকটীভূত অমৃতের শোভনধারা তুল্য, মনোরথপথের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিলষণীয়তম, অবিনশ্বর বুদ্ধি-আরূঢ় সত্তাবিশিষ্ট সেই কৃষ্ণরূপ মহানিধি যাঁর জন্য বহুদিন অপেক্ষা করে বসে আছি শীঘ্রই যেন স্বয়ং নিকটে এসে গিয়েছে। ভাবভরে তাঁদের নয়নযুগল যেন অশ্রুজলে নেয়ে উঠল, তনূলতা রোমাঞ্চে যেন কন্টকিত হয়ে উঠল, ইন্দ্রিয়বৃত্তি সব যেন লুপ্ত হয়ে গেল, অবস্থান্তরিত নূতন জন্ম যেন লাভ হল ইন্দ্রিয়বৃত্তির লোপে। এই অবস্থান্তর-ফলভূত সৌভাগ্যরূপ বিলেপন দ্রব্যে শোভনা হলেন এঁরা। এতে তনূলতা তাঁদের অন্যরূপ দেখাতে লাগল। প্রিয় অভিসারার্থ সময় হয়ে উঠল উৎকণ্ঠাময়, সেই উৎকণ্ঠাপুষ্ট গাঢ় অভিনিবেশে নয়ন-ব্যাপার হয়ে উঠল শ্রীকৃষ্ণরূপময়। তাঁদের এইরূপ অবস্থার স্থিতি যদি ক্ষণকাল উল্লসিত হয়ে চলল, তখন ঐ ব্রজকুমারগণ সচমৎকার পরস্পর তাকাতাকি করতে করতে বিশেষভাবে আশঙ্কান্বিত হয়ে পড়লেন। যথা—

আবেশ - উৎকণ্ঠা - আনন্দের সহিত আমাদের যাচ্ঞা বাক্য শুনে তখনই যুগপৎ দেবীগণ

২৪। কিঞ্চ, পারুষ্যাদবহেলয়া চ গণিতং নাস্মাকমভ্যর্থনং
নোক্তং কিঞ্চন নৈব দত্তমপি যদ্বিপ্রৈর্ন তৎ কৌতুকম্।
শ্রুত্বা সস্পৃহমাদরেণ সুদৃশো দাতুং ক্ষমা নাভবন্
দুর্বারোৎকলিকাকুলীকৃতহৃদস্তন্নাম চিত্রং মহৎ॥

২৫। যথা বা—যদ্ধেতুতাং ব্রজতি যত্র মনোবিকারে, নাসৌ তদন্তরয়িতুং ক্ষমতে বিকারঃ।
আলম্বনাদিজনিতো হি রসপ্রকর্ষো, নালম্বনাদ্যননুভূতিমুরীকরোতি॥

২৬। ইতি কৃতসমূহে সমূহে কৃষ্ণানুগতানাং গতানাং চাপি তাদৃশীং দশাং তাসাং ব্যাপারান্তরান্তরায়শূন্যে স্বানুকূলকূলনাভাবেন ভাবেন সরসে মনসি সান্দ্রানন্দনন্দকসংস্কারসংস্কারবশাদনুত্তরেণৈব শাদ-

---

সময়ঃ, তদুৎকণ্ঠয়ৈব পোষিতেন গাঢ়ভাবনাভিনিবেশন শ্রীকৃষ্ণরূপময়ো নয়নব্যাপারঃ, ইত্যেবংরূপা অপূ্যৎপ্রেক্ষা ব্যঞ্জনীয়াঃ। সরভসং সোৎকলিকং সপ্রমোদং চ যথা স্যাত্তথা আকর্ণ্য, দ্বন্দ্বাৎ পরত্র পূর্বত্র বা শ্রুতস্য প্রত্যেকনাভিসম্বন্ধাৎ। আকর্ণ্যেতি ক্ত্বাপ্রত্যয়েনোক্তস্যানন্তর্যস্য বারণার্থং তদৈবেত্যাকর্ণনসমকালমেবেত্যর্থঃ। বিনাপ্যানন্তর্যং ক্ত্বাপ্রত্যয়স্য 'ঋণংকৃত্য পততি', 'সংমীল্য হসতি' ইত্যাদিষু দৃষ্টত্বাৎ, পুনশ্চ যুগপদেবেত্যুক্তিরাকর্ণনস্যাপি সর্বাসামেব তুল্যকালত্বার্থাৎ॥

২৪। দাতুং ক্ষমাঃ সমর্থা নাভবন্; নৈবালপন্তীত্যাদিনা ব্যঞ্জিতজাড্যাদেবেতি ভাবঃ। তত্র হেতুঃ—দুর্বারেত্যাদিনা তেনোভয়থাপ্যস্মাকমন্নপ্রাপ্তিহানিরেবেতি ভাবঃ॥

২৫। অথবেতি। পুনরপ্যনুমানেনার্থান্তরন্যাসব্যঞ্জিতেন প্রাপ্ত্যাশাং সাধয়ন্তি। যদ্বস্তু যত্র মনোবিকারে হেতুতাং ব্রজতি, স বিকারস্তদন্তরয়িতুমন্তর্ধাপয়িতুং ন ক্ষমতে; যথা আলম্বনাদীত্যাদি। তেন শ্রীকৃষ্ণ-যাচ্ঞাশ্রবণজমিদমানন্দ-জাড্যং তৎপ্রাতিকূল্যায় ন প্রভবতীতি প্রাপ্তিঃ সম্ভবেদিতি ভাবঃ॥

২৬। কৃষ্ণানুগতানাং গোপবালকানাং সমূহ ইতি কৃতসমূহে। এবং কৃতসম্যগ্‌বিতর্কে সতি তাদৃশীং জাড্যোত্থ-

---

কেমন যেন হয়ে গেলেন—না-কোন কথা বলছেন, না-নড়ছেন, না-তাকিয়ে দেখছেন—হায় হায়, কোনও গ্রহাবিষ্ট দশা কি প্রাপ্ত হলেন এঁরা!

২৪। আরও, ব্রাহ্মণগণ-যে কঠোরতা অবহেলায় আমাদের কোনও গণনার মধ্যেই আনলেন না, কোনও অভ্যর্থনা বাক্যও উচ্চারণ করলেন না, কিছু দিলেন তো না-ই— তা-ও এমন কিছু আশ্চর্য নয়। কিন্তু দুর্বার উৎকণ্ঠা-আকুলিত হৃদয়া সুনয়নীগণ এই যে সস্পৃহ-আদরের সহিত শুনেও দিতে সমর্থ হলেন না—এ-ই এক বিখ্যাত মহান্ আশ্চর্য।

২৫। পুনরায় অর্থান্তর-ন্যাস অলঙ্কারের দ্বারা ব্যঞ্জিত অনুমানে প্রাপ্তির আশা সিদ্ধ করছেন—যে বস্তু যেখানে মনোবিকারের কারণতা প্রাপ্ত হয়, সেই কারণরূপ বস্তুকে ঐ বিকার অন্তর্হিত করাতে সমর্থ হয় না, যেরূপ না-কি আলম্বনাদি জনিত রসপ্রকর্ষ কখনও-ই আলম্বনাদির অননুভূতি অঙ্গীকার করে না—এ কথাতো শাস্ত্র প্রসিদ্ধই আছে।

বহুবিধ খাদ্যহস্তে ব্রাহ্মণীগণের অভিসারোৎসব ঃ

২৬। কৃষ্ণানুগত গোপবালকগণ এরূপ কথাবার্তা পরস্পর করতে থাকলে তাদৃশ দশাপ্রাপ্তা

মুত্তরেণৈবমুৎকণ্ঠাভরেণ কৃষ্ণামোদনমোদনমপি ব্যঞ্জনানি ব্যঞ্জনানি নিজানুরাগসম্পদাং সমবধাতুমেব ভব্যাপারো ব্যাপারো যদা সমজনিষ্ট, তদা বিশালাং পাকশালাং পাককারিণীভিরভিতঃ পরিশোভিতাং প্রবিশ্য যথাসমীহিতং মিষ্টমিষ্টতমমপিষ্টপিষ্টকমপূপাপূপশষ্কুলিকুলকলাকলিতলালিত্যং সৌরভ্যসৌরস্যো-পায়সপায়সপায়সবিকারম্, চতুঃপ্রকারমপ্যনন্তপ্রভেদং ষড়্রসমপি নবনবরসম্, গোবর্দ্ধনমিব ভগবদুপ-যোগিগন্ধবহানন্দকন্দরামঠম্, অলঙ্কারগ্রন্থনির্ণয়মিবাহভিধালক্ষণোত্তরব্যঞ্জনানেকবিধ-সৌষ্ঠবম্, স্ব-স্ব-মনোরথমিব সুপচিতং দিব্যাস্ত্রমিব বহুশোভাজীরাজিতং স্বস্বানুরাগপরিমলমিব সুরভিত-নানাশাকং গঙ্গা-প্রবাহমিব বিলসৎ-কাশীতলভাবম্, কলধৌতধৌতভাজনেষু স্ফটিকপুটিকাটিকান্তিকন্দলীকন্দলীলেষু

স্তম্ভময়ীং দশাং গতানামপি তাসামোদনং ব্যঞ্জনানি সম্যগবধাতুং যদা ব্যাপারঃ সমজনি, তদা পাকশালাং প্রবিশ্যাদনীয়-সামগ্রীসমুদয়ং কলধৌতধৌতভাজনেষু নিধায় জনাননাদৃত্য বহির্ভবন্ত্যস্তা নয়নাঞ্চলকৃতচলনোপদেশং যথা স্যাত্তথা কৃষ্ণানু-চরাভিমুখ-মুখকমলা যদি বভূবুস্তদা তেঽপি বর্ত্ম পিশুনতয়া পুরতঃ পুরতশ্চলন্তো মুমুদির ইত্যন্বয়ঃ। ব্যাপারান্তরমেব তাদৃশসুখস্যান্তরায়স্তচ্ছূন্যে মনসি ভাবেন প্রেম্ণা সরসে। তেন কথম্ভূতেন? স্বস্যানুকূলো বিষয়ালম্বনরূপঃ কৃষ্ণ এব তস্য কূলনাভাব আবরণাভাবো যত্র তেন; 'কূল আবরণে'। অতএব তত্র সান্দ্রানন্দস্য নন্দকঃ সমৃদ্ধিকারকো যঃ সংস্কার-স্তস্য সংস্কারবশাদুদ্বোধরূপপরিষ্কারবশাদনুত্তরেণৈবাবচনেনৈব সমবধাতুম্। কুতঃ? এবমুৎকণ্ঠাভরেণেদৃশোৎকণ্ঠাতিশয়েন। কীদৃশেন? শাদনুত্তরেণ বিচ্ছেদদুঃখোপশমকতমেনোৎকণ্ঠাভরস্যৈব শীঘ্রপ্রিয়মিলনফলকত্বাৎ। 'শদ্৯ শাতনে', 'নুদ প্রেরণে' গডন্ত-ক্বিবন্তৌ। ব্যঞ্জনানি শাক-সূপাদীনি, নিজনিজানুরাগসম্পদাং ব্যঞ্জনানি সূচকানি। ভব্যাপারো ভব্যং মঙ্গলং তেনাপারো ব্যাপারঃ। অপিষ্টা অখণ্ডিতাঃ পিষ্টকা যত্র তম্; অপূপাশ্চ পূঃ পাবিত্র্যং তাং পান্তীতি তাঃ শষ্কুল্যশ্চ, তাসাং কুলস্য সমূহস্য কলয়া শিল্পবিন্যাসেন কলিতং লালিত্যং যত্র তম্; সৌরভ্যসৌরস্যয়োরুপায়ো যত্র তথাভূতঃ

ব্রাহ্মণীগণ তাদৃশ সুখের অন্তরায় শূন্য ও নিজ নিজ অনুকূল বিষয়ালম্বন কৃষ্ণের নির্বাধ প্রেমে সরস মনে, পূর্বসংস্কাররূপ পরিষ্কার ধারণা থাকায় বালকদের কথার উত্তর না দিয়ে, বিচ্ছেদ দুঃখোপশমক উৎকণ্ঠাভরে, কৃষ্ণের সন্তোষকারক নিজ অনুরাগ-সম্পদসূচক অন্নব্যঞ্জন নিপুণ ভাবে হিসাব করে গুছিয়ে নেওয়ারূপ মঙ্গলজনক অপার ব্যাপারের সমাধান চিন্তার উদয়ে পাচিকাগণের দ্বারা চতুর্দিকে পরিশোভিতা বিশাল পাকশালায় প্রবেশ করলেন। তথায় থরে থরে সাজানো নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য, যথা—কারিগরিতে রচিত ললিত মিষ্ট মিষ্ট হতেও মিষ্ট যুগল পিঠে-রোটিকা-পবিত্র পুলি পিঠে দ্বারা সমৃদ্ধ, সৌরভ্য সৌরস্যের আকর সপরমান্ন দধ্যাদিসমন্বিত, চব্যচুষ্যলেহ্যপেয় চার প্রকার হয়েও অনন্তপ্রকার ও মধু লবনাদি ষড়্রসযুক্ত হয়েও নব নব রসযুক্ত, গোবর্দ্ধন যেমন 'গন্ধবহানন্দকন্দরামঠম্' অর্থাৎ ভগবৎসেবোপযোগী বায়ুর প্রবাহে আনন্দপ্রদ কন্দরারূপ আলয়বিশিষ্ট তেমনই ভগবৎ-সেবোপযোগী গন্ধবাহী আনন্দকন্দ হিঙ্গুযুক্ত, অলঙ্কার গ্রন্থ অবধারণ যেমন অভিধা-লক্ষণা-শ্রেষ্ঠ ব্যঞ্জনা প্রভৃতি বহুপ্রকার সৌষ্ঠবমণ্ডিত তেমনই নামচিহ্নের দ্বারা প্রধান ব্যঞ্জন শাক সুপাদির বহুপ্রকার সৌষ্ঠববিশিষ্ট, ব্রাহ্মণীদের নিজ নিজ মনোরথ যেমন সচ্ছন্দ-উচ্ছলনবিশিষ্ট তেমনই উত্তম উত্তম ডাল ও রসার দ্বারা সমৃদ্ধ, দিব্যাস্ত্র যেমন বহুশোভাযুক্ত-যুদ্ধে প্রেরিত হয়ে অজিত তেমনই বহুস্থানে

সকলমদনীয়মদনীয়সামগ্রীসমুদয়ং সমুদযন্ত্রিতমানসতয়া নিধায় সিতসূক্ষ্মসিচয়াঞ্চলেনাচঞ্চলেনারচিতাচ্ছাদনম্, পশ্যৎসু পরিতোঽধ্বরাধ্বরাগকৃতসভাজনেষু সভাজনেষু স্বস্বকরকমলাহিত-তত্তদ্ভাজনা জনাননাদৃত্য বহির্ভবন্ত্যো বিটপোদীর্ণাভীষ্টফলা জঙ্গমাঃ কল্পবল্ল্য ইব ধরণিসুরেন্দ্রবামনয়না নয়নাঞ্চলচলনচলনোপদেশং যদি কৃষ্ণানুচরাভিমুখমুখকমলা বভূবুঃ, তদা তেঽপি পুরতঃ পুরতশ্চলন্তো বর্ত্মপিশুনতয়াঽঽশু নতয়া চেতোবৃত্ত্যা চ ইত ইত ইতি কলবিকলবিকস্বরমনোরমধ্বানমধ্বানমভিদর্শয়ন্তো মুমুদিরে ॥

সপায়সঃ সপরমান্নঃ পায়সবিকারো দুগ্ধবিকারো দধ্যাদির্যত্র তম্; "পরমান্নং তু পায়সঃ" ইত্যমরঃ। চতুঃপ্রকারং চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়রূপম্। নবনবা রসাঃ স্বাদা যত্র তম্; ভগবদুপযোগিনা গন্ধবহেন পবনেনানন্দো যত্র তথাভূতাঃ কন্দরা এব মঠা আলয়া যত্র তম্; পক্ষে, তাদৃশগন্ধং বহতীতি তৎ, অতএবানন্দকন্দং রামঠং হিঙ্গু যত্র তৎ; "বাহ্লীকং হিঙ্গু-রামঠঃ" ইত্যমরঃ, অভিধেতি স্পষ্টম্; পক্ষে, অভিধালক্ষণাভ্যাং নামচিহ্নাভ্যাং প্রধানানাং ব্যঞ্জনানাং শাকসূপাদীনামনেকবিধং সৌষ্ঠবং যত্র তম্। সুষ্ঠু পচিতং সুপেশিতং চ বহুশোভং চ আজৌ যুদ্ধে ঈরং প্রেৰ্যমাণং চাজিতং চ তৎ; পক্ষে, বহুশো বহুত্র বহুত্র ভাজীভিঃ পক্বশাকাদিসামগ্রীভির্দীপ্তম্; "জানপদকুণ্ড-" ইত্যাদিনা ঙীষ্। সুরভিতা নানাবিধা আশা যত্র তম্; পক্ষে, স্পষ্টম্। বিলসন্ কাশ্যাস্তলে ভাবঃ সত্তা যস্য তম্; পক্ষে, বিলসৎ কং সুখং যতঃ স চাসাবশীতলভাবশ্চেতি তম্। কলধৌতানি স্বর্ণময়ানি ধৌতানি ক্ষালিতানি চ তেষু ভাজনেষু। কীদৃশেষু? স্ফটিকপুটিকাসু তদুপরিনিহিতাস্বটিতুং প্রতিবিম্বতয়া গন্তুং শীলং যাসাং তথাভূতানাং কান্তিকন্দলীনাং কন্দা দ্রষ্টৃ-সুখদা লীলা যেষু তেষু। সকলা অপি মদনীয়া হর্ষণীয়া যেন তম্; সকলানামপি মদনীয়ো হর্ষো যত্র তমিতি বা। সমুৎ সানন্দমযন্ত্রিতমানসতয়া। অধ্বরাধ্বনি যজ্ঞপথে যো রাগঃ প্রীতিস্তত্রৈব কৃতসভাজনমাদরো যৈস্তেষু সভাস্থিত-

---

বহুপ্রকারে পাকানো শাকাদি সামগ্রীদ্বারা দীপ্ত, ব্রাহ্মণীদের অনুরাগ পরিমল যেমন সুরভিত নানা আশায় বাসিত তেমনই নানাবিধ শাকে সমৃদ্ধ বিবিধ খাদ্যসামগ্রীসমুদয় যা কাশীর তলদেশবাহী শোভায় বিরাজিত গঙ্গাপ্রবাহের মতো অতিশয় সুখদায়ী ও গরমগরম এবং সকলের আনন্দদায়ী তা হর্ষবেগ জনিত বিশৃঙ্খল মানসিক অবস্থায় ব্রাহ্মণীগণ স্বর্ণপাত্রে যথাভীষ্ট ধারণ করলেন। পাত্রটি হয়ে উঠল রমণীয়—তার স্ফটিক ঢাকনাতে প্রতিবিম্বরূপে চলমান কান্তিমালার দ্রষ্টৃসুখদা ঝলমলানিতে। অতঃপর শুভ্র সূক্ষ্ম বস্ত্রাঞ্চলে ধীরে ধীরে সুন্দর করে আচ্ছাদন দিয়ে, যজ্ঞপথে প্রীতি থাকায় যাঁরা সেখানে আদরপূর্বক চলাফেরা করছেন সেই সভাসদেরা চতুর্দিকে চেয়ে দেখতে থাকলে, নিজ নিজ করকমলে খাদ্যপাত্রগুলি স্থাপন করে চতুর্দিকের লোকজনকে কোনও পরোয়া না করে যজ্ঞভূমির বাইরে বেড়িয়ে এলেন তাঁরা। শাখান্বিতা - অভীষ্টফলা-জঙ্গম কল্পলতার মতো এই ধরণীর ইন্দ্রাণীগণ তাঁদের পরস্পরের নয়নকোণের ইঙ্গিতে চলনোপদেশ যেমন পেলেন সেই অনুসারে কৃষ্ণানুচরগণের অভিমুখে যখন মুখকমল ধারণ করলেন তখন বিনম্র চিত্তবৃত্তি বালকগণও আগে আগে পথনিশানারূপে শীঘ্র গতিতে চলতে চলতে 'এদিকে এদিকে' এরূপ অস্ফুট হলেও স্পষ্ট প্রফুল্ল মধুর ধ্বনিতে সম্মুখের পথ দেখাতে দেখাতে উল্লসিত হয়ে চললেন।

২৭। অথ করকমলগৃহীতান্নস্থালীকাঽঽস্থালীকারিতসাহায্যসৌভাগ্যা সৌভাগ্যাতিরেকারেকা দ্বিজবনিতারাজী রাজীবিনীততিরিব বিলক্ষণলক্ষণবিশালৈকপাত্রা ধরণিবিহারিণী হারিণী বভূব ॥

২৮। কিংবা, করতলগৃহীতপুরট-পুটকিনী-বিশালতরৈকপত্রপুটী করিণীঘটেব রাজমানা হৃদয়ান্তর-তরলায়মানপ্রণয়ভার-ভারেণ স্তনজঘনভারেণ পূর্ণভাজনভারেণ চ দরনমদঙ্গতয়া চ হৃদয়বৃত্ত্যা লঘু লঘু চলন্তী পুরঃ পুরঃ পরিলোক্যমানমিব হৃদয়াধিনাথং দয়াধিনাথং চ তমেব জানতী ন তীব্রতরং গমনখেদং চ বিদাঞ্চকার ॥

২৯। কিঞ্চ, স্তম্ভশ্চোৎকলিকা চ পঙ্কজদৃশাং প্রস্থানলীলাক্রমে
মান্থর্য্যং চ যদি ত্বরাং চ যুগপৎ সংস্পর্দ্ধয়া চক্রতুঃ।

জনেষু পশ্যৎসু। বিটপেতি করাণাং পল্লবত্বং তত্রস্থানাং ভাজনানামভীষ্টফলদত্বং নয়নাঞ্চলস্য চলনেনৈব চলনে গমনে উপদেশো যত্র তদ্‌যথা স্যাত্তথা বভূবুঃ। বর্ত্মপিশুনতয়া বর্ত্মসূচকত্বেন পুরতঃ পুরতশ্চলন্ত, আশু শীঘ্রং নতয়া নম্রয়া কলোঽস্ফুটস্তেন বিকলঃ স্পষ্ট ইত্যর্থঃ। স চাসৌ বিকস্বরঃ প্রফুল্লো মনোরমো মধুরো ধ্বানো যত্র তদ্‌যথা স্যাত্তথা। ইত ইত ইত্যধ্বানং মার্গমগ্রে চলন্তোঽপ্যন্তরা অন্তরাঽভি অভিমুখীভূয়াভিনয়ে চ দর্শয়ন্তাঃ ॥

২৭। আস্থাঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়াঃ, অপেক্ষা এব আল্যঃ সখ্যস্তাভিঃ কারিতং সাহায্যং যস্য তথাভূতং সৌভাগ্যং যস্যাঃ সা ;—"আস্থা ত্বালম্বনাস্থানীযত্নাপেক্ষাসু যোষিতি" ইতি মেদিনী। ভাগ্যাতিরেকেণৈব অরেকা নিঃশঙ্কা ;—'রেকৃ শঙ্কায়াম্'। বিলক্ষণলক্ষণেতি বিবিধবর্ণান্নব্যঞ্জনাদিযুক্ত-স্বর্ণস্থাল্যাস্তাদৃশাকারত্বাৎ। হারিণী রম্যা রাজীবিনীততিরিব বভূবেতি সৌন্দর্য-সৌরভ্য মার্দব-পাবিত্র্য-ভগবদুপযোগিত্বাদীন্যুক্তানি ॥

২৮। আসক্তি-প্রগল্ভ্যে প্রস্তুতাং গমনশোভাং চাহ—কিংবেতি। করতলেন গৃহীতং পুরটপুটকিন্যাঃ কনক-কমলিন্যা বিশালতরমেকং পত্রপুটং যয়া সা। হৃদয়ান্তরে মনোমধ্যে বক্ষোমধ্যে চ তরলায়মানস্য ঔৎকণ্ঠ্যোষ্মণা চপলায়মানস্য হারমধ্যরত্নায়মানস্য চ প্রণয়ভরস্য ভারেণ ; "তরলো হারমধ্যগঃ" ইত্যমরঃ। দরনমদঙ্গতয়েষন্নম্রগাত্রতয়া। নন্বাদিমং ভারদ্বয়ং দুষ্পরিহরমেব, পূর্ণভাজনভারস্তু কিঙ্করীকরে কিমিতি ন নিক্ষিপ্তঃ ? তত্রাহ—ন মদং গতয়া ন গর্বং প্রাপ্তয়া হৃদয়বৃত্ত্যা তথাকরণং হি গর্বপ্রতিপাদনমেব, ভগবদুপসত্তৌ তু (ভা০ ১০।৬১।৬) "দাস্যশতা অপি বিভোর্বিদধুঃ স্ম দাস্যম্" ইতি-রীত্যা তদনৌচিত্যমেব। দয়য়া আধের্মনঃপীড়ায়া নাথমুপতাপিকং নাশকমিতি যাবৎ ;—'নাথৃ যাচ্ঞো-

---

২৭। অতঃপর করকমলগৃহীতান্নস্থালীকা, কৃষ্ণের জন্য প্রতীক্ষারূপা সখীর সাহায্য-প্রাপ্ত জনের মতো সৌভাগ্যবিশিষ্টা, অতিশয় সৌভাগ্যশালিনী ও নিঃশঙ্কা, বিলক্ষণলক্ষণযুক্তা একপাত্রধারিণী দ্বিজবনিতারাজি ধরণিবিহারিণী হয়ে কমলিনীর মতো রমণীয়া হলেন।

২৮। কিম্বা, করতলে কনককমলিনীর পত্রনির্মিত এক বিশালতর পত্রসম্পুটধারিণী দ্বিজ-বনিতারাজি করিণীঘটার মতো দীপ্তা হয়ে, মনোমধ্যে উৎকণ্ঠাতাপে চপলায়মান ও বক্ষোমধ্যে হারমধ্য-রত্নায়মান প্রণয়াধিক্যের ভারে, ও স্তনজঘন ও পূর্ণপাত্রের ভারে কিঞ্চিৎ নম্রগাত্রা হয়েও চিত্তবৃত্তিতে অগর্বিতা হেতু ধীরে ধীরে চললেন। হৃদয়াধিনাথ দয়াধিনাথ কৃষ্ণকেই আগে আগে পরিলোক্যমানের মতো জ্ঞান করছিলেন বলে চলার দুঃখ তীব্রতর হলেও বোধগম্য হচ্ছিল না তাঁদের।

নির্ধূতপ্রতিভেব হন্ত লপতি স্মান্তে তদা মেখলা-
নিক্কাণো ন লঘুর্বভূব ন গুরুর্মঞ্জীরযুগ্মস্য চ ॥

৩০। এবং গচ্ছন্ত্যঃ কতিচিৎ পদানি চিৎপদানি বৃন্দাবনতরুলতানিকুরম্বাণি গোবৃন্দানি চাগ্রে বিলোক্যাত্রৈব নিখিলগুণাভোগবতা ভগবতা ভবিতব্যমিতি মনসি বিদধত্যো দধত্যো মতিমতিপ্রমদমদ-ললিতানুরাগদলিতাং দলিতাঞ্জনঘনধারাধরকুবলয়বলয়তিরস্কারিমহোমহোজ্জ্বলমতিনেদীয়ো বিলোকয়া-মাসুঃ ॥

৩১। তদিদমহো মহোঽপি তাসাং নয়নেষু কজ্জলায়িতম্, কবরীষু কুবলয়মালায়িতম্, শ্রবণেষু তাপিঞ্ছগুচ্ছায়িতম্, পয়োধরেষু নীলমণিহারায়িতম্, সর্বাঙ্গেষু নীলনিচোলায়িতম্ ॥

৩২। ততশ্চ, লাবণ্যোর্মীমিব বরভুজাং সখ্যুরংশে দধানো
ধুন্বন্নব্জং যুবতিমতিবৎ পাণিনা দক্ষিণেন।

পতাপৈশ্বর্যাশীঃষু' ॥

২৯। স্তম্ভো হর্ষোত্থঃ, উৎকলিকা উৎকণ্ঠা চ প্রেষ্ঠাবলোকনস্পৃহোত্থা, তয়োর্যুগপদুদ্ভূতয়োর্মান্থর্য-ত্বরে ক্রমেণানুভাবৌ পরস্পরঘাতিনৌ বভূবতুঃ। তত্র মান্থর্যেণ ত্বরায়াং বাধ্যমানায়াং ত্বরয়া চ মান্থর্যে বাধ্যমানে সত্যপি কদাচিৎ স্পর্দ্ধাবশাদিব মান্থর্যাংশপ্রাধান্যে মেখলা অন্তে অন্তপ্রদেশে এব নির্ধূতপ্রতিভেব লপতি স্ম, কদাচিৎ ত্বরাংশপ্রাধান্যে মঞ্জীরযুগ্মস্য নিক্কাণো ন লঘুর্বভূব, কিন্তু মান্থর্যস্যাস্ত্যেব সদ্ভাব ইতি গুরুরপি নৈবেতি ॥

৩০। চিৎপদানি চিন্ময়বস্তূনি অতিপ্রমদোঽতিহর্ষঃ, মদস্তদুত্থ-মত্ততা তাভ্যাং ললিতেনানুরাগেণ দলিতাং জাতদলাং মতিং দধত্যঃ। অতিনেদীয়োঽতিনিকটবর্তি ॥

৩১। তাসাং নয়নাদিষু তন্মহঃ কজ্জলায়িতং সদেবাবিরাসীদিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। তথা তথা ভাবস্তাসাং স্পর্শোৎ-সুক্যাবেশেন, তত্র তত্র রোচকতয়া প্রেম্ণা তথা তথা ভানাৎ। তাপিঞ্ছস্তমালঃ ॥

২৯। কমলনয়নাদের অভিসারলীলোৎসবে স্তম্ভ আর উৎকণ্ঠা এ-দুই যদি পরস্পর অতি স্পর্দ্ধায় মান্থর্য্য ও ত্বরা যুগপৎ আনয়ন করল, তখন কটির ঘন্টি ভিতরে ভিতরেই হায় হায় প্রতিভাহীনের মতো মৃদু মৃদু বাজতে লাগল, আর পায়ের নূপুরযুগলের রুণুঝুণু ধ্বনি না-লঘু না-গুরু হল।

৩০। এভাবে কয়েক পা চলতে চলতে চিন্ময় ধাম বৃন্দাবনের তরুলতানিবহ ও গোবৃন্দ সম্মুখে দর্শন করে 'এখানেই নিখিলগুণসাগর কৃষ্ণ অবশ্য হবে' এরূপ মনে মনে বিচার করে ব্রাহ্মণীগণ অতি হর্ষোত্থ মত্ততায় ললিত অনুরাগে জাতপত্রা-মতি ধারণ করে দলিতাঞ্জন-ঘনমেঘ-নীলকমলমণ্ডল তিরস্কারী অতি উজ্জ্বল তেজোমণ্ডল অতি নিকটেই অবলোকন করলেন।

ব্রাহ্মণীগণের শ্যামধাম দর্শন ঃ

৩১। অহো কি আশ্চর্য, ঐ তেজ তাঁদের নয়নে এসে লেগে গেল কজ্জল হয়ে, কবরীতে লেগে গেল নীলকমল মালা হয়ে, কর্ণে লেগে গেল তমালগুচ্ছ হয়ে, স্তনে লেগে গেল নীলমণি হার হয়ে, আর সর্বাঙ্গে লেগে গেল নীল নীচোল হয়ে।

শ্রীবৎসাঙ্কঃ কনকবসনো বর্হবান্ বৈজয়ন্তী-
গুঞ্জাধাতুস্তবকরচনঃ শ্যামধামাবিরাসীৎ ॥৫॥

৩৩। ততশ্চ ততশ্চটুলতয়া চন্দ্রিকাসিতহসিত-হঠাকৃষ্ট-নব-সুধা-সারো বসুধাসারো লাবণ্যসার ইব যস্তেবমাসামাসাদিতনয়নাতিথিভাবো ভাবোন্নতমনসাং তদা তাসামপি—

লীলালাস্যোদ্যত ইব নটঃ পঞ্চবাণপ্রপঞ্চঃ
কিংবা মূর্ত্তঃ কিমহহ রসো মূর্ত্তিমানাদ্য এব।
প্রেমানন্দঃ কিমুত তনুমান্ কিং বিলাসঃ শরীরী-
ত্যেবম্ভূতা মনসি কতি নো হন্ত তর্কা জুঘূর্ণুঃ ॥

৩২। এবং কিঞ্চিদ্দূরতো নির্বিশেষশ্যামধামমাত্রমপি পরমরোচকত্বেনানুসন্ধায় নিকটমভিসরন্তীনাং তাসাং সবিশেষ-স্বরূপ-সাক্ষাৎকার-চমৎকারমাহ—লাবণ্যেতি। সখ্যুঃ সুবলস্যাংসে বামভুজানিধানং সম্ভোগবিশেষোদ্দীপনং তাসাং মোহনার্থং কমলধূননং তু স্বমাধুর্যস্য রসাম্বুধি-বিবর্ত্তত্বেন প্রত্যায়নম্, তত্র পিপতিষুণাং পুনরুত্তরণাভাব-জ্ঞাপনার্থং বৈজয়ন্ত্যাদি-বন্যবেশশোভানুভাবনং তু স্বস্য নির্জনবৃন্দাবনবাসাসক্তত্বজ্ঞাপনয়া নির্বিরোধবিলাসবিশেষলালসোত্থাপকম্। তদেতচ্চ সর্বং তাসাং সঙ্গমনঙ্গীচিকীর্ষোরপি তস্য তাসাং মানসসম্ভোগাবেশবৈশিষ্ট্যজননার্থম্, তচ্চ শীঘ্রমেব দেহান্তর-প্রাপণয়াঽত্রৈব বৃন্দাবনপ্রকাশবিশেষে ব্রজসুন্দরীণামিব স্বসাক্ষাৎসম্ভোগপ্রাপকমেবেত্যবসেয়ম্ ॥

৩৩। চটুলতয়া নাগরিমোচিতচাপল্যেন। ততো বিস্তৃতশ্চন্দ্রিকাতোঽপি সিতং যৎ হসিতং তেন হঠাদাকৃষ্টো নবঃ সুধায়া আসারো ধারাসম্পাতো যেন সঃ। বসুধায়াং সারঃ শ্রেষ্ঠঃ। পঞ্চবাণপ্রপঞ্চ ইতি হঠাদেব রস-সমর্পণ-শক্ত্যনু-

---

৩২। (এইরূপে কিঞ্চিৎ দূর থেকে নির্বিশেষ শ্যামধামমাত্রও পরমরোচকত্বরূপে প্রকাশ পাওয়াতে ওঁর অনুসন্ধান তৎপর হয়ে নিকটে গমনপরা তাঁদের সবিশেষ-স্বরূপ-সাক্ষাৎকার-চমৎকার বলা হচ্ছে—'লাবণ্যেতি'।)

অতঃপর, লাবণ্যোর্মীর মতো বাম হস্ত সখা সুবলের স্কন্ধে ধারণ করে, দক্ষিণ হস্তে যুবতীর মতির মতো এক কমল ঘুরাতে ঘুরাতে শ্রীবৎস চিহ্নে লক্ষিত, কনকবসন পরিহিত, ময়ূরপুচ্ছ - বৈজয়ন্তী গুঞ্জামালাধারী, গৈরিকাদি ধাতুতে পত্রভঙ্গরচনামণ্ডিত এক শ্যামধাম তাঁদের নয়নের সম্মুখে আবির্ভূত হলেন।

৩৩। নাগরিমোচিত চাপল্যে বিস্তৃত, ও চাঁদের জ্যোৎস্না থেকেও শুভ্র হাসিতে হঠাকৃষ্ট নবসুধার ধারাবর্ষণকারী, জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদস্বরূপ, লাবণ্যসারের মতো সেই শ্যামধাম যদি এইরূপে ভাবময়ীদের নয়নের অতিথিভাব প্রাপ্ত হলেন তখন ভাবোন্নতা মনা তাঁরা চমৎকৃতা হয়ে বিচার করতে লাগলেন—

এ কি লীলানৃত্যোদ্যত কোনও নট, কিম্বা মূর্তিমান্ কামদেব, কিম্বা অহহ এ কি মূর্তিমান্ শৃঙ্গার রস, কিম্বা তনুমান্ প্রেমানন্দ, কিম্বা এ কি শরীরী বিলাস—এইরূপে মনোমধ্যে কত-না তর্ক অহো ঘুর ঘুর করতে লাগল।

৩৪। এবং বিতর্কয়ন্ত্যোঽসাধ্বসসাধ্বসমসাহসহসদনুরাগগ্রহ-গ্রহণনিগৃহীতমানসা মানসারাঃ ॥

৩৫। ক্রমেণ— চিত্তাদ্বাহ্যং গত ইব পুনর্বাহ্যতো বা প্রবিষ্ট-
শ্চিত্তং চিত্রং যুগপদুদয়ী কিন্নু চিত্তে বহিশ্চ।
ইত্থং তর্কাকুলিতমনসো মীলদুন্মীলদক্ষং
চিত্তে সাক্ষাদপি চ তমথালোকয়ন্ত্যোঽভিসস্রুঃ ॥

৩৬। কিঞ্চ, অন্নাদ্যুপায়নবিরাজি-করাব্জকোষা-,শ্চেতোঽভিলাষফলদা ইব কল্পবল্লীঃ।
দিব্যৌষধিব্রততিকাননবজ্জ্বলন্তী-,রালোক্য তাঃ সরসমেতদুবাচ কৃষ্ণঃ ॥

ভাবাৎ। আস্বো রস ইতি তৎসমর্পকত্বেঽপি তদভিন্নত্বেনৈব প্রতীতেঃ। প্রেমানন্দ ইতি তত্রাপি তৎসুখতাৎপর্যে-ণৈব তত্র স্বাভাবিক-তাদৃশ-স্বপ্রবৃত্তি-সুখোদয়-দর্শনাৎ। বিলাস ইতি ততো জনিষ্যমাণস্যাপি তাদৃশবিলাসস্য তদানীমেব তত্তাদাত্ম্যেনৈব সাক্ষাৎকারাৎ। জুঘূর্ণুরিতি তথাভূততর্কাণামপি প্রত্যেকং সমস্ত-সাধর্ম্যগ্রহণাসামর্থ্যাদপর্যাপ্তত্বমেবেতি ভাবঃ ॥

৩৪। অসাধ্বসেন নিঃসঙ্কোচেন সাধু উত্তমং যদসমসাহসমতিবৃহত্তম-সাহসং তেন হসন্ প্রফুল্লোঽনুরাগ এব গ্রহস্তস্য গ্রহণেন নিগৃহীতং মানসং যাসাং তাঃ, যতো মানসারা মানো জ্ঞানং রসানুভব ইতি যাবৎ, স এব সারো বলং যাসাং তাঃ। যদ্বা, মেতি নিষেধে, ন সারা ন, অপি তু সারাঃ শ্রেষ্ঠা এবেত্যর্থঃ ॥

৩৫। কিঞ্চ তাসাং তদানীং তদাবেশোদ্রেকেণেন্দ্রিয়বৃত্তয়স্তন্ময্য এবং বভূবুরিত্যাহ—বহির্বহিরনুসন্ধানে চিত্তাদি-ত্যাদিঃ প্রথমঃ, অন্তরনুসন্ধানে বাহ্যত ইত্যাদিদ্বিতীয়ঃ, ক্রমেণেত্যস্য উভয়ত্রৈব সম্বন্ধঃ। বিস্ময়েনৈকদৈবোভয়ত্রানুসন্ধানে চিত্রমিত্যাদিস্তৃতীয়স্তর্কঃ। মিলন্তী চিত্তে দর্শনার্থং উন্মীলন্তী, বহির্দর্শনার্থমক্ষিণী যত্র তদ্যথা স্যাত্তথা। তৃতীয়তর্কস্যৈব সত্যত্বনিশ্চয় ইত্যাহ—চিত্ত ইত্যাদি ॥

৩৬। কল্পবল্লীরেব তাসাং কান্তিসাধর্ম্যস্যাপি প্রাপ্ত্যর্থং বিশিনষ্টি—দিব্যৌষধীতি ॥

৩৪। এইরূপ সঙ্কোচশূন্যতা ও অতিভারী সৎসাহসের দ্বারা উজ্জ্বলীকৃত অনুরাগগ্রহের দ্বারা গ্রস্ত হওয়াতে বশীকৃত মানসা, রসানুভব-বলে বলবতী ব্রাহ্মণীগণ ইন্দ্রিয়বৃত্তির কৃষ্ণ-তন্ময়তায় মনে মনে বিচার করতে লাগলেন—

৩৫। ক্রমে যেন কৃষ্ণ চিত্ত থেকে বাইরে গত, পুনরায় বাইরে থেকে চিত্তে যেন প্রবিষ্ট, পুনরায় অহো কি আশ্চর্য যুগপৎ কি চিত্তে ও বাইরে উভয়ত্র একই সঙ্গে প্রকাশিত হয়ে অবস্থিত—এইরূপ তর্কাকুলিত মনে চিত্তে দর্শনার্থ নয়ন নিমীলন এবং বাইরে দর্শনার্থ নয়ন উন্মীলন করতে করতে চিত্তে সাক্ষাৎ দর্শন হতে থাকলেও কৃষ্ণের নিকট গিয়ে উপস্থিত হলেন তাঁরা।

৩৬। আরও, অন্নাদি উপায়নে শোভমান করকমলকুঁড়ি বিশিষ্টা, ও চিত্তাভিলাষরূপ ফলদায়ী কল্পলতাসদৃশা তাঁদেরকে অঙ্গকান্তিতে দিব্যৌষধিলতা-কাননবৎ ঝলমল করতে দেখে কৃষ্ণ সরসভাবে এরূপ বললেন—

৩৭ । 'হন্ত স্বাগতমাস্যতাং মৃগদৃশো ধন্যাঃ স্থ যূয়ং মহান্
সদ্ভাবো ময়ি বঃ স্বয়ং যত ইতঃ প্রাপ্তা গৃহীত্বৌদনম্ ।
এতৎ প্রত্যুপকর্তৃতাস্তি ন মম স্বেনৈব ভাবেন বঃ
সন্তোষঃ পরিপুষ্টিমেতু নিতরামানৃণ্যমপ্যস্তু মে ॥'

৩৮ । ততশ্চ তাঃ শরদমৃতময়ূখ-বিগলদমৃতবিন্দুবিন্দুমধুরকল-বিকস্বর-স্বরপরিমলপরিমলন-কর্ণরমণীয়ং রমণীয়ং তাৎপর্য্যপর্য্যবসান-বিরহেণ সামান্যতো মান্যতোদারপ্রণয়-প্রণয়নপরমিব প্রমুদিত-মুদিতমস্য নিশম্য কৃতার্থম্মন্যা ইব নয়নকমল-নির্ব্যথনেন নির্ব্যথনেন তমন্তর্হৃদি নিবেশ্য ভুজলতাভ্যাং জলতা-

---

৩৭ । হন্তেতি আস্যতামিতি ধন্যাঃ স্থ। সদ্ভাবো ময়ীত্যাদি। যদ্যপি তাসামৌৎসুক্যানুরূপমেব প্রথমতো বচনম্, তদপ্যেতৎপ্রত্যুপকর্ত্তৃতাস্তি, ন মমেত্যস্য প্রকটার্থ এব প্রকটতাৎপর্য্যাৎ প্রকটস্বীকারসূচকমেব, বস্তুতস্তু তাদৃশকামোদ্দীপন-স্বরূপচেষ্টাদর্শনপ্রদানেনাস্যতামিতি স্বপার্শ্বে এবোপবেশপ্রদানেন চ সত্যবাক্যস্য তস্যান্তঃস্বীকার এব ব্যঞ্জিতঃ। বো যুষ্মাকং স্বেনৈব ভাবেনেতি, ন তু তদুচিতেন ময়া করিষ্যমাণেন ভাবেনেত্যর্থঃ। বস্তুতস্তু ময়া তাদৃশস্য ভাবস্য প্রাপ্তুমেবাশক্যত্বাৎ (ভা০ ১০।৩২।২২) "ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাম্" ইত্যাদ্যুক্ত্যা গোপীষ্বিব যুষ্মাস্বপি মম ঋণিত্বমেবেতি ভাবঃ॥

৩৮ । ততশ্চ তা অস্যোদিতং বচনং নিশম্য নয়নকমলস্য নির্ব্যথনেন ছিদ্রেণ তমন্তর্হৃদি নিবেশ্যানুরাগসুমনোভরেণ সমর্চয়াঞ্চক্রুঃ। উদিতমেব স্বরূপ-তটস্থ-লক্ষণাভ্যাং ক্রমেণ বিশিনষ্টি—শরদমৃতময়ূখাৎ শারদচন্দ্রাদ্বিগলতোঽমৃতস্য বিন্দুবিন্দুতোঽপি মধুরং সুস্বাদু চ, তৎ কলঃ কোমলো বিকস্বরঃ স্পষ্টশ্চ যঃ স্বরঃ কলঃ, স এব পরিমলস্তস্য পরিমলনেন ধারণেন কর্ণরমণীয়ঞ্চেতি তৎ। রমণীয়ং রমণীর্যাতি তদভীষ্টদানে পর্য্যাপ্নোতীতি তৎ। নন্বেতৎ প্রত্যুপকর্তৃতাস্তি ন মমে-

---

কৃষ্ণের স্বাগতপ্রশ্ন ও অঙ্গীকার ঃ

৩৭ । 'হে মৃগলোচনাগণ ! অহো, তোমাদের সুখে আগমন হয়েছে তো, এসো বসো, তোমরা ধন্যা। আমাতে তোমাদের মহান্ সদ্ভাব দেখা যাচ্ছে, যেহেতু অন্ন নিয়ে এখানে স্বয়ং এসেছ। তোমাদের এ উপকারের প্রত্যুপকার করবার আমার কিছু নাই। তোমাদের নিজেদের ভাবের দ্বারাই তোমাদের সন্তোষ পরিপুষ্টি প্রাপ্তি হউক। এতেই আমার ঋণ একান্তভাবে শোধ হয়ে যাউক।' ('আমার করবার কিছু নাই' এতে বাইরে অস্বীকারের ভাব প্রকাশ হলেও বস্তুতস্তু তাদৃশ কামোদ্দীপন-স্বরূপচেষ্টা দর্শন প্রদানের সহিত 'এসো বসো' এরূপ কথায় স্বপার্শ্বেই উপবেশন প্রদানের ভাব প্রকাশ করায় অন্তঃস্বীকার ব্যঞ্জিত হ'ল।)

ব্রাহ্মণীগণের অনুরাগপুষ্পাঞ্জলী প্রদান ঃ

৩৮ । অতঃপর শারদচন্দ্র থেকে ক্ষরিত বিন্দু বিন্দু অমৃত থেকে মধুর, কোমল, স্পষ্ট, শ্রবণে কর্ণরমণীয়, যথেষ্ট অভীষ্টদান রহিততায় সামান্যভাবে আদর হেতু যেন সবিস্তৃতভাবে প্রকাশনপর প্রণয় মাখান, ও পরমানন্দজনক শ্রীকৃষ্ণ-কলকণ্ঠ-পরিমল শ্রবণ করে যেন কৃতার্থ হয়ে গিয়েছেন এইভাবে তাঁকে নয়নকমলছিদ্রপথে হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দ্রবীভাবে আপ্লুত-গতব্যথ ও নম্রতায় সান্দ্র চিত্তে

ভ্যাঞ্ছিতেন মনসা নমনসান্দ্রেণ পরিরভ্য সৌরভ্যসৌভগভৃতানুরাগসুমনোভরেণ সমর্চ্চয়াঞ্চক্রুঃ ॥

৩৯। তদনু দনুজদমনো মনো মোহয়ন্নিব নিবরীবৃত্যমানহৃদয়-সন্তাপতাপবিচিত-সান্দ্রানন্দা দ্বিজ-বরবধূরবধূতসকলকলনাঃ পুনরভাষত ॥

৪০। 'তদ্‌যাত দেবযজনং পতিদেবতাভি-,র্যুষ্মাভিরধ্বরমমী পরিপারয়ন্তু।
মন্মূর্ত্তিমধ্বরময়ীমপি যে ভজন্তে, মামেব তেঽপি কৃতিনঃ পরিতোষয়ন্তি' ॥

৪১। ইতি তদমৃতময়ূখবিম্বতোঽবিলম্বলম্বমানকাল কালকূটকূটমিব মধুরতরমনোহরাৎ শ্রীবদনা-দনাস্বাদনীয়ং কটুতরমালপিতমালপীতবাসসস্তস্য নিশম্যাঽশম্যাঽসামাশা মাশান্তিরপ্যজনি ॥

৪২। যথা—দীর্ঘাতিদীর্ঘতর-সংশ্রবণানুচিন্তা-,সন্তানপল্লবিতকোরকিত-প্রতানাম্।
আশালতাং বিফলতামুপসাদয়ন্তী, সা তস্য বাগ্‌ দ্বিজবধূর্বিধুরীচকার ॥

ত্যক্তেঃ কথং রমণাভীষ্টদানে পর্যাপ্তিঃ? তত্রাহ—তাৎপর্যেতি। তস্য তাৎপর্যস্য (ভা০ ১০।২৩।২৮) "তদ্‌যাত দেবযজনম্" ইত্যুত্তরবাক্যানুসারেণাভিহিতার্থে এব যৎপর্যবসানং তস্য বিরহেণ তদ্‌বিনেত্যর্থঃ। কিন্তু আস্যতামিত্যনুসারেণ মাস্থি-তয়াদরণীয়ত্বেন য উদারঃ প্রণয়স্তস্য প্রণয়ণপরং প্রকটনপরম্, অতএব প্রকৃষ্টং মুদিতং যতস্তৎ। নির্ব্যথনেন ছিদ্রেণ, নির্ব্যথনেন তৎপ্রাপ্ত্যা গতব্যথেন মনসা পরিরভ্য। কীদৃশেন? জলতা দ্রবীভাবস্তেনাভ্যাঞ্ছিতেন ব্যাপ্তেন, 'আঞ্ছি আযামে'। নমনং নম্রতা তেন সার্দ্রেণ ॥

৩৯। নিবরীবৃত্তমানেনাত্যন্তং নিবর্তমানেন হৃদয়সন্তাপস্য মানসজ্বরস্য তাপেন হেতুনা বিচিত উপচিতো বিবিধ-বৃন্দীভূতো বা সান্দ্র আনন্দো যাসাং তাঃ, অতএবাবধূতং খণ্ডিতং সকলকলনং সর্বব্যাপারো যাসাং তাঃ ॥

৪০। ন চ মৎপ্রাতিকূল্যারোপমাত্রেণ পতয়স্তে হেলনীয়া ইত্যাহ—মন্মূর্তিমিতি।

৪১। কালো যমঃ, তদ্রূপং কালকূটকূটমিব; কৃতান্তানেহসোঃ কালঃ" ইত্যমরঃ। আলবৎ পীতবাসসঃ; আলঞ্চ হরিতালকে" ইত্যমরঃ; তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য কটুতরমালপিতং বচনং নিশম্য শ্রুত্বা আসাং যজ্ঞপত্নীনামাশা অশমি, স্বয়মেব উপরতা নষ্টেত্যর্থঃ। কর্মকর্ত্তরি চিণ্। ততশ্চ মাশান্তিঃ শোভানাশোঽপ্যজনি, অভূৎ ॥

ভুজলতায় আলিঙ্গন করে সৌরভ্য-সৌভাগ্যপূর্ণ অনুরাগ-পুষ্পভারে অর্চনা করতে লাগলেন ব্রাহ্মণীগণ।

কৃষ্ণের প্রত্যাখ্যানপর বাক্যবাণ ঃ

৩৯। অতঃপর দনুজদমন মানসজ্বরের অতিপ্রশমিত তাপ হেতু পুঞ্জীভূত সান্দ্রানন্দযুক্তা দ্বিজ-বধূগণের মন যেন মোহিত করতে করতে বললেন—

৪০। 'অতএব তোমরা দেবপূজাস্থানে চলে যাও। তোমাদের সঙ্গে মিলিত পতিদেবতাগণের দ্বারা এই যজ্ঞ পরিপাটিরূপে নির্বাহিত হউক। আমার যজ্ঞময়ী মূর্তিকেও যে ভজনা করে সেই ধার্মিক ব্যক্তি আমাকেই পরিতুষ্ট করে থাকে।'

বাক্যবাণে অধীরা ব্রাহ্মণীগণের প্রেম নিবেদন ঃ

৪১। এইরূপে অমৃতকিরণবর্ষী সেই মুখচন্দ্রমণ্ডল থেকে দ্রুত লম্বমান যমকালকূটরাশির মতো অনাস্বাদনীয় অতি কটু বাক্য শ্রবণ করে আশাভঙ্গে তাঁদের অঙ্গশোভা বিনষ্ট হয়ে গেল।

৪৩। অথ বিধুরিতবদনা-বিধুরিতবদনবরতমানন্দসন্দোহং মন্যমানাঽমানানাদরাদরাহতহৃদয়েব হৃদয়ে বহন্তী গুরুখেদমধিকসবাষ্পগদগদগদনকলস্বরং স্বরাঙ্গনাশ্রেণিরিব বিচ্ছায়া সলিলকণভরমন্দাক্ষং মন্দাক্ষং চ নির্বাস্য নির্বাস্যমানদীপশিখেব মন্দপ্রভা প্রভাবৈকনিবদ্ধদৃষ্টিঃ শুষ্যমাণকাকুদা কাকুদাক্ষিণ্যবতী নিজগাদ ভূস্থুরনিতম্ববতীবিততিঃ॥

৪৪। 'অলমলমতিমাত্রং কর্কশেনামুনা তে, বচনবিলসিতেন প্রাণিমাত্রপ্রিয়স্য।
নহি পুরুকরুণানামেষ পন্থাঃ সুভব্যো, যদহহ পরমর্মচ্ছেদি-বাগ্বজ্রমোক্ষঃ॥

৪৫। অবধেহি, বধেহিতং মুঞ্চ মাদৃশাম্, মা দৃশাং নঃ সুখমপাকুরু॥

৪৬। ঘটতাং বা কথমিদম্—

৪২। দীর্ঘাদপ্যতিদীর্ঘতরৈঃ সম্যক্ শ্রবণৈর্যা অনুচিন্তা নিরন্তরভাবনা তস্যাঃ সন্তানেন বাহুল্যেন পূর্বমেব পল্লবিতঃ, সম্প্রত্যাস্যতামিত্যাদ্যাশ্বাসেন কোরকিতশ্চ প্রতানো বিস্তারো যস্যাস্তথভূতামপি॥

৪৩। বিধুরিতো বদনবিধুর্যস্যাঃ সাঽনবরতমানন্দসন্দোহমিতবৎ গততুল্যং মন্যমানা অমানঃ পরিমাণরহিতোঽনাদরো যস্যাঃ সা, অদর অনল্পমাহতং প্রাপ্তাঘাতং হৃদয়ং যস্যাঃ সা। স্বরাঙ্গনা স্বর্গনারী বিচ্ছায়া ছায়ারহিতা কান্তিরহিতা চ। সলিলানাং কণভরৈর্মন্দে অক্ষিণী যত্র তদ্‌যথা স্যাত্তথা, প্রকৃষ্টেন ভাবেন একত্রৈব নিবদ্ধা দৃষ্টির্যস্যাঃ সা, চিন্তানুভাবোঽয়ং শুষ্যমাণং কাকুদং তালু যস্যাঃ সা; "তালু তু কাকুদম্" ইত্যমরঃ॥

৪৪। সুভব্যঃ সুমঙ্গলঃ॥

৪৫। মাদৃশাং মদ্বিধানাং বধে মারণে ঈহিতমিচ্ছাং মুঞ্চ। নন্থ কোঽত্র বধোঽবগতঃ? তত্রাহুঃ,—নোঽস্মাকং দৃশাং নেত্রাণাং সুখং মা অপাকুরু, ত্বদ্দর্শনং বিনা মরিষ্যাম এবেতি ভাবঃ॥

৪২। ব্রজজনমুখে দীর্ঘ হতেও দীর্ঘতর কৃষ্ণকথার সুষ্ঠু শ্রবণান্তর তার নিরন্তর চিন্তন বাহুল্যে পল্লবিত, সম্প্রতি 'এসো বসো' ইত্যাদি আশ্বাস বাক্যে কোরকিত ও বিস্তারিত আশালতার বিফলতা প্রাপ্তি করানো এ-কথা সেই দ্বিজবধূগণকে দুঃখে অধীরা করে তুললো।

৪৩। অতঃপর দুঃখে ম্লান বদনা, অনবরত আনন্দসমূহ গততুল্য মন্যমানা, অপরিমিত অনাদরযুক্তা, দুঃসহ আঘাতে জর্জরিতা, হৃদয়ক্ষেত্রে বিষম দুঃখ বহনকারিণী, অশ্রুজলকণা-ভারে স্তিমিত নয়না, স্বর্গের দেবীগণ যেরূপ ছায়ারহিতা সেইরূপ কান্তিরহিতা, নিবু নিবু দীপশিখার মতো মন্দপ্রভা, ভাবাবেগে স্থিরদৃষ্টি, শুষ্যমান তালুযুক্তা, কাকুদাক্ষিণ্যবতী ভূস্থুরনিতম্ববতীগণ লজ্জা নির্বাসন দিয়ে অতি সবাষ্প গদগদ কলকণ্ঠে বলতে লাগলেন—

৪৪। 'প্রাণীমাত্র-প্রিয় তোমার এ-কর্কশ বচনবিলাসের কোনও প্রয়োজন নেই, লেশমাত্রও প্রয়োজন নেই। পূর্ণকরুণাময়ের এ নহে সুমঙ্গল পন্থা—অহহ, যার জন্য পরমর্মচ্ছেদি এ-বাক্‌বজ্র নিক্ষেপ হল।

৪৫। অবধানপূর্বক শোন, মাদৃশ জনের বধের চেষ্টা ছার, আমাদের দর্শনসুখ দূর কর না।

ন শিখরিশিখরেভ্যো নির্গতাঃ শৈবলিন্যঃ, পুনরপি বিনিবৃত্তা হন্ত তানাশ্রয়ন্তে।
অপি তু সমুপসীদন্ত্যেব রত্নাকরান্ত-,র্ন ভবতি নিরপেক্ষস্তাসু রত্নাকরোঽপি ॥

৪৭। নিষ্কিঞ্চনপ্রিয় কিঞ্চন প্রিয়মস্মাকং ন ভবন্তমন্তরেণ, কথমথ মথন মুরস্য রস্যতামেতু নঃ পুনরগারগমনম্ ॥

৪৮। যতঃ; ন ঘনতরতমোঽন্তর্ভ্রান্তিবিভ্রান্তমার্গা, জহতি সুকৃতপাকাৎ প্রাপ্তমালোকমুচ্চৈঃ।
ন বিধিবিলসিতেনাযত্নমাসাদিতায়া, বিদধতি জনুষান্ধা দিব্যদৃষ্টেরুপেক্ষাম্ ॥

৪৯। হন্ত হন্তরঘনস্য তব বচনমিদং ন মিদং জনয়তি, নয়তিলক! তব সংশ্রবঃশ্রবস্ত শ্রবণপুটে জাগরূকমেবাস্তে। তদনুস্মর স্মর-সহস্রসহস্রবণকারিরূপসৌন্দর্য্য নিশাময় যদনু বদামো দর দামোদর মদরন্ধনমপাকৃত্য ॥

৪৬। শৈবলিন্যো নদ্যস্তান্ শিখরিণঃ ॥

৪৭। হে মুরস্য মথন ॥

৪৮। ন ঘনেত্যপ্রস্তুতপ্রশংসয়া কৃষ্ণবিরহস্য তমস্ত্বং তদ্ব্যাকুলতায়াশ্চ ভ্রান্তিত্বং সদুপায়স্য মার্গত্বং কৃষ্ণস্য ত্বালোকত্বমারোপিতম্। যত্র চ কথঞ্চিদ্ধীরতারূপদৃষ্টিবলাদালোকনৈরপেক্ষ্যাঽপি যৎকিঞ্চিদ্গমনসামর্থ্যং সম্ভবেদপীত্যন্যথৈব পুনরাহুঃ,—ন বিধীতি। বিধিবিলসিতেন ভাগ্যবৈভবেনৈব কর্ত্রা আসাদিতায়াঃ প্রাপিতায়া দিব্যদৃষ্টেরুপেক্ষাং জনুষান্ধা জন্মান্ধা ন কুর্বন্তীতি স্বেষান্ত মূলত এব তদ্বিরহনির্ধূতধৈর্যাণাং জন্মান্ধত্বম্, ততশ্চ দিব্যদৃষ্টিত্বং কৃষ্ণস্য। যদ্বা, তদ্রূপগন্ধশব্দাদ্যননুভবিত্বং স্বেষামন্ধত্বং তৎপার্শ্বস্থিতৈর্দিব্যদৃষ্টিত্বম্ ॥

৪৯। হে অঘস্য হন্তঃ! মিদং স্নেহম্, সংশ্রবসাং যশসাং শ্রবঃ শ্রবণম্। স্মরসহস্রস্য সহসস্তেজসঃ স্রবণং চ্যোতনং কর্তুং শীলমস্য, তাদৃশং রূপসৌন্দর্যং যস্য হে তথাভূত! পূর্বস্য সহস্র-শব্দস্য (পা০ ৮।৪।৪৭) "অনচি চ" ইতি সকার-

---

৪৬। এ অঘটন ঘটবেই বা কি করে—পর্বতশিখর থেকে নির্গত নদী হায় হায় পুনরায় উল্টা পথে ফিরে গিয়ে সেই তাকেই আশ্রয় করে কি? করে না। পরন্তু রত্নাকর-গর্ভে গিয়েই অবসান প্রাপ্ত হয়। সমুদ্রও তাঁদের প্রতি নিরপেক্ষ হয় না।

৪৭। হে নিষ্কিঞ্চন-প্রিয়! তোমা ছাড়া কেউ আমাদের প্রিয় নয়, তাই বলছি হে মুরমথন, পুনরায় গৃহে গমন কি করে আমাদের রসজনক হতে পারে বলতো।

৪৮। যেহেতু, অতি অন্ধতামিস্র মধ্যে ভুল বশতঃ বিপরীত পথগামি জন সুকৃতিবশে প্রাপ্ত উজ্জ্বল আলোক কখনও-ই ত্যাগ করে না। ভাগ্যবশে অযত্নে প্রাপ্ত দিব্যদৃষ্টির উপেক্ষা জন্মান্ধ ব্যক্তি কখনও-ই করে না।

৪৯। হায় হায়, অঘহন্তা! তোমার এ কথা স্নেহ প্রকাশক হচ্ছে না। হে ন্যায়নীতিবিশারদ! তোমার যশের শ্রবণ আমাদের কর্ণপুটে এখনও জাগরূক রয়েছে। তাই বলছি, হে মদন-সহস্রের তেজস্রাবী রূপসৌন্দর্যবিশিষ্ট, তোমার মাধুর্যের কথা একবার ভেবে দেখ। অতঃপর আমরা যা বলছি হে দামোদর, বিনা গর্ব ত্যাগেই না হয় কিঞ্চিৎ শোন।

৫০ ।　সকৃদপি ভজতে যো যস্তবাস্মীতি বক্তি, ত্যজসি ন তমিতীয়ং পাল্যতাং স্বপ্রতিজ্ঞা ।
প্রকটকটুকঠোরৈঃ কর্মভিঃ কণ্টকাভৈ-,র্গৃহগহনমপাস্যোপাস্য দাস্যো ভবামঃ ॥

৫১ ।　কিঞ্চ,　সংগৃহ্ণন্তু ন নঃ কদাপি পতয়ো মুঞ্চন্তু বা বান্ধবাঃ
স্বীকুর্বন্তু ন মাতরো ন পিতরো ন ভ্রাতরো ন প্রজাঃ ।
কামং বোপহসন্তু হন্ত সুজনা নিন্দন্তু বা দুর্জনা-
স্ত্বৎপাদাম্বুজসেবয়া বপুরিদং নির্বাপয়িষ্যামহে ॥

৫২ ।　তদেবং দেবং নিবেদয়ামো দয়া মোপেক্ষণীয়াপেক্ষণীয়া নো মনোরথপূর্তিঃ ॥

৫৩ ।　তথা হি—অঙ্গীকুরুষ্ব করুণার্ণব নঃ প্রপন্নাঃ, সম্মোদয়স্ব মদয়স্ব দয়স্ব দেব ।
পাদারবিন্দদলদোলনবিপ্রকীর্ণং, নির্মাল্যমাল্যমুরসা শিরসা বহামঃ ॥'

দ্বিত্বেন, পরন্তু তু "বা শরি" ইতি সত্বেন দ্বিসকারশ্রবণম্ । দর ঈষদেব যদনু পশ্চাদ্বদামঃ । কিং কৃত্বা ? মদরন্ধনং স্বগর্বখণ্ডনমপাকৃত্য দূরীকৃত্য গর্বং ধৃত্বৈবেত্যর্থঃ ॥

৫০ । সকৃদপীত্যৈশ্বর্যজ্ঞানমাসাং মাথুরত্বাদস্ত্যেব, কিন্তু ভগবৎকৃপাসিদ্ধানাং তয়ৈব সমর্থাখ্যরত্যুদয়ান্মাধুর্যজ্ঞানাচ্ছন্নমেব । যদ্বা, (ভা০ ১০।২৯।৩৭) "শ্রীর্যৎপদাম্বুজরজশ্চকমে" ইত্যাদিবন্মাধুর্যানুশীলনবিনির্দোথত্বাদ্বিরহাদাবৈশ্বর্যজ্ঞানস্য ন মাধুর্যাবরকত্বং শ্রীবৈষ্ণবতোষণী-ব্যাখ্যান-দৃষ্ট্যাঽবসেয়মিতি । 'প্রকটকটু-' ইতি গৃহগহনমিত্যস্য বিশেষণম্ ॥

৫১ । নির্বাপয়িষ্যামহে সমাপয়িষ্যামহে ॥

৫২ । দয়া কৃপা মা উপেক্ষিতুং যোগ্যা ॥

৫৩ । সম্মোদয়স্ব প্রথমমঙ্গীকারেণৈব সংহৃষ্টাঃ কুরুষ্ব, মদয়স্ব, ততঃ স্ববিলাসসীধুবৃষ্ট্যা মত্তাঃ কুরু, এবং দয়স্বেতি ।

---

৫০ । যে একবার তোমার ভজন করে, যে একবার 'তোমার হলাম' বলে, তাঁকে তুমি ত্যাগ কর না—তোমার এই নিজ প্রতিজ্ঞা পালন কর । প্রকটকটুকঠোর ও কর্মকণ্টকাকীর্ণ গৃহগহ্বর ত্যাগ করে হে আরাধ্য, তোমার দাসী হব আমরা । (মাথুরব্রাহ্মণী বলে এদের ঐশ্বর্যজ্ঞান স্বাভাবিক ভাবে থাকলেও ভগবৎকৃপাসিদ্ধা ব্রজবাসিদের সঙ্গগুণে সমর্থারতির উদয় হেতু মাধুর্যজ্ঞানের দ্বারা এদের এই ঐশ্বর্যজ্ঞান আচ্ছাদিত হয়েছে ।)

৫১ । পতিগণ আমাদের কখনও-ই গ্রহণ না করুক, বান্ধবগণ ত্যাগই বা করুক, মাতাপিতা-ভ্রাতা-পুত্র-সুজনগণ হায় হায় স্বীকার নাই বা করুক, সুজনগণ হায় হায় যথেচ্ছ উপহাস - দুর্জনগণ নিন্দাই বা করুক—আমরা কিন্তু তোমার পাদাম্বুজ সেবাতেই এই দেহ সমাপন করব ।

৫২ । তাই নিবেদন করছি—হে দেবতা, তোমার কৃপাদেবী উপেক্ষার যোগ্য নয় । আমাদের মনোরথপূর্তিও অপেক্ষার যোগ্য নয় ।

৫৩ । তথা হি—হে করুণার্ণব দেব, শরণাগত আমাদের অঙ্গীকার কর । অতঃপর নিজ বিলাসামৃত-বৃষ্টিদ্বারা মত্ত কর, দয়া কর । আমরা তো তোমার পদারবিন্দদলদোলনে চতুর্দিকে ছড়ান নির্মাল্য বক্ষে-শিরে বহন করব ।'

৫৪। তদা তদাকর্ণনে কর্ণনেয়মাধুরীধুরীণবচনানাং নানাঙ্গরঙ্গরঞ্জি-পুলকাবলীনাং লীনান্তরীণ-ভাববিশেষাণামশেষাণামপি মুখমালোক্য মধুরতরসিতস্মিতস্নপিতাধরদলং রদলজ্জিতশিখরোঽখরোঽস্র-সহস্রসহজমধুরাননো নিজগাদ শ্রীদামোদরঃ,—'অয়ি সমাকর্ণয়ত কর্ণযতমানমোদা মোদারেণ হঠেন বো ভূয়তাং ন বোভূয়তাং চ খেদঃ। অবধাতুমর্হন্তি শুভবত্যো ভবত্যো মদালপিতম্॥

৫৫। শ্রবণকীর্ত্তনচিন্তন-চাতুরী, কৃতধিয়াং যদি চারুতরায়তে।
অপি পুরশ্চরতো হি তদেক্ষণা-,ন্মম বশীকৃতয়ে কৃতিনী ভবেৎ॥

৫৬। তদয়ি যাত নিরন্তরমাত্মনা, কুরুত মেঽনুগতিং গতিকোবিদাঃ।
মদনুধাবনধূনিতবন্ধনা, ভুবনবান্ধবমেষ্যথ মাং ধবম্॥

ননু সত্যং মচ্চিকীর্ষিতমেবার্থয়ধ্বে, স্বচিকীর্ষিতমপি ব্রূতেতি ? তত্রাহুঃ—পাদারবিন্দেতি॥

৫৪। কর্ণয়োর্নেয়ং নেতুং যোগ্যং মাধুরীধুরীণং বচনং যাসাং তাসাং তদাকর্ণনে প্রার্থনাশ্রবণে সতি নিজগাদ। নানাঙ্গেষু রঙ্গরঞ্জিনী রঙ্গে কৃষ্ণস্যাপি রঞ্জনশীলা পুলকাবলী যাসাং তাসাম্। আন্তরীণো ভাবঃ শৃঙ্গারময়ো রদৈর্দন্তৈ-র্লজ্জিতানি তিরস্কৃতানি শিখরাণি যেন সঃ; "শিখরং পক্কদাড়িমবীজাভমাণিক্যে শিখরেঽপি চ" ইতি বিশ্বঃ। অখর-মতীক্ষ্ণমুস্রসহস্রং কিরণসহস্রং যস্য সঃ; চন্দ্র ইব সহজমধুরমাননং যস্য সঃ; "কিরণোস্রময়ূখাংশু-" ইত্যমরঃ। কর্ণযো-র্যতমানঃ স্থাতুং প্রযত্নবান্ মোদো যাসাং তথাভূতাঃ সত্য এবাকর্ণয়ত, কর্ণয়োরানন্দং নিবেশ্যৈব শৃণুত, ন তু প্রস্তুতং খেদং ধ্বস্যেত্যর্থঃ। উদারেণ মহতা হঠেন বো যুষ্মাকং মা ভূয়তাম্, তথা খেদশ্চ ন বোভূয়তাম্, ন পুনঃ পুনর্ভবতু॥

৫৫। হি নিশ্চিতম্, পুরশ্চরতোঽপি মমাগ্রেবর্তিন ঈক্ষণাদ্দর্শনাৎ সকাশাদপি॥

৫৬। এষ্যথ প্রাপ্স্যথ॥

কৃষ্ণের ব্রাহ্মণীগণকে তত্ত্বোপদেশ ঃ

৫৪। কর্ণে নেওয়ার যোগ্য মাধুরীতে ভরপূর বাক্‌চাতুর্যবিশিষ্টা, নানাঙ্গে রঙ্গরঞ্জিত-পুলকাবলী-যুক্তা, অন্তরে গোপনে রক্ষিত অশেষ-বিশেষ ভাববতী ব্রাহ্মণীদের প্রার্থনা শ্রবণ করত তাঁদের মুখ অবলোকন করে অতি মধুর শুভ্র মুচকি হাসিতে ধোয়া অধরদলসমন্বিত, পক্কদাড়িমবীজাভ - মাণিক্য তিরস্কারী সুদন্তি, কোমল কিরণসহস্র বিকিরণকারী, ও সহজমধুর চন্দ্রবদন শ্রীদামোদর বললেন—কর্ণে আনন্দপুর গুঁজে নিয়ে অবধানপূর্বক শ্রবণ কর—'তোমাদের এরূপ মহান্ হঠ করা ঠিক নয়, এবং বার বার এরূপ দুঃখ করাও ঠিক নয়। হে কল্যাণীগণ, তোমরা আমার কথা ধ্যান দিয়ে শোনার যোগ্য।

৫৫। শাস্ত্রীয় অর্থ গ্রহণে সংযতমনা ব্যক্তির শ্রবণকীর্ত্তনচিন্তন-চাতুরী যদি অতিশয় মনোরম-ভাবে বিস্তার লাভ করে তবে আমার সম্মুখবর্তী জনের দর্শন থেকেও আমাকে বশ করতে কুশলী হয়ে থাকে।

৫৬। তাই বলছি, অয়ি তত্ত্বনিপুণাগণ, তোমরা ঘরে যাও। নিরন্তর মনের দ্বারা আমাকে অনুসরণ করে চল। আমার অনুসরণ বন্ধন খণ্ডন করে দেয়। এর দ্বারা ভুবনবান্ধব স্বামী আমাকে প্রাপ্ত হবে।

৫৭। কিঞ্চ, ন ত্বাদৃশাং নৃজনুষাং ভবতীহ দেহে, যোগ্যো মমায়মতিমঙ্গলমঙ্গসঙ্গঃ।
ভাবাভিধেন বপুষা রময়ধ্বমন্ত-,র্যদ্বো ময়াপি সুদৃঢ়ং মনসোপগূঢ়ম্॥

৫৮। কিঞ্চ, বিদ্বেক্ষ্যন্তি ভবাদৃশীর্ন পতয়ো ময্যেকতানাত্মনো
যেনানেন ময়াত্মনা পতি-সুত-ভ্রাত্রাদয়োঽতিপ্রিয়াঃ।
তস্মিন্নর্পিতচিত্তবৃত্তিষু জনঃ কো দ্বেষমীহিষ্যতে
হিত্বৈকান্ মদুপেক্ষিতানিতি গতাশঙ্কং গৃহে গম্যতাম্॥'

৫৯। ইত্যেবমশেষবিশেষবিবিধবাচোযুক্তিবাচো যুক্তিমস্য শ্রবণপুটকে নিধায় নিধায় পীযূষযূষমিব বচনং তদলঙ্ঘনং তদলঙ্ঘনং যুক্তমোবতি মত্বা পরমসমুৎকাঃ সমুৎকা মনো দত্ত্বা কামনোদত্বাদিদোষমবিগণয্য তদ্রূপলাবণ্যমাদায় দায়লব্ধমিব সমুচিতবিনিময়াৎ, তেনৈব হৃদয়ে পূরিতে বহিরুদিতান্ হৃদয্যানিব

৫৭। ত্বাদৃশাং ব্রাহ্মণজাতিমাত্রাণাং তত্র দোষভাগিন্যো বয়ং ভবাম ওমিতি চেৎ, তত্রাহ—অতিমঙ্গলং যথা স্যাত্তথা ন ভবতি। গোপজাতের্মম ব্রহ্মণ্যতয়াতিথ্যাতস্য বিপ্রপত্নীসম্ভোগঃ প্রায়ো লোকৈর্বিগীয়েতৈব। ততশ্চ তেষামমঙ্গলং দুর্বারমেব স্যাদিত্যভিপ্রায়ঃ। যদ্বপুর্বো যুষ্মাকম্॥

৫৮। নন্থ বন্ধুপত্যাদিকৃতমর্যাদামুল্লঙ্ঘ্যাত্রাগতবতীস্ত্যক্তা এবাস্মান্ন পুনস্তে গ্রহীষ্যন্তি তি? তত্রাহ—বিদ্বেক্ষ্যন্তীতি। যেন ময়া আত্মনা কিঞ্চিদংশমাত্রেণৈবাত্মরূপেণ সতা এব পত্যাদয়ঃ প্রিয়াস্তস্মিন্ পরিপূর্ণাত্মনি ময়ি॥

৫৯। তাদৃশবাচোযুক্ত্যেব বাগ্ যস্য তস্যাস্য যুক্তিং ভাবাভিধেনেত্যাদিনা প্রাপ্ত্যুপায়ং (পা০ ব০ ৯৭৯) "বাগ্ দিক্-পশ্যদ্ভ্যো যুক্তিদণ্ডহরেষু" ইতি অলুক্। তদ্বচনং পীযূষমিব নিধায় পীত্বা 'ধেট্ পানে' তস্য ধর্মস্যালঙ্ঘনং কৃষ্ণকর্তৃকং তন্মঙ্গলময়মলমতিশয়েন যুক্তমেবেতি ঘনং সান্দ্রং যথা স্যাত্তথা, মত্বা পরমসমুৎকা অপি সমুৎকা মুৎসহিতাঃ সত্যো মনো দত্ত্বা তস্মৈ স্বচেতঃ প্রদায় দায়লব্ধমিব তস্য রূপলাবণ্যমাদায় গৃহীত্বা। কিঞ্চ, তস্য কামনোদত্বাদিদোষং কন্দর্প-

---

৫৭। আরও, মনুষ্যজন্মের এই ব্রাহ্মণীদেহে গোপজাতি আমার অঙ্গসঙ্গ অতি মঙ্গলজনক হবে না। ভাবদেহে মনে মনে আমার সঙ্গে রমণ কর, যাতে আমিও সুদৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন বদ্ধ হয়ে আছি মনে মনে।

৫৮। আমাতে নিবিষ্টমনা ভবাদৃশগণের পতিগণ বিদ্বেষ করবে না। যে আমি অংশমাত্রে অন্তর্যামীরূপে আছি বলেই পতিসুতভ্রাতাদি অতি প্রিয় হয় সেই পরিপূর্ণস্বরূপ আমাতে যাঁরা অর্পিত চিত্ত তাঁদেরকে কে দ্বেষ করতে ইচ্ছা করবে, কেবল আমার উপেক্ষিত জন ছাড়া। কাজেই শঙ্কা ছেড়ে দিয়ে ঘরে যাও।'

৫৯। এইরূপ কথার পর অশেষবিশেষ বিবিধ আলাপে যুক্তিযুক্ত বাক্যপ্রয়োগে পটু শ্রীকৃষ্ণের এই যুক্তি শ্রবণপুটে ধারণ করত পীযূষযূষের মতো পান করে এই বচন অলঙ্ঘনীয় ও অতিশয় সান্দ্রযুক্তিযুক্ত বলে মনে করলেন ব্রাহ্মণীগণ। পরমসমুৎসুকা-সানন্দিতা তাঁদের মন কৃষ্ণকে প্রদান করে দয়ালব্ধ-সমুচিত বস্তুর মতো তাঁর রূপলাবণ্য হৃদয়ে গ্রহণ করত তাঁর কন্দর্প প্রেরণত্বাদি

কন্টকান্ কন্টকান্ সুখপ্রকোপঘনেষ্বপঘনেষ্ববিরতমাদধত্যো নিরর্গলগলদস্রবঃ স্রবদখেদস্বেদসলিলপৃষতাঃ পৃষতাক্ষ্যঃ কৃচ্ছ্রেণৈব পুরং প্রতি নিববৃতিরে ॥

৬০। অথ তত্র পুরা পুরামন্তরেষু নিরনুরোধরোধনপরান্ ধর্মধনপরান্ ধর্মবিপ্লবোঽয়মিতি ভ্রমবিভ্রম-বিহতবিচারানবনিগীর্বাণান্ বাণানিব বিষদিগ্ধানবিগণয্য বহির্ভূতাসু তাসু যা কাচন বিপ্রবধূরবধূতভর্তৃ-নিরোধা ভবিতুং ন শশাক, সা কিল যথাশ্রুতি শ্রুতিপথোপগতব্রজরাজযুবরাজযুবরূপলাবণ্যস্ফুরণরণ-রণকনির্ধূতান্তঃকরণা করণান্তরশূন্যা তমিব সাক্ষাদয়িতং দয়িতং বিলোকয়ন্তীব তেনৈব বহিঃ স্ফুরতেব কৃতোপদেশাদেশাদ্দেশান্তরমিব যিযাসুঃ কৃতশুভমুহূর্ত্তা মুহূর্ত্তাদেব ব্রজলোকান্তরকান্তরতিরঙ্গে সংজিগমিষুঃ প্রবলরতিমত্তয়া মত্তয়া তৎস্ফুরণরণসম্মুখীনয়া নয়াসাদিতমুচিতমপি তমপিধেয়ং তৎস্বরূপভাবং নিরস্য

প্রেরণত্বাদিকং বৈগুণ্যম্, আদি-শব্দাদ্বিষয়ান্তরবৈমুখ্যাধানং চাবিগণয্য। তেনৈব তদ্রূপলাবণ্যেনৈব সুখস্য প্রকোপেন প্রাবল্যেন ঘনেষু নিবিড়েষ্বপঘনেষ্বঙ্গেষু কন্টকান্ রোমাঞ্চানাদধত্যঃ। হৃদয্যান্ হৃদয়ভবান্ কন্টকান্ ঔৎকণ্ঠ্যরূপসূচ্যগ্রা-নিব; "সূচ্যগ্রে ক্ষুদ্রশত্রৌ চ রোমহর্ষে চ কন্টকঃ" ইত্যমরঃ। স্রবন্তোঽখেদেনৈব স্বেদসলিলস্য পৃষতা বিন্দবো যাসু তাঃ পৃষতাক্ষ্যো মৃগাক্ষ্যঃ ॥

৬০। সিংহাবলোকন্যায়েন পূর্বকথান্তরারম্ভে অথ-শব্দঃ। অবিনিগীর্বাণান্ ভূদেবান্। যথাশ্রুতি গোপবালকবাক্য-শ্রবণানুসারেণ কর্ণপথোপগতস্য ব্রজরাজযুবরাজস্য নন্দকুমারস্য প্রবলরূপলাবণ্যস্ফুরণেন রণরণকং প্রেমাত্মককামচিন্তা তেন নির্ধূতং বৃত্তিরহিতীকৃতমন্তঃকরণং যস্যাঃ সা, অতএব কারণান্তরশূন্যা বহির্ব্যাপাররহিতা। সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষমেব অয়িতং প্রাপ্তং তেনৈব দয়িতেনৈব কৃত উপদেশঃ 'সর্বপরিত্যাগেনৈব বৃন্দাবনে ময়া সহ সুখং রমস্ব' ইত্যাকারকো যস্যৈ সা। ব্রজলোকস্যান্তরে মধ্য এব কান্তেন সহ রতিরঙ্গে সংজিগমিষুঃ সঙ্গার্থিনী প্রবলা যা রতিমত্তা প্রেম তয়ৈব কর্ত্র্যা নয়া-

---

গুণবৈপরীত্ব গণনা না করে রূপলাবণ্য আস্বাদন জনিত সুখপ্রাবল্যে উত্থিত ঔৎকণ্ঠ্যরূপ সূচ্যগ্রের মতো রোমাঞ্চ সুবলিত অঙ্গে অবিরত ধারণ করে নিরর্গল অশ্রুপাত করতে করতে হর্ষজনিত ঘর্মজলবিন্দু-ধারিণী মৃগাক্ষীগণ অতি কষ্টেই পুরীর দিকে ফিরে চললেন।

পূর্বকথারম্ভ ঃ

৬০। অতঃপর সেই ব্রাহ্মণপত্নীগণের বিশ্রামাগারে ব্রজবালকগণ যেতেই অনুরোধশূন্য জবরদস্তি অবরোধে তৎপর, ধর্মধনপর, এ ধর্মবিপ্লব এরূপ ভ্রান্তিবিলাসে বিচাররহিত ব্রাহ্মণগণের বাণের মতো বিষদগ্ধ বাক্য গ্রাহ্য না করে ঘর থেকে বহির্ভূত ব্রাহ্মণীগণের মধ্যে কোনও একজন যে অতিক্ষিপ্ত স্বামী কর্তৃক আবদ্ধ হয়ে বাইরে বেরতে পারলেন না তিনি বালকদের মুখ থেকে যেমন শুনেছিলেন সেই অনুসারে কর্ণপথোপগত ব্রজরাজযুবরাজের উচ্ছলিত রূপলাবণ্য স্ফূর্তিতে প্রাপ্ত হয়ে প্রেমাত্মক কামচিন্তায় ক্রিয়াশূন্য অন্তঃকরণযুক্তা ও বহির্ব্যাপার রহিতা হয়ে সেই দয়িতকে যেন সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হয়েছেন এই ভাবে যেন বিলোকন করতে করতে স্ফূর্তিতে বাইরে আগত তাঁর দ্বারাই যেন উপদিষ্ট হলেন—'অয়ি, তুমি সর্ব ত্যাগ করে বৃন্দাবনে আমার সঙ্গে বাস কর'। এই আদেশানুসারে দেশান্তরে যাওয়ার ইচ্ছুক জনের মতো শুভক্ষণ দেখে নিয়ে ব্রজলোক মধ্যে কান্তের সঙ্গে রতিরঙ্গে

রস্যতমং তদঙ্গসঙ্গসঙ্গমকমানন্দঘনমপঘনমপরিবর্ত্তিনমাপিতাপি তাসামগ্রতোঽগ্রতোষেণ তদঙ্গসঙ্গরঙ্গিণী সমজনীতি ন তচ্চিত্রম্ ॥

৬১। ন হি তাদৃগনুরাগজনীনাং জনীনাং গুরুপরাধীনং পরাধীনং জীবনম্। নিখিলসৌভগবতি ভগবতি স্বভাবজা ভাবজাগরূকতা হি ভাবিনীনাং ভাবিনী নান্তরায়ৈর্বিহন্যতে, যেন খলু নখলুলিতললিত-লতাখণ্ডমিব তৎকালকালতাপত্তি বপুরেব পুরেঽবর্ত্তত॥

৬২। জীবনসহিতঃ স হিতঃ স্বভাবো ভাবো ভগবদঙ্গসঙ্গসরসকলে বরে কলেবরেঽনুপ্রবিষ্টো ব্রজ-কন্যাব্রজকন্যায়েন তৎসাহচর্য্যচর্য্যয়ৈবাগামিনীষু যামিনীষু যাস্যতি ভগবদানন্দহেতুতামেব, কিমশক্যং

সাদিতং নীত্যা প্রাপিতং তৎপ্রাপ্ত্যাশাদানেন কারিতস্বীকারমিত্যর্থঃ। তাদৃশমুচিতং যোগ্যমপি অপিধেয়মনাচ্ছাদ্যং তিরোধাপয়িতুমযোগ্যমপি তং প্রসিদ্ধং তৎস্বরূপভাবং তৎস্বরূপত্বং বিপ্রপত্নীত্বমিত্যর্থঃ। নিরস্য দূরীকৃত্য। রস্যতমম-পরিবর্তিনং পুনঃ পরিবর্তনশূন্যম্; অপঘনমঙ্গং প্রাপিতা; তাসাং নিষ্ক্রান্তবতীনামগ্রতঃ। প্রবলরতিমত্তয়া কথম্ভূতয়া? মত্তয়া মমত্বেন তস্য কৃষ্ণস্য স্ফুরণমেবৌৎকণ্ঠ্য-দৈন্যনির্বেদাদিতীক্ষ্ণাস্ত্রসংমর্দময়ত্বাদ্রণো যুদ্ধং তত্র সম্মুখীনয়া তত্তদাঘাত-প্রাপ্তাবপি স্থিরয়েত্যর্থঃ। অগ্রতোষেণ শ্রেষ্ঠানন্দেন ॥

৬১। তাদৃশোঽনুরাগস্য জনিরুৎপত্তির্যাসু তাসাং জনীনাং স্ত্রীণাম্; "জনী সীমন্তিনী-বধ্বোঃ" ইতি মেদিনী। পরঃ শ্রীকৃষ্ণস্তদধীনং জীবনং ন হি গুরূণাং পরাধীনং ভবতি। অতো গুর্বনুরোধেন তস্য জীবনং কথং স্থাতুমর্হতীতি ভাবঃ। নন্থ গুরুনিরোধোঽস্যাঃ সাক্ষাদ্ভগবদ্দর্শনে সাক্ষাদন্তরায়রূপোঽভূদেবেতি? তত্রাহ—নিখিলেতি। স্বভাবজা স্বাভাবিকী ভাবস্য জাগরূকতা; ভাবিনী জনিষ্যমাণা ভাবিনীনাং বনিতানাম্। যেনান্তরায়বিঘাতাভাবেন হেতুনা নখেন লুলিতং মর্দিতং ললিতং লতাখণ্ডমিবেতি যথা লতায়াঃ খণ্ডমাত্রস্য ভঙ্গে লতানাশো ন সিধ্যতি, সময়ান্তরে চ তাদৃশখণ্ডস্যোদ্গমো-ঽপি ভবতি, তথা তৎকাল এব কালতায়াঃ কালধর্মস্য পঞ্চত্বস্যাপত্তিঃ প্রাপ্তির্যস্য তৎ; "স্যাৎ পঞ্চতা কালধর্মঃ" ইত্যমরঃ ॥

৬২। স ভাবো হিতঃ স্বাং ভামবতীতি সঃ, বরে শ্রেষ্ঠে ভগবৎস্বীকারোচিতে কলেবরেঽনুপ্রবিষ্টঃ। কীদৃশে?

বিলাসার্থিণী হয়ে প্রবল প্রেম হেতু ও কৃষ্ণের স্ফুরণরণ-সম্মুখীন হেতু নীতি অনুসারে প্রাপিত ও তিরোধাপনের অযোগ্য সেই বিপ্রপত্নীত্বভাব দূর করে রস্যতম কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গপ্রাপক, আনন্দঘন, ও পুনঃ পরিবর্তনশূন্য অঙ্গ প্রাপ্ত হয়ে অন্যান্য গোপীদের পূর্বেই এক মুহূর্তে পরমানন্দে কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গরঙ্গিণী হলেন। এ কিছু আশ্চর্য নয়।

৬১। তাদৃশ অনুরাগের উৎপত্তি যাঁদের ভিতর সেই স্ত্রীদের জীবন কৃষ্ণাধীন, স্বামীর অধীন কোনও ক্রমেই নয়। নিখিল সৌভাগ্যবান্ শ্রীকৃষ্ণে বনিতাদের স্বাভাবিকী ভাব-জাগরূকতা অন্তরায়ের দ্বারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয় না। যেমন নখমর্দিত কোমল লতার খণ্ডমাত্র ভঙ্গে লতা বিনষ্ট হয় না, সময়ান্তরে তাদৃশ খণ্ডের উদ্গম হয়ে থাকে, তেমনই সেই সময়ে কালধর্মে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত বপুই ঐ পুরীতে পড়ে থাকল।

৬২। ঐ ব্রাহ্মণীর নিজের কান্তি পালনকারী মঙ্গলময় সেই ভাবদেহ তাঁর জীবনের সহিত ভগবদঙ্গসঙ্গ হেতু সরস কলাযুক্ত ভগবৎস্বীকারোচিত কলেবরে প্রবিষ্ট হয়ে—রাসারম্ভে অন্তর্গৃহে নিরুদ্ধ

ভগবদ্ব্রতের্ভগবতশ্চ ॥

৬৩। ততশ্চ নিবিড়যোগধারণাকারণাকালশরীর-পরিত্যজাং পরমযোগিনামপি নাম পিহিতং বিদধানং সকৃদনুশীলিত-কৃষ্ণগুণগণনাজনিতরাগতরাগততদবলুলোকিষৈব ভঙ্গভঙ্গমাত্রসাধনেন সা ধনেন তদনু-ধাবনধাবনধুনিতবিবিধবন্ধনা ধবং ধনাদিকমপি তৃণীকৃত্য নিমেষমাত্রেণ যত্তনুত্যাগং বিদধে, তদবলোক্য সচমৎকারমাকারমালিন্যভৃতা নিভৃতানির্বচনীয়নির্বেদবেদনপটুনা দ্বিজসমুদয়েন সমুদয়েন মুহুরনুতেপে ॥

৬৪। যথা— 'ধিগ্ দাক্ষ্যং ধিগুদারতাং ধিগধিকাং বিদ্যাং ধিগাত্মজ্ঞতাং
ধিক্ শীলং চ ধিগধ্বরাদিরচনাং ধিক্ পৌরুষং ধিগ্ ধিয়ম্।
ধিগ্ ধ্যানাসনধারণাদিকমহো ধিঙ্ মন্ত্র-তন্ত্রজ্ঞতাং
শ্রীকৃষ্ণপ্রণয়েন হীনমনসাং ধিগ্ জন্ম ধিগ্ জীবিতম্ ॥

ভগবদঙ্গসঙ্গেন সরসাঃ কলা যত্র তস্মিন্। ব্রজকন্যানাং রাসারম্ভে অন্তর্গৃহনিরুদ্ধানাং ব্রজস্য সমূহস্য কং তৎপ্রাপ্তিসুখং তন্ন্যায়েন তাদৃশরীত্যা ॥

৬৩। সকৃদেবানুশীলিতানাং কৃষ্ণগুণানাং গুণনা অভ্যাসস্তয়া জনিতো রাগতরো মহানুরাগস্তত্র সমুদ্রায়মাণে তদবলুলোকিষৈব ভঙ্গস্তরঙ্গস্তস্য ভঙ্গমাত্রং ব্যাঘাতমাত্রমেব সাধনং তেন ধনেন ধনরূপেণ সা বিপ্রবধূস্তনুত্যাগং বিদধে। কথম্ভূতম্? তথা শরীর-পরিত্যজাং পরমযোগিনামপি নাম খ্যাতিং পিহিতমাচ্ছন্নং বিদধানং কুর্বাণম্। তদনুধাবনং কৃষ্ণানুসন্ধানং তত্র ধাবনমতিশৈঘ্র্যং তেনৈব খণ্ডিতবিবিধবন্ধনা; দ্বিজানাং সমুদয়েন সমূহেন। তস্যা মৃতিদর্শনাৎ মুদা-মানন্দানাময়ো নাশস্তৎসহিতেন, 'ই গতৌ' ইত্যস্মাৎ; অনুতেপে অনুতপ্যত ॥

৬৪। উদারতাং দানশীলত্বম্ ॥

ব্রজকন্যাদের কৃষ্ণপ্রাপ্তি-সুখের রীতিতে গোপীদের সাহচার্য আচরণের দ্বারা আগামিনী স্বামিনীতে ভগবদানন্দ-কারণতা প্রাপ্ত হবেন।

৬৩। একবার অনুশীলিতা কৃষ্ণগুণের পুনঃ পুনঃ অনুশীলনে প্রাপ্ত মহানুরাগ সমুদ্রের কৃষ্ণ-দর্শনেচ্ছারূপ তরঙ্গভঙ্গমাত্র (অর্থাৎ ব্যাঘাত মাত্ররূপ) সাধন ধনের বলে যে কৃষ্ণানুসন্ধান ব্যাকুলতা তাতেই খণ্ডিত হয়েছে বিবিধ বন্ধন যাঁর সেই ব্রাহ্মণী স্বামী ও ধনাদিকে তৃণবৎ মনে করে নিমেষমাত্রে তনুত্যাগ করলেন—এই অদ্ভুত কর্ম পরমযোগী যাঁরা নিবিড় যোগধারণাদ্বারা অকালে শরীর ছেড়ে দেয় তাঁদের খ্যাতিরও আচ্ছন্নকারী হল। এ দেখে আশ্চর্যান্বিত, চেহারায় মলিনতা প্রাপ্ত, ও একান্ত অনির্বচনীয় নির্বেদ জ্ঞানাচার্য দ্বিজসমুদয় নিরানন্দ অবস্থায় মুহুর্মুহু অনুতাপ করতে লাগলেন।

ব্রাহ্মণগণের অনুতাপ ঃ

৬৪। যথা—'হায় হায় আমাদের ক্রিয়ানৈপুণ্যে ধিক্, দানশীলতায় ধিক্, বিদ্যাগরিমায় ধিক্, আত্মতত্ত্বজ্ঞতায় ধিক্, ধিক্ আমাদের কৌলিন্যে, ধিক্ আমাদের যজ্ঞাদি রচনায়, ধিক্ পুরুষাকারে, ধিক্ বুদ্ধিতে, ধিক্ ধ্যান-আসন-ধারণাদিতে, ধিক্ মন্ত্র-তন্ত্রজ্ঞতায়—শ্রীকৃষ্ণ-প্রণয়ে হীনমনা আমাদের জন্মে ধিক্, ধিক্ জীবনে।

৬৫ । ন শৌচং ন বেদাধ্যয়ন-জপহোমাদ্যধিকৃতি-
র্ন সংস্কারো নাত্মশ্রবণ-মননাদি-ব্যবহৃতিঃ।
প্রসঙ্গেন প্রাপ্তে হরিগুণগণে কর্ণবিবরং
তথাপ্যাসামীদৃগ্ব্যবসিতিরহো প্রেমমহিমা ॥

৬৬ । যতোঽমন্দা মন্দাক্ষহানিরবধীরিতাঃ সনাভয়ো ভয়োপেক্ষয়া পরাজিতা গুরুগুরুতা চাপলতা-ঽপলতা গাঢ়োৎকণ্ঠ্যেন নিরাকৃতা রঙ্গবতীরঙ্গবতী চেতোবৃত্তিস্তৃণমিব পত্যপত্যসুহৃদনুরোধঃ কৃষ্ণানুগ্রহ-গ্রহগ্রস্তমন্তঃকরণং চ তাসামালোকি মালোকিতং কুত্রাপি তথাবিধং বিবিধং বিচিত্রম্ ॥'

৬৭ । পুনরিয়ং সবিস্ময়া সা গোষ্ঠী বিপ্রাণাং বিপ্রাণাং তামবলোক্য 'অহো অস্যাঃ পুনঃ কিমাখ্যেয়ম্। যতঃ,—

ষট্‌চক্রক্রমভেদখেদপটবো যোগেন যোগীশ্বরাঃ
কৃচ্ছ্রেণৈব বশীকৃতানিলজবা মুঞ্চন্তি জীবাশয়ম্।
এষা তু প্রিয়দর্শনাভিলষিত-প্রস্থানবাধাবশাদ্-
যোগীন্দ্রৈরপি দুর্গমং পদমগাৎ প্রেম্ণোঽদ্ভুতঃ প্রক্রমঃ ॥

---

৬৫ । প্রেমমহিমেতি প্রেম্ণঃ শৌচাদ্যনপেক্ষত্বেন স্বতন্ত্রতয়া মাহাত্ম্যম্, শৌচাদীনাস্তু তং বিনা ধিক্কারদায়িত্বমে-বেতি ভাবঃ ॥

৬৬ । প্রেম্ণোঽনুভাবানাহুঃ,—অমন্দেতি। মন্দাক্ষহানিঃ কুলবধূত্বাদত্যুত্যাজায়া অপি লজ্জায়াস্ত্যাগঃ; সনাভয়ো জ্ঞাতয়ঃ। পরাজিতা তিরস্কৃতা গুরুগুরুতা গুরুগৌরবম্। চপলতায়াশ্চ অপলতাঽনল্পপ্রমাণতা, রঙ্গবতীনাং যুবতীনাং যদ্‌রঙ্গচাঞ্চল্যকৌতুকং তদ্বতী চেতোবৃত্তির্নিরাকৃতা ॥

৬৭ । বিপ্রাণাং বিগতপ্রাণাং তাং নিরুদ্ধাম্। জীবাশয়ং শরীরম্। প্রিয়েতি ভগবতঃ কৃষ্ণস্য পরমাত্মত্বনির্ধারঃ,

---

৬৫ । না-শৌচ, না - বেদাধ্যয়ন-জপহোমাদিতে অধিকার প্রাপ্তি, না - দ্বিজাতি সংস্কার, না-আত্মশ্রবণ-মননাদি ব্যবহার—শুধু প্রসঙ্গক্রমে হরিগুণগান কর্ণবিবর প্রাপ্ত হয়েছে, তাতেই এদের ঈদৃশ চেষ্টা, অহো প্রেমমহিমা।

৬৬ । ভারী লজ্জার ত্যাগ, জ্ঞাতিগণকে উপেক্ষাকরণ, ভয়ের উপেক্ষাদ্বারা গুরুগৌরব তুচ্ছকরণ, গাঢ়োৎকণ্ঠা হেতু চপলোচ্ছলতা, যুবতীদের মতো চাঞ্চল্যকৌতুকবতী চিত্তবৃত্তির খণ্ডিতা অবস্থা, স্বামী-পুত্র-সুহৃদ্‌গণের অনুরোধ তৃণের মতো তুচ্ছকরণ, ও কৃষ্ণের অনুগ্রহগ্রহের দ্বারা অন্তঃকরণের অভিভূততা—এতসব অনুভাব দর্শন করলাম। তথাবিধ বিবিধ আশ্চর্য ব্যাপার কুত্রাপি দেখিনি।'

৬৭ । পুনরায় বিপ্রদের সেই গোষ্ঠী বিগতপ্রাণা সেই ব্রাহ্মণীকে দেখে বললেন—'অহো এর কথা আর কি বলব! কারণ, মূলাধারাদি ষট্‌চক্রের ক্রমভেদ জনিত শ্রমে পটু যোগীশ্বরগণ যোগের দ্বারা অতি কষ্টেই বায়ুবেগ বশ করে শরীর ত্যাগ করেন, আর এঁ কিন্তু প্রিয় দর্শনের জন্য অভিলষিত-প্রস্থানে বিঘ্নবশতঃ যোগীন্দ্রগণেরও দুর্গম পদ প্রাপ্ত হলেন। প্রেমের গতি অতি অদ্ভুত।

৬৮। অস্মাকং বা দৌরাত্ম্যং কিমাচক্ষ্মহে। যতঃ,—

দৃষ্টাঽপি তে ভগবতোঽনুচরা ন দৃষ্টাঃ, শ্রুত্বাপি যাচিতমমুষ্য ন চ শ্রুতং তৎ।

তদিদমত্র মন্যামহে—

আসাং প্রসাদবিধয়ে হ্যপি ধীমতাং ন-,স্তেনৈব কিং ব্যরচি নো মনসো বিমোহঃ॥'

৬৯। ইতি বিলপৎসু নিরালপৎসু নিরাবিলেন নির্বেদেন বেদেন ভূষিতেষু ভুষিতেষু ভূসুরবরেষু কিয়তা সময়েন সময়েনবরপ্রসাদপূর্ণাঃ পত্ন্যশ্চ সমাজগ্মুঃ॥

৭০। ততশ্চ তে ভগবদবলোকনানন্দনন্দদন্তঃকরণতয়া কৃতয়াঽকৃতয়া শ্রিয়াঽপূর্বমহসোঽপরিমিত-গুণান্ গুণান্ দধতীরিবান্যাদৃশো দৃশোরুভয়েনাভয়েনাপীতপীতবসনরূপলাবণ্যামৃত-শীকরনিকরনিতান্তো-দ্বমনোহা মনোহারিণা হর্ষাশ্রুলবলবণিমানমুদ্গিরন্তীঃ, পূর্বাভ্যাসাঽভ্যাসাদিতনিজনিজসদনবেশা নবে-শানুভববিকস্বরহৃদয়া দয়া ইব মূর্ত্তিমতীর্মতীরিবাবিরতিরতিমতীরতিমতীয়ত্তাকসুকৃতা বিনিবৃত্তা নিবৃত্তাখিল-

---

পরমাত্মতায়াঞ্চ প্রিয়ত্বৌচিত্যাৎ তদঙ্গসঙ্গেঽপি সিদ্ধান্ততো ন দোষ ইতি তেষাং পরামর্ষঃ সূচিতঃ॥

৬৮। অমুষ্য ভগবতঃ; তেনৈব ভগবতৈব॥

৬৯। বিলপৎসু ক্রন্দৎসু ক্ষণান্তরে চ নিরাবিলেন নির্মলেন নির্বেদেন নিরালপৎস্বালাপরহিতেষু সৎসু বেদেন বেদশাস্ত্রজ্ঞানেন ভূষিতেষ্বলঙ্কৃতেষু ভুবি পৃথিব্যামুষিতেষু সময়া নিকট এব ইনবরস্য প্রভুবরস্য ভগবতঃ প্রসাদেন পূর্ণাঃ॥

৭০। ততশ্চ তে ভূসুরপ্রবরাস্তা নিরীক্ষ্য ধনাবাপ্তিতৃপ্তা ইবাভিজগ্মুঃ। তাঃ কথম্ভূতাঃ? ভগবদালোকনানন্দেন নন্দন্তি সমৃদ্ধিমন্তি অন্তঃকরণানি যাসাং তত্তয়া কৃতয়া নিষ্পাদিতয়াঽকৃতকয়া অকৃত্রিময়া শ্রিয়া শোভয়াঽপূর্বমহসোঽদ্ভুত-কান্তীঃ। হর্ষাশ্রুলবাণাং লবণিমানং লাবণ্যমুদ্গিরন্তীঃ। তত্রোৎপ্রেক্ষার্থং দৃশোরুভয়েন নেত্রয়োর্দ্বয়েনাভয়েন নিঃসঙ্কোচেন আ সম্যক্ পীতানাং পীতবসনস্য কৃষ্ণস্য রূপলাবণ্যামৃতানামেব শীকরনিকরস্য নিতান্তমুদ্‌বমনমিত্যেবংরূপ উহস্তর্কো যাসু তাঃ।

৬৮। আমাদের দৌরাত্ম্যের কথা আর কি বলব। যেহেতু, সেই ভগবতানুচরদের দেখেও দেখিনি, তাঁদের মুখে ভগবৎপ্রার্থিত বস্তুর কথা শুনেও শুনিনি। কাজেই মনে হচ্ছে—এঁদের প্রসাদ করবেন বলেই কি সেই ভগবান্‌ই বুদ্ধিমান্ আমাদের মনে বিশেষ মোহ রচনা করেন নি?

বিপ্রগণের দ্বারা পত্নীগণের সম্মান ঃ

৬৯। এইরূপ বিলাপ করতে করতে বেদশাস্ত্রজ্ঞানে অলঙ্কৃত ব্রাহ্মণগণ অকপট বৈরাগ্যে বাক্‌রহিত হয়ে ভূমিতলে বসে পড়লে কিছুক্ষণ পর নিকটস্থ প্রভুবরের প্রসাদপূর্ণা পত্নীগণ সম্মুখে এসে উপস্থিত হলেন।

৭০। শ্রীভগবদবলোকন জনিত আনন্দে সমৃদ্ধিমান্ অন্তঃকরণের দ্বারা সম্পাদিত শোভায় অদ্ভুত কান্তিমতী, অসীম গুণ গুণীকৃতরূপে ধারিণী, পূর্ব থেকে ভিন্নরূপে দৃশ্যমানা, নিঃসঙ্কোচে আকণ্ঠ পীত পীতাম্বরের রূপলাবণ্যামৃতবিন্দুচয় যেন নয়নদ্বারে নিরর্গল বমিত হচ্ছে এরূপ বিতর্কিতা, মনোহারিণী, অবিচ্ছিন্ন অনুরাগময় বুদ্ধিবিশিষ্টা, জ্ঞানমর্যাদা তুচ্ছকারিণী সুকৃতিবতী, ঘরে ফেরা, ও অখিলবন্ধন-

বঞ্চনা ধনাবাপ্তিতৃপ্তা ইব মহাপ্রমোদং বহন্তো হন্তোদারমতয়ো দারমতয়োঽপি তাসু সুকৃতিবরা বরারোহাস্তা নিরীক্ষ্য সাদরদরপ্রণয়মুত্থায় পূর্বতোঽপি সর্বতোঽপি সমুল্লাসিতং সম্মানমানয়ন্তোঽভিজগ্মুঃ। নৈতচ্চিত্রম্, এবমেব শ্রীকৃষ্ণানুরক্তজনসমালোকনপ্রভাবঃ প্রভাবহুলতাং ব্যনক্তি॥

৭১। তাশ্চ শ্রীকৃষ্ণালোকনকনৎকনকনিধিলাভায়মানমানসোল্লাসভাজোঽপি শ্রীকৃষ্ণানবলোক-শোকশোশুষ্যমাণতয়া সমুজ্ঝিত-জীবনায়া বিলোকেন লোকে ন হ্যস্যাঃ সমানা সমানা সৌভগবতী কাচিদপীহ, যতোঽস্মাকমপি পুরতঃ পুরতো নবগোপুরতোঽনবগোচরীকৃতেন তেন সহ তদঙ্গসঙ্গসমুচিত-মঙ্গলাঙ্গলাবণ্যসারসারস্তেন বিহরতীয়ম্, তদ্বয়মধন্যা ধন্যা খল্বিয়মিতি ভাষমাণা মুহূর্তমবস্থান্তরাবস্থান-মাসেদুঃ॥

দৃশোর্দ্বয়েনেত্যস্য বিশেষণং মনোহারিণেতি। সদনবেশো গৃহে প্রবেশঃ; মূর্তিমতীরিত্যস্য 'কাকাক্ষিগোলক'-ন্যায়েনোভয়ত্র সম্বন্ধঃ। বিরতিশূন্যা যা রতিরনুরাগস্তদ্বত্যো যা মতয়ো বুদ্ধয়স্তা এব মূর্তিধারিণীরিবেত্যর্থঃ। অতিক্রান্তা মতীয়ত্তা জ্ঞানমর্যাদা যৈস্তথাভূতানি সুকৃতানি যাসাং তাঃ। বিনিবৃত্তাঃ পুনরপ্যাগতা ইত্যর্থঃ। হন্তেতি বিস্ময়ে; উদারমতয়স্তাসাং দর্শনমাত্রাদেব ভক্তিং প্রাপ্য প্রাপ্তনির্মলমতয় ইত্যর্থঃ। অতএব তাসু দারমতয়োঽপি ভার্যাবুদ্ধিমন্তোঽপি। সাদরদরপ্রণয়ং শ্রদ্ধাসঙ্কোচভক্তিসহিতং যথা স্যাত্তথোত্থায়াভ্যুত্থায় সর্বতো গুরু-বিপ্রাগ্নি-বেদাদিভ্যোঽপি সমুল্লাসিতং সমুদ্ভাসিতম্। প্রভাবহুলতাং প্রেমশোভা-বাহুল্যম্॥

৭১। শ্রীকৃষ্ণালোকনমেব কনৎকনকং দীপ্যমানসুবর্ণং তদেব নিধিস্তস্য লাভেনায়মানমাগচ্ছন্তং মানসোল্লাসং ভজন্ত ইতি তাস্তথাভূতা অপি। সমুজ্ঝিত-জীবনায়াঃ প্রতিনিরোধবশাৎ সন্ত্যক্তপ্রাণায়া বিলোকেন তাং দৃষ্ট্বেত্যর্থঃ। ইহলোকে অস্যাঃ সমানা তুল্যা সমানা মাননীয়া কাচিন্নাস্তি। যতো নবগোপুরতো নবীনপুরদ্বারাৎ পুরতোঽগ্রত এব তেন শ্রীকৃষ্ণেন সহেয়ং বিহরতি। কিন্তু অস্মাকমপি নিরোধমুল্লঙ্ঘ্য সাক্ষাত্তং দৃষ্টবতীনামপ্যগ্রত এব বয়ং তু বহুকালানন্তরমেব তং প্রাপ্স্যাম ইতি ভাবঃ। তেন কীদৃশেন? অনবগোচরীকৃতেন নেদানীমপি মিলিতেন, কিন্তু প্রতিজন্মৈবেতি ভাবঃ॥

মুক্তা সুন্দরীগণকে দেখে ধনপ্রাপ্তির মতো তৃপ্তিতে পরমানন্দে উদ্ভাসিত-উদারমতি ব্রাহ্মণগণ হায় হায় শ্রদ্ধা-সঙ্কোচ-ভক্তির সহিত উঠে পড়ে পূর্ব থেকেও অধিক এবং গুরু-বিপ্রাগ্নি-বেদাদি থেকেও উজ্জ্বল সম্মান ধারণ করে ওঁদের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালেন। এ কিছু আশ্চর্য নয়। শ্রীকৃষ্ণানুরক্ত জনের সমালোকন-প্রভাব এরূপই প্রেমশোভা-বাহুল্যময়ই হয়ে থাকে।

কৃষ্ণদর্শনপ্রাপ্তা ব্রাহ্মণীদের মুখে ত্যক্তদেহা ব্রাহ্মণীর প্রশংসা :

৭১। এই সুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণদর্শনরূপ দেদীপ্যমান্ কনকনিধির লাভে আগত মানসোল্লাসে উজ্জ্বল হয়েও শ্রীকৃষ্ণ-অদর্শন জনিত বিরহশোক-কাতরতার সহিত সেই গৃহে আবদ্ধ হেতু সংত্যক্ত-প্রাণ ব্রাহ্মণীদেহ দেখে বললেন—'এ সংসারে এঁর সমান মাননীয়া সৌভাগ্যবতী আর কেউ নেই। যেহেতু নবপুরদ্বারের অগ্রবর্তী দেশে কেবল যে সম্প্রতিই তা নয় প্রতি জন্মেই সম্মিলিত কৃষ্ণের সহিত আমাদেরও পূর্বে তদঙ্গসঙ্গ-সমুচিত মঙ্গল অঙ্গলাবণ্যসারে সমুজ্জ্বল হয়ে বিহার করে। তাই বলছি এ ধন্যা, নিশ্চয়ই ধন্যা'। এরূপ বলতে বলতে তাঁরা এক মুহূর্ত অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়ে বিরাজমানা হলেন।

৭২। অথ শ্রীকৃষ্ণোঽপি স্বভাবস্বভাবজ্ঞো দ্বিজসুতনুতনুত্যাগসমজ্ঞাসমজ্ঞানকোমলহৃদয়ো দয়োত্তর-তরলতালতাপাশবদ্ধ ইব সর্বপ্রস্তুতপ্রস্তুত-ভোজনেঽপ্যলভমানো রুচিমিতি তদনুকূলকূলরহিতরতি-তরঙ্গিণীরঙ্গিণীমিচ্ছামুরীকৃত্য কৃত্যকোবিদো নিরাবিলবিলসদ্বিলাসিনীজন-সভাসভাজিতামেব তাং কারয়িত্বা বিলসদ্রাগে দ্রাগেব নিজাঙ্গসঙ্গে সমুপযোগিনীং সংযোগিনীং সম্ভাব্য ততঃ পরমেব পরমে বলদেবেন সহ সহচরগণস্য তদোদনভোজনমোদনে মোদনেতা ভবন্ স্বয়মপি বুভুজে সহজ-সুরসং যদতিরসং তদতিশয়ানুরাগরসবত্তয়া কৃষ্ণস্য পরমাস্বাদ্যমাসীৎ ॥

৭৩। এবং সরসহাসপরিহাস-পরিতোষকলয়া সকলয়া সহ সহচরসভয়া সভয়া সবৈদগ্ধি সগ্ধি-সমাপনানন্তরমনন্তরমণোঽহ্নায় পরাহ্নায় পরাসন্নং দিবসমালোক্য নৈচিকীনিচয়-সমভিহারবিহারবিশেষেণ

৭২। স্বস্মিন্ যো ভাবস্তস্য স্বভাবং নিসর্গং সানাতীতি সঃ, দ্বিজসুতনোর্বিপ্রপত্ন্যাস্তনুত্যাগরূপা যা সমজ্ঞা কীর্তিস্তস্যাঃ সমং সাধু যথা স্যাত্তথা, যজ্জ্ঞানং কাচিত্তত্র নিরুদ্ধাপি ভবিষ্যত্যবশ্যমিত্যভ্যূহবশেন বা সার্বজ্ঞ্যশক্ত্যা বা সহসা স্ফুরণং তেন কোমলহৃদয়ঃ। সর্বৈঃ প্রকর্ষেণ স্তুতং প্রস্তুতং যদ্ভোজনং তত্রাপীতি হেতোস্তস্যা অনুকূলা রুচ্যানুসারিণী কূলরহিতাঽপরিমেয়া যা রতিতরঙ্গিণী প্রেমনদী তস্যাং রঙ্গিণীং রঙ্গবতীং স্বেচ্ছামুরীকৃত্য ; ততশ্চ বিলসন্ রাগো যত্র তাদৃশে নিজাঙ্গসঙ্গে নিমিত্তে সম্যগুপযোগবতীং তাং সংযোগিনীং সম্ভাব্য প্রাপ্তসংযোগাং নির্ধার্য, ততঃ পরমেব সুস্থচিত্তঃ সন্নিতি ভাবঃ। পরমে উত্তমে ওদনভোজনস্য মোদনেঽনুমোদনে জাতে সতি। মোদনেতা ভবন্ হর্ষগ্রাহী সন্। সহজসুরসং স্বভাবতঃ সুস্বাদু তদোদনমতিরসমতিরাগং যথা স্যাত্তথা আস্বাদ্যমভূৎ। তাসাং যজ্ঞপত্নীনামতিশয়ানুরাগেণ রসবত্তয়া রসবৈশিষ্ট্যেন ; যদ্বা, তাস্বতিরাগেণ রসিকতয়া কৃষ্ণস্যৈব ॥

৭৩। সহচরসভয়া সহ। কীদৃশ্যা ? সভয়া ভা কান্তিস্তৎসহিতয়া ; সগ্ধিঃ সহভোজনম্ ; অহ্নায় শীঘ্রম্ ; পরঞ্চ

ভোজন লীলার পর উত্তরগোষ্ঠ পথে কৃষ্ণ ঃ

৭২। অতঃপর তাঁর প্রতি ভক্তের যে ভাব তাঁর স্বভাব জ্ঞাতা, দ্বিজপত্নীর তনুত্যাগ-কীর্তির সহসা স্ফুরণে কোমল হৃদয় শ্রীকৃষ্ণ দয়োত্তর চঞ্চলতা-লতাপাশে যেন বদ্ধ এইভাবে সর্বপ্রশংসিত সুসজ্জিত ভোজনেও রুচি লাভ করলেন না। তখন কার্যকুশল কৃষ্ণ ঐ ব্রাহ্মণীর রুচি অনুসারিণী অপার প্রেম-নদীতে রঙ্গবতী ইচ্ছা অঙ্গীকার করে নির্মল বিলাসকারিণী গোপীর সভায় তাঁকে কুশল প্রশ্ন আলিঙ্গনাদি দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করিয়ে তৎপর অতি উজ্জ্বল অনুরাগবিশিষ্ট নিজ অঙ্গসঙ্গের নিমিত্ত দ্রুত সম্যক্ উপযুক্তা তাঁকে প্রাপ্তসংযোগা নিরূপণ করে পরম সুস্থচিত্ত হয়ে গেলেন।

অতঃপর বলদেবের সহিত সমস্ত সহচরগণের ঐ উত্তম ভোজনে অনুমোদন হয়ে গেলে হর্ষগ্রাহী হয়ে তিনি স্বয়ংও ভোজন করতে লাগলেন। স্বভাবতঃ সেই সুস্বাদু অন্ন যজ্ঞপত্নীদের অতিশয় অনুরাগ-রসে সিক্ত হয়ে কৃষ্ণের পক্ষে পরমাস্বাদ্য হল।

৭৩। কান্তিমন্ত সহচর সকলের সহিত সরস পরিহাস-পরিতোষের হাব-ভাবে রসিকতা ও নিপুণতার সহিত ভোজন সমাপন করলেন অনন্তরমণ শ্রীকৃষ্ণ। অতঃপর গোগণ একত্রীকরণরূপ বিহার-বিশেষে দিন শীঘ্রই অবসান হয়ে গিয়েছে দেখে মুরলীরবরূপ ছলাধারী সুধা যা উৎকর্ষপ্রাপ্তার্থ

মুরলীরবব্যাজয়া জয়ায় লব্ধবসুধয়া সুধয়া খগমৃগমৃগয়াবাগুরয়েব তরুলতিকাতিকান্তদিগঙ্গনাঙ্গনানাবিকারমিবার্পয়ন্‌, নির্বাপয়ন্‌ নির্বাধমেব ব্রজবনিতানিতান্তদিবসকৃতসন্তাপং ব্রজপুরাভিমুখো ভবতি স্ম ॥

৭৪ । তথা হি— গোধূলীধূম্রকম্রালকলসদলিকস্তির্য্যগুষ্ণীষবন্ধ-
প্রেঙ্খোলৎকৈঙ্কিরাতস্তবকনবকলং বর্হিবর্হং দধানঃ ।
আবল্গৎকুণ্ডলশ্রীর্দিনকরকিরণক্লান্তকর্ণোৎপলান্ত-
র্নির্যৎ-কিঞ্জল্কলেশচ্ছুরিতলঘুতরস্বিন্নগণ্ডান্তলক্ষ্মীঃ ॥

৭৫ । কিঞ্চ, মন্দপ্রস্থানলীলামৃদুমধুররণন্মঞ্জুমঞ্জীরনাদ-
শ্রেণীসম্বাদ্যমান-শ্রুতিমৃদুমুরলীস্বাননিষ্ণাতকর্ণঃ ।
অগ্রে কৃতাগ্রজাতং সহচরনিকরং পৃষ্ঠতঃ পার্শ্বয়োশ্চ
প্রেমানন্দস্তনূমানিব নয়নবতাং স ব্রজং প্রাবিবেশ ॥

তদহশ্চেতি পরাহ্ণস্তস্মৈ পরাহ্ণায়। সমভিহার একীকরণম্‌। মুরলীরব এব ব্যাজশ্ছলং বস্তাস্তয়া সুধয়া জয়ায়োৎকর্ষপ্রাপ্ত্যর্থং লব্ধ-বসুধয়া পৃথিব্যামপ্যবতীর্ণয়েত্যর্থঃ। খগানাং মৃগাণাঞ্চ মৃগয়াসম্বন্ধিন্যা বাগুরয়া জালেনৈব তরুভির্লতিকাভিশ্চাতিকান্তা দিশ এবাঙ্গনাস্তাসামঙ্গেষু নানাবিকারং মকরন্দমুকুলাদি-ব্যাজেনাশ্রু-পুলকাদিকমিত্যর্থঃ ॥

৭৪ । তির্যগুষ্ণীষবন্ধে প্রেঙ্খোলতা চলতা কৈঙ্কিরাতস্তবকেনাশোকগুচ্ছেন নবা নবীনা কলা শিল্পবিশেষো যস্য তাদৃশং বর্হিবর্হং ময়ূরপুচ্ছং দিনকরস্য কিরণৈঃ ক্লান্তস্য কর্ণোৎপলস্যান্তর্নির্যন্নভ্যন্তরতো নির্গচ্ছন্‌ যঃ কিঞ্জল্কস্তস্য লেশেন ছুরিতঞ্চ তল্লঘুতরং যথা স্যাত্তথা, স্বিন্নঞ্চ যদ্গণ্ডান্তং তেনাপি লক্ষ্মীঃ শোভা যস্য সঃ ॥

৭৫ । তাদৃশ-মঞ্জীর-নাদ-শ্রেণ্যা সহ সংবাদ্যমানাভিঃ সংবাদং কার্যমাণাভিঃ শ্রুতিভিঃ ষড়্‌জাতি-সম্বন্ধিনীভির্মৃদুঃ কোমলো যো মুরলীস্বানস্তত্র নিষ্ণাতো দোষাস্পৃষ্টগুণতারতম্যজ্ঞান-নিপুণৌ কর্ণাবেব যস্য সঃ। এতচ্চ পরমকলাবতীষু স্বপ্রেয়সীষু চমৎকারাতিশয়াধানার্থম্‌ ॥

পৃথিবীতে খগমৃগমৃগীর ফাঁদস্বরূপে অবতীর্ণ তার দ্বারা তরুলতার শোভায় অতি মনোরম দিগাঙ্গনার অঙ্গে নানাবিকার যেন প্রকাশ করতে করতে ব্রজবনিতাগণের দিবসকৃত অতিবিরহ-সন্তাপ স্বচ্ছন্দে নির্বাপন করতে করতে ব্রজপুর অভিমুখে চললেন শ্রীকৃষ্ণ।

৭৪, ৭৫ । তথা হি—

গোধূলি ধূসরিত কমনীয় অলকে শোভিত শিরদেশে তেরছা করে বাঁধা উষ্ণীষবন্ধে, দোলায়মান-নবকলায় রচিত অশোকগুচ্ছ আভরণে, ময়ূরপুচ্ছের শিরভূষণে, চঞ্চলকুণ্ডলশোভার রমণীয়তায়, সূর্যকিরণক্লান্ত কর্ণোৎপলের অভ্যন্তর থেকে নির্গত পরাগলেশে ব্যাপ্ত অল্পঅল্প ঘর্মাক্ত কপোলের শোভায় রমণীয়, তথা মন্দমন্দ চলনলীলায় মৃদুমধুর রণিত মঞ্জুমঞ্জীর-নাদপ্রবাহের সহিত এক-তানতায় মিলিত শ্রুতিসম্বন্ধিনী মৃদুমুরলীস্বান-নিষ্ণাত কর্ণযুগলে মনোহর, চক্ষুষ্মানগণের মূর্তিমান্‌ প্রেমানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ বড়ভাই বলরামকে অগ্রে সহচরগণকে পশ্চাতে-পার্শ্বে নিয়ে ব্রজে প্রবেশ করলেন।

৭৬। কিঞ্চ, শ্রীকৃষ্ণাগমনোৎসবস্য কথং সায়াহ্ন এবাগ্রতঃ
সন্ধত্তে তদনন্তরং বহুতরীকুর্বন্তি গোধূলয়ঃ।
সত্যং সত্যমিতীব তদ্দৃঢ়তরীকুর্বন্তি ধেনুস্বনা-
স্তত্রৈবাবসরে মনো মৃগদৃশাং মুষ্ণাতি বেণুস্বনঃ॥

৭৭। এবমনুভূয়মানোৎকণ্ঠারসকলমহো সকলমহো বিম্লানা কুমুদ্বতীব মুদ্বতীবর্ত্ম বিহায় হায়ন-সহস্রমিব ক্ষণমেকমভিমন্যমানা মানান্তরানপেক্ষি-মহারাগা ময়ূখমালিমালিন্য-সমাগমমাগময়ন্তং সময়-মপেক্ষ প্রিয়গোকুলচন্দ্রসমালোকনাশয়া নাশয়ামাস হ্রীমুদ্রা মুদ্রামণীয়কভাগাভীরভীরুরাজী॥

৭৮। রাজীববন্ধৌ সমভিপদ্য বারুণীভাবমরুণীভাবমপি লব্ধ্বা নিপততি সতি অকৃতগগনাবতারাসু তারাসু তারান্তরাণীব হর্ম্যাঙ্গনগগনে স্ম তাঃ সমুজ্জিহতে হ তেন বিগতেতিকর্তব্যতাকাঃ পতাকাঃ

৭৬। তত্রৈবাবসরে মুষ্ণাতীতি স্বস্বলোচনেন্দ্রিয়মেব সন্তর্পয়িতুং ব্যগ্রাণাং তাসাং মনোরত্নং প্রতি ত্বসাবধানতা-মালক্ষ্যেতি ভাবঃ॥

৭৭। ময়ূখমালিনি সূর্যে মালিন্যসমাগমম্। আগময়ন্তং প্রাপয়ন্তং সময়মপেক্ষ্যাভীরভীরুরাজী কুমুদ্বতীব প্রিয়ং গোকুলং কিরণসমূহো যস্য তথাভূতস্য চন্দ্রস্য; পক্ষে, প্রিয়শ্চাসৌ গোকুলচন্দ্রঃ কৃষ্ণশ্চ তস্য সম্যগালোকনাশয়া হ্রিয়ো লজ্জায়া এব মুদ্রা মুদ্রণানি তা নাশয়ামাস। যতো মুদাং সম্প্রত্যানন্দানাং রামণীয়কং ভজত ইতি সা। পূর্বং কথম্ভূতা? অহো আশ্চর্যম্, অনুভূয়মানোৎকণ্ঠারসস্য কলা অংশা যত্র তথাভূতং সকলমহঃ সর্বং দিনং ব্যাপ্য বিম্লানা মুদ্বতীনা-মানন্দবতীনাং বর্ত্ম মার্গং বিহায় ত্যক্ত্বা দুঃখবতীনাং বর্ত্মাশ্রিত্যেতি ভাবঃ। মানান্তরমন্যজ্ঞানম্॥

৭৮। ততশ্চ রাজীবানাং পরমপবিত্রাণামপি বন্ধৌ সূর্যে বারুণ্যাং মদিরায়াং ভাবং প্রাপ্তিং পানাভিপ্রায়ং বা; পক্ষে, বারুণ্যাং পশ্চিমায়াং দিশি ভাবং সত্তামভিপদ্য প্রাপ্য। ন কৃতো গগনেঽবতারঃ প্রাকট্যং সূর্যাস্তমনানির্ধারেণেব

উত্তরগোষ্ঠপথে গোপীগণের সঙ্গে কৃষ্ণের নয়নে নয়নে মিলন :

৭৬। আরও, প্রথমতো গোপীগণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণাগমনোৎসবের আলাপন সন্ধ্যা হলেই হতে থাকে, তারপর গোধূলি ওকে বহুতরভাবে পল্লবিত করে তোলে, একটু পরে ধেনুগণের 'সত্য সত্য' ধ্বনির মতো প্রতীয়মান হাম্বারব ঐ আলাপকে করে তোলে অতি জমজমাট। আর সেই অবসরে দর্শনোৎকণ্ঠা হেতু অসাবধান মৃগলোচনাগণের মনোরত্ন বেণুধ্বনি নিয়ে যায় চুরি করে।

৭৭। এইরূপে দিনভোর অনুভূয়মান উৎকণ্ঠারসের ছটায় অহো কুমুদিনীর মতো বিম্লানা, আনন্দবতীদের মার্গ ত্যাগ করে একটি ক্ষণ সহস্রবর্ষসম অভিমননকারিণী, ও অন্য জ্ঞান-নিরপেক্ষ মহানুরাগে ধন্যা গোপরমণীগণ সূর্যের মলিনতা-প্রাপক সন্ধ্যাকাল নিরীক্ষণ করে প্রিয় গোকুলচন্দ্রের সমালোকন আশায় সম্প্রতি হর্ষবেগে লজ্জার ভাব বিদূরিত করে দিলেন।

৭৮। পরমপবিত্র হলেও গোপীগণ যেমন বন্ধু কৃষ্ণে 'বারুণীভাবম্' অর্থাৎ পানাভিপ্রায় পোষণ করেন তেমনই সূর্য যখন 'বারুণীভাবম্' অর্থাৎ পশ্চিমদিকে স্থিতিপ্রাপ্ত হওয়াতঃ অরুণিত হয়ে

পরমসৌভাগ্যসম্পদ ইব, চপলতরচিল্লীলতাচিল্লীলতাতরঙ্গনিকরৈরলমম্বরমম্বরমণিদুহিতৃবীচিনিচয়ৈরুপচিতং চিতং বিদধত্য ইব, তদন্তরান্তরা চ চঞ্চলৈরপাঙ্গৈর্নয়ননিমীলনোন্মীলনোন্মীলিতধবলিমনীলিমনীরাজিতৈঃ কুমুদকুবলয়বলয়বলনামিব বিরচয়ন্ত্যো বদনমণ্ডলৈশ্চ জৃম্ভারম্ভারঞ্জিদশনরুচিরুচিরৈঃ কিঞ্জল্করাজিরাজিরাজীববনপটিমানং মৃজন্ত্য ইব, দূরাদেব শ্রীকৃষ্ণানননিস্তন্দ্রচন্দ্রচটুলিমানমানয়ন্ত্য ইব সবিধং বিবিধং বিচিত্রচিত্তচমৎকারকারণং রণং কুসুমশরাসনস্যেব যন্মনোগতং তদেব হি বহিরিব প্রকাশয়ন্ত্যোঽমূরবতস্থিরে ॥

যাভিস্তথাভূতাসু সতীষু তারাসু। তা আভীর-ভীরবঃ। বিগতা ইতি-কর্তব্যতা যাসাং তথাভূতাঃ সত্য আভীর-ভীরবঃ সমুজ্জিহতে স্ম, সম্যগুদিতবত্যঃ। ক স্ফুটম্, তেন তাদৃশসমুদয়েন হেতুনা পরমসৌভাগ্যসম্পদঃ পতাকা ইব। ততশ্চামূরবাবতস্থিরে। কিং কুর্বত্যঃ? চপলতরে চিল্ল্যৌ ভ্রুবাবেব লতে তয়োশ্চিল্লীলতা চিন্ময়লীলত্বং তস্যাস্তরঙ্গাণাং নিকরৈঃ সমূহৈরলমত্যর্থমম্বরমাকাশমম্বরমণিদুহিতুর্যমুনায়া বীচিনিচয়ৈরুপচিতং যথা স্যাত্তথা, চিতমাচ্ছন্নং বিদধত্য ইব; "চিতং ছন্নে ত্রিষু" ইতি মেদিনী। তদন্তরান্তরা চ তথাভূতাম্বরস্য মধ্যে মধ্যে তু নয়নয়োর্নিমীলনোন্মীলনাভ্যাং চ প্রতিদ্বয়ং পৃথক্ পৃথগুন্মীলিতাভ্যামুদ্গতাভ্যাং ধবলিমনীলিমভ্যাং নিঃশেষেণ রাজিতৈরপাঙ্গৈঃ ক্রমেণ কুমুদকুবলয়ানাং শ্বেত-নীলোৎপলানাং বলয়বলনাং মণ্ডলঘটনাং কিঞ্জল্কানাং রাজিভিঃ শ্রেণীভী রাজিনো রাজমানস্য রাজীববনস্য পটিমানং নৈরুজ্যম্; "পটুর্দক্ষে চ নীরোগে চতুরেঽপ্যভিধেয়বৎ" ইতি মেদিনী। এবং শ্রীকৃষ্ণমুখচন্দ্রোদয়াদুৎপলানাং প্রফুল্লত্বং যুক্তমেব, কমলানামপি প্রফুল্লত্বেন নীরোগত্বং ত্বাশ্চর্যমিতি ভাবঃ। অন্যদপ্যাশ্চর্যমাহ—শ্রীকৃষ্ণস্যাননমেব নিস্তন্দ্রশ্চন্দ্রস্তস্য চটুলিমানং সৌন্দর্যং সবিধং স্বনিকটমানয়ন্ত্য ইব তাদৃশ-চিল্লীতরঙ্গৈশ্চলাপাঙ্গৈঃ সজৃম্ভবদনমণ্ডলৈশ্চ তৈস্তৈঃ পুনঃ পুনঃ প্রেষিতৈরিবেতি ভাবঃ। কিমর্থম্? মনোগতং কুসুমশরাসনস্যেব যদ্রণং যুদ্ধং স্থিতম্, তদেব হি নিশ্চিতং বহিরপি প্রকাশয়ন্ত্যঃ প্রকাশয়িতুম্ ॥

অস্তমিত হ'ল, এবং গগনে যখন তারার উদয় হয় নি সেই সময়ে গোপীগণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ভিন্ন এক প্রকার তারার মতো প্রাসাদের উপরস্থ গগনতলে এসে উজ্জ্বলরূপে উদিত হলেন, এবং এতে শোভা পেতে লাগলেন সৌভাগ্যসম্পদ পতাকার মতো। তথায়ই তাঁরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁদের অতি চঞ্চল ভ্রূলতার চিন্ময় লীলাতরঙ্গসমূহের দ্বারা প্রাসাদোপরি আকাশতল যেন সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত হয়ে গেল—তরঙ্গমালাদ্বারা যমুনার আচ্ছাদিত হওয়ার মতো। ঐ আকাশতলের মধ্যে মধ্যে তাঁদের চঞ্চলকটাক্ষে নয়ননিমীলন-উন্মীলনে উৎপন্ন ধবলিমা-নীলিমাদ্বারা অতিশয়রূপে শোভিত অপাঙ্গচ্ছটায় যেন শ্বেত-নীল পদ্মঝাড়ের দৃশ্য সৃজিত হল। জৃম্ভারম্ভে প্রীতিদায়িনী দন্তকান্তিতে সুন্দর তাঁদের বদনমণ্ডলের দ্বারা কেশররাজিতে শোভমান কমলবনের মতো প্রফুল্লতা জনিত নিরোগতাই যেন প্রকাশিত হল। এই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণাননরূপ তন্দ্রারহিত চন্দ্রের সৌন্দর্য নিজেদের নিকটে আনয়নের জন্যই যেন তাদৃশ সেই সেই ভ্রূতরঙ্গে চঞ্চল কটাক্ষ ও সজৃম্ভ বদনমণ্ডল পুনঃপুনঃ প্রেরিত হচ্ছিল আননস্বামীর নিকট। মনের মধ্যে কন্দর্পের যে বিবিধ বিচিত্র চমৎকারকারী যুদ্ধ হচ্ছিল তাঁদের, তাই যেন বাইরে প্রকাশ করবার জন্য তাঁরা ছাদে দাঁড়িয়েছিলেন।

৭৯। স্থিরেণানুরাগেণ দত্তাশ্বাসাশ্বাসাদ্যমানক্ষণদাক্ষণদাক্ষিণ্যবশাদতিসমুপচীয়মানমানসাভিলাষ-বিশেষা কাচন নিজাভিমুখমুখকমলমিব তং মন্বানা মদালয়ময়মবশ্যমেষ্যতীতি সপ্রমোদমালিজনবদনমীক্ষতে স্ম ॥

৮০। কাচন ধৃতিমুক্তা মুক্তালতাং করপুটপুটকযুগলেনাধৃত্য কাতরতরতরলনয়নং সখীজনমামন্ত্র্য নিগদতি স্ম,—'হন্ত কুন্দদন্তি! দন্তিবরমন্দগামী যাবদয়মপরস্যা রস্যায়া ভবনং নোপসরতি, তাবদিহানীয়তাম্, নীয়তাং মমেয়মেকাবলী, বলীয়াংশ্চ প্রণামোঽয়ম্, যদি মে জীবিতমবিতমপি কর্তুমভিলষসি ভবতী, তদা মা পরং বিলম্বতাম্, লম্বতাং ত্বরিতম্' ইতি ॥

৮১। কাচন 'হে সখি কিং করিষ্যন্তি গুরবো রবোপতাড়নেন, কিময়ি ব্রীড়াপীড়াপীয়ং সহ্যতে, চল তাবৎ লতাবৎ বেষ্টয়ামো মনোরথকল্পতরুতরুণমিমং নিমজ্জকবো বয়মানন্দাম্বুনিধৌ নির্ধৌতসন্তাপাঃ, সখি! ব্রজ, ব্রজরাজগৃহমেব যামো যামোঽয়ং শুভ এব জাতঃ ॥'

৮২। ইত্যেবমাদিকয়া দিশাদি-শাবল্যেন ভাবানামসম্বন্ধালাপরতাস্পৃহরতাসূক্ষ্মাসঃ নিখিলকরণ-

---

৭৯। অতএব তাসু মধ্যে কাচন আশু শীঘ্রমাসাদ্যমানায়াঃ ক্ষণদায়া রজন্যাঃ ক্ষণে উৎসবে যদ্দাক্ষিণ্যমানুকূল্যম্, তদ্বশাৎ ॥

৮০। ধৃতিমুক্তা ধৈর্যরহিতা। আধৃত্যেতি সখ্যৈ মুক্তালতামুৎকোচত্বেন দাতুমিতি ভাবঃ। মে জীবিতং জীবনমপি। অবিতং রক্ষিতং কর্তুং যদিচ্ছতি। লম্বতাং হর্ম্যপৃষ্ঠতোঽবতরতু ॥

৮১। চল গচ্ছ। নিমংক্ষবো মগ্না ভবিতুমিচ্ছন্ত্যো যামো গচ্ছামঃ, কেনচিৎ ছলেনেত্যর্থবশাৎ। যামঃ প্রহরঃ ॥

৭৯। স্থায়ী অনুরাগের দ্বারা দত্ত আশ্বাসা, রজনীর উৎসবে প্রাপ্ত আনুকূল্য হেতু অতি উচ্ছলিত মানসাভিলাষ-বিশেষা, ও নিজ অভিমুখে যেন কৃষ্ণের মুখ ন্যস্ত রয়েছে এরূপ মন্যমানা কোনও গোপী আমার ভবনে অবশ্য তিনি আসবেন এই ভেবে আনন্দের সহিত সখীজনের বদনপানে চাইলেন।

৮০। কোনও ধৈর্যরহিতা গোপী উৎকোচরূপে মুক্তালতা দুই হাতের অঞ্জলিতে ধরে অতি কাতর চঞ্চল নয়নে সখীজনকে আহ্বান করে বললেন—'হন্ত কুন্দদন্তি, করিশ্রেষ্ঠ-মন্দগামী কৃষ্ণ যতক্ষণ-না অপরের রসময় ভবনে চলে যান তার মধ্যে তাঁকে এখানে নিয়ে এস, আর আমার এই একাবলি হার পারিতোষিক নিয়ে নেও—এই আমার শ্রদ্ধায় উচ্ছলিত প্রণাম গ্রহণ কর।'

৮১। কেউ বলল—'হে সখি, গুরুজনেরা বাক্যবাণে পীড়িত করে কি করবে, লজ্জার নিপীড়ন কেন শুধু শুধু সহ্য করছি। ততক্ষণ চল-না আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হতে ইচ্ছুক আমরা সকল সন্তাপ ধুয়ে মুছে ফেলে মনোরথকল্পতরুস্বরূপ ঐ তরুণকে লতার মতো জড়িয়ে ধরিগা। সখি, চল যাই ব্রজরাজের গৃহেই চলে যাই—এ-প্রহরটি শুভই বটে।'

৮২। ইত্যাদি প্রকারের দিক্‌দর্শনানুসারে বিবিধ সঞ্চারীপ্রমুখ ভাবের উৎপত্তি ও সংঘর্ষের

বৃত্তিভ্যঃ কৃষ্ণৈকতানতয়া সমুৎকণ্ঠয়া কণ্ঠযাপিত-জীবিতাসু তাসু সদনুরাগরসোৎকটাঃ কটাক্ষ-লক্ষ্মীর্নিক্ষিপন্ন-ক্ষিপন্নমোদো মনসা রময়ন্নিব সারময়ন্নিব নিবহীভূতভূতলাবিদিতপ্রণয়ামৃতস্য মৃতস্য সঞ্জীবনো বনোদ্দেশত উপেয়িবান্। গাঢ়োৎকণ্ঠাভরকণ্ঠাভরণতাং প্রাপ্তমধিকমধিকমনীয়তমং মনোরথং সফলয়ন্নিব প্রত্যেক-মুখসম্মুখ-সংবীক্ষণক্ষণলক্ষণক্ষণনির্বৃতো বৃতোঽনুচরগণেন কৃষ্ণোঽপি নিজভবনমাসসাদ ॥

৮৩। সা দয়িতাবলিরপি চেতসা চেতসাফল্যভৃতা ভৃতাতিশয়ানন্দং তস্য সঙ্গেনৈব গতা কেবলং বিপুলপুলকায়েন কায়েন জগৃহে গৃহেঽবস্থানম্ ॥

৮২। এবমাদিকয়া দিশা। ভাবানাং বিবিধ-সঞ্চারিণামাদিরুৎপত্তিশ্চ শাবল্যং সম্মর্দশ্চ; যথা 'মদালয়ময়মবশ্য-মেষ্যতি' ইত্যত্র স্বাভিমুখ্যহেতু-পরামর্শাশ্লিশ্চয়াস্ত-বিতর্কোদয়ঃ, তথা চ 'কিং করিষ্যন্তি গুরবঃ' ইতীষ্টলাভাদ্গর্বেণ গুরু-হেলনম্, ততশ্চ 'কিময়ি ব্রীড়াপীড়া সহ্যতে' ইত্যুক্ত্যেব সূচিতেন 'হন্তকুলবধূরহং সায়মুদ্ধতেব কথং বহির্নির্গচ্ছামি' ইতি বাক্যেন ব্রীড়য়া তস্য সম্মর্দনং পুনঃ 'চল তাবত্তাবদ্বেষ্টয়াম' ইত্যৌৎসুক্যেন তস্যা অপি সম্মর্দ ইত্যেবং গর্বাদিভাবঃ শাবল্যং তেনাসংবদ্ধো বিশিষ্ট-বৈদগ্ধ্যচাতুর্যাদিশূন্য আলাপস্তত্র রতাসু সতীষু। অতএব করণবৃত্তিভ্য ইন্দ্রিয়ব্যাপারেভ্য উপরতাসু, যতঃ কৃষ্ণৈকতানতয়া যা সমুৎকণ্ঠা তয়া; "একতানোঽনন্যবৃত্তিঃ" ইত্যমরঃ। অনুরাগরসেনোৎকটাঃ কটাক্ষ-সম্পত্তীস্তাঃ সুনিক্ষিপন্নেবাক্ষোঃ পন্নঃ প্রাপ্তঃ পরিবর্তেনেব মোদো যেন সঃ, মনসা তাঃ প্রেয়সী রময়ন্নিব, ততশ্চ তাভির্দক্ষি-ণাত্বেন কল্পিতমিব নিবহীভূতস্য ভূতলেঽবিদিতস্য কাপ্যদৃষ্টশ্রুতস্য প্রণয়ামৃতস্য সারময়ন্নিব প্রাপ্নুবন্নিব, অতএব মৃতস্য সঞ্জীবনঃ। প্রত্যেকং মুখানাং সম্মুখ এব যৎ সম্যগ্বীক্ষণং তেন যৎ ক্ষণলক্ষণমুৎসব-চিহ্নং প্রফুল্লত্ব-পুলকিত্বাদি, তেনৈব ক্ষণং ব্যাপ্য নির্বৃতো মনোরথং সফলয়ন্নিব। কীদৃশম্? গাঢ়েনোৎকণ্ঠাভরেণ কণ্ঠস্যৈবাভরণতাং প্রাপ্তম্। 'অদ্য সস্মিতানি সকটাক্ষাণি প্রেয়সীমুখানি কিমালোকিষ্যে' ইত্যাদি-মনোরথবাক্যস্য মুহুরাবৃত্ত্যা কণ্ঠস্থীকৃতত্বাৎ ॥

৮৩। চেতসা মনসা। কীদৃশেন? চেতস্য জ্ঞানস্য যৎ সাফল্যং শ্রীকৃষ্ণমাধুর্যৈকনিষ্ঠত্বং তদ্বিভর্তীতি তথা তেন; "চিতী সংজ্ঞানে" ধাত্বর্থঃ; তস্য কৃষ্ণস্য স্বসঙ্গেনৈব ভৃতঃ পুষ্টশ্চাসাবতিশয়ানন্দশ্চেতি তং গতা প্রাপ্তা কেবলং কায়েনৈব। কীদৃশেন? বিপুলপুলকানামায়ো বৃদ্ধির্যত্র তেন কর্ত্রা; জগৃহে গৃহীতম্ ॥

দ্বারা সম্মিলিত আলাপরতা, কৃষ্ণৈকতানতা হেতু নিখিল উদ্দাম ইন্দ্রিয়বৃত্তি থেকে নিবৃত্তিপ্রাপ্তা, সমুৎকণ্ঠাগত প্রাণা গোপীগণের উপর মৃতসঞ্জীবনস্বরূপ কৃষ্ণ উচ্ছলিত অনুরাগ-রসোত্থ উৎকট কটাক্ষসম্পত্তি নিক্ষেপ করতে করতে, এর পরিবর্তে নয়নে আনন্দ লাভ করতে করতে মনে মনে সেই প্রেয়সীগণকে যেন রমণ করতে করতে, এবং দক্ষিণাস্বরূপে তাঁদের দ্বারা রচিত - পুঞ্জীভূত-ভূতলে অবিদিত প্রণয়ামৃতের সার যেন প্রাপ্ত করতে করতে বৃন্দাবনের নিকট এসে গেলেন। গোপীদের প্রত্যেকের মুখের সামনের দিক নিরীক্ষণে যে প্রফুল্লতা-পুলকাদি উৎসবচিহ্ন চোখে পড়ল তার দ্বারা ক্ষণভোর শান্তিপ্রাপ্ত হয়ে অনুচরগণে পরিবেষ্টিত কৃষ্ণ 'ঐ হাসি হাসি-সকটাক্ষ প্রেয়সীর মুখখানি আজ কি আর দেখতে পাবো' গাঢ়োৎকণ্ঠাভরে বার বার এইরূপ আবৃত্তি দ্বারা যেন কণ্ঠস্থ করতে করতে অধিক হতেও অধিক কমনীয়তম তাঁর মনোরথ যেন সফল করতে করতে নিজ ভবনে প্রবেশ করলেন।

৮৪। অথ নিজনিজগৃহং গতেষু বয়স্যসঞ্চয়েষু বয়স্যসঞ্চয়েষু নির্জলসজলজলধরসহোদরৌ সহোদরৌ শ্রীরামদামোদরৌ মোদরৌ জনকজননীজননীরন্ধ্রনয়নানন্দসুধাসারেণ সারেণ চ লাবণ্যমধুরিম্ণোঃ ॥

৮৫। অথ পূর্বপূর্বদিবসবদম্বাভ্যাং সমোদকদম্বাভ্যাং সমোদকনির্ধৌতে রেণুনিকরে করেণুকলভাবিব নীরজস্কৌ মার্জিত-সমার্জিত-সমীচীনশোভাভরৌ পরিগ্রাহিতহিতবসনানুলেপনাভরণভূষিতৌ ভূষিতৌ চন্দ্রাবিব যথাসময়ং রসময়ং রম্যমাহারমভ্যবহৃত্য নিজ-নিজগৃহেঽধিপরার্দ্ধ্যশয়নং শয়নং কুরুতঃ স্ম ॥

ইত্যানন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলালতাবিস্তারে যজ্ঞপত্নীজনানুগ্রহো

নাম ত্রয়োদশঃ স্তবকঃ ॥১৩॥

···— ঃ*ঃ॥— ···

৮৪। বয়স্যসঞ্চয়েষু সখিসমূহেষু; বয়সি ন সম্যক্ চয়োঽতিসমৃদ্ধির্যেষাং তথাভূতেষু কুমারপ্রায়েষ্বিত্যর্থঃ। সহোদরৌ তুল্যৌ; সহোদরৌ ভ্রাতরৌ। জনকজননীজনেষু নীরন্ধ্রেণ নিবিড়েন নয়নেষ্বানন্দসুধায়া আসারেণ। লাবণ্যঞ্চ মধুরিমা চ তয়োঃ সারেণ সারভাগেন চ মোদরৌ মোদদায়িনৌ ॥

৮৫। মোদস্য কদম্বেন বৃন্দেন সহিতাভ্যাম্। সমেন কালোচিতেন; যদ্বা, সুবাসিতত্বাদিনা প্রমাণেন বা সমেন তুল্যেনোদকেন নির্ধৌতে ক্ষালিতে রেণুনিকরে সতি। আদৌ মার্জিতৌ ততশ্চ সম্যগার্জিত উপার্জিতঃ সমীচীনায়াঃ শোভায়া ভরো যাভ্যাং তৌ চ তথা তৌ। পরিগ্রাহিতৈর্হিতৈর্গাত্রানুরূপৈর্বসনাদিভির্ভূষিতৌ মণ্ডিতৌ ভুবি পৃথিব্যা-মুষিতৌ কৃতবাসৌ, অধিপরার্ধ্যশয়নং পরার্ধ্যমূল্যয়োঃ শয্যয়োঃ ॥

ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবন-টীকায়াং শ্রীসুখবর্ত্তিন্যাং ত্রয়োদশস্তবক-সঙ্গমনম্ ॥১৩॥

—◦ঃ◦★◦ঃ◦—

৮৩। সেই দয়িতাগণও জ্ঞানের যা সিদ্ধি সেই শ্রীকৃষ্ণমাধুর্যনিষ্ঠা চিত্তে ধারণ করত অত্যানন্দে উৎফুল্ল হয়ে তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই চললেন, কেবল বিপুল পুলকোচ্ছল দেহের দ্বারা গৃহে অবস্থান করলেন।

মাতৃবাৎসল্যে লালিত কৃষ্ণের গৃহে শয়ন ঃ

৮৪। বয়সে নাতিসমৃদ্ধ (অর্থাৎ কুমারপ্রায়) সখাগণ নিজ নিজ গৃহে গেলে নির্জল ও সজল মেঘতুল্য সহোদর শ্রীরামদামোদর জনকজননীজনের নয়নে নিবিড় আনন্দসুধা বর্ষণের দ্বারা এবং লাবণ্যমধুরিমাসারের দ্বারা আনন্দদায়ী হলেন।

৮৫। অতঃপর পূর্বপূর্ব দিবসবৎ আনন্দোচ্ছল দু মায়ের দ্বারা কালোচিত ঈষৎ উষ্ণ বা শীতল জলে অঙ্গের ধূলি ধৌত হওয়ার পর হস্তিনীর বাচ্চার মতো ধূলি রহিত, মায়েদের মার্জনের দ্বারা সম্যক্ অর্জিত সমীচীন শোভাভরবিশিষ্ট, তাঁদের হাতে পরিধাপিত মঙ্গলময় বসন - অনুলেপন - আভরণে অলঙ্কৃত, পৃথিবীতে বাসকারী চন্দ্রের মতো তাঁরা দু-ভাই সময়োপযোগী রসময় রম্য খাদ্য আহার করে নিজ নিজ গৃহে অতি বহুমূল্য শয়নে শয়ন করলেন।

শ্রীআনন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলা বিস্তারে যজ্ঞপত্নীজনানুগ্রহ

নামক ত্রয়োদশ স্তবক।

····০ঃ॥০॥ঃ০····

চতুর্দ্দশঃ স্তবকঃ

১। অথ বিভাতায়াং বিভাবর্য্যাং বিভাবর্য্যাং সহচরমণ্ডলীমাদায়ান্নুগবীনো নবীনো নট ইব ললিতাকল্পঃ কল্পদ্রুম ইবানুগতসঙ্কল্পকল্পকঃ পূর্বপূর্বদিনবদ্ধনবিনোদায় নোদায় খগ-মৃগ-তরু-বীরুধাং বিরহদুঃখস্য চ যদি স্ম ব্রজতি ব্রজতিলকনন্দনঃ, তদা তদাপ্ততমসহচরঃ স তাবদেব ভূদেবভূরতিপীনাবটুর্বটুঃ কুসুমাসবো নাম যদৃচ্ছয়াচ্ছয়া মনোবৃত্ত্যা সকলসৌভাগ্যলক্ষ্মীসম্পুটভেদনং পুটভেদনং তদ্-গোকুলাখ্যং ভ্রমন্নেক এব দৈবতো বতোত্তম-স্থবিরাভিরাভিরাভীরীভিরীক্ষিতঃ সাদরমহূতশ্চ কুতুকাদুপসসাদ ॥

চতুর্দ্দশঃ স্তবকঃ

চতুর্দশে বটুর্ভেজে সার্বজ্ঞ্যং জরতীব্রজে। ব্রজেন্দ্রসূনুঃ কান্তাভিস্তেনে তেন মধূৎসবম্ ॥

গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎপূর্বহেমন্তা বর্ণিতাঃ ক্রমাৎ। তত্তল্লীলাশ্চ শিশিরো নাপ্রসিদ্ধেরিহ স্তুতঃ ॥

বৃন্দাবনে সদা সত্ত্বাৎ প্রাধান্যাৎ কেলিবর্ধনাৎ। মধুস্তূৎকর্ষয়ামাসে তন্মহানল্পবর্ণনৈঃ ॥

১। ললিতাকল্পঃ সমীচীনবেশঃ। খগাদীনাং বিরহদুঃখস্য নোদায় দূরীকরণায়। ভূদেবভূর্বিপ্রতনয়ঃ; অতি পীনাবটুঃ পুষ্টগ্রীবঃ সকলানাং সর্বেষামেব সৌভাগ্যলক্ষ্ম্যাঃ সম্পুটং ভিনত্তি স্বসৌভাগ্যশ্রিয়ং চূর্ণয়তীতি তৎ; যদ্বা, সকলমেব সৌভাগ্যলক্ষ্ম্যাঃ সম্পুটং ভিনত্তি উদ্‌ঘাট্য প্রদর্শয়তীতি তৎ পুটভেদনং পত্তনম্। বত হর্ষে। উত্তমস্থবিরাভিঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীনাং শ্বশ্রূভিঃ ॥

চতুর্দশ স্তবক

বসন্তোৎসব ঃ

বৃদ্ধা গোপী সভায় জ্যোতিষের ছদ্মবেশে বটুর কুঞ্জদেবতা-পূজন উপদেশ ঃ

১। অতঃপর রাত্রি প্রভাত হলে অতি শোভোজ্জ্বল সহচরমণ্ডলী নিয়ে গোগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নবীন নটের মতো সমীচীন বেশে কল্পদ্রুমের মতো অনুগত জনের সঙ্কল্প পূরণকারী ব্রজতিলকনন্দন যদি পূর্ব পূর্ব দিনের মতো বনবিহারের জন্য, এবং খগ-মৃগ-তরু-লতার বিরহদুঃখ দূরীকরণের জন্য বনে চললেন, তখন সকল সহচরগণের মধ্যে আপ্ততম বিপ্রতনয় অতি পুষ্টগ্রীব কুসুমাসব নামক বটু যদৃচ্ছাবশে সরল মনে সকল সৌভাগ্যলক্ষ্মীর সম্পুট উদ্‌ঘাটন করে প্রদর্শনকারী গোকুল নামক নগরে একা একা ভ্রমণ করতে করতে অহো দৈবাৎ শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীগণের শ্বাশুরী অতিবৃদ্ধা অভিজাত গোপীগণ কর্তৃক লক্ষিত ও সাদরে আহূত হয়ে তাঁদের নিকটে চলে গেলেন।

২। আসন্নঃ সন্নতিসন্নতিপরং তাভিরথ নিজগদে—'জগদেকললিতমেধমেধমানপ্রতিভ প্রতিভয়-রহিতং ভবন্তং জানীমঃ কৃষ্ণস্য প্রিয়নর্মসহচরম্।' তদেবং পৃচ্ছামো ভবতা কিমধীতং ধীতংসরূপম্ ?'

৩। আহ স হসন্নেব,—'ভো ভো ময়া মহাজ্যোতিষা জ্যোতিষাগমাবেবাধীতৌ ধীতৌবরকৃতা কিমন্যেন শাস্ত্রেণ ?' তা নিজগদুঃ,—'জগদুত্তম! কো নয়োঽনয়োঃ প্রতিপাদ্যভূতঃ প্রভূতঃ প্রথয়স্ব তমস্মভ্যম্॥'

৪। স উবাচ বাচমতিসরসাম্,—'হংহো ব্রজপুরপুরন্ধ্রীপ্রধানাঃ! প্রধানা হি জ্যোতিঃপ্রভাবাঃ প্রভাবাহিনঃ। তথা হি—ইহ ভূমধ্যে ভূমধ্যেয়ং ভদ্রাভদ্রভূতং ভূতং শুভাশুভবৎ ভবৎ কুশলাকুশলভাবি ভাবি সর্বং জ্যোতিঃ পাঠেন জ্ঞায়তে। আগমগমকং তু দেবতারাধনতঃ কর্তুমকর্তুমন্যথাকর্তুং চ ক্ষমকর্তৃম্' ইতি॥

২। নিজগদে উক্তঃ। জগতি মধ্যে একা মুখ্যা ললিতা রম্যা মেধা ধারণাবতী বুদ্ধির্যস্য তথাভূতম্। অতএব এধমানা বর্ধমানা প্রতিভা যস্য হে তথাভূত! ততশ্চ প্রতিভয়রহিতং নিঃসাধ্বসম্; ধিয়া বুদ্ধেস্তংসরূপং ভূষণভূতম্; "তসি অলঙ্কারে"॥

৩। মহাজ্যোতিষা অতিতেজস্বিনা; জ্যোতিষঞ্চ আগমশ্চ তৌ; "জ্যোতিষং জ্যোতিষঞ্চাপি" ইতি দ্বিরূপ-কোষাৎ। ধিয়ো বুদ্ধেস্তৌবরকৃতা বৈরস্যকারিণা ইব; "তুবরস্তু কষায়োঽস্ত্রী" ইত্যমরঃ; তুবরস্য ভাবস্তৌবরম্। অনয়োঃ শাস্ত্রয়োঃ; কো নয়ঃ কা নীতিঃ॥

৪। তত্রাপি জ্যোতিষো জ্যোতিঃশাস্ত্রস্য প্রভাবাঃ প্রধানা মুখ্যাঃ। যদ্যপি প্রধান-শব্দস্য "ক্লীবে প্রধানম্" ইত্যমরদৃষ্ট্যা আবিষ্টলিঙ্গত্বম্, তথাপি তট্টীকায়াং বোপালিতদৃষ্ট্যা পুংস্ত্বস্যাপি প্রতিপাদনাৎ "জ্বরঃ প্রধানো রোগাণাম্", "প্রধানা হরিতা মুদ্গা" ইতি বৈদ্যকদর্শনাৎ, (৪র্থ-শ্লো০) "ত্বং সর্বেষাং মম গুণনিধে বান্ধবানাং প্রধানঃ" ইত্যুদ্ধবসন্দেশ-

---

২। নিকটে এসে গেলে সেই বৃদ্ধা গোপীগণ অতিশয় সবিনয়ে বললেন—'জগতের মধ্যে মুখ্যা রম্যা ধারণাবতী বুদ্ধিতে দীপ্ত, অতএব হে প্রতিভোজ্জ্বল! নির্ভয় নর্মসহচর আপনাকে আমরা জানি। তাই জিজ্ঞাসা করছি বুদ্ধির ভূষণস্বরূপ কি শাস্ত্র আপনি অধ্যয়ন করছেন ?'

৩। বটু হাসতে হাসতে বললেন—'ভো ভো আমি অতিতেজস্বী জ্যোতিষ ও আগম শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি। বুদ্ধির বিরসকারী অন্য শাস্ত্রে প্রয়োজন কি ?'

বৃদ্ধাগণ বললেন—'হে জগৎশ্রেষ্ঠ! এর প্রতিপাদ্যভূত কোন্ নীতি অসামান্য—তা আমাদের নিকট খুলে বলুন।'

৪। বটু অতি সরসভাবে বললেন—'হংহো ব্রজপুরপুরন্ধ্রীপ্রধানাগণ! জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রভাব শ্রেষ্ঠই হয়ে থাকে। এ প্রভায় উজ্জ্বলই বটে। এই পৃথিবীতে প্রচুরভাবে ধ্যানযোগ্য ভালমন্দ বস্তু যা অতীত হয়েছে, শুভাশুভ যা কিছু বর্তমান, কুশল-অকুশল যা কিছু ঘটনা ভবিষ্যতে ঘটবে সব কিছু জ্যোতিষ শাস্ত্র পাঠে জানা যায়। আর দেবতা আরাধনের দ্বারা করা-না করা-অন্যথা করার ক্ষমতা অর্জন হল আগমের লক্ষণ।'

৫। তা উচিরেঽচিরেণ,—‘ভো নির্মঞ্ছনং তে যামো, যামোঽয়ং সমীচীন এব, তদত্র কিঞ্চিৎ পৃচ্ছামোঽচ্ছামোদকানি মোদকানি তে দাতব্যানি, তদস্মাকমনুযোগো যো গোকুলে প্রষ্টব্যো ন ভবতি, স শুভবতি ভবতি প্রকাশ্যতে। তস্যোত্তরং দীয়তাম্, দীয়তাং চ নো মনঃসন্দেহো দেহো বিদ্যা বা দ্যাবাপৃথিব্যোঃ কেন হি ন হিতায় পরেষাং ক্রিয়তে ॥’

৬। সহাসং স জগাদ,—‘গা দত্থ চেদ্ভদ্রেতরাস্তদাঽস্তদারুণভাবোঽরুণভাবোধঃ খল্বহং সকলমেব বক্তুমীশেঽমী শেরতে হি ময়ি সর্বজ্ঞতাদয়ঃ সর্ব এব প্রভাবা বিপ্রভাবাদবিরুদ্ধাঃ ॥’

৭। রেণুস্তাঃ,—‘রেণুস্তাবদিদং গবাদি, বসু বসুধায়াং কিমদেয়ং তে যদি নঃ সমীহিতং বক্তুমহসি ?’ স পুনরাহ,—‘ন রা হরণীয়ো মে, কিন্তু প্রতিষ্ঠাপ্রতিষ্ঠাপনমেব মমোদ্দেশ্যম্, তৎ পৃচ্ছ্যতাং ভোঃ

দর্শনাচ্চ বাচ্যলিঙ্গত্বমপি সাধিতম্। প্রভা কান্তিস্তদ্বাহিনস্তদ্যুক্তা ইত্যর্থঃ। ইহ ভূমধ্যে জগতীত্যর্থঃ ভূম্না বাহুল্যেন ধ্যেয়ং ভাবনার্হং ভদ্রাভদ্ররূপং বস্তু; ভূতমতীতম্, এবং ভবৎ বর্ত্তমানম্। কুশলাকুশলে ভবিতুং শীলমস্য তৎ। ভাবি ভবিষ্যৎ; আগমগমকমাগমলক্ষণম্ ॥

৫। যামঃ প্রহরস্তত্মাৎ। অচ্ছানি নির্মলানি চ তানি আমোদকানি সুখদানি চেতি তানি। তত্তস্মাদনুযোগঃ প্রশ্নঃ, “প্রশ্নোঽনুযোগঃ পৃচ্ছা চ” ইত্যমরঃ। প্রষ্টব্যঃ প্রষ্টুং শক্যো ন ভবতি, স্বগৃহচ্ছিদ্র-প্রকাশ-শঙ্কয়েতি ভাবঃ। দীয়তাং খণ্ড্যতাম্। দ্যাব্যাপৃথিব্যোঃ স্বর্গমর্ত্ত্যলোকয়োর্মধ্যে কেন বা জনেন পরেষাং হিতার্থং দেহো বিদ্যা বা ন ক্রিয়তে? অপি তু ক্রিয়ত এব ॥

৬। ভদ্রতরা গা বহুদুগ্ধবতীর্ধেনূঃ; অস্তদারুণভাবস্ত্যক্তক্রৌর্যঃ; অরুণস্য সূর্যস্য ভা জ্যোতীংষি তাভিরেব বুধ্যতে লগ্নক্রমেণ ভদ্রাভদ্রং জানাতীতি সঃ। তথা বক্তুমীশে শক্নোমি। কুতঃ? অমী সর্বজ্ঞতাদয়ঃ প্রভাবা ময়ি হি নিশ্চিতমেব শেরতে, গুপ্তা বর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ ॥

৭। তা আভীর্যঃ, রেণুর্জগুঃ, রভসাদুচ্চৈরূচুরিত্যর্থঃ; ‘রণ ধ্বন শব্দে’। ইদং গবাদিকং বসু ধনম্, রেণুস্তাবৎ

৫। এ কথা শুনবার সঙ্গে সঙ্গেই বৃদ্ধারা বলে উঠলেন—‘অহো আপনার বলিহারি যাই। সময়টাও এখন উপযুক্তই বটে, তাই এখন কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছি। নির্মল সুখদ লড্ডুক দিব দক্ষিণাস্বরূপে। আমাদের প্রশ্ন—নিজেদের সেই গৃহচ্ছিদ্র যা গোকুলে জিজ্ঞাসা করাই চলে না, তা মঙ্গলময় আপনার নিকট প্রকাশ করে বলছি। এর উত্তর আপনি দিন। আমাদের মনের সন্দেহ খণ্ডন করুন। স্বর্গমর্তে এমন লোক কে আছে যে দেহ-বিদ্যা পরের হিতের জন্য নিয়োগ না করে।’

৬। হাসতে হাসতে বটু বললেন—‘বহু দুগ্ধবতী গাভী যদি দক্ষিণা দেন তবে ত্যক্তবক্রভাব সূর্যজ্যোতির্দ্বারা অর্থাৎ লগ্নক্রমে মঙ্গল-অমঙ্গল জ্ঞানবান্ আমি সব কিছু বলে দিতে পারি। ব্রাহ্মণ বলে সর্বজ্ঞতাদি সব কিছু প্রভাব অনুকূলভাবে আমাতে নিশ্চয়ই গুপ্তভাবে বিরাজমান।’

৭। তাঁরা আনন্দে চিৎকার করে বলে উঠলেন—‘এই গবাদি ধন তো ধূলিকণা সদৃশ, এ-জগতে এমন কি অদেয় বস্তু আছে যা আপনাকে দেওয়া না যেতে পারে যদি আমাদের বাঞ্ছিত মিমাংসা বলতে আপনি সক্ষম হন।’

পৃচ্ছ্যতাম্ ॥'

৮। নিজগদুস্তাঃ,—নিজগতুস্তাপজননং কিমপি অস্মাকং স্বাঽকণ্টকব্রজপুরবসতীনাং সতীনাং ন কিমপি কণ্টকতুল্যম্, কিন্ত্বেক এব মানসাময়ো ন সামযোগ্যঃ। যৎ খলু নো বধূরাজী রাজীবিনী-সমাপি মাপি কতমা নঃ সুখায় বভূব। যতোঽমূর্বিবাহ-দিনাবধি বধিরা ইব ভর্তৃনামশ্রবণেঽপি, অপি তদীয়বন্ধাবন্ধা এব, কিং পুনস্তেষামবলোকে, লোকে ক্ব দৃষ্টমীদৃশং পতিবৈরস্যম্, যদদ্যাপ্যাসাং পতিস্বভিমানোঽপি নো জাতো নো জাতোৎকটমেবমেব দুঃখম্। তদস্য কঃ প্রতীকার ইতি বিচারয় চারয় নিজং যশো দিক্ষু বিদিক্ষু বিশেষেণ' ইতি ॥

৯। এতদধিগত্য কৃত্রিমমৌনী মৌ নীরতয়া মনসি তন্নিদানমিব কুসুমাসবঃ। চিরং বিচার্য্যা-চার্য্যাকারং চাভিনীয় সবিষাদমিব দমিবদতিনিগৃহীতমনা মনাক্ শুষ্কং বিহস্য পুনরুবাচ বাচস্পতির্মেধাবী ধাবী কুতুকময়ে বর্ত্মনি—'অয়ি শুভংযুবরা যুবরাজকৃষ্ণস্য গোচারোঽয়মুদন্তো মুদন্তোচিতো মে ভবিষ্যতি।

রজঃসদৃশমিত্যর্থঃ। দাতুং পুনঃ কিমশক্যমিতি ভাবঃ। রা ইতি ধনম্, ন হরণীয়ো ন মম গ্রাহ্যঃ, কিন্তু প্রতিষ্ঠায়াঃ খ্যাতেরেব প্রতিষ্ঠাপনং লোকৈর্গবাদিদানস্তু তস্যা জ্ঞাপকমেব। অতএব প্রথমমহং গাঃ প্রার্থিতবানস্মীতি ভাবঃ ॥

৮। নিজগং নিজগতং দুষ্টতাপজননম্। মানসাময়ো মনস্তাপো ন সামযোগ্যঃ, ন সান্ত্বনার্হঃ। মাপি কতমা, কতমাপি ন। তদীয়বন্ধৌ স্বদেবরাদৌ অপি অন্ধা এব। নোঽস্মাকং দুঃখমেবমেব। কীদৃশম্? জাতঞ্চ তদুৎকটঞ্চেতি তৎ। যদৈব জাতম্, তদৈব বর্দ্ধিতমিত্যর্থঃ। চারয় প্রচারিতং কুরু ॥

৯। কৃত্রিমং মৌনং যস্যাস্তীতি সঃ। নীরতয়া নিতরাম্ ইরা সরস্বতী যস্য তত্তয়া তন্নিদানং মৌ প্রমিতবান্। ইবেতি সর্বত্র তা এব তথা প্রত্যাপয়তি, বস্তুতস্তু সর্বং কৃত্রিমমেবেতি সূচয়তি। দমিবৎ দান্ত ইবাতিনিগৃহীতমনাঃ

বটু পুনরায় বললেন—'ধন আমার গ্রহণের যোগ্য কিছু নয়, কিন্তু শুধু একটা খ্যাতি প্রচারের উদ্দেশ্যেই গাভী যাজ্ঞা করেছি। অতএব এবার বলুন তো, ভো আপনাদের কি জিজ্ঞাসা।

৮। বৃদ্ধাগণ বললেন—'অকণ্টক ব্রজপুরবাসিনী সতী আমাদের নিজেদের মধ্যে কোনও কিছু দুষ্টতাপের জন্ম হয় না, যা কণ্টকতুল্য হতে পারে। কিন্তু একটাই মনস্তাপ আমাদের, যার কোনও সান্ত্বনা নাই। কারণ আমাদের বধূগণ কমলের মতো সুন্দর হয়েও একটুও সুখের হচ্ছে না। যেহেতু বিবাহ দিনাবধি স্বামীর নাম সম্বন্ধে যেন এরা বধির, তদীয় বন্ধুদের সম্বন্ধেও তথৈবচ, তাঁদের দিকে ফিরে তাকাবার কথা আর কি। এ-জগতে ঈদৃশ পতিবৈরস্য আর কোথায় দেখা যায়? যেহেতু অদ্যাপি এদের পতিতে অভিমানও জন্মাল না। এরূপেই আমাদের দুঃখ জাত হয়েই উৎকট হয়ে উঠেছে। অতএব জিজ্ঞাসা করি এর প্রতিকার কি? এ বিষয়ে বিচার করে দেখুন—এর দ্বারা দেশে বিদেশে নিজের যশ অশেষে-বিশেষে প্রচার করুন।'

৯। বৃদ্ধাদের মনের ভাব বুঝে নিয়ে কুসুমাসব মৌনের ভাব অভিনয় করে সরস্বতীদ্বারা যেন গাঢ়ভাবে আবিষ্ট হয়ে পতি বিমুখতার মূল কারণ গণনাদ্বারা নির্দ্ধারণ করতে লেগে গেলেন। বহুক্ষণ বিচার করে আচার্যের ভাব অভিনয় করে জিতেন্দ্রিয়ের মতো স্থির চিত্ত হয়ে একটু শুকনো হাসি

তেনায়ং সঙ্গোপ্যো গোপ্যোঽবশ্যমেব। বক্ষ্যামি সিদ্ধফলমেকং ফলমেকং সমানয়ত' ইতি তথানীতং ফলমাদায় ক্ষণং বিভাব্য বিভাব্যয়-সুদুর্দর্শঃ পুনর্নিজগাদ ॥

১০। 'ভো ভো আর্য্যা লৌকিকালৌকিকান্যেবাত্র দূষণানি দৃশ্যন্তে, লৌকিকানি কানি চ লগ্নালগ্নানি যৈঃ কিল পতিবিপক্ষতাঽক্ষতা ক্রিয়তে, অলৌকিকানি তাবদবধারয়ত রয়ত এব। কাচিদত্র প্রতিযোগিনী যোগিনী যোগি-নীরাজিত-পদারবিন্দা রবিং দারয়িতুমপি সমর্থা যোগমায়া মায়া-বিবাহং কারয়িত্বা কৌতুকবতী কৌ তু কবতীতরেষু তদভিজ্ঞতো বিবাহমিতি পুনরাসাং নরাসাম্প্রতং পতিবিদ্বেষং চ জনয়ামাস ॥

স্থিরচিত্তঃ। শুভংযুষু শুভবতীষু বরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ যুবরাজস্য কৃষ্ণস্য মৎপ্রিয়সখস্য গোচরঃ সন্নয়মুদন্তো বৃত্তান্তো মে মম মুদামানন্দানামন্তে নাশে উচিতো যোগ্যো ভবিষ্যতি। যা এব মাং মিথ্যাপরিবাদেন দূষয়ন্তি, তাস্বেব বৃদ্ধাভীরীষু মৎপ্রিয়সখো কৃষ্ণাপি সর্বজ্ঞতয়া সর্বং ভদ্রাভদ্রমুক্ত্বা হিতমুপদিশন্তীতি ময়ি কৃষ্ণো দুর্মনায়িষ্যত ইতি। তেন হেতুনায়মুদন্তো বৃত্তান্তঃ সঙ্গোপ্যঃ সঙ্গোপয়িতুমর্হঃ। হে গোপ্যঃ! সিদ্ধং ফলং পতিবৈমুখ্যরূপং যস্মাৎ তৎ কারণং বক্ষ্যামি। কীদৃশম্? একং মুখ্যম্। বিভায়াঃ কান্তেরব্যয়েন ব্যয়াভাবেন হেতুনা সুদুর্দর্শঃ ॥

১০। লৌকিকানি স্বভাববৈরূপ্যেণ সৌরূপ্য-কৌরূপ্যাভ্যাঙ্কারোচকত্বানি লৌকিকানি লোকপ্রসিদ্ধানি তানি লগ্নেষু জ্যোতিশ্চক্রশাস্ত্রোক্তেষু ন লগ্নানি, প্রত্যক্ষনিদানকত্বাৎ কিং তদগণনয়েতি ভাবঃ। রয়তো বেগতঃ। প্রতিযোগিনী যুষ্মৎপ্রতিকূলা যোগিনী। নন্বেবং চেৎ সা মান্ত্রিকৈরত্রত্যৈঃ সহেলমেব বিনাশ্যা? তত্রাহ—যোগিনী রাজিতেতি। ভবতু,

---

হেসে বাচস্পতিমেধাবী বটু কৌতুকময় পথে পা বাড়িয়ে পুনরায় বললেন—'অয়ি পরমকল্যানময়ীগণ, এই বৃত্তান্ত যুবরাজ কৃষ্ণের গোচরীভূত হলে আমার হর্ষ নাশের যোগ্য হবে—বন্ধু হয়ে নিন্দাকারিণীদের সহায়কারী হচ্ছি বলে। তাই বলছি এ সব কথা অতি সাবধানে মনের ভিতরে অবশ্যই গোপন করে রাখবেন। একটি ফল নিয়ে আসুন পতিবিমুখতার মুখ্য কারণ বলে দিচ্ছি।' তার কথানুসারে একটি ফল নিয়ে এলে ক্ষণকাল গভীর ভাবে চিন্তা করে অক্ষয় কান্তিমান্ বলে দুর্লভ-দর্শন কুসুমাসব পুনরায় বললেন—

১০। 'ভো ভো আর্যাগণ! লৌকিক-অলৌকিক দু-রকম দোষ এখানে দেখা যাচ্ছে। কুস্বভাব কুরূপাদি লৌকিক দোষ যা পতিবিমুখতা নিখুত করে দিচ্ছে তা লোকপ্রসিদ্ধ প্রত্যক্ষমূলক বলে আর জ্যোতিশ্চক্র-শাস্ত্রোক্ত লগ্নের সহিত সংশ্লিষ্ট করবার কি প্রয়োজন? অলৌকিক যা কিছু সেই সমস্ত আবেগের সহিত অবধানপূর্বক শ্রবণ করুন। এখানে আপনাদের প্রতিকূল কোনও যোগিনী আছেন যিনি যোগিগণের দ্বারা নিরাজিত চরণকমলা, সূর্যকে যেন বিদারিত করতে সমর্থা, যিনি যোগবলে মায়া বিস্তার করেন সেই কৌতুকবতী যোগমায়া আপনাদের পুত্রের সহিত গোপকন্যাদের মায়া বিবাহ করিয়ে তাঁর মায়াবিদ্যাজালের দ্বারা পৃথিবীর অজ্ঞজনদের ভিতরে এটি বিবাহ এরূপ প্রচার করিয়ে দিয়েছেন—আর এই হেতু তিনিই মানুষের ভিতরে এঁদের ব্যবহার অযোগ্যতা এবং পতিবিদ্বেষ জন্মিয়ে দিয়েছেন।

১১। স্বভাবতঃ পুনরিমা ন মানব্যঃ, তেনাস্তু তস্যা মহতীহ তীব্রতরা প্রীতিরতএব মানবাঽমানবানাং সঙ্গতিরসাম্প্রতং সাম্প্রতং স্থিতি স্বয়মেব মতিভেদং কারয়িত্বা রয়িত্বাচ্চ তস্য স্পর্শাদিকঞ্চ ন কারয়তি রয়তিগ্মা সা খলু যোগিনী। তদাস্তু ভবতীভির্বধূতাঽবধূতা ক্রিয়তাম্, কিন্তু নিকামমতা মমতা তু কর্ত্তব্যা, তয়া তু বঃ ক্ষেমং বিধাস্যতে॥

১২। অপি চ যদি বঃ পুত্রাশাঽত্রাশাবিসারিণী ভবিতুমর্হতি, তদাসাং স্পর্শোঽপি যথা ন ভবতি, তথা কার্য্যম্, নহি কৃষ্ণভুজগাবলা বলাকৃষ্টাঃ সুখং জনয়ন্তি। অস্তি ভাগ্যং বঃ সুতানাং যদাসাং তেভ্যঃ স্পর্শোঽপি জাতঃ॥'

১৩। অথ তাঃ সবিষাদবৈকল্যং বৈ কল্যং পুনরূচুঃ,—'অয়ি মূর্ত্তপ্রমাণ মাণবক! ভবতঃ কথা মানবকথা নেয়ম্, কিন্তু সর্বজ্ঞতৈবেয়ং তে। ত্বয়া পরমজ্যোতিষা জ্যোতিষাধ্যয়নপ্রভাবো দর্শিতঃ।

তথাপি ভবতাতিতেজস্বিনাঽসৌ পরাভাব্যেতি? তত্রাহ—রবিমপি দারয়িতুং সমর্থা যোগেনোপায়েন মায়া যস্যাঃ সা। কৌ তু পৃথিব্যাস্তু তদভিজ্ঞতত্তন্মায়াভিজ্ঞাদিতরেষ্বজ্ঞজনেষু বিবাহং কবতি কীর্ত্তয়তি সতি, পুনরিতি হেতোরেব, আসাং নরেষ্বসাম্প্রতমযোগম্॥

১১। তস্যা যোগিন্যাঃ; অসাম্প্রতমযোগ্যম্। তস্য মতিভেদস্য রয়িত্বাৎ তেজস্বিত্বাচ্চ স্পর্শাদিকমপি পতীনাম্। রয়েন বেগেন তিগ্মা তীক্ষ্ণা দুর্বারেত্যর্থঃ। বধূতা বধূভাবঃ, অবধূতা খণ্ডিতা। নাপ্যলং তর্হ্যেতাভিরিত্যুদাসিতব্যমিত্যাহ—কিন্ত্বিতি। তয়া তু যোগিন্যা তু ক্ষেমং পুত্রারোগ্যধনাদিকম্, অন্যথা তু বিনাশয়িষ্যত ইতি ভাবঃ॥

১২। যদি বো যুষ্মাকং পুত্রাণামাশা ধনাদিবাঞ্ছা অত্র গোকুলনগরে আশাবিসারিণী সর্বদিগ্ব্যাপিনী সমৃদ্ধিমতীতি যাবৎ, অন্যথা ত্বাশা ন ফলিষ্যতীতি ভাবঃ। তেভ্যো যুষ্মৎসুতেভ্যঃ স্পর্শোঽপি সম্প্রদানমপি "বিশ্রাণনং বিতরণং স্পর্শনং প্রতিপাদনম্" ইত্যমরঃ। আসাং দানাত্মকস্পর্শ এব তেষু ভাগ্যব্যঞ্জকঃ। সংযোগাত্মক-স্পর্শস্তু কৃষ্ণভুজঙ্গীনাং সাক্ষান্মারক এবেতি ভাবঃ। অতএব ভীত্যা শ্রীরাধাদিপ্রতিচ্ছায়াস্পর্শোঽপি রাধাদিরাভিষু তৎপতিভির্ন ক্রিয়তে স্মেত্যবসেয়ম্॥

১১। পুনরায় বলবার কথা এই যে স্বভাবতঃই এঁরা মানুষ নয়। এঁদের উপর আবার ঐ যোগিনীর মহতী তীব্রতরা প্রীতি, অতএব মানব-অমানব কারোরই সহবাস এঁদের অযোগ্য। এই জন্য ইদানীং যোগমায়া নিজেই মতিভেদের তেজস্বিতা জন্মিয়ে পতিদের স্পর্শাদি পর্যন্তও করালেন না। সেই যোগিনী তেজে দুর্বার। অতএব শীঘ্র তাঁদের প্রতি বধূভাব ছেড়ে দিন। এঁদের প্রতি প্রচুরভাবে মমতা করা কিন্তু কর্তব্য হবে। এতে সেই যোগিনী আপনাদের মঙ্গল বিধান করবেন।

১২। আরও, যদি আপনাদের পুত্রগণের ধনাদি বাঞ্ছা অতি সমৃদ্ধিমতী দেখতে চান তবে এঁদের স্পর্শও যাতে ওঁদের না হয় সেইরূপ করবেন। কৃষ্ণভুজঙ্গরমণী বলাৎকারে আকর্ষিত হলে সুখদায়ক হয় না—(এঁদের সংযোগাত্মক স্পর্শ সাক্ষাৎ মারক হয়ে থাকে)। আপনাদের পুত্রদের ভাগ্য খুলে গিয়েছে, যেহেতু তাঁদের প্রতি মহালক্ষ্মীস্বরূপা এঁদের দানাত্মক দৃষ্টি পড়ে গিয়েছে।'

১৩। অতঃপর তাঁরা সবিষাদ ব্যাকুলতায়, কিন্তু নিশ্চিত শুভব্যঞ্জক ভাবে পুনরায় বললেন—

আগমাধ্যয়নস্য চ মহীমহীয়ান্ প্রভাবো দর্শ্যতাম্, কস্যা দেবতায়া বতায়াসকৃতেনারাধনেন ধনেন যোগিনীকৃত-বিলসিতং বিলসিতং ভবতি, তদপ্যুপদিশ্যতাম্, দিশ্যতাং চ তদারাধনবিধিঃ' ইতি ॥

১৪। স উবাচ,—'অস্ত্যপায়ো নিরপায়ো নিরবকরঃ কোঽপি কোপিন্যাস্তস্যাঃ কোপশমনায় দেবতান্তরোপাসনাসনাথঃ।' তা অথ সপ্রমোদং প্রমোদন্তমিব তং ব্যাহারং হারং মত্বা নিজগদুর্নিজগ-দুঃখহানিকৃতে কৃতেনাভিলাষেণ—'ব্রহ্মবটোঽবটোত্তমোঽসি গুণরত্নানাম্, রত্নানাং যথার্থভাবেন ত্বাং পৃচ্ছামঃ। কাসৌ দেবতা, বতাস্যা বা কিং নাম নাম, কীদৃশী বা তদুপাসনা, সনানাভাবং কথয়িতু-মর্হসি।' স সহর্ষমবদৎ,—'অবধত্ত ভো মহাভাগা মহাভাগাঃ,—অস্তি কিল কশ্চনাতিকালঃ কালকুমারো নাম মারো নাম মূর্ত্তিমানিহ বৃন্দাবনে কুঞ্জদেবতা, দেবতাবৃন্দমহনীয়া যোগিনী চ নীচসাদৃশ্যং যতো ভজতে, সোপাসিতাঽসিতাপাঙ্গীনাং কামং নিকামং নির্বাহয়তি। সা চেৎ প্রসীদতি, সীদতি ন তদা

১৩। বৈ নিশ্চিতম্, কলাং নিরাময়ং যথা স্যাত্তথোচুঃ। মহীমহীয়ান্ মহ্যাং ভূতলে মহত্তমঃ। বত খেদে; আয়াসো যত্নস্তেন কৃতেন; বিলসিতং চেষ্টিতম্; বিলে গর্ত্তে সিতং বদ্ধং ভবতি, বিলুপ্তং ভবতীত্যর্থঃ॥

১৪। প্রমোদন্তমিব প্রকৃষ্টা মা সম্পত্তিস্তস্যা উদন্তং প্রাপ্তো বৃত্তান্তমিব। অবটোত্তমোঽসি শ্রেষ্ঠগর্ত্তোঽসি; "গর্ত্তা-বটৌ ভুবি শ্বভ্রে" ইত্যমরঃ। সনানাভাবং নানাভিপ্রায়সহিতং যথা স্যাত্তথা কথয়িতুম্। মহান্ ভাগো ভাগাং যাসাং তাঃ, অতএব মহতীম্। আভাং গচ্ছন্তীতি তাঃ; যদ্বা, মহত্যা আভয়া গায়তি গানবদ্বক্তীতি মহাভাগাঃ, সোমপা-শব্দবৎ স ইত্যস্য বিশেষণম্। অতিকালোঽতিশ্যামলঃকালাতীতশ্চ, কালস্য কুমারঃ,; পক্ষে, কালঃ শ্যামলশ্চাসৌ

'হে মূর্তিমান্ প্রমাণস্বরূপ বটু! আপনার এ-কথা বালসুলভ কথা নয়, কিন্তু আপনার সর্বজ্ঞতা গুণেরই পরিচয়। আপনি তো পরমজ্যোতিষ, জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন প্রভাব দেখিয়ে দিয়েছেন। এবার আগম অধ্যয়নের মহত্তম প্রভাবও ভূতলে দেখিয়ে দিন। হায় হায় কোন্ দেবতার যত্নকৃত আরাধন-ধনে যোগিনীকৃত-চেষ্টা গর্তের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যায়, তা আমাদের উপদেশ করুন, তাঁর আরাধন-বিধিও আমাদের দিন।'

১৪। মধুমঙ্গল বললেন—'সেই কোপিনীর কোপ নিরসনের কোনও অক্ষয়-নির্মল-দেবতান্তর উপাসনাদ্বারা উজ্জ্বলীকৃত উপায় আছে।' অতঃপর তাঁরা আনন্দের সহিত প্রকৃষ্ট সম্পত্তিপ্রাপ্তির মতো সেই কথা গলার হার মাননা করে নিজস্ব দুঃখহানির অভিলাষে বললেন—'হে ব্রাহ্মণ বটু, আপনি শ্রেষ্ঠ গুণরত্নরাজির শ্রেষ্ঠ খনিস্বরূপ! যথার্থভাবে আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি—সেই দেবতা কে? হায় হায় তাঁর ডাক নামই বা কি? তাঁর উপাসনাই বা কিরূপ তা বিস্তারিত ভাবে বলুন।' বটু সহর্ষে বললেন—'ভো মহাভাগা মহতী আভায় গানবৎ বক্তা! অবধানপূর্বক শ্রবণ করুন—অতি শ্যামল কালাতীত কালের কুমার (কৃষ্ণপক্ষে-শ্যামল যুবরাজ) কন্দর্প নামক কোনও এক মূর্তিমান্ কুঞ্জদেবতা এই বৃন্দাবনে প্রকট ভাবে বিরাজমান্ রয়েছেন। দেবতাবৃন্দ মোহিনীয়া ঐ যোগিনীও এঁর নিকট অবনতের মতো হয়ে থাকেন। এই দেবতার উপাসনাকারিণী কাজলকালনয়নী

জনঃ কোঽপি, কোপিতাং বা যন্থেতি, তদা ন সপিনাকোঽপি কোঽপি রক্ষিতুমীষ্টে ॥

১৫। তথা হি— কুঞ্জে কুঞ্জে বিহরতি ন কেনাপি সংলক্ষ্যতেঽসৌ
ধ্যানাদাবির্ভবতি ভজতামেকভাবব্রতানাম্।
পূজা তস্যাঃ সময়নিয়মাপেক্ষিণী দুষ্করৈকা
পুণ্যাত্মানঃ পরমকৃতিনঃ কেবলং কুর্বতে তাম্ ॥

১৬। দুষ্করত্বং চাবধত্ত—
পরার্ধ্যমণিভূষণোত্তমবিলেপচেলান্বিতৈঃ, স্বয়ং কুসুমসঞ্চয়াবচয়নায় গম্যাটবী।
তদেকহৃদয়ৈরনাকলিতলোকলজ্জৈর্বৃথা-,বচোরচনবর্জিতৈর্নিয়তমেব ভাব্যং জনৈঃ ॥

১৭। এবং চ বঞ্চনবিমুখতয়াভিমুখতয়াভিলাষপুরস্সরং সুসম্পাদিতে পূজোপচারে সদাচারে সাধীয়সি—

কুঞ্জে কুঞ্জে তমথ মুদিতাঃ পুষ্পধূপপ্রদীপৈ-
র্নৈবেদ্যৈশ্চ প্রিয়সুরভিভিঃ পূজয়েয়ুস্ত্রিসন্ধ্যাম্।
পূজোপান্তে নবকিশলয়প্রস্তর-স্রস্তদেহা
বন্ধুব্রাতৈরপি সহ নিশাং জাগরেণ ক্ষিপেয়ুঃ ॥

কুমারো যুবরাজশ্চেতি স তথা। নাম প্রাকাশ্যে, কামমভীষ্টং কন্দর্পঞ্চ, নিকামং যথেষ্টম্। যদি ব কোপিতাং ক্রুদ্ধত্বমেতি প্রাপ্নোতি, যদি কস্মৈচিৎ কুপ্যতীত্যর্থঃ। সপিনাকোঽপি পিনাকসহিতো রুদ্রোঽপি ॥

১৫। সময়েষু বক্ষ্যমাণেষু নিয়মানেব বক্ষ্যমাণানপেক্ষিতুং শীল যস্যাঃ সা। একা মুখ্যা ॥

১৬। অটবী স্বয়মেব গম্যা গন্তব্যা, নাত্র প্রতিনিধিকল্পনং যুক্তমিতি ভাবঃ। তত্র নিয়মানাহ—তদেকেতি ॥

গোপীসুন্দরীদের মনোভীষ্ট এঁ যথেচ্ছ নির্বাহ করে থাকেন। এই দেবতা যদি প্রসন্ন থাকেন তবে কোনও ব্যক্তিই মিয়িয়ে যায় না। যদি কুপিত হন তবে কেউ-ই এমন কি পিনাকপাণি মহাদেবও রক্ষা করতে পারেন না।

১৫। তথা হি—ঐ দেবতা কুঞ্জে কুঞ্জে বিহার করে বেড়ায়। কেউ-ই তাঁকে দেখতে পায় না। তিনি ভজনশীল একভাবব্রতীদের ধ্যানের দ্বারা আবির্ভূত হন। তাঁর পূজার সময় ও নিয়মের অপেক্ষা আছে, যা দুষ্কর ও মুখ্যা। পুণ্যাত্মা পরমকৃতিগণই কেবল তা করে থাকেন।

১৬। দুষ্কর কি তা ভাল করে শুনুন—যে জন সেই দেবতার পূজা করবে সে পরার্দ্ধমূল্য মণিখচিত ভূষণে অলঙ্কৃত ও উত্তম বিলেপন দ্রব্যে - বস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নিবে, কুসুম চয়নের জন্য স্বয়ং বৃন্দাবনে যাবে, লোকলজ্জা তুচ্ছ করে দিবে, বাক্‌বিলাসিতা বর্জন করবে এবং তদেকচিত্ত হয়ে নিরন্তর তাঁর ধ্যানে মগ্ন হয়ে থাকবে।

১৭। এইরূপভাবে বিত্তশাঠ্যরাহিত্য, ও তাঁতে উন্মুখতা বশতঃ অভিলাষ পুরঃসর সদাচারের

১৮। এবং প্রাতঃ প্রাতর্মধ্যাহ্নপূজে ধর্মম্, সাধয়তি সর্বজনং সিদ্ধব্যবসায়ং সায়ংপূজা, নিখিলাভিলাষক্ষণদা ক্ষণদাপূজা চেতি। বর্ণিতোঽয়ং ত্রিকালপূজামহিমাঽনুমহি মানুষে লোকে লোকে নাতঃ পরং ব্রতম্। অস্যাশ্চ দেবতায়াঃ সর্বাতিরেকা মন্ত্রাঃ কামন্ত্রাণকারিণো বহব এব সন্তি, তেষু প্রধানতমোঽষ্টাদশাক্ষরোঽক্ষরোপমঃ কোঽপ্যস্তি যদি বো ভো বোভোতি শ্রদ্ধাবিশেষস্তদা তমপি বর্ণয়িষ্যামঃ॥'

১৯। তাভিরভিব্যাহারি হারি বচঃ,—'হে বালাচার্য্য! বিনা মন্ত্রেণ কথমুপাসনা সনাথা ভবতু? তত্রভবতা ভবতা সোঽস্মভ্যমুপদিশ্যতাম্, দিশ্যতাং প্রযাতু তে যশঃ। অস্মাভিরুপদেষ্টব্য এষ্টব্য এষ বধূভ্যঃ, ইতি॥

১৭। বঞ্চনবিমুখতয়া বিত্তশাঠ্য-রাহিত্যেনাভিমুখতয়া তৎসাম্মুখ্যেন। তং কালকুমারম্; প্রস্তরং শয্যা॥

১৮। ধর্মং প্রাতঃ পূরয়তঃ, 'প্রা পূর্তৌ' প্রথমপুরুষদ্বিবচনান্তঃ। সায়ংপূজা কর্ত্রী সাধয়তি করোতি। ক্ষণদা উৎসবদায়িনী ক্ষণদাপূজা রাত্রিপূজা। ত্রিকালেতি প্রাতর্মধ্যাহ্নয়োরপি ধর্মপূরকত্বেন ফলসাম্যাদৈক্যমভিপ্রেত্যোক্তম্, ততশ্চ প্রাতরশক্তৌ মধ্যাহ্নে পূজা অবশ্যমেব কার্যেতি ভাবঃ। ফলানামুত্তরোত্তর প্রাধান্যাৎ সর্বাশক্তৌ রাত্রিপূজা ত্ববশ্যকৈবেত্যপি দ্যোতিতম্। মানুষে লোকেঽতঃপরং ব্রতং ন লোকে, ন পশ্যামি; 'লোকৃ দর্শনে' উত্তমপুরুষৈকবচনান্তঃ। কীদৃশম্? অনুমহি অনুগতা ভবতি মহী যস্মাৎ তন্মহীপদেন তত্রস্থাঃ সর্বজনাঃ লক্ষিতাঃ। কামং যথেষ্টম্। অক্ষরোপমো ব্রহ্মোপমঃ, বো যুষ্মাকম্। ভো ইতি সম্বোধনে; বোভোতি অতিশয়েন ভবতি॥

১৯। অভিব্যাহারি স্পষ্টমুক্তম্। স মন্ত্রো দিশ্যতাং প্রযাত, সর্বদিক্‌বর্তিত্বং প্রাপ্নোতু, দিক্ষু ভবং বিদ্যমানং দিশ্যং তস্য ভাবো দিশ্যতা তাম্, এষ মন্ত্রঃ কথম্ভূতঃ সন্ এষ্টব্যঃ? ইচ্ছাবিষয়ীকরিষ্যমাণঃ সন্, অর্থাত্তাভির্বধূভিরেব॥

সহিত পূজোপচার সুসম্পাদিত হয়ে গেলে—সেই জন প্রিয়পুষ্প-ধূপ-প্রদীপ-নৈবেদ্য-গন্ধদ্বারা কুঞ্জে কুঞ্জে সেই কালকুমারকে ত্রিসন্ধ্যা প্রসন্ন মনে পূজা করবে। পূজাশেষে নবকিশলয় শয্যায় দেহ এলিয়ে দিয়ে বন্ধুগণের সঙ্গে নিশা জাগরণে কাটাবে।

১৮। এইরূপে সম্পাদিত প্রাতর্মধ্যাহ্নপূজা ধর্মপূরয়িতা, সায়ংপূজা সর্বজনের সিদ্ধমনোরথকারিকা, আর রাত্রিপূজা নিখিলাভিলাষোৎসবদায়িনী। বর্ণিত এই ত্রিকালপূজা জগতের সকল লোককে অনুগত করে দেয়। মনুষ্যলোকে এর থেকে শ্রেষ্ঠ ব্রত আর কিছু দেখি না। এই দেবতার যথেচ্ছভাবে ত্রাণকারী সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্র বহুই আছে। তার মধ্যে কোনও একটি সর্বশ্রেষ্ঠতম অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের অক্ষরতুল্য। ভো যদি আপনাদের শ্রদ্ধাবিশেষ অতিশয়রূপে হয় তা হ'লে তাও বর্ণনা করবো।'

১৯। তখন বৃদ্ধাগণ স্পষ্টরূপে মনোহারী কথা কিছু বললেন—'হে বালাচার্য, বিনা মন্ত্রে উপাসনা কি করে হতে পারে? পরমপূজনীয় আপনি সেই মন্ত্র আমাদিকে উপদেশ করুন। আপনার যশ দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ুক। অভিলষণীয় এই মন্ত্র বধূগণকে আমরা উপদেশ করবো।'

২০। 'বাঢ়ং তৎ সাম্প্রতং সাম্প্রতং প্রীয়তাং সৈব ভগবতী কাচন দেবতা' ইতি মঙ্গলমঙ্গলগ্নং কৃত্বা স চ সচমৎকারমুপদিদেশ দেশকালোচিতং তমেব মন্ত্ররাজম্ ॥

২১। যথা 'অচিন্ত্যমহসে কুঞ্জদেবতায়ৈ রসাত্মনে স্বাহা' ইত্যুপদিশ্য পুনরাহ,—'এবমস্যাঃ সরহস্যং রহস্যগুপ্সা কথিতমুপাসনাকাণ্ডং প্রকাণ্ডং প্রথমমনেনসানেন সাধুসমারাধিতয়া তয়া দেবতয়া প্রতিকূলা কূলাপ্লাবিনী সরিদিব সা ত্বরয়া স্বরয়া ভবিষ্যতি যোগিনীতি প্রকটিতমাগমজ্যোত্যাভ্যাসমর্যাদার্য্যা দাক্ষিণ্যং চ ॥'

২০। বাঢ়মিত্যভ্যুপগমে, তত্তস্মাৎ সাম্প্রতং যুক্তমেব সাম্প্রতমিদানীম্। মঙ্গলং স্বস্তিবাচনাদিকমঙ্গলগ্নমঙ্গসমেতং কৃত্বা সাঙ্গমেব মঙ্গলমাচর্যেত্যর্থঃ। স চ কুসুমাসবঃ ॥

২১। রহসি বিবিক্তে স্থানে অনেনোপাসনাকাণ্ডেন সাধু যথা স্যাত্তথা সমারাধিতয়া তয়া কুঞ্জেচর্যা দেবতয়া হেতুনা সা যোগিনী তু অরয়া বেগরহিতা ভবিষ্যতি, ত্বরয়া শৈঘ্র্যেণৈব। কা ইব? কূলাপ্লাবিনী সরিদিব, কার্ৎস্ন্যেন নিঃসারয়িতুং তু সা দুঃশকৈবেতি ভাবঃ। বেগরাহিত্যে চ নষ্টা ইব স্থিতযাপি তয়া ন কিঞ্চিদসামঞ্জস্যমিতি তদ্ভয়মপি নিঃশেষেণ ন নিবর্তিতমিতি সর্বকালমেব তাসাং স্বস্ববধূজনবনপ্রস্থাপনার্থং গূঢ়চাতুর্যমস্য। নদীদৃষ্টান্তেন চ মদুক্তে-তৎপ্রতিকারাকরণে তু প্রতিদিনমেব বর্ধমানবেগা সা যুষ্মৎকূলমেব সর্বমুন্মূলয়িষ্যতীতি ভয়মুৎপাদ্য তাদৃশপূজনায়ামপি তাঃ শীঘ্রং প্রবর্তিতা। আগমদ্বয়স্য গণনাশাস্ত্রস্য চোপসনাশাস্ত্রস্য চাভ্যাসমর্যাদা প্রকটিতা। হে আর্যা দাক্ষিণ্যং চ যুষ্মাসু স্বানুকূল্যং চ প্রকটিতমিতি।

অথৈতৎপ্রকরণস্যেদং তত্ত্বম্—যদ্যপি শ্রীরাধাদীনাং বনাভিসরণাদৌ তত্তৎপ্রতিচ্ছায়া-নির্মাণেন তত্তৎপতি-শ্বশ্রাদি-সমাধানং যোগমায়য়ৈব সুশকমেবাস্তি, তথাপি তাসাং স্বগুরুজনসমাধানাভাবভাবনায়াং সত্যাং কুঞ্জাদিবিহারস্বাচ্ছন্দ্যং ন সম্ভবেৎ; ন চ তয়ৈব তাসাং তদানীং সা ভাবনা নোৎপাদয়িতব্যেতি বাচ্যম্,—তাসাং স্বেষু পরকীয়াত্বদৃষ্টৌ বর্তমানায়াং তদ্ভাবনানুদয়াসম্ভবাৎ। ন চ তথাদৃষ্টিরপি তদানীং তয়ৈব লোপ্যেতি বাচ্যম্,—তস্যা উজ্জ্বলনীলমণাবুক্তযুক্ত্যা রসোদ্রেকাবহত্বেন লোপানর্হাৎ। ততশ্চ কদাচিন্মধুপানোদ্রেকাদিহেতুভী রাত্রিন্দিবমেব বিলাস-বৃন্দ্যা গোষ্ঠ-গমনে বিস্মারিতে সতি কদাচিচ্চ মুরলীনাদোন্মাদিতানাং তাসাং বনগমনে কৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গ-হেতুকাভিসারত্বেন গুরুভির্বিতর্কিতে

২০। 'আপনাদের কথা সমীচীনই বটে, অতএব ইদানীং সেই ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ কোনও অনির্বচনীয় দেবতা প্রসন্ন হউন।' এই বলে নিজের অঙ্গে অঙ্গসমন্বিত স্বস্তিবাচনাদি মঙ্গল আচরণ করে বটু সচমৎকার দেশকালোচিত সেই মন্ত্ররাজ উপদেশ করে দিলেন।

২১। যথা 'অচিন্ত্যমহসে কুঞ্জদেবতায়ৈ রসাত্মনে স্বাহা' এই মন্ত্র উপদেশ করে পুনরায় বললেন—'এইরূপে উপদিষ্ট হ'ল নিকুঞ্জদেবতার প্রকাণ্ড বিখ্যাত শোভাবিশিষ্ট উপাসনাকাণ্ড। এর দ্বারা নির্জন স্থানে সুষ্ঠুভাবে আরাধিত সেই দেবতার প্রভাবে প্রতিকূলা কূলপ্লাবিনী নদীর মতো সেই যোগমায়াদেবী শীঘ্র বেগরহিতা হয়ে যাবেন। এই তো জ্যোতিষশাস্ত্র এবং আগমশাস্ত্র এ-দুয়েরই অভ্যাস-নিয়ম বলে দিলাম। এতে আপনাদের প্রতি আমার নিজ আনুকূল্যও প্রকাশিত হল।

২২। ইতি নিগদ্যানবদ্যা নবসুধায়মানা গিরো ঝটিতি নিষ্ক্রান্তে কুতুকপটৌ কপটৌজ্জ্বল্যকৃতি বটৌ তাঃ কিল তস্য বাচো বাচোযুক্তিপটুতাজুষো জুষোপপন্নাঃ কৃত্বা সমুপগৃহ্য গৃহ্যকৃত্যাভিমুখাঃ ক্ষণমবস্থায় ভবনমধ্যমধ্যবস্থায় চ স্ব-স্ব-বধূঃ স্ববধূতমাৎসর্য্যমাহূয় হূয়মানদহনশিখা ইব জ্বলন্তীরথ সমুপদিশন্তি স্ম॥

২৩। 'অয়ি জন্যো জন্যোত্তমা ভবত্যো গুণশীলোদার্য্যদার্য্যমাণসুরসুরমণীগর্বতয়া ধন্যা এব। কিন্তু দূষণমপীদং মহীয়ো মহীযোগে যন্ন দৃশ্যতে কুত্রাপি, যৎ খলু ভর্তৃবৈমুখ্যং মুখ্যং নারীনাং নাঽরীণাং চৈতন্তবতু কদাপি তদেতদ্দূষণোপশমনায়াসন্নশমনায়াসন্ন কথমুপায়ং চিন্তয়থ? শ্রূয়তাম্—

সৌভাগ্যপ্রতিবন্ধরন্ধনকৃতে ভর্তুর্মুদে ভর্ত্তরি
শ্রদ্ধাপ্রীতি-বিবৃদ্ধয়ে গুরুজনস্যানন্দ-সম্পত্তয়ে।
শ্রীবৃন্দাবনমধ্যমধ্যনুপমা কুঞ্জেচরী দেবতা
কাপ্যাস্তেঽখিলকামদা মুহুরিয়ং যুষ্মাভিরারাধ্যতাম্॥'

সতি চ যোগমায়ায়াস্তত্তৎপ্রতিচ্ছায়াভিস্তৎসমাধানমাবশ্যকমেব, উপায়ান্তরাসম্ভবাদিতি॥

২২। জুষা প্রীত্যোপপন্না উপযুক্তাঃ কৃত্বা। গৃহ্যকৃত্যং গৃহসম্বন্ধি কর্ম, সুষ্ঠু অবধূতং খণ্ডিতং মাৎসর্যং যত্র তদ্যথা স্যাত্তথা আহূয়। হূয়মানস্য পাত্যমানঘৃতধারস্য দহনস্য। ততশ্চ তস্য দক্ষিণাত্বেন বহু-গো হিরণ্যাম্বর-ভক্ষ্যাদীনি তাঃ প্রেষয়ামাসুরিতি জ্ঞেয়ম্॥

২৩। অয়ি জন্যঃ! হে বধ্বঃ! "সমাঃ স্নুষাজনীবধ্বঃ" ইত্যমরঃ। জন্যা জন্মনা উত্তমা এব যূয়ম্, সদভিজাতা ইত্যর্থঃ। ইতি স্বনিয়োগগ্রহণে শ্রদ্ধামুৎপাদয়ন্তি। দূষণমপীদং দৃশ্যতে। কিং তৎ? যন্নারীণাং ভর্ত্তৃবৈমুখ্যং তন্মুখ্যমেব দূষণম্, ন স্বল্পমিত্যর্থঃ। এতন্ন অরীণাং শত্রূণামপ্যাস্তু, তেষ্বপীদৃশদোষাশংসা ন যুক্তা কর্ত্তুমিতি ভাবঃ। তত্তস্মাদেতদ্দূষণোপশমনায়োপায়ং কথং ন চিন্তয়থ? কীদৃশম্? আসন্নমেব শং সুখং যতস্তম্। অনায়াসমায়াসরহিতম্।

শাশুড়ীদের বধূগণকে কুঞ্জদেবতা পূজনোপদেশেঃ

২২। এইরূপে অনবদ্য নবসুধামাখা কথা বলে কৌতুকপটু কপটৌজ্জ্বল-চেষ্টান্বিত ব্রহ্মচারী ঝটিতি বের হয়ে গেলে বৃদ্ধাগণ তাঁর বাক্প্রয়োগপটুতাসেবী কথা প্রীতির সহিত সাদরে গ্রহণ করে গৃহসম্বন্ধি কর্মের দিকে গিয়ে ক্ষণকাল অবস্থান করত গৃহের অন্দরমহলে স্থির হয়ে বসে নিজ নিজ বধূদিকে মাৎসর্য ছেরে দিয়ে ডেকে নিয়ে এসে ঘৃতাহুতিতে জ্বলন্ত শিখার মতো দীপ্ত তাঁদের বিশেষভাবে উপদেশ দিতে লাগলেন—

২৩। 'অয়ি বৌমা, কুলিন-ঘরের অতি উত্তম মেয়ে তোমরা, গুনশীলোদারতায় সুন্দরী দেবরমণীগণের গর্বধ্বংসকারিণী বলে তোমরা ধন্যই বটে। কিন্তু দোষও এক মহান্ দেখা যাচ্ছে তোমাদের মধ্যে, যা ভূতলবাসিনী রমণীদের মধ্যে কুত্রাপি দেখা যায় না। নারীদের যে পতি বিমুখতা তা অবশ্যই এক মুখ্য দোষ, অল্প কিছু নয়। এ শত্রুদেরও যেন কখনও না হয়। তাই বলছি এ-কারণে

২৪। বধ্বস্ততো ধ্বস্ততোষা ইব সাশঙ্কমাত্মগতং বিতর্কয়ামাসুঃ,—'এতা নঃ কিমু পরীক্ষন্তে, কিমুপরীক্ষন্তে বা কমপ্যর্থম্, তদধুনা ধুনানা ইব হৃদয়ং কিমপি তূষ্ণীমেব তিষ্ঠামো যাবদদরামুরামূলমেব কথয়ন্তি ॥'

২৫। ইতি তাসু স্থিতাসু সুস্থিরতয়া পুনরপি হিতা নরপিহিতাপহিতাপদেশা দেশাচারলব্ধং তদেব ব্রতমামূলতঃ কথয়ামাসুঃ ॥

২৬। আকর্ণ্য কর্ণ্যমিব তং কমপি রসায়নং প্রয়োগমিব কুসুমাসবস্য কৃতিরস্তেয়মহো মহোৎসবকরী নঃ সমপাদীতি মনসি ক্ষণং বিভাব্য বিভাব্যতিষঙ্গসরসবদনা রসবদনায়াসং তাঃ কিমপি নিজগদুঃ,—

সৌভাগ্যেত্যাদি ফলং কুসুমাসবেনানুক্তমপি স্বমত্যনুসারেণৈব তাসাং রুচ্যুৎপাদনার্থমুক্তম্। যোগিনীকৃতোপদ্রব-শান্তিস্তু তাসাং ভীরুত্বমালক্ষ্য তস্যা অপি ভয়েন প্রকটং নোদ্ঘাটিতা। অত্র বাস্তবার্থস্তু ভর্তুঃ কৃষ্ণস্যা গুরুজনস্যানুবর্তি লোকস্য ॥

২৪। ধ্বস্ততোষা ইতি কুঞ্জেচর্যা দেবতায়াস্তাভিরকস্মাৎ প্রস্তাবাৎ কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গ-বিলাসব্যক্তিসম্ভাবনয়া। কিংবা অস্মাকমুপরি কমপ্যর্থং কিঞ্চিদ্বস্তুপ্রয়োজনং বা ঈক্ষ্যন্তে, পর্যালোচয়ন্তি, যাবদমূঃ অদর সর্বমেব ॥

২৫। তাসু বধূষু হিতা হিতরূপাঃ, অতএব নরেষু পিহিতমাচ্ছাদিতম্, অপহিতং যোগিনীকৃতবৈগুণ্যমপদেশেন ছলেন যাভিস্তাঃ, তটস্থজনৈঃ পৃষ্টাস্তা ধনাদিকামনয়া দেবপূজাবন্ধুঃ কারয়ামহে ইতি ব্রুবন্তি স্মেত্যর্থঃ। দেশাচারলব্ধ-মিতি বধূভিরেব তজ্‌জ্ঞানোপাদানস্য প্রশ্নশঙ্কয়া কুসুমাসবেন স্বসঙ্গোপনার্থমুক্তত্বাৎ ॥

২৬। বিভায়াঃ কান্তের্ব্যতিষঙ্গেণ পরস্পরমেলনেন সরসবদনাঃ, তাসাং মধ্যে একস্যাঃ স্বাভিপ্রায়ানুরূপতো দীপ্ত্যা

এই দোষ উপশমের ঝটিতি সুখদায়ী আয়াস রহিত উপায় কেন-না চিন্তা করছ? শোন, সৌভাগ্য-অন্তরায় দূরীকরণ, পতির আনন্দ পোষণ, পতির প্রতি শ্রদ্ধাপ্রীতি বর্দ্ধন, ও গুরুজনের আনন্দ-সম্পত্তি সম্পাদনার্থে এই বৃন্দাবনমধ্যে যে অখিলকামদায়ী কুঞ্জচরী দেবতা আছে তাঁর আরাধনা তোমাদের মুহুর্মুহু করাই উচিত।

২৪। এ কথা শুনে বধূগণ অপ্রসন্নের ভাবে শঙ্কার সহিত আত্মগত ভাবে মনে মনে বিতর্ক করতে লাগলেন—এরা কি আমাদের পরীক্ষা করছেন, কিম্বা কোনও বিষয়ে আমাদের উপর নজরদারী করছেন? তাই অধুনা দোদুল্যমানের মতো হৃদয়ে চুপচাপ বসে থাকি যতক্ষণ-না এরা সব কিছু আগাগোড়া বলে দেয়।

২৫। এইরূপে তাঁরা চুপচাপ বসে থাকলে ইষ্টসাধিকারূপা বৃদ্ধাগণ লোকের নিকট থেকে যোগিনীকৃত দোষের ব্যাপারটা কোনও ছলে গোপন রেখে (অর্থাৎ তটস্থ জনের দ্বারা জিজ্ঞাসিতা হয়ে তাঁরা বললেন, ধনাদি কামনায় দেবপূজা করাচ্ছি) দেশাচার প্রাপ্ত সেই ব্রত আমূল বলে দিলেন।

২৬। কোনও অপূর্ব রসায়ন প্রয়োগের মতো সেই কর্ণরসায়ণ তুল্য কথা শুনে 'কুসুমাসবের এই কার্য অহো আমাদের কতই-না মহোৎসবকরী হল' মনে মনে কিছুকাল এরূপ চিন্তা করে পরস্পর

'আর্য্যাঃ! কা নাম নার্য্যো নার্য্যোদিতমধ্বানমধ্বানমনুসরন্তি, তদনুষ্ঠীয়তাং তীব্রতরং ব্রতরংহোঽনুষ্ঠায় বপুঃ-কার্শ্যং বিদধামো ধামোদরে কিং বৃথা সময়ং নয়ামঃ, ন যামোঽপি নঃ সার্থকো যাতি প্রিয়সৌভগায় গায়মানা প্রযত্নং কা ন ভবতি ॥'

২৭। এবং বধূজনেনাঙ্গীকৃতে গুরুজনবচনবৃন্দাবনে বৃন্দাবনে কুসুমাবচয়নায় নাসীদ্‌যদি বিপ্রতিপন্নতা প্রতিপন্নতারল্যা, তদা অনুবাসরমেব রমেব নানাবিগ্রহগ্রহণতৎপরা পরানন্দেন সা বধূততিরবধূত-তিরস্কারা গুরুপুরস্কারা গুরুপুরতো বহির্ভূয় ভূয়সা পরিজনেন সহ সহমানা মনোরথবেগং রথবেগং চ জিত্বা সত্বরেণ সত্বরেণ মনসা বৃন্দাবনমধ্যমধ্যবস্থায় কুসুমান্যবচিন্বতী স্বতীবকৌতুকেন কৌ তু কেনচিদ্ধেনুবনবনবিহারিণো হারিণো ভগবতঃ কৃষ্ণস্যাবলোকনকনৎকামা কামাহ্লাদধুরাং নাসসাদ ॥

বদনসারঙ্গেনান্যস্যা অপি তথৈব বদনসারস্যং জাতমিত্যর্থঃ। কিমপি রসবৎ রসযুক্তবচো নিজগদুঃ। কা নার্য্যো বধ্ব আর্য্যাভিঃ শ্বশ্রূভিরুদিতং কথিতমধ্বানং মার্গমধ্বানং নিঃশব্দং যথা স্যাত্তথাঽনুসরন্তি? অপি তু সর্বা এব। ধামোদরে গৃহাভ্যন্তরে। নয়ামো যাপয়ামঃ, ন যামোঽপি, ন প্রহরোঽপি। প্রিয়ং যৎ সৌভগং সৌভাগ্যং তস্মৈ তদর্থম্; শ্লেষেণ প্রিয়ে শ্রীকৃষ্ণে বিষয়ে তস্মাদ্বা যৎ সৌভগং তস্মৈ প্রযত্নম্; গায়মানেতি বচসি চানশন্তম্, গানবদুচ্চৈঃ পৃচ্ছন্তী কা ন ভবতীত্যর্থঃ ॥

২৭। বচনবৃন্দস্যাবনে পালনে। রমা ইব নানাবিগ্রহগ্রহণতৎপরা একৈব লক্ষ্মীর্নানাদেহধারিণীবেত্যুৎপ্রেক্ষ্যমাণা ইত্যর্থঃ। এতচ্চ নরলীলত্বেন তদানীন্তনলোকসম্ভাবনয়ৈব বর্ণনম্, ন তু বস্তুতঃ সিদ্ধান্তোপযোগিত্বেন রূপগুণাদিভিরপি রমাতোঽপ্যাসাং পরমোৎকর্ষাদিতি। গুরুভিরপি পুরস্কারো যস্যাঃ সা। সত্বরেণ সত্ত্বগুণযুক্তেন ভাবযুক্তেন বা মনসা; "সত্ত্বং গুণে পিশাচাদৌ বলেঽপি দ্রব্যভাবয়োঃ" ইতি মেদিনী। তু ইতি বিকল্পে; অন্যদ্বা কিঞ্চিৎ কুর্বতীত্যর্থঃ। কৌ তু

অঙ্গকান্তির মেলনে সরসতাপ্রাপ্ত তাঁরা সচ্ছন্দে কিছু বলতে লাগলেন—'আর্যা, কে এমন বধূ আছে, যে নিঃশব্দে শ্বাশুরীর কথিত পথ অনুসরণ করে না-চলে। অতএব অনুষ্ঠানযোগ্য ব্রত অতিতীব্র বেগে সম্পাদন করে অঙ্গের কৃশতা সম্পাদন করবো। গৃহের অন্দরমহলে কেন বৃথা সময় কাটাবো। একটি প্রহরও আমাদের সার্থক যায় না। প্রিয় সৌভাগ্যের জন্য প্রযত্নের কথা কে-না গানবৎ উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে থাকে?

২৭। এইরূপে বধূগণ গুরুজনদের বাক্যপালনে অঙ্গীকার বদ্ধ হয়ে গেলে বৃন্দাবনে কুসুমচয়নে যদি আর বিরুদ্ধতা থাকল না তখন চঞ্চলতা প্রাপ্ত হয়ে একই লক্ষ্মী নানাদেহধারিণীর মতো সেই বধূগণ প্রতিদিনই পরমানন্দে তিরস্কার থেকে মুক্ত হয়ে গুরুজনদের দ্বারা প্রশংসিত হয়ে গুরুজনদের সম্মুখেই বহু পরিজনের সহিত বের হয়ে মনোরথবেগ ধারণ করে রথবেগ থেকে অধিক বেগে সত্ত্বর ভাবযুক্ত মনে বৃন্দাবনমধ্যে বিরাজমান হয়ে কুসুমচয়ন করতে লাগলেন—কুসুমচয়নচ্ছলে ধেনুপালনে বনবিহারী - হারে শোভিত ভগবান্ কৃষ্ণের শোভমান অবলোকনকামা তাঁরা পৃথিবীর কোনও অনির্বচনীয় কৌতুকের আতিশয্যে কোন্-না কামাহ্লাদভার প্রাপ্ত হলেন?

২৮। অথ সা চ কুমারিকামালা কামালাঘব-লাঘব-বধকারিণস্তস্যাশ্বাসবাচমপেক্ষমাণাক্ষমাণামতি-বিলম্বসহনেঽক্ষবৃত্তীনামুদ্বেজনজনকেন কেনচিদুৎকণ্ঠাভরেণ কণ্ঠাভরেণ কতুন্নমনা মনাগিব বিম্লানবদনা ম্লানবদনাকুলকুলমর্য্যাদাভির্জননীভিরভ্যভাষ্যত—'অয়ি ত্বদ্ধিতরোপিতরোপণার্থং যদার্য্যাপরিচয়ো ভবন্তীনাং বভূব ভুবলয়চমৎকারী কা রীতিস্তস্য সমজনি' ইতি নীতিমদ্বচনশ্রবণানন্তরং তরঙ্গবতী নাম তাসাং কাপি ধাত্রেয়ী নিজগাদ॥

২৯। 'হংহো গৃহেশ্বর্য্যঃ! এতদবধীয়তাং তদবধীয়তাং দিবসানামন্তরেঽন্তরেণ ভবাদৃশীনাং পৃচ্ছামিচ্ছা মিথঃ কথনায় কথমাসাং ভবতু কুলকন্যাকুলকন্যায় এব সম্প্রতি লজ্জামুজ্ঝ নু জ্ঞানসমং কথয়িষ্যন্তি। যদ্যনুমন্যধ্বে, তদা ময়া সময়াসন্নয়া সন্নয়াদেব কথ্যতে। আরাধিতা হি সা যোগমায়া অগমায়া সর্বদৈবতৈঃ সর্বদৈব তৈঃ প্রত্যাদিদেশ দেশকালোচিতং কিমপি॥

পৃথিব্যাং তু কেনচিদতীব কৌতুকেন কামাহ্লাদধুরামানন্দাতিশয়ং ন প্রাপ? অপি তু সর্বামেব॥

২৮। কামস্যালাঘবেন গৌরবেণ হেতুনা লাঘস্য ধৈর্যাদিসামর্থ্যাস্য বধকারিণো নাশকর্ত্তুঃ, 'লাঘৃ লাঘৃ সামর্থ্যে'; তস্য কৃষ্ণস্যোৎকণ্ঠাভরেণ কণ্ঠযুক্তমনাঃ। কীদৃশেন? অতিবিলম্বসহনেঽক্ষমাণামসমর্থানামক্ষবৃত্তীনাং চিত্তবৃত্তীনামুদ্বেজনস্যোদ্বেগস্য জনকেন। ম্লানবৎ ম্লানাভিরিব কন্যানাং মুখম্লানিদৃষ্ট্যা তদ্দুঃখেনৈব দুঃখিনীভিরিবেত্যর্থঃ। তথাপ্যনাকুলেতি তদ্ব্যতিক্রমং কর্ত্তুং সহসাঽশক্ৰুবতীভিরিত্যর্থঃ। আর্য্যাপরিচয়ো দেবীপ্রত্যাদেশঃ॥

২৯। তদবধি তৎপ্রত্যাদেশদিনমারভ্য ইয়তাম্, এতাবতাং দিবসানাং গতানামন্তরে মধ্যে ভবাদৃশীনাং পৃচ্ছাং প্রশ্নমন্তরেণাসাং মিথঃ পরস্পরং যুষ্মান্ শ্রাবয়িতুং তৎকথনায় ইচ্ছা কথং ভবতু? নন্বত্র কো দোষঃ? তত্রাহ—কুলকন্যানাং

মায়েদের সম্মতিতে ধন্যাদি কন্যাগণের বনবিহার-বাধা দূর :

২৮। অতঃপর এ দিকে কামভারহেতু ধৈর্য্যাদি সামর্থ্য নাশক কৃষ্ণের আশ্বাস বাক্য অপেক্ষমানা সেই ধন্যাদি কন্যাগণ অতিবিলম্ব সহনে অসমর্থ চিত্তবৃত্তির উদ্বেগজনক, ও বাষ্পে কণ্ঠপূরণকারী কোনও অনির্বচনীয় উৎকণ্ঠাভরে অতি চঞ্চলমনা ও কিঞ্চিৎ বিম্লান-বদনা হলেন। কন্যাদের মুখ দুঃখিজনের মতো ম্লান দেখে দুঃখিনী, তথাপি ও দূর করতে সহসা অসমর্থা, কুলমর্যাদায় শ্রেষ্ঠা জননীগণ বললেন—অয়ি নন্দিনি, তোমাদের চিত্তে মঙ্গল-রোপণের জন্য দেবীর যে ভূমণ্ডলচমৎকারী প্রত্যাদেশ হল তার কি গতি হল' এরূপ নীতিবচন শ্রবণান্তর তরঙ্গবতী নামক ওদের কোনও এক ধাইকন্যা বললেন—

২৯। 'হংহো গৃহেশ্বরীগণ! এই যা বলছি অবধান পূর্বক শ্রবণ করুন—এত দিনের মধ্যে ভবাদৃশ জনের প্রশ্ন ব্যতিরেকে সেই কথা পরস্পর মিলে আপনাদের নিকট বলবার ইচ্ছা এদের কি করে হতে পারে। যদি বলেন এতে দোষ কি, তবে বলছি শুনুন—এই তো কুলকন্যাগণের রীতি। এখন আপনারা যদি আজ্ঞা করলেন তবে যথা জ্ঞান বলে দিবে। যদি আজ্ঞা হয় তো উপযুক্ত কালে

৩০। কশ্চিৎ প্রভাবী প্রভাবীচীনীচীকৃত-সকলমহা মহামহিমা হি মাদৃশামপি ন গোচরো গোচরো ভবন্নল্পেনৈব দিনেন দিনেন ইব কমলিনীনামলিনীনামিব মহালী মহালীলো ভবতীনাং ধবো ভবিতা বোঽভবিতা যস্য সঙ্গেন হে পরমা রমাতোঽপি যুষ্মাকমুষ্মা কমুত্তমং প্রথয়ন্ সৌভাগ্যভাস্করস্য। কিন্তস্য পতিকামানুব্রতস্য ব্রতস্য কাচিদুত্তরা ক্রিয়া ক্রিয়াজীবনময্যাঽঽপি, ময্যাপিতবিশ্বাসাভিঃ কর্ত্তব্যাঽক্ষোভবতীভির্ভবতীভিঃ॥'

৩১। সা চাবধীয়তাং ধীযতাং বিধায় শ্রদ্ধামন্ধা মন্নিযোগেন 'ভো নিরুপমগুণবৃন্দা বৃন্দাবনদেবতা বৃন্দা নাম দানামন্দা মৎস্বরূপা স্বরূপাতিকরুণা কাচিদস্তি, সা বোঽভিমতসিদ্ধয়ে ভাবিনী' ইতি নীতি-

---

কুলকস্য বৃন্দস্য ন্যায় এবৈষঃ, মাতাপিত্রাদিগুরুসন্নিধৌ স্বয়মেব স্বাভীষ্টপতিপ্রাপ্ত্যর্থকবস্তূদ্ঘাটনে মহত্যেব লজ্জেতি। সন্নয়াৎ সন্নীতিমালম্ব্য ; সর্বদৈব সর্বস্মিন্নেব কালে, তৈঃ প্রসিদ্ধৈঃ সর্বদেবতৈরগমোঽগম্য আয়ো গতির্যস্যাঃ সা॥

৩০। কশ্চিৎ প্রভাবী ভবতীনাং ধবঃ পতির্ভবিতা ভবিষ্যতি। প্রভাণাং বীচিভিস্তরঙ্গৈর্নীচীকৃতানি সকলানামপি মহাংসি তেজাংসি যেন সঃ। হি যতো মহান্ মহিমা মাহাত্ম্যং যস্য সঃ। কমলিনীনাং দিনেনো দিনপ্রভুঃ সূর্য ইব। তত্রাসাজাত্যমনিকটবর্তিত্বমপরস্পরসাপেক্ষোল্লাসত্বং চালোক্যান্যথোপমিমীতে—অলিনীনাং ভ্রমরীণামিব মহালী মহাভ্রমরঃ। যস্য সঙ্গেন রমাতোঽপি লক্ষ্মীতোঽপি যুষ্মাকং সৌভাগ্যভাস্করস্য উষ্মা প্রতাপো বোঽভবিতা, অতিশয়েন ভবিষ্যতি। কিং কুর্বন্? কং সুখমুত্তমং প্রথয়ন্ খ্যাপয়ন্ খ্যাপয়ন্। উত্তরা ক্রিয়া কথম্ভূতা? ক্রিয়াণাং সর্বাসামেব জীবনময়ী সাফল্যদায়িনী। আপি, স্বয়মেবালম্ভি, প্রাপ্তেত্যর্থঃ। সা ভবতীভিঃ কর্তব্যা। নন্থ দেবি! ময্যাপিতঃ প্রাপিতো বিশ্বাসো যাভিস্তাভিঃ। যুষ্মাসু মম বিশ্বাসো জাতঃ, অতঃ প্রীত্যা স্বয়মেব কথয়ামীতি ভাবঃ অক্ষোভো ধৈর্যং ভবতীভিঃ॥

৩১। ধিয়ো বুদ্ধের্যতং যমোঽন্যাসক্ত্যুপরমো যস্যাং তাং শ্রদ্ধাং বিধায় দানে বাঞ্ছিতদানেঽমন্দা পরমসমর্থা

নিকটে নিকটে থাকি বলে আমিই সাধু নীতি অবলম্বনে সব কিছু যথাযথ বলে দিতে পারি, শুনুন—সর্বদেবতার অগম্যগতি সেই প্রসিদ্ধ যোগমায়া আরাধিতা হয়ে দেশকালোচিত কোনও প্রত্যাদেশ দিতে লাগলেন—

৩০। প্রভাতরঙ্গদ্বারা সকল তেজ তিরস্কারী, মহামহিম, মাদৃশ জনেরও অগোচর প্রভাবশালী কোনও একজন অল্পদিনের মধ্যেই তোমাদের গোচরীভূত হবেন। কমলিনীর প্রভু সূর্যের মতো, ভ্রমরিণীদের সম্বন্ধে মহাভ্রমরেরর মতো সেই মহানীল তোমাদের স্বামী হবে, যাঁর সঙ্গগুণে হে পরমা! রমা থেকেও তোমাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বেশী হবে—সৌভাগ্যসূর্যের কোনও উত্তম সুখ প্রখ্যাপনের দ্বারা। কিন্তু এই পতিকামব্রতের অনুগামী কোনও সর্বক্রিয়ার সফলতাদায়িনী পরবর্তিক্রিয়া আছে, যা আপনা থেকেই তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত। আমাতে তোমাদের বিশ্বাস আছে, তাই প্রীতির সহিত নিজের থেকেই বলছি, ধৈর্য ধারণ করে তা তোমাদের করা উচিত।

৩১। যাতে মনের অন্যাসক্তি উপরম হয়ে যায় সেইরূপ অতিশয় শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে আমার উপদেশ মতো সেই কথা বুঝে নেও। যথা—'ভো নিরুপম গুণশালিনী কন্যাগণ বৃন্দা নামক কোনও

বশাদ্‌বৃন্দাবনানুগমনং কতি দিনানি নানিবর্ত্তনীয়ম্‌ ॥

৩২। ইদং হি সিদ্ধবনং তপঃ-ফলোপগমস্য ফলোপগমস্য সকলাভিলাষসম্পাদকত্বম্‌, অস্যোপসত্যাং সত্যাং সমীহিতসিদ্ধিরচিরেণৈব ভাবিনীতি তদনুগন্তব্যমন্যধ্বনি-নিরসনপুরঃসরং পুরঃ সরংহসো নিষ্ক্রম্য যথাহরহরহো বনমধ্যমবস্থায় তদুদিত-কর্মশেষং সমাপয়ন্তি ॥'

৩৩। ইতি তদস্যাঃ সপ্রমুদিতমুদিতমাকর্ণ্য তথানিদেশজননীভির্জননীভির্যদি সিস্মিয়ে, তদা তদনুমতা মতান্তরনিরাসেন নিরাবাধন্যায়ধন্যা ধন্যাদয়ো বৃন্দাবনপরিসর-পরিসরণং তাঃ কুর্বন্তি ॥

৩৪। তদা দ্বয়ীষামমূঢ়ানামূঢ়ানামনূঢ়ানাং চ সদ্য এব বৃন্দাবনচারিচারিমচাতুরীতুরীয়ে কৌতুকে সতি বিররাম শিশিরসময়ো রসময়ো বসন্তশ্চাসসাদ ॥

স্বরূপেণ স্বভাবেনাতিকরুণা, না ইত্যব্যয়ং নিষেধবাচকম্‌, ন নিবর্তনীয়মিত্যর্থঃ ॥

৩২। হি নিশ্চিতম্‌, ইদং সিদ্ধং সিদ্ধস্বরূপং সিদ্ধানাং বা বনম্‌। কথম্ভূতম্‌? তপঃফলোপগং তপসাং ফলেনৈব হেতুনোপগচ্ছতি মিলতীতি তৎ, বহুতপঃফলপ্রাপ্যমিত্যর্থঃ। অতএবাস্য সিদ্ধবনস্য যঃ ফলোপগমঃ ফললাভস্তস্য সকলাভিলাষ-সম্পাদকত্বং নিত্যং বর্তত ইত্যর্থঃ। উপসত্তিরনুবৃত্তিস্তস্মাদনুগন্তব্যমনুমতিং দত্ত, যথান্যধ্বনি ত্যাগপূর্বকং পুরোহগ্রে সরংহসঃ সবেগাঃ সত্যঃ ॥

৩৩। অস্যা ধাত্রেয্যাস্তদুদিতং বাক্যং নিদেশজননীভির্নির্দেশকর্ত্রীভিঃ, 'সিস্মিয়ে' ইতি ঈষদ্ধাস্যং সম্মতিদ্যোতকম্‌। নিরাবাধো নির্বাধো ন্যায় উক্তপ্রকারস্তেন হেতুনা ধন্যাঃ ॥

এক বৃন্দাবন দেবতা আছেন। তিনি বাঞ্ছিত দানে পরম সমর্থা, মৎস্বরূপা, স্বভাবে অতি করুণাময়ী। তিনি তোমাদের অভিমত সিদ্ধির জন্য চিন্তাকুলা থাকেন।' এই উপদেশ বশে এঁদের বার বার বৃন্দাবন গমন থেকে কিছুদিন নিবৃত্ত করা সমীচীন হবে না।

৩২। বহু তপোফল প্রাপক এই বন সিদ্ধস্বরূপ। অতএব এই সিদ্ধ বনে যে ফলোদগম হয় সেই ফলের সকল অভিলাষ সম্পাদকত্ব গুণ নিত্য বর্তমান। এর সেবা হলে অভীষ্ট-সিদ্ধি অচিরেই হয়ে যায়, এই হেতু অন্য কথা ছেরে দিয়ে নিঃশব্দে বেগের সহিত পুরী থেকে বের হয়ে যাতে অহরহ এই বন মধ্যে উপস্থিত হয়ে দেবীর কথিত কর্মের শেষ সমাপন করতে পারে সেই মতো আপনারা অনুমতি দিন এঁদের।'

৩৩। এইরূপে ধাত্রীকন্যার আহ্লাদের সহিত কথিত বাক্য শুনে তদনুসারে নির্দেশদানের কর্ত্রী জননীগণ যদি সম্মতিসূচক ভাবে মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন তখন ওতেই তাঁদের অনুমতি হয়ে গেল। অতঃপর মতান্তর ও পূর্বের বাধা-নিষেধ-নীতি অপসরণে ধন্যা ধন্যাদি কন্যাগণ বৃন্দাবনের নিকটবর্তী স্থানে গমনাগমন করতে লাগলেন।

বসন্তের আগমন ঃ

৩৪। প্রথমে বিবাহিতা গোপীগণের পুষ্পচয়ন-ছদ্মময়ী, অতঃপর কুমারী গোপীগণের

৩৫। যথা— গতঃ শিশিরবারণো গলিতকুন্দদন্তো জরাং
সকেসররদোদ্গমঃ স্ুরভিসিংহশাবোঽভবৎ।
হিমে ব্রজতি দক্ষিণে মরুতি বাতি কালস্য নু-
র্নসোরিব বিরাজতে শ্বসিতমারুত-ব্যত্যয়ঃ॥

৩৬। কিঞ্চ, অপি প্রৌঢ়াং গর্ভে প্রস্ুবতি লতাল্যো ন কলিকাং
কুহূকণ্ঠঃ কণ্ঠে কলয়তি কলং ন প্রথয়তে।
চকার প্রস্থানং ত্যজতি মলয়ং নাপি পবনঃ
প্রতীক্ষন্তে যান্তং যুগপদিব সর্বে হিমঋতুম্॥

৩৭। আসন্নপ্রসবতয়া লতাঙ্গনানাং, রোলম্বীশুহৃদবলাবলিঃ প্রসজ্য।
উদ্দেশং মুহুরিব কুর্বতী সমন্তা-,দাপৃচ্ছাং মৃদুকলহুঙ্কৃতৈঃ করোতি॥

৩৪। অমূঢ়ানাং পরমবুদ্ধিমতীনাং কৌতুকে সমে তুল্যে সতি। কথম্ভূতে? বৃন্দাবনচারিণী বৃন্দাবনপ্রবেশোপযিকী চারিম্ণা চারুতয়া যা চাতুরী তয়া তুরীয়েঽতিশ্রেষ্ঠে, কনিষ্ঠমধ্যমোত্তমাতিশ্রেষ্ঠানাং মধ্যে চতুর্থে ইত্যর্থঃ। যদ্বা, উঢ়ানাং পুষ্পাবচয়ছদ্মময্যা চাতুর্য্যা কৌতুকং প্রথমম্, ততোঽনূঢ়ানাং কাত্যায়ন্যর্চনপ্রথাময্যা বস্ত্রহরণাদিময়ং দ্বিতীয়ম্, ততঃ পুনরপ্যূঢ়ানাং শ্বশ্রূণামনুমত্যা কুঞ্জেচরদেবতারাধনময্যা তৃতীয়ম্, তদনন্তরমিদানীমনূঢ়ানাং বৃন্দা-পূজন-ছদ্মময্যা চতুর্থমিতি কৌতুকস্যাস্য তুরীয়ত্বং সাধিতম্। সাম্যঞ্চ দ্বয়ীষামেব যুগপদেকত্রৈব কৃষ্ণসঙ্গলব্ধেস্তুল্যত্বাৎ॥

৩৫। শিশির এব বারণো হস্তী জরাং গতঃ প্রাপ্তঃ। স্ুরভির্বসন্তো হিমে ব্রজতি সতি দক্ষিণে মরুতি বাতি চলতি সতি। কালস্য কালাত্মকস্য নুঃ পুরুষস্য, নসোর্নাসিকয়োঃ॥

৩৬। প্রথমং বয়ঃসন্ধিমিব শিশিরবসন্তসন্ধিং বর্ণয়তি—অপীত্যাদিভিঃ। প্রস্থানমুত্তরদেশং প্রতি গমনম্॥

কাত্যায়নী-অর্চনপ্রথাময়ী, অতঃপর পুনরায় বিবাহিতা গোপীগণের শাশুরীগণের অনুমতি অনুসারে আরাধনাময়ী, অতঃপর ইদানীম্ কুমারীগণের বৃন্দাপূজনছদ্মময়ী অতিশ্রেষ্ঠ কৌতুক, যা পরমবুদ্ধিমতি গোপীগণের দু-এরই বৃন্দাবনপ্রবেশযোগ্য কমনীয় চাতুরীতে সিদ্ধ, যুগপৎ কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গলাভে তুল্য হ'লে শীতকাল শেষ হল। রসময় বসন্তের আগমন হ'ল।

৩৫। যথা—শীতকালরূপ হস্তী কুন্দপুষ্পরূপ দন্তহীন হয়ে জরা প্রাপ্ত হল। ফুলের কেশররূপ দন্তোদ্গম সহ বসন্তরূপ সিংহশাবক এসে উপস্থিত হল। শীত চলে গেলে দক্ষিণ বাতাস বইতে লাগল যেন কালাত্মক পুরুষের দু-নাসার শ্বাসবায়ু বৈপরীত্য প্রাপ্ত হয়ে দেখা দিল।

৩৬। আরও, (প্রথম বয়ঃসন্ধির মতো শিশির বসন্ত সন্ধির বর্ণনা হচ্ছে) লতাবলী তাদের গর্ভে পরিপুষ্ট কলিকা প্রসব করছে না, কোকিল তাঁদের কণ্ঠে মৃদুমধুর কাকলী তুলছে বটে কিন্তু মধুর উচ্চকণ্ঠে কুহু কুহু করছে না। উত্তরদেশের দিকে পবন রওনা তো হয়েছে কিন্তু মলয়পর্বতের মায়া ত্যাগ করে উঠতে পারছে না। এরা সব যেন একই সঙ্গে শীতঋতুর চলে যাওয়ার অপেক্ষায় আছে।

৩৮। কিঞ্চ, রসালে সালম্বো নবমুকুলসন্ধানকলয়া
পিকো দত্তাশ্বাসঃ কিমপি মরুতা তৎস্মুরভিণা।
কুহূরিত্যালাপং সপদি গুম্ফিতং কণ্ঠকুহরে
শ্রুতৌ দর্শত্রাসাদিব লপতি দীর্ঘব্যবহিতম্॥

৩৯। এবমুপনতেন তেন কুসুমসুরভিণা সুরভিণালঙ্কৃতেঽহনি হনিষ্যমাণহিমমহিমমর্মণি স্নাতমিব বিপিনেন, উল্লসিতমিব তরুভিঃ, উদ্বর্ত্তিতমিব লতাভিঃ, উৎকণ্ঠিতমিব বিহগৈঃ, হসিতমিব দিগ্বধূভিঃ, অনুলিপ্তমিব চন্দ্রিকাচন্দনেন রজনীভিঃ, অঙ্কুরিতমিব চন্দনানিলেন, সঞ্চরিতমিব পরিমলেন, গুম্ফিতমিব গোষ্ঠী-মধুব্রতৈঃ, পুলকিতমিব মাকন্দৈঃ, জাগরিতমিব মাধবীভিঃ, কিং বহুনা? পরিবর্ত্তিতমিব বপু-র্মনসিজেন॥

৪০। ইত্যেবং যদ্যপি স্ফুরদৃতুষট্‌কষট্‌কলাকমনীয়প্রদেশং বৃন্দাবনং তথাপি ক্রীড়াসময়সময়ানু-

---

৩৭। রোলম্ব্য এব সুহৃদবলা মিত্রস্ত্রিয়স্তাসামাবলিঃ॥

৩৮। কণ্ঠকুহরে কুহূরিতি সহদীর্ঘমালাপং গুম্ফিতং গ্রথিতমপি শ্রুতৌ শব্দশ্রুতিক্রমে তু দীর্ঘব্যবহিতং সন্থস্বং যথা স্যাত্তথা লপতি উচ্চারয়তি। তত্র হেতুমুৎপ্রেক্ষতে—দর্শস্য অমাবস্যায়াস্ত্রাসাদিব, কুহূরিতি দীর্ঘশ্রুত্যা সহসাঽমাবস্যায়াঃ প্রাপ্তৌ প্রতীতায়ামোষধীশনাশশোকেনেব রসালংক্ষেণ স্বমুকুলানি নোৎক্রময়িষ্যন্ত ইতি শঙ্কিত ইবেত্যর্থঃ। চন্দ্রিকাবহুলপক্ষ এবাম্রমুকুলোদ্গম ইতি লোকপ্রসিদ্ধেঃ; "সা নষ্টেন্দুকলা কুহূঃ" ইত্যমরঃ॥

৩৯। হনিষ্যমাণমদ্য শ্বো বা নাশ্যমানং হিমস্য মহিম্নো মর্ম যত্র তথাভূতেঽহনি॥

৩৭। লতারূপ অঙ্গনাগণ আসন্ন প্রসবা, তাই ভ্রমরীরূপ বন্ধুপত্নীগণ পরস্পর মিলিত হয়ে চতুর্দিকে মুহুর্মুহু খোঁজখবর নিতে গিয়ে প্রশ্নে প্রশ্নে মৃদু গুঞ্জারধ্বনির সৃজন করছে।

৩৮। আরও, আম্রবৃক্ষোপরি নবমুকুলের সন্ধানকুশলতার সহিত আলম্বিত কোকিল বায়ুবাহিত মুকুলের গন্ধে আশ্বাস প্রাপ্ত হয়ে কণ্ঠকুহরে কুহু কুহু দীর্ঘ আলাপ গুম্ফিত করে তুললেও ডাক শুনে পাছে 'কুহু' অর্থাৎ 'অমাবস্যা তিথি', যাতে আম্র মুকুল জন্মায় না তা এসে যায় এই ভয়ে কণ্ঠ নীচু করেই আলাপ করছে।

৩৯। এইরূপে উপনত সেই কুসুম সুরভি সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত বসন্তকালের দ্বারা দিন অলঙ্কৃত হলে, ও শীতের মহিমামর্ম ভেঙ্গে পড়ার মতো হলে বিপিন যেন স্নাত ব্যক্তির মতো প্রফুল্লিত হয়ে উঠল, লতাজাল যেন গন্ধ-বিলেপিত হ'ল, বিহগকুল যেন উৎকণ্ঠায় আকুল হ'ল, দিগ্‌বধূ যেন হেসে উঠল, রজনী চন্দ্রিকারূপ চন্দনে যেন প্রলেপিত হ'ল, মলয়ানিল যেন অঙ্কুরিত হয়ে উঠল, পরিমল যেন সঞ্চরণশীল হ'ল, ঝাঁকের ভ্রমর ঝাঁকে মিলে যেন গুম্ফিত হয়ে উঠল, আম্রবৃক্ষ যেন পুলকিত হয়ে উঠল, মাধবি যেন জেগে উঠল,—আর বেশী বলবার কি আছে? কামদেব যেন নিজের শরীর বদলে নিল।

রূপরূপতয়া কচিৎ ক্রমেণাক্রমেণাপি কচন নবনবতয়া স্বত যাচ্যমানেব তেষামনুবৃত্তিঃ ॥

৪১। অথ 'প্রথমপ্রথমনুরাগমাবহন্তীনাং গোকুলকুললললনানাং ললনানাং পরিপূর্ত্তয়ে কাপি বসন্তোৎসবলীলাবলী বলীয়সী বিরচনীয়া' ইতি মনসি বিচারয়তো রয়তো লব্ধপ্রমোদস্য প্রমোদস্যমান-প্রণয়িজনহৃদ্বাষ্পস্য নিখিলসৌভগবতো ভগবতো ব্রজরাজযুবরাজস্যাশয়ং বিদিত্বা বনদেবতা এব তা প্রবসন্তিনবসুরভিসুরভিতমপি বনং স্বস্ব-কৌশলশলদতিচারিমচারিমহাশিল্পকল্পনাকল্পনানাবিধত্বভূষিতং ভূষিতং সকলসৌভাগ্যমেকীকৃতমিব বিদধতি স্ম ॥

৪২। তথা চ— লাঙ্গুলৈশ্চমরীচয়েন বিপিনক্ষৌণীতলং মার্জিতং
কস্তূরীহরিণীগণেন বিদধে স্বৈঃ স্বৈর্মদৈর্বাসিতম্ ।
পুষ্পাণাং মকরন্দবিন্দুনিকরৈঃ সিক্তং দ্রুমাণাং কুলৈঃ
সঙ্গীতানি বিতেনিরেহলিনিবহৈর্লাস্যানি বীরুদ্‌ব্রজৈঃ ॥

৪০। স্ফুরত ঋতুষট্‌কস্য ষড়্‌ভিরেব কলাভী রঞ্জকত্বশিল্পৈঃ কমনীয়াঃ প্রদেশা যস্য, তথাভূতমেব বৃন্দাবনং তথাপি ভগবতো নরলীলতয়া মাধুর্যবিশেষার্থং ক্রীড়ানাং সময়ানুরূপমেব রূপং যেষাং তত্তয়া তেষামৃতূনাং কচিৎ ক্রমেণানুবৃত্তির্যাচ্যমানেব স্যাৎ; হেমন্তানন্তরমেব শিশিরস্য, তত এব বসন্তস্য—ইত্যেবং কচনাক্রমেণাপি যথা প্রাবৃষ্যপি বসন্তসমৃদ্ধির্বিদগ্ধমাধবে ভগবদিচ্ছাবশাদুক্তা, কচন নবনবতয়েতি যথা প্রথমগ্রীষ্মানন্তরমেব প্রথমবর্ষাঃ, তত এব প্রথমশরদিত্যেবম্ ॥

৪১। অতএব প্রথমা প্রথা খ্যাতির্যস্য তাদৃশমনুরাগং বহন্তীনাং গোকুলকুলললনানাং কুলাঙ্গনানাং যা ললনা বাঞ্ছা তাসাং পরিপূর্ত্তয়ে;—'লল ঈপ্সায়াম্' যুজন্তঃ, ল্যুড়ন্তো বা। প্রকৃষ্টা মা শোভা তয়া উদস্যমান উৎক্ষিপ্যমাণঃ

৪০। যদিও শ্রীবৃন্দাবন স্ফূর্তিপ্রাপ্ত ঋতু ষট্‌কের ছয় কলায় কমনীয় প্রদেশে শোভন, তথাপি এরূপ হলে ভগবানের নরলীলার মাধুর্য পোষণের জন্য ক্রীড়ার সময়ানুরূপ সৌন্দর্যে মাধুর্যে ভরে উঠবার জন্য কখনও ক্রমানুসারে হেমন্তের পর শিশির তৎপর বসন্ত, আবার কখনও ক্রমভঙ্গে বর্ষার পর বসন্ত; আবার কখনও নব নব রূপে তাঁদের অনুবৃত্তি চেয়ে নেয় ভগবানের নিকট থেকে ঋতুচয় ।

৪১। অতঃপর 'আদি বলে খ্যাতিসম্পন্ন অনুরাগরস হৃদয়ে বহনকারিণী গোকুলললনাগণের বাঞ্ছা পরিপূরণের জন্য কোনও এক অপূর্ব বসন্তোৎসবলীলাবলী খুব ঘটা করে রচনা করা উচিত' এরূপ মনে মনে বিচারপরায়ণ, বেগতঃ লব্ধপ্রমোদ, নিজের শোভারূপ বায়ুবেগে প্রণয়িজনের হৃদয়ের বাষ্প উর্দ্ধে চালনাকারী সেই নিখিলসৌভাগ্যবান্ ভগবান্ ব্রজরাজযুবরাজের আশয় বনদেবতা জানতে পেরে পূর্বোক্ত অভিনব বসন্তে বৃন্দাবন সুরভিত হয়ে বিরাজমান থাকলেও স্বস্ব-কৌশলের সহ এসে মিলিত অতিচারুত্বে উচ্ছল মহাশিল্পগণের কল্পনায় রচিত নানাবিধ বেশের দ্বারা মণ্ডিত করলেন তাঁকে, এবং পৃথিবীতে অবস্থিত সকল সৌভাগ্য যেন স্তুপীকৃত করে তুললেন সেখানে ॥

৪৩। এবং সতি—অদ্য প্রাঙ্ মধুবাসরে মধুমদক্রীড়াবিশেষালসঃ
শ্যামঃ শ্যামলয়ন্ দিশঃ স্বমহসাং পূরেণ দূরেরিণা।
মাধুর্য্যামৃতশীকরোৎকরকিরা তন্বাপি বর্ষাভ্রমং
তন্বানোঽপি বিধাস্যতীহ পরিতো মূর্ত্তং বসন্তোৎসবম্॥

৪৪। ইতি মুহুরনুরথ্যং তথ্যমুদ্ঘুষ্যমাণে, শ্রবণনয়নচিত্তোদ্ধর্ষবর্ষিণ্যুদন্তে।
সহজসদনুরাগাবেগবিগ্নান্তরাণা-,মজনি বিধুমুখীনাং চিত্তমুৎকণ্ঠমানম্॥

৪৫। এবং সতি—চন্দ্রাবল্যা সহ পরিজনৈ রাধয়া স্বালিবৃন্দৈঃ
শ্যামাদেব্যা সহ সহচরীমণ্ডলৈরাত্মনীনৈঃ।
শ্রীবাসন্তোৎসবরসকলাসন্দিদৃক্ষাচিকীর্ষা-
ব্যাগ্রং জাগ্রন্মধুমদহতব্রীড়মুদ্যানমীয়ে॥

প্রণয়িজনানাং হৃদ্বাষ্পো যেন তস্য। অভিনবেন সুরভিণা বসন্তেন সুরভিতং সুগন্ধীকৃতমপি বনং স্বৈঃ স্বৈঃ কৌশলৈঃ শলন্তি মিলন্তি, অতিচারিমচারীণ্যতিচারুত্বগামীনি যানি মহাশিল্পানি তেষাং কল্পনাভিরাকল্পস্য বেশস্য যন্নানাবিধত্বং তেন ভূষিতং মণ্ডিতং ভূষিতং ভুবি পৃথিব্যামুষিতং স্থিতম্॥ (৪২)

৪৩। দূরেরিণা দূরমীরিতুং ব্যাপ্তুং শীলমস্য তেন॥

৪৪। অনুরথ্যং রথ্যায়াং রথ্যায়াং প্রতিমার্গমিত্যর্থঃ। উদন্তে বৃত্তান্তে॥

৪৫। আত্মনীনৈরাত্মহিতৈঃ, সংদিদৃক্ষাচিকীর্ষাভ্যাং ব্যগ্রং যথা স্যাত্তথা॥

৪২। আরও, বৃন্দাবনের ভূমিতল মার্জিত করে দিল চমরীগণ তাঁদের লাঙ্গুলে, সুবাসিত করে তুলল কস্তুরীহরিণীগণ নিজ নিজ গন্ধে, ভিজিয়ে দিল পুষ্পচয় মকরন্দবিন্দুসমূহে। আরও সেখানে অলিকুল গুঞ্জারধ্বনি ও লতাবলী বহুপ্রকার নৃত্য বিস্তার করল।

বসন্তের আগমনে শ্যাম অঙ্গের অপূর্ব মাধুর্য ঃ

৪৩। এইরূপ হলে—অদ্য বসন্তের প্রথমদিবসে মধুমদক্রীড়াবিশেষালস শ্যামসুন্দর দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ার স্বভাববিশিষ্ট নিজ তেজের প্রবাহে দিগ্ দিগন্ত শ্যামলিমায় ভরিয়ে দিতে দিতে শ্রীবৃন্দাবনের চতুর্দিকে বসন্তোৎসব মূর্ত করে তুললেন—তাঁর তনুর মাধুর্যামৃতবিন্দুর বর্ষণে বর্ষাভ্রম বিস্তারিত হলেও।

বসন্ত-আনন্দ মত্তা গোপীগণের বনগমন ঃ

৪৪। এইরূপে মুহুর্মুহু প্রতি পথে পথে শ্রবণ-নয়ন-মনের পক্ষে হর্ষবর্ষী এই খবর রটে গেলে সহজ সদনুরাগবেগে উদ্বিগ্ন হৃদয়া বিধুমুখীদের চিত্ত উৎকণ্ঠায় আকুল হয়ে উঠল।

৪৫। এইরূপ হলে চন্দ্রাবলী পরিজন সহিত, রাধা নিজ সখীগণ সহিত, শ্যামাদেবী সহচরী-মণ্ডলীর সহিত আত্মহিতার্থ শ্রীবসন্তোৎসব রসকলা দেখবার এবং করবার ইচ্ছায় ব্যগ্র হয়ে জাগন্ত বসন্তের

৪৬। ততশ্চ, বৃন্দাদিভিঃ সরভসং বনদেবতাভিঃ, প্রীত্যাদরেণ মহতাভ্যুপগম্যমানাঃ।
কামং বসন্তমহমঙ্গলবেষবাসো, ভূষাদিভির্বিদধিরে পরিভূষিতাস্তাঃ ॥

৪৭। 'এবং চাগামিনীর্যামিনীর্যাপয়িষ্যথ হে প্রমদা মদাসঙ্গেন' ইতি কৃষ্ণেন দত্তাশ্বাসাশ্চাসাদিত-ভূরিসঙ্কল্পাঃ কল্পাযুতমিব ক্ষণমপি মন্যমানাঃ কুমার্য্যোঽপি সাধ্বসা ধ্বসা এব যদি সমুপসেদুস্তদা কাঞ্চন-কাঞ্চনলতোদ্যানপরম্পরাং পরাং জঙ্গমামিব মন্বানা বনদেবতা অপি তা অপি বীক্ষ্য বিসিস্মিয়িরে। প্রণয়াদরাদরাঃ পূর্ববদ্বসন্তমহা মহানুরূপবেষাদিভিরভূষয়ন্নপি চ ॥

৪৮। যথা— কচৌঘে পুন্নাগং বকুলমুকুলানি ভ্রমরকে-
স্বশোকং সীমন্তে শ্রবসি সহকারস্য কলিকাঃ।
স্তনাগ্রে বাসন্তীকুসুমদলমালেতি কুসুমৈঃ
স্বয়ং বৃন্দা রাধাং সপদি মুমুদেঽলঙ্কৃতবতী ॥

৪৬। বেষাঃ ষোড়শাকল্পাঃ, বাসাংস্তুতিবৈবিধ্যাত্তুতঃ পৃথগুক্তানি, ভূষা দ্বাদশাভরণানি, আদি-শব্দাৎ সময়োচিতকৌসুম-লকুটিকা-কন্দুকাদি ॥

৪৭। হে প্রমদাঃ! মদাসঙ্গেন মম সম্যক্ সঙ্গেনেতি বস্ত্রাহরণদিনে দত্ত আশ্বাসো যাভ্যস্তাঃ। কুমার্য্যোঽপীতি তাবৎকালবিলম্বাসহিষ্ণুতয়া তৎপূর্বমপি বিহারং প্রাপুরেব, কিন্তু রাসবিলাসবতীষু যামিনীষু বিহারাধিক্য-বিবক্ষয়ৈব তথোক্তিঃ, "ভূম্না ব্যপদেশা ভবন্তি" ইতি ন্যায়াৎ। কাঞ্চন কাঞ্চিদপূর্বামিত্যর্থঃ। কাঞ্চনময়ীনাং লতানামুদ্যানস্য পরম্পরাং সন্ততিং পরামুৎকৃষ্টাম্, তা অপি কুমারীরপি রাধাদ্যা ব্যূঢাস্তু বীক্ষ্য কিমুতেত্যর্থঃ। প্রণয়েন অদর অনল্প আদরো যাসু তাঃ ॥

৪৮। ভ্রমরকেষু ললাটলম্বালকেষু ॥

আনন্দে হতলজ্জা হয়ে বনে চলে গেলেন।

গোপীগণকে বনদেবীদের ভূষিত করণ ঃ

৪৬। অতঃপর বৃন্দাদি বনদেবীগণ অতি ত্বরায় মহান্ প্রীতি আদরের সহিত বসন্তোৎসব উপযোগী মঙ্গল ষোড়শ আকল্প – বিবিধ বস্ত্র – দ্বাদশ আভরণ, এবং সময়োচিত ফুলের যষ্টি – কন্দুকাদি দ্বারা সম্মুখে আগত তাঁদিকে যথেচ্ছ সর্বতোভাবে ভূষিতা করে তুললেন।

৪৭। আরও, 'হে প্রমদাগণ আগামিনী যামিনীতে আমার অন্তরঙ্গ সঙ্গে তোমরা যাপন করবে' বস্ত্রহরণলীলার দিনে কৃষ্ণের নিকটে এইরূপ আশ্বাস পেয়ে নানাবিধ সঙ্কল্পকারিণী, ক্ষণকালকে অযুত কল্পের মতো মাননাকারিণী, সম্ভ্রম-বুদ্ধি ধ্বসে পড়া কন্যাগণ যদি নিকটে এসে পৌঁছে গেলেন, তখন বনদেবীগণ তাদেরকে উৎকৃষ্ট কাঞ্চন-লতোদ্যান পরম্পরা মনে করে বিস্মিত হলেন। এবং পূর্ববৎ বহুপ্রণয়াদর পাত্রী তাঁদিকে বসন্ত মহোৎসবের উচিত বেশাদির দ্বারা ভূষিত করতে লেগে গেলেন।

৪৮। যথা—শ্রীরাধার কেশকলাপে পুন্নাগ, ললাটচুম্বি চূর্ণকুন্তলে বকুলমালা, সীমন্তে অশোক,

৪৯। তথান্যাশ্চান্যাসাং মধুমদমহোৎসাহমহিম-,প্রমুহ্যচ্চিত্তানামহমহমিকাসত্বরহৃদঃ।
প্রসূনালঙ্কারৈ রুচিররচনৈঃ প্রত্যবয়বং, বিলেপৈঃ সৌরভ্যপ্রণয়িরলঙ্কুরভিতঃ॥

৫০। কিঞ্চ, রত্নালঙ্করণানি কাঞ্চনময়ীঃ শাটীশ্চ কূর্পাসক-
শ্রেণীশ্চাতিবিচিত্রিতাঃ সুমৃদুলাশ্চীনোত্তরাসঙ্গিনীঃ।
তাম্বূলান্যনুলেপনানি বিবিধাঃ পৌষ্পীঃ স্রজো গন্ধিনীঃ
স্বচ্ছন্দং সুষুবুঃ সকল্পলতিকাঃ কল্পদ্রুমাঃ সর্বতঃ॥

৫১। কিঞ্চ, বাষ্পচ্ছেদ্যসদচ্ছজাতুষপুটীগর্ভেষু সম্পূরিতাং
নানাবর্ণবিলাসচূর্ণপটলীং পঙ্কঞ্চ কাস্তূরিকম্।
পৌষ্পং কার্মুকমায়ুধং চ বিবিধং নানাবিধান্ কন্দুকান্
রত্নানাং জলযন্ত্রকাণি সুষুবুঃ কল্পদ্রুমাণাং গণাঃ॥

৪৯। অন্যা বৃন্দানুবর্তিন্যো বনদেবতা অন্যাসাং চন্দ্রাবল্যাদীনাং প্রত্যবয়বমলঙ্কুরিত্যন্বয়ঃ। কীদৃশ্যঃ? অহমহমিকয়া ইয়মহমেনামলঙ্করোম্যেষা অহমেবৈনামলঙ্করোমি, ন ত্বমিত্যেবংরূপয়া সত্বরং ভূষয়িতুং ত্বরাযুক্তং হৃন্মনো যাসাং তাঃ; "অহমহমিকা তু সা স্যাৎ পরস্পরং যো ভবত্যহঙ্কারঃ" ইত্যমরঃ॥

৫০। কূর্পাসকশ্রেণীঃ কঞ্চুলিকাততীঃ। কীদৃশীঃ? চীনোত্তরাসঙ্গিনীশ্চীনোত্তরাসঙ্গাঃ সূক্ষ্মোত্তরীয়াণি তদ্বতীঃ। গন্ধিনীঃ প্রশস্তগন্ধবতীরিতি স্রজো বিশেষণম॥

৫১। জাতুষপুট্যো জতুবিকারসম্পুটাঃ;—(পা০ ৪।৩।১৩৮) "ত্রিপুজতুনোঃ যুক্ চ" ইতি যুগণৌ॥

কর্ণে সহকারকলিকা, স্তনাগ্রে বাসন্তিকুসুমদলমালা—এইরূপে পুষ্পের আভরণে স্বয়ং বৃন্দা রাধাকে তৎক্ষণাৎ অলঙ্কৃতা করে আনন্দিতা হলেন।

৪৯। তথা 'এঁর শৃঙ্গার তো আমিই করব ওঁর শৃঙ্গার তো আমিই করব' এইরূপ অহঙ্কারের সহিত সাজাতে ত্বরাযুক্ত মনা অন্য বনদেবীগণ চতুর্দিকে বসন্তের আনন্দোৎসবে উৎসাহ-গৌরব হেতু বিমুগ্ধ চন্দ্রাবল্যাদি অন্য গোপীগণের প্রতি অবয়ব অতি চারুতায় রচিত পুষ্পালঙ্কারের দ্বারা এবং সুগন্ধ চন্দনাদি বিলেপনের দ্বারা প্রীতির সহিত চতুর্দিকে অলঙ্কৃতা করলেন।

কল্পদ্রুমের সেবা ঃ

৫০। আরও, রত্নালঙ্কার, কাঞ্চনময়ী সাড়ী, অতি বিচিত্রিতা কঞ্চুলিকা, সুমৃদুল সূক্ষ্ম উত্তরীয়, তাম্বুল, চন্দনাদি অনুলেপন, বিবিধ সুগন্ধী পুষ্পমালিকা—এরূপ যত কিছু সেবা-সরঞ্জাম সচ্ছন্দে উৎপন্ন করতে লাগল কল্পলতিকার সহ কল্পদ্রুমশ্রেণী চতুর্দিকে।

৫১। আরও, বাষ্পের চাপেই খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবে এমন হাল্কা সুন্দর নির্মল লাক্ষাসম্পুটগর্ভে পাদান নানাবর্ণবিলাসবিশিষ্ট আবিরচূর্ণ, কস্তুরিকা পঙ্ক, পুষ্প নির্মিত ধনু, বিবিধ আয়ুধ, নানাবিধ খেলার বল, রত্নের পিচকারি উৎপন্ন করতে লাগল কল্পদ্রুমগণ।

৫২। কিঞ্চ, মাতঙ্গী নাম সঙ্গীতকনিগমকলা-কৌশলাচার্য্যবর্য্যা
নানাবীণাপ্রবীণাঃ প্রণয়িসহচরীঃ সঙ্গিনীঃ সন্বিধায়।
মূর্ত্তং রাগং বসন্তং সরিগমপধনীন্ মূর্ত্তিভাজঃ স্বরাংশ্চ
স্ত্রীবেশেন শ্রুতীশ্চ প্রকটমুপচিতাঃ কুর্বতী প্রাদুরাসীৎ॥

৫৩। প্রাদুর্ভূয় সা ভূয়সাদরেণ দরেণ চ বরাঙ্গীণাং প্রবরাং বরাম্বুজমুখীং বার্ষভানবীমভিতোঽভি-তোষবশংবদা বদাগ্রণীর্যন্তবতস্থে, তদা বৃন্দাভ্যভাষত,—'শ্রূয়তাময়ি গুণময়ি গুণকৃতাবধানা বধানাশু বিস্রম্ভম্। ইয়ং মাতঙ্গী নাম সঙ্গীতনিগমগমকচাতুরীতুরীয়াচার্য্যা চার্য্যায়াস্তত্রভবত্যা ভবত্যানন্দদায়িনি বসন্তোৎসবকৌতুকে কৌ তু কে ন রজ্যন্তীতি কৃত্বা সঙ্গীত-সামগ্রীমগ্রীয়ামাদায় ভবতীমুপরঞ্জয়িতুমাগতা। ইমাশ্চাস্যাঃ সহচর্য্যো বিবিধবীণাপ্রবীণাঃ প্রবরগুণভাজঃ। অয়ন্তু—

কেশৌঘে বিরচিতশেখরঃ শিখণ্ডৈঃ, পুষ্ণানঃ পরভৃতমাম্রকোরকেণ।
আমত্তঃ প্রকৃতিত এব মেঘনীলঃ, স্ত্রীবেশস্তব নিকটে বসন্তরাগঃ॥

৫২। সরীতি ষড়্জ-ঋষভ-গান্ধার-মধ্যম-পঞ্চম-ধৈবত-নিষাদান্ স্বরান্ সপ্ত শ্রুতীর্দ্বাবিংশতিম্; সঙ্গীতাধিষ্ঠাত্রী দেবতৈব মাতঙ্গীনাম্নী সতী প্রাদুরাসীদিতি। কিন্নরলোকত ইব গানপ্রসিদ্ধিমবকলয়িতুমিব সা মাতঙ্গী স্বচ্ছন্দেচ্ছয়া বল্লকী-ঝারৈবেতি তদানীন্তনী প্রতীতিস্তাসাম্॥

৫৩। সা মাতঙ্গী ভূয়সা আদরেণ দরেণ সঙ্কোচেন চ যন্তবতস্থে। বদাগ্রণীর্বদানীং বাগ্মিনীনাং শ্রেষ্ঠাপি। গুণে গানশিল্পময়ে কৃতমবধানং যয়া তথাভূতা সতী আশু বিশ্রম্ভং বিশ্বাসং বধান কুর্বিত্যর্থঃ। সঙ্গীতস্য তন্নিগমস্য গমকানাঞ্চ; যদ্বা, সঙ্গীতস্য নিগমনং যত্তস্তেষাং গমকানাং যা চাতুরী তয়া তুরীয়া চতুর্থী মুখ্যা মুখ্যতরা-মুখ্যতমাতোঽপ্যতিশ্রেষ্ঠা

সহচরগণ সঙ্গে সঙ্গীতাধিষ্ঠাত্রীদেবী মাতঙ্গীর আবির্ভাব ঃ

৫২। আরও, মাতঙ্গী নামক সঙ্গীতশাস্ত্র-কলাকৌশলাচার্যবর্য (সঙ্গীতাধিষ্ঠাত্রী দেবী) নানাবিধ বীণা বাজানোতে প্রবীণা সহচরীগণকে সঙ্গিনী করে বসন্তরাগ 'সারেগামাপাধানি' সপ্তস্বর ও দ্বাবিংশতি শ্রুতিকে মূর্ত করে তুলে স্ত্রীবেশে সাজিয়ে সঙ্গে নিয়ে আবির্ভূত হলেন।

৫৩। সেই মাতঙ্গী আবির্ভূতা হয়ে ভূয়সী আদর ও সঙ্কোচের সহিত বরাঙ্গীদের শ্রেষ্ঠা ফুল্লকমলমুখী বার্ষভানবীর সম্মুখে বাগ্মীশ্রেষ্ঠা হয়েও অতি প্রসন্নতার বশে অভিভূত হয়ে যদি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন, তখন বৃন্দা বললেন—'অয়ি গুণময়ি রাধে! শোন, সঙ্গীতশিল্পপ্রাচুর্যে কৃতাবধানা রমণীদের মতো হয়ে আমার কথায় শীঘ্র বিশ্বাস স্থাপন করে নেও—এঁর নাম মাতঙ্গী, সঙ্গীত শাস্ত্রের ও গমকের চাতুরীতে মুখ্যতম হতেও শ্রেষ্ঠা ইনি, এবং কিন্নরীগণের অধ্যাপিকা। পরমপূজনীয়া আর্যা তোমার এই জায়মান আনন্দের উৎস বসন্তোৎসব-কৌতুকে কার না মন রঞ্জিত হয়ে উঠে এই জগতে? তাই রঞ্জিতমনা হয়ে ইনিও শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-সামগ্রী সঙ্গে নিয়ে এসে উপস্থিত হয়েছেন তোমার প্রীতি সম্পাদনের জন্য। আর এই যাঁদের সঙ্গে দেখছ, এঁরা সব সহচরী, বিবিধবীণাপ্রবীণা, অতিশয় গুণী।'

৫৪। অথ তং প্রতি প্রতিপন্নকৌতুকা কৃষ্ণাকারতয়ারতয়া দিদৃক্ষয়ানন্দা সরসমৃজুনাপাঙ্গেনৈব কিঞ্চিদীক্ষয়ামাস যদি বার্ষভানবী, নবীনপরিগৃহীতনারীবেষঃ স চ বসন্তরাগোঽন্তরাগোচরং কমপি কৃতার্থভাবমাত্মনো মন্যতে স্ম ॥

৫৫। সা চ মাতঙ্গী মাতঙ্গীব ললিতগতিরাহ,—'অবধেহি বধেঽহিভোগস্য কুতুকিনঃ কৃষ্ণস্য দয়িতেঽয়ি তে চরণপরিচরণপরিচয়ায় সমুপসসাদ—

সরিগমপধনীনাং মণ্ডলীয়ং স্বরাণাং, তব চরণসমীপে যোষিদাকারচারুঃ।
শ্রুতিপরিষদপীয়ং বিংশতির্যা দ্বিযুক্তা, নহি দধতি বিভক্তিং কিন্নরীণাং চ কণ্ঠে ॥'

৫৬। তদা তদাকলয্য রসবশতো বিশতো বিচিত্রভাবে মনসো মুদর্থমুদর্থচমৎকারং কিমপি ললিতা

ইত্যর্থঃ। আচার্যা চ কিন্নরীণামধ্যাপিকা চেত্যর্থঃ। আর্যায়াঃ পূজ্যায়াস্তত্রভবত্যা বসন্তোৎসবকৌতুকে ভবতু্যৎপঞ্চমাঙ্কে, অগ্রীয়াং শ্রেষ্ঠাম্। পরভৃতং কোকিলম্ ॥

৫৪। আরতয়েতি দিদৃক্ষয়েত্যস্য বিশেষণম্। অন্তরাগোচরমন্তঃকরণানামপ্যবিষয়ম্ ॥

৫৫। ললিতা গতিঃ পাদবিন্যাসঃ সঙ্গীতবিন্যাসভেদশ্চ যস্যাঃ সা। হে কৃষ্ণস্য দয়িতে প্রিয়ে রাধে! তস্য কীদৃশস্য? অহিভোগস্য কালিনাগফণস্য বধে নাট্যমিষেণ হিংসনে কুতুকিনঃ; "ভোগঃ সুখে স্ত্র্যাদিভৃতাবহেশ্চ ফণকায়য়োঃ" ইত্যমরঃ। তেন তদ্দয়িতত্বাৎ তবাপি নাট্যজ্ঞতা মহতীতি ভাবঃ। 'অয়ি' ইতি সম্বোধনে। তে তবেয়ং স্বরাণাং মণ্ডলী সমুপসসাদ; তথেয়ং শ্রুতিপরিষদপি যা দ্বিযুক্তা বিংশতিঃ শ্রুতয়ঃ কিন্নরীণাঞ্চ কিন্নরীণামপি কণ্ঠে বিভক্তিং বিভাগং ন দধতি, ন প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ ॥

কেশকলাপে ময়ূরপুচ্ছে বিরচিত চূড়া ধারণে রমণীয়, ও নব কোমল আম্র কোরক ধারণে কোকিলপালক, স্বভাবতই অতিমত্ত ও মেঘনীল, স্ত্রীবেশে সজ্জিত এই যে তোমার নিকট দাঁড়িয়ে, ইনি বসন্তরাগ।

৫৪। অতঃপর কৃষ্ণাকৃতি হওয়াতে বসন্তরাগের প্রতি প্রাপ্তকৌতুকা বার্ষভানবী অনুরাগময়ী দর্শনেচ্ছায় আক্ষয়ানন্দযুক্তা বসন্তরাগকে যদি সরসভাবে বক্র কটাক্ষে কিঞ্চিৎ দেখে নিলেন তখন নবীনপরিগৃহীত নারীবেশবিশিষ্ট সেও অন্তঃকরণের অগোচরে নিজেকে কোনও কৃতার্থতাপ্রাপ্ত জন বলে মনে করলেন।

মাতঙ্গী কর্তৃক স্বর ও শ্রুতির পরিচয় দান :

৫৫। হস্তিনীর মতো ললিতগতি ও সঙ্গীতবিন্যাসভেদবিশিষ্টা সেই মাতঙ্গী বললেন—'অয়ি নাট্যচ্ছলে কালিয়নাগ-ফণের হিংসনে কৌতুকী কৃষ্ণদয়িতে! আপনার চরণসেবা-সংযোগ করার জন্য স্বরের এই 'সারেগামাপাধানি' মণ্ডলী, এবং কিন্নরীর কণ্ঠেও যারা বিভাগপ্রাপ্ত হয় না সেই দ্বাবিংশ শ্রুতিপারিষদ সুন্দরী নারী আকারে আপনার চরণসমীপে উপস্থিত।

৫৬। এই কথা শুনে ললিতা রসের অধীন হয়ে বিচিত্র ভাবে প্রবিষ্ট চমৎকারজনক মনের

ললিতাঙ্কুরমভাষত,—'অয়ি সঙ্গীতদেবি ! কিং ন ররাজ কিন্নররাজবধূগণঃ কণ্ঠেন শ্রুতীর্বিভাজয়িতুম্ ?' তাং প্রতি প্রতিজগাদ মাতঙ্গী—'অয়ি,

কফাদিদূষিতে কণ্ঠে তাসাং ব্যক্তির্ন জায়তে।
অতো বীণাদ্বয়ং বক্ষ্যে চলং চাচলমেব চ ॥'

৫৭। হে পরমে ! পরমেষ্ঠিনৈব চলাচলবীণে কৃতে ; চলবীণায়াং দ্বাবিংশতিরেব শ্রুতয়ো নিবদ্ধাঃ, অচলবীণায়াং সপ্তৈব স্বরাঃ। কিং বহুনা ? পশ্যন্তু শৃন্তু চ সন্দেহং সর্বোপরীক্ষয়া পরীক্ষয়া, এতা এতাকারাশ্চতস্রঃ খল্বস্য ষড়্জস্য শ্রুতয়ঃ সুশ্রুতয়ঃ সুদুর্বিভাব্যাঃ কণ্ঠস্য ॥'

৫৮। ইতি চতুঃশ্রুতিভাস্বরং স্বরং ষড়্জমালপন্ত্যাং তত্র তদধ্বনি ধ্বনিতা সা সড়্জস্য বনিতাকারা তুমুরতনুরম্যা স্বয়মেব। তস্য চতসৃণাং শ্রুতীনাং স্বস্বভাগং কণ্ঠেন বিধাতুং ধাতুং চ সমারব্ধবত্যাং সত্যাং সবিশেষং নৈকাপি তাসাং তনুঃ সম্বাদবতী বভূব ॥

৫৬। মনসো মুদর্থমানন্দার্থম্। কীদৃশস্য ? বিচিত্রভাবে বিশতঃ প্রবিশত উদর্থঃ উৎকৃষ্টপ্রয়োজনকশ্চমৎকারো যত্র তদ্‌যথা স্যাত্তথা ; কিন্নররাজস্য বধূগণঃ কণ্ঠেন শ্রুতীর্বিভাজয়িতুং কিং কথং ন ররাজ, ন রাজতে স্ম, ন সমর্থ ইত্যর্থঃ। তেন স্বেষাং তৎসামর্থ্যং দ্যোতিতম্। তাসাং শ্রুতীনাম্ ॥

৫৭। পশ্যন্তু তত্রভবত্যঃ সর্বাসাং শ্রুতীনামুপরি অগ্রে ঈক্ষয়া দৃষ্ট্যা এতাশ্চতস্রঃ ষড়্জস্য শ্রুতয়ঃ সন্দেহং শৃন্তু ক্ষিণন্তু। কীদৃশ্যঃ ? একতারাঃ শবলবর্ণাঃ ; "শবলৈতাশ্চ কর্বুরে" ইত্যমরঃ। সুশ্রুতয়ঃ সুশ্রবাঃ ॥

৫৮। অস্য 'এতাঃ' ইত্যঙ্গুল্যা এব তং তাশ্চ দর্শয়িত্বা আলপন্ত্যাং সত্যাং তদালাপে তদধ্বনি কণ্ঠবর্ত্মনি ষড়্জস্য তনুঃ স্বরূপং স্বয়মেব ধ্বনিতা, নিজলক্ষণোপলক্ষেঃ সাপি ধ্বনতি স্মেত্যর্থঃ। বনিতাকারা স্ত্রীরূপা, যোষিদাকার-

---

আনন্দার্থ ললিতাঙ্কুরে এইরূপ বললেন—'অয়ি সঙ্গীতদেবি ! কিন্নররাজ বধূগণ কণ্ঠের দ্বারা রাগিণী-ভাজনে কেন-না উৎকর্ষের সহিত দীপ্তা হচ্ছেন। ললিতাকে লক্ষ্য করে মাতঙ্গী প্রত্যুত্তর করলেন—'অয়ি, কফাদি দূষিত কণ্ঠে শ্রুতিগণের অভিব্যক্তি হয় না, অতএব বীণাদ্বয়ের কথা বলছি—এক তো চল, অন্য অচল।

৫৭। হে সর্বমুখ্যে ! ব্রহ্মাই চল-অচল এই দু-বীণা করে দিলেন। চল বীণায় দ্বাবিংশ শ্রুতি, আর অচল বীণায় সপ্তস্বর বেঁধে দিলেন। আর বেশী বলবার কি আছে ? পরমপূজনীয়া আপনি একটু পরেই সকল শ্রুতির উপরে পরীক্ষামূলক দৃষ্টি দিয়ে দেখবেন—এই ষড়্জ নামক স্বরের বিচিত্র চারটি শ্রুতি সন্দেহ ক্ষীণ করে দিবে। এগুলি শুনতে অতি সুন্দর হলেও কণ্ঠের পক্ষে একেবারেই ভাবনার অতীত ॥'

৫৮। এইরূপ বলে মাতঙ্গী শ্রুতি চতুষ্টয়ে দীপ্ত স্বরকে ষড়্জে আলাপ করতে আরম্ভ করলেন—সেই কণ্ঠবর্তী ষড়্জের মদন সম রম্যা বহিস্থ স্ত্রীমূর্তি নিজে নিজেই ধ্বনিত হয়ে উঠল। কিন্তু সেই স্বরের শ্রুতি-চতুষ্টয় নিজ নিজ ভাগকে যত্নের সহিত কণ্ঠে ভাগ করতে ও ধারণ করতে

৫৯। যদা তু সা সঙ্গীতপ্রবীণা বীণায়াং চলায়ামেব ষড়্‌জস্য চতস্রঃ শ্রুতীর্যথার্থবিক্রমেণ ক্রমেণ তন্ত্রীষু বাদয়ামাস, তদা দয়ামাসত দাক্ষিণ্যেনৈব তাঃ শ্রুতয়ঃ শ্রুতয় ইব যতো যথার্থবাদিন্য এবাসন্॥

৬০। এবং সতি চমৎকারকারণে তস্মিন্ সঙ্গীতবিদ্যাবিনোদে সঙ্গীতবিদ্যা বিনোদেন কাপি রাধায়াঃ সহচরী চরীকরীতি স্ম পরিহাসমিব—'অয়ি সঙ্গীতদেবতে! তদেব তে পরমকৌশলম্, যদয়মেকঃ স্বরো বিকস্বরোঽবিকলশ্চতুর্দ্ধা বিভজ্য তন্ত্রীষু বিশকলিতঃ কলিতঃ, নৈকাপি শ্রুতির্নিষাদস্পর্শিনী, ন কাপি ঋষভস্পর্শিনী। কিন্তু স্বরপরিচয়ঃ স্বরপরিচয়বতাং দুর্লভ এব। অপি ত্বিয়মস্যা বার্ষভানব্যা নব্যা কাপি সখী সুললিতা ললিতা নাম কণ্ঠেনৈব বিভাজয়িতুং সমর্থা ভবতি। ভবতি চেৎ কুতুকং তদাদিশ দিশমসৌ দর্শয়তু স্বকৌশলস্য লস্যমানতায়াঃ॥

চারুরিত্যুপক্রান্তত্বাৎ। ততশ্চ তস্য ষড়্‌জস্য চতসৃণাং শ্রুতীনাং স্বং স্বং ভাগং কণ্ঠেনৈব ভাগং ভাগযুক্তং বিধাতুং কর্তুং ধাতুং ধর্তুঞ্চ সমাগারব্ধবত্যাং সত্যাং তাসাং শ্রুতীনামেকাপি তন্মুরেকমপি স্বরূপং সবিশেষং যথা স্যাত্তথা ন সংবাদবতী বভূব, নিজলক্ষণানুপলব্ধের্নানুধ্বনতি স্মেত্যর্থঃ। তেন কণ্ঠে স্বরা এবোৎপদ্যন্তে, ন শ্রুতয় ইতি দর্শিতম্॥

৫৯। দয়ামাসত স্বরূপোপলম্ভাদনুধ্বননেন দয়ামকুর্বন্নিত্যর্থঃ। "ঋষয়ঃ সত্রমাসত" ইতিবৎ। যদ্বা, দয়াং প্রতি আসত কর্তুং স্থিতা ইত্যর্থঃ। শ্রুতয় ইব বেদা ইব, যতো যাং বীণাং প্রাপ্য॥

৬০। সঙ্গীতবিদ্যেতি কর্তৃপদম্, বিনোদেন বিশিষ্টনোদেন প্রেরণয়েত্যর্থঃ। সম্বন্ধানুক্তিঃ প্রেরণস্যান্যালক্ষিতত্ব-বোধিকা। পরিহাসমিতি সৌহার্দসূচনার্থম্, ইবেতি পরাভবদানে তাৎপর্যাৎ। এক স্বরঃ ষড়্‌জাখ্যঃ, চতুর্ধেতি চতসৃণাং

আরম্ভ করলে তাদের বহিস্থ একটি মূর্তিও সবিশেষ ভাবে অনুধ্বনিত (আলাপাচারী) হল না—নিজ নিজ লক্ষণ বুঝতে না পেরে।

৫৯। কিন্তু যখন সঙ্গীতপ্রবীণা মাতঙ্গী চল বীণার তন্ত্রীতে ষড়্‌জের শ্রুতিচতুষ্টয় যথার্থ বিক্রমে ক্রমানুসারে বাজাতে লাগলেন, তখন স্বরূপ উপলব্ধি হেতু সেই মূর্তিমতী শ্রুতিসকল অনুকূলভাবে ঐ বীণার প্রতিধ্বনিদ্বারা দয়া করতে লাগলেন। কারণ বীণা তন্ত্রীতে সেই শ্রুতিসকল তো বেদের মতো যথার্থ বাদিনী হয়ে উঠল।

সখী কর্তৃক অবহেলিতা মাতঙ্গীকে রাধার সম্মান ঃ

৬০। এইরূপে সঙ্গীতবিদ্যার এই বিহার চমৎকারের কারণ হয়ে উঠলে সঙ্গীতবিদ্যা নামক রাধার কোনও এক সখী বিশেষ প্রেরণাবশতঃ উপহাসের ভঙ্গীতে কথা উঠালেন—'অয়ি সঙ্গীতদেবী এ আপনার পরমকৌশলই বটে যে আপনি এক স্পষ্ট স্বরকে অবিকল চার ভাগে ভাগ করে বীণার তারে উঠালেন। কোনও একটি শ্রুতিও না-নিষাদ স্বরকে স্পর্শ করল, না-কোনও একটি ঋষভ স্বরকে স্পর্শ করল। কিন্তু স্বরপরিচয় মানুষের পক্ষে দুর্লভই বটে। তা হলেও ললিতা নামক এই বার্ষভানবীর কোনও এক নবীনা সখী আছে, সে কণ্ঠেই স্বরকে বিভাগ করে আলাপ করতে সমর্থ।

৬১। কস্য স্বরস্য কাঃ শ্রুতয় ইত্যপরিচিতানামপি চিতানামপি চৈকত্র সর্বাসামাসামাসাধারণ্যেনৈব দ্বাবিংশতিক এব গণঃ পরিচায়য়িতুং শক্যঃ কণ্ঠোন্নীতশ্রুতিপ্রতিশ্রুতিপ্রতিপত্ত্যা' ইতি। এবং সতি বনদেবতাস্তামূচুঃ,—'অয়ি সঙ্গীতবিদ্যে! সঙ্গীতবিদ্যেয়মনয়া দেব্যা চতুর্মুখমুখনির্গতৈব ব্যাখ্যাতা, খ্যাতা চেয়ং বো বিরিঞ্চপ্রপঞ্চত এব হি বহিরিতি তদুভয়মেব নিরবদ্যম্॥'

৬২। অথ মাতঙ্গীস্তোভজনিতবাধা রাধাঽরালীকৃতচিল্লীলতা চিল্লীলতাপরমা পরমাপ যদি খেদম্, তদা স্বয়মুবাচ বাচম্,—'অযথামতিকে সঙ্গীতবিদ্যে ভবতী নিজগাদ যদশক্যং দেবতানাং তানাংশকরণং শ্রুতীনাং শ্রুতীনাং ভিন্নার্থকরণমিতি তৎ কিং মানবানাং নবানাং প্রযত্নসাধ্যম্? তদলীকবাদিনি! বিরম, রময়াপি নৈতৎ কর্ত্তুং শক্যতে, কিং পুনর্ললিতয়া, তদয়ি দয়িতসঙ্গীতে! সঙ্গীতেন তোষয়িতুমর্হতি তত্রভবতী ভবতী স্বাধীনবনদেবতাবৃন্দাং বৃন্দাম্॥'

শ্রুতীনাং প্রত্যেকং যোগাদ্বিশকলিতোঽখণ্ডিতঃ কলিতো নির্দিষ্ট উদ্গীতো বা। স্বরাণাং পরিচয়ঃ। স্বঃ স্বর্গেঽপরিচয়বতাং মর্ত্যানামিত্যর্থঃ। অত্র ষষ্ঠী স্বরসম্বন্ধাপেক্ষয়া। তদা আদিশ আজ্ঞাপয়, স্বকৌশলস্য যা লস্যমানতা তস্যা দিশমসৌ ললিতা দর্শয়তু। আদিশেতি গৌরবপ্রদানং স্বেষাং শালীনতা-ব্যঞ্জনায়॥

৬১। সৈব কীদৃশী দিগিত্যপেক্ষায়ামাহ—একত্র স্বরে চিতানাং ছন্নানামপ্যাসাং শ্রুতীনামাসাধারণ্যেনৈব, অসাধারণানাং ভাব আসাধারণ্যং তেনৈব॥

৬২। মাতঙ্গ্যাঃ স্তোভেন মানদ-স্বাভাব্যাৎ কারুণ্যেন জনিতা বাধা পীড়া যস্যাঃ সা, স্বসখীং সঙ্গীতবিদ্যাং প্রত্যরালীকৃতা কুটিলীকৃতা চিল্লীলতা যয়া সা, চিল্লীলতা চিন্ময়লীলত্বং তেন পরমা সর্বসুখদেত্যর্থঃ। হে অযথামতিকে! মিথ্যাবুদ্ধিকে! দেবতানামপি যদশক্যং শ্রুতীনাং তানৈঃ কণ্ঠালাপৈরেবাংশকরণং ভাগকরণম্। দয়িতং সঙ্গীতং যস্যা হে তথাভূতে মাতঙ্গি! তব সঙ্গীতং মমাতিরোচকমিতি সম্মানপ্রয়োজনকো ভাবঃ॥

আপনার যদি কৌতূহল হয় তবে আজ্ঞা করুন নিজ কৌশল-বিলাসের দিগ্দর্শন করাক ললিতা।

৬১। কোন্ স্বরের কি শ্রুতি তা অপরিচিত হলেও, ও স্বরে উহা একত্র ছন্নভাবে থাকলেও এই সকল শ্রুতির 'তীব্রাদি' দ্বাবিংশতি গণের প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পরিচয় করিয়ে দিতে সমর্থা ললিতা—কণ্ঠে উন্নীত শ্রুতির প্রতিধ্বনি জ্ঞানের দ্বারা।' এইরূপ কথাবার্তা চলতে থাকলে বনদেবী তাঁকে বললেন—'অয়ি সঙ্গীতবিদ্যে, এই মাতঙ্গীদেবী যে গানবিদ্যা ব্যাখ্যা করলেন তা ব্রহ্মার মুখনিঃসৃত, আর এই তুমি যা বললে এ ব্রহ্মার প্রপঞ্চের বাইরে প্রসিদ্ধ, তাই এ-উভয়ই নিরবদ্য।

৬২। মাতঙ্গীর অবজ্ঞা জনিত আঘাতে চিন্ময় লীলায় সুখদা রাধা যদি পরম খেদ প্রাপ্ত হলেন, তখন ভ্রূলতা কুটিল করে স্বয়ং এরূপ বলতে লাগলেন—হে মিথ্যা বুদ্ধিকে সঙ্গীতবিদ্যে! ভাল বললে তো, দেবতাগণেরও যা অশক্য সেই শ্রুতিকে ভাগকরণ, ও বৈদিক শ্রুতির ভিন্ন ভিন্ন অর্থকরণ কার্য অর্বাচীন মানুষের চেষ্টাসাধ্য হয়ে যাবে? অহো, তাই বলছি হে মিথ্যাবাদিনি! থাম, স্বয়ং লক্ষ্মীও এ করতে পারে না, ললিতার কা-কথা। অতএব অয়ি প্রিয়সঙ্গীতালাপি মাতঙ্গীদেবি!

৬৩। বৃন্দাহ,—'ন যাবৎ শ্রীকৃষ্ণো নবসন্তং বসন্তং গায়ন্নিহ বিহরতি রতিমান্, ন তাবদ্বসন্তো গেয়স্তদপরোঽপরোক্ষাক্রিয়তাং রাগো রাগোদয়েন' ইতি রসাব্ধিবেলাবলীবেলাবলীরাগো গাতুমারভ্যত তয়া ততয়া কৌতুকেন কেনচিদেব দেবতয়া মাতঙ্গ্যা ॥

৬৪। তদনু তদনুগানকারিণীনাং গণো বিপঞ্চীপঞ্চীভূতাসু মহতীমহতীব্রকবিলাসিকালাসিকান্ত-কচ্ছপীকচ্ছপীবরস্বরমণ্ডলিকাসু বীণাসু প্রবীণাসু প্রপঞ্চয়ামাস রঞ্জিতশ্রুতি শ্রুতিজাতং পঞ্চবিধমপ্যেকমিব। তাসাং তথাবিধস্বরসমুৎকণ্ঠকণ্ঠতন্ত্রীসমুদ্গতো মুদগতোৎকর্ষকারী কা রীতীঃ প্রমোদস্য ন জনয়ামাস স কিল নিনাদঃ ॥

৬৫। এবং চ তত্রাবহিতাসু হি তাসু রাধাপ্রভৃতিষু বৃন্দাদিষু বনদেবতাসু তাসু চ দূরাদেব দেব-

---

৬৩। নবশ্চাসৌ সংশ্চেতি স তথা তম্, রসাব্ধের্বেলাবলী জলরাশিতুল্যঃ "বেলা স্যাত্তীরনীরয়োঃ" ইত্যমরঃ; বেলাবলীরাগো 'বিলাবল' ইতি পাশ্চাত্ত্যেষু খ্যাতঃ, তয়া মাতঙ্গ্যা গাতুমারভ্যত। কীদৃশ্যা? কেনচিদেব কৌতুকেনা-ততয়া পরিপূর্ণয়া ॥

৬৪। তদনু তদনন্তরং তস্যা মাতঙ্গ্যা অনুগানকারিণীনাং গণো বিপঞ্চ্যা পঞ্চীভূতাসু বিস্তৃতীভূতাসু মহত্যাদিষু বীণাসু বীণাপাঞ্চবিধ্যাৎ পঞ্চবিধমপি শ্রুতিজাতমেকমিব প্রপঞ্চয়ামাস। রঞ্জিতে শ্রুতী কর্ণৌ যেন তদ্‌যথা স্যাত্তথা, মহতী মহে চ উৎসবে তীব্রা কবিলাসিকা চ লাসিনী কান্তা কচ্ছপী চ, কচ্ছঃ পিবরো যস্যাঃ সা স্বরমণ্ডলিকা চ তাস্তথা তাসু। স নিনাদঃ প্রমোদস্যানন্দস্য কা রীতীর্ন জনয়ামাস? অপি তু সর্বা এব। কীদৃশঃ? তথাবিধে স্বরে সম্যগুৎকণ্ঠা যস্য সঃ, কণ্ঠশ্চ তন্ত্রী চ তাভ্যাং সমুদ্গতঃ সমুত্থিতো মুদ্‌গতমানন্দনিষ্ঠমুৎকর্ষং কর্তুং শীলমস্যসঃ ॥

হে পরমপূজনীয়ে! স্বচ্ছন্দাচারিণী বনদেবতাবৃন্দের এবং বৃন্দাদেবীর আনন্দ বিধান করতে আজ্ঞা হউক।

মাতঙ্গী প্রমুখার নানারাগালাপ ঃ

৬৩। বৃন্দা বললেন—'যতক্ষণ না রতিমান্ শ্রীকৃষ্ণ এক নব ধারায় মানাজ্ঞভাবে বসন্তরাগ গাইতে গাইতে এখানে বিহার করছেন, ততক্ষণ বসন্তরাগ গাওয়া উচিত হবে না। তাই বলছি রাগালাপে অপর কোনও রাগকে মূর্তিমন্ত করে তুলতে আজ্ঞা হউক। এরূপ অনুরোধে রসসাগরের জলরাশিতুল্য 'বেলাবেলী' রাগ গাইতে আরম্ভ করলেন সেই দেবী মাতঙ্গী কোনও কৌতুকে পরিপূর্ণ হয়ে।

৬৪। অতঃপর বিস্তৃতীভূতা ও উৎসবে তীব্রা 'মহতী', বিলাসশোভন 'কবিলাসিকা', 'কচ্ছপী', সজল পুষ্ট 'স্বরমণ্ডলীকা' এই চার বীণায় পঞ্চশ্রুতি জাত হলেও এক তানতায় কর্ণরসায়ণ একই শ্রুতি যেন বিস্তারিত করলেন সহকারীগায়িকাগণ বিপঞ্চীকাদ্বারা। তথাবিধ স্বরে সম্যক্ উৎকণ্ঠাযুক্ত, কণ্ঠ ও বীণা তারে সমুত্থিত, আনন্দনিষ্ঠ উৎকর্ষ সম্পাদনের স্বভাববিশিষ্ট সেই নিনাদ আনন্দের কোন্ গতি-না জন্মাল।

লোকস্য চমৎকারকারী কশ্চন—

বীণা-বেণু মৃদঙ্গ-কাংস্য-পণবৈঃ প্রত্যেকসন্দর্শনা-
দেব ব্যক্ততমৈঃ সমানমুখরৈরুদ্ধান্ত এক: স্বনঃ।
আমোদী সমভাগপিষ্ট ইব নো ভেদক্ষমঃ কর্ণয়োঃ
সর্বাঙ্গীণকযক্ষকর্দম ইবানন্দৈককন্দোঽভবৎ ॥

৬৬। তন্নিশমনেন শমনেন কর্ণয়োঃ কলয়তা লয়-তালাদিযুতেঽপি মাতঙ্গীসঙ্গীতরসেঽপি তাঃ সাবহেলা হেলালোলমানসা মৃগ্য ইব সমুৎকর্ণাঃ কর্ণায়তলোচনা লোচনাঞ্চলচঞ্চলচটুলতয়া পরিতঃ পরিপশ্যন্তি স্ম ॥

৬৭। ততস্তত্রৈবাধ্বনি ধ্বনিতেন বসন্তরাগেণান্তরাগেণায়মপি মূর্ত্তো যোষিদাকারতো রতো বসন্ত-রাগো ধ্বনতি স্ম ॥

৬৮। ততশ্চ তেনানুমিতামিতানন্দনন্দকিশোরবসন্তোৎসবাগমনমননুভূতভূতলপ্রমোদং নির্ণীয়

৬৫। তত্র নিনাদেঽবহিতাসু কৃতাবধানাসু। বীণাদিভির্মিলিত্বা এক এব স্বন আনন্দৈককন্দঃ সুখৈকমূলোঽভবৎ। কীদৃশৈঃ? প্রত্যেকম্ 'ইয়ং বীণা, অয়ং বেণুরয়ং মৃদঙ্গঃ' ইত্যেবং দর্শনাদেব ব্যক্ততমৈঃ, শ্রবণাত্তু বিভক্তুমশক্যৈরিত্যর্থঃ। আমোদী ব্যাপকঃ সর্বাঙ্গীণং সর্বাঙ্গব্যাপি কং সুখং যতস্তাদৃশো যক্ষকর্দম ইব, (পা০ ৫।২।৭) "তৎসর্বাদেঃ" ইত্যাদিনা খঃ। "কুঙ্কুমাগুরু-কস্তুরী-কর্পূরং চন্দনং তথা। মহাসুগন্ধিরিত্যুক্তো নামতো যক্ষকর্দমঃ॥" ইতি ধন্বন্তরিঃ॥

৬৬। তন্নিশমনেন তচ্ছ্রবণেন হেতুনা। কীদৃশেন? কর্ণয়োঃ শং সুখমনেন স্বনেন কলয়তা কুর্বতা সাবহেলাঃ সাবজ্ঞাঃ, হেলা ভাববিশেষস্তয়া লোলমানসাঃ। লোচনাঞ্চলানাং চঞ্চল-চটুলতয়া চঞ্চলতয়া চটুলতয়া চেত্যর্থঃ; "চটুলঃ সুন্দরে চলে" ইতি ধরণিঃ॥

৬৭। অন্তরাগেণ তন্মধ্যগেন॥

৬৫। এইরূপে শ্রীরাধাদি কৃষ্ণপ্রিয়াগণ বৃন্দাদিদেবীগণ এবং বনদেবীগণ যখন মাতঙ্গীর সেই গান মন দিয়ে শুনছিলেন তখন—সমান মুখর বীণা-বেণু-মৃদঙ্গ-কাংস্য-পণব যার প্রত্যেকটি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দর্শনে অতি স্পষ্ট হলেও শ্রবণে অস্পষ্ট তার দ্বারা বমিত, দেবলোকেরও চমৎকারকারী, পৃথকীকরণে কর্ণের অভেদ্য এক অনির্বচনীয় শব্দঝঙ্কার দূর থেকে ভেসে এল যা সর্বাঙ্গব্যাপি সুখদায়ী যক্ষকর্দমের মতো সুখৈকমূল হল একতানতায়।

৬৬। কর্ণের সুখদায়ক সেই শব্দঝঙ্কার শ্রবণ হেতু মাতঙ্গীর সঙ্গীতরস লয়-তালাদিযুক্ত হলেও অবহেলা করে আকর্ণবিস্তৃত-নয়না তাঁরা শৃঙ্গারসূচক ভাবে লোলমনা হয়ে মৃগীর মতো কান খাড়া করে চঞ্চল চটুল নয়ন কোণে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন।

সখাগণ সঙ্গে হোলীরঙ্গে কৃষ্ণের আগমন ঃ

৬৭। অতঃপর সেইখানে পথের মাঝখানে বসন্তরাগ ধ্বনিত হতে থাকলে রাধার দলের এই মূর্ত স্ত্রীবেশিনী বসন্তরাগ প্রীত হয়ে ধ্বনি করতে লাগল।

বনদেবতা নিভাল্য ভাল্যবগাঢ়গাঢ়মাধুর্য্যধুর্য্যতনবো নবোল্লাসেনারাদালোক্য কৃষ্ণং নির্বর্ণয়ন্তি স্ম,—'অয়ি বার্ষভানবি! ন বিনা কৃষ্ণোৎসবেনৈতাদৃশো দৃশোরানন্দঃ সম্পদ্যতেঽদ্যতে তে। স এষ হৃদয়াধীশো ধীশোভিনাঽভিনায়কেন কেনচিদানন্দগুরুণা গুরুণা সুরভিকালাগমেন সম্পাদিত-সমুল্লাসো মুল্লাসোচিত-বেশভূষঃ সমধুমদমদনঃ সহ সহচরগণেন ভগণেন ভগবানিন্দুরিব সম্পাদ্যমান-বসন্তোৎসবঃ। সবহুতর-খেলনসামগ্রীকমগ্রীকরণায়েব পরমপ্রমোদস্য সুসজ্জোঽসুসজ্জোষায় যোষাণাময়ময়মুজ্জিহীতে হী তে সৌভাগ্যসম্পদো মহিমা হি মাদৃশা কিং বর্ণনীয়ঃ ॥

৬৯। পশ্য পশ্য,—

একেনৈব শিখণ্ডকেন চলতা রোলম্বসম্ভাষিণা
পুন্নাগস্তবকেন চারুণরজঃপূরেণ চালঙ্কৃতম্।
তির্য্যঙ্ন্যাসবিশেষশোভমলিকপ্রান্তাবলম্বালসং
শুভ্রোষ্ণীষমনীষদুজ্জ্বলমতিশ্লক্ষ্ণং শিরস্যাদধৎ ॥

৬৮। নানুভূতো ভূতলে প্রমোদো যস্য তৎ। বনদেবতাভিরেব নিভাল্যা নিভালয়িতুং শক্যা যা ভালী শোভা-শ্রেণী তয়াঽবগাঢ়ং কৃতাবগাহং গাঢ়ং নিবিড়ং যন্মাধুর্যং তস্য ধুর্যাস্তনবো যাসাং তাঃ। অদ্য তে তব স এব হৃদয়াধীশঃ। কীদৃশঃ? সুরভিকালাগমেন সম্পাদিত-সম্যগুল্লাসঃ। তেন কীদৃশেন? ধিয়ং শোভয়িতুং শীলং যস্য তেনাভিনায়কে-নাভিনয়কর্ত্রা বিদগ্ধনটেনেত্যর্থঃ। আনন্দ এব গুরুরুপাধ্যায়স্তেন সহ বর্তমানেনেত্যর্থঃ। স্বয়মপি গুরুণা শ্রেষ্ঠেন মুল্লাস আনন্দপ্রকাশস্তদুচিতবেষভূষঃ। মধুনা বসন্তেন মদো যস্য স চাসৌ মদনশ্চেতি তেন সহ বর্তমানো ভগবান্ শ্রীযুক্তঃ; "ভগং শ্রীকামমাহাত্ম্য-" ইত্যমরঃ। সবহুতরেতি ক্রিয়াবিশেষণম্। পরম-প্রমোদস্যাগ্রীকরণায় প্রধানীকরণার্থম্, তেনাপি কিং ফলমত আহ—যোষাণাং স্ত্রীণামসুভিঃ প্রাণৈঃ সজ্জোষা যা উত্তমা সেবা তদর্থং যোষা স্বপ্রাণানহি প্রদায় মাং সেবন্তামিত্যেবমর্থমিত্যর্থঃ। অয়ময়মিতি হর্ষেণ দ্বিত্বম্। হী বিস্ময়ে, তে তব ॥

৬৮। অতঃপর সেই ধ্বনি দ্বারা অনুমিত হল অমিতানন্দস্বরূপ নন্দকিশোরের ভূতলে অননুভূত-প্রমোদজনক বসন্তোৎসবের আগমন হয়েছে—এরূপ নির্ণয় করে বদদেবতাদেরও চেয়ে দেখবার মতো শোভায় নিমজ্জিত, নিবিড় মাধুর্যশ্রেষ্ঠ তনু গেপীগণ নবোল্লাসের সহিত দূর থেকে কৃষ্ণকে দেখে অভিনিবেশের সহিত বলতে লাগলেন—'অয়ি বার্ষভানবী, কৃষ্ণোৎসব বিনা তোমার নয়নে এতাদৃশ আনন্দের বিকাশ আজ হতে পারে না। হাঁ, সেই হৃদয়াধীশ কৃষ্ণই বটে। আনন্দরূপ গুরু সহ বর্তমান বিদগ্ধনটস্বরূপ ভাবী বসন্তকালের দ্বারা সম্পাদিত উল্লাসে ভরপুর, আনন্দ প্রকাশোচিত বেশভূষায় সজ্জিত, মূর্ত বসন্তোৎসব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বহুতর খেলনসামগ্রীতে সুসজ্জিত হয়ে বসন্তের আগমনে গর্বিত মদন ও সখাগণ সহ ঐ যে ঐ যে তারকা-বেষ্টিত পূর্ণচন্দ্রের মতো অতি উজ্জ্বল ভাবে দীপ্তি পাচ্ছেন—পরমানন্দ হুল্লোড়কে প্রধানরূপে তুলে ধরতে এবং প্রিয়াগণের প্রাণের সেবা গ্রহণ করতে। অহো রাধে, তোমার সৌভাগ্যসম্পদ-মহিমার কথা মাদৃশ জন কতটুকু বলতে পারে।

৬৯। দেখ দেখ,—ভ্রমরঝঙ্কৃত-কম্পমান একটি মাত্র ময়ুর পুচ্ছে, স্তবকে, অরুণ আবিরে

৭০। কিঞ্চ, বল্গদ্বল্গুমণীন্দ্রকুণ্ডলধুরা দীর্ঘীকৃতচ্ছিদ্রয়ো-
র্বিভ্রত্তৎক্ষণভুগ্নচূতমুকুলং শ্রীকর্ণয়োরেকতঃ।
গণ্ডে তৎপ্রতিবিম্বভাজি মধুরাং কাঞ্চিত্ত্বিষো মঞ্জরীং
গ্রীবাসীম্নি বিলাসবদ্ধচিকুরস্তোমেঽতিমুক্তস্রজম্ ॥

৭১। কিঞ্চ, লীলাঙ্গীকৃতপীতকঞ্চুকপরিপ্রোদঞ্চিতালঙ্কৃতি-
শ্চঞ্চৎকাঞ্চিতটীনটীং মণিময়ীং কর্পূরধানীং দধৎ।
দোলৎসারসনাগ্রচুম্বন-লসজ্জঙ্ঘাতলঃ কিঙ্কিণী-
রত্নোদ্যদ্ঘটিকঃ পদাম্বুজলসচ্ছিঞ্জানমঞ্জীরকঃ ॥

৭২। অপি চ— বেণুং বামকরেণ দক্ষিণকরেণান্দোলয়ন্ কন্দুকং
সৈন্দূরং ন বিদূরয়ন্ বদনতো রাগং বসন্তাভিধম্।
উদ্গীতে সুবলাদিভিঃ প্রিয়সখৈঃ শ্রীমূর্দ্ধনিধূননে-
নাস্বাদং প্রথয়ন্মদালসলসদ্ঘূর্ণায়মানেক্ষণঃ ॥

৬৯। রোলম্বসম্ভাষিণা ভ্রমরঝঙ্কারবতা অনীষদুজ্জ্বলমিত্যগ্রভাগেঽরুণচূর্ণৈর্ধূসরিতত্বাৎ ॥

৭০। 'চূতমুকুলম্' ইত্যশ্লীলত্বমক্ষরপরিবৃত্ত্যা পাঠাৎ সোঢ়ব্যম্। "মুকুলিতপুলকিতচূতে", "মুকুলপ্রসূতিশ্চূতানাং সখি শিখরিণীয়ম্" ইত্যাদি মহাকবি-প্রয়োগাৎ। অতিমুক্তস্রজং মাধবীপুষ্পমালাম্ ॥

৭১। চঞ্চন্ত্যাং কাঞ্চীতট্যাং নটীং চঞ্চলাং দোলতা সারসনস্যাগ্রেণ লম্বমানপট্টসূত্রস্তবকেন চুম্বনাল্লসদ্বিরাজমানং জঙ্ঘাতলং যস্য সঃ ॥

৭২। সৈন্দুরমরুণচূর্ণকল্পিতম্; "সিন্দূরং রক্তচূর্ণকে" ইতি মেদিনী ॥

অলঙ্কৃত হয়ে আছে, আর তেরছা করে স্থাপনে বিশেষ শোভন - ললাটপ্রান্ত অবলম্বনে আলস - অরুণ আবিরে কিঞ্চিৎ উজ্জ্বল-সূক্ষ্ম-শুভ্র উষ্ণীষ শীরে ধারণ করে আছে।

৭০। চঞ্চল মনোহর মনীন্দ্রকুণ্ডলভারে দীর্ঘীকৃত ছিদ্রবিশিষ্ট দু-কর্ণের একটিতে ধারণ করা রয়েছে সদ্য ভাঙ্গা আম্রমুকুল, গণ্ডে তৎপ্রতিবিম্বভাজি-কান্তিতে মধুর - কোনও অনির্বচনীয় মঞ্জরী, আর গ্রীবাসীমায় বিলাসে বদ্ধ চিকুরনিকরে মাধবীপুষ্প মালা ধারণ করা রয়েছে।

৭১। আরও, লীলায় অঙ্গীকৃত হয়েছে পীতপরিচ্ছদ, সজ্জিত দেখা যাচ্ছে অতি উজ্জ্বল অলঙ্কারে, চঞ্চল ঘন্টিমেখলা তটে নটনশীল মণিময়ী কর্পূরপাত্র ধরা রয়েছে, ঘন্টিমেখলার পট্টসূত্রস্তবকের দ্বারা চুম্বন হেতু বিলসিত জঙ্ঘাতলযুক্ত কটিতটে শোভা পাচ্ছে উজ্জ্বল রত্নে খচিত ঘন্টিমেখলা, আর পাদাম্বুজে লীলায় রুণুঝুণু রুণুঝুণু বাচছে নুপূর।

৭২। বাম করে বেণু ধরে দক্ষিণ করে অরুণ আবির বল আন্দোলিত করতে করতে, বদন থেকে বসন্তরাগ ছেরে না দিয়ে, সুবলাদি প্রিয়সখাগণের দ্বারা উদ্গীত ঐ রাগের তালে তালে শ্রীমস্তক ঢুলিয়ে আস্বাদন করতে করতে মদালসে বিলসিত ঘূর্ণায়মান নয়না শ্রীকৃষ্ণ ঐ তো শোভা পাচ্ছে।

৭৩। অপরঞ্চ— পার্শ্বদ্বয়ে প্রিয়সখদ্বয়দীয়মানং, তাম্বুলিকাদলপুটং পুরট-প্রকাশি।
স্নিগ্ধেন শোণরদনচ্ছদনদ্বয়েন, লীলাক্রমাদুভয়তঃ কুতুকেন গৃহ্ণন্॥

৭৪। অপরঞ্চ— উদ্ধূনিতৈস্তত ইতঃ পটবাসপূরৈ-,র্বালারুণাকৃতিভিরুদ্ভটগন্ধবদ্ভিঃ।
অত্যন্তলাঘবতয়া নভসি ভ্রমদ্ভি-,রপ্রাপ্তমৌলিতিলকালকপক্ষ্মলক্ষ্মীঃ॥

৭৫। অপি চ— গায়ন্তো মৃদুচর্চরীং দ্বিপদিকাং গ্রামৈস্ত্রিভিঃ সপ্তভি-
র্নির্মিশ্রশ্রুতিভিঃ স্বরৈরুপচিতে রাগে বসন্তাভিধে।
অন্যোন্যং কুতুকেন কেনচিদমী ঘ্নন্তো মুহুঃ কন্দুকৈঃ
সিন্দূরৈরভিতোঽভিতঃ সহচরাঃ খেলন্তি নৃত্যন্তি চ॥

৭৬। তদা তদাকলিতং ললিতং লসত্তরমেতদতিরুচিরং রুচিকরং জাতমচেতনানামপি যদিমং বিলাস-লালসং লসন্তমালোক্য বনলতা অপ্যনেকবিধং ভাবমাবিষ্কুর্বন্তি॥

৭৭। পশ্যত পশ্যত,—

৭৩। পুরটপ্রকাশি কনকবৎ প্রকাশধারি॥

৭৪। পটবাসপূরৈর্বসন্তখেলাচূর্ণপটলৈর্বালারুণাকৃতিভিরুদিতসূর্যবদ্বর্ণৈরত্যন্তং লাঘবং যেষাং তেষাং ভাবস্তত্তা তয়া।

৭৫। ত্রিভির্গ্রামৈঃ ষড়্জ মধ্যম-গান্ধারাখ্যৈর্নির্মিশ্রাঃ শ্রুতয়ঃ প্রত্যেকমেব যেষাং তৈঃ স্বরৈঃ সরিগমপধনিভিঃ।

৭৬। তদ্গানমাকলিতং শ্রুতং সদচেতনানামপি রুচিকরং জাতম্॥

৭৩। আরও, পার্শ্বদ্বয়ে প্রিয়সখাদ্বয়ের দ্বারা দীয়মান স্বর্ণোজ্জ্বল পানের খিলি স্নিগ্ধ অরুণ ওষ্ঠদ্বয়ে লীলাক্রমে উভয় দিকে আনন্দের সহিত গ্রহণ করতে করতে শোভা পাচ্ছে।

৭৪। এদিক-ওদিক উর্ধ্বে নিক্ষিপ্ত-বালারুণ উদ্ভটগন্ধী হোলির আবিররাশি অত্যন্ত হালকা হওয়াতে আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে, চূড়া-তিলক-অলক-পক্ষ্মশোভা স্পর্শ করতে পারছে না।

৭৫। আরও শ্রীকৃষ্ণের সখাগণ বসন্তের গান মৃদুচর্চরী ও দ্বিপাদিকা (দুচরণের গান) গাইতে থাকলে আকাশ ষড়্জ-মধ্যম-গান্ধারাখ্য ত্রিগ্রামের দ্বারা ও অমিশ্রা শ্রুতি সম্পন্ন সারেগামাদি সপ্ত স্বরের দ্বারা বসন্তাখ্য রাগ যদি সমৃদ্ধ হয়ে উঠল, তখন তাঁরা কোনও অনির্বচনীয় কৌতুকে পরস্পরে অরুণ আবির-বলের দ্বারা মুহুর্মুহু আঘাত করতে করতে চতুর্দিকে খেলছিল ও নৃত্য করছিল।

হোলীখেলা দর্শনে বনলতাগণের আনন্দ মত্ততা :

৭৬। তখন ললিত অতি বিলসিত অতি রুচির সেই গান শ্রবণে যদি অচেতনদেরও রুচি জাত হল, তখন সেই বিলাস লালস বিহার দেখে বনলতাগণও নানাবিধ ভাব প্রকাশ করতে লাগল।

৭৭। দেখ দেখ,—

৭৭। আমন্দচন্দনসমীরগুরূপদেশাৎ, প্রত্যগ্রপল্লবকরাভিনয়ং দধত্যঃ।
গীতেন ভৃঙ্গমিথুনপ্রকরস্য বল্ল্যঃ, কৃষ্ণাবলোকনমুদা সরসং নটন্তি॥

৭৮। তত্রৈব কাচিৎ— সন্ত্রাসং নবদলপাণিকম্পনেন, প্রোৎসাহং কুসুমময়েন সুস্মিতেন।
রোষং চ ভ্রমরঘটাকটাক্ষপাতৈ-,রাসন্নে মধুমথনে করোতি বল্লী॥

৭৯। অন্যা চেয়ম্— একেনানিলচপলেন পত্রহস্তে-,নারৌৎসীৎ স্তবকপয়োধরং পরেণ।
এহীত্যাহ্বয়ত ইবাপরেণ কাঞ্চিৎ, সব্রীড়া কুসুমময়ং স্মিতং ব্যধত্ত॥

৮০। তদত্র সচেতনানাং ক্ব নাম ধীরতা ধীরতাস্তু॥

৮১। তদা তদাকলয্য মন্দমধুরমধুরম্যস্মিতমুবাচ বৃষভানুনন্দিনীঙ্গিতজ্ঞা শ্যামা,—'শ্যামামৃতকরাদেব তে বনদেবতেঽবনমানন্দস্য, তদেতস্যৈব খেলনং সুখেঽলনং সুষ্ঠু ক্রিয়তাম্, কিমস্মাকমুত্তম্ভনেন যচ্চেত্থমাথ মান্যথা তদ্ভবিতুমর্হতি॥

৭৭। কৃষ্ণাবলোকনমুদা কৃষ্ণকর্তৃকাবলোকনেন মুৎ হর্ষস্তয়েতি কৃষ্ণস্য সভ্যত্বম্।

৭৮। মধুমথনে শ্রীকৃষ্ণে স্তবকগ্রহণার্থমাসন্নে সতি কাচিদ্বল্লী কুট্টমিতভাববতীতি ভাবঃ

৭৯। স্তবকমেব পয়োধরং স্তনমেকেন বামেন পত্ররূপহস্তেনারৌৎসীদাবৃতবতী। এহীত্যপরেণ দক্ষিণেন পত্র-হস্তেন কৃষ্ণচাঞ্চল্যদৃষ্ট্যা স্বসাহায্যার্থং কাচিৎ সখীমহ্বয়ত ইব ব্যধত্ত তিরোঽধত্ত। বিকৃতনামায়ং ভাবঃ। তল্লক্ষণং যথা—"হ্রীমানের্ষ্যাদিভির্যত্র নোচ্যতে স্ববিবক্ষিতম্। ব্যজ্যতে চেষ্টয়ৈবেদং বিকৃতং তদ্বিদু-র্বুধাঃ। ইতি।

৮০। ধীরতা ধৈর্যম্, ধিয়া বুদ্ধ্যা, রতা সংসক্তা, ক্বাস্তু ন ক্বাপীত্যর্থঃ।

৮১। হে বনদেবতে। বনাধিষ্ঠাত্রী বৃন্দে। শ্যামামৃতকরাৎ শ্যামচন্দ্রাৎ, শ্লেষভঙ্গ্যা শ্যামস্য কৃষ্ণস্যামৃততুল্যাহস্তাৎ

কৃষ্ণ কর্তৃক অবলোকন জনিত হর্ষে, মৃদুমন্দ মলয়ানিলরূপ গুরুর উপদেশানুসারে ভ্রমর ভ্রমরীর গীতের সহিত নবীন পল্লবরূপ করাভিনয় সহ লতাবলী সরসে নাচতে লাগল।

৭৮। সেইখানেই মধুমথন স্তবক গ্রহণার্থ নিকটে গেলে কোনও লতা যেন কুট্টমিত ভাবে নবপত্র-রূপ পাণিকম্পনে অতিশয় ভয়, কুসুমময়ী সুন্দর মন্দ মন্দ হাসিতে প্রবল উৎসাহ, আর ভ্রমরনিকররূপ কটাক্ষ-পাতে রোষ প্রকাশ করছে।

৭৯। আর অন্য এক লতা এখানে—কৃষ্ণের চাঞ্চল্য দেখে বায়ু-চালিত কোনও এক পত্ররূপ বাম হস্তে পুষ্প-স্তবকরূপ পয়োধর আবৃত করছে, অপর কোনও এক পত্ররূপ দক্ষিণ হস্তে নিজ সাহায্যার্থ সখীকে যেন আহ্বান করছে, লজ্জায় কুসুমময় মুচকি হাসিতে মনের ভাব প্রকাশ করছে।

৮০। তাই বলছি, এই বৃন্দাবনে সচেতনগণের ধৈর্য ও বুদ্ধি-সংলগ্নতা কি করে হতে পারে?

হোলীরণারম্ভে রাধাচন্দ্রাবলীর নিজ নিজ ভাবানুসারে স্থিতিঃ

৮১। তখন এইসব কথা শুনে বৃষভানুনন্দিনীর ইঙ্গিত অভিজ্ঞা শ্যামা বললেন—'হে বনদেবী বৃন্দে,

৮২। কিন্তু কৌতুকলোভবতি ভবতি হীদৃশং কুলজাকুলজাতিকৃত-হ্রীবাটিকাকবাটিকা-কঠোরত্বং যদেষা খরতরতথাবিধোৎকণ্ঠাকুঠারেণাপি ছেত্তুং ন শক্যতে॥

৮৩। যা সমীহিতমপি হিতমপিধত্তে ধত্তে চ হৃদ্ব্যথাং কামপি, তেনাধুনা সাধুনাঽসাধারণেন ধৈর্য্যেণেব যদ্ভূয়তে, তদেব নিরবদ্যমদ্য মহোৎসববাসরে বিশিষ্ট শিষ্টাচারপরিপ্রাপ্তা রচিতদৌর্ভগাপচিতিরপচিতিরনঙ্গস্য বিধাতব্যেতি ব্যেতি ন মনোরথোঽস্মাকম্। তেন তৎসম্পাদনায়ানায়াসলভ্যমানকুসুমচয়াবচয়াবসরেণ বর্ত্তমানা নিরীক্ষামহে মহেন মহিতং হিতং সকলকলাকলাপে হে শুভংযুবরা যুবরাজং ব্রজরাজস্য॥'

৮৪। সরসমতো রসমতোচিতমস্যা বচনমাকলয্য পুনরপি বৃন্দা বৃন্দাবনদেবীং শ্রীরাধামুবাচ,—'ভবতু

তে তবানন্দস্যাবনং পালনং তৎ তস্মাদেতস্যৈব খেলনং সুষ্ঠু ক্রিয়তাম্! কীদৃশম্? সুখেঽলনং পরিপূরকম্—'অল ভূষণপর্য্যাপ্ত্যাদিষু' নন্দ্যাদিঃ! যদিত্থম্, অন্যথা তন্না ভবিতুমর্হতি!

৮২ কুলজানাং কুলস্য জাতিকৃতা স্বভাবসিদ্ধা যা হ্রীবাটিকায়াঃ কবাটিকা, তস্যাঃ কঠোরত্বং হি ঈদৃশং ভবতি, যদ্যস্মাদেষা কবাটিকা

৮৩। যা হৃদো মনসো ব্যথাং কামপ্যনির্বাচ্যাং ধত্তে ধারয়তি, তথাপি হিতমপি সমীহিতং বাঞ্ছিতমপিধত্তে আবৃণোত্যেব, ন তু প্রকাশয়তীত্যর্থঃ অদ্য তদেব নিরবদ্যং নির্দূষণম্ কিঞ্চ, অদ্যানঙ্গস্য কন্দর্পস্যাপচিতিঃ পূজা বিধাতব্যেতি মনোরথোঽস্মাকং ন ব্যেতি, ন বিগতো ভবতি; "পূজা নমস্যাপচিতি" ইত্যমর কীদৃশী? রচিতা দৌর্ভগস্যাপচিতিঃ ক্ষয়ো যয়া সেতি প্রয়োজনমুক্তম তেন তস্যা অপচিতেঃ সম্পাদনায়ানায়াসেনৈব লভ্যমানানাং কুসুমচয়ানামবচয়াবসরেণ বর্ত্তমানাঃ সত্যো বয়ং ব্রজরাজস্য যুবরাজং নিরীক্ষামহে হে শুভংযুবরাঃ। পরমশুভবত্যঃ।

৮৪। অত এতদনন্তরং রসমতং সম্মতমুচিতং যোগ্যম্। অস্যা বচনং সরসং যথা স্যাদেবমাকলয্য শ্রুত্বা।

শ্যামচন্দ্র থেকেই তোমার আনন্দের পালন, সেইহেতু যা সুখরাশিতে পরিপূর্ণ করে দেয় এঁর সেই হোলীখেলা সুসম্পন্ন করে তোল। আমাদের আর উত্তেজিত করে তোলার কি আছে, এই তুমি যা বললে তা অন্যথা হবার নয়।

৮২। কিন্তু হে কৌতুকলোভবতি! কুলবতীগণের কুলের স্বভাবসিদ্ধা লজ্জারূপ গৃহ-কপাটের কঠোরতা ঈদৃশই হয়ে থাকে,—যেহেতু এই কপাট অতি তীক্ষ্ণ তথাবিধ উৎকণ্ঠা কুঠারের দ্বারাও ছেদিত হয় না।

৮৩। যা মনের ব্যথাকে কোনই অনির্বচনীয় দশা ধারণ করাচ্ছে, তথাপি বাঞ্ছিত হিতকেও গোপন করে রাখছে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ অসাধারণ ধৈর্যে এখন যা ঘটছে তা অবশ্য নিরবদ্য। আজ এই উৎসবদিনে দুর্ভাগ্যের ক্ষয়-রচনাকারিণী, বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণা, শিষ্টাচার প্রাপ্তা পূজা অবশ্য করা চাই। এই মনোরথ আমাদের সবসময় আছে—যাচ্ছে না। এতএব আমরা সবাই সেই পূজা সম্পাদন করবার জন্য অনায়াস-লভ্যমান কুসুমচয় চয়নের অবসরে এখান থেকে হে শ্রেষ্ঠমঙ্গলস্বরূপ সকলকলা-কলাপা সখীগণ। উৎসবে সম্মানিত প্রিয় ব্রজরাজ কুমারকে নিরীক্ষণ করতে থাকি।

৮৪। এরপর শ্যামার শৃঙ্গাররস-সম্মত সমুচিত কথা শুনে বৃন্দা পুনরায় বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধারাণীকে

নাম নামরূপাকৃতিকৃতিনীনাং ভবতীনামিদমেব সৌশীল্যম, তথাপি মাতঙ্গীগীতসঙ্গীতসহকারা সহকারাটবীমধ্য-মধ্যবস্থায় চন্দ্রাবলী বলীয়সা মহোৎসবানুকারেণ কুতূহলহলহলাপুরস্সরং পুরস্সরন্তী ত্বদীয়া চ সখী চারুচন্দ্রা রুচং দ্রাঘয়তু মাদৃশাং দৃশাম্, সফলয়তু চ বসন্তরাগস্য স্বরশ্রুতীনাং মূর্ত্তিমত্তাং মত্তাঞ্চ প্রমোদরভসাদরভসা মাতঙ্গীম্ ॥'

৮৫। ইতি বনদেবতাবচসা চ সা সচারুচন্দ্রা চন্দ্রাবলী বিবিধবীণাপ্রবীণা প্রকটিতবসন্তসন্তত-সন্তন্যমানশ্রুতিশ্রুতিসুখদং গায়ন্ত্যা সঙ্গীতদেবতয়া আদ্রিয়মাণা কল্পদ্রুতো দ্রুতোদীর্ণমহোৎসব-ক্রীড়নককনককমনীয়-বালারুণারুণামোদমোদনবিলাসধূলীধূলীলয়া মণিখচিত-সুখচিত-সুমঞ্জুল-জলযন্ত্রভরনির্ভৃত-জগুড়জগুড়কস্তূরিকা-ঘনসার-গন্ধসারগন্ধসারদ্রবদ্রবণখেলয়া চ সঙ্গীততালসমং গমনমেব নটনয়ন্তীভির্নয়ন্তীভিঃ প্রমোদস্য পরাং কোটিং কোটিং চ স্বর্বাণিনীনাং তিরস্কুর্বতীভিঃ সহচরীভিঃ সহ সহর্ষমারেভে মারেভেন প্রেরিতা যদি বসন্তক্রীড়াম্, তদা সরসমধুমধুরস্মিতং বিস্মিতং বিরচয্য মনো মনোজ্ঞচরিতা শ্রীরাধা চ কিয়তীভিঃ সখীভিরুভয়তোঽভয়তো-ষতো বিলোকয়ন্তী কৃতকুসুমাবচয়ব্যপদেশে দেশে তস্মিন্নেব বিললাস ॥

নামাদিভিঃ কৃতিনীনাং যোগ্যানাম্; "কৃতী স্যাৎ পণ্ডিতে যোগ্যে" ইতি মেদিনী। তথাপি চন্দ্রাবলী ত্বদীয়া চ সখী চারুচন্দ্রা সহকারাটবী আম্রবনং তন্মধ্যমধ্যবস্থায় মাদৃশাং দৃশাং দৃষ্টীনাং রুচং দ্রাঘয়তু। কথম্ভূতা? মাতঙ্গ্যা গীতং যৎ সঙ্গীতং তেন সহকারঃ সহব্যাপারো যস্যাঃ সা পুরঃসরন্তী অগ্রগামিনী প্রমোদস্য গানানন্দস্য রভসাদ্বেগান্মত্তাং মাতঙ্গীং সফলয়তু সার্থকয়তু, স্বয়ং ত্বরভসা সাবধানেত্যর্থঃ।

৮৫। চারুচন্দ্রয়া সহ চন্দ্রাবলী সহকারাটবীং গত্বা যদি বসন্তক্রীড়ামারেভে, তদা রাধা তস্মিন্নেব দেশে অতিমুক্ত বাটিকায়াং বিললাসেত্যন্বয়ঃ। প্রকটিতাভির্বসন্তে সন্ততং সংতন্যমানাভিঃ শ্রুতিভিঃ শ্রুতিসুখদং কর্ণসুখদায়ী যথা স্যাত্তথা গায়ন্ত্যা সঙ্গীতদেবতয়া মাতঙ্গ্যা আদ্রিয়মাণা। কল্পদ্রুতঃ কল্পবৃক্ষাদ্দ্রুতমেবোদীর্ণা উদ্গতা চাসৌ মহোৎসবে ক্রীড়নং যতঃ সা চ কনককমনীয়া চ কনকোত্তমবর্ণা চ বালারুণবদুদিতসূর্যবদরুণা চ, আমোদেন সৌগন্ধ্যেন মোদনী হর্ষকরী চ যা বিলাসধূলী তস্যা ধূঃ কম্পনং প্রচলনং তদ্রূপয়া লীলয়া, মণিভিঃ খচিতঞ্চ তৎসুখানাং চিতং সমূহো যত্র তচ্চ সুমঞ্জুলং চ

বললেন—'স্বীকার করি, নাম-রূপ-আকৃতিতে যোগ্যা আপনাদের এ-ই সৌশীল্য বটে, তথাপি মাতঙ্গীর গাওয়া গান সহ বসন্তোৎসব অনুষ্ঠানরতা চন্দ্রাবলী তাঁর সখী চারুচন্দ্রার সহিত অগ্রগামিনী হয়ে ভারি মহোৎসবানুরূপ কুতূহল-হলহলা শব্দ করতে করতে এই আম্রবন মধ্যে ঐ তো দিক্ আলো করে মাদৃশ জনের দৃষ্টির অতিশয় রুচিকর হয়ে বিরাজমানা হয়েছেন, আর অহো বসন্তরাগের স্বর ও শ্রুতি সকলের মূর্তিস্বরূপ ও গানানন্দ বেগে মত্তা মাতঙ্গীকে সার্থক করে দিচ্ছেন— নিজে কিন্তু আনন্দবেগে অসামাল হচ্ছেন না।'

৮৫। এইরূপে বৃন্দাদেবীর বাক্যে যদি শ্রীরাধা সমীহিতা হয়ে গেলেন, আর বসন্তে নিরন্তর ব্যক্ত ও বিস্তারিত শ্রুতির সহিত কর্ণরসায়ণরূপে গান করতে করতে বিরাজিত সঙ্গীতদেবতা মাতঙ্গীর দ্বারা সেবিতা, কল্পবৃক্ষ থেকে চোখের নিমেষে উদ্গত মহোৎসবোপযোগী কনক-কমনীয় বালসূর্য সম অরুণ ও সৌগন্ধে আনন্দদায়ী বিলাসধূলির নিক্ষেপণ-লীলার সহিত এবং মণিখচিত-সুখাধার-সুমঞ্জুল পিচকারীতে গাদানো কুঙ্কুম গোলক ও মৃগমদ-কর্পূর-চন্দনগন্ধী অতিশ্রেষ্ঠ কর্দম সজোর-চালনে ছোড়নরূপ হোলীখেলার সহিত নৃত্য-

৮৬। এবং সতি তং দেশমেব খেলনানুক্রমেণ ক্রমেণ সমনুসরৎসু সরৎসুখসন্দোহদোহনপরেষু ব্রজ-রাজযুবরাজযুবসহচরেষু পুরঃসরেণ বটুনাঽবটুনাটিত-রমাহারেণ কৌতুকারোহসমানেন হসমানেন দিশি বিদিশি বিতীর্ণনয়নেন দূরত এব মহোৎসবপ্রবৃত্ত চারুচন্দ্রা চন্দ্রাবলী-প্রভৃতিকলসঙ্গীতসঙ্গী তরলতরললিত-বলয়লয়প্রিয়ঙ্কর করতালিকালিকান্তঃ সকলকলাকলাপবিদগ্ধমুগ্ধমুরজ-মৃদঙ্গ-বীণা সম্বাদিবাদিত্রবিলাসিকা-লাসিকা-চরণসঞ্চরণ-সঞ্চলন্মণি-মঞ্জীর-নিক্বণ সনাথঃ কোঽপি নাদ শুশ্রুবে॥

যৎ জলযন্ত্রং তত্র ভরেণাতিশয়েন নির্ভৃতস্য জগুড়জগুড়স্য কুঙ্কুমগোলকস্য কস্তূরিকা-ঘনসার গন্ধসারাণাং মৃগমদকর্পূর চন্দনানাং চ যে গন্ধেন সারা দ্রবাস্তেষাং দ্রবণং ক্ষেপণবশাৎ প্রচলনং তদ্রূপয়া খেলয়া চ।—"গুড়ঃ স্যাদ্গোলকে হস্তি সন্নাহেক্ষুবিকারয়োঃ" ইতি মেদীনী। গমনমেব খেলোপযোগী দ্রুত মধ্য মন্দ ভেদৈঃ স্বাভাবিকং নটনয়ন্তীভির্নটনং কুর্ব-তীভিঃ, সঙ্গীত-তালসমং যথা স্যাদিতি তাদৃশ-গমনানুসারেণৈবোচিত তাল প্রয়োগং তদনুকূলমেব সঙ্গীতং চ কুর্বতীভিরি-ত্যর্থঃ। অতএবাতিবৈষমোঽপ্যাতিকৌশলাৎ স্বর্বাণিনীনাং স্বর্গ-নর্ত্তকীনাং কোটিমপি তিরস্কুর্বতীভিঃ, "বাণিন্যৌ নর্ত্তকীমত্তে" ইত্যমরঃ। মনো বিস্মিতং বিস্ময়যুক্তং বিরচয্য কৃত্বোভয়তঃ শ্রীকৃষ্ণস্য গানাদিকমেকতশ্চন্দ্রাবল্যাশ্চান্যতো বিলোকয়ন্তী। অভয়ং বিজাতীয়হুপ্রবেশবনমধ্যস্থত্বান্নিঃশঙ্কত্বং তচ্চ তোষ আনন্দশ্চ তাভ্যাম্॥

৮৬। ক্রমেণ চরণবিন্যাসেন; "ক্রমঃ শক্তৌ পরিপাট্যাং ক্রমং চলন কম্পয়োঃ" ইতি বিশ্বঃ। সরতাং প্রসরতাং সুখসমূহানাং দোহনপরেষু প্রপূরকেষু সৎসু পুরঃসরেণ সতা কুসুমাসবেন বটুনা কোঽপি নাদঃ শুশ্রুবে। কথম্ভূতেন ? অবটৌ ঘাটায়াং নাটিতো ভণ্ডনৃত্যভঙ্গ্যা স্কন্ধগ্রীবোচ্চালনেন নর্তিতো রম্যহারো যেন তেন। কৌতুকস্যারোহেণ হেতুনা

ভঙ্গীতে গামিণী, গমনানুসারে তাল প্রয়োগ ও তদনুকূল সঙ্গীতকারিণী, কোটি আনন্দের পরাবধিদায়িনী, কোটি স্বর্গনর্তকীদের তুচ্ছীকৃতকারিণী সখীগণকে সঙ্গে নিয়ে সহর্ষে মদন হস্তীর দ্বারা প্রেরিতা হয়ে যদি বসন্ত-ক্রীড়া আরম্ভ করলেন চারুচন্দ্রা সহ বিবিধ বীণাপ্রবীণা চন্দ্রাবলী, তখন মনোজ্ঞ চরিতা শ্রীরাধা সরস মধু হতেও মধুর মুচকি হাসি হেসে মনকে বিস্ময়যুক্ত করে উভয় দিকে অর্থাৎ একবার কৃষ্ণের দিকে একবার চন্দ্রা-বলীর দিকে তাকাতে তাকাতে কুসুমচয়নচ্ছলে মাধবীলতা বনে বিহার করতে লাগলেন।

কৃষ্ণাদেশে বটুর গোপীসমাজে আগমন ও হোলীযুদ্ধের সূচনা করণ :

৮৬। এদিকে যখন এইরূপ অবস্থা তখন ওদিকে প্রসরণশীল সুখরাশির প্রপূরক, ব্রজরাজযুবরাজের যুবসহচরগণ হোলী খেলতে খেলতে এই বনের দিকে লীলানুসারে নাচতে নাচতে আগমনরত হলে সকলের পুরগামী, ভাঁড়নৃত্য-ভঙ্গীতে স্কন্ধগ্রীবা উচ্চালনে রম্য-হার নাচানী, কৌতুকের উচ্ছলতা হেতু গর্বিত এবং চতুর্দিকে সঞ্চালিত-নয়ন বটু কুসুমাসব দূর থেকে ভেসে আসা কোনও একটি অনির্বচনীয় শব্দঝঙ্কার শুনতে পেলেন—এ হ'ল হোলী মহোৎসবে প্রবৃত্ত চারুচন্দ্রা-চন্দ্রাবলী প্রভৃতির মৃদু মধুর গানের সঙ্গে মিলিত অতি চঞ্চল ললিত বলয়ের পরস্পর আলিঙ্গনঝণৎকার যুক্ত, প্রিয়কারিণী করতালিকা শ্রেণীতে রম্য, সকল কলা-কলাপে বিদগ্ধ-মুগ্ধ মুরজ-মৃদঙ্গ-বীণার সম্মিলিত বাদ্যধ্বনি বিশিষ্ট এবং বন বিহারিণীদের ও নর্তকীদের চরণ-সঞ্চার-তালে চঞ্চল মণিমঞ্জরীর নিক্বনযুক্ত কোনও অনির্বচনীয় শব্দ-ঝঙ্কার।

৮৭। শ্রুত্বা চ ত্বাচমুদ্ধর্ষমভিনীয় সমুৎকঃ সমুৎকঃ প্রিয়বয়স্যং শ্রীকৃষ্ণমুবাচ,—'প্রিয়বয়স্য! কিময়ময়তেঽস্মাকমেব সম্প্রতি প্রতিশ্রুতি শ্রুতিনিকরোঽতিনিকরোতি বা কোঽপ্যপরোঽপরোক্ষ এব কেষাঞ্চন মহোৎসবসঙ্গী সঙ্গীতক-কলকলঃ, তদবগন্তুমর্হমর্হত্তমৈরেতৎ' ইতি নিগদিতেন তেন কিশোরবরমুকুটমণিনা মণিনানালঙ্কারধারিণা স পুনরয়মবাদী,—'বাদিত্রধ্বনিরয়মন্যদীয় এব, তন্মিভালয় ভালয় কুতোঽদ্যাতোদ্যান্তরধ্বনিরয়ং রয়ং গতঃ॥'

৮৮। ইতি নিগদিতেন বটুনাতিপটুনাতিপরমোল্লাসেন সত্বরমুপগম্যাঽতিরমণীয়া রমণীমণীসভাসভাজিতা জিতাব্ধিতনয়া নয়ার্জবজবা জবারুণকরচরণপল্লবা পল্লবাগ্রমবধুত্য মাধবীকুসুমমবচিন্বতী স্বতীন্দ্রিয়া ভুবনমবতীর্ণা বসন্তলক্ষ্মীরিব প্রথমতো বার্ষভানবী দদৃশে। তদব্যবহিতা হিতাচরণশালিনী ললিতা ললিতাকারা শ্যামা চ তদদূরে মহামহানন্দপরবশাশ্চারুচন্দ্রাচন্দ্রাবলীপ্রভৃতয়শ্চ॥

সমানেন সগর্বেণ। নাদঃ কথম্ভূত? তরলতরাণাং ললিতবলায়ানাং লয়েন পরস্পরং সংশ্লেষেণ প্রিয়ঙ্করাভিঃ করতালিকাশ্রেণিভিঃ কান্তো রম্যঃ। সকলানাং সমস্তানাং কলানাং কলাপে সমূহে বিদগ্ধাশ্চ তাঃ, মুগ্ধানাং মনোহরাণাং মুরজাদীনাং সংবাদি সমেলকং যদ্বাদিত্রং বাদ্যং তত্র বিলাসিকাশ্চেতি তাশ্চ লাসিকা নর্ত্তক্যশ্চ তাসাং দ্বয়ীষাং চরণসঞ্চরণৈঃ সম্যক্ তালানুসারেণ চলতাং মণিমঞ্জীরাণাং নিক্বণেন সনাথঃ॥

৮৭। ত্বাচং ত্বগ্ভবং রোমাঞ্চরূপমিত্যর্থঃ, সমুৎকো দ্রষ্টুং সমুৎকণ্ঠঃ, সমুৎকঃ সহর্ষঃ। প্রতিশ্রুতি প্রতিকর্ণমস্মাকমেব সঙ্গীতস্য শ্রুতিনিকরঃ শ্রুতি সমূহোঽয়তে প্রত্যাগচ্ছতি কোঽপ্যপরো বা অপরোক্ষঃ প্রত্যক্ষ এব সন্ অতিনিকরোতি, অস্মন্মহোৎসব-কলমতিক্রম্য তিরস্করোতীত্যর্থঃ—"নিকারঃ স্যাৎ পরিভবঃ" ইতি ধরণিঃ। তত্তস্মাদেতদস্মদতিক্রামকং গীতমবগন্তুং জ্ঞাতমর্হত্তমৈরস্মাভিরর্হমুচিতম্। হে ভালয়! কান্ত্যালয়! কুতঃ স্থানাদদ্যায়মাতোদ্যান্তরধ্বনির্বাদ্যান্তরশব্দো রয়ং রয়ং গতঃ বেগযুক্তং লয়ং সাম্যং প্রাপ্তঃ।—"লয়স্তু ত্রিবিধঃ প্রোক্তো দ্রুতো মধ্যো বিলম্বিতঃ" ইতি গীতপ্রকাশঃ॥

৮৮। ইতি নিগদিতেন বটুনা সত্বরমুপগম্য বার্ষভানবী দদৃশে। সভাজিতা স্তুতা জিতাব্ধিতনয়া সৌন্দর্যেণ বিজিতলক্ষ্মীকা নয়স্য নীতেরার্জবস্য ঋজুত্বস্য জবো বেগো যস্যাং সা; অতীন্দ্রিয়া অমূর্ত্তাপি বসন্তলক্ষ্মীর্ভুবনমবতীর্ণা-মূর্তিমতীবেত্যর্থঃ। তদদূরে সহকার-বাটিকায়াং চন্দ্রাবলীপ্রভৃতয়শ্চ দদৃশিরে ইতি বচনবিপরিণামেনানুষঙ্গঃ॥

৮৭। ঐ শব্দ-ঝঙ্কার শুনেই রোমাঞ্চরূপ মহান্ হর্ষের ভাব ধারণ করে দর্শনের উৎকণ্ঠায় সহর্ষে প্রিয়বয়স্য শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—'প্রিয় বয়স্য! সম্প্রতি কি প্রত্যেক সখার কর্ণে আমাদের সঙ্গীতেরই 'শ্রুতি' সকল আসছে কিম্বা কোনও অপর কারও মহোৎসব-সঙ্গী সঙ্গীত-কলকল প্রত্যক্ষ হয়ে আমাদের মহোৎসব-কোলাহলকে ছাপিয়ে উঠ্ছে? যদি আমাদের সঙ্গীতকে ছাপিয়ে উঠা কোনও গীতই হয় তবে সম্মানীয় আমাদের খোঁজ নেওয়া উচিত।' এ কথা শুনে সেই নানামণি-অলঙ্কার-ধারী কিশোরবরমুকুটমণি কৃষ্ণ বটুকে পুনরায় এইরূপ বললেন—'হে কান্তির আগার! এই বাদ্যধ্বনি অন্য কারুরই হবে, অতএব খোঁজ কর, কোত্থেকে আজ এই বাদ্যান্তর-শব্দ বেগযুক্ত হয়ে সাম্য প্রাপ্ত হচ্ছে।

৮৮। এইরূপ বললে অতিপটু বটু অতি পরমোল্লাসে সত্বর শব্দ-ঝঙ্কারের নিকটে গিয়ে অতি রমণীয়, রমণীমণীসভা-স্তুতা, বিশিষ্ট সৌন্দর্যে লক্ষ্মী-বিজেত্রী, নীতি ও সরলতাবেগ বিশিষ্টা, এবং জবারুণ করচরণপল্লবা

৮৯। দৃষ্ট্বা চ স তরসাহ,—'সাহসিকে ললিতে। কিমিতিমিতিমদেনোন্নতিমদেনোঽন্বতিবিধীয়তে, যদস্তনববসন্তমহে মহেচ্ছস্য মম বয়স্যস্য বয়স্যস্য নবাতিমুক্তস্য কুসুমং ন কেনাপি গৃহীতং হী তং তস্যাতিপ্রিয়-মতিমুক্তং মুক্তং পল্লবৈঃ কুসুমৈরপি কুর্বন্তি ভবত্যো। দর্পবত্যো। দর্পকন্দর্পকলাহারিণো ন জানীথ মদ্বয়স্যস্য ভুজভুজ-গভোগদর্পং তদিদানীমেব জ্ঞাস্যথ। তদহমিতো গত্বা নিবেদয়ামি' ইতি সত্বরং শ্রীকৃষ্ণমুপসৃত্য 'বয়স্য। সম্প্রতি প্রতিপন্নঃ কিল বসন্তমহো মহোদয়স্য ভবতঃ। যতঃ,—

বসন্তলক্ষ্মীঃ স্বয়মেব মূর্ত্তা, বিভূতিভিঃ স্বাভিরিবাঙ্গভাগ্ভিঃ।
ইতো ন দূরে বিবিধৈর্বিধানৈ-,র্মূর্ত্তং বসন্তোৎসবমাতনোতি॥

৯০। তথা হি— আতোদ্যং ক্বানুমোদ্যং ভবতু ভুবি তথা সা চ সঙ্গীতভঙ্গী
স্বঃসঙ্গীতোদ্ধুরাণামপি নহি বিষয়ঃ কোঽপরস্তাং তনোতু॥

৮৯। স কুসুমাসব আহ—হে ললিতে! কিং কিমর্থমিতিমিতিনা এতৎপরিমাণকেন মদেন গর্বেণোন্নতিমদাধিক্য-যুক্তমেনোঽপরাধোঽনু সহাত্তিবিধীয়তে, অতিশয়েন ক্রিয়তে।—"অনু হীনে সহার্থে চ" ইতি বিশ্বঃ অত্র মিতিমদেনোন্ন-তিমদেনো ইতি চতুর্ভির্বর্ণৈরেকবর্ণ-ব্যবধানেন যমকং জ্ঞেয়ম্। মম বয়স্যস্য তস্য তং প্রসিদ্ধমতিমুক্তং পল্লবৈঃ কুসুমৈরপি মুক্তং রহিতং ভবত্যঃ কুর্বন্তি, হী বিস্ময়ে। অস্য নবাতিমুক্তস্য বয়সি কেনাপি মুক্তং কুসুমং ন গৃহীতম্। নবাতিমুক্তস্যেতি নবত্বাদতিশয়েনৈব পুষ্পানবচয়াদস্মাভিরপি ত্যক্তস্যেতি শ্লেষার্থঃ। দর্পকস্য কন্দর্পস্যাপি দর্পকলাহারিণঃ॥

৯০। তাং সঙ্গীতভঙ্গীম্; অনল্পে প্রচুরেঽপি ব্রহ্মশিল্পে বিধিশিল্পে সা সামগ্রী নাস্তি। অতস্তত্র লোকৈঃ কথং কল্পেত, তাং সম্পাদয়িতুং কথং সমর্থঃ স্যাদিত্যর্থঃ॥

বার্ষভানবীকে দেখলেন— অমূর্ত হলেও ভুবনতলে অবতীর্ণা মূর্তিমতী বসন্তশোভার মতো পল্লবাগ্র ধরে মাধবী-কুসুম চয়ন করছেন।

৮৯। এ দেখে তিনি ধমকের সুরে বললেন—'হে সাহসিকে ললিতে। কি জন্য এরূপ গর্বগিরি-চূড়ায় চড়ে অত্যন্ত অপরাধ জনক অত্যাচার আরম্ভ করলে, কি আশ্চর্য, যেহেতু আজ নববসন্তোৎসবে আমার বয়স্য অনেক কিছু করবে বলে অভিলাষ পোষণ করে রেখেছে তাই নবমাধবীর এই কুসুম এতকাল পর্যন্ত কেউ চয়ন করেনি। দর্পবতী তোমরা সেই অতিপ্রিয় মাধবী পল্লব ও কুসুম শূন্য করে দিলে যে। তোমরা যে বড় দর্প দেখাচ্ছ, কন্দর্পের দর্পবলহারী আমার বয়স্যের ভুজভুজঙ্গফণার দর্প কি জান না, আচ্ছা এখনই দেখতে পাবে। এই দাঁড়াও আমি এখান থেকে গিয়ে সব কিছু বলে দিচ্ছি—এইবলে দ্রুত শ্রীকৃষ্ণের নিকট গিয়ে বললেন—

পরপক্ষের স্তবে কৃষ্ণকে যুদ্ধে উত্তেজিত করণ ঃ

'বয়স্য, সম্প্রতি অতিসমৃদ্ধ তোমার বসন্তোৎসব সম্পাদিত হয়ে গেল বলে। যেহেতু,—

বসন্তশোভা নিজেই নিজের অঙ্গভাক্ বিভূতি সহ মূর্ত হয়ে এখান থেকে অদূরে বিবিধ বিধানে বসন্তোৎসব মূর্ত করে তুলছেন।

সামগ্রী যা চ যা চোৎসবরভসবিধেনাস্তি সা ব্রহ্মশিল্পেহ-
নল্পে কল্পেত লোকঃ কথমহহ মহৎ কৌতুকং দৃষ্টমাসীৎ ॥

৯১। তব তু ব্রজরাজকুমারস্য মা রস্যতমা তাদৃশী মহতী মহতীব্রতা ॥'

৯২। সখায় উচুঃ,—'অয়ি কুসুমাসব! মা সবহুমানং পরপক্ষং স্তুহি, বস্তু হি বহুমতং স্বমতমেব, তৎ ত্বমধুনা মত্তোঽসি ॥'

৯৩। স উচে,—'ন হি কুসুমাসবঃ স্বয়মেব মাদ্যতি, মাদয়ত্যেব সর্বান্, তত্রাপি নাহং স কুসুমাসবো যং পীত্বৈব মাদ্যন্তি, মম তু শব্দেনৈব সর্বে মত্তা ভবন্তি ॥'

৯৪। শ্রীকৃষ্ণ আহ,—'সাধু বয়স্য সাধু, সাঽধুনা সাধুনা মহোৎসবস্থলী পুনরপি চাক্ষোভবতা ভবতা দ্রষ্টুমর্হা পশ্চাদস্মাভিশ্চ ॥'

৯১। তব তু মহস্য উৎসবস্য তীব্রতা মা তাদৃশী রস্যতমা ॥

৯২। সবহুমানং যথা স্যাত্তথা পরপক্ষঃ মা স্তুহি। মধুনা মাধ্বীকেন, শ্লেষাৎ বসন্তেন, নর্মভঙ্গ্যা মদ্যেন চ ॥

৯৩। কুসুমস্যাসবো মধু; মম শব্দেনৈবেতি বাঙ্মাত্রেণৈব যুষ্মাদৃশান্ ভ্রামরিতুং শক্নোমীতি ভাবঃ ॥

৯৪। সাধুনা ভবতা ॥

৯০। বীণা-শৃঙ্গ-মৃদঙ্গ-করতালাদি চারপ্রকার বাদ্য যা দেখে এলাম তা এ-পৃথিবীতে কোথায়-না পরমাদরে স্বীকৃতি লাভ করবে, তথা সেই সঙ্গীতভঙ্গী স্বর্গীয় সঙ্গীতশ্রেষ্ঠগণেরও বোধগম্য নয়, অন্য অপর কে আর তা কণ্ঠে তুলতে পারবে? উৎসবের উপাচার এবং আমোদ-অনুষ্ঠান যা দেখে এলাম তা প্রাচুর্যময় ব্রহ্মশিল্পেও নেই। এই জগতের লোক আর তার কল্পনা কি করে করতে পারে—হায় হায় এক মহাকৌতুক দেখে এলাম।

৯১। তুমি যে ব্রজরাজের কুমার তোমার উৎসব-উচ্ছ্বলতাও তাদৃশী অতি মহতী আস্বাদনীয় হবে না।'

৯২। শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'অয়ি কুসুমাসব, বহুমান্যতা যাতে হয় সেই ভাবে পরপক্ষকে স্তব করো না। নিজের মনোগত ভাবই সার, তাই সমাদৃত হয়। তাই মনে হচ্ছে, তুমি অধুনা মদ্যপানে মাতাল হয়েছো।'

৯৩। কুসুমাসব বললেন—'কুসুমাসব অর্থাৎ কুসুমের মধু নিজে কখনও-ই মত্ত হয় না, মত্ত করে সকলকে। তত্রাপি আমি তেমন 'কুসুমাসব' অর্থাৎ কুসুমের মধু নই যা পানে লোকে মত্ত হয়। আমার তো কথাতেই সকলে মত্ত হয়ে পড়ে।'

কৃষ্ণের দ্বারা পুনঃ প্রেরিত বটুর গোপী সমাজে বাক্‌যুদ্ধ ঃ

৯৪। শ্রীকৃষ্ণ বললেন –'সাধু বয়স্য সাধু, সেই মহোৎসব-স্থলী পুনরায় অধুনা অভগ্নোৎসাহ তোমার দ্বারা দেখারই যোগ্য, পশ্চাৎ আমাদের দ্বারাও।'

৯৫। ইতি তেন সরসমুদিতো মুদিতো বটুঃ পুনরসকৌ রসকৌতুকী তং দেশমাসাদ্য সাটোপং 'তুললিতে ললিতেঽপসর সরসীরুহাক্ষানিদেশতো দেশতো হি তাবদস্মাদস্মকমতিমুক্তকুসুমং মাপহর,হরসি চেৎ প্রতিফলং লপ্স্যসে।'সাহ —'সাহসিক বটো। কপটপটো। জল্পন্নিদমবদ্যমবদ্যসি কিমিতি নিজসৌজন্যম্? শিষ্টপরম্পরাপরাগতা রাগতারতম্যেনাঽস্থানবদ্যা নববসন্তোৎসববাসরে বাসরেশতনয়াকূলেঽনুকূলেঽনুরক্তা রক্তাশোকমূলে মদনমর্চয়তি বধূততিরিতি রীতিরিতিরীণধুরীণতয়া স্বয়মেব কুসুমাবচয়নায় নায়কমণীসদৃক্ষয়াক্ষয়াভিজনয়ানয়া নয়াসন্নসকলগুণয়া প্রিয়সখ্যা স খ্যাতিকয়া কয়াচন রাধাভিখ্যয়া সহ সমাগতা বয়ম্, কথমুন্মত্ত ইবাত্র প্রলপসি।'

৯৬। স আহ,—'রে হরেরপরঃ কোঽন্যো মদনো মদনোদনো যঃ সকলানামুন্মাদকো মুন্মাদকোমলশ্চ। তস্মিন্ সাক্ষাদ্বর্ত্তিন্যসাক্ষাদ্বর্ত্তিন্যহো মদনে বঃ পূজারতিঃ কিমিতি ভবত্য এবোন্মত্তা মত্তাবচ্ছৃণুত। অয়মহং মহং বঃ কারয়িষ্যামি, স্বস্তিবাচনপূর্বকমপূর্বকমনীয়ং পুরোহিততয়া পুরো হিততয়া তদিত ইত ইত তস্যৈব সমীপম্॥'

৯৫। হে বটো কপটপটো! ইতি কপটপাটবেনৈব ত্বয়া বটুত্বং সাধিতমিতি ভাবঃ। তেন তুভ্যং গালিপ্রদানমপি নানুচিতমিতি দ্যোতিতম্। ইদমবদ্যং নিন্দ্যং জল্পন্ নিজসৌজন্যং কিমিতি অবদ্যসি খণ্ডয়সি, স্বদৌর্জন্যমেবাস্মন্মুখত আখ্যাপয়সীতি ভাবঃ। রাগস্যাসক্তেস্তারতম্যেনাস্থ অনবদ্যা অনিন্দ্যা বধূততির্মদনমর্চয়তীতি রীতিঃ শিষ্টপরম্পরাগতেত্যন্বয়ঃ। ইতি হেতো রীণা ক্ষরিতা যা ধুরীণতা প্রভুতা তয়া রাগোৎকণ্ঠ্যান্নিজ-প্রভুতামপ্যনাদৃত্যেত্যর্থঃ। নায়কমণী হারমধ্যরত্নং তত্তুল্যয়া অক্ষয়োঽভিজনঃ কুলং যস্যাস্তয়া, মহাকুলবত্যা ইত্যর্থঃ॥

৯৬। মদনোদনো গর্বখণ্ডনঃ, সকলানাং সর্বেষাম্, কিন্তু উন্মাদয়তীতি স ইতি মদনশব্দবাচ্যঃ স এবেত্যর্থঃ। স্বয়ন্তু মুৎ হর্ষো মাদো মত্ততা, তাভ্যামপি কোমলঃ। তস্মিন্ হরৌ ভগবতীতি সাক্ষাদ্বর্তিনি সত্যসাক্ষাদ্বর্তিনি পরোক্ষে মদনে মত্তাবৎ মত্তস্ত্রাবৎ মহং পূজামুৎসবং বা পুরোহিতয়া পৌরহিত্যেন পুরো হিততয়া পুরোঽগ্রে হিতরূপত্বেন; যদ্বা, হীতি পৃথক্ পদম্, ততয়া বিস্তৃতয়া ইত ইত ইতি তদ্বর্ত্মোপদেশঃ; ইত গচ্ছত॥

৯৫। এইরূপে কৃষ্ণ সরসতার সহিত কথাগুলি বললে হর্ষোৎফুল্ল হোলীক্রীড়ারসকৌতুকী বটু সেই স্থানে গিয়ে সাটোপে বললেন—'ওহে তুললিতে! কমল-নয়ন আমার সখার আদেশ শোন—এই বনদেশ থেকে চলে যাও, এখান থেকে আমাদের মাধবীকুসুম চুরি করা এখনই বন্ধ কর। যদি চুরি কর তবে প্রতিফল পাবে।'

ললিতা বললেন—'সাহসিকে বটো। কপটপটো। এইরূপ কুৎসাকারী বাচালতায় নিজের সৌজন্যতাকে কেন দূর করে দিচ্ছ? নববসন্তোৎসব-বাসরে সূর্যতনয়ার অনুকূল কূলে রক্তাশোকমূলে অনুরক্ত অনবদ্যা বধূগণ আসক্তির তারতম্যানুসারে অদ্য মদনের অর্চনা করে। এই রীতি শিষ্টপরম্পরায় এসেছে। এই রীতি-নিঃসৃত প্রভুতার বলে নিজ স্বাধীনতাকে পর্যন্ত অনাদর করে অত্র আগতা, হারমধ্যমণি তুল্যা, অক্ষয় কুলবতী, নীতি বলে আগত সকলগুণবিশিষ্টা এবং যশস্বিনী রাধা নামক কোনও প্রিয় সখীর সঙ্গে আমরা এখানে সমাগতা হয়েছি। তুমি কেন উন্মত্তের মতো এখানে এসে প্রলাপ বকছো।'

৯৬। বটু বললেন—'আরে, হরি বিনা কে আবার অন্য মদন এল। যে সকলের গর্ব খণ্ডন করে,

৯৭। শ্রীরাধাহ,—'পূজার্হোঽয়ং বটুঃ পটুঃ পরম্ ললিতে। তদাদিশ চারুচন্দ্রাচন্দ্রাবল্যৌ ভদ্রেণায়ং পুরোহিতঃ পুরোহিততয়া পূজ্যতাম্' ইতি তদুক্তাভ্যাং তাভ্যাং মহামহান্ধাভ্যাং প্রসভমাকৃষ্য বিবিধবর্ণচূর্ননগন্ধোদকোক্ষণক্ষণপরাভূতো ভূতোত্তম ইব যদা বিদধে, তদাসৌ চুক্রোশ ক্রোশগামিনা স্বরেণ॥

৯৮। 'উন্মত্তাভির্বসন্তোৎসবরভসমদের্গোত্তুহাং কন্যকাভিঃ
ক্ষোদৈঃ সিন্দূরকাশ্মীরকমলয়রুহাং হা ধিগন্ধীকৃতোঽস্মি।
জাড্যং গন্ধাম্বুসেকৈরজনি তত ইতো ধাবিতুং নাস্মি শক্তো
ব্যাপদ্যেঽহং বয়স্য প্রিয়সখমব মাং মাস্ত্বিহ ব্রহ্মহত্যা॥'

৯৯। তদা তদারাদাকর্ণ্য তদাক্রন্দিতং দিতং চ প্রতিভাপ্রতিভানং বিদিত্বা কুসুমাসবস্য কুতুকসরলাভিরবলাভিরহো কৌতুকমিতি ত্বরয়া রয়ারূঢ়রাগৈঃ সহ সহচরৈঃ কুতুহলহলহলাপুরঃসরং পুরঃ সরংহা সমুপসসাদ॥

৯৭। বিবিধবর্ণৈশ্চূর্ণৈশ্চূর্ণনং সর্বাঙ্গপেষণং তচ্চ গন্ধোদকৈরুক্ষণং সেচনং চ তাভ্যাং ক্ষণং ব্যাপ্য পরাভূতঃ॥

৯৮। ধাবিতুং পলায়িতুং ব্যাপদ্যে ম্রিয়ে॥

৯৯। তদাক্রন্দিতং তস্যাতিক্রন্দনমবলাভিরেব দিতং খণ্ডিতং বিদিত্বা অহো কৌতুকমিতি ব্রুবন্নিত্যর্থঃ। সরংহাঃ সবেগঃ॥

উন্মত্ততা এনে দেয় আর নিজে থাকে হর্ষ মত্ততায় কোমল, সেই তো মদন। সাক্ষাৎ ইনি বর্তমান থাকতে অহো, পরোক্ষ মদনে তোমাদের পূজা-রতি কি করে হ'ল। এতে মনে হচ্ছে তোমরা উন্মত্তা হয়েছ। আমার থেকে এ বিষয়ে সব কিছু শুনে নেও। এই আমি স্বস্তিবাচন পূর্বক কমনীয় পূজা তোমাদের করিয়ে দিব পৌরহিত্য করে। তারই নিকট চল। আগে আগে চলে, এদিকে-এদিকে বলে বিস্তারিত ভাবে সেই পথ দেখিয়ে দিচ্ছি।'

গোপীগণ কর্তৃক বটুকে রঙ-এ রঙ-এ ভূত বানান ঃ

৯৭। শ্রীরাধা বললেন -'পরম-পটু এ-বটু পূজাযোগ্য। ললিতে, তাই বলছি চারুচন্দ্রা ও চন্দ্রাবলীকে আদেশ কর পুরের মঙ্গলের জন্য তাঁরা এই পুরোহিতকে ভদ্রভাবে পূজা করুক'—তিনি এরূপ বললে উৎসবানন্দে মহা অন্ধ তাঁরা দুজনে বটুকে জোর করে টেনে এনে নানাবর্ণের আবীর সর্বাঙ্গে মর্দন ও গন্ধজল সেচনদ্বারা ক্ষণকাল পরাভূত রেখে যখন একটি আস্ত ভূতের মতো করে দিলেন, তখন সে ক্রোশগামী স্বরে চিৎকার করে বলতে লাগল—

৯৮। 'বসন্তোৎসবের আনন্দমদে উন্মত্তা গোপকন্যাগণ রক্তবর্ণ আবীর-কুঙ্কুম-চন্দনচূর্ণদ্বারা হা ধিক্ আমাকে অন্ধ করে দিল। গন্ধজল সেকের দ্বারা জাড্য এসে গিয়েছে, তাই এখান থেকে পালাতেও পারছি না। আমি মরে যাচ্ছি, বয়স্য হে প্রিয়সখ। আমাকে রক্ষা কর। এই উৎসবদিনে ব্রহ্মহত্যা না-হয়।'

বটুর চিল্লাচিল্লি শুনে কৃষ্ণের রণাঙ্গণে প্রবেশ ঃ

৯৯। তখন সেই দূর থেকেই বটুর অতিশয় চিল্লাচিল্লি শুনে কৃষ্ণ বুঝতে পারলেন আনন্দ উচ্ছ্বলনে

১০০। স সাদরদরব্রীড়মালোক্যমানো মানোন্নতাভিরপি তাভিঃ সুভগতমো গতমোদমিবাহবলোক্য বটুমপটুমপরিতুষ্টমনা ইব কৃতকৃতক-সংরম্ভং ব্যাজহার বিহারবিশেষেণ,—'হংহো কথময়ং নিরাগা রাগান্ধাভি-র্ভবতীভিরুপালব্ধো লব্ধোরুতরাপমানো মম মমতাপাত্রং বটুঃ, তদপরাধপরাধমতামতানি প্রতিফলানি সহ্যন্তাম্' ইতি সহচরানবলোকয়তি স্ম ॥

১০১। ততশ্চ, সহচরকরদত্তৈঃ কন্দুকৈঃ কৈঙ্কিরাতৈঃ সকলকুলবধূনামেব বিক্ষোভি বক্ষঃ।
যদকৃত কৃতহস্তো যৌগপদ্যেন সদ্য,স্তদমরবরনার্য্যঃ সাধুবাদৈঃ পুপূজুঃ॥

১০২। তথা সতি দ্বয়োরেব সেনয়োরনয়োরনয়োপরমেণৈব—
শোণশ্লক্ষ্ণারুণসুরভিভির্ধূলিভির্ধূলিভিশ্চ, ক্রীড়াযুদ্ধং সমজনি মহৎ কন্দুকৈঃ কন্দুকৈশ্চ
শৃঙ্গোন্মুক্তৈঃ কুসুমধনুষো বারুণাস্ত্রৈরিবারাৎ, কাশ্মীরীয়ৈরতিসুরভিভির্বারিভিশ্চ॥

১০০। ততশ্চ স শ্রীকৃষ্ণো মানোন্নতাভিরপি গর্বাধিকভিরপি সাদরদরব্রীড়ং যথা স্যাত্তথা, আলোক্যমানঃ। তত্র মহারাজনন্দনন্দনত্বাদাদরঃ, তৎপ্রিয়সখাবমাননাদ্ভয়ম্, কন্দর্পোদ্বোধকবেশত্বেন লজ্জেতি। অতএব শুভগতমঃ। বটুম্‌ পটুং চেষ্টনাসমর্থমালোক্য। নিরাগা নিরপরাধঃ, অপরাধ এব পরো মুখ্যো যস্যাং সা, অধমতা তস্যাঃ মতানি সম্মতান্যু-চিতানীত্যর্থঃ॥

১০১। কৈঙ্কিরাতৈরশোকপুষ্পোদ্ভবৈঃ; বক্ষঃ কুচয়োর্মধ্যপ্রদেশং বিক্ষোভি বিশিষ্টক্ষোভযুক্তং যদকৃত অকার্ষীৎ; কৃতহস্তো যুদ্ধকুশলঃ, "কৃতহস্ত সুপ্রয়োগবিশিখঃ" ইত্যমরঃ॥

১০২। অনয়োর্দ্বয়োরেব সেনয়োঃ। অনয়োপরমেণ অনীতি রাহিত্যেন। শোণারুণয়োঃ কিঞ্চিৎ শ্যামলিম-

---

সরলা অবলাগণের দ্বারা বটুর প্রতিভা-প্রকাশ খণ্ডিত হয়েছে। 'অহো কৌতুক' এই বলে শীঘ্র বেগবান্‌ হয়ে অনুরাগী সখাগণসহ কুতুহল-হলহলা পূর্বক সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত হলেন সবেগে।

১০০। গর্বগিরিচূড়া অধিরূঢ়া সেই গোপীগণের দ্বারা আদর-ভয়-লজ্জা মিশ্রিতভাবে আলোক্যমান্‌ (শ্রীনন্দমহারাজের পুত্র বলে আদর, প্রিয়সখা বটুকে অবমাননা করা হেতু ভয়, এবং কন্দর্প-উদ্বোধক বেশ হেতু লজ্জা), অতএব পরমসৌভাগ্যবান্‌ কৃষ্ণ বটুকে আনন্দ রহিতের মতো, নিশ্চেষ্ট ও অপরিতুষ্ট মনার মতো দেখে কৃত্রিম ক্রোধের ভাব টেনে এনে বললেন—'হংহো বলতে পার,কেন আমার মমতা প্রাপ্ত এই নিরপরাধ বটু অনুরাগান্ধ তোমাদের হাতে অত্যন্ত গর্হিত এ-অপমান পেল ? অপরাধ মুখ্যরূপে যাতে আছে সেই অধমতার উচিত প্রতিফল এবার সহ্য কর।' এই বলে সহচর বালকদের দিকে তাকালেন।

কৃষ্ণসনে গোপীকুলের হোলীরণ আরম্ভ ঃ

১০১। অতঃপর সহচর-করদত্ত অশোক-পুষ্পোদ্ভব কন্দুকের আঘাতে যুদ্ধকুশল কৃষ্ণ যুগপৎ সকল কুলবধূগণের কুচযুগলের মধ্যপ্রদেশ যেরূপ বিশেষ ক্ষোভান্বিত করে দিলেন তদনুরূপ পূজা তাঁর করতে লাগ-লেন দেবাঙ্গণাগণ সাধুবাদে।

১০২। এরূপ হলে এঁদের দুই সেনার মধ্যে প্রবল খেলা-রণ আরম্ভ হয়ে গেল—স্নিগ্ধ-অরুণ-সুগন্ধী

১০৩। ততস্তু ততস্তুতিভিঃ সুরবধুভিরুভয়বলসাম্যমালোকয়ন্তীভিঃ ক্রিয়মাণে সাধুবাদে সতি—

অভয়মুভয়সেনাচারিভির্ধূয়মানৈঃ, সমজনি পটবাসৈরন্ধকারোঽতিগাঢ়ঃ।
ব্যতনুত হরিরস্মিন্ সাহসং তীক্ষ্ণমেকো, ন্যবিশত পরচক্রং যন্মনোজেন নুন্নঃ॥

১০৪। ততশ্চ, ন পততি লঘুভাবাদ্‌ঘূর্ণতি ব্যোম্নি তস্মিন্, রজসি তমসি গাঢ়ং জায়মানে মুহূর্ত্তম্।
ন পরিচয়মবাপৎ ক্বাপি কস্যাপি কশ্চি-,ত্তদনু স পরচক্রে কৃষ্ণবেণুর্ব্যরাণাৎ॥

১০৫। অথ যদি পরচক্রে বিক্রমী কৃষ্ণবেণুঃ, সুরতসমরভেরীভাবমাবিশ্চকার।
দিশি বিদিশি তদাসীদঙ্গনাপাঙ্গভঙ্গী-,সশিখবিশিখপাতো যৌগপদ্যেন জাতঃ॥

১০৬। অথৈবং মুহুরজনি রজনিরণবদ্ যদি স লীলারণো রণোদ্ধুর একস্তদা হি তদাহিতদাক্ষিণ্যঃ॥

মিশ্রণামিশ্রণত্বেন ভেদঃ। ধূলিভির্ধূলিভিরিত্যাদি বীপ্সা, শৃঙ্গোন্মুক্তৈর্জলযন্ত্রোন্মুক্তৈঃ; "শৃঙ্গঃ প্রভুত্বে শিখরে চিহ্নে ক্রীড়াম্বুযন্ত্রকে" ইতি মেদিনী॥

১০৩। ততা বিস্তৃতা স্তুতির্যাসাং তাভিঃ। অভয়ং নিঃশঙ্কং যথা স্যাত্তথা, ধূয়মানৈঃ ক্ষিপ্যমাণৈঃ পটবাসৈর্গন্ধচূর্ণৈরুভয়সেনাব্যাপিভিঃ॥

১০৪। কস্যাপি জনস্য পরিচয়ং কশ্চিদপি জনো নাবাপৎ, ন প্রাপ্তবান্, তদনু তদনন্তরমেব॥

১০৫। তদা চ অঙ্গনানামপাঙ্গভঙ্গ এব সশিখবিশিখাঃ সাগ্রশরাস্তেষাং পাতো জাত আসীৎ, কৃষ্ণোপরীত্যর্থাৎ॥

১০৬। রণোদ্ধুরো যুদ্ধচণ্ডঃ। তত্র যুদ্ধে আহিতমর্পিতং দাক্ষিণ্যং স্বাতন্ত্র্যং যেন সঃ।—"দক্ষিণো দক্ষিণোদ্ভুতসরলচ্ছন্দবর্ত্তিষু" ইতি মেদিনী॥

আবিরে আবিরে, কন্দুকে কন্দুকে এবং কামদেবের বরুণাস্ত্রের মতো পিচকারিতে দূর থেকে ছুরিত অতি সুরভিত কুঙ্কুমগোলা জলে জলে।

১০৩। অতঃপর অতিশয় স্তুতিতে মুখর সুরবধূগণ উভয়ের সমবল দেখতে দেখতে সাধুবাদ করতে থাকলে—

উভয় দলভুক্ত সৈন্যগণের দ্বারা নির্ভয়ে ছোড়া সুগন্ধী আবিরের দ্বারা চতুর্দিক অতি গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে গেল। এই সুযোগে হরি এক অতিসাহসের কাজ করে ফেললেন—মদনের দ্বারা প্রেরিত হয়ে তিনি গোপীব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করে গেলেন।

১০৪। অতঃপর সেই আবির-ধূলিজাল হাল্কা বলে নীচে না পড়ে গিয়ে আকাশেই পাক খেতে থাকলে মুহূর্তকাল গাঢ় তমসার সৃজন হ'ল। কেউ কোথাও কারোও পরিচয় বুঝতে পারলেন না। এরপর কৃষ্ণবেণু গোপীব্যূহের মধ্যে মধুর মধুর বাজতে লাগল।

১০৫। অতঃপর বিক্রমী কৃষ্ণবেণু যদি গোপীব্যূহের মধ্যে সুরত সমরভেরীর ভাব আবিষ্কার করে দিল, তখন যুগপৎ দিক্-বিদিক্ থেকে কৃষ্ণের উপর অঙ্গনাগণের অপাঙ্গরূপ সফলা-শর বর্ষিত হতে থাকল।

১০৬। অতঃপর এইরূপে সেই লীলারণ যদি পুনঃ পুনঃ রজনীর যুদ্ধবৎ হয়ে উঠল, তখন সেই অদ্বিতীয় যুদ্ধে স্বাতন্ত্র্য অর্পণকারী যুদ্ধচণ্ড কৃষ্ণ—

১০৭। সংপ্রস্বাপনসংজ্ঞমায়ুধমিব ভ্রূচাপমারোপয়ন্
লীলালোলকটাক্ষমক্ষি বিষয়ং কুর্বন্ সমস্তাঙ্গনাঃ।
স্রস্তাঙ্গং বিনিমীলিতাক্ষমলসেনোজ্জৃম্ভমাণাননং
কূজৎকণ্ঠতটং চলাধরপুটং চক্রে প্রসুপ্তা ইব॥

১০৮। এবং সতি তথাবিধা বিধাতব্যশূন্যাঃ স্বসেনা নিরীক্ষ্য—
তথাবিধপরাক্রমং ক্রমত এত্য চন্দ্রাবলী, নিপাত্য পুরুবীচিকাং নয়নকোণনারাচিকাম্।
নিবধ্য নিবিড়ং ভুজাভুজগপাশবন্ধেন তং, চমূরুনয়নাচমূপতিরমূমুহন্মোহনম্॥

১০৯। ততশ্চ ক্ষণত এব প্রতিবুধ্য—
তিমিরমিদমনল্পং নৈব যাবদ্ধ্বরংসী-, দতিলঘু লঘুহস্তস্তাবদেবৈকবীরঃ।
ব্যতনুত তনুমধ্যাব্যূহমালোড্যমানং, মদকলকলভেন্দ্রঃ পদ্মিনীনামিবৌঘম্॥

১১০। তথা সতি বিরতে চ পরাগজান্ধকারে রাগজান্ধকারে তু বলমানে—
ছিন্নানাং মৃগলোচনাচয়চমূমানন্দ্বিপানামিব
ক্ষৌণী সা ক্ষতজৈরভূদরুণিতা স্নিগ্ধারুণৈঃ পাংশুভিঃ।

১০৭। লীলয়া লোলং কটাক্ষমেব সংপ্রস্বাপনসংজ্ঞম্। আয়ুধং শরং ভ্রূরেব চাপস্তমারোপয়ন্নারোহয়ন্। স্রস্তাঙ্গমিত্যাদীনি ক্রিয়াবিশেষণান্যনঙ্গ-বিক্রিয়া-ভরজস্য মদস্যানুভাবাঃ॥

১০৮। পুরুবীচিকাং বহু-তরঙ্গযুক্তাম্, নারাচিকাং ক্ষুদ্রশরম্, অমূমুহৎ মোহয়ামাস॥ (১০৯)

১০৭। লীলালোল কটাক্ষরূপ 'সংপ্রস্বাপন' নামক নিদ্রাকর্ষক বাণ ভ্রূরূপ ধনুকে যোজনা করে অঙ্গনা সকলকে লক্ষ্য করে ছুঁড়তে ছুঁড়তে তাঁদের নিদ্রামগ্নের মতো করে দিলেন। তাঁদের অবস্থা হ'ল—ঢল ঢল অঙ্গ, ঢুলু ঢুলু আঁখি, আলস্যে অতিজৃম্ভমান আনন, কুজিত কণ্ঠতট, কম্পমান অধরপুট।

১০৮। এইরূপ হলে নিজ সেনাদিকে তথাবিধ নিয়ন্ত্রণ শূন্যা দেখে মৃগনয়নাদের সেনাপতি চন্দ্রাবলী অবস্থানুসারে ক্রমশঃ পরাক্রম প্রকাশ করে বহু তরঙ্গযুক্ত কটাক্ষরূপ ক্ষুদ্র শর ছুঁড়ে ভুজরূপ নাগপাশে নিবিড় ভাবে বন্ধন করে মোহিত করে দিলেন সেই মোহনকে।

১০৯। অতঃপর একটু পরেই মোহভাবের থেকে জেগে উঠে—

এই মহান্ অন্ধকার যতক্ষণ-না অতি হাল্কা হয়ে এল সেই সময়ের মধ্যেই ক্ষিপ্রহস্ত মুখ্যবীর কৃষ্ণ সুন্দরীদের ব্যূহ আলোড়িত করে তুললেন, যেমন আলোড়িত করে তোলে আনন্দধ্বনিমুখরশ্রেষ্ঠ করিশাবক কমলিনী বনকে।

১১০। এরূপ হলে পরাগজ অন্ধকার চলে গেলে ও অনুরাগজ অন্ধকার বলবান্ হয়ে উঠলে দেখা গেল—

সিংহের দ্বারা ছিন্নভিন্ন হস্তিনীদের ক্ষতজ শোনিতে বনভূমি যেমন অরুণিত হয়ে উঠে তেমনই যেন কৃষ্ণহস্তে ছিন্নভিন্ন মৃগনয়না চন্দ্রাবল্যাদি গোপীগণের ক্ষতজ শোনিতে স্নিগ্ধারুণ ধূলিদ্বারা ক্রীড়াভূমি অরুণিত

ভৃঙ্গব্রাতমদৈরিবাস মলিনা কস্তূরিকা-কর্দমৈ-
রাকীর্ণাজনি কীকশৈরিব পরিভ্রষ্টৈর্মণীশৃঙ্গকৈঃ ॥

১১১। অথ তথাবিধবিবিধবিকারবিকলাং তাং বধূসেনামবেক্ষ্য সুখজলধিজলধিয়া বটুনা হী হীতি ভুজাবুত্তম্য নটতা অটতা চ কৃষ্ণসমীপং কিঞ্চিদবাদি ॥

১১২। 'সাধু বয়স্য ! সাধু, বয়স্যস্মদীয়ে নৈতাদৃশং সুখমনুভূতমনুভূতলম্। যদমুভির্নির্বংশিকাভি-র্বংশিকাভিরতপাণেস্তব সহচরোঽহং রোহং প্রাপিতোঽস্মি দুরবস্থায়াঃ সম্প্রতি তথৈব দুরবস্থিতিস্থিতিভাজঃ পশ্যামি ॥

১১৩। তথা হি—ছিন্নাঃ কঞ্চুলিকাঃ প্রযত্নগুফিতা ক্ষুণ্ণা চ হারাবলী
সামগ্র্যোঽপি মধূৎসবস্য পরিতো ভ্রষ্টা লুঠন্তি ক্ষিতৌ।
ধম্মিল্লালক-ভাল-গণ্ডযুগদৃগ্বক্ষাংসি শোণান্যহো
চূর্ণৈঃ কিংশুকপাটলৈর্নিজকৃতেঃ সম্প্রাপ্তমাভিঃ ফলম্ ॥

১১০। ক্ষতজৈঃ শোণিতৈঃ; আস বভূব, লাবণ্যমুৎপাদ্য ইবাস। যত্নে ইত্যাদিদর্শনাদনুপ্রয়োগাদন্যত্রাপ্যস্তে-র্ভূভাবং কেচিদিচ্ছন্তীতি ধাতুপ্রদীপঃ। যদ্বা, 'অস গতিদীপ্ত্যাদানেষু' ইত্যস্য রূপম্;—অনেকার্থত্বাৎ সত্তায়াং বৃত্তেঃ। কীক-শৈরস্থিভিঃ। অত্র ক্ষতজাদীনামশ্লীলত্বং নাশঙ্ক্যম্, তেষাং প্রাণি-নিষ্ঠতয়ৈব তথাত্ব ব্যবহারাৎ, ন তূপমোৎপ্রেক্ষাদৌ 'সমুদ্বান্ত-সুধাংশুঃ, ইত্যাদি ভূরিপ্রয়োগাৎ ॥

১১১। অটতা চ গচ্ছতা চ ॥

১১২। অনুভূতলং ভূতলং লক্ষীকৃত্য, অস্মদীয়ে বয়সি বাল্যাদৌ এতাদৃশং সুখং নানুভূতম্। নির্বংশিকাভি-রিতি বিদূষকত্বাৎ স্বাবমাননমনুস্মৃত্যাভিশাপাত্মকগালিপ্রদানম্, শ্লেষেণ বংশীরহিতাভিঃ; রোহমুদ্গমম্ ॥

১১৩। কিংশুকপাটলৈঃ কিংশুকবর্ণৈঃ শ্বেতরক্তবর্ণৈশ্চ; তথাপি শোণানীতি শোণিম্না পীতিমশ্বেতিম্নোর্গ্রাস-

---

হয়ে উঠেছে, ভৃঙ্গব্রাত হস্তিনীদের মদবারিতে যেমন বনভূমি মলিনতা প্রাপ্ত হয় তেমনই গোপীদের অঙ্গনিঃসৃত কস্তুরিকা কর্দমের দ্বারা ক্রীড়াভূমি যেন মলিন হয়ে উঠেছে, হস্তিনীদের অস্থিতে বনভূমি যেমন ছেয়ে যায় তেমনই গোপীদের হস্তস্খলিত পিচকারীতে যেন ক্রীড়াভূমি ছেয়ে গিয়েছে। (এখানে ক্ষতজাদি কথাতে অশ্লীলত্ব দোষের আশঙ্কা নেই। কারণ এসব কথা প্রাণিনিষ্ঠ ভাবে ব্যবহার হয়েছে—উপমাতে কিন্তু নয়। উৎপ্রেক্ষাদিতে এরূপ ভূরি প্রয়োগ শাস্ত্রে দেখা যায়।)

১১১। অতঃপর বধূসেনামণ্ডলীকে তথাবিধ বিকার-বিকল দেখে সুখ-সমুদ্রে নিমজ্জন হেতু ঠাণ্ডা-মাথা বটু হীহী শব্দ করতে করতে দুই বাহু উঠিয়ে নাচতে নাচতে কৃষ্ণের নিকট গিয়ে এইরূপ বললেন—

১১২। 'সাধু বয়স্য! সাধু, আমাদের এতখানি বয়সের মধ্যে এতাদৃশ সুখ এই ভূতলে অনুভব করিনি। এই নির্বংশিকারা সদা বংশীধারী তোমার সখা আমাকে যেরূপ দুরবস্থার চরমে পৌঁছে দিয়েছে, সম্প্রতি সেইরূপ দুরবস্থায় পতিত দেখতে পাচ্ছি তাঁদের।

১১৩। তথাহি– ছিন্ন কাঁচুলি, চূর্ণা প্রযত্ন-গুম্ফিতা হারাবলী, চতুর্দিকে ভূলুণ্ঠিত বসন্তোৎসব-উপায়ন,

১১৪। কিন্তু বয়স্য ইমাঃ খলু মহাচতুরা হা চতুরানন-সৃষ্টিবহিরেব হি রেজিরে, তদ্যাবৎ পুনরপি সম্ভূয় ভূয়সীভিরপরাভিঃ পরাভিবৃষভানুতনুজাদিভির্ভবন্তং বিজেতুং নোৎসহন্তে। হন্তেদানীমেব তাবদপসরামঃ, বদ্ধবৈরা বৈ রাগেণ কিং ন কুর্বন্তি ॥'

১১৫। সখায়ঃ সর্বে সহাসং নিজগদুঃ—'নিজগত্দুর্মুখতাদোষেণায়ং ভীত এবাধিকোঽধিকোপতয়া ক্ষণং তীব্রশ্চ ভবতি, তদয়মাশ্বাস্যতাং সখে সখেদোঽয়ং যথা ন ভবতি ॥'

১১৬। স আহ,—'কুসুমাসব। যতস্তে ভয়ং তামধুনা সাধুনাঽসাধ্বসেন মাং দর্শয়, ময়ি সতি কিং তে ভয়ম্' ইতি নিগদিতো দিতোরুভয়ো ভয়োৎকটঃ সাটোপমগ্রেসরো ভবন্নিত ইত ইত ইত্যালপন্নতিমুক্ত-বাটিকাপরিসরং পরিসরন্তীং ললিতাদিভিরালিমালাভিঃ কুসুমমবচিন্বতীং স্বতীন্দ্রিয়রূপাং তাং দর্শয়ামাস ॥

সন্তবাৎ ॥

১১৪। 'রেজিরে' ইতি বর্ত্তমানতায়ামপি ভূতত্বং পরোক্ষত্বারোপো ন কেবলমদ্যতন এবাসাং পরাক্রম ইতি বিবোধয়িষয়া, সা চ স্বাতিভয়মূলৈব। সম্ভূয় মিলিত্বা, অপসরামঃ পলয়ামহে, রাগেণ কোপেণ কিং ন কুর্বন্তি, অপি তু মর্যাদামপ্যতিক্রমন্ত এবেত্যর্থঃ। ত্বামেব লীলয়ৈব জিত্বা মৎপৈশুন্যমনুস্মৃত্য। ন জানে মম কঞ্চন দণ্ডং ব্রহ্মহত্যামেব বা করিষ্যন্তীতি ভাবঃ ॥

১১৫। নিজগা নিজগতা যা দুর্মুখতা স্বাভাবিকমেব নিরুপধি মৌখর্যং তদ্দোষেণ ভীত এবায়ম্, অধিকোপতয়া কোপাধিক্যেন তীক্ষ্ণশ্চ ভবতীত্যতিতারল্যাৎ ক্ষণেনৈব ভয়ং ক্ষণেনৈব সাহসং কিং নিদানং বা দৈন্য ত্রাসাদি, কিং নিদা-নকং বা গর্বকোপাদি ন বিদ্ম ইতি ভাবঃ ॥

১১৬। দিতোরুভয়ঃ খণ্ডিতবহুভয়স্ততশ্চ ভয়া কান্ত্যা উৎকটঃ ॥

পীত-শ্বেত-রক্ত আবিরে লালে লাল কবরী-কেশপাশ-ললাট-কপোল-নয়ন-বক্ষস্থল। স্বকর্মের ফল ভালভাবেই পেল।'

১১৪। কিন্তু বয়স্য এরা মহাচতুর, বিধির সৃষ্টির বাইরেই এঁরা শোভা পায়। তাই যতক্ষণ-না ছত্র-ভঙ্গ এঁরা পুনরায় বহু সংখ্যক অপর বৃষভানুনন্দিনী প্রমুখা গোপীগণ সহ মিলিত হয়ে তোমাকে জয় করতে উৎসাহিনী হয় হায় হায় তার মধ্যেই চল পলায়ন করি। বদ্ধবৈরিণী এঁরা রাগে কি-না করে ফেলে।

১১৫। সখাসকল হাস্য সহকারে বললেন—'নিজস্ব স্বাভাবিক বাচালতা দোষ হেতু এ ভীত হচ্ছে। অতি অব্যবস্থিত চিত্ত হেতু ক্ষণেই ভয় ক্ষণেই সাহস, তাই বলছি সখে, যাতে এ ঝাবরে না যায় সেইভাবে একে সাহস দিয়ে দেও।'

১১৬। কৃষ্ণ বললেন—'কুসুমাসব! যাদের তোমার ভয় সেই গোপীদের অধুনা সম্পূর্ণ নির্ভয়ে আমাকে দেখিয়ে দেও দেখিনি, আমি থাকতে তোমার ভয় কি।'—এ কথায় ভয়ের ভাব কেটে গেলে জ্বিল জ্বিলিয়ে উঠে দম্ভভরে এগিয়ে গিয়ে 'এদিকে এদিকে' বলতে বলতে মাধবীলতাবনের প্রাঙ্গনে এগিয়ে গিয়ে ললিতাদি সখীগণের সহিত কুসুমচয়নরতা অতীন্দ্রিয় রূপা শ্রীরাধাকে দেখিয়ে দিলেন কুসুমাসব।

১১৭। তস্মিন্নেব রসময়ে সময়ে—

আলীনাং কুটিলকটাক্ষবাণলক্ষৈ-,রাবিদ্ধো হরিরসৃজৎ কটাক্ষবাণম্।
রাধায়া উরসি নিপত্য হী কথঞ্চিৎ, স ব্রীড়াকবচবিভেদমেব তেনে॥

১১৮। তদনু— ব্যতনুত বৃষভানুনন্দিনীয়ং, তনুতরকজ্জলকালকূটদিগ্ধম্।
স-হসিতনিশিতঃ কটাক্ষবাণো, হরিহৃদয়ং বিদয়ং বিনির্বিভেদ॥

১১৯। তদা তদাঘাতেন বিমূঢ়মূঢ়রভসতয়া তমালোক্য সরসতরং সতরঙ্গ ইব বটুরাবভাষে,—'বয়স্য! এষ তে সহায়তমোঽহম্, মোহং মা গাঃ' ইতি কেলিকন্দুকান্ গ্রাহয়িত্বা 'বিদ্রাবয় বয়স্যৈতা যস্যৈতাদৃশঃ পার্ষ্ণিগ্রাহকোঽহম্ হন্ত তস্য কিমশক্যম্' ইতি নিগদতি॥

১২০। লীলালসং মুকুলিতাক্ষমরালিতভ্রু,ঝঙ্কারিকঙ্কণমুদস্য করাব্জকোষম।
কেনাপ্যলক্ষিতমথো বৃষভানুপুত্রী, সিন্দূরকন্দুকমুরস্যকিরন্মুরারেঃ॥

১১৭, ১১৮। তদন্বিতি কৃষ্ণকটাক্ষানন্তরমপি রাধাকটাক্ষোদ্গমো ব্রীড়াকবচভেদাদ্বসন্তোৎসবেঽত্রোপযোগাৎ তনুতরেণাত্যল্পেন কজ্জলরূপকালকূটেন দিগ্ধমুপচিতং যং ব্যতনুত, স কটাক্ষবাণো হসিতেন নিশিতস্তীক্ষ্ণঃ॥

১১৯। বিমূঢ়ং তং সখায়মালোক্য ঊঢ়রভসতয়া বেগযুক্তঃ সন্নিত্যর্থঃ। সরসতরং সাতিবিক্রমম্; সতরঙ্গ ইতি ভুজাগ্রীবাদিং মুহুশ্চালয়ন্নিত্যর্থঃ। ইতি নিগদতি সতি বটৌ॥

১২০। তৎকন্দুকনিক্ষেপে মান্থর্যমবধার্য তত্র নিজাতিলাঘবং দর্শয়ন্তী শ্রীরাধিকৈব প্রথমং কন্দুকং বানুদদিত্যাহ—লীলেতি। ক্রিয়াবিশেষণদ্বয়ম্। কেনাপ্যলক্ষিতমিত্যন্যালক্ষিতত্বেঽপি তস্যা মোহং প্রাপ্তবতাপি শ্রীকৃষ্ণেন লক্ষিতত্বং নিভৃতমেবাবশ্যং মন্তব্যম্, লীলালসমিত্যাদীনামন্যথা তদনাস্বাদ্যত্বেন তন্নাতিসার্থকত্বমেবেতি॥

১১৭। সেই রসময় সময়ে—

সখীগণের লক্ষ কুটিল কটাক্ষবাণে আবিদ্ধ হরি কটাক্ষবাণ ছুঁড়লেন। সেই বাণ রাধার বক্ষে পড়ে তাঁর লজ্জাকবজ ভেদ করে দীপ্তি পেতে লাগল।

১১৮। অতঃপর এই বৃষভানুনন্দিনীর অতিসূক্ষ্ম কজ্জলরেখারূপ কালকূটে সমৃদ্ধ কটাক্ষবাণ যা হাসিতে তীক্ষ্ণ হয়ে অতি উজ্জ্বলভাবে দীপ্তি পেতে লাগল তা হরির হৃদয় নির্দয়ভাবে ভেদ করে দিল।

১১৯। তখন সেই আঘাতে সখাকে একেবারে মোহিত দেখে বটু উচ্ছলিত হয়ে উঠে অতি বিক্রমের সহিত বাহুগ্রীবাদি বার বার ঝাঁকতে ঝাঁকতে বললেন—'বয়স্য, তোমার সহায়শ্রেষ্ঠ এই আমি উপস্থিত, মোহপ্রাপ্ত হয়ো না' এই বলে কেলিকন্দুক হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন—'বয়স্য এর দ্বারা এঁদের একেবারে ভিজিয়ে জবজবে করে দেও, যার আমার মতো এমন শত্রুর পশ্চাৎ ধাবনকারী সখা আছে, হায় হায়, তার কি অশক্য।' এরূপ বলতে বলতেই

১২০। লীলায় আলস দেহা, মুকুলিত আঁখি, মরালিত ভ্রূ বৃষভানুপুত্রী করকমলকোষোপরি সিন্দুর কন্দুক ধরে কঙ্কনে ঝঙ্কার উঠিয়ে অন্যের অলক্ষে মুরারির বক্ষে ছুঁড়ে দিলেন।

১২১। তেন চ তদাসৌ প্রবোধিতোঽধিতোষসুপ্তঃ কেশরিকিশোর ইবাতিকুপিতোঽপি তোষকরঃ সখীনাং করকমলগৃহীতকন্দুকো রাধামনুধাবন্নথ ললিতয়োচে,—'অয়ে তবোরসি রসিকয়া কয়া কৃতঃ সিন্দূরস্ত, কন্দুকনিক্ষেপো নিক্ষেপো নিজানুরাগস্যেব, কা জানাতি, নাতিমুগ্ধেন ভূয়তামনুভূয়তামনুপরোধিনীং, বৃথাস্মৎ-সখীমুপধাবসী।' তথাপি ধাবন্নেব সকৌতুকম্—

আলীনাং বলয়ে নিলীয় বসতিং শ্যামাং কলাকৌতুকাৎ
স্মেরাপাঙ্গতরঙ্গিতঙ্গিতরুর্চা সন্দর্শতাং রাধয়া।
তস্যা এব মধুৎসবস্য বিভবৈর্গন্ধোদধূলীমুখৈ-
স্তামুচ্চৈঃ স লিলেপ ভালকবরীগণ্ডেষু বক্ষস্যপি ॥

১২২। তমন্যায়মবলোক্য তদা তদালী বকুলমালাকুলমালাপমাবিশ্চকার—'অহো তে বৈদগ্ধী বৈ দগ্ধীকরোতীব নো হৃদয়ম্, যতঃ কন্দুকমুক্তাবৎ মুক্তাবৎ কিরতি হসিতসিতদীধিতিং সিতদীধিতিং বিড়ম্বয়ন্তীব

১২১। তেনাসৌ প্রবোধিত ইবেত্যগ্রেতনকৌতুকার্থং স্বস্য তথাভূতত্বেন জ্ঞাপনমেব। অধিতোষেণাধিকসুখেন সুপ্তঃ কেশরিকিশোর ইবেতি স্বপ্রহারিকাভিমুখধাবন-স্বভাবত্বধর্মেণাপি। সখীনাং কুসুমাসবাদীনাং ললিতাদীনাং চ। ত্বং চেজ্জানাসি, তাং দর্শয়েত্যত ঊচে—কা জানাতীতি। মুগ্ধস্ত্বং বিচারাজ্ঞঃ সদা ভবস্যেব, কিন্ত্বতিমুগ্ধেন মা ভূয়তাম্, তদপ্‌ধৈর্যমালোক্য পুনরূচে—অনুভূয়তামনুভবোঽপি ক্রিয়তামবধীয়তামিত্যর্থঃ। নিলীয় শ্রীরাধয়ৈব সহ তস্য দ্বন্দ্বযুদ্ধরীত্যা কৌতুকদর্শনার্থং নিহ্নুতা বসতিশ্চ যস্যাস্তাম্। সংদর্শিতাং রাধয়েতি স্বরমণেন তেন সহ প্রথমং তামেব খেলয়িত্বা তত এব স্বয়ং খেলিতুমিচ্ছন্ত্যেতি ভাবঃ। ততশ্চ নিলীয় বসতিমিতি লীনত্বমেবাপরাধলক্ষণমিতি জ্ঞাপিতঞ্চ। স্মেরস্যাপাঙ্গস্য তরঙ্গিণী তরঙ্গযুক্তা তঙ্গিতা শ্যামাশঙ্কয়া স্খলনবতী চ যা রুক্ কান্তিস্তয়া; 'তগি স্খলন-কম্প-গতিষু'॥

১২২। আকুলং যথা স্যাত্তথা, বৈ নিশ্চিতম্, দগ্ধীকরোতীতি পরমবিদগ্ধস্য চতুরসিংহস্যাপি তবেদৃশং মৌগ্ধ্যমভূ-

---

১২১। তখন ঐ কন্দুকাঘাতে মোহ থেকে জাগরিত হয়ে অতিসুখে সুপ্ত কেশরিকিশোরের মতো অতি কুপিত ও কুসুমাসব-ললিতাদি সখাগণের আনন্দকর শ্রীকৃষ্ণ করকমলে কন্দুক নিয়ে রাধার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হলেন। এ দেখে ললিতা বললেন,—'অয়ে তোমার বক্ষে কোন্ রসিকা সিন্দূর কন্দুক নিক্ষেপ করেছে, এতো কন্দুক-নিক্ষেপ নয় যেন নিজ অনুরাগেরই নিক্ষেপ।(কৃষ্ণ—জান যদি নামটি তার বলে দাও-না,এর উত্তরেই যেন ললিতা বললেন) কে জানে তার নাম? মুগ্ধ তো তুমি সদাই, কিন্তু তাই বলে এ-মুগ্ধতায় বিহ্বল হয়ে পড়ো না। (তথাপি বিহ্বলতা লক্ষ্য করে পুনরায় ললিতা বললেন) বিষয়টি ভাল করে বিচার করে দেখ। নিরপরাধিনী আমার সখীর পশ্চাৎ বৃথাই ধাবিত হচ্ছ। এত কথার পরও সকৌতুকে রাধার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হতে থাকলে রাধা সখীমণ্ডলীতে লুকিয়ে বসে থাকা শ্যামাকে কলাকৌতুক হেতু (শ্যামার সঙ্গে খেলিয়ে পরে নিজ খেলব এই আশয়ে) অঙ্গুলী নির্দেশে দেখিয়ে দিলেন—মৃদুহাসিভরা কটাক্ষের তরঙ্গ খেলিয়ে ও শ্যামার ভয়ে কম্পমান ইচ্ছাবশে।

১২২। সেই অন্যায় দেখে শ্যামার সখী বকুলমালা আকুলা হয়ে বলতে লাগলেন—'অহো, তোমার বৈদগ্ধী, দগ্ধ করে দিচ্ছে আমাদের হৃদয়,কারণ তোমার বক্ষে কন্দুক যে ছুঁড়ে দিয়েছে সে তো শুভ্রহাসির ঝলকে

মুখমণ্ডলেন, তামপহায় নিরাগসং রাগসম্বাধবাধয়া পিঞ্ছাপীড় পীড়য়সি মে সখীম্ ॥'

১২৩। ইতি বচন-তাৎপর্য্যপর্য্যবসানেন সানেন সারাধিকাং রাধিকাং যদি সূচয়তি স্ম, তদা তদালাপেন জাতকৌতূহলো রাধাভিমুখীভূয় ভূয়সা রাগেণ—

প্রকটয় বলং গর্বিণ্যেহি ক্ষিপ ক্ষিপ কন্দুকা-
নিতি সরভসং স্মিত্বা বীক্ষ্যোপসর্পতি মাধবে।
পরিবৃণুত ভো নিষ্প্রত্যূহং ঘ্নত ঘ্নত চৈকদে-
ত্যথ কলকলঃ পদ্মাক্ষীণাং পিকৈশ্চ গুরূকৃতঃ ॥

১২৪। তথা সতি স তিলকায়মানো রসিকসভানাং সভানাং নববধূনাং বৃন্দেন বন্দীকৃত ইব যদা সমজনিষ্ট, তদা—

আকীর্ণঃ কতিভির্বিলাসরজসাং পূরৈঃ পরাভির্হতঃ
পৌষ্পৈঃ কন্দুকসঞ্চয়ৈশ্চ কতিভির্মাণিক্যশৃঙ্গস্রুতৈঃ।
সিক্তঃ কুঙ্কুম-চন্দনাদি-সলিলৈরপ্যেক এব স্বয়ং
শ্রীগোপেন্দ্রসুতঃ সলীলমসকৃদ্বিদ্রাবয়ামাস তাঃ ॥

দিতি হৃদয়ানুতাপায়ৈবাস্মাকমিতি ভাবঃ। কন্দুকং মুঞ্চতীতি কন্দুকমুক্, সিতদীধিতিং চন্দ্রম্, রাগেণ মাৎসর্য্যেণ, সংবাধা ব্যাপ্তা যা বাধা ব্যথা তয়া বিশিষ্টঃ সন্। শ্লেষভঙ্গ্যা রাগেণানুরাগেণ। ততশ্চ কর্তৃকর্মণোর্দ্বয়োরপি বৈশিষ্ট্যং যুক্তম্ ॥

১২৩। সা বকুলমালা, সারাধিকাং বলাধিকাম্, বচনতাৎপর্য্যস্য যৎ পর্য্যবসানং তেনৈব, তচ্চ ললিতাদিষ্বপি হসিতদীধিতিং কিরন্তীষু। তামপহায়েতি ত্যাগস্য প্রাপ্তিসাপেক্ষত্বাৎ প্রাপ্তেশ্চ রাধায়ামেব পূর্বপ্রসক্তত্বাৎ তস্যামেব সংভাবিতম্। এতচ্চ স্ব-যূথেশ্বরীং শ্যামামেবাভিমুখয়িতুং তৎসৌহার্দানুরূপমেব সখ্যা ভাষিতম্ ॥

মুক্তা ঝরাচ্ছে, মুখমণ্ডলের শোভায় চন্দ্রকে বিড়ম্বিত করছে। তাকে ত্যাগ করে আমার নিরপরাধ সখীকে পীড়া দিচ্ছ, মাৎসর্য্যের জ্বালায় অস্থির হয়ে।

১২৩। এইরূপে এই বচন-তাৎপর্য্যের শেষফলের দ্বারাই যদি বকুলমালা বলাধিকা রাধিকাকে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন,তখন তাঁর কথায় জাত কৌতুহল কৃষ্ণ রাধার দিকে তাকিয়ে প্রচুর অনুরাগের সহিত বললেন—

'হে গরবিণি! আসতো দেখি, ছোঁড়-না ছোঁড়, কন্দুক ছোঁড়'—এরূপ বলে আবেশের সহিত মুচকি হেসে কটাক্ষ হানতে হানতে মাধব নিকটে যেতে থাকলে রাধা বললেন—'ভো সখীবৃন্দ! সবাই একসঙ্গে মিলে এঁকে ঘিরে ফেল, নির্বিঘ্নে কন্দুকের আঘাতে আঘাতে ভরিয়ে দেও এঁকে।' এরূপ বলে পদ্মাক্ষিগণ কল কল শব্দে পিককণ্ঠকে হার মানালেন।

১২৪। এরূপ হলে রসিকসভার তিলকস্বরূপ কৃষ্ণ যখন কান্তিতে উজ্জ্বল নববধূব্যূহে বন্দীকৃতের মতো হয়ে পড়লেন তখন—সলীল শ্রীগোপেন্দ্রসুত স্বয়ং একাই কতজনকে বিলাসধূলিপ্রবাহে ছেয়ে দিলেন, অপর কতজনকে পুষ্পকন্দুক সমূহের দ্বারা প্রতিহত করলেন, আবার কতজনকে মাণিক্য পিচকারী নিঃসৃত

১২৫। ততশ্চ, মধুমহমহসৈব দ্রাবিতায়াং ত্রপায়াং, সহজসদনুরাগাবেগকণ্ডুলচিত্তাঃ।
পুনরপি যুগপত্তাঃ সাহসেনাতিভূম্না, প্রিয়মথ পরিবব্রুশ্চন্দ্রিকাবৎ পয়োদম্ ॥

১২৬। ততশ্চ, মাতঙ্গীপ্রমুখো গণঃ সরভসং বীণাদি-নানাবিধ-
ধ্বানধ্মাতহরিন্মুখো ব্যরচয়দ্গানং বসন্তোচিতম্।
রোলম্বাশ্চ পিকাশ্চ চিত্রবিহগাশ্চান্যে কলং তুষ্টুবু-
র্নৃত্যদ্বাতগুরূপদেশবশতো লাস্যং ব্যধুর্বীরুধঃ ॥

১২৭। পরতশ্চ, নানাযন্ত্রমবাদয়ন্ত কতিচিৎ কেচিদ্বসন্তং জগুঃ
কেচিদ্গান্ধরজাংসি কন্দুকচয়ানন্যোন্যমাচিক্ষিপুঃ।
শ্রীকৃষ্ণানুচরোৎকরেষু সুবলশ্রেষ্ঠেষু হৃষ্টান্তরো
হাসৈকপ্রণয়ী বটুঃ পটুরটন্নুল্লাসনৃত্যং ব্যধাৎ ॥

১২৮। এবং সতি, মদকলকলবিঙ্কীকুলকলকমণীয়ঝঙ্কারি-কঙ্কণমুখরকরকমলমুন্নীয় ভুজমৃণালদণ্ডমুদ্দণ্ড-মুদ্দণ্ডিত-হৃদয়াভিরবলাভিরভিরম্যমভিতোঽভিতোঽভিহন্যমানঃ প্রণয়িতমাবলা-বলাৎকার-সুখ-চমৎকারকারণ-

---

১২৪। সভানাং সকান্তীনাম্। অসকৃদিতি বিদ্রুত্যাপি মুহুর্মুহুরাবৃণ্বতীঃ ॥ ১২৫। অতিভূম্নেতি সাহসে হেতুঃ ॥

১২৬। ধ্বানৈর্ধ্মাতানি প্রতিধ্বনিযুক্তীকৃতানি হরিতাং মুখানি যেন সঃ ॥

১২৭। শ্রীকৃষ্ণানুচরোৎকরেষু মধ্যে কেচিন্নানাযন্ত্রম বাদয়ন্ত ইত্যাদি ॥

১২৮। মদকলানাং মত্তানাং কলবিঙ্কীনাং চটকস্ত্রীণাং কুলস্য কলান্মধুরাস্ফুটধ্বনিতোঽপি কমনীয়ঝঙ্কারবতা কঙ্কণেন মুখরং করকমলমুন্নীয়োত্থাপ্য। কথম্ভূতম্? ভুজ এব মৃণালদণ্ডো যস্য তদভিরম্যং যথা স্যাত্তথা হন্যমানঃ সন্

কুঙ্কুম-চন্দনাদি জলে ভিজিয়ে দিলেন। গোপীগণ বার বার পালিয়ে গেলেও পুনঃ ফিরে এসে বার বার ছেয়ে ধরলেন তাঁকে।

১২৫। অতঃপর বসন্তোৎসবের তেজে লজ্জা গলে জল হয়ে গেলে সহজ সদনুরাগবেগ জনিত চিত্ত-চুলবুলানিতে অস্থির গোপীগণ পুনরায় সকলে একসঙ্গে মিলে সংখ্যার আধিক্যে সাহসে ভর করে প্রিয়কে ঘিরে ধরলেন—জ্যোৎস্না যেমন মেঘকে ঘিরে ধরে।

১২৬। অতঃপর মাতঙ্গীপ্রমুখ সম্প্রদায় সবেগে বীণাদি নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনিতে দিক্‌বিদিক্ প্রতিধ্বনিত করে বসন্তোচিত সঙ্গীতের ঝঙ্কার উঠালেন, ভ্রমর-পিক-অন্য চিত্রবিচিত্র পক্ষিকুল কলকাকলিতে স্তব করতে লাগল, নৃত্যরত বায়ুর উপদেশবশতঃ লতাবলী নৃত্য রচনা করল।

১২৭। এরপর সুবলশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণানুচরগণের মধ্যে কতিপয় অনুচর নানা যন্ত্র বাজাতে লাগলেন, কেউ কেউ বসন্তরাগ গাইতে লাগলেন, কেউ কেউ সুগন্ধী আবির ও কন্দুকচয় পরস্পরে ছোঁড়া ছুঁড়ি করতে লাগলেন, আর হাসৈকপ্রণয়ী-গমনভঙ্গীতে পটু বটু আনন্দিত মনে উল্লাসনৃত্য রচনা করলেন।

১২৮। এইরূপ হলে মত্ত চটককুলের মধুর অস্ফুট ধ্বনি হতেও কমনীয় ঝঙ্কারী কঙ্কণের দ্বারা মুখর মৃণালদণ্ডসম বাহুলতাযুক্ত করকমল উর্দ্ধে উঠিয়ে কৃষ্ণকে দুরন্ত কঠোর দণ্ড দিতে লাগলেন অবলাগণ। এই

করণকলহে পরাজয়ং জয়ং মন্যমানো মানোচিতং চরিতং নাচরন্নিব সাবহিত্থমিথমিন্দুমুখো বিগ্লানিমিবাভিনয়ন্ যদি ক্ষণমুপরতপরতরপ্রভাবো বভুব, তদা—

কাচিদ্বংশীমপহৃতবতী কাপি পানীয়যন্ত্রং
কাচিৎ পৌষ্পং ধনুরনুপমং বাণজালং চ কাচিৎ।
অপ্যান্যস্ত্যাং কুতুককলয়া মণ্ডনান্যাহরন্ত্যাং
ভ্রূভঙ্গেন স্মিতসুরুচিনা রাধিকা বাধিকাসীৎ ॥

১২৯। ততস্তু, স্বাঞ্চলেন ঘুসৃণাদিকপঙ্কান্, স্বেদবারি চ শনৈঃ ক্ষপয়ন্ত্যা।
যৎ পপে মধুরিমাস্য দৃশা, তদ্বীরপানমিব জাতমমুষ্যাঃ ॥

১৩০। পুনশ্চ আকৃষ্য সখ্যাঃ করপদ্মকোষা-, ত্তাম্বূলবীটীঃ স্বয়মাশয়ন্তী।
ভ্রূভঙ্গিসঙ্গীতবিজ্ঞয়া তং, সা শ্যাময়াবীবিজদাত্মনাথম্ ॥

প্রণয়িতমা যা অবলা তৎকর্তৃকো বলাৎকার এব সুখচমৎকারস্য কারণং যত্র তথাভূতে রণকলহে পরাজয়মেব জয়ং মন্যমান ইতি স্বপরাজয়ে সত্যেব তদ্‌বলাৎকারসৌলভ্যাৎ, অতএব মানোচিতমহঙ্কারযোগ্যং চরিতং পূর্ববদ্‌বলাৎকারং ন কুর্বন্। সাবহিত্থমিতি নিজাসামর্থ্যজ্ঞাপনম্, বিগ্লানিমিতি বিশিষ্টা স্বগ্লানিরেব বহুখেলনশ্রমোদ্ভূতা তত্র হেতুরিতি জ্ঞাপয়ন্নিত্যর্থঃ। সর্বেষামেব কৃত্রিমত্বাৎ ইবকারঃ। ভ্রূভঙ্গেনেতি মণ্ডনোত্তারণনিষেধকং স্বভ্রূভঙ্গং শ্রীকৃষ্ণং দর্শয়িত্বা তস্মৈ মহাপরাজয়দুঃখ-দানার্থমিব স্বকারুণ্যং ব্যঞ্জয়তি স্ম ॥

১২৯। স্বাঞ্চলেনেত্যাদি স্বেন পরাজিতে প্রতিযোদ্ধরি স্বয়মেব কৃপয়া তৎসন্ধুক্ষণময়পরিচরণাদিকং তস্যৈবাতি লজ্জাবিড়ম্বনকরমিতি প্রকটার্থো ব্যঞ্জিতঃ, বস্তুর্থশ্চ তন্মিষেণ নিঃশঙ্কতয়া স্বমনোরথসাফল্যসম্পাদনমেব। ভূতে ভবিষ্যতি বা রণে যোধানাং মধ্বাদিপানং বীরপানম্ ॥ ১৩০। অবীবিজদ্বীজনং কারয়ামাস ॥

নির্মম চিত্তাদের হাতে সর্বতোভাবে যাতে রমণীয় হয় সেইভাবে নিষ্পীড়িত হয়েও প্রণয়িতম অবলাগণের হাতে বলাৎকাররূপ সুখচমৎকারের জনক রণকলহে পরাজয়কেই জয় মনে করে চন্দ্রমুখ কৃষ্ণ অহঙ্কার-যোগ্য চেষ্টা করলেন না অর্থাৎ পূর্ববৎ বলাৎকার করলেন না। নিজ কৃত্রিম অসামর্থ্য প্রকাশ করলেন। বহু খেলনের পরিশ্রমে যেন অঙ্গে গ্লানি এসেছে এরূপ ভাব অভিনয় করে ক্ষণকাল খেলা হতে যদি উপরত হলেন নিরতিশয় প্রভাবশালী কৃষ্ণ, তখন কেউ বংশী চুরি করে নিল, কেউ পিচকারী, কেউ অনুপম পুষ্পধনু, কেউ বাণ সমূহ, অন্য কেউ আবার কৌতুক কলায় ভূষণাদি খুলে নিতে লাগলে রাধারাণী মুচকি হেসে নিষেধ সূচক সুরুচি-সম্পন্ন ভ্রূভঙ্গী করে স্বকারুণ্য প্রকাশ করলেন, যেন শ্রীকৃষ্ণকে মহাপরাজয় দুঃখ দানের জন্য।

আদরের সহিত রাধার কৃষ্ণসেবা ঃ

১২৯। অতঃপর নিজ অঞ্চলের দ্বারা কুঙ্কুমপঙ্ক ঘর্মজল ধীরে ধীরে মুছিয়ে দিতে দিতে কৃষ্ণের মধু-রিমা যা পান করলেন রাধা, তা তো তার বীরপানই হ'ল। (যুদ্ধের আগে বা পরে যোদ্ধা যে মদপান করে তাকে বীরপান বলে)।

১৩০। আরও, নিজ সখীর করপদ্মকোষ থেকে তাম্বুল-বিটিকা টান দিয়ে নিয়ে নিজেই খাইয়ে

১৩১। এতস্মিন্নেবাবসরে স রেণুকষিতৃতিরশ্চীনীকৃতাবটুঃ বটুরবলোক্য বিরচিতোৎসাহ-সাহসিক্য-মুচ্চৈঃ-স্বরং জগর্জ গর্জদম্বুবাহ ইব —'হী হী জিতমস্মাভির্যদিয়ং সর্বোত্তমানন্তমাহাত্ম্যা ভো বয়স্যবৃষভা বৃষভানু-সুতা সুতানিতগর্বাপি পরাজিতা রাজিতারং বিজয়মহসা মহসালসং প্রিয়বয়স্যমস্মাকং স্মাকম্পিতানুগৃহীতদাস্যর-সেব সেবতে। কিমতঃ পরং পরং কৌতুকম্ উচিতমেবৈতৎ যস্য ময়া ধীসচিবতা বতাঙ্গীক্রিয়তে, তস্য কথং পরা-জয়ো রাজয়ো হি জয়সম্পদামেব' ইতি পরমতৃপ্তঃ সুখভুজা ভুজাবুত্থাপ্য নরীনৃত্যতে স্ম। তস্য তয়া প্রতিভয়ো-ভয়োরেব পক্ষয়োরক্ষয়ো রভসঃ সমজনি। সমজনিতসন্তোষয়া দেব্যাপি বার্ষভানব্যা নব্যা হারযষ্টিঃ প্রসাদীচক্রে ॥

১৩২। ইত্যেবং চিরবিহরণরণপরিশ্রমালস লসদবসাদসাদরসেব্যমানবপুষাং তেষাং তাসাং চ মাধুরী ধুরীণ-তাৎকালিকরুচিররুচিরসতরঙ্গমালোক্য বনদেবতা দেবতা চ সা মাতঙ্গী সঙ্গীতস্য সাত্মশ্লাঘমুল্লাঘমুল্লাঘবা-ভাবতো ভাবতোঽপি সহজাদুৎসববিরামমেবাভিরামমেবাভিরুচিতং মন্যন্তে স্ম ॥

১৩১। স বটুঃ। রেণ্বিতি ক্রিয়াবিশেষণম্। বিরচিত উৎসাহো যত্র তথাভূতং সাহসিক্যং সহসা প্রবর্ত্তনং যত্র তদ্যথা স্যাত্তথা। ভো বয়স্যবৃষভা হে সখিশ্রেষ্ঠাঃ! সুবলাদয়ো বিজয়তেজসা রাজিতারং দীপ্তিমন্তম্। মহান্নিজোৎসবাৎ সালসম্; ল্যব্‌লোপে পঞ্চমী; তং প্রাপ্যেত্যর্থঃ। স্মেত্যবধারণে। অকম্পিতা নিশ্চলা এব সতীত্যর্থঃ। ধীসচিবতা মন্ত্রিত্বম্। বত হর্ষে, রাজয়ঃ শ্রেণয়ঃ, সুখভুজা সুখসা ভুক্ ভোগস্তয়া, সুখানুভবেন হেতুনেত্যর্থঃ। তয়া প্রতিভয়া ভণ্ডবদ্বল্গন-নটনাদিময্যা; উভয়োরেব পক্ষয়োঃ, রভসো হর্ষঃ। সমমন্যূনং যথা স্যাত্তথা, জনিতহর্ষয়া।

১৩২। মাধুরীধুরীণশ্চ তাৎকালিকস্তৎকালভবশ্চ রুচিরা রুচিঃ প্রীতির্যতঃ স চ যো রসতরঙ্গস্তং তেষাং তাসাঞ্চা-লোক্যোৎকৃষ্টো যো লাঘবস্যাভাবঃ পরমশ্রৈষ্ঠ্যম্, ততো হেতোস্তস্যামেব শোভানাং পর্যবসানাকাঙ্ক্ষয়েত্যর্থঃ। সহজাদ্ভাবতঃ

দিলেন, ভ্রূভঙ্গিসঙ্গী-ইঙ্গিতবিজ্ঞা শ্যামার দ্বারা নিজ নাথকে বীজন করালেন।

হোলীখেলার সমাপ্তি ঃ

১৩১। এই অবসরে সেই আবিরধূলি-ধূসরিত বটু অভিনয়-ভঙ্গীতে ঘাড় বাঁকিয়ে উৎসাহ সঞ্চয় করে হুট্ করে লাফিয়ে উঠে গর্জনশীল মেঘের মতো উচ্চস্বরে গর্জন করে বলতে লাগলেন—'হী হী হে সখা-শ্রেষ্ঠ সুবলাদি, আমরা জিতে গেলাম, কারণ অনন্ত মাহাত্মিকী বৃষভানুসুতা সুবিখ্যাত গর্ববতী হয়েও পরাজিতা হয়ে বিজয়-তেজে দীপ্তিমান্ ও নিজ উৎসবশ্রমে আলসদেহ আমাদের প্রিয় বয়স্যকে একেবারে সচ্ছন্দে অনুগৃহীত দাসীর মতো সেবা করছে। এর বেশী আর কৌতুক কি হতে পারে,এ উচিতই হয়েছে। হায় হায়,আমি যার মন্ত্রিত্ব স্বীকার করেছি তার কি করে হার হবে, জয় সম্পদের ভাণ্ডার তাঁর হাতে'—এরূপ বলে সুখাস্বাদনে পরমতৃপ্ত হয়ে দুই বাহু তুলে নাচতে লাগলেন। তাঁর এই প্রতিভা দেখে উভয় পক্ষের অক্ষয় আমোদ হ'ল। উচ্ছলিত প্রমোদা বার্ষভানবী দেবীও নবীন হারলতা-প্রসাদ দান করলেন।

১৩২। এইরূপে বহুকাল ধরে হোলীবিহার-রণের পরিশ্রমে আলস, লীলাপরায়ণ, অবসাদগ্রস্ত, আদরের সহিত সেব্যমান কৃষ্ণাদি গোপবালক ও রাধাদি প্রেয়সীগণের দেহের মাধুরী-পরাবধি ও তৎকালিক মধুর প্রীতির আকর রসতরঙ্গের পরম শ্রেষ্ঠতা অবলোকন করে বৃন্দাদি বনদেবীগণ ও সেই সঙ্গীতদেবতা মাতঙ্গী আত্মপ্রশংসার সহিত এবং নির্বিঘ্নের সহিত উৎসবের বিরামই অভিরাম ও অতিরুচিকর মনে করলেন—সহজ

১৩৩। বিশ্রান্তে চ তস্মিন্ বসন্তোৎসবে স বেণুপাণিঃ সহ সহচরৈর্মিলিতোঽলিতোষঝঙ্কারমুখরবন-মালো বনমালোত্তমচ্ছায়ামবলম্ব্য নবমধুমহামহানন্দভরোদ্গারপরিমলেন বিরচয়ন্নিতরেতরতরলিমানমানন্দ ॥

১৩৪। সা চ সকলা সকলাভীরকিশোরীশোরীকৃতখেলনবিরামা রামানুজসঙ্গসঙ্গত-পরমানন্দনন্দথু-মালিমালিকাভিঃ সহ সহর্ষমনুভবন্তী স্বরমণরমণমাকন্দমাকন্দকন্দলিতবাসন্তীমণ্ডপকৃতবিশ্রামা মাতঙ্গীবর্গমাহূয় সবহুমানমানম্য পারিতোষিকতোষিকমনীয়মানসং কারয়িত্বা বিসর্জ্জয়ামাস ॥

ইত্যানন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলালতাবিস্তারে বসন্তোৎসবো

নাম চতুর্দশ স্তবক ॥১৪॥

প্রেমতশ্চ পরিশ্রম-দর্শনাচ্চেত্যর্থঃ। বনদেবতা বৃন্দাখ্যাঃ সঙ্গীতস্য দেবতা মাতঙ্গী চোৎসবস্য বিরামমেবাভিরামমেব রম্য-মেবাভিরুচিতং মন্যন্তে স্ম। উল্লাঘং নিরাময়ং নির্বিঘ্নমিত্যর্থঃ। রসতরঙ্গস্য বিরামস্য বা বিশেষণম্ ॥

১৩৩। অলীনাং তোষঝঙ্কারেণ হর্ষশব্দেন মুখরা বনমালা যস্য সঃ। বনমালেয়ং নব্যা তদাকল্পনির্মাণসময়ে শ্রীরাধয়ৈব স্ব-হস্তেনার্পিতা জ্ঞেয়া,—পূর্বস্যাঃ খেলনবেগ-ছিন্নভিন্নত্বাৎ। নবমধোর্নব্য-বসন্তস্য মহামহো মহানুৎসবস্তত্রানন্দ-ভরস্য খেলা-পরিপাটীজনিতস্যোদ্গারস্তত্তদনুকথনং স এব পরিমলস্তেনেতরেতরস্য তরলিমানং গাম্ভীর্যরক্ষণাসামর্থ্যং বিরচয়ন্ সন্নানন্দ, আনন্দং প্রাপ ॥

১৩৪। সকলানামাভীরকিশোরীণামীশা শ্রীরাধাপি সা রামানুজস্য সঙ্গেন সঙ্গতস্য পরমানন্দস্য নন্দথুং সমৃদ্ধি-মনুভবন্তী তত্তৎখেলাকৌতুকোদ্গারেণাস্বাদয়ন্তী স্বরমণস্য শ্রীকৃষ্ণস্য রমণমাবিহার সম্পত্তিঃ সৈব কং সুখং তদ্দদাতীতি স চাসৌ মাকন্দেন কন্দলিতশ্চ যো বাসন্তীমণ্ডপস্তত্রৈব কৃতো বিশ্রামো যয়া সা। তেন বনদেবতোপনীত-বিবিধমধুরফল-ভোজনানন্তরং সুপ্তেষু নিজসহচরগণেষু তত আগতস্য কৃষ্ণস্য তয়া সহ নিয়তবিহারোঽপি ব্যঞ্জিতঃ ॥

ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবন টীকায়াং শ্রীসুখবর্ত্তিন্যাং চতুর্দ্দশস্তবকসঙ্গমনম্ ॥১৪॥

—০॥★॥০—

প্রেমের গতিতে।

১৩৩। সেই বসন্তোৎসব সমাপ্ত হয়ে গেলে ভ্রমরের হর্ষঝঙ্কারে মুখরিত বনমালাধারী বেণুপাণি বন-মালী সহচরগণের সঙ্গে মিলে বনের উত্তম ছায়া অবলম্বন করে নববসন্তের মহান্ উৎসবানন্দভরের উদ্গার পরিমলের দ্বারা পরস্পরের গাম্ভীর্য-রক্ষণ-অসামর্থ্যতা জন্মিয়ে আনন্দোচ্ছল হয়ে উঠলেন।

১৩৪। সকল আভীর কিশোরীর স্বামিনী, খেলন-বিরাম অঙ্গীকারকারিনী এবং রামানুজের সঙ্গে প্রাপ্ত পরমানন্দসমৃদ্ধি সখীগণসহ হর্ষে আস্বাদনকারিনী কলাবতী রাধা অঙ্কুরিত আম্রবৃক্ষে শোভিত ও কৃষ্ণের সচ্ছন্দবিহার সম্পত্তিরূপ সুখদায়ী বাসন্তীমণ্ডপে বিশ্রাম-অবসরে মাতঙ্গীবর্গকে আহ্বান করে বহুমান্য দান করে পারিতোষিকের দ্বারা তুষ্ট করে তাঁদের মনে কমনীয় ভাব আনিয়ে বিদায় করলেন।

ইতি শ্রীআনন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলা লতাবিস্তারে

বসন্তোৎসব নামক চতুর্দ্দশ স্তবক।

—০ঃ০—

পঞ্চদশঃ স্তবকঃ

১। ইত্যেবংবিধেন বিবিধেন বিলাসেনানাবিলাসেনানাবিষ্কৃতবৈমুখ্যেন মুখ্যেন বৃন্দাবনান্তরঙ্গিণা রঙ্গিণামগ্রণী রসবানূঢ়ানূঢ়াদিভিরাভীররাজাভীররাজাত্মজোঽয়ং তিথীঃ কতিথীঃ কলানিধিরিব তারাভিরাভিরাম্যেণ। বাসরে তু সহ সহচরসমুদয়েন রসমুদয়েন গোচা গোচারণকৌতুকেন কুমারয়ামাস, মারয়ামাস চ কদাচিদমরবিদ্বিষো বিদ্বিষোপমান্ ॥

২। ততঃ পরমনির্বৃতানেকদানেকদাক্ষিণ্যদয়াবতো যাবতো বল্লবান্ বল্লবরাজমুখানভিমুখানভি শতমখমখমখণ্ডসমারম্ভানরংভানবতো নবতোষানেকপ্রকারাং সামগ্রীমগ্রীয়ামাহরতো বিলোক্য বয়োবৃদ্ধাবৃদ্ধানাদায়

পঞ্চদশঃ স্তবকঃ

দেবেন্দ্র-পর্ব মদ-খণ্ডনকৃদ্গিরীন্দ্র পর্বাতিগর্ব-ভরতঃ কৃতগোষ্ঠরক্ষঃ।

সিদ্ধৈর্নুতঃ স্বজনবিস্ময়ভৃৎ সুরেশৈঃ স্তুত্যাঽভ্যষিচ্যত স পঞ্চদশে গবেন্দ্রঃ ॥

১। আভীররাজাত্মজঃ কতিথীঃ কিয়তীনাং বসন্তোৎসব সম্বন্ধিনীনাং পূরণীস্তিথীর্বাপ্য তারাভিঃ সহ কলানিধিরিবাভিরূঢ়ানূঢ়াদিভিঃ সুন্দরীভীঃ ররাজ রাজতে স্ম। আদিশব্দাৎ তত্তৎপরিবারাণাং স্বনর্মসখানামপি গ্রহণম্। অনাবিলাসেন অনাবিলো নির্মল আসঃ শ্রীঃ শোভা যতস্তেন। 'অস দীপ্তৌ'। অতএব নাবিষ্কৃতং বৈমুখ্যমলংবুদ্ধির্যত্র তেন। বৃন্দাবনান্তর্বৃন্দাবনমধ্যেঽঙ্গিনা উপযুক্ত-বহ্বঙ্গসহিতেন, অভিরামস্য ভাব আভিরাম্যম্। গোচারণমেব কৌতুকং তেন গোচা গাং পৃথিবীমঞ্চতা রসেনানুরাগেণ মুদামানন্দানাময়ঃ প্রাপ্তির্যত্র তেন। বিদ্বিষোপমান্ বিদাং বিদুষাং বিষোপমান্॥

পঞ্চদশ স্তবক

গোবর্ধনধারণ লীলাঃ

ইন্দ্রযজ্ঞ নিবারণঃ

১। আভীর রাজার আত্মজ রঙ্গিয়া কৃষ্ণ এবংবিধ বিবিধ মুখ্য বিলাসে কন্যকা ও বিবাহিতা গোপীগণ সহ কতিপয় তিথি ধরে রমণীয় ভাবে শোভা পেতে লাগলেন, তারকামণ্ডলী পরিবেষ্টিত পূর্ণচন্দ্রের মতো—যে বিলাস ছিল শ্রীবৃন্দাবন বনোপযুক্ত বহু অঙ্গবিশিষ্ট, পরম মনোহর এবং অরুচি অজন্মানো। আরও দিনের বেলায় গোচারণরূপ কৌতুকে পৃথিবীকে সম্মানকারী ও অনুরাগময় আনন্দ প্রাপ্তির আকরস্বরূপ সখাগণের সঙ্গে ক্রীড়া করে বেড়াতে লাগলেন। এরই মধ্যে বিদ্বৎজনের নিকট বিষের মতো দেবদ্বেষী অসুরগণকে কদাচিৎ বধ করতে থাকলেন।

২। অতি হৃষ্ট, বহুতর সরলতায় কৃপালু, উৎসব আগমন হেতু জলস্থলে ও ইদানীন্তন হর্ষে প্রফুল্ল গোপরাজ প্রমুখ যাবতীয় গোপগণ ইন্দ্রযজ্ঞের উদ্দেশে পূর্ণ সমারোহে অনেক প্রকার শ্রেষ্ঠ সামগ্রী

কৃতসভং সভঙ্গি পিতরমুবাচ শ্রীকৃষ্ণঃ,—'আর্য্যপাদাঃ! কিং নামায়ং মহো মহোদারঃ, কাস্ত বা দেবতা বৃতাস্য, কো বাচার্য্যো বাচার্য্যোঽস্ত, কং বা বিধিমধি মন্যধ্বে, কিংপ্রয়োজনোঽয়ং জনো যন্ত্রিত ইব সর্বতো ধাবতি, মেধাবতি মে হৃদয়ে কিমপি ন প্রতিভাতি, প্রতিভাতিরেকো হি বর্ষীয়সামেব, যদি বালতয়া ময়ীদমপ্রকাশনার্হম, নার্হন্ত তদা প্রকাশয়িতুম্, উত চৈত্তুপৈতি, কথ্যতাং কথ্যতাং তদা তদাকরঃ; গুপ্তা হি বার্ত্তা সুহৃদি হৃদি চ দুরপনোদা নোদাসীনে বিপক্ষেঽপক্ষেপণীয়া ভবতি।'

৩। ইতি বিরতবচনরচনে নেদীয়সি চ সিচয়াসনমধ্যাসীনে চ তনয়ে নয়েন সাদরদরহসিতসিতদশনমহোমহোল্লাসেন পেয়ুষপীযূষপীনধৌতমিব শ্মশ্রুভরং জনয়ন নয়ন্নপি তমঙ্কমনঙ্কমিব সুধাকরং বসুধাকরাঙ্কিতমথা-

---

২। একদা একস্মিন্ সময়ে বল্লবরাজমুখান্, যাবতো বল্লবান্ অভিশতমখমখং শতমখস্যেন্দ্রস্য মখং যজ্ঞং লক্ষীকৃত্যাখণ্ডসমারম্ভানভিমুখান্ স্বসম্মুখানবলোক্য শ্রীকৃষ্ণঃ সভঙ্গি যথা স্যাত্তথা পিতরমুবাচ। কথম্ভূতান্? পরমনির্বৃতানতিহৃষ্টান্, ন তু ব্রতাদাবিব তত্র যন্ত্রিতানিত্যর্থঃ। অনেকদাক্ষিণ্যদয়াবতো বহুতরসারল্যেন কৃপালূন্, সর্বজনসুখবাসার্থমিতি ভাবঃ। অরমতিশয়েন ভানং দীপ্তিস্তদ্বতঃ, যতো নবতোষানুৎসবাগমনহেতুকেন নবীন হর্ষেণাপি যুক্তান্। অগ্রীয়াং শ্রেষ্ঠাম্। পিতরং কথম্ভূতম্? বয়োবৃদ্ধৌ ঋদ্ধান্ সমৃদ্ধান্, জনানাদায় কৃতা সভা যেন তম্। মহোদারো মহামহিমবান্, বাচা আর্ষঃ প্রমাণবচনকঃ। মে মম মেধাবতি মেধাযুক্তে হৃদয়ে। নন্ু পরেঙ্গিতজ্ঞানফলা হি বুদ্ধয় ইত্যুক্তত্বান্নিজ-বুদ্ধিপ্রতিভয়ৈব জ্ঞায়তাম্, ত্বদ্বুদ্ধেঃ কিং দুপ্রবেশমিত্যত আহ—প্রতিভায়া অতিরেক উদ্রেকঃ। বর্ষীয়সাং বয়োঽধিকানাম্। কথ্যতাং কথনার্হত্বং চেত্তুপৈতি, তদা কথ্যতামুচ্যতাং তস্যাকরঃ কারণম্। নন্ু বালত্বেঽপি মহাবুদ্ধিমত্ত্বান্নাস্তি তে বালত্ব-দোষঃ, কিন্ত্বতিরহস্যোবেয়ং বর্ত্তেতি চেৎ, সত্যম্, গুপ্তাপি বার্ত্তা হৃদি মনসি সুহৃদি চ দুরপনোদাঽপহ্নোতুমশক্যাঽনৌচিত্যাদেব; শ্লেষেণ সুহৃদো হৃদয়াদপ্যন্তরঙ্গত্বমানীত; কিন্তু উদাসীনে বিপক্ষে চ নাপক্ষেপণীয়া প্রক্ষেপ্তুমযোগ্যা, ময়ি তু সুহৃত্ত্বেন যুষ্মাকং হৃদয়তুল্যত্বাত্তৎ প্রকাশনং যুক্তমেবেতি ভাবঃ॥

নিজেদের সম্মুখে এনে যোগাড় করছেন দেখে শ্রীকৃষ্ণ বয়োবৃদ্ধিতে সমৃদ্ধ জনগণকে নিয়ে সভা করে বিরাজমান পিতাকে ভঙ্গীসহকারে বললেন—হে আর্যপাদ! এই মহামহিম মহোৎসবের কি নাম, হায়, এর দেবতাই বা কে, আর প্রামাণিক বাক্যে সিদ্ধ এর আচার্যই বা কে, আর কোন্ বিধিই বা তোমরা মানছো এবং কি প্রয়োজনে লোকসকল যন্ত্রিতের মতো চতুর্দিকে ধাবিত হচ্ছে—আমার মেধাযুক্ত হৃদয়ে এর কিছুই প্রকাশিত হচ্ছে না। (আরে নিজের বুদ্ধিতেই বুঝে নেও-না, তোমার বুদ্ধির অগম্য কি আছে—এর উত্তরেই যেন বলছেন—) বয়োবৃদ্ধদেরই উপস্থিত-বুদ্ধির উদ্রেক হয়। যদি বালক বলে আমার কাছে এ কথা প্রকাশের অযোগ্য মনে করেন তা হলে প্রকাশ করবেন না, যদি কখন যোগ্য মনে করেন, তবে আমূল সব কিছু খুলে বলে দিন। (তোমার বালত্ব দোষ নেই, তবে অতি গোপন সে কথা—এরূপ যদি বলেন তার উত্তরে বলছি শুনুন—) কথা যদি গোপনীয়ও হয় তথাপি নিজের মনের কাছে ও সুহৃদের কাছে গোপন করে রাখা যায় না—কারণ তা অনুচিত, আবার বিপক্ষের নিকট ফলাও করে বলাও উচিত হয় না।

৩। এই বচন পরিপাটি থেমে যাওয়ার পর পুত্র নিকটবর্তী হয়ে বস্ত্রাসনে বসে গেলে গোপরাজ ভূমিতলে মিলিত নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের মতো সেই পুত্রকে কোলে তুলে নিলেন—পুত্রের নীতিবাচক প্রশ্ন মাধুর্যে

ভীররাজো ররাজোপক্রম্য বচনরচনাম্ ॥

৪। 'তাত। সাতত্যতন্যমানমান এষ নঃ কুলে নিরাকুলে নিরাবিলঃ পরম্পরাপরায়ণ আচার আচারণাদি পরিগীতঃ সমুন্মীলতি, যদস্মাকং হি গোধনং ধনম্ তচ্চ ঘাসঘাসমাত্রজীবনম্, স চ ঘাসোঽনঘাসো ন ভবতি বিনা বৃষ্টিম্, সা চ দুর্বলা বলাহকানন্তরেণ, তে চ নাত্মবশাঃ পুরন্দরদরতঃ। অতস্তদীয়ং মহমহমুপপাদয়ন্নস্মি, অনেনসানেন সাধুনাধুনা বিধীয়মানেন মহেন প্রীতি-সুমনসা সুমনসামধিপেন তেন প্রতিবর্ষং বর্ষং সুরীত্যা সম্পাদ্যতে ॥

৫। তথা সম্প্রতি সম্প্রতিপত্তিকারিণা ভবিতব্যম্। রীতিরীদৃশ্যেব তেষাং মানবতাং মানবতাং গতস্য

৩। তনয়ে শ্রীকৃষ্ণে ইতি বিরতবচনরচনে সত্যারাভীররাজো বচনরচনামুপক্রম্যারভ্য ররাজ। কথম্ভূতে তনয়ে? প্রথমং নেদীয়সি নিকটবর্তিনি, ততঃ সিচয়াসনং বস্ত্রাসনমধ্যাসীনে চ। স্বয়ঞ্চ কথম্ভূতঃ? সাদরমহো প্রশ্নমাধুর্যমিতি কৃতাদরং যদ্ধসিতং তৎপ্রকাশিতঃ সিতদশনশ্চ তয়োর্মহসাং জ্যোতিষাং মহোল্লাসেন পেয়ূষো নবদুগ্ধং স এব পীযূষমমৃতং তেন পীনং পুষ্টং যথা স্যাত্তথা, ধৌতং ক্ষালিতমিব শ্মশ্রুভরং জনয়ন্ স্বভাবতস্তিলতণ্ডুলিতমপি শ্মশ্রুভরং হসনদশনকান্ত্যা সর্বশুক্লমিব কুর্বন্নিত্যর্থঃ।—"পেয়ূষোঽভিনবং পয়ঃ" ইত্যমরঃ। তং তনয়মপাঙ্কং স্বোৎসঙ্গং প্রতি নয়ন্ অনঙ্কং নিষ্কলঙ্কং বসুধাকরস্থিতং ভূমৌ মিলিতং সুধাকরং চন্দ্রমিব ।।

৪। সাতত্যেন তন্যমানো মান আদরো যস্য সঃ। ঘাসস্য তৃণস্য ঘাসো ভক্ষণং তন্মাত্রমেব জীবনং যস্য তৎ। অনঘো নির্বাসনো নির্বিঘ্ন আসঃ স্থিতির্যস্য তর্থাভূতো ন ভবতি। অংহো দুঃখব্যসনেষ্বঘম। 'আস উপবেশনে', 'অস দীপ্তৌ' বা ঘঞন্তঃ। সা চ বৃষ্টিঃ, বলাহকান্ মেঘান্, পুরন্দরদরত ইন্দ্রভয়াৎ; অনেনসা এনোঽপরাধস্তদ্রহিতেন। অনেন মহেন যাগোৎসবেন; সুমনসাং দেবানামধিপেনেন্দ্রেণ ॥

৫। সম্প্রত্যধুনাপি সম্প্রতিপত্তিকারিণাঽস্মদ্‌যোগক্ষেমসম্পাদকেনেন্দ্রেণ। নন্বমৃতভুজাং দেবানাং যুষ্মদ্দীয়মানে হবিষি

আদর হেতু মহারাজের মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল আর তাতে প্রকাশিত হয়ে পড়ল তাঁর শুভ্র দন্তরাজি। এ দু-এর জ্যোতির মহোল্লাস ক্ষরিত নবদুগ্ধরূপ অমৃতে তাঁর স্বভাবসুন্দর শ্বেতকৃষ্ণ শ্মশ্রুভার যেন তৎকালে পুষ্ট হয়ে উঠ্‌ছিল ও ধৌত হয়ে যাচ্ছিল। এরূপ খুসীতে দীপ্ত মহারাজ তখন কথার জাল বুনতে আরম্ভ করলেন—

৪। 'হে বাপধন, অখণ্ড বিস্তারিত আদরনীয় এই আমাদের নিরাকুল কুলে কুলপরম্পরা-আগত সদাচারাদি—প্রশংসিত নির্মল আচার উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হয়ে আছে। যেহেতু আমাদের গোধনই ধন, আর সেই গোধন ঘাসভক্ষণমাত্রজীবি, আর সেই ঘাসেরও বিনা-বৃষ্টি নির্বিঘ্ন-স্থিতি হয় না, সেই বৃষ্টিও বিনা-মেঘে বল প্রকাশ করে না, আর ইন্দ্রের ভয়ে সেই মেঘেরও স্বতন্ত্রতা নেই। এই সব কারণে সেই ইন্দ্রের মহা মহোৎসব সম্পাদনে তৈরী হচ্ছি। প্রতি বছর এই সময়ে সুষ্ঠুভাবে ক্রিয়মাণ অপরাধ রহিত এই যাগোৎসবের দ্বারা প্রীতি-সুমনা সেই দেবরাজ সুরীতিতে বর্ষণকার্য সম্পাদন করে থাকেন।

৫। পূর্বের মতোই সম্প্রতিও যোগক্ষেম সম্পাদক হবেন দেবতাগণ। (অমৃতভোগী দেবতাদের

সমারাধনপ্রিয়া ন প্রিয়ায় মন্যন্তে স্বর্গীয়গীয়মানমপি সুধাদিকং তে। স্বসম্পদাপদারোহণপরাপি সমারাধিতাঽঽধিতানবং নবং নবমীহতে হি দেবতা, অনারাধিতাধিতাদবস্থ্যমেব ॥'

৬। অথ তদাকর্ণনকর্ণনবকষায়তায়তাপি ন কেনাপি যথা যথার্থভাবেন লক্ষ্যতে, তথা কৃতাবহিত্থমিত্থমিদমতিমধুমধুরতরতরঙ্গিতস্মিতবিস্মিতবিবিধজনমনোমনোজ্ঞতমং কিমপি সম্মোহজনকং জনকং যদবাদীদবাদীব মীমাংসাবাদং সবিবাদং স বিধায় তদতিচিত্রম্ ॥

৭। তথা হি—'অহো অহোনাথসদৃশামীদৃশামীশতুল্যানাং বঃ খলু সুখলু সুবহুলমবিচারি চারিত্রাম্, যতঃ কর্মণৈব জন্তব উৎপদ্যন্তে, বিপদ্যন্তে, বিদ্যন্তে চ। যো হি যদা যদাচরিত কর্ম, তদেব দেবতা, দেবতান্তরং

কা প্রীতিঃ স্যাৎ ? তত্রাহ—মানবতাং সম্মানদায়িনাং তেষামীদৃশ্যেব রীতির্যন্মানবতাং গতস্য মনুষ্যত্বং প্রাপ্তস্য সম্যগারাধনং প্রিয়ং যেষাং তে। স্বর্গীয়ৈঃ স্বর্গসম্বন্ধিভির্জনৈর্গীয়মানং স্তূয়মানমপি। ননু দেবা অপ্যসুরাদ্যুপদ্রববশাদ্দুঃখ-সুখময়া মনুষ্যবদেব লক্ষিতাঃ ? সত্যম, স্বস্যাঃ সম্পদ আপদশ্চ কদাচিদ্দিষ্টবশাদারোহণপরাপি সমারাধিতা সতী আধের্মনঃপীড়ায়াস্তানবং ক্ষীণত্বমারাধকজনস্যেহতে চেষ্টতে, কুরুতে ইত্যর্থঃ। তচ্চ নবং নবং যথা স্যাত্তথেতি তত্র কদাচিদপি নোদ্বিজত ইত্যর্থঃ। অনারাধিতা তু সতী আধেস্তাদবস্থ্যমেবেহত ইত্যস্যৈবানুষঙ্গঃ ॥

৬। অথ তদ্বচনাকর্ণনেন কর্ণয়োর্নবা কষায়তা গর্ববত ইন্দ্রস্যাদরশ্রবণাসহিষ্ণুতয়া কালুষ্যং সা আয়তাপি প্রচুরাপি যথা কেনাপি ন লক্ষ্যতে, তথা জনকং প্রত্যবাদীব যদবাদীদুক্তবান্, তদতিচিত্রম্, তথা কৃতাবহিত্থমিতি গাম্ভীর্যেণাস্যালক্ষণাচ্ছাদনাৎ। তদেবাহ—অতিশয়েন মধুতোঽপি মধুরতরঞ্চ তত্তরঙ্গিতমাবৃত্তি-প্রত্যাবৃত্তিভ্যাং তরঙ্গসদৃশঞ্চ যৎ স্মিতং তেন বিস্মিতানাং বিবিধজনানাং মনসো মনোজ্ঞতমমতিরোচকম্। সবিবাদং বিবাদ-সহিতং কৃত্বা বাহ্যন্তর-পরাভবার্থং স শ্রীকৃষ্ণঃ 'ঐশ্বর্যশক্ত্যা সহসা নিবেদিতো, নিজপ্রভুঃ স্বাবসরপ্রবীণয়া। চিকিৎসিতং দুর্মতি শক্রদুর্মদং, পরামমর্শাথ স গোপশর্মদঃ। জনকো নু মমাপি দেবতাং ভজতে যন্নরলীলতাবশাৎ। তদিহাপ্যভিমন্যতে মদা-,ন্মঘবা তং যত্তদিহাস্মি শাসিতুম্ ॥' ইতি ॥

৭। অহো নাথসদৃশাং সূর্যতুল্যানামিতি স্বত এবাতিপ্রতাপবত্ত্বম্, ঈশতুল্যানামিত,দুর্বাধত্বঞ্চ সূচিতম্। তথাপি

তোমাদের দেওয়া হবিতে কি প্রীতি হতে পারে ? এর উত্তরেই যেন বলা হচ্ছে—) সম্মানদায়ী তাদের রীতি এরূপই। মনুষ্যদেহধারীকৃত আরাধন যাঁদের প্রিয় সেই দেবতারা সুধাদিকে প্রিয় বলে মনে করে না যদিও স্বর্গে গমনেচ্ছু মনুষ্যের দ্বারা উহা প্রশংসিত। অদৃষ্টবশে আগত সম্পদ-আপদের সময় দেবতাগণ সুষ্ঠুভাবে আরাধিত হলে আরাধক জনের মনোপীড়ার ক্ষীণতা সম্পাদন করে থাকেন দেবতারা নবনবভাবে। আরাধনা না করলে অবস্থার হেরফের করেন না।

৬। এই কথা শুনে, কর্ণের অতিশয় তিক্তরসায়নস্বরূপ হলেও কেউ যাতে ধরতে না পারে সেই ভাবে ভাব গোপন করে কৃষ্ণ অতি মধুমধুরতর ভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তরঙ্গায়িত মৃদু হাসির সহিত বিস্মিত বিবিধজনমনের অতি রোচক কোনও অপূর্ব সম্মোহজনক মীমাংসাবাদ বিচারের সহিত প্রতিবাদীর মতো যা বললেন তা অতি আশ্চর্য।

৭। অহো, সূর্যতুল্য ঈদৃশ ঈশ্বর তুল্য আপনাদের সুখের ছেদনকারী সুবহুল অবিচারযুক্ত এ-

নাম নামনন্তি সন্তঃ ॥

৮। ঈহিতহিতাহিতাতিরিক্ত ফলদানাসমর্থমর্থয়ন্তাং কে নাম দেবতান্তরম্ ? তান্তরংহসো হি কর্মাতি-রিক্তাং দেবতাং মন্যন্তে ॥

৯। নাপ্যন্তর্যামী যামীরয়তি ক্রিয়াং তামেব করোতি জন্তুঃ, বস্তুতস্তু যথাবিধ এব কশ্চিৎ স্বভাবো হি স্বভাবো হিতাহিতাচরপ্রবর্ত্তকঃ, কিং তত্রান্তর্যামিযামিকতয়া ॥

১০। ন হীশ্বর এব জগদুৎপাদয়তি, বিপাদয়তি, বিশিষ্য পালয়তি, অপি তু তস্যোৎপাদক-বিপাদক-বিপালকানি রজস্তমঃসত্ত্বানি, তেন রজোঘনা ঘনাঃ স্বভাবত এব ত এবমভিবর্ষন্তি ॥

১১। ন চ তত্র ঘনাগমে ভুবনমুচি নমুচিসূদনো নাম দেবতা প্রেরিকা যা খল্বারাধিতাধিতানবং করোতি ॥

সুখস্য লুশ্ছেদনং যত্তস্তদবিচারি, ন বিচারযুক্তম্। 'উৎপদ্যন্তে' ইত্যাদিনোৎপত্তি-প্রলয়-স্থিতয়ঃ সর্বেষাং কর্মাধীনা এবেতি ॥

৮। ঈহিতাভ্যাং কৃতাভ্যাং হিতাহিতাভ্যাং সুকৃতদুষ্কৃতাভ্যামতিরিক্তস্য ফলস্য দানেঽসমর্থদেবতান্তরং কে জনা অর্থয়ন্তাং স্বাভীষ্টং যাচন্তাম্, ন কেঽপীত্যর্থঃ। তান্তমশক্ত রংহো বুদ্ধি-ব্যাপারাদিনাং বেগো যেষাং ত এব ॥

৯। কর্মোণোঽন্তর্যামি-পারবশ্যমিতি মতং নিরস্যন্নাহ—নান্তর্যামীতি। যাং ক্রিয়ামীরয়তি প্রেরয়তি। কশ্চিদিতি তথাবিধকর্মভিরেধাভিব্যঞ্জিতঃ স্বভাবো নিসর্গঃ স্বস্যৈব তাং কান্তিমবতীতি সঃ, অতএবান্তর্যামিণো যামিকতয়া নিয়ামক-ত্বেন কিম্ ॥

১০। তস্য জগতো রজোঘনা রজসা নিবিড়াঃ। জন্তুনামুৎপত্ত্যাদৃষ্টবশাদেব বর্ষন্তি ॥

১১। ন চ তত্তদ্দেশাধ্যক্ষকৃতারাধনসন্তুষ্টস্যেন্দ্রস্য প্রেরণবশাদেব মেঘাঃ প্রাবৃষি বর্ষন্তীত্যাহ—ন চেতি। ঘনাগমে বর্ষাসময়ে, ভুবনস্য জলস্য মুক্ মোচন যত্র তস্মিন্। নমুচিসূদন ইন্দ্রঃ ॥

আচরণ। যেহেতু, কর্মের দ্বারাই জীবসকলের উৎপত্তি-বিনাশ-স্থিতি হয়ে থাকে, অতএব যে যখন যে প্রকার কর্ম আচরণ করে সেই কর্মই হয়ে থাকে তার দেবতা, অতএব সাধুগণ দেবতান্তর মান্য করে না।

৮। নিজের কৃত সকৃতি দুষ্কৃতির অতিরিক্ত ফলদানে অসমর্থ দেবতান্তরের কাছে কোন্ জন স্বাভীষ্ট যাঞ্চা করে ? কেউ করে না। বুদ্ধি-ব্যাপারাদির বেগ ধারণে অসমর্থ জনই কর্মাতিরিক্ত দেবতা মানে।

৯। (কর্মের অন্তর্যামী-পারবশ্যরূপ মত নিরসন করে বলা হচ্ছে—)এ কথাও বলতে পারো না, অন্তর্যামী যে ক্রিয়ায় প্রেরণ করে জীব তাই করে থাকে। বস্তুতঃ নিজ নিজ কামনার পালক স্বভাব নামক কোনও এক বস্তু ভালমন্দ আচরণের প্রবর্তক। এখানে অন্তর্যামীর নিয়ামকত্বের কথা কি করে উঠ্ছে !

১০। ঈশ্বরও জগতের উৎপত্তি-বিনাশ-পালন খুঁটিনাটি করে করেন না। কিন্তু এই জগতের উৎপত্তি-বিনাশ-পালন খুঁটিনাটি করে হয় রজঃ তমঃ সত্ত্ব গুণের দ্বারাই।

১১। যেখানে যেখানে বৃষ্টি হয় সেই সেই দেশের অধিপতিকৃত আরাধনে তুষ্ট ইন্দ্রের দ্বারা প্রেরিত হয়েই মেঘ যে বর্ষণ করে তা নয়। তাই বলা হচ্ছে -)

এবং বর্ষাকালে যে অঝোরে বর্ষণ তা ইন্দ্র নামক দেবতা প্রেরিত বলা যায় না, কারণ এই বর্ষণ

১২। কিমপি ধরাধরা বা কিমেতে বা নদীনা ন দীনাস্তদারাধনং চক্রুঃ, কথমেতেষ্বেতেষ্বেতে বর্ষন্তি, তদলমপ্রস্তুতেন শতমখমখকরণেন ॥

১৩। কিঞ্চ, ব্রাহ্মণা ব্রাহ্মণা ব্রতিনঃ, রাজন্যা রাজন্যায়েন শোভিনঃ, বিশো বিশোভন্তে কৃষ্যাদিভি-রবরবর্ণা বরবর্ণানাং সেবয়া রাজন্ত ইতি চতুর্বর্ণাবস্থাবস্থানব্যবস্থায়াং কৃষি-গোরক্ষা-বাণিজ্য-কুসীদবিশাং বিশাং চতুষ্টয়ী বৃত্তিবৃত্তিঃ

১৪। তত্রাস্মাকং গোরক্ষপক্ষপরতা, নেদানীং ন চ পুরা পুরাবনিসর্গা, নিসর্গাবগাহিনী গিরিবন-চরতা চরতামিহ নো হন্ত কিমনয়া শতক্রতুক্রতুকল্পনয়াঽনয়ারব্ধয়া বিস্রব্ধয়া বিস্রস্তবিপদা মম গিরা গিরাবস্মিন্

১২। নদীনামিনা ঈশ্বরাঃ সমুদ্রা এতে কিং তস্যারাধনং চক্রুঃ ? অপি তু নৈবেত্যর্থঃ। যতো ন দীনাঃ, ন জলদারিদ্র্যবন্তঃ ॥

১৩। তর্হি কিং প্রস্তুতমিত্যপেক্ষয়াং নিজবিহিতধর্মানুষ্ঠানমেব দীপক-রীত্যাঽপ্রস্তুতোপন্যাসেনাহ—ব্রাহ্মণা ইতি। ব্রাহ্মণা বেদেনাবরবর্ণাঃ শূদ্রঃ, চতুর্ণাং বর্ণানামবস্থা স্বভাবস্তস্যা অবস্থানেন স্থিত্যা যা ব্যবস্থা তস্যাং কৃষ্যাদিষু বিশন্তীতি ক্বিপ্, তেষাং তত্র কুসীদং বৃদ্ধিজীবিকা। বৃত্তীনাং কৃষ্যাদিজীবিকানাং বৃত্তিঃ সত্তা ॥

১৪। অস্মাকং নেদানীং নাপি পুরা পুরস্যাবনেঃ শালিক্ষেত্রাদের্বা সর্গা নিশ্চয়াঃ সৃষ্টয়ো বা তর্হি কিম্ ? তত্রাহ—নিসর্গাবগাহিনী স্বাভাবিকী গিরৌ গিরৌ বনে বনে চরন্তীতি তেষাং ভাবস্তত্তা, সৈবাস্মাকং সদেত্যর্থঃ। অতএবেহ ব্রজ-ভুবি চরতাং নৈকত্র সদা স্থায়িনাং নোঽস্মাকমনয়া কিম্ ? ন কিঞ্চিদপি প্রয়োজনমিত্যর্থঃ। কীদৃশ্যা ? অনয়েনানীত্যো-বারব্ধয়া। তর্হি কিং যাগার্থকত্বেনোপকল্পিতানাং তত্তদ্দ্রব্যাণাং পুনরাদানং যুক্তম্ ? নহি নহি, তৈরেব যুক্ত্যানুরূপং যাগান্তর ক্রিয়তামিত্যাহ—বিস্রব্ধয়া বিশ্বস্তয়া বিস্রস্তা ধ্বস্তা বিপদ্যয়া তয়া মম গিরাঽস্মিন্ গিরৌ নিপুণ সম্মানমানয়দ্ভির্ভবদ্ভিরস্ত

আরম্ভ তো মনোপীড়া ও শরীরের কৃশতাই এনে দেয় — এ তো সন্তুষ্ট জনের দয়ার লক্ষণ হতে পারে না।

১২। এই যে পর্বত সমুদ্র সকল, এরা কি ইন্দ্রের আরাধনা করে ? করে না। কারণ এদের তো জলের অভাব নেই, তবে কেন এদের উপর এত বর্ষণ দেয় ইন্দ্র—অতএব ইন্দ্রযজ্ঞের প্রস্তুতি না নিলে হবেটা কি ? কিছুই হবে না।

১৩। আরও, ব্রাহ্মণগণ শোভা পায় বেদপাঠরূপ যাজন কর্মে, রাজন্যবর্গ শোভা পায় রাজ-নীতিতে, বৈশ্য শোভা পায় কৃষ্যাদি কর্মে বিশেষ ভাবে, আর শূদ্রগণ শোভা পায় শ্রেষ্ঠবর্ণের সেবায়। এইরূপে চতুর্বর্ণের স্বভাবের স্থিতিতে যা ব্যবস্থা তার মধ্যে কৃষি-গোরক্ষা-বানিজ্য-সুদজীবী বৈশ্যদের এই বৃত্তিচতুষ্টয় হ'ল জীবন ধারণের পথ।

গোবর্ধনপূজা প্রবর্তন ঃ

১৪।এই সব বৃত্তির মধ্যে গোরক্ষা-বৃত্তিপর আমরা। না-ইদানীং না-পুরাকালে নগরের নিকটে আমাদের শালিক্ষেত্রে শস্যের একটা নিশ্চয়তা দেখা যায়। তবে কি আসে যায় তাতে। আমরা স্বভাবতঃই পাহাড়ে পর্বতে বনে বনে চরে বেড়ানো লোক। অতএব ব্রজে সর্বত্র চরে বেড়ানো, সদা একই স্থানে না-থাকা লোক আমাদের অনীতিতে আরব্ধ এই ইন্দ্রযজ্ঞ কল্পনায় কি প্রয়োজন ? কোনই প্রয়োজন নেই। বিপদ

ন কেবলং নাম্নৈব গোবর্দ্ধনে গোবর্দ্ধনেঽর্থতোঽপি সম্মানমানয়ন্তিরনেনৈব শতমন্যুমন্যুসম্ভারেণ নিপুণমহো মহোঽস্য গিরিবরস্য বিধীয়তামক্ষোভবদ্ভির্ভবদ্ভিঃ ॥

১৫। সকলা এব গাবো দুহ্যন্তামুহ্যন্তামুদারাঃ পয়োভারাঃ পরমান্নাদীনি পচ্যন্তাম্, রচ্যন্তাং রম্যাণি শষ্কুল্যাদীনি, কুল্যাদীনি বিধীয়ন্তাং ঘৃতমধুপানকাদীনাম্ ॥

১৬। মথিতোদধিদধিমহোদধি-নবনবনীতসিতসিতাশিখরিশিখরিণী-রসালারসালাঘববন্তঃ সন্তু দিগন্তাঃ। গন্তারশ্চ সর্বে নিমন্ত্রয়ন্তু বসুধাসরান্ সুধাসুরান্ সুরানুপহসন্তু তে চাদন্তো দন্তোত্থকিরণকন্দলীভিঃ স্নিগ্ধাননা ন নাকপৃষ্ঠমপি গরিষ্ঠং জানন্তু ॥

১৭। ঋত্বিজশ্চাহূয়ন্তাম্, হূয়ন্তাং চানলা ন লাঘবেন দীয়ন্তাং তেভ্যো ধেনুদক্ষিণাঃ, দক্ষিণাশয়া ব্রাহ্মন-ভোজনায় ভো জনা যতন্তাম্, মুদগা মুদ্গাদি সূপ-সূপচিত-নানাবিধ-সৌরভ-রভস-ব্যঞ্জন-ব্যঞ্জননিকরকরম্বিত

গিরিবরস্য মহো বিধীয়তাম্, শতমন্যোরিন্দ্রস্য মন্যুসম্ভারেণ যাগোপকরণবৃন্দেন; "মন্যুর্দৈন্যে ক্রতৌ ক্রুধি" ইত্যমরঃ ॥

১৫। কুল্যাদীনি কুল্যা-বাপী-সরাংসি ;"কুল্যাল্পা কৃত্রিমা সরিৎ"ইত্যমরঃ ॥

১৬। মথিতানামুদধিশ্চ দধ্নাং মহোদধিশ্চ নবানি নবনীতানি চ সিতসিতানাং শ্বেতশর্করাণাং শিখরী চ শিখরিণীনাং রসালানাং রসালাঘবঞ্চ, অপর্যাপ্তত্বাদুদধ্যাদিবৎ কথয়িতুমশক্যৈঃ, তদ্বন্তো দিগন্তাঃ সন্তু। গন্তারো ধাবকা যতস্তত এব বসুধাসুরান্ বিপ্রান্ নিমন্ত্রয়ন্তু। তে চ বিপ্রা অদন্তো ভুঞ্জানাঃ সন্তঃ সুষ্ঠু রান্তীতি তাদৃশানপি সুরানুপহসন্তু ॥

১৭। দক্ষিণাশয়াঃ সরলান্তঃকরণা জনা ব্রাহ্মণভোজনায় ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িতুং যতন্তাম্। ভো ইত্যবধাপনার্থম্। দক্ষিণাভোজনাদ্যুল্লেখেন ব্রাহ্মণান্ স্বপক্ষীকৃত্য সর্বজনপ্রসাদনগর্ভাং পর্বতপূজাং বিদধান আহ—মুদগাঃ প্রাপ্তহর্ষাঃ বিপ্রা ওদনকূটং বিরচয্য গিরীন্দ্রস্য পূজনমুপকল্পয়ন্তু। ওদনকূটং কীদৃশম্? মুদ্গাদিসূপৈঃ সুষ্ঠু উপচিতাশ্চ নানাবিধস্য সৌরভস্য

বিধ্বস্তকারী আমার-এ-বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করে এই গিরিরাজের নিপুণতার সহিত সম্মানদায়ী অক্ষোভ তোমরা গোবর্ধনোৎসব সম্পাদন কর—ইন্দ্রযজ্ঞের জন্য সংগৃহীত এই যাগোপকরণ সমূহের দ্বারা। কেবল নামেই যে এ গোবর্ধন তা নয়, কিন্তু অর্থের দ্বারাও অর্থাৎ গোগণের বৃদ্ধি সম্পাদন করেন বলেও এ গোবর্ধন।

পূজোপকরণ বিষয়ে কৃষ্ণের নির্দেশ ঃ

১৫। গাভী সবগুলিই দুই-য়ে নিন, উত্তম উত্তম দুগ্ধভার বয়ে নিয়ে চলুন, পরমান্নাদি পাক করে নিয়ে চলুন নানা প্রকার রমণীয় পিষ্টক বানিয়ে নিন, ঘৃতমধুপানকাদির দোনা সাজিয়ে নিয়ে চলুন।

১৬। ঘোলের সমুদ্র, দধির মহাসমুদ্র, নবনবনীত, শুভ্রমিছরির পাহাড় এবং শিখরিণী-রসালা দিগ্ দিগন্ত ভরে যাওয়ার মতো অপর্যাপ্ত হউক। পাইকরা সকলে বিপ্রগণকে নিমন্ত্রণ করুক, তাঁদের এমন খাইয়ে দিন যাতে দন্তের কিরণমালায় স্নিগ্ধানন তাঁরা সুধাভাণ্ডারী দেবতাদেরও উপহাস করতে পারেন এবং স্বর্গের প্রতি গরিষ্ঠভাব তাঁদের মনে না আসতে পারে।

১৭। ঋত্বিক ডেকে নিয়ে আসুন, অগ্নির হবন করুন, ধেনুদক্ষিণা দিন ব্রাহ্মণদিগকে, সরল অন্তঃ-করণ জনেরা ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য যত্নপারায়ণ হউন। মুগাদি ডালের দ্বারা সমৃদ্ধ, নানাবিধ সৌরভবেগ

মিষ্টমিষ্ট-পিষ্টকরস-নিরপায়-পায়স-কুণ্ড-কুণ্ডলিতমামোদনমোদনকূটং বিরচয্য পাদ্যাদিভির্যথাচারৈরুপচারৈরুপ-কল্পয়ন্তু গিরীন্দ্রস্য পূজনম্, জনং জনমাশ্বপাকমাশ্বপাকমাপতিতং চ পূর্ণভোজনং প্রদীয়তামিত্যেবং ভূতেজ্যাবিধৌ সতি—

ভেরীভাংকৃতিভির্বিশৃঙ্খলতমৈঃ প্রেঙ্খোলশঙ্খস্বনৈ-
র্নন্দদ্দুন্দুভিত্থুংকৃতৈস্তত ইতো নিষ্পক্কঢক্কারবৈঃ।
বিদগ্ধবেদবিদামুদারমধুরৈর্বেদপ্রগানোৎসবৈ-
র্নান্দীভিঃ সহ বন্দিনাং কলকলো দিক্‌চক্রমাক্রাম্যতু ॥

১৮। ততশ্চ দিব্যালঙ্কৃতিঝঙ্কৃতিশ্রুতিমুখৈর্দিব্যাম্বরাড়ম্বরৈঃ
পুম্ভিঃ স্তম্ভিতদৈবতৈর্বরবধূবৃন্দৈশ্চ মন্দস্মিতৈঃ।
বীণা-বেণু-মৃদঙ্গ-মঙ্গলরব-ব্যাসঙ্গি সঙ্গীতকৈ-
র্নৃত্যন্নর্ত্তক-নর্তকী-গণযুতৈর্যানপ্রয়াণোৎসবৈঃ ॥

১৯। পূজাং বিধায় বিধিবদ্বিত্থুষো দ্বিজাগ্র্যা-, নগ্রে বিধায় চ নিধীনধিমঙ্গলানাম্।
সর্বে সুপর্বমদমোদপরাঃ পরার্ধ-,স্পর্ধাঃ পরিভ্রমত পর্বণি পর্বতেন্দ্রম্ ॥

রভসং বেগং ব্যঞ্জয়ন্তীতি তে চ যে ব্যঞ্জননিকরাস্তৈঃ করম্বিতম্। ইষ্টাঃ পরিণামেঽপি সুখদা মিষ্টাঃ পিষ্টকাশ্চ রসৈর্নিরপায়ানি পায়সকুণ্ডানি চ তৈঃ কুণ্ডলিতং বলয়িতম্। আশ্বপাকং শ্বপচ-পর্যন্তম্, আশ্বপাকং শুনঃ কুক্কুরস্য পাকো বালকস্তৎ-পর্যন্তম্; "পোতঃ পাকোঽর্ভকো ডিম্ভঃ" ইত্যমরঃ। আপতিতং সর্বতঃ স্থূলভত্বেন সম্যক্‌কীর্ণমিব যথা স্যাত্তথেত্যর্থঃ। সহ মিলিতীভূয় ॥ (১৮)

১৯। অধিমঙ্গলানাং নিধীন্ নিধিরূপান্ দ্বিজাগ্র্যান্ পরার্ধৈঃ পরার্ধপ্রমাণজীবিতৈর্দেবৈশৈরপি সহ স্পর্ধন্ত ইতি

প্রকাশকারী ব্যঞ্জন সমূহের দ্বারা খচিত, পরিণামে সুখদ মিষ্টপিষ্টকযুক্ত, রসে অক্ষয় পায়সকুণ্ডে পরিবেষ্টিত, এবং সকলের প্রসন্নতাদায়ী অন্নকূট রচনা করে পাদ্যাদি যথাচার উপাচারের দ্বারা গিরীন্দ্রের পূজা প্রবর্তন করুন। প্রাপ্তহর্ষ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা শ্বপচ পর্যন্ত সকল জনকে এবং কুকুর-বাচ্চা পর্যন্ত সব জীবকে ভূরিভোজন করান। ভূতপূজাবিধিতে এইরূপ সব কিছু সুসম্পন্ন হয়ে গেলে—

ভেরীর অতি বিশৃঙ্খল ভাঙ্কার শব্দ কম্পমান শঙ্খধ্বনি, দুন্দুভির দুং দুং শব্দ, এখানে ওখানে ঢাকের অতি পরিণত রব, বিদগ্ধ বেদবিদের কণ্ঠে উদার মধুর নিপুন গানোৎসব, বন্দিগণের কণ্ঠে নান্দীপাঠ—এই সবের মিলিত কলকল শব্দ ঝঙ্কারে দিক্‌চক্রকে ছেয়ে ফেলুন।

১৮, ১৯। দিব্যালঙ্কারঝঙ্কারে কর্ণসুখদায়ী ও দিব্যবস্ত্রাড়ম্বরে দেবতাস্তম্ভিতকারী পুরুষগণ-ঈষৎ মিষ্টি হাসিভরা শ্রেষ্ঠ বধূবৃন্দ-নৃত্যরত নর্তক নর্তকীগণ-এদের সকলের উপস্থিতি, বীণা-বেণু-মৃদঙ্গের মঙ্গলরব সঙ্গতে গান ও রথযাত্রা উৎসব—এত সবের সহিত সমারোহে বিধিপূর্বক পূজা করে অধিমঙ্গলের নিধিস্বরূপ পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে সম্মুখে করে শ্রেষ্ঠপর্বের অহঙ্কারে আনন্দোচ্ছল পরার্ধকাল জীবিত শিবেরসহিত স্পর্ধাকারী আপনারা সকলে এই উৎসবে গিরিরাজের পরিক্রমা করুন।

২০। ন চৈবং মনসি বিচার্য্যমভিলষিতপ্রদাবস্থা-বরঃ স্থাবরঃ কথময়মাস্থাকরো ভবিষ্যতি দ্বিতীয় ইব গিরীশো গিরীশোঽয়মাশু মাশুদ্ধঃ সর্বার্থসিদ্ধিসমর্থনসমর্থনয়ো ভবিষ্যতি। কিং বহুনা? কথিতোঽয়ং মম সমীহিতো হিতোঽতিপন্থাঃ, যদি বো রোচতে তাত তদানেনৈব গম্যতাম॥'

২১। ইতি বিরতে তদ্বচনোপক্রমে ক্রমেণ সর্ব এব তচ্ছ্রদ্দধিরে, দধিরে চ মনোরথসিদ্ধেরাবশ্যকত্বম্॥

২২। আচার্য্যতামুপগতেন তদধ্বরস্য, কৃষ্ণেন সঞ্জনয়তা শতমন্যুমন্যুম।
উৎকণ্ঠয়া পরময়ৈব তদানুপূর্ব্যা, সর্বং তদোপনতমেব চকার সর্বঃ॥

২৩। শব্দান্তরং হরতি মঙ্গলতূর্য্যঘোষে, বেদধ্বনিধ্বনিপরেষু চ দিঙ্মুখেষু।
তেষামহো গিরিমহোল্লসিতান্তরাণা-, মানন্দকন্দলিত এব বভুব কালঃ॥

২৪। উৎকণ্ঠমানকলকণ্ঠগণঃ পুরন্ধ্রী-,নীরন্ধ্রমঙ্গল-তরঙ্গিত-গানঘোষঃ।
কর্ণান্তিকোপনত এব হি কর্ণভাজাং, কর্ণেন্দ্রিয়স্য ফলমুল্ললয়াঞ্চকার॥

তথাভূতাঃ॥

২০। অভিলষিতপ্রদস্য বাঞ্ছিতদাতুরবস্থায়াং বরঃ পর্বতশ্রেষ্ঠঃ স্থাবরঃ পর্বত আস্থায়া আকরঃ কথং ভবিষ্যতি? মাশুদ্ধঃ শোভয়া নির্মলঃ সর্বার্থসিদ্ধেঃ সম্যগর্থনং প্রার্থনং প্রতি সমর্থো দানশক্তো নয়ো নীতির্যস্য সঃ; অতিপন্থাঃ সৎপথঃ॥ (২১)॥

২২। কৃষ্ণেনেনি হেতৌ তৃতীয়া, সহার্থে বা॥ (২৩)

২৪। উৎকণ্ঠমানস্তাদৃশস্বরশিক্ষার্থং সোৎকণ্ঠঃ কলকণ্ঠানাং কোকিলানামপি গণো যত্র সঃ॥

২০। মনে এরূপ বিচার করবেন না যে অভিলষিত বস্তু দানের সঙ্গতি বিষয়ে এই গিরিরাজ কি করে আস্থার আকার হতে পারে। সর্বার্থসিদ্ধির বিষয়ে আকুল আবেদনের প্রতি দানোপযুক্ত নীতিকুশল দ্বিতীয় মহাদেবের মতো এই গিরিরাজ শীঘ্র শোভায় দীপ্ত হয়ে উঠবেন।

আর অধিক বলবার কি আছে? এই যা বলা হ'ল এ ই আমার অভীষ্ট মঙ্গলময় সৎপথ। হে তাত, আপনাদের রুচি হয় তবে এই পথে চলুন।'

২১। এই ভাবে কৃষ্ণের বচনোপক্রম বিরতি লাভ করলে ক্রমে ক্রমে সকলেই এতে শ্রদ্ধাবান্ হয়ে গেলেন এবং নিজেদের মনোরথ সিদ্ধির জন্য এ অবশ্য কর্ত্তব্য, এরূপ স্থির করে নিলেন।

২২। এই যজ্ঞের আচার্যতা অঙ্গীকারকারী কৃষ্ণের সঙ্গে ব্রজবাসী সকলে মিলে ইন্দ্রের ক্রোধ জন্মাতে জন্মাতে পরমোৎকণ্ঠায় অগ্রপশ্চাৎ ক্রমে যজ্ঞের প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্তু নিকটে এনে জড় করলেন।

২৩। বিবিধ মঙ্গলবাদ্য-রবে শব্দান্তর ঢেকে গেল, বেদধ্বনি-শব্দময় হয়ে গেল দিঙ্মণ্ডল, আর অহো গিরিরাজের উৎসবে উল্লসিত অন্তর ব্রজবাসিদের সময় হয়ে উঠল আনন্দোজ্জ্বল।

২৪। পুরস্ত্রীগণের কণ্ঠে মঙ্গলময় তরঙ্গিত জমাট গানের মধুর ধ্বনি শুনে কোকিলকুল তাদৃশ গান শিক্ষার্থে উৎকণ্ঠায় আকুল হ'ল, আর কর্ণবান্দের কর্ণপ্রান্তে উপনীত হয়ে উহা কর্ণেন্দ্রিয়ের ফল

২৫। ততশ্চ, গাবশ্চ রত্নময়কিঙ্কিণিজালমালা-,চীনাঞ্চলপ্রচলমৌক্তিকমালিকাভিঃ।
ভূষাং দধুঃ কিমপি কাঞ্চনশৃঙ্গকোষৈঃ, স্বস্বপ্রসূপরিচয়ে মুমুহুশ্চ বৎসাঃ॥

২৬। এবং প্রবৃত্তে গিরিমহে মহেচ্ছেন ব্রজপুরপুরন্দরেণ গিরিপুরতঃ পুরতঃ সমানীতং পূজোপহারং প্রতিপাদ্য পাদ্যপ্রভৃতিভিরর্চনং কারয়তা রয়তানিতং তুলিতগিরিসম্প্রতিপন্নকূটমন্নকূটমতিকুতুকেন কেনচন সম্পাদয়াম্বভুবে ভূ-বেপথুজনকমিব॥

২৭। মধ্যে কর্পূরগৌরং শিখরমিব গিরেঃ শুদ্ধমন্নস্য কূটং
তদ্গাত্রে গণ্ডশৈলা ইব বিবিধরুচঃ পিষ্টকানাং সমূহাঃ।
মূলে প্রত্যন্তশৈলা ইব দধিপয়সাং পায়সানাং চ কুম্ভা-
স্তন্মূলে ব্যঞ্জনাল্যঃ সুরভিতররসাঃ সূপমুখ্যাঃ সরস্যঃ॥

২৮। কর্পূরৈলালবঙ্গাদিভিরতি-সুরভি ঘ্রাণসন্তর্পণেন
প্রাজ্যেনাজ্যেন সিক্তং দ্রুতকনকপয়ঃ-সিক্তকৈলাসকল্পম্।
নানাপুষ্পৈঃ ফলৈশ্চ প্রচিতমিত ইতস্তন্নিরীক্ষ্যান্নকূটং
গোপেন্দ্রো ভূধরেন্দ্রোচিতমিদমিতি স প্রীয়মাণস্তদাসীৎ॥

২৫। মুমুহুশ্চেতি চকারস্ত্বর্থেঽপ্যর্থে বা। বৎসাস্তু বৎসা অপীতি বা। 'তে লালনার্থং মুহুরাগতানাং, স্বস্বপ্রসূনাং মহভূষিতানাম্। বৎসাঃ সশঙ্কা গলশৃঙ্গপৃষ্ঠ-,ন্যস্তেক্ষণা হুঙ্কুরুরেব মুগ্ধাঃ॥

২৬। পুরতঃ পুরাৎ, রয়-তানিতং বেগেনৈব বিস্তারিতম্, তুলিত উপমিতো গিরির্যেন তৎ, গিরিসদৃশমিত্যর্থঃ। সম্যক্ প্রতিপন্নানি কূটানি শৃঙ্গাণি যস্য তৎ॥

প্রকাশ করল।

২৫। ধেনুগণ রত্নময় কিঙ্কিনি জালমালা, রেশমীবস্ত্র, তুলতুলে মুক্তামালা এবং কাঞ্চনের শৃঙ্গাবরণদ্বারা কোনও অপূর্ব সাজে সাজলো, যা দেখে নিজ বৎসগুলি পর্যন্ত নিজ নিজ জননীদের চিনে নিতে মুগ্ধ হয়ে গেল।

২৬। এইরূপে গোবর্ধনপূজা-উৎসব আরম্ভ হয়ে গেলে ব্রজপুরপুরন্দর মহাশয় নিজের পুরী থেকে পুজোপহার নিয়ে এসে গিরিরাজের সম্মুখে উপস্থিত করে পাদ্য প্রভৃতির দ্বারা গিরিরাজেয় অর্চন করালেন। অতঃপর পর্বতপ্রমাণ, সুঠামে গঠিত শিখরবিশিষ্ট যেন পৃথিবীর পুলক-বেপথুজনক অন্নকূট কোনও অতি কৌতুকে আনন্দবেগে ফলাও করে সম্পাদিত করিয়ে দিলেন —

২৭। মধ্যদেশে পর্বতের কর্পূরধবল চূড়ার মতো অন্নকূট শোভা পাচ্ছে। তার গায়ে লাগান রয়েছে সুবৃহৎ প্রস্তর খণ্ডের মতো বিবিধ বর্ণের পিষ্টক সমূহ, আর তার মূলে উপশৈলের মতো দধি দুগ্ধের ও পায়সের গামলা, আবার তার মূলে রয়েছে ব্যাঞ্জনসমূহ-অতি সুরভিত রসা-মুখ্য মুখ্য ডালের সরসী।

২৮। কর্পূর-এলাচ-লবঙ্গাদি সুগন্ধের সহযোগে অতি সুরভিত, কৈলাশ পর্বত যেমন স্বর্ণ জলবর্ষণে ধৌত তেমনই প্রচুর ঘৃত সংযোগে সিক্ত, নানাপুষ্প ফলে সংকলিত অন্নকূট চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করে গোপেন্দ্র

২৯। অথ তথাবিধ-বিবিধবিচিত্রমন্নকূটং কূটং সুমেরোরিব নিরীক্ষ্য স বিস্মিতঃ স্মিতবদনো হরিরয়ং রয়ং প্রমোদস্য প্রাপ্তঃ। সপরিজনজনকপ্রত্যয়ং প্রত্যযন্ত্রিতকৌতুকঃ পর্বতোপরি পরিকল্প্য বপুরপরং পরন্তপ-স্তপনসহস্রসহঃস্রস্তমহঃপুরমিব রমিবর্গশেখরঃ প্রখরঃ প্রমুদিতমনা মনাগবলোক্য নিজগাদ ॥

৩০। 'হংহো পূজ্যপাদা বিলোকয়ত যতমানানাং শুভবতাং ভবতাং শুচিতরাঃ শ্রদ্ধাবদ্ধা বহুবিধা নিরপচিতীরপচিতীরাদাতুমনুগ্রহগ্রহগৃহীত ইব মূর্তোঽয়মুজ্জৃম্ভতে ধরাধরাণাং ধুরন্ধরো গোবর্দ্ধনঃ ॥

৩১। পশ্যত পশ্যত —

স্ফারস্ফীত-গভীরকন্দরমুখো ধত্তে মুখং চন্দ্রবদ্-
বৃক্ষপ্রায়ভুজোঽপ্যয়ং ভুজযুগপ্রদ্যোতি-রত্নাঙ্গদঃ।
গ্রাবাঙ্গোঽপি সুকোমলানি মধুরাণ্যঙ্গীকরোত্যঙ্গকা-
ন্যস্য স্থাবরবিগ্রহোপরি পরিস্পন্দী চরো বিগ্রহঃ ॥

২৭। বিবিধরুচ ইতি কুঙ্কুমাদিরসাক্তত্বাৎ ॥

২৮। অতিসুরভি অতিসুগন্ধং ঘ্রাণসন্তর্পণেন সুগন্ধিনা ॥

২৯। পরং প্রতিপক্ষরূপমিন্দ্রং তাপয়তীতি সঃ তপনসহস্রস্যাপি সহসাং তেজসাং স্রস্তং স্রংসনং যতস্তথাভূতো মহঃপূরো যস্য তম্। পূর্বত্র স্র-শব্দে (পা০৮।৪।৪৭) "অনচি চ" ইতি দ্বিত্বম্, উত্তরত্র (পা০৮।৩।৩৬) "বা শরি" ইতি সত্বম্। রমিবর্গশেখরো রঙ্গক-বৃন্দমুখ্যঃ ॥

৩০। যতমানানাং যত্নবতাম্, অপচিতীঃ পূজাঃ। কীদৃশীঃ? নিরপচিতীরপচয়শূন্যাঃ শুচিতরা অতিশুদ্ধাঃ, শ্রদ্ধয়া বদ্ধা আবৃতাঃ ॥

মনে করলেন এ-আয়োজন ভূধরেন্দ্রের পক্ষে সমুচিতই হয়েছে, অতএব সন্তুষ্ট হলেন।

কৃষ্ণ নিজেই পর্বতোপরি দেবতারূপে প্রতক্ষীভূত ঃ

২৯।অতঃপর সুমেরু পর্বতচূড়ার মতো তথাবিধ বিবিধ বিচিত্র অন্নকূট নিরীক্ষণ করে বিস্মিত স্মিত-বদন সেই হরি পরমানন্দবেগ প্রাপ্ত হলেন। প্রতিপক্ষ ইন্দ্রের তাপ জনয়িতা, অদম্য, কৌতুকী ও রঙ্গিয়ামুখ্য সেই কৃষ্ণ সপরিজন জনকের প্রত্যয়ের জন্য সহস্র সূর্যের তেজ বিকিরণকারী তেজমণ্ডলের মতো প্রখর অপর এক বপু পর্বতোপরি পরিকল্পনা করে প্রসন্ন মনে সকলকে একটু অবলোকন করে বললেন—

৩০। 'হংহো পূজ্যপাদা! দেখুন দেখুন, পূজোপকরণ সংগ্রহে যত্নবান মঙ্গলস্বরূপ আপনাদের অতি শুদ্ধা শ্রদ্ধা মাখানো বহুবিধ অক্ষয় পূজা গ্রহণ করবার জন্য অনুগ্রহ-গ্রহের দ্বারা যেন গ্রস্ত হয়েছেন এইভাবে পর্বতধুরন্ধর গোবর্ধন এই মূর্ত হয়ে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাচ্ছেন।

৩১। (বিরোধ অলঙ্কারে মূর্তিদ্বয়ের বর্ণন) দেখুন দেখুন—গিরিরাজ বিস্তৃতিতে বিশাল গভীর গুহা-মুখো হয়েও এখন এই চন্দ্রের মতো সুন্দর মুখ ধারণ করেছেন, প্রধানতঃ বৃক্ষই এঁর বাহু হলেও এখন ঐ উজ্জ্বল রত্নাঙ্গদ পরিহিত বাহুযুগলে শোভা পাচ্ছেন, অঙ্গ এঁর পাষাণময় হলেও এখন স্বীকার করেছেন সুকোমল মধুর ভাব। এঁর অচল বিগ্রহোপরি ঐ নড়াচড়া করছেন এক চলবিগ্রহ।

৩২। কিঞ্চ, মরকতশিলাপট্টশ্লাঘ্যং প্রকাণ্ডমুরঃস্থলং, শিখরসুষমাকান্তা দন্তাবলী বিলসত্যসৌ।
দশনবসনস্থাভা ধাতুপ্ররোহবিড়ম্বিনী, ক্ষিতিধরপতের্মূর্ত্তিদ্বন্দ্বং পরস্পরসোপমম্ ॥

৩৩। কিঞ্চ, কলয়ত ভবদ্ভক্ত্যুদ্রেকাদ্‌বুভুক্ষুরিব স্বয়ং
সমণিবলয়ং দোর্দণ্ডাগ্রং প্রসারয়তি দ্রুতম্।
অয়ময়মহো কামঃ সিদ্ধো বভূব ভবাদৃশাং
নমত নমতেত্যুক্ত্বা কৃষ্ণঃ স্বয়ং চ ননাম তম্ ॥

৩৪। অথ সর্বে মূর্দ্ধনি বদ্ধাঞ্জলয়ো জলযোনিমিব জ্বলন্তং তমবলোক্য নমো নমো নম ইতি বিপুল-পুলকাকুলাঃ কুলাবলাবলয়শ্চ কুলবৃদ্ধাশ্চ ভক্তিশ্রদ্ধাবন্তো ধাবন্তো মেধাবন্তো নিজভাগ্যমনুবর্ণয়ন্তো যং তোষবন্তো মূর্তিমন্তমিব মেনিরে ॥

৩৫। দেবানামধ্বন্যধ্বন্যতিশয়ো ধ্বনিরাসীদভিবাদ্যানাং বাদ্যানাং স্থানে। স্থানে স্থানে চ বাণিন্যো বাণিন্যো

৩১। বিরোধালঙ্কারং যুঞ্জানো রূপদ্বয়ং বর্ণয়তি। স্ফারৈর্বিস্তারৈঃ স্ফীতাঃ পুষ্টা গভীরা কন্দরা এব মুখানি যস্য সোঽপি॥

৩২। শিখরং মাণিক্যমিব ; পক্ষে,শৃঙ্গমিব ; সুষময়া কান্ত্যা পরস্পরসোপমমিত্যুরঃস্থলমিব মরকতশিলেত্যেবম্॥

(৩৩।) ৩৪। জলযোনিং বহ্নিম্ ; অয়ং শুভাবহবিধিং মূর্তিমন্তমিব মেনিরে। 'ধন-জন-সুত-গোভূসৌভগায়ুংষ্যবৃধ-,ন্নতিলঘু নিজগেহানীত নৈবেদ্য হস্তাঃ। যদখিল-কুলবৃদ্ধাস্তৎকৃপাপাঙ্গভঙ্গ্যা, ব্যতরদথ বধূভ্যঃ স্বপ্রসাদামৃতং সঃ। স্বনয়নকরশাখা-সংজ্ঞয়ৈবাহ রাধাং, ত্বমিহ মদুপকণ্ঠে বাঞ্ছিতার্থং লভেথাঃ। প্রতিদিনমিতি তস্যাং তৎপ্রসাদাতিরেকং, দদৃশুরথ জরত্য-স্তুষ্টু বুস্তাং জনাশ্চ॥

৩৫। অধ্বন্যধ্বন্যভিবাদ্যানাং নমস্কার্যাণাং দেবানাং দেবপ্রতিমানা স্থানে বাদ্যানামতিশয়ো ধ্বনিরাসীদিতি সম্বন্ধঃ

৩২। আরও, এ-অচলের মরকত শীলাসনের মতো ঐ চলের প্রশংসনীয় প্রকাণ্ড বক্ষস্থল, এঁর চূড়ার মতো ওঁর মাণিক্যসম দন্তাবলী, এঁর গৈরিকাদি ধাতুর অঙ্কুরের আভার অনুরূপ ওঁর ওষ্ঠাধরের আভা—সুষমা-কান্তিতে তুলনাত্মক ক্ষিতিধরপতির মূর্তিদ্বয় ঐ দীপ্তি পাচ্ছে।

৩৩। আরও, আপনাদের ভগবৎভক্তি উচ্ছলিত হয়ে উঠাতে মণিবলয়ে অলঙ্কৃত ভুজদণ্ডের অগ্রভাগ নিজেই দ্রুত প্রসারিত করেছেন বুভুক্ষুর মতো। এই যে এই যে অহো ভবাদৃশ জনের অভিলাষ সিদ্ধ হয়েছে। 'প্রণাম করুন প্রণাম করুন', এইবলে কৃষ্ণ নিজেই তাঁকে প্রণাম করলেন।

৩৪। অতঃপর কুলললনা ও জ্ঞানবান্ কুলবৃদ্ধগণ সকলে তাঁরা মস্তকে বদ্ধাঞ্জলি ধরে অগ্নিসম জ্বলন্ত সেই মূর্তিকে অবলোকন করে 'নমো নমো নমো' বলে প্রণাম করে বিপুল পুলকে আকুল ও ভক্তি শ্রদ্ধায় বিগলিত হয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে লাগলেন, নিজেদের ভাগ্যের কথা বার বার বলতে লাগলেন—এইরূপে এই শ্রীমূর্তির সন্তোষ বিধান করলেন, আর এই গোবর্ধনপূজারূপ শুভাবহ বিধিকে যেন মূর্তিমন্তের মতো মনে করতে লাগলেন।

৩৫। পথে পথে নমস্য দেবপ্রতিমা-স্থানে বাদ্যের ধ্বনি উচ্ছলিত হয়ে উঠল। প্রতি স্থানেই নর্তকগণ

ননৃতুস্তরামধিকমধিকমনীয়তমং জগুশ্চ কিংপুরুষাঃ,কিংপুরুষাস্তু এবেতি ন নিশ্চেতুং শক্যাঃ কতিচন সঙ্গীতচর্ণাশ্চ নানাবিধে তত্র কৌতুকে কৌতুকেনাত্মানং বিসস্মরুঃ ॥

৩৬। অভিতোঽভিতোষেণ চ সর্বেষামহো মহোৎসবস্য মহিমায়ং গিরিবরস্য রস্যতমঃ যদয়ং স্বানুরূপং রূপং সমাস্থায় সমাস্থায়তং ব্রজপুরপুরন্দরস্য সমর্হণং সমগ্রহীৎ। ইতি জনরবো নরবোধদুর্গমো দুর্গমোচনায়ৈব বভূব ভূবলয়স্য ॥

৩৭। তদনু দনুজদমনজনকেন নির্বাহিতে হিতে মহীধরমহে কৃতভোজনেষু জনেষু চ সন্তর্পিতেষু তেষু গীত-বাদিত্রাদিজীবেষু জীবেষু চাশ্বপাকপাকপতিতাদিষু দিব্যাম্বরবরমণিময়ালঙ্কারকারণমৌখর্য্যপর্য্যাকুলিত-দিগ্বলয়ং সলয়ং সরসমমী পর্বতপর্বতরলাঃ সর্বত এব প্রদক্ষিণং কর্ত্তুমারেভিরে ॥

৩৮। তদ্‌যথা— অগ্রেণাব্যগ্রজাগ্রৎসুপটিমপটহপ্রৌঢ়ভাঙ্কারিভেরী-
ঢক্কা-ঢক্কারহিক্কামুখরিতককুভো বাদকাঃ সম্প্রতীয়ুঃ।

স্থানে স্থানে প্রতিস্থলমেব বাণিন্যো নর্ত্তক্যো ননৃতুস্তরাম্। বাণিন্যো মত্তাঃ সত্য ইত্যর্থঃ; "বাণিন্যৌ নর্ত্তকীমত্তে" ইত্যমরঃ ॥

৩৬। গিরিবরস্য যো মহোৎসবস্তস্যায়ং মহিমা রস্যতমঃ প্রশস্তানুমোদনাদত্যাস্বাদ্যঃ। সম্যগাস্থয়া বিশ্বাসেনায়তং সমর্হণম্। জনরবঃ পরম্পরয়া সর্বদেশগতঃ সন্ দুর্গমোচনায়ৈব শ্রুতঃ কীর্তিতশ্চ সংসারাদি-দুঃখত্রাণার্থমেবাভূৎ ॥

৩৭। পাকা বালকাঃ।

৩৮। অব্যগ্রং যথা স্যাত্তথা, জাগ্রৎ প্রকাশমানঃ শোভনঃ পটিমা বাদনচাতুর্যং যত্র তথাভূতঃ পটহশ্চ প্রৌঢ়ভাঙ্কা-

---

আনন্দমত্ত হয়ে নাচতে লাগলেন—নৃত্যশিল্পের পার পাইয়ে, কিন্নরগণ গাইতে লাগলেন—কমনীয়তার পার পাইয়ে—এঁরা যে পুরুষই তা নিশ্চয় করা যাচ্ছিল না। সেখানে নানাবিধ কৌতুক মহোৎসবে কতিপয় সঙ্গীত-রসচর্বণকারী ব্যক্তি কৌতুকরসচর্বণে আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়লেন।

৩৬। চতুর্দিকে সকলেরই সর্বতোভাবে আনন্দের উচ্ছ্বাস দেখেই বোঝা যাচ্ছে—অহো গিরিবরের এই যে মহোৎসব তার মহিমা কতই না আস্বাদ্য। যেহেতু এঁর আত্মসদৃশ মূর্তি ধারণ করে ব্রজপুরপুরন্দরের পরিপূর্ণ বিশ্বাসে বিস্তারিত পূজা আদরের সহিত গ্রহণ করলেন। সাধারণ লোকের অবোধ্য এই কথা লোকপরম্পরা সর্বদেশগত হয়ে ভূমণ্ডলের বিপদমোচনকারী হ'ল—শ্রবণ কীর্তনের দ্বারা।

৩৭। অতঃপর দনুজদমনের জনকের দ্বারা মঙ্গলময় গিরিরাজের উৎসব নির্বাহিত হয়ে গেলে, লোকজনের ভোজন হয়ে গেলে, গান-বাজনাজীবী জনেরা সন্তর্পিত হয়ে গেলে ও আকুকুর মুগ্ধবালক পতিতজন খেয়ে দেয়ে প্রফুল্লিত হয়ে উঠলে দিব্যাম্বর মণিময় অলঙ্কারে বিভূষিত হওয়ার দরুন আনন্দোচ্ছল জনদের বাক্যালাপের মুখরতায় দিঙ্‌মণ্ডল পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। গোবর্ধনপূজা-উৎসব-আনন্দে চঞ্চল এঁরা সকলে সবিলাস ও সরসভাবে চতুর্দিকে গিরিরাজকে পরিক্রমা করতে আরম্ভ করে দিলেন।

গোবর্ধন পরিক্রমা ঃ

৩৮। বাদকগণ আগে আগে চলছিল ব্যস্ততারহিত-প্রকাশমান-শোভন বাদন-চাতুরীতে ভরা পটহ, গম্ভীর ভাঙ্কার-শব্দমুখর ভেরী, ঢক্কার ঢক্কাশব্দরূপ হিক্কা প্রভৃতির দ্বারা দিঙ্‌মণ্ডল যেন মুখরিত করে তুলতে

পশ্চাদ্‌গাশ্চালয়ন্তো মণিকনকচিতাঃ কুঙ্কুমৈরঙ্কিতাঙ্গী-
রাভীরা বীতভীকাঃ করকৃতলগুড়া জাগুড়াক্তপ্রতীকাঃ ॥

৩৯। কিঞ্চ, বীণাবেণুপ্রবীণা মৃদুমধুরকলোত্তানগানাবধানাঃ
পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রনৃত্যৎপ্রমুদিতমনসো বাদকা নর্ত্তকাশ্চ।
তৎপশ্চাৎ স্বর্ণকর্ণীরথসমশকটীগর্ভনির্ভাতবাসা
গোপ্যো গোপ্যানি গোপেশ্বরসুতচরিতান্যুদিগরা প্রোদ্‌গিরন্ত্যঃ ॥

৪০। কিঞ্চ, প্রত্যূহব্যূহহারী হরিরিহ বিহরন্‌ সুপ্রশস্যৈর্বয়স্যৈঃ
সার্দ্ধং শ্রদ্ধানুবদ্ধাস্ত্বভিরভি রভসারব্ধহাসোপহাসৈঃ।
পশ্চাদাভীররাজপ্রভৃতিরতিমুদামোদিমন্দারদামো-
দ্দামাম্নাতোরুবক্ষাঃ স্মিতসুরসমুখো মুখ্য আভীরবর্গঃ ॥

৪১। ইত্যেবং যথাবিধ-বিহিতবিপ্রদক্ষিণং প্রদক্ষিণং গিরেরথ তথা বিধায় তথাবিধায় প্রমোদায় প্রমোদায়স্থলমনাকলয়ন্তো লয়ং তোষ এব তে জগ্মুঃ ॥

ম্বিণী ভেরী চ ঢক্কানাং ঢক্কারশ্চ ত এব হিক্কান্তাভির্মুখরিতা ইব ককুভো দিশো যৈস্তে ॥

৩৯। স্বর্ণস্য কনকস্য কর্ণীরথো বিমানং তৎসমাস্তত্তুল্যাঃ শকট্যস্তাসাং গর্ভে নির্ভাতঃ প্রদীপ্তো বাসো যাসাং তা গোপ্যঃ সংপ্রতীয়ুরিতি পূর্বস্যানুষঙ্গঃ ॥

৪০। প্রত্যূহো বিঘ্নঃ, অভি নিঃশঙ্কমেব, অতিমুদা অত্যানন্দেন, প্রতীয়ায়েতি বচন বিপরিণামেনাত্রানুষঙ্গঃ। আমোদিনীভির্মন্দারদামভিরুদ্দামং স্বচ্ছন্দং যথা স্যাত্তথা আম্নাতান্যাচ্ছন্নান্যুরূণি বৃহন্তি বক্ষাংসি যস্য তথাভূতঃ সন্ ॥

৪১। বিধিমনতিক্রম্য বিহিতা বিপ্রেভ্যো দক্ষিণা যত্র তৎ প্রদক্ষিণং বিধায় কৃত্বা তথাবিধায় প্রমোদায় তাদৃশমানন্দং নিবাসয়িতুং প্রমায়াঃ প্রমাণস্যোৎকর্ষেণায়ো বৃদ্ধির্যত্র তথাবিধং স্থলমনাকলন্তোঽপশ্যন্তঃ,—আত্মনামল্পপ্রমাণত্বাৎ, তস্য

তুলতে। পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলছিল হাতে লগুড় নিয়ে কুঙ্কুমের দ্বারা অঙ্কিতাঙ্গী নির্ভয় গোপগণ মণি-কনকে অলঙ্কৃত বিচিত্র শরীরবিশিষ্ট গরুরপাল চালনা করতে করতে।

৩৯। আরও, বীণাবেণু-প্রবীনগণ, মৃদুমধুর-কল-উত্তান গানে অবধানপর গায়কগণ ও তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ মধুর নৃত্যশীল পরমানন্দিত বাদক-নর্তকগণ পর পর চলছিলেন। এঁদের পিছনে চলছিল সোনার দেবরথের মতো শকটের গর্ভে অতি আনন্দোজ্জ্বলভাবে বিরাজমানা গোপীগণ—গোপরাজতনয়ের গূঢ় লীলা-কথা উল্লাসের সহিত উচ্চস্বরে গাইতে গাইতে।

৪০। বিঘ্নব্যূহহারী হরি তাঁতে শ্রদ্ধায় নিত্যবদ্ধ-অতি প্রশংসনীয় বয়স্যগণের সহিত নি:শঙ্কভাবে গিরিরাজ-তটে হাস্য-পরিহাস বেগে উচ্ছলিত হয়ে বিহার করতে করতে চল্‌ছিলেন, আর এঁদের পশ্চাৎ চলছিলেন সুগন্ধী সুবাসিত স্বর্গীয় দেবতরু-পুষ্পমালিকা স্বচ্ছন্দে ধারণে ঢাকা বিশাল বক্ষদেশা-অতি আনন্দোজ্জ্বল-স্মিত সরস মুখো মুখ্য মুখ্য গোপরাজ প্রভৃতি গোপবর্গ।

৪১। এই প্রকারে চলতে চলতে যেখানে যা বিধি সেই ভাবে ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা দেওয়া হ'ল।

৪২। ততশ্চ পরেদ্যবি দ্যবি ভুবি প্রথমানমানমহত্যা মহত্যা মৃদঙ্গবানকাদিশব্দমনিবর্য্যৈব তেনৈব ক্রমেণ ভাবিন্যাং ভাবিন্যাং যমযমভগিনীপ্রিয়ায়ামদ্বিতীয়ায়াং দ্বিতীয়ায়াং যমুনাস্নানার্থং তত্তটমেব সর্বে সমাজগ্মুঃ॥

৪৩। বিভাতায়াং চ তস্যাং ক্ষণদায়াং ক্ষণদায়াং বিশিষ্টশিষ্টসমাচরলব্ধে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ানিমন্ত্রণে মন্ত্রণেন চতুরয়া রয়াদেবোপনন্দাত্মজয়াত্মজয়ায় সদামোদরস্য দামোদরস্য ভ্রাতৃর্নিমন্ত্রণং যত্যকারি, তদা স চ সচরাচরজগন্মনোরঞ্জনো রঞ্জনোচিত-ভগিনীবাৎসল্যানুরোধেন বিরোধেন বিরহিতং হিতং সমুপচিতচিত্তদ্রবোদয়য়া দয়য়া শরীরিণ্যেব তয়া পরিবেষ্যমাণমিষ্যমাণমিষ্টপিষ্টকাদিকমতিসুরসবহুরসবহুবিধমামোদনমোদনপানাদিকং সহচরৈর্হাসরসপটুনা বটুনা বলিতৈঃ সহ কুতূহলিনা হলিনা চ সরসং ভুঞ্জানো হসতা সতা তেনৈব মাণবকেন নবকেন নদনবিনোদেন জগদে জগদেকমোহনঃ শ্রীকৃষ্ণঃ॥

তু প্রমোদস্যাতিবৃহত্ত্বাৎ। তোষে তস্মিন্ প্রমোদ এব লয় শ্লেষং জগ্মুঃ প্রাপুঃ। তমানন্দমাত্মসু বাসয়িতুমশক্তা আনন্দ এব তস্মিন্নাত্মনো বাসয়ামাসুরিত্যর্থঃ। অত্রোদ্দেশ্য-প্রতিনির্দেশ্যতয়া প্রমোদে ইতি বক্তব্যে তোষ ইত্যুক্তির্যমকানুরোধাৎ॥

৪২। ততঃ পরেদ্যবি ভাবিন্যাং তৎপরদিনে ভবিষ্যন্ত্যাং ভাবিন্যং কান্তিরক্ষিণ্যাং যমশ্চ যমভগিনী যমুনা চ তয়োঃ প্রিয়ায়াং দ্বিতীয়ায়াং প্রাতর্যমুনাস্নানার্থং প্রতিপদ্যেব সায়ং সমাজগ্মুঃ। দ্যবি ভুবি স্বর্গে মর্ত্তলোকে চ প্রথমানো মান আদরো যস্য তং শব্দমহত্যা প্রতিঘাতাভাবেনৈবানিবার্য॥

৪৩। উপনন্দাত্মজয়া যদি ভ্রাতুর্নিমন্ত্রণমকারি, তদা তয়া পরিবেষ্যমাণ-মোদন-পানাদিকং ভুঞ্জানঃ শ্রীকৃষ্ণো হসতা মাণবকেন জগদ ইত্যন্বয়ঃ। নিমন্ত্রণে বিষয়ে যন্মন্ত্রণং যোগ্যবিবেচনশক্তিস্তেন হেতুনা চতুরয়োপানন্দাত্মজয়া সুনন্দয়া। ভ্রাতুঃ কথম্ভূতস্য? আত্মজয়ার্থং সদৈব মোদরস্য হর্ষযুক্তস্য হর্ষদায়িনো বা। অরং ক্ষিপ্রমেব সম্যগুপচিতশ্চিত্তদ্রবস্যোদয়ো

ব্রজজনেরা সেই প্রদক্ষিণের ফলে প্রাপ্ত তাদৃশ আনন্দ ধরাবার মতো প্রমাণমাফিক উচ্ছল পাত্র দেখতে পেলেন না—তাঁদের আত্মার অল্পতা, আর আনন্দের অতি বিশালতা হেতু। কাজেই সেই আনন্দেই তাঁদের আত্মা লয় প্রাপ্ত হয়ে গেল।

৪২। অতঃপর পরিক্রমার প্রতিপদ দিনের পর কালক্রমে আগত, আপন ঔজ্জ্বল্য পালনকর্ত্রী ও যম-যমুনাপ্রিয় অদ্বিতীয়া দ্বিতীয়া তিথিতে যমুনা স্নানার্থ তত্তটে সকল ব্রজবাসিগণ গিয়ে উপস্থিত হলেন—স্বর্গে মর্তে বিখ্যাত আদরে মহান্ ঢাকপটহ-নাগরাদি বাদ্যের অখণ্ডিত ধ্বনির সহিত পরমানন্দে।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উৎসব ঃ

৪৩। সেই মহোৎসবদায়ী প্রতিপদ তিথির রাত্রি প্রভাত হলে বিশিষ্ট সদাচার-লব্ধ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া নিমন্ত্রণ বিষয়ে যোগ্য বিবেচনাশক্তি থাকায় চতুর উপানন্দ-কন্যা সুনন্দা নিজের জয়ের জন্য সদাই হর্ষোৎফুল্ল ভ্রাতা দামোদরের নিমন্ত্রণ যদি করলেন তখন চরাচরের সহিত সমস্ত জগতের মনোরঞ্জন দামোদর রঞ্জনোচিত—ভগিনীবাৎসল্যানুরোধে উচ্ছলিত চিত্তদ্রবতার উদয়ে স্নিগ্ধা-মূর্তিমতী দয়ার মতো ঐ ভগনীদ্বারা পরিবেষ্যমান অবিরুদ্ধ-প্রিয়-অভিলষিত-অনপকারী-অতিসুরস বহুরসযোগে বহুবিধ পিষ্টকাদি ও অন্নপানাদি হাস্যরসপটু ত্রিবলিযুক্ত বটুর সহিত মিলিত সখাগণ ও কুতূহলী হলধর সহ একসঙ্গে হাস্যপরিহাস করতে করতে ভোজন করতে লাগলেন। সেই ভোজন অবসরে বচন-বিলাসি বটু হাসতে হাসতে জগদেকমোহন শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—

৪৪। 'হন্ত হন্তরঘস্ত বয়স্ত ছুর্মেধসা বেধসা বেহ সকলা এব তিথয়োঽতিথয়ো ভ্রাতৃদ্বিতীয়াত্বেন ন কৃতাঃ, কথং বা হে শ্রীবৎসর বৎসরদিনসংখ্যাসংখ্যাতাঃ স্বসারোদয়াঃ স্বসারো দয়াঃ শরীরিণ্য ইব নাভবন্ ভবতঃ॥

৪৫। যত্ন্যভয়োঃ কতরদেকতরদেব সমভবিষ্যদভবিষ্যদতিকৌতুকং তদৈব নঃ। ন হীদৃশং পর্বতপর্বত-রলে গতেঽহনি চ নিচয়ীভূতেঽন্নপানে ময়া ভো জনপ্রিয় ভোজনপ্রিয়তমেন ভুক্তং যথাদ্য' ইতি তদুপহাসহাস-সরসবচসা চ সানন্দমভ্যবজহার, জহার চ সকলজনমনো মনোজ্ঞচরিতঃ স ঘোষরাজযুবরাজঃ।

৪৬। অথ পরস্পরাদরপরা পরার্ধ্যমণিকনকালঙ্কার সিচয়চয়ব্যাবদায়ী সমজনি জনিতকৌতুকা জনি-মতামতানবেনৈব ॥

৪৭। এবং সমাপ্তে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ামহে যা মহেন্দ্রস্য মখভঙ্গাপীড়া পীড়াজনি, তদুপশমকৃতে কৃতেয়ং তস্য যা কুরীতিরীতিকরী সাধুনা সাধুনা মতেন বর্ণ্যতে ॥

ঘস্যান্তস্ত্রা; ইষ্যমাণমভিলষ্যমাণমিষ্টান্নপকারীণি পিষ্টকাদীনি যত্র তদতিসুরসং চ তদ্বহুভী রসৈর্বহুবিধং চেতি তন্নদনবি-নোদেন বচবিলাসেন ॥

৪৪। ভ্রাতৃদ্বিতীয়াত্বেনাতিথয়ো নিত্যমাগমনপরাঃ। শ্রীবৎসর! হে শ্রীবৎসাখ্যসল্লক্ষণযুক্ত! ইদমপ্যেকং মদ্রোচক-মুত্তমলক্ষণং কথং তব নাভূদিতি ভাবঃ। যদ্বা, শ্রীঃ সম্পত্তিস্তদ্যুক্তঃ বৎসং বক্ষো রাতীত্যেষাপি সম্পত্তিস্তবোচিতৈবেতি ভাবঃ। স্বেষাং সারঃ শ্রেষ্ঠ উদয়ঃ সুখভোজনাত্মকো যাভ্যস্তাঃ স্বসারো ভগিন্যঃ ॥

৪৫। ভো হে জনপ্রিয়! জনসংঘট্ট এব প্রীয়সে, ন পুনরেকান্তে মিষ্টদ্রব্যভক্ষণ সুখপরিপাটীং জানাসীতি ভাবঃ। তদুপহাসস্য হাসঃ প্রকাশস্তেন সরসবচসা ॥

৪৬। ব্যাবদায়ী পরস্পরদানম্; জনিমতাং জন্মবতামতানবেনৈব বাহুল্যেনৈব জনিতং কৌতুকং যয়া সা ॥

৪৭। মখভঙ্গ এবাপীড়ঃ শেখরো যস্যাঃ সা পীড়া। ঈতিরতিবৃষ্টিলক্ষণ উপদ্রবঃ ॥

৪৪। 'হায় হায়, হে অঘহন্তা বয়স্য! দুর্বুদ্ধি বিধাতা এই সংসারে কেন-না সকল তিথিকেই ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া রূপে নিত্য আগমনপর করলেন, আর কেনই বা হে শ্রীবৎসাখ্য সুন্দর লক্ষণযুক্ত ভাই! বৎসর দিনের সংখ্যায় গণনীয় আমাদের নিজেদের সুখভোজনাত্মক শ্রেষ্ঠ ফলোদয় যার থেকে হতে পারে এমন মূর্তিমতী দয়ারূপিনীর মতো ভগিনী তোমার হ'ল না।

৪৫। যদি এ উভয় কিম্বা দুই-এর মধ্যে কোন একটি হয়ে যেত তবে উহা আমাদের অতি কৌতুকের বিষয় হ'তো। গিরিরাজের উৎসবদিন কাল চঞ্চলতায় চলে গেল, তাই সেখানে রাশিকৃত অন্নপান থাকলেও ভোজনপ্রিয় আমি আজকের মতো ঈদৃশ ভোজন করতে পারিনি'—এরূপে হাস্যপরিহাসের সহিত সরসবাক্যে-সানন্দে ভোজন ও সকলজনের মন হরণ করলেন মনোজ্ঞচরিত সেই ঘোষরাজযুবরাজ।

৪৬। অতঃপর ভাইবোন পরস্পর আদরের সহিত বহুমূল্য বস্ত্র-মণি-কনক অলঙ্কার পরস্পর এত আদান-প্রদান করলেন যার বাহুল্যে জন্মধারী মাত্রেরই কৌতুক হ'ল।

৪৭। এইরূপে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উৎসব সমাপ্ত হলে মহেন্দ্রের মখভঙ্গজনিত মাথাধরা পীড়া জন্মালো। এর উপশমের জন্য অতিবৃষ্টি লক্ষণ যা কিছু তাঁর করণীয় তা অধুনা সুষ্ঠুভাবে বর্ণিত হচ্ছে।

৪৮। তথা হি—স্থিতোঽধিসুরসভং রসভঙ্গবিমনা বিহতে নিজমখে সখেদং খে দন্দহ্যমান ইব পুরন্দরোঽদরো দরোদিতমনস্তাপরুষা পরুষাক্ষরমজল্পৎ ॥

৪৯। 'অহো চিত্রমহো মহো মে পাতিতঃ পাল্যমানপশুভিঃ পশুভিঃ শিশুবাচাশু বাচামধীশাপি যস্য মে বাস্তবং স্তবং কুরুতে, তত্র মদুপাসনাঽপাসনাকারমাগো মা গোপা গণয়ন্তি স্ম, যন্তি স্ম কেবলং বলং মদান্ধতায়াঃ। ভদ্রং বো ভদ্রমাভীরা ভীরাহিত্যেন কথং সন্তি সন্তিগ্মমতয়ো ভবন্তঃ ? কথং বালো বা লোলমতিরয়ং তিরয়ংস্তাদৃশামঘং শতমন্যুমন্যুতো যুষ্মানায়ুষ্মানাসাদয়তু প্রিয়ম্, প্রিয়স্তাবুকো ভাবুকোদয়েন কথং বা ভবতু বঃ পশ্যামি ॥'

৪৮। অদরো নির্ভয়ঃ, অতএবাদরোদিতেনানলোদ্‌গমেন মনস্তাপেন যা রুট্ ক্রোধস্তয়া ॥

৪৯। পাল্যমানপশুভির্গোপৈঃ পশুভিঃ পশুতুল্যৈঃ, আশু শীঘ্রং শিশুবাচা মে মহঃ পাতিতঃ। বস্তুতস্তু পশুভিরপি পাল্যমানমপেক্ষ্যমাণং পশু দর্শনং যেষাং তৈঃ; "অব্যয়ং পশু দর্শনে ইতি মেদিনী। বাচামধীশাপি সরস্বত্যপি। তত্র ময্যাগোঽপরাধং গোপা মা গণয়ন্তি স্ম। আগঃ কথম্ভূতম ? মদুপসনায়া অপাসনা ত্যাগস্তদাকারম্; মদান্ধতায়া মদান্ধত্বস্যৈব বলং যন্তি স্ম, প্রাপ্তবন্তঃ। বস্তুতস্তু মে বাচামধীশাপি মম দুর্মতেরপি সরস্বতী যস্য শিশোর্বাস্তবং স্তবং কুরুতে, তত্র তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে সতি। কিঞ্চ, মম আ সম্যক্ প্রকারেণান্ধতা এব যান্তা বলং যন্তি স্ম প্রাপুঃ, তত্র শ্রীকৃষ্ণে মম যজ্ঞত্যাগেৎব বর্ধন্তি ইত্যর্থঃ।

এবং পরুষবচনৈরপ্যশান্তো বুদ্ধ্যাঽভিমুখীকৃত্য সতর্জনমাহ—ভদ্রমিতি। ভীরাহিত্যেন নির্ভয়ত্বেন সন্তিগ্মমতয়ঃ সম্যক্ কটুবুদ্ধয়ঃ। বস্তুতস্তু ভীরাহিত্যে সতি ভবন্তঃ সুতীক্ষ্মমতয়ঃ কথং ন সন্তি ? অপি তু সন্ত্যেব। অত্র পক্ষে, ভদ্রং ভো ভদ্রমিত্যুল্লাসে। লোলমতিরয়ং বালঃ কৃষ্ণঃ শতমনুমন্যুতো হেতোস্তাদৃশামঘমপরাধং তিরয়ন্ দূরীকুর্বন্ স্বয়ং বা আয়ুষ্মান্ সন্ কথং যুষ্মান প্রিয়মাসাদয়তু প্রাপয়তু ? কথং বা বো যুষ্মাকং ভাবুকোদয়েন মঙ্গলোদয়েন হেতুনা প্রিয়স্তাবুকো ভবতু, তদহং পশ্যামি। বস্তুতস্ত্বলোলমতিরতিধীরস্তাদৃশাং ত্বদ্বিধানামন্যেষামপ্যঘং ব্যসনং তিরয়ন্ সন্ ভাবুকোদয়ে সতি কথং

যজ্ঞভঙ্গে ইন্দ্রের ক্রোধ ও প্রলয়বারি বর্ষণ :

৪৮। দেবসভায় অধিষ্ঠিত ইন্দ্র নিজের যজ্ঞ ভঙ্গ হতে দেখে রসভঙ্গে বিমনা হয়ে গেলেন। তিনি নির্ভয় কি না তাই দুঃখে জ্বলে যাওয়ার মতো হয়ে অত্যন্ত মনস্তাপ জনিত ক্রোধে উদ্ধত ভাষায় বললেন—

৪৯ 'অহো কি আশ্চর্য ! অহো পশুপালন করতে করতে দেখছি পশুতুল্য বুদ্ধি হয়ে গিয়েছে এই গোপগণের। শিশুর কথায় টক্ করে আমার যজ্ঞ ছুরে ফেলে দিল। যে-আমার সারি সারি স্তব সরস্বতীদেবী পর্যন্ত করে থাকে সেই আমার বিষয়ে মদুপাসনা-ত্যাগরূপ অপরাধ গোপগণ কি গণনার মধ্যে আনল না—মদান্ধত্বের বলই কি এদের পেয়ে বসলো। (এইরূপ উদ্ধতভাবের বাঁকা বাঁকা কথায় শান্তি যদি না হলো তখন গোপেদের সম্বোধন করে সতর্জনে বলতে লাগলেন—) ভাল ভাল গোপগণ, থাক দেখছি—নির্ভয়তা-হেতু কি করে অতি কুটবুদ্ধি হয়ে উঠ্‌লে। ইন্দ্রের ক্রোধহেতু যে অপরাধ হয়েছে তা দূর করে চঞ্চল এই বালক নিজেই বা আয়ুষ্মান হয়ে কি করে প্রিয়বস্তু প্রাপ্তি করায়, আর কি করেই বা তোমাদের মঙ্গলোদয় হেতু প্রিয়-ভাবুনে হয় তা একবার দেখে নিচ্ছি।'

৫০। ইতি প্রতিঘাপ্রতিঘাতভগ্নমনা মনাগ্বিচিন্ত্য মহাকল্পকল্পনকারিণো মহাপঘনান্ ঘনান্ ক্রোধ-নির্বন্ধতো বন্ধতো মোচয়িত্বা রচয়িত্বারমতিশ্লাঘয়া বলমানমাননাভাজনান্ কৃতসভাজনান্ কৃতসদয়াবলোকান্ সম্বর্ত্তকাদীনুবাচ ॥

৫১। 'হংহো রংহোরঙ্গিতা জিতাখিলাসারকৃতঃ সারকৃতঃ খলু ভবতাং মদো মদোজসাং বর্দ্ধকঃ। যন্ময়া নিগদ্যতেঽদ্য তেন ভবন্তো ভবন্তো মৎপ্রিয়ায় কৃতার্থয়ন্ত মাম্। মাস্তু বিলম্বো নিরাবিলং বো নিরাসকত্ব-মস্তি জগতঃ কিমেকস্য প্রদেশস্য; তদধুনা ধুনানা ইব ভুবনকোষং ব্রজনগরনাশায় বর্ষন্ত ॥

৫২। ইত্যেবমুক্তো মুক্তো বন্ধনতো ঽনতোঽতিতরাং সম্বর্ত্তকো নাম গণঃ প্রচক্রমে ক্রমেণ স্বদর্প-মুপপাদয়িতুম্। প্রথমতঃ কাপি কাদম্বিনী গগনসরসঃ শৈবালাবলী বলীয়সীব কিরণমালিমালিন্যমাসাদয়ামাস। ক্ষণমাত্রতো রসাতলতলত উত্থিতা বলমানমাননাগনাগরীনিঃশ্বাসধূমধোরণীব দিগ্বলয়মন্ধকারিতং চকার কাপি

ন প্রিয়মাসাদয়ত, কথং বা ন প্রিয়স্তাবুকো ভবত্বিতি নেত্যাম্যোভয়ত্রাপি সম্বন্ধঃ ॥

৫০। প্রতিঘায়াঃ ক্রোধস্য প্রতিঘাতেন ভগ্নং মনো যস্য সঃ; "প্রতিঘা রুট্ক্রুধৌ স্ত্রিয়ৌ" ইত্যমরঃ। মহাকল্পস্য মহাপ্রলয়স্য কল্পনাকারিণো নির্মাণসমর্থান্মহাপঘনান্ বৃহচ্ছরীরানতিশ্লাঘয়া 'যূয়ং মহাবলিন এব মম পরমসহায়াঃ' ইত্যেবং প্রোৎসাহনেন বলমানমাননায়া অত্যাদরস্য ভাজনান্ অরং শীঘ্রমেব রচয়িত্বোবাচ। কৃতং সভাজনং 'ভবৎকিঙ্করা এব বয়-মাজ্ঞানুবর্তিনঃ' ইত্যেবমিন্দ্রস্তুতির্যৈস্তান্ ॥

৫১। জিতমখিলং যৈস্তথাভূতানাসারান্ ধারাসম্পাতান্ কুর্বন্তীতি তে। সারকৃতো মদো বলজনিতো গর্বঃ। ভবন্তো যূয়ং মৎপ্রিয়ায় মৎপ্রীত্যর্থং ভবন্তো বর্ত্তমানাঃ। বো যুষ্মাকং নিরাবিলং যথা স্যাত্তথা জগতো বিশ্বস্যাপি নিরাসকত্বং সংহারকত্বমস্তি, তাদৃশী যোগ্যতা বর্তত ইত্যর্থঃ।

৫২। অতিতরাং নতঃ কৃতপ্রণামঃ। কাদম্বিনী মেঘমালা। মানঃ পরিমাণং গর্বো বা ॥

৫০। এইরূপ ক্রোধের প্রতিঘাতে ভগ্নমনা ইন্দ্র একটু ভেবে নিয়ে মহাপ্রলয় ঘটানোতে সমর্থ বিরাট আকারবান্ মেঘদের বন্ধন থেকে মুক্ত করে দিয়ে অতি প্রশংসায় উত্তেজিত করত প্রথমে তাদেরকে অত্যাদর-পাত্র বানিয়ে তুললেন। অতঃপর 'তোমার কিঙ্কর আমরা তোমার আজ্ঞানুবর্তী' এরূপ ইন্দ্রস্তুতিপর সম্বর্তকাদি মেঘসমূহকে সদয় দৃষ্টি নিক্ষেপে কৃতার্থ করে বললেন—

৫১। 'হংহো বেগরঙ্গি, অখিলবিশ্বজয়ি,ধারাসম্পাতকারি মেঘগণ! তোমাদের বলজনিত গর্ব আমার তেজবর্দ্ধক। এইক্ষণে আমি যা বলছি সেই কাজ নির্বাহ করে মৎপ্রিয়ার্থে বর্তমান তোমরা আমাকে কৃতার্থ করে দেও। বিলম্ব করো না, সমস্ত বিশ্বেরও সংহারক ভাব তোমাদের ভেতর আছে অনাবিল ভাবে। একটি প্রদেশের কথা আর কি। অতএব অধুনা ব্রজনগর নাশার্থে ভূমণ্ডলকে প্রকম্পিতের মতো করতে করতে বর্ষণ কর।'

৫২। এইরূপে আদিষ্ট বন্ধনমুক্ত সম্বর্তক নামক অনুচরবর্গ সদর্প পদক্ষেপে চলল কার্যনির্বাহে। প্রথমতঃ কোনও এক মেঘমালা সরসীর মালিন্যবিধানকারী ঘন শৈবালাবলীর মতো আকাশে সূর্যের মালিন্য বিধান করল, আবার ক্ষণমাত্রে কোনও মেঘশ্রেণী রসাতল থেকে উত্থিতা পুঞ্জ পুঞ্জ নাগনাগরী-নিঃশ্বাসধূম-

ঘনশ্রেণী ॥

৫৩। তদবিলম্বতঃ কেদারদারণখেলাপরিণতদিক্করিকরিণীগণা ইবযুগপদেব দেববর্ত্ম রুরুধুরুরুধুরাঃ কেচিদম্ভোদা দম্ভোদাত্তাঃ। তদনু শতকোটিকোটিভিরক্ষুণ্ণপক্ষতয়াঽক্ষতয়া কায়ব্যূহমিবারচয়ন্ মৈনাকো নাকোপরি পরিভ্রমন্নিব কোঽপি ঘনগণো ঘনত্বমাসসাদ ॥

৫৪। তৎসমকালমেব লোকালোকাচল ইব খরশিখরশিখাভিরভিত এব যুগপদূর্ধ্বমূর্ধ্বমূর্জস্বলতয়া বর্দ্ধমানাভিরিতরেতরেণ পরিত এব সমাসক্তাভির্জ্যোতিশ্চক্রং নির্বাপ্য বহির্লোকমিবান্তরং লোকমপি তমোময়ং কুর্বাণঃ কশ্চন ধারাধরাণাং নিকায়োঽতিকায়োঽতিতরামাসীৎ। এবং সতি স তিমিরসংঘাতঃ খরতরপরপরশুচ্ছেদ্যোঽপি যদি নাভূৎ, তদা তমোভূরিব ভূরিবর্দ্ধিষ্ণুতমা ভুবনত্রয়ীয়মাসীৎ ॥

৫৫। ইদমসীমমসীময়মিব জগদণ্ডভাণ্ডং চ। তথাপি ব্রজপুরপুরন্দরনন্দনচরণনখসুধাকিরণকিরণকন্দলীদলিতমিব ব্রজপুরং প্রতি প্রতিকূলং তথা নাসীৎ ॥

৫৬। এবং দ্রব্যমিব দশমং দশ মন্দীকৃত্য দিশো ভৃশমন্ধতমসমন্ধতমসকলজনমিব জগৎ কুর্বাণমিব

৫৩। কেদারঃ পর্বতবিশেষঃ, দেববর্ত্ম আকাশম্, দম্ভেনোদাত্তা উদ্গৃহীতাঃ। শতকোটি-কোটিভির্বজ্রাগ্রৈঃ। অক্ষতয়েতি অক্ষুণ্ণপক্ষতয়েত্যস্য বিশেষণম্। অক্ষুণ্ণপক্ষতা তস্যাক্ষতা সম্পূর্ণৈব, ন ত্বেকাংশেনেত্যর্থঃ ॥

৫৪। খরাভিঃ শিখরশিখাভিঃ শৃঙ্গাগ্রৈরূর্ধ্বমূর্ধ্বং ব্যাপ্য। পরশুনাপি ছেত্তুমশক্য ইতি কবিপ্রৌঢ়োক্তিরতিনৈবিড্যতাৎপর্যা। তমোভূরন্ধকারস্বামিকা ভূমিঃ ॥

৫৫। অসীমমসীময়মিবেতি বস্ত্বন্তরস্যাপি কালিমাপাদকত্বাংশেনোৎপ্রেক্ষা। সুধাকিরণশ্চন্দ্রঃ ॥

৫৬। পৃথিব্যপ্তেজোবাধ্বাকাশ কাল-দিগাত্মমনোভ্যো নবভ্যো দ্রব্যেভ্যোঽতিরিক্তম্, অন্ধতমসং নাম দশমমিব

শ্রেণীর মতো দিঙ্মণ্ডলকে অন্ধকার করে ফেললো।

৫৩। এরপর ঝটিতি বন্ধনমুক্ত কোনও ঘনঘোর কেদারপর্বত-বিদারণ খেলায় চরমে উপনীত দিগ্গজ-গজিনীর মতো আকাশকে ঢেকে ফেললো। অতঃপর শতকোটি বজ্রাগ্রের দ্বারা অক্ষত থাকায় অক্ষুণ্ণ পক্ষতা হেতু কায়ব্যূহ রচনা করতে করতে আকাশোপরি বিরাজমান হিমালয়পুত্র মৈনাকের মতো যেন চক্কর কাটতে কাটতে গাঢ়তা প্রাপ্ত হল কোনও এক মেঘমালা।

৫৪। সেই সময় লোকালোক পর্বতের মতো কোনও অতিকায় মেঘমালা কঠিন শৃঙ্গাগ্রের দ্বারা যুগপৎ ঊর্ধ্বোর্ধ্ব ব্যপ্ত হয়ে পরাক্রমের সহিত চতুর্দিকে বর্ধমান হয়ে পরস্পর সুসংলগ্ন হয়ে গ্রহমণ্ডলকে নিভিয়ে দিয়ে অন্তর-বাইর সব অন্ধকারময় করতে করতে আরও বিশালতর আকার ধারণ করল। এইরূপ হলে সেই তিমিরজাল অতি খরতর কুঠারের দ্বারাও যদি ছেদন-যোগ্য থাকল না তখন ভূরি বর্ধিষ্ণু অন্ধকারে আচ্ছন্ন এই ত্রিভুবন অন্ধকার থেকেই জন্মেছে এরূপ মনে হতে লাগল।

৫৫। জগদণ্ডভাণ্ড যেন মসীময় হয়ে উঠল, তথাপি ব্রজপুরপুরন্দরনন্দনের চরণনখচন্দ্রকিরণ-ধৌত ব্রজপুরের প্রতি এই প্রতিকূলতা সেরূপ ক্রিয়া করতে পারল না।

৫৬। পৃথিবী-জল-তেজাদি নবদ্রব্যের অতিরিক্ত অন্ধতমসা নামক দশমদ্রব্য যেন দশদিগ্‌কে জড়ী-

মুহূর্ত্তং যদি সমবর্ত্তত, তদা তদাকস্মিকমিব ঘুণবিদ্ধাদিবোপরিতন-জগদণ্ডকটাহাদ্‌গলত্তামাবরণবারাং বারান্তরানুৎপন্নং বিন্দুজালং মহীমহীনকর্দমাং চক্রে। সমনন্তরমনন্তরয়াস্ত এব বিন্দবো বিন্দুতামাপহায় গগনমহান্যগ্রোধস্য ন্যগ্রোধস্যদা মহাবরোহাকারা ধারাভাবমাপেদিরে ॥

৫৭। এবং সতি— বৎসানাচ্ছাদ্য সাস্নাবলয়বলনয়া দ্রাঘয়ন্ত্যঃ শিরোধীন্
মূর্দ্ধানং নম্রয়ন্ত্যঃ কুটিলিতনয়না নিশ্চলা লম্বিলূমাঃ।
ধারাপাতাবঘাতক্ষুভিত-পৃথুতরোৎকম্পভূয়িষ্ঠপৃষ্ঠাঃ
কাতর্য্যেণেক্ষমাণাঃ শরণমুপযযুর্ধেনবঃ কৃষ্ণমেব ॥

৫৮। কিঞ্চ, আবিদ্ধঃ শৃঙ্গকোটাবতিপৃথুনি ককুন্মণ্ডলে গণ্ডশৈলে
সংশীর্যন্ জর্জরত্বং প্রগত ইত ইতঃ শীকরাকারমাপ্তঃ।
ভগ্নঃ পৃষ্ঠে গরিষ্ঠে স্ফটিকমণিশিলাপেশলে হন্ত বারাং
ধারাপাতঃ প্রকোপং রুজমপি বিদধে ধাবতাং পুংগবানাম্ ॥

দ্রবাং দশ দিশো মন্দীকৃত্যান্ধতমাঃ সকলা এব জনা যত্র তথাভূতং জগৎ কুর্বাণমিব। তৎ প্রসিদ্ধম্, আবরণবারামণ্ডকটাহ বহিঃস্থিত জলানামিব বিন্দুজালং কর্ত্তৃ আকস্মিকমকস্মাদ্ভূতমিব; কিঞ্চ বারান্তরেঽনুৎপন্নম্; অহীনকর্দমাং সম্পূর্ণকর্দমযুক্তা মহীং চক্রে। অনন্তরয়া অনন্তবেগা, গগনমেব মহান্ ন্যগ্রোধো বটস্তস্য মহান্তোঽবরোহাঃ শাখাশিফাস্তদাকারা ন্যঞ্চো ন্যগ্‌ভূতা রোধস্যদা আবরণবেগা যেষাং তে ॥

৫৭। সাস্নাভির্গলকম্বলৈর্বলয়বলনয়া মণ্ডলীকরণেন বৎসানাচ্ছাদ্য, শিরোধীন্ গ্রীবাঃ; কুটিলিতনয়না ইত্যাসারসম্মর্দভীত্যা নেত্রয়োর্মুদ্রণাদ্‌বহির্দর্শনার্থঞ্চ কিঞ্চিদুন্মীলনাচ্চ। লম্বিলূমাঃ লম্বমানপুচ্ছাঃ ॥

৫৮। পুঙ্গবানাং শৃঙ্গ-ককুৎ-পৃষ্ঠপতিতানাসারান্ যথা-স্বরূপোদয়ং বর্ণয়তি—আবিদ্ধ ইতি। প্রকোপং যুযুৎসাভি-

---

ভূত করত সারা দুনিয়া শুধু অন্ধতমজনে ভরিয়ে তুলল। এক মুহূর্ত যদি এই ভাবে সর্বত্র সমভাবে বিরাজমান হয়ে গেল তখন যেন সেই ঘুনেধরা উপরিতন জগদণ্ডকটাহ থেকে গলিত আবরণ-বারির মতো জলবিন্দু সমূহ পৃথিবী একেবারে কর্দমাক্ত করে দিল—এ যেন অকস্মাৎই উৎপন্ন, আর একবার যে উৎপন্ন হবে এমনও নয়। অতঃপর অনন্ত বেগবান্ সেই সকল বিন্দু বিন্দুতা ছেড়ে দিয়ে গগনরূপ বটবৃক্ষের মহান জটার আকারে বাঁধ-ভাঙ্গা নদীর মতো বেগবান্ ধারায় ঝরতে লাগল।

৫৭। এরূপ হলে গলকম্বলের কুণ্ডলী পাকিয়ে বৎসদের আচ্ছাদিত করে, গ্রীবা দীর্ঘতর করে, মাথা নীচু করে, পুচ্ছ নিশ্চল লম্বিত করে, চক্ষু বৃষ্টির ঝপটার ভয়ে কিঞ্চিৎ মুদ্রিত ও বাইরটা দেখার জন্য কিঞ্চিৎ খোলা করে এবং ধারাপাতের দারুণ আঘাতে ক্ষুভিত হওয়ার দরুণ অতিশয় কাঁপুনিতে পিঠের ফুলো ফুলো অবস্থায় দাঁড়িয়ে ধেনুগণ কাতরে কৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে তাঁর শরণ নিল।

৫৮। বৃষ্টির এই ধারাপাত ধাবমান্ ষাঁড়েদের শৃঙ্গরূপ বাধায় ঘা খেয়ে খেয়ে ছিট্‌কে গিয়ে ওদের অতিস্থূল ঝুঁটিমণ্ডলে লেগে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে চতুর্দিকে বিন্দুর আকার প্রাপ্ত হল, আর স্ফটিকমণিশিলার মতো সুন্দর ওদের বৃহৎ পিঠে লেগে ভেঙ্গে কুটি কুটি হয়ে ছিটিয়ে পড়ল। হায় হায় এই ধারপাত ষাঁড়েদের

৫৯। অথ ক্ষণক্ষণতো বিলক্ষণলক্ষণতো-রম্ভাস্তম্ভাস্তরুণতরা ইব স্থূলভাবলভা বর্ষীয়সীর্ধারাঃ সুদুর্বারা বারামবলোক্য সর্ব এব সাতঙ্কং তঙ্কঞ্চনাঽকালকল্পকল্পমাশু মন্যমানা বলমানাবলভাবা ব্রজপুরজনা জনানন্দকরং শ্রীকৃষ্ণমুপসঙ্গম্য গম্যমানখেদাতিশয়ং নিবেদয়াঞ্চক্রুঃ,—'ভো ভোঃ কৃষ্ণ মহাবাহো মহাবাঽহো নঃ খলু বিশঙ্কটং সঙ্কটং সঞ্চচার। তদিদং গোকুলমাত্মনাথমাত্মনাথ মা বিলম্বেন প্রতিপালয়িতুমর্হসি॥

৬০। পশ্য পশ্য— ইয়ং বিদ্যুদ্বীথী কুপিতফণিজিহ্বেব বলতে
শিলাসারঃ সারং হরতি পুরবাটীক্ষিতিরুহাম্॥
অয়ং মেঘজ্যোতির্ব্যতিকর উদীর্ণোঽধিসলিলং
জ্বলত্যুচ্চৈরৌর্বানল ইব সমুদ্রোদরচরঃ॥

৬১॥ কিঞ্চ, যথোধ্বং স্ফায়ন্তে পুরুপরুষগর্জং জলমুচঃ
ক্রমস্থূণাস্থৌল্যং তিরয়তি চ ধারাততিরিয়ম্।
অয়ং ক্ষৌণীনত্যুন্নতি-পরিচয়চ্ছিৎ পরমপা-
মপারো ব্যাপারঃ প্রলয়জলধিত্বং প্রথয়তে॥

প্রায়েণ ক্রোধম্। রুজমত্যাঘাতবশাৎ পীড়াম্॥

৫৯। তরুণতরা অতিপুষ্টা রম্ভাণাং স্তম্ভা ইব স্থূলভাবং স্থৌল্যং লভন্ত ইতি তা বারাং ধারাঃ; তমকালেঽসময়েঽপি কল্পঃ কল্পনং যস্য তাদৃশং কল্পং প্রলয়ম্। বলমানোঽবলভাব আবল্যং। যেষাং তে। হে মহাব! হে উৎসবরক্ষক! সদা সুখদায়িনি ত্বয়ি তিষ্ঠতি কথমেতদ্দুঃখমিতি ভাবঃ। অহো আশ্চর্যম, নোঽস্মাকং বিশঙ্কটং মহৎ। আত্মনাথং ত্বন্নাথকমাত্মনা স্বয়মেব; যদ্বা, আত্মনা সহ, অথ অনন্তরমেব, মা বিলম্বেনাবিলম্বেন॥

৬০। শিলানামাসারঃ সম্পাতো মেঘজ্যোতিষাং বজ্রাগ্নীনাং ব্যতিকরো ব্যতিষঙ্গঃ॥

৬১। যথা স্ফায়ন্তে বর্ধন্তে, তথৈবেয়ং ধারাততিঃ স্থূণাস্থৌল্যং স্তম্ভস্য স্থূলতামপি তিরয়তি তিরস্করোতি। অপ্যর্থে

ক্রোধ ও পীড়া উভয়ই জন্মাল।

৫৯। অতঃপর ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টিধারার বিলক্ষণ লক্ষণ থেকে অতিপুষ্ট কদলীস্তম্ভের মতো স্থূলতায় গত-পরিণত-সুদুর্বার জলধারা অবলোকন করে ব্রজপুর জনেরা সকলেই সেই কোনও অকালে কল্পিত প্রলয় যেন এই এখনই এসে গেল এরূপ মনে করে অতিশয় বলহীনতার উদয়ে সাতঙ্কভাবে জনানন্দকর কৃষ্ণের নিকট গিয়ে তৎকালে প্রতীয়মান অতিশয় খেদ নিবেদন করলেন 'ভো ভো কৃষ্ণ মহাবাহো, হে আমাদের আনন্দ পালয়িতা, অহো, আমাদের এক মহান সঙ্কট এসে উপস্থিত। অতএব এই গোকুলের স্বামী তোমার নিজেরই অবিলম্বে এখন আমাদের প্রতিপালন করা উচিত।

৬০। দেখ দেখ—এ-বিদ্যুৎমালা কুপিত ফণিজিহ্বার মতো লকলক করছে, এ-শিলাবর্ষণ পুরবাটিকার বৃক্ষের মজ্জা বিনষ্ট করে দিচ্ছে। এ-বজ্রাগ্নিচয় জলের মধ্যে উদয় প্রাপ্ত হয়ে সমুদ্রের উদরে বিচরণশীল বাড়বানলের মতো অতি তেজে জ্বলছে।

৬১। উর্ধ্বে যেমন মেঘমালা গম্ভীর কর্কশ গর্জন করতে করতে বেড়ে উঠছে তেমনই এ ধারাশ্রেণী

৬২। পরিতশ্চ পশ্য পশ্য—

নিষণ্ণানুৎসঙ্গে খরতরশিলাপাতবিকলান্
স্বতন্বা সংচ্ছাদ্য ব্যথিতবপুষো বৎসনিচয়ান্।
দবাগ্নেঃ সন্ত্রাতা সপদি সলিলাৎ পাহি ন ইতি
প্রতীক্ষন্তে বাষ্পাকুলচলদৃশস্ত্বাং সুরভয়ঃ॥

৬৩। অন্যতশ্চ পশ্য পশ্য—

চূর্ণয়িত্বা মহতি ককুদি ক্ষৌণিপৃষ্ঠং গতে দ্রা-
গোঘে মুক্তাব্যতিকর ইব স্থূলবর্ষোপলানাম্।
মেঘান্ ক্রোধোন্নমিতশিরসো ভীমমুদ্বীক্ষমানা
ধারাপাতপ্লুতমুখদৃশো যান্তি কষ্টং মহোক্ষাঃ॥

৬৪। কিঞ্চ,   অনল্পঃ কল্পান্তক্ষমতম-মহাবর্ষণতনূ-
রনর্থানাং সার্থো দুরুপশম এষ ব্যজনি নঃ।

চকারঃ। ততশ্চ ক্ষৌণ্যাঃ পৃথিব্যা নত্যুন্নত্যোর্নিম্নত্বোচ্চত্বয়োঃ পরিচয়ং ছিনত্তীতি তথাভূতোঽপাং জলানাং ব্যাপারোঽপারঃ॥

৬২। কৃপাং জনয়িতুং ধেনূনাং দুরবস্থাং তর্জন্যা দর্শয়ন্ত আহুঃ,—নিষণ্ণানিতি॥

৬৩। প্রিয়াণাং পুঙ্গবানামোজঃ-পরিভবং তচ্চরিত্রেণ দর্শয়ন্তস্ত্রাণে সত্বরমেব সমুৎসাহয়ন্ত আহুঃ—চূর্ণয়িত্বা চূর্ণানীবাচর্য চূর্ণিতীভূয়েতি যাবৎ, স্থুলবর্ষোপলানামোঘে সমূহে ক্ষোণীপৃষ্ঠং গতে সতি, মহোক্ষা মহাবৃষাঃ॥

৬৪। কল্পান্তে মহাপ্রলয়ে ক্ষমতমমতিসমর্থং যন্মহাবর্ষণং তস্য তনূর্মূর্তিরূপোঽনর্থানাং সার্থঃ সমূহো নোঽস্মান্

ক্রমে স্তম্ভের স্থূলতাকে তিরস্কার করতে করতে বেড়ে উঠছে। পৃথিবীর উচুনীচু ভাবের পরিচয় লোপকারী এ-জলরাশির অপার ব্যাপার প্রলয় জলধির আকার প্রকাশ করতে লাগল।

৬২। (কৃপা জন্মাবার জন্য অঙ্গুলী নির্দেশে ধেনুগণের দুর্দশা দেখিয়ে বলছেন) চতুর্দিকে তাকিয়ে একবার দেখ-না—

সুরভীগণ তাদের ব্যথিত বপুর কোলে অবস্থিত ও খরতর শিলাপাতে বিকল বৎসনিচয়কে নিজ তনুদ্বারা ভালভাবে আচ্ছাদিত করে বাষ্পাকুল চঞ্চল নয়নে তোমার দিকে চেয়ে প্রতীক্ষা করছে—'হে দাবাগ্নি সন্ত্রাতা কৃষ্ণ, আমাদের এ-ধারাবর্ষণ থেকে সত্বর রক্ষা কর' এই ভাবে।

৬৩। আবার অন্যদিকে ঐ চেয়ে দেখ—

বড় বড় শিল সমূহ মহাবৃষগণের বৃহৎঝুটিতে লেগে সঙ্গে সঙ্গে চূর্ণ হয়ে মুক্তাবলীর মতো ভূমিতলে ছড়িয়ে পড়ছে, আর ওরা ক্রোধে মাথা উচু করে ভয়ঙ্কর আরক্ত নয়নে মেঘকে চেয়ে দেখছে—অহো ধারাপাতে ওদের মুখচোখ আপ্লুত হয়ে যাচ্ছে—অহো কি কষ্টই না পাচ্ছে ওরা।

৬৪। আরও, মহাপ্রলয় সৃজনে অতি সমর্থ মহাবর্ষণের মূর্তিরূপ অনর্থের এই রাশি তো দুরুপশম

পরিত্রাতা নান্যস্তদপর ইতি ত্বামিহ বয়ং
প্রপন্না ব্যাপন্নানহহ নিজলোকান্ন কুরু নঃ ॥

৬৫। ইত্যাকর্ণয়ন্নাকর্ণযন্নয়নপ্রান্তো বিলোকয়ন্নপি ধেনূনামনূনামপগ্লানিং শতমন্যুমন্যুজন্যমিদমিতি বিচারয়ন্মধুমধুরমকম্পানুকম্পানুচর্য্যা গিরা 'মা ভৈষ্ট, ভো মা ভৈষ্ট ক্ষুদ্রো হি ক্ষুদ্দ্রোহিবাধোদয় ইবায়মুপদ্রবঃ' ইত্যাশ্বাস্য সঙ্কল্পকল্পনমাত্রাদেব তমনর্থমনর্থকত্বমাপাদয়িতুং সমর্থোঽপি ভজতামাকল্পমাকল্পমিব বাঙ্‌মনসয়োঃ সুরকিন্নরনর-নিকরেণ গাস্যমানমমরপরিবৃঢ় মদালীলাবিশেষং লীলাবিশেষং কুসুমসুমধুরয়া তন্বা তন্বানোঽকৃত-পরিকরবন্ধোঽবহেলাবহে লাবণ্যসরসি স রসিকশেখরঃ সুস্নাত ইব ॥

ব্যাপন্নান্ ন কুরু। অত্র প্রত্যুপদ্রবসময়মেব সর্বব্রজবাসিনাং (ভা০১০।৮।১৯) "নারায়ণসমো গুণৈঃ" ইতি, (ভা০১০।৮।১৮) "য এতস্মিন্ মহাভাগাঃ" ইতি, (ভা০১০।৮।১৭) "অরাজকে রক্ষমাণাঃ" ইত্যাদি সর্বজ্ঞ গর্গবাক্যানাং সহসা স্মরণাত্তৎ-প্রপত্তির্নাসঙ্গতেতি ॥

৬৫। ইত্যাকর্ণয়ন্ 'মা ভৈষ্ট মা ভৈষ্ট' ইত্যাশ্বাস্য লীলাবিশেষং তন্বানো যদা গোবর্ধনমুদ্দিধীর্ষুরভবৎ, তদৈবাস্য কৃষ্ণস্য করোদরে স গোবর্ধনো লোকেন ব্যলোকীত্যন্বয়ঃ। আকর্ণং কর্ণপর্যন্তং যন্ গচ্ছন্নয়নপ্রান্তো যস্য সঃ। গ্লানিং কথম্ভূ-তাম্? ন ঊনামনূনাং সম্পূর্ণামেবেত্যর্থঃ। ইদমতিবর্ষণম্, অকম্পা নিশ্চলা যাঽনুকম্পা সৈবানুচরী যস্যাস্তয়া গিরা তদ্‌বাগধী-নৈব কৃপাশক্তিস্তামাশ্রিতা প্রবর্ত্তত ইত্যর্থঃ। যদ্বা, প্রথমমনুকম্পা, তদনুচরী তদনুগামিনী চ যা গীস্তয়া। হি নিশ্চিতম্, ক্ষুদ্রোঽয়মুপদ্রবো ক্ষুধো বুভুক্ষায়া দ্রোগ্ধী দ্রোহকরো বাধোদয়ঃ পীড়োদ্গম ইবাল্পপ্রয়োগ-মাত্রেণৈব সুচিকিৎস্য ইতি ভাবঃ। লীলাবিশেষং তন্বানো বিস্তারয়িতুম্। কথম্ভূতম্? ভজতাং জনানামাকল্পং কল্পপর্যন্তং বাঙ্মনসয়োরাকল্পঃ ভূষণমিব কীর্তনীয়ত্ব চিন্তনীয়ত্বাভ্যাম্। কিঞ্চ, অমরপরিবৃঢ়স্যেন্দ্রস্য মদালীনাং মদশ্রেণীনাং লাবী ছেদী শেষো যস্য তম্। অবহেলা ইন্দ্রং প্রত্য-বজ্ঞা তাং বহতি ব্যনক্তীতি তথাভূতে লাবণ্যসরসি ॥

হয়ে উঠল। তুমি বিনা পরিত্রাতা আর কেউ নেই, তাই এখানে আমরা সকলে তোমাতে শরণাগত হলাম। অহহ, নিজজন আমাদের বিপন্ন করো না।

গোবর্ধন ধারণঃ

৬৫। এইরূপ শুনতে শুনতে আকর্ণ বিস্তৃত নয়ন শ্রীকৃষ্ণ ধেনুদের অপরিসীম গ্লানি দেখতে দেখতে, 'এ ইন্দ্রের ক্রোধজনিত ব্যাপার' এরূপ বিচার করতে করতে মধু হতেও মধুর দৃঢ়-অনুকম্পারূপ অনুচরীর আশ্রয়দায়ী বাক্যে বললেন—ওহে, ভয় করো না, ভয় করো না। এ উপদ্রব সত্য সত্যই ক্ষুধা অজন্মানো পীড়া উদ্গমের মতো তুচ্ছ (ঔষধের অল্প প্রয়োগ মাত্রেই সুচিকিৎস্য)। এরূপ আশ্বাস প্রদান করত সঙ্কল্প গ্রহণমাত্রেই এই অনর্থ অর্থহীন করে দিতে সমর্থ হয়েও ভজনীয়া জনের কল্পপর্যন্ত বাক্যমনের ভূষণের মতো, দেবতা কিন্নর-গণের দ্বারা কীর্তিত এবং ইন্দ্রের গর্বপর্বত ধ্বংশ-পরিণামী লীলাবিশেষ কুসুম-সুমধুর তনুদ্বারা বিস্তার করতে করতে ইন্দ্রের প্রতি অবহেলা-প্রকাশী লাবণ্যসরসীতে যেন সুস্নাত এরূপ স্নিগ্ধ সেই রসিকশেখর কোমরে পীতাম্বর না বেঁধেই —

৬৬। ছত্রাকং কুতুকেন বালক ইব স্তম্বেরমঃ স্তম্ববৎ
শ্রীগোবর্দ্ধনমুদ্দিধীর্ষু রভবচ্চিত্তেন কৃষ্ণো যদা।
তর্হ্যেবাস্য করোদরে চটচটাধ্বানধ্বনৎকন্দরা-
সুপ্তোদ্বুদ্ধকিশোরকেশরিসভো ব্যালোকি লোকেন সঃ ॥

৬৭। ততশ্চ, ধ্যাতুর্ধানপ্রতানক্ষপণপণপটুঃ প্রৌঢ়নাগেন্দ্রনারী-
ক্রীড়ামাধ্বীকপানোৎসবনবরভসাস্বাদবাধপ্রগল্ভঃ ;
দিঙ্মাতঙ্গেন্দ্রদানদ্রবণবিঘটনস্তৎসমুল্লাসনোত্থো
ভ্রাম্যন্ ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরমধি ন মমৌ কোঽপি কোপী প্রণাদঃ ॥

৬৮। কিঞ্চ, ওজঃকণ্ডূললীলালসকরকমলেনালমুল্লাস্যমান-
স্যাদ্রের্হাসপ্রকাশপ্রসর ইব সমাম্নাত-হর্ষপ্রকর্ষঃ।

৬৬। স্তম্বেরমো হস্তী, স্তম্ববদ্গুচ্ছমিবেত্যর্থঃ। বালকস্য ছত্রাকোদ্ধরণ এব বলং পর্যাপ্তমিত্যপর্যাপ্তবলেন স্তম্বেরমেণ সহ পুনরুপমানং যদৈব চিত্তেনোদ্দিধীর্ষুরভবত্তদৈব তস্য করোদরে লোকেন স ব্যালোকীতি সঙ্কল্প সমকালমেব তাদৃশ-ব্যাপারোদয়াত্তত্রানায়াসঃ সূচিতঃ। চিত্তেনেতি কেবলেন মনসৈব, ন তু স্বকরেণাপীতি দিধীর্ষায়া অপি সামান্যতঃ প্রথমাবস্থৈবোক্তা, মনসা পাটলীপুত্রং প্রথমং জিগমিষতীতিবৎ। কীদৃশঃ সন্ ব্যালোকি? চটচটাধ্বানেন ধ্বনন্তীষু কন্দরাসু সুপ্তা এবোদ্বুদ্ধা স্বাপাবস্থতৈয়ব সহসোচ্ছলনাৎ প্রাপ্তজাগরা কিশোরকেশরিণাং সভা বলিষ্ঠসিংহশ্রেণী যত্র সঃ ॥

৬৭। চটচটাধ্বানমেব সবিশেষং বর্ণয়তি—ধ্যাতুরিতি। ক্রমেণোর্ধ্বাধোমধ্যলোকব্যাপ্তিঃ ধ্যানস্য প্রতানস্য ক্ষপণং দূরীকরণমেব পণস্তত্র পটুস্তৎসিদ্ধৌ চতুরঃ। আস্বাদস্য বাধে প্রতিবন্ধে প্রগল্ভঃ দানস্য দ্রবণং স্রবণং তদ্বিঘটয়তি দূরীকরোতীতি সঃ, তৎসমুল্লাসনোত্থ-পর্বতোৎক্ষেপণজনিতঃ। ত্রয়াণামপ্যেষামনবধানাসম্ভবেঽপি সহসা ত্রাসোদয়-সূচনাৎ প্রণাদস্য জাতি-প্রমাণাভ্যামতিশয়ঃ সূচিতঃ ॥

৬৮। বর্ষং বর্ষণম্; "বৃষ্টির্বর্ষম্" ইত্যমরঃ। তদেবোৎপ্রেক্ষতে—ওজসো বলস্য কণ্ডূলা স্বানুরূপপাত্রদৃষ্ট্যা কণ্ডূয়াবতী যা লীলা তয়া লসতি শোভত ইতি তেন করকমলেনোত্থাপ্যমানস্যাদ্রেঃ স্বপ্রভুপরাক্রমদৃষ্ট্যৈব হাসপ্রকাশস্য প্রসরঃ

৬৬। বালক যেমন কৌতুকে ছত্র, বা হস্তী যেমন তৃণগুচ্ছ ধারণ করে সেইরূপ মনে মনে শ্রীগোবর্ধন ঊর্ধ্ব ধারণ করতে যেই ইচ্ছা করলেন অমনই গুহাসুপ্ত কিশোর-কিশোরী জাগান চটচট ধ্বনি-প্রতিধ্বনি মুখর ঐ পর্বত লোকে দেখতে পেল তাঁর করতলে।

৬৭। (চট চট ধ্বনির ঊর্ধ্ব-অধো ও মধ্যলোক ব্যাপ্তি দেখান হচ্ছে)। ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার ধ্যানের বিস্তার দূরকরণরূপ পণ জিতনে চতুর, পাতালে বাসুকির প্রৌঢ়া নারীর ক্রীড়াময় মাধ্বীক-পানোৎসবে নবোচ্ছাসময় আস্বাদনে বাধা দানে সাহসী এবং দিগ্‌হস্তীশ্রেষ্ঠের মদজল দূরকারী পর্বতোৎক্ষেপণ জনিত কোনও অনির্বচনীয় কোপী উচ্চধ্বনি ব্রহ্মাণ্ডের উদর মধ্যে ঘুরতে লাগল, কোথাও স্থান সঙ্কুলান হল না।

৬৮। আরও, উত্থাপনবেগ-ক্ষুব্ধ বৃক্ষরাজির বৃন্তচ্যুত পুষ্পের ভূমিতলে বর্ষণ দেখে মনে হচ্ছিল ঐ

উল্লাসাবেগবিঘ্নক্ষিতিরুহবিততের্ব্যস্ততো বিচ্যুতানাং
পুষ্পাণাং বর্ষমাসীদধিধরণি যশঃপাতবদ্বজ্রপাণেঃ ॥

৬৯। কিঞ্চ, উর্ধ্বোর্ধ্বং বর্দ্ধমানৈঃ খরতরশিখরৈশ্ছিন্নভিন্নাভ্রপঙ্‌ক্তে-
স্তস্য ক্ষৌণীরুহৌঘৈঃ পরিভবিতুমিব প্রোদ্‌যযে নন্দনদ্রূন্ ।
সিংহৈর্দন্তাবলেন্দ্র ভ্রমকুপিততমৈর্দারুণং দারয়দ্ভি-
স্তীক্ষ্ণাভুগ্নৈর্নখাগ্রৈর্জলধরপটলীং সর্বতঃ সম্প্রসস্রে ॥

৭০। উদস্তে কৃষ্ণেনাবরকরতলেনাচলপতা-
বহো কোঽয়ং ব্যোম স্থগয়তি কিমেতৎ কথমিতি ।
চকম্পে কৈলাসঃ সমজনি সুমেরুঃ পুরুভয়ো
মমজ্জোচ্চৈর্গঙ্গাপয়সি চকিতো দিগ্‌গজগণঃ ॥

৭১। কিঞ্চ, জলাসারৈর্দিক্ শ্রুতিভিরথ মুক্তাঝরচয়ৈ-
র্মুরারাতেঃ শ্রীদোর্মরকতমণীদণ্ডরুচিরম্ ।
অভেদ্যং দম্ভোলেরপি পবনবেগৈশ্চ ন ধুতং
মহারত্নচ্ছত্রং সমজনি গিরির্গোকুলজুষাম্ ॥

প্রসরণম, স ইব সম্যগাম্নাতোঽভ্যাস্তস্তৎকারণভূতো হর্ষপ্রকর্ষো যত্র সঃ, বহুহর্ষজনিত ত্রবায়ং হাস ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ, হাসোঽয়ং স্বগোত্রশত্রুমিন্দ্রং প্রত্যবজ্ঞার্থং প্রযুক্ত ইত্যুৎপ্রেক্ষান্তরং সূচয়ন্ পুষ্পাণাং ধরণৌ পতনলিঙ্গবশাৎ পুনরপ্যুৎপ্রেক্ষতে-যশঃ-পাতবদিতি

৬৯। তস্য গোবর্ধনস্য ক্ষৌণীরুহৌঘৈঃ প্রোদ্‌যযে প্রোদগম্যত। নন্দনদ্রূন্ নন্দনবনবৃক্ষান্, দন্তাবলো হস্তী। জলধরপটলীং দারয়দ্ভিঃ সদ্ভিঃ সিংহৈঃ সর্বতঃ সমন্তাৎ সংপ্রসস্রে প্রোদগম্যতে স্ম ॥

৭০। অবরকরস্য বামহস্তস্য তলেনোদস্তে উৎক্ষিপ্তে সতি ॥

যেন শক্তির চুলবুলুনি লীলায় শোভন করকমলে অনায়াসে উত্থাপ্যমান গিরিরাজের বার বার উদ্রেক বশত অতি উচ্ছলিত হাস্য-প্রকাশের বিস্তার, অথবা এ যেন ইন্দ্রের যশঃপাত।

৬৯। উর্ধ্বে উর্ধ্বে বর্ধমান তীক্ষ্ণ পর্বতচূড়াদ্বারা মেঘমালা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। চূড়ার বৃক্ষশ্রেণী যেন নন্দনবন বৃক্ষশ্রেণীকে পরাজিত করতে চলেছে। এই চূড়াবাসী সিংহ মেঘ দেখে হস্তীভ্রমে ভীষণ কুপিত হয়ে তীক্ষ্ণ বক্র নখাগ্রে বিদারিত করে দিচ্ছে—মেঘমালা ভয়ে এদিক্ ওদিক্ সরে যাচ্ছে।

৭০। কৃষ্ণ বামহস্তে গিরিরাজ উঠিয়ে ধরলে 'অহো এ কে আকাশ ঢেকে দিল, ব্যাপার কি, কি করেই বা এ অঘটন ঘটল' এরূপ চিন্তায় কৈলাশ কেঁপে উঠল, সুমেরু অতিভয়ে ভীত হ'ল আর দিগ্‌গজগণ ভয়ে অতি চমকিত হয়ে মানসগঙ্গায় ডুব দিল।

৭১। আরও চতুর্দিকে চুয়ানো মুক্তাধারার মতো প্রতিভাত জলধারায় ও মরকতমণিদণ্ড সম মুরারির ভুজদণ্ডদ্যুতিতে রম্য, বজ্রের অভেদ্য এবং পবনবেগে অকম্পিত মহারত্ন-ছত্ররূপে গোকুলের সেবা করতে লাগ-

৭২। এবং নাম বামকরকমলেনোল্লাস্য নিজগিরিবরং নিজগিরি বরং বিশ্বাসমাসাদয়ন্ বাচ বাচস্পতিভি-রপ্যয়মনির্বচনীয়চারুচরিতঃ ॥

৭৩।　　　'মাতর্মা তরলং মনঃ কুরু পিতর্মা চিন্তনীয়ং ত্বয়া
সন্দেহং সুহৃদো ন ধত্ত পতিতা নাহয়ং গিরির্মৎকরাৎ।
সাক্ষাদেব বিলোকিতং তনুমতা যেনার্চনং স্বীকৃতং
তস্য ব্যোম্নি কৃতাবলম্বনতয়া কিং দুষ্করাবস্থিতিঃ ॥

৭৪। কিঞ্চ,　　　আকারেণ মহানয়ং গিরিতয়া যদ্যপ্যয়ং স্থাবরো
দেবত্বাৎ সহজাদলৌকিকতয়া তর্কস্য নো গোচরঃ।
পশ্যায়ং লঘিমাস্য যেন হি ময়াপ্যুল্লাসিতো লীলয়া
তত্রাহং তু নিমিত্তমাত্রমহহ স্বেচ্ছাময়োঽয়ং গিরিঃ ॥

৭৫। ততঃ,　　　অস্যাধঃ প্রবিশন্তু সন্তু সুখিনঃ স্বং স্বং গৃহীত্বা ব্রজং
স্বচ্ছন্দং নিবসন্তু গোপনগরান্নেদং বিলং ভিদ্যতে।
কল্পান্তে জগতাং জনা হি বপুষা নারায়ণস্যোদরে
সূক্ষ্মেণৈব বসন্তি তত্র নতরামেতাদৃশং কৌতুকম্ ॥

৭১। বিম্বক্ সমন্ততঃ স্ফূর্তিঃ স্ফুরণং যেষাং তৈঃ। দম্ভোলের্বজ্রস্যাপি ॥
৭২। নিজগিরি নিজবাক্যে বরং বিশ্বাসমাসাদয়ন্ প্রাপয়িতুম্ ॥
৭৩। তরলং শঙ্কাচপলম্; ন পতিতা ন পতিষ্যতি ॥
৭৪। যেন লঘিম্না হেতুনা; ময়াপি শিশুনাপি ॥
৭৫। গোপনগরান্ন ভিদ্যতে, ততো ন ভিন্নং তত্তুল্যমেবেত্যর্থঃ

লেন গিরিরাজ।

৭২। এইরূপে নিজ গিরিরাজকে বাম করকমলে উঠিয়ে নিজ বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মানোর জন্য বাক্-পটুগণেরও অনির্বচনীয় চারু চরিত কৃষ্ণ বললেন—

৭৩। 'মাগো, তুমি মনকে শঙ্কাচপল করো না, বাবা তুমি চিন্তা করো না, বন্ধুগণ তোমরা সন্দেহ-প্রবণ হয়ো না। এ-গিরিরাজ আমার হাত থেকে পড়ে যাবে না। সাক্ষাৎই তোমরা দেখেছ—যিনি মূর্তিমান্ হয়ে পূজা স্বীকার করলেন, তার পক্ষে আকাশ অবলম্বনে অবস্থান করা এমন কি দুষ্কর কাজ।

৭৪। আকারে বিশাল এ-গিরিরাজ যদিও পর্বত বলে স্থাবর, তবুও সহজদেবত্ব হেতু অলৌকিক-তায় তর্কের অগোচর। এর লঘুত্ব একবার দেখ-না, যেহেতু আমার মতো শিশুও লীলায় উঠিয়ে নিল। এ-ব্যাপারে আমি তো নিমিত্তমাত্র অহহ স্বেচ্ছাময় এ গিরিরাজ।

৭৫। তাই বলছি, তোমরা সকলে নিজ নিজ সব কিছু বস্তু নিয়ে এঁর নিচে ঢুকে যাও সুখভাগী হও, স্বচ্ছন্দে বাস কর, গোপনগরের সঙ্গে এই গর্তের কোন ভেদ নাই। কল্পান্তে নিখিল জগতের লোক সূক্ষ্ম

৭৬। কিঞ্চ, উল্লাসক্রমবেগতঃ সমুদিতৈঃ সারৈর্মৃদাং সঞ্চয়ৈঃ
প্রাকারাভতয়া স্থিতৈস্তত ইতো নাস্মিন্নপামাগমঃ।
স্বেচ্ছাকাননচারতোঽপি সখিভির্বৃন্দৈর্গবাং ভূয়তাং
স্ব-স্বাবাসবিলাসবাসরভসো বিস্মর্য্যতাং বন্ধুভিঃ ॥

৭৭। ইতি ধরাধরাধিপভৃতা ভৃতোঽমৃতরসেনেব ব্যাহারো হারোপমো যদি সপদি স পরিশশাম, তদা তদাশ্বস্তহৃদঃ সুহৃদঃ সুতকলত্রধনগোধনগোষ্ঠসহিতাঃ সপুরোধসোঽরোধসোষ্যমাণসুখা নিঃষমপরম্পর-ভাগর্ত্তং গর্ত্তং ভুধরবরস্য রবরস্যমাবিবিশুঃ ॥

৭৮। প্রবিশ্য চ নিরাবিলবিলস্বর্গমিব তং বতংসরূপমখিলভুবনানাং পরিসরসরদনুপমযবসমানযবস-মাননীয়শাদ্বলং বিমল-সরসীসরসীকৃতমপর্য্যাপ্ত-পর্য্যাপ্তবিবিধাভোগভোগসামগ্রীসহিত—গোগোপগোপনভাজন-ভাজনকমবলোক্য সর্ব এব বিসিস্মিয়িরে সিস্মিয়িরে চ ॥

৭৬। সারৈর্দৃঢ়ৈরাসারৈর্বেত্তুমশক্যৈরিত্যর্থঃ ।।

৭৭। ধরাধরাণাং পর্বতানামধিপং প্রভুং শ্রীগোবর্ধনং বিভর্ত্তীতি তেন ভৃতঃ পুষ্টঃ। হারোপম ইতি হৃদয়ে সাদর-ধারণাৎ, পরিশশাম পরিশান্তো বিরত ইত্যর্থঃ। অরোধমবারিতং যথা স্যাত্তথা সোষ্যমাণানি সুখানি যেষাং তে। নিঃষমেণ নিস্তুলেন পরমপরভাগেনাতিশোভয়া ঋতং দীপ্তম্; "ঋতমুঞ্ছশিলে জলে। ক্লীবং সত্যে চ দীপ্তে স্যাৎ" ইতি মেদিনী। রবেণ কোলাহলেন রস্যং রসনীয়ং যথা স্যাত্তথা বিবিশুঃ ॥

৭৮। তং প্রসিদ্ধং সুতলাদিকং বিলস্বর্গমেব পরিসরে পর্যন্তভুবি সরদ্ভির্নির্গচ্ছদ্ভির্যবসমানৈর্যবতুল্যৈর্যবসৈস্তৃণৈর্হেতু-ভির্মাননীয়ঃ শাদ্বলঃ শাদহরিতপ্রদেশো যত্র তম্। অপর্যাপ্তা চ আপ্তঃ প্রাপ্তো বিবিধো রূপরসাদিময় আভোগঃ পরিপূর্ণতা যয়া সা চ যা ভোগসামগ্রী তয়া সহিতানাং গবাং গোপানাঞ্চ গোপনভাজনঞ্চ রক্ষণসমর্থঞ্চ তং ভা কান্তিস্তজ্জনকঞ্চেতি

দেহেই নারায়ণের উদরে বাস করে, স্থূল দেহে নয়। সেখানে এতাদৃশ কৌতুক নেই।

৭৬। আরও বলছি শোন—উত্তোলনকালে আক্রমনবেগে যে রাশি রাশি শক্তমাটি উঠে এল তা বাঁধের মতো ঐ গর্তের চতুর্দিকে খাড়া হয়ে অবস্থিত হল, যাতে ঐ গর্তের মধ্যে বর্ষার জল ঢুকতে না পারে। এখন বন্ধু-বান্ধবী এবং ধেনুগণের এখানে স্বেচ্ছাকাননবিহার থেকেও সুখে নিজ নিজ বাস-বিলাস হোক, পূর্ব বাসের আবেশ ভুল হয়ে যাক।'

৭৭। গোবর্ধনধারিদ্বারা অমৃতরসে যেন পুষ্ট কণ্ঠহারসম এরূপ কথা যদি শেষ হল অমনই ঐ কথায় আশ্বস্ত-হৃদয় সুহৃদ্‌গণ সুত-কলত্র-ধন-গোধনকুল এবং পুরোহিতগণের সহিত অপরিসীম উচ্ছল সুখে অতুলনীয় পরমশোভাতিশয়ে দীপ্ত গোবর্ধনের গর্তে আনন্দ-কোলাহলে রসপূর্ণ হয়ে ঢুকে গেলেন।

ব্রজজনের গোবর্ধনধারণ-লীলা আস্বাদন ও প্রিয়-আলাপন ঃ

৭৮। ঐ গুহায় ঢুকে সকলেই বিস্মিত হলেন এবং মৃদু হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন—সুতলাদি নির্মল বিলস্বর্গের মতো ভুবনের ভূষণস্বরূপ, যবতুল্য তৃণের আচ্ছাদনে মাননীয় সবুজ মাঠময় প্রান্তদেশযুক্ত, বিমল সরোবরে সরসীকৃত, বিবিধ রূপরসাদি ভোগসামগ্রীতে ভরপুর, গো-গোপগণকে রক্ষণ সমর্থ এবং আলোয়

৭৯। ততশ্চ, গাবঃ স্বচ্ছন্দমূষুঃ পরিসরিণি বর্হির্মণ্ডলে শাদ্বলাঢ্যে
গোপালস্তৎপুরস্তাৎ সহধরণিসুরাস্তৎপুরস্তাৎ পুরন্ধ্র্যঃ।
তত্রৈব ক্বাপি রাধাপ্রভৃতিকুলবধূমণ্ডলী ক্বাপি কন্যাঃ
পার্শ্বদ্বন্দ্বে সখায়ো বটুরপি পিতরাবগ্রতো লাঙ্গলী চ॥

৮০। এবং ব্রজনগরীগরীয়সা কৌতুকেন কেনচিদনাতঙ্ক তং কঞ্চন নির্বৃতি-প্রদেশং প্রদেশং সমাসাদ্য মহাকল্পকল্পঘনঘটাঘটাবলিবলিত-নির্মুক্তাসারসারপরাভবভবদবসাদং বিজহতি স্ম; সর্ব এব স্বেচ্ছাসমং সমন্ততঃ স্থিতা অপি গোবর্দ্ধনধরস্য রস্যতমমাত্মনয়নাভিমুখং মুখং মন্যতে স্ম॥

৮১। অথ বেদবিদামবনিনির্জরাণাং নির্জারাণাং মঙ্গলাশীরাশী রামানুজং মানুজং লোকমাসাদ্য বিহরন্তং হরন্তং চ নিখিলসুরাসুরাণামভিমানমানন্দয়ামাস॥

৮২। তদনু চ মাতাপিতৃব্যোর্বিস্ময়স্ময়জয়া জয়াশংসয়া শং স যাপিতো ভ্রাতশ্চ শিরসি রসিতো

তম্। বিসিস্মিয়িরে বিস্ময়ং প্রাপ্তাঃ, সিস্মিয়িরে ঈষজ্জহসুশ্চ॥

৭৯। পরিসরিণি প্রসরণশীলে; লাঙ্গলী বলদেবঃ॥

৮০। নির্বৃতেরানন্দস্য প্রদায়াং প্রদানে ঈশঃ সমর্থং মহাকল্পং মহাপ্রলয়ং কল্পয়ন্তীতি তেষাং ঘনানাং মেঘানাং ঘটাভিঃ শ্রেণীভির্ঘটাবলিবলিত ইব কলসশ্রেণিসমুদ্গলিত ইব নির্মুক্তো য আসারস্তস্মাৎ সারো বলবান্ যঃ পরাভবস্তস্মাদ্ভবন্ যোঽবসাদস্তম্॥

৮১। অবনিনির্জরাণাং বিপ্রাণাং নির্জরাণাং তেজস্বিনাং মঙ্গলাশিষাং রাশী রামানুজং কৃষ্ণমানন্দয়ামাস। মানুজং মনুষ্যসম্বন্ধিনম্॥

ঝলমল সেই গুহা অবলোকন করে।

৭৯। অতঃপর সকলে স্বচ্ছন্দে এই ক্রমানুসারে দাঁড়িয়ে গেলেন—বিস্তৃত সবুজ তৃণময় বর্হির্মণ্ডলে ধেনুসকল, তার সম্মুখভাগে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে মিলেমিশে গোপালগণ, তার আগে পুত্রবতী পুরস্ত্রীগণ, সেখানেই কোনও একদিকে রাধাপ্রমুখা কুলবধূমণ্ডলী ও কোনও একদিকে কন্যাগণ, কৃষ্ণের দুই পার্শ্বে সখাগণ ও বটু, এবং একটু আগে পিতামাতা ও বলদেব।

৮০। এইরূপে মাননীয় ব্রজবাসিগণ কোনও অনির্বচনীয় কৌতুকে নির্ভয়ে সেই অনির্বচনীয় আনন্দ প্রদানে সমর্থ সেই প্রদেশ প্রাপ্ত হয়ে কলসশ্রেণী থেকে গলগল করে নির্গত জলধারার মতো মহাপ্রলয় সৃজনকারী মেঘমালা থেকে গলিত জলধারাজনিত অতিপরাভব হেতু আগত অবসাদ ত্যাগ করলেন। সকলেই নিজ নিজ ইচ্ছা মতো চতুর্দিকে অবস্থিত থাকলেও গোবর্ধনধারীর রস্যতম মুখ নিজ নিজ নয়ন অভিমুখে স্থিত বলে মনে করতে লাগলেন।

৮১। যিনি নরলোক প্রাপ্ত হয়ে লীলায় বিহার করছেন, নিখিল সুরাসুরগণের গর্বখণ্ডন করছেন সেই রামানুজকে হর্ষোৎফুল্ল করে তুলল—বেদবিদ্ তেজস্বী ব্রাহ্মণগণের ভূরি ভূরি মঙ্গলাশীর্বাদ।

৮২। অতঃপর পিতামাতার বিস্ময় ও মুখ-প্রফুল্লতায় প্রকাশিত বিজয়-প্রার্থনায় কল্যাণপ্রাপ্ত ও

রোহিণ্যা বাৎসল্যরসোক্ষণেন নিক্ষণেন নিতরামপি প্রথমজনিজনিতবলেন চোপগৃহিতো হি তোষসমুল্লাসেন মুল্লাসেন স্ময়মান মাননকমলমলসদর-বিকসন্নয়নমীষদুন্নময়ন্তীভী রময়ন্তীভী রতিকলাকলাপমাভীরীভীরীয়মাণপ্রণয়ামৃতক্লিন্নাভী রাধাদিভিরভিনবানুরাগপরভাগসুকুমারিকাভিঃ কুমারিকাভিশ্চ নয়নচকোর-কোরকিত-চকিত-চপলপ্রান্ত-লক্ষ্মীভিরশ্লীলমালিঙ্গিতঃ প্রমদভর-নিঃসহসহচরচয়প্রণয়নিরীক্ষণক্ষণনির্বৃতো বৃতো বন্ধুজনেন সকলেন সকলেন বচসা চ সানন্দং নর্মপটুনা বটুনা বদনমুন্নীয় নিজগদে ॥

৮৩। 'জগদেকবল্লভ বয়স্য যস্য ব্রহ্মবর্চসমমোঘমোঘবত্তরমনুভবন্তো ভবন্তো মোদন্তে, সোঽহং সোঽহং কথয়ামি। কিময়ি ময়ি তস্মিন্ সতি সখে সখেদোঽসি গিরিবরধারণে, ন কথমাজ্ঞাপয়সি, পয়সিজেক্ষণ ক্ষণমহং গিরিবরমেনং বিভর্মি ভর্মিণা দণ্ডকাষ্ঠশিখরেণ, খরেণ শ্রমেণ শ্রান্তো ভবান্ ক্ষণং বিশ্রাম্যতু ॥'

৮৪। তদুপাকর্ণ্য নিজগদে গোষ্ঠেশ্বরী, —'অহো এভিরেব পুনরুদ্ধতৈরুদ্ধতৈঃক্লোন চেতসা মুহুরুদ্ধতীকৃতোঽসি, ভো বৎস। বৎসরকৃত্যং শতমখমখমখণ্ডিতং খণ্ডিতং যৎ কৃতবানসি, ন সিধ্যতি হি শর্মণে দেবতাহেলনম্।

৮২। বিস্ময়স্ময়জয়া বিস্ময়ো লোকোত্তরক্রিয়াদর্শনোত্থঃ স্ময়ো হর্ষোত্থ মুখপ্রফুল্লত্বং তাভ্যাং জনিতয়া জয়াশংসয়া 'বৎস ! বিজয়ী ভব, সর্বাপদ্ভ্যো বন্ধ্যাস্ত্রায়স্ব' ইত্যাদিকয়া শং কল্যাণং যাপিতঃ প্রাপিতঃ। বাৎসল্যরসস্যোক্ষণেন সেকেন নিতরাং ক্ষণ উৎসবো যস্মাত্তেন। আননকমলমীষদুন্নময়ন্তীভী রাধাদিভিঃ কর্ত্রীভির্নয়নচকোরস্য কোরকিতশ্চ চকিতশ্চ চঞ্চলশ্চ যঃ প্রান্তো ব্রীড়া-শঙ্কৌৎসুক্য সূচকস্তস্য লক্ষ্মীভিঃ সম্পত্তিভিরশ্লীলং নির্নিমেষমেবালিঙ্গিতঃ। তৎপ্রকারমাহ— মুল্লাসেন হর্ষপ্রকাশেনাননকমলমীষদুন্নময়ন্তীভিঃ। কীদৃশম্ ? স্ময়ো বাম্যসূচকো গর্বঃ, মানো দাক্ষিণ্যসূচক আদরস্তাভ্যাং স্ময়মানং প্রফুল্লম্। রতিকলানাং কলাপঃ সংঘো যত্র তদ্‌যথা স্যাত্তথা। সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ কলেন মধুরেণ ॥

৮৩। আজ্ঞাপয়সীতি তাদৃশো ব্রহ্মবর্চস্ব্যপ্যহং সখ্যেন গোপজাতেরপি তবাজ্ঞাকারীতি কিং তব ভাগ্যং বর্ণনীয়মিতি ভাবঃ। ভর্মিণা ভর্ম কনকং তদ্বতা ॥

তাঁদের দ্বারা শিরে আঘ্রাত, মাতা রোহিণীর অতি উৎসবদায়ী বাৎসল্যরস-সেকে রসিত, প্রথমাবির্ভাবজনিত বলে বলীয়ান বলদেব কর্তৃক অতিদৃঢ় ভাবে আলিঙ্গিত,—হর্ষ-সমুৎফুল্লতা ও আনন্দ-উজ্জ্বলতার সহিত বাম্যসূচক গর্বে ও দাক্ষিণ্যসূচক আদরে মুখকমল ও অলস-ঈষদ্বিকশিত নয়ন ঈষদুত্তোলনকারিনী, রতিকলাসমূহে বিহারিণী, ও প্রবাহমানা প্রণয়ামৃতসিক্তা রাধিকাদি এবং সুকুমারী কুমারিকা গোপীগণের দ্বারা নয়নচকোরের কোরকিত-চকিত-চঞ্চল-প্রান্ত সম্পত্তিতে নির্নিমেষ ভাবে আলিঙ্গিত—এবং দুর্বার আনন্দভারে নিরীক্ষণ উৎসবে প্রফুল্লিত সকল স্বজনের দ্বারা পরিবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণকে মধুর বাক্যে আনন্দের সহিত নর্মপটু বটু মুখ উচিয়ে বললেন—

৮৩। 'হে জগদেকবল্লভ বয়স্য ! যার অতিশয় প্রবাহমান্ ব্রহ্মতেজ অনুভব করে তুমি আনন্দ পাও সেই আমি সেই আমি বলছি শোন—আমি তোমার সখা থাকতে কেন হে সখা তুমি গিরিধারণে ক্লেশ পাচ্ছ। আমাকে কেন-না আজ্ঞা করছ, হে কমলনয়ন। ক্ষণকাল এ-গিরিবর আমি ধারণ করছি, স্বর্ণময় কাষ্ঠদণ্ডের ডগায়। কঠিন পরিশ্রমে তুমি শ্রান্ত হয়েছ, ক্ষণকাল বিশ্রাম কর।'

৮৪। এ-কথা শুনে গোষ্ঠেশ্বরী বললেন—'অহো খাপে ঢাকা ইন্দ্রিয়বেগে পুনরায় উদ্ধত এরই দ্বারা

কথং নাম সুরাণামসুরাণামপি দ্বেষো নরস্য রস্যতামেতু, উভয়ভয়ং যদি জাতং তদা কথং বসতিরতিরস্যা স্যাৎ, ইতি সবাৎসল্যং সরসসুখাকরকরকমলপলাশেন শ্রীকৃষ্ণস্যানন্দঘনমপঘনমপরিশ্রমমতিশ্রমমতিতয়া পরামৃশন্তী গিরিবরভরভূজং ভুজং পরিস্পৃশ্য পুনরূচে॥

৮৫। 'অহো কথমভিনবনবনীতশীতলতরোঽমলতরো ভুজবলয়োঽবলযোগেন মহীধরভরং সহতে ? হংহো ধরাধরাধিনাথ নাথতি জনোঽয়ং বরমেকম্ যদি সত্যমেব তত্রভবান্ ভবান্ দেবতাত্মকো বতাত্মকোমল-তালঘুতাভ্যাং সমুচিতচিত এব তদাস্তু, মাস্তু মান্যতম মম তনয়স্য মতনয়স্য খেদঃ'

৮৬। বটুরুবাচ,—'মাতর্মৈবং বাদীঃ, ক্ব নামাস্য খেদঃ, অবধীয়তাম্—

কল্পান্তপ্রতিমং মহাঘনঘটাসঙ্ঘট্টমুদ্ঘাটয়ন্
কিংবা নোপচকার নঃ প্রকুপিতো দেবঃ স বজ্রায়ুধঃ।
পশ্যাদ্রীন্দ্রবিধারণেঽস্য যদিদং মাধুর্য্যমুজ্জৃম্ভতে
মাতস্তৎ কথমন্যথাক্ষিপুটকৈরস্মাভিরাপাস্যত॥'

৮৪। এতৈঃ কর্তৃভিরুদ্ধতীকৃতোঽসি। রুদ্ধমাবৃতমন্তঃসংবৃতং তৈক্ষ্ণ্যং তীক্ষ্ণত্বম্, ন তু দেবতাসম্মানময়মার্দবং যত্র, তাদৃশেন চেতসা করণেন। উভয়ভয়ং দেবাসুরাভ্যাং ভয়ম্। সুখাকরেতি (পা০৫।৪।৬৩) "সুখপ্রিয়াদানুলোম্যে ডাচ্"; অপঘনমঙ্গম্, অপরিশ্রমং পরিশ্রমরহিতমপি, অতিশ্রমমতিতয়াঽতিশ্রমযুক্তত্ব ভাবনয়া। গিরিবরভরং ভুঙ্ক্তেঽনুভবতীতি তম্॥

৮৫। ভুজবলয়ো বাহুমণ্ডলঃ। অবলযোগেন বলযোগাভাবেন। নাথতি যাচতে। তদাত্মকোমলতা লঘুতাভ্যাং সমুচিতং যথা স্যত্তথা চিত আচ্ছন্ন এব ভবানস্তু। হে মান্যতম অতিমাননয়ী ! মম তনয়স্য খেদো মাস্তু। মতঃ সম্মতো নয়ো নীতির্যত্র তস্য কোমলাঙ্গে ধারকেঽস্মিংস্তব তথাভূতত্বমেব নীতিঃ সম্মতেত্যর্থঃ॥

৮৬। সংঘট্টঃ সম্মর্দঃ। অন্যথেতি—যদি দেবো প্রকুপিতো নাভবিষ্যত্তদা কথমস্মাভিরক্ষিপুটকৈরস্য মাধুর্যমাপাস্যত,

---

হে বৎস, বার বার তুমি উদ্ধত হয়ে যাও। যেহেতু, তুমি বাৎসরিক ইন্দ্রযজ্ঞ যা এতকাল অখণ্ডিত রূপে চলছিল, তা ভঙ্গ করে দিলে। দেবতা-হেলন কখনও-ই মঙ্গলকর হয় না। সুরাসুরের দ্বেষ মানুষের কি করে সৌভাগ্যের বিষয় হতে পারে ? উভয় ভয়ই যদি এসে গেল তবে কি করে এখানে বাস অতি আস্বাদ্য হতে পারে।' এ-কথা বলে শ্রীকৃষ্ণের আনন্দঘন সতত পরিশ্রমহীন দেহে অতিশ্রম হয়েছে, বিচার করে মা যশোদা বাৎসল্যের সহিত সরস-সুখকর করকমলদলে তাঁর গিরিভারভোগী বাহু আদরের সহিত স্পর্শ করে পুনরায় বললেন —

৮৫। 'অহো, কি করে অতিনব নবনীতের মতো অতিশয় শীতল-অতিশয় নির্মল-বলাধানহীন বাহুমণ্ডলে গিরিভার সহ্য হচ্ছে ! হংহো পর্বতরাজ ! এ-জন একটি বর মাগছে, যদি সত্যাই পরমপূজণীয় আপনি দেবতাত্মক হয়ে থাকেন তবে হায় হায়, নিজে কোমলতা-লঘুতায় যথাসমুচিত আবৃত হয়ে যান আপনি। হে মান্যতম ! আমার তনয় সাধুশাস্ত্র-সম্মত নীতিতে স্থিত, তার কোমলাঙ্গে অযথা দুঃখ উপস্থিত না হয়।'

৮৬। বটু বললেন—'মা, এরূপ বলবেন না। এর দুঃখ কোথায় দেখছেন, শুনুন—কল্পান্ত প্রতিম মহাঘনঘটা-সঙ্ঘট্ট প্রকাশ করে এই প্রকুপিত বজ্রায়ুধ ইন্দ্রদেব আমাদের কোন্ উপকার-না করেছেন মা।

৮৭। সাহ,—'সাহসিক মাধুর্য্যং মা ধুর্য্যং খল্বিদমপিতু খেদবৈধুর্য্যং বৈ ধুর্য্যাংসলং গিরিবরবহনস্য ॥

৮৮। পশ্য পশ্য — ললাটস্য প্রান্তে শ্রমজলকণক্লিদ্যমানালকালি-
মুখং শুষ্যৎপ্রায়ং সরসিজমিব ম্লায়মানং হিমান্যা।
ভরেণ দ্রাগদ্রের্বমদিব পুরঃ পাণিপাদং সুরাগং
কথং মাতুঃ প্রাণাঃ শিব শিব পরং কষ্টমেতৎ সহন্তাম্ ॥'

৮৯। শ্রীকৃষ্ণ আহ,—'মাতঃ! পরং মাতঃ পরং কৌতুকমস্তি বৃথা কিমাশঙ্ক্যতে মম খেদঃ, খেহদঃ পশ্য গিরিবরস্য স্বয়মবস্থানম, নিগদিতমেব পুরা বপুরাত্মীয়ং মে নিমিত্তমাত্রমেবাত্র ॥'

৯০। সাহ,—'বৎস! ভবতু, তথাপি—
এতাবন্তং কালমালম্ব্য বালো, মন্দস্পন্দং বাহুমুদ্যম্য তিষ্ঠন্।
অদ্রেঃ সঙ্গাৎ খেদবৎপাণিপদ্মঃ, খিন্নো ন স্যাঃ কস্য হেতোর্ন বিদ্মঃ ॥'

নাপাস্যতৈবেত্যর্থঃ।—'ভূতে ক্রিয়াতিপত্তৌ লৃঙ্ ॥'

৮৭। মাধুর্যং মা খল্বিদং যতো ধুর্যং ধুরি ভবম্। দিগাদিত্বাদ্যৎ। ন হি ভারান্মাধুর্যমুদ্ভবতীত্যর্থঃ, অপি তু বৈ নিশ্চিতং ধুরি ভারে অংসলং বলবৎ খেদবৈধুর্যং খেদেন বৈকল্যমেব —"বলবান্ মাংসলোহংসলঃ" ইত্যমরঃ। গিরিবর-বহনস্য কৃষ্ণস্য ॥

৮৮। হিমান্যা হিমসংহত্যা, সুরাগমিত্যতিসৌকুমার্যাদ্রাগবমনস্য সার্বকালিকত্বেঽপি তদাত্বাধিক্যং রাগস্য সুশব্দেন বোধিতম্ ॥

৮৯। হে মাতঃ! অতঃপরমিতোঽন্যৎ পরমোৎকৃষ্টং কৌতুকং মাস্তি নাস্তি। খে শূন্যে এবাদোঽবস্থানং নিভালয় ॥

৯০। খেদবৎ খেদযুক্তং পাণিপদ্মং যস্য সঃ, পাণিপদ্মস্য খেদে প্রকটং দৃশ্যমানেঽপীত্যর্থঃ ॥

দেখুন-না গিরিরাজ ধারণে এঁর মাধুর্য কত-না উজ্জ্বলরূপে বিকশিত হয়ে উঠেছে। যদি ইন্দ্র প্রকুপিত না হত তবে আমরা অক্ষিপুটে এ মাধুর্য পান করতে পারতাম কি?'

৮৭। মা বললেন—'ওরে সাহসিক! এ কখনও মাধুর্য হয়? বোঝা মাথায় কখনও-ই মাধুর্যের প্রকাশ হয় না। বরঞ্চ গিরিধারির এ বোঝা দুঃখ-বিকলতাই দান করছে।

৮৮। দেখ দেখ— ললাটপ্রান্তে অলকাবলী ঘর্মবিন্দুতে ভিজে উঠেছে, হিমের আঘাতে মলিন কমলের মতো শুষ্কপ্রায় হয়ে উঠেছে মুখ, হস্তপদ যেন লালিমা বমন করছে—কি করে মায়ের প্রাণ শিব শিব এ বিষম কষ্ট সহ্য করছে।'

৮৯। শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'মা, অতঃপর এর থেকে পরম উৎকৃষ্ট কৌতুক আর হয় না। বৃথা কেন আমার কষ্ট আশঙ্কা করছ। ঐ শূন্য আকাশে গিরিবরের স্বয়ং অবস্থান একবার দেখে নেও। এ-তো আমি পূর্বেই বলেছি—আমার নিজের এ-শরীর তো এখানে নিমিত্ত মাত্র।'

৯০। মা বললেন—'বৎস! তা হোক্, তথাপি ব্রতকাল ধরে বাহু উঠিয়ে নিশ্চল অবস্থায় দাঁড়িয়ে থেকে পর্বতভারে অবসন্ন হয়ে পড়েছে পাণিপদ্ম যার, সেই বালক খিন্ন হল না, এর হেতু কি, তা বুঝতে

৯১। বচনমিদং পটুম্মন্য তে মন্যতে যদি তব করসঙ্গরসং গময়িত্বা স্বয়মেব খেহবখেলন্নিবায়মব তিষ্ঠতে ॥

৯২। বটুরাহ,—'গোষ্ঠেশ্বরি! মন্ত্রপ্রভাবতো বিপ্রভাবতো বিশিষ্টশিষ্টস্য মম মমতৈকভাজনং বয়স্যমমুমমুঞ্চন্নপি গিরিবরোহয়ং করকমলে স্থিতঃ সুনখে ন খেদয়তে, দয়তে হি সর্বাত্মনাথং প্রতি সর্ব এব ॥'

৯৩। সাহ,—'ধৃষ্ট! কিং প্রলপসি, মম প্রাণা দন্দহ্যন্তে, নহ্যন্তে ন তাবদাশ্বাসপাশেন, কৃতমিহ হাস-পরিহাস-পরিকল্পনয়ানয়া ॥'

৯৪॥ ব্রজেশ্বর আহ,—'অয়ি কথময়মাক্রুশ্যতে বটুঃ, প্রায়শো যশোহবতামীদৃশি দুষ্করে কর্মণি নর্মণি নয়জ্ঞৈরুৎসাহসাহসবর্দ্ধনং ক্রিয়তে, তেন নাসময়জ্ঞোহয়ম্, অস্য বচসি চ সিদ্ধানুরাগোহয়ং বৎসঃ ॥'

৯৫। ইত্যেবমবসরে পরিতঃ পরিতস্থুষাং গিরিবরধরস্য রস্যমূর্ত্তের্মাধুরীধুরীণতামবলোকয়তাং লোকয়তাং ধিয়মতীত্য রতিমুদ্বহতাং হতাংহসামন্যোন্যরসালাপঃ সমজনিষ্ট ॥

৯১। গময়িত্বা বিরহয্য ॥

৯২। অমুঞ্চন্নিতি মৎসম্মাননসিদ্ধ্যর্থমেবেতি ভাবঃ। সুনখে করকমলে স্থিতোহপ্যমুং ন খেদয়তে নখস্পর্শাসহং সৌকুমার্যং স্বীয়ং প্রকটয্য স্থিত ইতি ভাবঃ ॥

৯৩। আশ্বাসপাশেন ন নহ্যন্তে, ন বধ্যন্তে, কিন্তু দাহপীড়য়া নিঃসর্তুমেবেচ্ছন্তীতি ভাবঃ ॥

৯৪। সিদ্ধানুরাগ ইত্যন্যথা নিরুৎসাহত্বেহস্য শ্রমানুভবঃ স্যাদিতি ভাবঃ ॥

৯৫। লোকয়তাং লোকব্যাপারবতীং ধিয়মতীত্যাতিক্রম্য 'যতী প্রযত্নে' পচাদিঃ ॥

পারছি না।

৯১। ওরে চতুরম্মন্য! তোমার এ-কথা মানবো, এ নিজেই যদি তোমার করকমলসঙ্গ-রস ত্যাগ করে আকাশে যেন অবলীলায় খেলতে খেলতে অবস্থিত, এরূপ হয়ে যায়।'

৯২। বটু বললেন—'হে গোষ্ঠেশ্বরি, সুনখবিশিষ্ট করকমলে অবস্থিত এই গিরিবর মন্ত্রপ্রভাব ও বিপ্রভাব হেতু বিশিষ্ট-শিষ্ট আমার মমতার একমাত্র পাত্র এ-বয়স্যকে ত্যাগ না করেও ব্যথা দিচ্ছে না। সর্বাত্মনাথের প্রতি সকলেই আনুকূল্য করে থাকে।'

৯৩। মা বললেন—'হে ধৃষ্ট, কি প্রলাপ বকছো। আমার প্রাণ জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। আশ্বাস-পাশ এ-কে বেঁধে রাখতে পারছে না। বেরিয়ে যেতে চাইছে। আর এ-সময়ে এ এসে হাস-পরিহাস রচনা করছে।'

৯৪। ব্রজেশ্বর বললেন—'অয়ি, এ বটুকে কেন ভর্ৎসনা করছো। দেখো, এ-সংসারে প্রায় যশস্বিজনের ঈদৃশ দুষ্কর কর্মে নীতিজ্ঞজন নর্মবাক্যে উৎসাহ বর্ধন করে থাকে। তাই এ সময় বুঝেই কাজ করছে। আমার এ বৎসও এর বাক্যে প্রসিদ্ধ অনুরাগ বহন করে থাকে।'

৯৫। অতঃপর এই অবসরে গিরিবরধারির চতুর্দিকে জটলাকারী এবং তাঁর রস্যমূর্তির মাধুর্যধুর্য দর্শনকারী, লৌকিক ব্যবহার-বুদ্ধি লঙ্ঘন করত তাঁতে রতিবহনকারী ও নিষ্পাপ ব্রজবাসিগণ পরস্পর রসালাপ রচনা করলেন যথা—

৯৬। তথা হি—'অহো অহোভিরেতাবদ্ভিরপীদং নানুভূতং ভূতংসভূতং লাবণ্যমস্য ॥

৯৭। পশ্য পশ্য,—

উদ্যৎপার্ষ্ণিপদাগ্রচুম্বিতমহীপৃষ্ঠং কিয়ৎকুঞ্চিত-
শ্রীমজ্জানু বিভুগ্নবঙ্‌ক্ষণতটব্যালোলমালাঞ্চলম্‌।
হেলোদ্ধূনিতবামবাহুমহসা ব্যালক্ষ্যকক্ষস্থলং
বামং পার্শ্বমমুষ্য পশ্য বিবলীবল্লীকমৃজ্বায়তম্‌॥

৯৮। কিঞ্চ, লীলাভুগ্নকফোণি কোমলকরপ্রাদেশপার্শ্বোল্লস-
চ্ছ্রোণীসীম বলদ্বলীকমনৃজুব্যালম্বিমালাঞ্চলম্‌।
সম্যঙ্‌ন্যাসবিলাসিনা পদতলেনালম্বিতক্ষ্মাতলং
পার্শ্বং দক্ষিণমস্য পশ্য যদহো নির্ব্যাজমুদ্‌ভ্রাজতে ॥

৯৯। কিঞ্চ, স্বেদক্লিন্নকপোলমণ্ডল-লসৎকর্ণাবতংসীকৃত-
শ্যামাম্ভোরুহকেশরামদভরব্যাঘূর্ণমানেক্ষণা।
অদ্যানৈব নিরীক্ষ্যতে ক্ষিতিধরোদ্ধারশ্রমেঽপি শ্রমা-
ভাববাঞ্জকরঞ্জকস্মিতসুধা বক্ত্রদ্যুতির্দ্যোততে ॥

৯৬। ভুবঃ পৃথিব্যাস্তংসভূতমলঙ্কাররূপম্‌ ॥

৯৭। বিভুগ্নাৎ কিঞ্চিদ্বক্রীভূতাদ্বঙ্‌ক্ষণসোরুসন্ধেস্তটাদ্ব্যালোলং দক্ষিণপার্শ্বং প্রত্যুচ্চলং মালাঞ্চলং যত্র তৎ। বিগতা বলীরূপা বল্লী যত্র তৎ ॥

৯৮। কোমলা চ সা করস্য প্রাদেশস্তর্জন্যঙ্গুষ্ঠবিস্তারো যত্র সা চ পার্শ্বে উল্লসন্তী চ শ্রোণীসীমা যত্র তৎ। বলন্তী পুষ্টীভবন্তী বলী যত্র তৎ ॥

৯৬। 'অহো পৃথিবীর অলঙ্কারস্বরূপ এঁর লাবণ্য এতদিনের মধ্যেও এমনভাবে আমরা কোনদিন অনুভব করিনি।

৯৭। দেখ হে দেখ,—ত্রিবলীরেখারূপ লতাহীন সোজা প্রশস্ত ওঁর বামপার্শ্ব দেখ—গোড়ালি উঠে গিয়েছে, পায়ের ডগা ভূমিতল চুম্বন করে আছে, সুঠাম জানু একটু কুঞ্চিত হয়েছে, কটিদেশ কিঞ্চিৎ বেঁকে যাওয়ায় মালা ও উত্তরীয় বস্ত্র-প্রান্ত অপর দিকে উঠে গিয়ে দুলছে, হেলায় উর্ধ্বে চালিত বামবাহুর কান্তিতে কক্ষস্থল হয়ে উঠেছে চেয়ে দেখবার মতো রমনীয়!

৯৮। আরও, লীলাভুগ্ন কনুই-সংলগ্ন কোমল করের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী বিস্তারে ধৃত, নিতম্বদেশ-সীমার ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত, পরিপুষ্ট ত্রিবলীরেখায় কমনীয়, প্রলম্বিত দোলায়িত মালিকা ও উত্তরীয়াঞ্চলে মণ্ডিত, সম্যক স্থাপনবিলাসী পদতলের দ্বারা আলম্বিত ভূমিতলে অলঙ্কৃত দক্ষিণ পার্শ্ব দেখ হে দেখ—অহো ঐ তো অবিকল প্রকাশ পাচ্ছে উজ্জ্বলরূপে

৯৯। আরও, কর্ণে ভূষণরূপে পরিহিত ঘর্মসিক্ত নীলকমলের কেশর গণ্ডযুগলে প্রতিবিম্বিত হয়ে

১০০। অন্যতশ্চ কেচিদাহুঃ,—'অহো রহোঽন্তরমিদমতিমতি মর্দনমর্দনমপি সকলাপদাং পদাম্বুজয়োঃ সঞ্চরণাভাবেন মূকমিব কলহংসকযুগলং হংসকযুগলং যথাসরোজাগ্রজাগ্রদপি নিদ্রিতম্। কাদাচিৎকচিৎকমনীয়বিন্যাসবিশেষেণ যথাস্থিতবিন্যাসবিপর্য্যাসপর্য্যাসন্নস্পন্দে তস্মিন্নেব পদতামরসেঽমরসেবাভিনন্দিতে কৃতনাদমাকস্মিকীং চলনশঙ্কাং সমাসাদয়তি ॥'

১০১। পুনরন্যতঃ কেচিদূচুঃ,—'অহো পশ্যত পশ্যত,

একেন পাণিকমলেন বিলাসবংশীং বিম্বাধরেঽনুগময়ন্ মৃদু বাদয়ংশ্চ।
অদ্রীন্দ্রধারণবিধৌ বিগতশ্রমত্ব-,মাবেদয়ন্ রসয়তি প্রিয়বর্গচেতঃ ॥'

১০২। তস্মিন্নেব সময়ে বটুরাহ,—'ভো ভো অতিসাহসমিদম্—

মা বাদয় স্বমুরলীং নিনদৈরমুষ্যাঃ,শৈলো যদি স্খলতি বা দ্রুত এব বা স্যাৎ।
তর্হি ত্বমদ্য বিধিনা কতমেন বন্ধূন্, রক্ষিষ্যসি প্রিয়বয়স্য ন দৃশ্যতে সঃ ॥

৯৯। স্বেদক্লিন্নেতি কেশরবিশেষণম্। অস্য বক্তৃদ্যুতিরন্যৈব দ্যোততে ॥

১০০। রহোঽন্তরমিদম, এতদপি রহস্যমেকমিত্যর্থঃ। কিং তৎ ? পদাম্বুজয়োঃ সঞ্চরণাভাবেন কলহংসক-যুগলং মধুরপাদকটক-দ্বয়ং মূকমিব। দৃষ্টান্তেঽনুকম্পার্থে কঃ। কাদাচিৎকঃ কদাচিদ্ভবশ্চাসৌ চিদুপলব্ধিস্তয়া কমনীয়শ্চ যো বিন্যাসবিশেষস্তেন যথাস্থিতবিন্যাসস্য বিপর্যাসে বিপর্যয়ে সতি পর্যাসন্নঃ স্পন্দং কিঞ্চিচ্চলং যত্র তথাভূতে পদতামরসে কৃতো নাদঃ ঝনৎকারো যেন তৎ হংসকযুগলং চলনশঙ্কাং ধারয়তি ॥ (১০১, ১০২)

শোভা পাচ্ছে, আমোদভারে লীলায় আঘূর্ণমান নয়নে এদিক-ওদিক চাইছে, গিরিরাজ উদ্ধার শ্রমেও শ্রমাভাব ব্যঞ্জক মৃদুহাসির সুধামাধুর্যে সকলের মন রঞ্জিত করে তুলছে। এর বক্তৃদ্যুতি আজ জ্বল জ্বল করছে যেন অন্য এক।

১০০। অন্যদিক থেকে কেউ আবার বললেন—অহো দেখ দেখ, এ এক রহস্য, অভিমানের মর্দনকারী ও সকল আপদের খণ্ডনকারী পদকমল-যুগলের মধুর নূপুরযুগল সঞ্চরণাভাবে মূকের মতো হয়ে আছে, যেমন না-কি হংসযুগল কমলের সম্মুখে জাগন্ত হয়েও নিদ্রিতের মতো হয়ে থাকে। আবার ঐ দেখ-না ঐ নূপুরযুগলে একান্ত চিৎ উপলব্ধি হেতু কমনীয় বিন্যাস-বিশেষের আগমনে গিরিধারণ-কালীন বিন্যাসের বিপর্যয় হয়ে গেলো, এতে ওলটপালট হেতু কিঞ্চিৎ নড়াচড়ায় দেবসেবাস্তুত পদকমলদ্বয়ে ঝণৎকার শব্দ করে নূপুরযুগল আকস্মিক চলনের শঙ্কা ধারণ করে নিল।'

১০১। পুনরায় অন্য কেউ বললেন—'অহো দেখ দেখ, এক করকমলে বিলাসবংশী বিম্বাধরে ধারণ করে মৃদুমৃদু বাজাতে বাজাতে গিরিধারণ-ব্যাপারে তার যে পরিশ্রম হয় নি, তা জানাতে জানাতে প্রিয়বর্গের মন হর্ষোৎফুল্ল করে তুলছে।'

১০২। বটু অমনই বলে উঠলেন 'ভো ভো এ অতি সাহস—নিজের ঐ মুরলিটি বাজিও না সখা। এর মধুর নাদে গিরিরাজ যদি স্খলিত হয়ে পড়ে যায় কিম্বা গলেই যদি বা যায়, তবে আজ তুমি কোন্ উপায়ে বন্ধুবর্গকে রক্ষা করবে বলতো। হে প্রিয় বয়স্য, তেমন কিছু উপায় আমার চোখে তো পড়ছে না।

১০৩। যদস্যা নির্বংশিকায়া বংশিকায়াস্তথৈব প্রভাবঃ প্রভাবঃ, যৎ খলু নিনদেন শৈলমপি বিদ্রাবয়তি, বিদ্রাবয়তি স্রোতঃস্বতীস্রোতঃ, স্বতীবানর্থকারিণীয়ম্ ॥'

১০৪। সহচরা উচুঃ,—'কুসুমাসব! গিরিরয়ং নো রক্ষন্ মহাসারো মহাসারেপাদ্রবতো দ্রবতো নিজবপুষঃ কিমাঘাতেন নাশয়িষ্যতি, নৈতৎ, মহাসারাঃ খলু পৃথুনানন্দথুনা নন্দতোঽপি দ্রুতং দ্রুতং চাত্মানং স্তম্ভয়ন্তি, ভয়ং তিলমাত্রমপ্যত্র নাস্তি, শ্রূয়তাং মুরলীনাদো নাদোধূয়তাং চিত্তবৃত্তিঃ' ইতি ॥

১০৫। পরতশ্চাপরে নিজগদুঃ,—'অহো মূঢ়তামূঢ়তাদৃশকোপস্য পশ্যত শতমখস্য অস্মিন্নপি সর্বসুহৃদি হৃদি বৈরায়তে ॥

১০৬। অয়ং গোত্রোন্নেতা ভবতি স হি গোত্রক্ষয়করঃ
স গৃহ্নাত্যেবায়ং জগতি শতকোটিং বিতরতি।
স একাশাপালো দিশতি সকলাশাফলময়ং
কথং ধত্তেঽলজ্জো হরিরিতি স নাম্নঃ প্রতিকৃতিম্ ॥'

১০৩। বিদ্রাবয়তি বিদ্রুতং গলিতং করোতি, স্রোতঃস্বত্যা নদ্যাঃ স্রোতো বিদ্রাবয়তি, দ্রব এব দ্রবো গলিতত্বং বিগতদ্রাবং কঠিনং করোতীত্যর্থঃ। অতএব সুষ্ঠু অতীবানর্থকারিণী ॥

১০৪। মহাসারো মহাধৃতিঃ, মহতামাসারাণাং ধারাপাতানামুপদ্রবতো নোঽস্মান্ রক্ষন্। দ্রবতো দ্রবীভাবাদ্ধেতোঃ। দ্রুতং শীঘ্রং দ্রুতং ক্লিন্নং ন চিত্তবৃত্তিরাদোধূয়তাং নাতিচপলীক্রিয়তাম্ ॥

১০৫। শতমখস্য মূঢ়তাং পশ্যত, অস্মিন্নপ্যূঢ়স্তাদৃশঃ কোপো যেন তস্য ॥

১০৬। গোত্রঃ পর্বতঃ, গোত্রং কুলঞ্চ। স ইন্দ্রঃ শতকোটিং বজ্রং গৃহ্নাত্যেব, অয়ন্তু শতানাং কোটিং-বিতরতি দদাতি। একাশাপালঃ পূর্বদিক্‌পালঃ সকলানামপ্যাশাফলমভীষ্টং দিশতি। স ইন্দ্রঃ ; প্রতিকৃতিং প্রতিচ্ছায়াম্ ॥

১০৩। যেহেতু, এই নির্বংশিকা বংশীকার সেইরূপই তেজপালয়িতা প্রভাব। যেহেতু, এ নিনাদের দ্বারা পর্বত গালিয়ে জল করে দেয়, নদী জমিয়ে কঠিন করে দেয়। অহো, বহু বহু অতীব অনর্থকারিণী এ।'

১০৪। সখাগণ বললেন—'ওহে কুসুমাসব! মহাধৈর্যশালী এ-পর্বত আমাদিগকে রক্ষা করছেন, প্রলয়ঙ্কর ধারাপাতরূপ উপদ্রব থেকে। পুনরায় তিনিই কি স্বকীয় বপুর দ্রবীভাব জনিত আঘাতে বিনাশ করবেন? না তা হয় না। মহাধৈর্যশালী জন বিপুল আনন্দে পুলকিত হয়ে গলে গেলেও শীঘ্র নিজেই নিজেকে স্তম্ভিত করে নেন। তিলমাত্র ভয়ও এখানে নেই। মুরলীনাদ শুনতে থাক, চিত্তবৃত্তিকে অতিচপল করে তুলো না।'

১০৫। অপর দিক থেকে অপর একজন বললেন—'অহো ইন্দ্রের মূঢ়তা দেখ—এমন যে সর্বসুহৃদ্, তাঁর উপরও এতাদৃশ কোপ প্রকাশ করছে, অন্তরে বৈরীতা ধারণ করে আছে।

১০৬। কৃষ্ণ গিরিবরধারী, ইন্দ্র কুলক্ষয়কারী। কৃষ্ণ জগতে শতকোটি কল্যাণ বিতরণকারী, ইন্দ্র বজ্রধারী। কৃষ্ণ নিখিলজনের অভীষ্টদায়ক,ইন্দ্র পূর্বদিক-পালক। অলজ্জ ইন্দ্র কেন আর 'হরি'নামের প্রতিচ্ছায়া ধারণ করে আছে? (ইন্দ্রের এক নাম হরি)।'

১০৭। অন্যতশ্চান্যে জগদুঃ,—'অহো কিমেতৎ—

অমী প্রলয়মারুতাঃ প্রলয়বারিদা অপ্যমী
ইদং প্রলয়দুর্দিনং প্রলয়বারিবারোঽপ্যয়ম্।
ভ্রমঃ কিময়মেব নঃ কিমিয়মিন্দ্রজালক্রিয়া
কুতোঽপি ন পরাভবঃ ক্বচন কোঽপি কস্যাপ্যভূত ॥'

১০৮। অন্যতশ্চ—মধুরগোষ্ঠীনিষ্ঠ্যূতঃ কশ্চন বসুধা-নবসুধাপ্রবাহ ইব পরস্পরপরমরমণীয়সৌহৃদ-হৃদয়ালুতয়া কোমল-পরিমল-পরিহাস-হাসপেশলঃ সমজনি, সমজনি-কৌতুকঃ কৌতুক-কথারম্ভঃ ॥

১০৯। তথা হি—　গোবর্দ্ধনং সুমুখি যাবদয়ং বিভর্ত্তি, রাধে ন তাবদিহ লোলয় লোচনান্তম্।
মাস্তামমুষ্য পৃথুবেপথুভঙ্গভাজঃ, পাণিস্থলস্খলিতশৈলকৃতো বিপাকঃ ॥

১১০। ইতি মধুমধুরধ্বনিভৃতনিভৃতপরিহাসপেশলয়া শ্যামলয়া পরিহসিতাসিতাপাঙ্গী কৃপাঙ্গী কৃত-ত্রপা তামাহ,—'মা হরিণলোচনে নিজমদং মদন্তরে সঞ্চারয় স্বয়মুপদিশ্যতামাত্মা ॥'

১১১। অন্যাহ,—'মহাসারোঽয়ং যেন ধরাধরাধীশোঽয়ং কন্দুকীকৃতস্তস্য সমুপচিত-বৈদগ্ধ্যবিপাক-

---

১০৭। বারিবারো জলসমূহঃ ॥
১০৮। সমা জনিরুৎপত্তির্যস্য তথাভূতং কৌতুকং যত্র সঃ, কথারম্ভঃ কৌতুকঞ্চ যুগপদেবাভূদিত্যর্থঃ ॥
১০৯। লোচনান্তমপাঙ্গং ন লোলয়, ন চপলীকুরু ॥
১১০। কৃপয়াঙ্গীকৃতা ত্রপা যয়া সা, ত্রপাং প্রতি কৃপাং কৃত্বৈব তাং স্বীকৃতবতীত্যর্থঃ। তেন তদানীং ত্রপায়া দৌর্বল্যাচ্চাপল্যমেব ধ্বনিতম্। 'হরিণলোচনে' ইতি তদৈব লোচনচাঞ্চল্যং স্পষ্টীভবতীতি ভাবঃ ॥
১১১। মহাসারা মহাধৃতিমান্। সমাগুপচিতো বিবৃদ্ধো বৈদগ্ধ্যস্য বিপাকঃ পরিপাকো যস্যাস্তাদৃশ্যাপি কয়া বা

১০৭। অন্যদিক থেকে অন্য একজন বললেন—'অহো কি আশ্চর্য! এই যে সম্মুখে দেখছি—এই-না প্রলয়পাবন, প্রলয়মেঘ, প্রলয়দুর্দিন, প্রলয়পয়োধি! তবে এ-কি আমাদের ভ্রম, কি এ ইন্দ্রজালপ্রভাব—এই প্রলয়ঙ্কর অবস্থাতেও কোনই পরাভব উপস্থিত হয়নি কোথাও কোন প্রকারে কারও।'

১০৮। অন্যদিকে মধুর গোষ্ঠী থেকে বইতে লাগল বসুধার কোনও অনির্বচনীয় পরিমলে ভরা কোমল মনোরম হাস-পরিহাসের প্রবাহ—শোভা জনয়িতা কৌতুক-কথারম্ভ।

১০৯। তথা হি—'হে সুমুখি রাধে! যাবৎ এ গোবর্ধন ধরে আছে ততক্ষণ তুমি এখানে চোখ নাচিও না, এতে এর হাতে বিপুল কম্পতরঙ্গ উঠে যাবে, আর অমনই হাত থেকে পর্বত খসে পড়ে বিপদ ঘটাবে—এ বিপদ ডেকে এনো না।'

১১০। এইরূপে মধু মধুর ধ্বনিযুক্ত নিভৃত পরিহাস-চতুরা শ্যামলাদ্বারা পরিহসিতা অপাঙ্গী রাধা কৃপায় লজ্জা অঙ্গীকার করে তাঁকে বললেন—'হে হরিণাক্ষি শ্যামে! নিজের আনন্দ আমার অন্তরে সঞ্চারিত করো না। নিজের মনকে আগে নিজে উপদেশ দানে সামাল কর।'

১১১। অন্য একজন বললেন—'পর্বতরাজকে যিনি কন্দুক বানিয়ে রেখেছেন আরে তিনি তো

য়াপি কয়া পিধীয়তাং সারঃ ॥'

১১২। তামন্যাহ,—

'সারোঽস্য শৈলধরণেঽস্য নিরীক্ষ্যতে যো, মন্যে তদৈব গরিমাণমমন্দমস্য।

মুগ্ধে ঘনস্তনি তব স্তনকুম্ভলক্ষ্মী,-সন্দর্শনেঽপি যদি বীক্ষ্যত ঈদৃগেব ॥'

১১৩। অপরাহ,—'পরাহতপরিহাসা হাসাবলোকলোকরমণীয়ং রমণীযন্ত্রণাকারি নাগরিমগরিমগম্ভীরমালোকয়ত যতমানা মধুরিমাণমস্য ॥

১১৪। বামেন পাণিকমলেন বিভর্ত্তি শৈলং, বংশীং পরেণ মৃদু বাদয়তে সলীলম্।

আলোকতে প্রতিজনং নয়নাঞ্চলেন, শৃণ্বন্ সুহৃজ্জনগিরং চ শিরো ধুনীতে ॥'

১১৫। অথ রাধিকামন্যতমাহ,—'মাঽহমন্যথা নিগদামি পশ্য পশ্য ॥

অস্য সারো ধৈর্যং পিধীয়তাং ছন্নীক্রিয়তাং লুপ্যতামিতি যাবৎ ॥

১১২। তামন্যেতি। হন্ত হন্ত সা ত্বং সা ত্বমেব ভবসি, মন্মুখেন স্বগুণং বাচয়িতুমেব ত্বমেবমুপক্রামসীত্যাহ—সরোঽস্যেতি। তদৈবাস্য সারস্য গরিমাণমমন্দং মন্যেঽহং যদি তব স্তনকুম্ভস্যাপি লক্ষ্ম্যাঃ শোভায়া অপি সন্দর্শনেঽপীদৃগেব সারো ধৈর্যং বীক্ষ্যতে, তেন কর্নকণ্ডূয়নাদি-ব্যাজেন কঞ্চুলিকান্তব্যক্তং স্তনপ্রান্তমস্মৈ দর্শয়িত্বা সন্দেহোঽয়ং নিরস্যতামিতি নর্ম দ্যোতিতম্ ॥

১১৩। পরাহতপরিহাসাঃ পরিহাসং পরিত্যজ্য যতমানা যত্নবত্যঃ সত্যোঽস্য মধুরিমাণমালোকয়ত। কীদৃশম্? রমণীনাং যন্ত্রণাকারিণো নাগরিম্ণো নাগরত্বস্য গরিম্ণা গৌরবেণ গম্ভীরম্ ॥

১১৪। শিরো ধুনীতে ইত্যনুমোদনার্থম্ ॥ (১১৫)

'মহাসার' অর্থাৎ মহাধৈর্যশালীই হবেন। সমুচ্ছলিত বৈদগ্ধী-পরিপাক কার এমন আছে যে এর 'সার' অর্থাৎ ধৈর্য লোপ করে দিতে পারে?'

১১২। (অন্য একজন উত্তরে তাকে বললেন—'হায় হায় সে তো তুমিই। আমার মুখে নিজগুণ বলাবার জন্যই তুমি এ-কথার উট্টঙ্কন করছ, তবে নিজগুণ শোন—

'তখনই এর ধৈর্যগৌরবের অতি উচ্চতা মেনে নেব হে মুগ্ধে কঠিনস্তনি, যদি আজ গিরিধারণে এর যাদৃশ ধৈর্য দেখা যাচ্ছে তাদৃশ ধৈর্য দেখা যায় তোমার স্তনকুম্ভ-শোভা সন্দর্শনেও।

১১৩। অপর একজন বললেন—'পরিহাস পরিত্যাগ করে হাসাবলোকনে লোকরমণীয়-রমণীযন্ত্রনাকারী-নাগরত্বের গৌরবে গম্ভীর এর মাধুর্য যত্নবতী হয়ে দেখ হে সখি—

১১৪। বামপাণিকমলে কেমন গিরি ধারণ করে আছে, দক্ষিণপানিতে লীলায় মৃদুমৃদু বংশী বাজাচ্ছে, নয়নাঞ্চলে প্রতি জনকে চেয়ে চেয়ে দেখছে, আর সুহৃজ্জনের কথা শুনতে শুনতে মাথা ঝাঁকছে।'

১১৫। অতঃপর কোনও এক প্রিয়সখী রাধাকে বললেন—'আমি বাজে কথা বলছি না, ঐ দেখ-না সখি—

১১৬। ইহ সকলজনাবলোকলীলা-,ক্রমঘটিতে ভবাদাননাবলোকে।
দ্রুতমুদিতমমী বপুর্বিকারং, গিরিধরণোত্থিতমেব তর্কয়ন্তি॥'

১১৭। অথ কাচিদবাদীৎ,—'অবাদী তে ব্যাহারো হারো যথা কণ্ঠে কর্ত্তুমর্হঃ॥

১১৮। তথা হি— রাধালোকনজাতসম্মদভরাৎ প্রস্বেদকম্পাদিকং
শ্রীগোবর্দ্ধনধারিণোঽস্য বপুষো দৃষ্ট্বা বিকারোৎকরম্।
শ্রান্তোঽয়ং গিরিধারণেঽভবদিতি স্নেহাদমী গোদুহঃ
পর্য্যন্তাশ্রয়িণো গৃহীতলগুড়াস্তং ধর্ত্তুমারেভিরে॥'

১১৯। ইত্যুক্তে সতি মন্দাক্ষমন্দাক্ষমাবৃণ্বত্যা স্বমপ্যতি মুখ্যা বিধুমুখ্যা বিধুরিতমনসস্তে গিরিধরণোদ্যতা নতেনৈব তেনৈব নয়নাঞ্চলেন যদি তথৈব সকৃদ্দদৃশিরে, তদা দরোদঞ্চদঞ্চলেন মুখমাবৃত্য নিজসখীভিরপ্যলক্ষিতং স্মিতং চকার। ইত্যেবমবসরে বটুরাহ তান্—

'মা ভৈষ্ট ভো ব্রজভুবো লগুড়ৈর্যতধ্বং, কণ্ডূয়নে ন বপুষো ধরণীধরস্য।
শশ্রাম নাঽমলবলঃ স বলানুজোঽয়ং, সারাধিকা ন ন রুচোঽপগতো প্রগাতে॥'

১১৬। সকলজনকর্মকো যোঽবলোকস্তল্লীলাক্রমেণেব ঘটিতে ভবতাননাবলোকে সতি, অমী সকলজনাঃ॥

১১৭,। অবাদী নির্বিবাদঃ। পর্যন্তাশ্রয়িণ উপান্তস্থায়িনঃ সন্তঃ॥ (১১৮)

১১৯। মন্দাক্ষেণ লজ্জয়া মন্দাক্ষং যথা স্যাত্তথা আবৃণ্বত্যা বিধুমুখ্যা রাধয়া তে গিরিধরণোদ্যতা অতিমুখ্যাস্তেনৈব নয়নাঞ্চলেন নতেনৈব লজ্জয়া নম্রেণৈব যদি সকৃদ্দদৃশিরে দৃষ্টাস্তদা লগুড়ৈর্ধরণীধরস্য গোবর্ধনস্য বপুষঃ কণ্ডূয়নে নিমিত্তে

১১৬। এই সকলজন-অবলোকন-লীলা ক্রমানুসারে চলতে চলতে যেই নয়ন-তাঁর তোমার মুখে পড়ছে, অমনই কেমন অশ্রু-কম্প-পুলকাদি অঙ্গবিকারের উদয় হচ্ছে, যা দেখে সকল দর্শকজন বিচার করছে—এ গিরিধারণোত্থ বিকার।'

১১৭। অতঃপর অপর কোনও এক সখী বললেন 'হ্যাঁ, তোমার কথার সত্যতায় কোনও বিরোধ উঠতে পারে না। এ হার করে কণ্ঠে পড়ে রাখবার যোগ্য।

১১৮। তথা হি—রাধাদর্শনজাত হর্ষপ্রাচুর্যভারে এ গোবর্ধনধারির দেহে বিপুল ঘর্ম-কম্পাদি বিকার-রাশি দেখে—অহো এ গিরিধারণে শ্রান্ত হয়ে পড়েছে, এরূপ মনে করে ঐ যে গোপগণ স্নেহে লগুড় হাতে কৃষ্ণের নিকট দাঁড়িয়ে গিরিকে লগুড় দিয়ে ঠেকান দিতে আরম্ভ করলেন।'

১১৯। এইরূপ বলা হলে লজ্জায় নয়নকোনকুঞ্চনরূপ আবরণে আবৃত বিধুমুখি রাধা ঐ গিরি-ধারণোদ্যত অতি মুখ্য মুখ্য গোপগণকে সেই লজ্জা নম্রভাবে দেখা মাত্র বস্ত্রাঞ্চল একটু উঠিয়ে মুখ আবৃত করে নিজ সখীরও অলক্ষিত ভাবে একটু মুচকি হাসির সুধাবৃষ্টি করলেন। এই অবসরে বটু ঐ গোপদের দিকে তাকিয়ে বললেন—

'হে ব্রজবাসিগণ ভয় করবেন না, লগুড়ের দ্বারা গিরিরাজের গা চুলকাবার জন্য যত্ন করবেন না—লগুড়ে চুলকোনই মাত্র হতে পারে, ধারণ নয়। এই প্রসিদ্ধ অমল বলশালী রামানুজ শ্রান্ত হয় নি। (সকল-

১২০। তদা তদাকর্ণ্য গম্ভীর-স্ময়মানঃ স্ময়মানঃ কুবলয়বলয়সুকুমারঃ কুমারঃ শ্রীব্রজপুরপুরন্দরস্য দরস্যন্দমান-মানস-রসমানন-চন্দ্র-মধুরিমাভিষিক্তদশনোস্র-সহস্র-সহকার-চারুণারুণাধরপরিস্পন্দেন মন্দেন মধুরেণ ব্যাজহার হারহাসবিকসদ্বক্ষাস্তমেব বটুম্—'বটো স্বভাবো হি ভাবোহিততরোঽয়মমীষাং ময়ি, কিমুপহস্যতে, সারাধিকাপি কাপি মম মূর্ত্তিস্তথাপ্যেনামীভির্ন জ্ঞায়তে, ময়ি নিরন্তরায়-নিরন্তরায়মানবালভাবেন তেনেদমতি-শোভনমেব বহুলমতঃ পরং কৌতুকং কিম্' ইতি ॥

ন যতধ্বম, ন হি যুষ্মল্লগুড়বলৈরস্য ধারণং সম্ভবতি, কিন্তু কণ্ডূয়নমেবেত্যুপহাসঃ। নন্ তর্হিকস্তাবত্‌পায়ঃ? তত্রাহ—স প্রসিদ্ধো রামানুজোঽয়ং ন শশ্রাম, ন শ্রান্তোঽভূৎ। যতোঽমলবলস্তত্র লিঙ্গং সারেণ বলেনাধিকা রুচয়ঃ কান্তয়োঽপহতৌ অপঘাতে সতি ন ন প্রগাতে, ন ন গচ্ছন্তি, অপি তু গচ্ছন্ত্যেবেত্যর্থঃ। অস্য তু তাঃ কান্তয়ো বর্ত্তন্ত এবেতি সর্বান্ জ্ঞাপয়িতুমিষ্টোঽর্থঃ। সা প্রসিদ্ধা রাধিকা আননরুচা স্বমুখকান্ত্যোপহতৌ কম্পাদিভিরুপঘাতে নিমিত্তে প্রগাতে প্রযাতীত্যয়মর্থস্তু কৃষ্ণম্ ॥

১২০। গম্ভীরস্য স্ময়স্য বিস্ময়স্য মান আশ্রয়ঃ; "মানশ্চিত্তোন্নতৌ গৃহে" ইতি বিশ্বঃ। দর ঈষৎ স্পন্দমানঃ ক্ষরন্ বহির্নিঃসরন্ মানসো রসো যত্র তদ্যথা স্যাত্তথা ব্যাজহার, অরুণাধরস্য পরিস্পন্দেন সঞ্চলনেন। কথম্ভূতেন? আননচন্দ্রস্য মধুরিম্ণাঽভিষিক্তানাং দশনানামুস্রসংস্রস্য কিরণসহস্রস্য সহকারেণ মেলনেন চারুণা মনোহরেণ, হারেন হাসেন চ হার-বদ্ধাসেন বা বিকসৎ প্রকাশমানং বক্ষো যস্য সঃ। অনেন কিঞ্চিল্লজ্জানম্রত্বঞ্চ ধ্বনিতম্। সারেণাধিকাপ্যতিবলিষ্ঠাপি কাপ্য-নির্বচনীয়া মম মূর্তিঃ শরীরমিতি সর্বান্ জ্ঞাপয়িতুমিষ্টোঽর্থঃ। সা প্রসিদ্ধা রাধিকা কাপ্যনির্বাচ্যা মম মূর্তিরপি পরমপ্রেয়সী-ত্বান্মচ্ছরীরাদ্‌ভিন্নাপীত্যেষোঽর্থস্তু বটুং রাধিকা-বর্গঞ্চ। নিরন্তরায়ো নির্বিঘ্নশ্চাসৌ নিরন্তরমবিরতমেবায়মানঃ প্রসরংশ্চ

জনের জ্ঞাপনার্থে—'সার+অধিকা+ন ন এইভাবে অর্থ হবে শেষাংশের) যেহেতু ইনি অমল বলশালী তাই এর অঙ্গকান্তি অতি উজ্জ্বল, যা একমাত্র আকস্মিক শারীরিক দুর্ঘটনাতেই ম্লান হতে পারে। (কৃষ্ণকে জ্ঞাপনার্থে—'সা+রাধিকা+আনন' এই ভাবে অর্থ হবে) সেই প্রসিদ্ধা রাধিকাকে হে সখা, নিজ মুখ-কান্তিতে তোমার অঙ্গে কম্পাদিদ্বারা পীড়া জন্মাতে প্রযত্নশীলা দেখা যাচ্ছে।'

১২০। তখন এ কথা শুনে অগাধ বিস্ময়ের আশ্রয়স্বরূপ, হাসি হাসি মুখো, নীল কমলমণ্ডল সম সুকুমার এবং হার ও হাসিতে উদ্ভাসিত বক্ষদেশ শ্রীব্রজরাজপুরপুরন্দরকুমার আনন চন্দ্রের মধুরিমায় অভিষিক্ত দশনের কিরণসহস্রের মিলনের দ্বারা চারুতা প্রাপ্ত অরুণাধর নাড়িয়ে নাড়িয়ে অন্তরের ভাব প্রকাশ করতে করতে মন্দ মধুরভাবে বললেন—

'এই গোপেদের আমাতে যে ভাব তা অত্যন্ত মঙ্গলকারী এবং তাদের নিজেদের কামনা পালনকারী, তুমি উপহাস করছ কেন। আমার শরীর ('সারাধিকাপি' সকল জনের জ্ঞাপনার্থে সার+অধিকাপি) অতি বলিষ্ঠ ও অনির্বচনীয় হলেও এরা তা জানে না। (বটু ও রাধিকাবর্গের জ্ঞাপনার্থে—সা+রাধিকাপি) সেই প্রসিদ্ধ রাধিকা আমার কোনও অনির্বচনীয় মূর্তি হলেও অর্থাৎ পরমপ্রেয়সী বলে আমার শরীর থেকে অভিন্ন হলেও এরা কিন্তু তা জানে না। স্বচ্ছন্দ নিয়ত প্রসরণশীল বাৎসল্যভাবে সিক্ত গোপেদের লগুড়-ঠেকানো-রূপ এই কার্য অতি শোভনই বটে। এর থেকে বেশী কৌতুক আর কি হতে পারে?'

১২১। অতঃ পরং তানেবাহ,—'ভো ভো মদেকবৎসলাঃ! অলমলম্বো লম্বোদরজনকবন্মান্যানাং সামান্যানাং সাধারণ্যেন, তত্তুপরমত পরমতমাৎ পরিশ্রমাৎ, অয়মহমশ্রান্তমশ্রান্ত এব ॥'

১২২। অথ কুতোঽপি পুনঃ পুরত এব তনয়বৎসলা বৎসলালসা যথা মাতা মাতা সা ব্রজেশ্বরী নিজগাদ,—'বৎস!

অভূৎ কালো ভূয়ান্ নিরশনতয়া খিদ্যসে তাত কামং
বপুঃ ক্ষামং জাতং পতিতমুদরং বিশ্লথশ্চেলবন্ধঃ।
অপি স্বেচ্ছাচারী সবিধসুলভে শাদ্বলে নাত্তি শস্যং
গবাং স্তোমঃ পশ্যন্ননশিতবতঃ শুষ্যদাস্যং তবৈতৎ ॥

১২৩। তদিদমাবেদয়ামি দয়ামিন্নমনা মনাগধুনা মুঞ্চ বেণুবিদ্যাবিনোদম্, বিনোদঞ্চনেন পাণের্ময়ৈবাপবর্জ্যমানমাননকমলে কিয়দশান, দশা ননু যদা যাদৃগুৎপদ্যতে, তত্তুচিতমাচারমাচারবিদো বদন্তি। তেন স্ত্যানমস্ত্যানমতুষ্ণভাবমপূপমপূপহতি সরসরসং দধি দধিরস্মি। সমুচিতসৌভ্রাত্রো ভ্রাত্রোত্তমকুতুহলিনা হলিনা সহ

যো বালভাবো বাৎসল্যং তেন ॥

১২১। লম্বোদরজনকো মহেশস্তদ্বন্মান্যানাং বো যুষ্মাকং সামান্যানামিতর-জনানাং সাধারণ্যেন সাধর্ম্যেণালং তত্তস্মাদয়মহমিত্যাত্মানং তর্জন্যা দর্শয়তি। অশ্রান্তং নিরন্তরমেবাশ্রান্তঃ শ্রমরহিতঃ ॥

১২২। মাতা গৌঃ; 'মাতা গোর্ধাদিজননী গোব্রাহ্মণাদিযোষিতি" ইতি মেদিনী। অনশিতবতোঽভুক্তবতস্তব, আস্যং মুখং শুষ্যৎ পশ্যন্ সন্ গবাং স্তোমোঽপি শস্যং নাত্তি, ন খাদতি ॥

১২৩। দয়ামিন্নমনাঃ কৃপাক্লিন্নচিত্তা পাণের্বিনোদঞ্চনেন হস্তস্যোদ্গমনং বিনৈব অশান মুঙ্ক্ষ্ব, ময়ৈবাপবর্জ্যমানং দীয়মানম্। দানপর্যায়ে "অপবর্জনমংহতিঃ" ইত্যমরঃ। স্ত্যানং স্নিগ্ধমপূপমত্তি; "স্ত্যানং স্নিগ্ধে প্রতীঘাতে„ ইতি বিশ্বঃ। আনমন্নীষদঘটমান উষ্ণভাবো যত্র তৎ। পূঃ পাবিত্র্যং ন বিদ্যতে তস্যা উপহতির্যত্র তৎ। দধি কীদৃশম্? সরেণ সরসং

১২১। অতঃপর ঐ গোপগণকে বললেন—'ভো ভো মদেকবৎসল গোপগণ! কি প্রয়োজন গণেশজনক মহাদেবের মতো মাননীয় আপনাদের ইতরজনের মতো একইরূপ আচরণের, কাজেই বিরমিত হোন এই অতিশয় পরিশ্রম থেকে। এই যে আমাকে দেখছেন, এই আমি নিরন্তরই শ্রমরহিত।'

১২২। অতঃপর কোনও স্থান থেকে পুনরায় সম্মুখে আগত বৎস-লালসাবতী গোমাতার মতো তনয়বৎসলা সেই মা যশোদা বললেন—'বৎস! অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে, আরে বাছা! না খেয়ে-যে একবারে কাতর হয়ে গিয়েছ, শরীর শুকিয়ে গিয়েছে, পেট পড়ে গিয়েছে, কোমরের বস্ত্রবন্ধন ঢিলে হয়ে গিয়েছে। অভুক্ত তোমার শুকনো মুখ দেখে ধেনুগণ স্বেচ্ছাচারী হয়েও শস্যে মুখ দিচ্ছে না—নিকটেই সবুজ শস্যভরা মাঠ সুলভ হলেও, আর তাতে রাশি রাশি শস্য থাকলেও।

১২৩। তাই আমি আবেদন করছি—দয়াসিক্ত চিত্ত হয়ে এখন একটু বেণুবিদ্যাবিনোদ রাখ। হাত না উঠিয়েই আমার দ্বারা মুখে তুলে দেওয়া কিছু খেয়ে নেও। (এ অবস্থায় কি করে খাবো এর উত্তরেই যেন বলা হচ্ছে—)যখন যেরূপ অবস্থায় লোকে পড়ে, সেরূপ আচরণ করার কথাই আচারবিদ্গণ বলে থাকেন।

সহচরৈশ্চ সমং সমঞ্জসতয়া ভোক্তুমর্হসি ॥'

১২৪। বটুরাহ, —'বয়স্য সমুচিতমেবাহ মাতা, মা তাবদন্যথা কর্ত্তব্যমিদম্, ময়াপি বুভুক্ষয়াঽক্ষয়া-পরিতোষেণ ভূয়তে ॥'

১২৫। স রসবানাহ,—'নাহমস্য মুহূর্ত্তমপি গতং মন্যে, তমন্যে তর্কয়ন্তি কথং বহুকালম্, কা লঙ্ঘয়িতুং যুজ্যতে গীর্গুরূণাম্, কিয়তায়তা ক্ষণেন ক্ষণেন তৎ করণীয়ম্ ॥'

১২৬। ইতি স্থিতে শতমন্যুরথ মন্যুরথমিবারূঢ়োঽপি লোকরাবণৈরাবণৈধমানগতিজবঃ পবিপবিত্রকরো ঘনাঘনানুপর্য্যুপর্য্যুপোঢ়গাঢ়রাগতয়াঽগতয়া কিমিয়তায়তায়তেন কালেন তত্র বৃত্তমিতি দিদৃক্ষয়া ক্ষয়ায় ব্রজভুবাং কৃতারম্ভোঽরম্ভোগীব কুপিতঃ সমেত্য সমালোকয়ামাস ॥

স্বাদুবৎ। দধিরস্মি ধারয়ন্তাস্মি ; "ধাঞ্ কৃস্হজনিনমিভ্যঃ" ইতি কিঃ। সমুচিতং সৌভ্রাত্রং যস্য সঃ, অতএব ভ্রাত্রা হলিনা সহেতি তৎপ্রবর্তনার্থমনুরোধো দর্শিতঃ ॥

১২৪। অক্ষয়োঽপরিতোষো যস্য তেন ॥

১২৫। 'রসবান্' ইতি তৎখেদোপশান্ত্যর্থং স্বসারস্য ব্যঞ্জনা। কা গীর্লঙ্ঘয়িতুং যুজ্যতে ইতি শ্রান্ত্যথা বুভুক্ষা তু ন মে সম্ভবতীত্যর্থঃ। ততস্মাৎ কিয়তা ক্ষণেন অয়তা গচ্ছতা সতা, ভোজনম্ ॥

১২৬। মন্যু কোপএব রথস্তমারূঢ়স্তথাপি লোকান্ রাবয়তি ক্রন্দয়তীতি তাদৃশেনৈরাবণেন ঐরাবতেন হেতুনৈধমানো গতির্বেগো যস্য সঃ পবিনা বজ্রেণ সৌম্যঃ করো যস্য সঃ, পবিত্র ইতি হিংস্রত্বদ্যোতনায় বিরুদ্ধলক্ষণয়া ঘনাঘনান্ বৃষ্টিশীলমেঘান্ উপর্যুপরি উপোঢ়া ধৃতা যা গাঢ়রাগতা নিবিড়প্রণয়িতা তয়াঽগতয়া নিশ্চলয়া মেঘগণোপরি নিবদ্ধনিশ্চল-প্রেমতয়েত্যর্থঃ ; "বর্ষুকাব্দা ঘনাঘনাঃ" ইত্যমরঃ। "উভসর্বতসোঃ কার্যা ধিগুপর্যাদিষু ত্রিষু" ইত্যাদিনা দ্বিতীয়া ; ব্রজভুবাং ক্ষয়ায় কৃতারম্ভঃ, ইয়তৈতাবতা আয়তেন দীর্ঘেণ কালেনায়তা যচ্ছতা সতা তত্র গোষ্ঠে কিং বৃত্তমিতি দিদৃক্ষয়া সমেত অরং শীঘ্রং ভোগীব সর্প ইব ॥

স্নিগ্ধ ঈষৎ উষ্ণ নিয়ত পবিত্র পুয়াপিঠে ও সরপড়া সরসদাধ এনেছি। তোমার সমুচিত সুভ্রাতৃত্ব গুণ আছে। অতএব সহচরগণ সহ বিরাজমান উত্তম ভাই কুতুহলী হলীর সঙ্গে মিলেমিশে তোমার ভোজন করাই উচিত।'

১২৪। বটু বললেন —'বয়স্য ! মা ঠিকই বলেছেন কিছুতেই অন্যথা করা উচিত হবে না, আমিও ক্ষুধার জ্বালায় অক্ষয় অসন্তোষে আছি।'

১২৫। রসিক কৃষ্ণ বললেন —'মা, আমি তো এক মুহূর্তও গেছে বলে মনে করি না। এইটুকু সময়কে অন্যে কি করে বহুকাল বলে বিচার করছে ? গুরুবাক্য কে লঙ্ঘন করতে পারে ? এই ক্ষণকাল পরে আনন্দের সহিত তোমার হাতে খেয়ে নেওয়াই সমুচিত হবে।

১২৬। ব্যাপার যখন এরূপ চলছে তখন বেগোচ্ছল বজ্রে সুদৃশ্য-কর ইন্দ্র বর্ষণরত মেঘদের উপর দৃঢ়নিবদ্ধ অচল প্রেম হেতু গম্ভীর রবে লোক-কাঁদানো ঐরাবতে চড়ে, যদিও রোষরথে চড়েই ছিলেন তখন, সর্পের মতো ক্রোধে ফোঁস ফোঁস করতে করতে ব্রজে এসে শীঘ্র উপস্থিত হলেন। এই মনে করে, দেখে আসি সেখানকার খবর কি ? বহুকাল তো হয়ে গেল, ব্রজনাশের কাজ আরম্ভ হয়েছিল। এসে দেখলেন—

১২৭। ভিত্ত্বা গাঢ়পটীয়সীং ঘনঘটামূর্দ্ধং গতৈঃ সানুভি-
র্বর্ষাভাবসুখস্থিতদ্বিজমৃগব্রাতস্য ভূমিভৃতঃ।
তস্যামেখলমাস্থিতৈর্জলধরৈঃ কল্পান্তবান্তাম্বুভি-
র্ধৌতপ্রান্তভুবো ব্যধায়ি সুষমা মুক্তাতপত্রাকৃতিঃ॥

১২৮। তথা নিরীক্ষ্যাপীশ্বরম্মন্যো মন্যোরন্তং জিগমিষুর্মহাপ্রলয়দুর্দিনাকৃতিকৃতিনি জলমুচাং কুলে নির্ঘাতধ্বানমুচি নমুচিসূদনোঽমুতাপরুষা পরুষায়িত-হৃদয়ো দয়োপরোধরহিতোঽহিতোদ্যমায় পুনরপি সমুত্তেজনাং জনয়ামাস, তদুপরোধাৎ পুনস্তেঽপি সম্ভূয় ভূয়সা সামর্থ্যেন ববৃষুঃ॥

১২৯। অথ পুরন্দরদরতস্তদুপদিষ্টা দিষ্টান্তকারিণো মহাপ্রলয়সমীরণা রণার্থমিব সন্নদ্ধা গিরিবরোদ্ধৃতয়ে কৃতাভিযোগা ভিয়ো গাঢ়তরাং পদবীং বিরচয়ন্তি স্ম॥

১৩০। তথা সতি— বাহ্যে কষ্টাতিবৃষ্টিঃ খরতরমরুতঃ সম্প্রপাতঃ শিলানাং
জ্যোতিঃপাতোঽম্বুদানামপি যদজনয়ন্ ক্লেশমুর্বীধরস্য।

১২৭। গাঢ়া নিবিড়া চ সা পটীয়স্যতিদক্ষা চেতি তাং ঘনঘটাং ভিত্ত্বোর্ধ্বং গতৈঃ সানুভির্হেতুভিস্তস্য পর্বতস্যামেখলং মেখলামভিব্যাপ্যাস্থিতৈঃ; তথা চ হরিবংশে—(বিষ্ণু প০১৮।৩১) "স ধৃতঃ সঙ্গতো মেঘৈর্গিরিঃ সব্যেন পাণিনা। গৃহভাবং গতস্তত্র গৃহাকারেণ বর্চসা॥" ইতি। কল্পান্তে প্রলয়ে ইব বান্তাম্বুনি যৈস্তাদৃশৈরপি তৈর্ধৌতা ক্ষালিতা প্রান্তভূর্যস্য তস্য গোবর্ধনস্য সুষমাঽতিশোভা এব ব্যধায়ি। মুক্তাময়স্যাতপত্রস্যেবাকৃতির্যস্যাং সা॥

১২৮। নমুচিসূদন ইন্দ্রঃ, অতিতাপেন স্ব রুট্ তয়া দয়া গোষু, উপরোধো ভগবতি তাভ্যাং রহিতঃ; অহিতমপকারস্তদুদ্যমায়॥

১২৯। দিষ্টান্তো নাশঃ; "দিষ্টান্তঃ প্রলয়োঽত্যয়ঃ" ইত্যমরঃ গিরিবরোদ্ধৃতয়ে গোবর্ধনমুচ্চালয়িতুং ভিয়ো ভগবৎ-

---

১২৭। যাঁর শৃঙ্গ নিবিড় অতিদক্ষ মেঘাড়ম্বর ভেদ করে উর্ধ্বে উঠে থাকার দরুণ তাঁতে পক্ষী মৃগাদি প্রাণীসকল বর্ষাভাবে সুখে বিচরণ করছে সেই গিরির নিতম্বদেশ একেবারে ছেয়ে অবস্থিত শুভ্র মেঘমালা প্রলয়কালের মতো জলরাশিতে ধৌত তটভূমি সমন্বিত গিরিরাজকে অতি সুষমায় ভরিয়ে তুলছে—তাঁকে দেখাচ্ছে মুক্তার ঝালর দেওয়া ছাতার মতো।

১২৮। এইরূপ দর্শন করেও নিজেকে ঈশ্বর-মাননাকারী ইন্দ্র ক্রোধের পার দেখবার ইচ্ছায় অতিতাপ জনিত ক্রোধে নিষ্ঠুর হৃদয় হয়ে গোগণে দয়া ও শ্রীভগবানে মানরক্ষা ছেরে দিয়ে পুনরায় ব্রজের অনিষ্ট সাধনের আয়োজন করবার জন্য প্রলয়-দুর্দিন সৃজনে নিপুন ও বজ্রপাতে ভীষণ শব্দকারী মেঘমালার ভিতর চরম উত্তেজনা জন্মালেন।

১২৯। অনন্তর পুরন্দরের ডরে তাঁর নির্দেশ মতো সর্বধ্বংশী মহাপ্রলয় ঝড় যেন যুদ্ধ করবার জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ হয়ে গিরিরাজকে উড়িয়ে ফেলে দেওয়ার উদ্যোগ করলো।

১৩০। এইরূপ হলে বাইরে কষ্টপ্রদ অতিবৃষ্টি-খরতরবায়ু-প্রবল শিলাপ্রপাত-মেঘের বজ্রাঘাত

লীলাপীযূষবর্ষৈর্মুখকমলমধূদ্গারিভিঃ শ্বাসবাতৈ-
র্হাসজ্যোৎস্নাপ্রপাতৈস্তনুমণিকিরণৈস্তং হরিঃ সংজহার ॥

১৩১। কিঞ্চ, বহির্মেঘা বিদ্যুদ্ব্রততিততয়ঃ শক্রচাপোঽতিবৃষ্টি-
র্মুকুন্দোঽন্তর্মেঘঃ কুবলয়দৃশো নিষ্প্রকম্পাশ্চ শম্পাঃ।
ধনুশ্চন্দ্রং বর্হাভরণমতুলা কাপি লাবণ্যবৃষ্টিঃ
স বাহ্যান্তস্তুল্যোঽধিকমিদমসৌ কৌস্তুভোঽন্তর্বিবস্বান ॥

১৩২। অথ ভূয়োঽপি ভূয়োঽপিধীয়মাননিজশ্রমাশঙ্কং মধুমধুরং ধুরন্ধরো মাধুর্য্যধুর্য্যসদসঃ সরসতরং তরঙ্গিত-নয়নাঞ্চলো মুরলীকলং কলঙ্করহিতসিতময়ূখমুখো বাদয়ামাস ॥

১৩৩। তদাকর্ণ্য কেচিদাহুঃ 'অহো পশ্যত পশ্যত—
ন্যঞ্চদ্বামশ্রবণকুবলয়ং তন্বতো বেণুনাদং
লীলোদঞ্চজ্জয়তি গিরিভৃতো দক্ষিণং ভ্রূলতাগ্রম্।
মদ্ভঙ্গ্যাপি প্রভবতি ভগবান্ কিং পুনর্বামদোষ্ণা
ধর্ত্তুং ক্ষৌণীধরমিতি কথয়ত্তৎ প্রকারং চ বিভ্রৎ ॥'

কোপোত্থস্য স্বভয়স্য গাঢ়তরাং পদবীম্ ॥

১৩০। যদ্‌যথা বাহ্যেঽতিবৃষ্ট্যাদ্যাঃ ক্লেশমজনয়ন্নকুর্বন্, তথৈব লীলাপীযূষবর্ষাদিভিস্তৈস্তৈরেব যথাক্রমমেব তত্তদুত্থং তং ক্লেশং সঞ্জহার ॥

১৩১। অধিকমিদমিতি বিবস্বতো বহির্বর্তমানত্বেঽপি মেঘান্তরানুপলব্ধেঃ ॥

১৩২। ভূয়োঽপি পুনরপি ভূয়ো বহুতরং যথা স্যাত্তথা, অপিধীয়মানা আব্রিয়মাণা নিজশ্রমাশঙ্কা যেন তদ্‌যথা স্যাত্তথা। মাধুর্যধুর্যসদসো মাধুর্যধারিণ্যাঃ সভায়া ধুরন্ধরো মুখ্যঃ ॥

১৩৩। কেচিৎ পৌরা লীলয়োদঞ্চদুদ্গচ্ছদ্ভ্রূলতাগ্রং কর্তৃ, ইতি কথয়ৎ সৎ জয়তি। কিং তৎ? মদ্‌ভঙ্গ্যাপি মম

গিরির যা যা ক্লেশ জন্মাল তা তা যথাক্রমে শ্রীহরি হরণ করে নিলেন—লীলামৃত বর্ষণ-মুখকমলমধু উদ্‌গীরণকারী শ্বাসবায়ু-হাস্যজ্যোৎস্নাপ্রপ্রাত-তনুমণিকিরণের দ্বারা।

১৩১। আরও, বাইরে মেঘ-বিদ্যুৎলতা পরম্পরা-ইন্দ্রধনু-অতিবৃষ্টি; আর ভিতরে মুকুন্দই মেঘ-কমলনয়নী গোপীগণ স্থির বিজলী-ময়ূরপুচ্ছ মুকুটই ইন্দ্রধনু-অতুল কোনও অনির্বচনীয় লাবণ্যধারাই অতিবৃষ্টি। এ-গিরির বাহ্যান্তর তুল্য হলেও এঁর ভিতরে অধিক হল কৌস্তুভ সূর্য, যা বাইরে নেই।

১৩২। অতঃপর মাধুর্যশালী সভার মুখ্য-কলঙ্করহিত চন্দ্রমুখো-তরঙ্গিত নয়নাঞ্চল কৃষ্ণ ব্রজবাসিগণের মনে তাঁর সম্বন্ধে যে শ্রমশঙ্কা, তা বহুতর হলেও সম্পূর্ণরূপে ঢেকে দেওয়ার জন্য অতি রসের সহিত মুরলীতে কলধ্বনি করতে লাগলেন পুনরায়।

১৩৩। ঐ ধ্বনি শুনে কোনও ব্রজবাসী বললেন—'অহো দেখ দেখ—বাম কর্ণের উৎপল নীচের দিকে ঝুলে পড়েছে, বেণুনাদ দিকে দিকে প্রসারিত হচ্ছে, লীলায় দক্ষিণ ভ্রূলতাগ্র উর্ধ্বগত হয়ে আছে—যেন

১৩৪। এবং তত্র। গিরিগর্তোদরেঽদরে দামোদরাদরানুগ্রহতো হতোপদ্রবা দ্রবাতিরেকেণ রসময়ং সময়ং জানন্তঃ কেঽপি কিমপি নাপরং পরং তদেকমনসো মনসো বিষয়ীচক্রুঃ ॥

১৩৫। তেষু চ— একে বিস্ময়িনঃ পরে রতিভৃতঃ কেচিৎ প্রহাসপ্রিয়াঃ
প্রোৎসাহাশ্রয়িণঃ পরে সখিতয়া প্রীত্যেকনিষ্ঠাঃ পরে।
সর্বে কৌতুকিনঃ স্ময়েন রভসেনাপি প্রসীদদ্ধিয়ো
বাৎসল্যাদনবস্থিতা তু জননী ন স্বাস্থ্যমালম্বতে ॥

১৩৬। এবং সতি সা সাদরমেলালবঙ্গখণ্ডাখণ্ডামোদ-ঘনঘনসারসারস্তরস্ততমং বিদলিতমুদ্বেগমুদ্বেগহারি হারিতরতাম্বূলিকাদলপুটঘটিতবীটীপরিপাকললিতং করকমলে নিধায় নিজগাদ,—'বৎস! মুরলীবাদনং পরিহর,

---

ভ্রুবোর্ভঙ্গ্যাপি ক্ষৌণীধরং ধর্তুং প্রভবতি, কিং পুনর্দোষ্ণেতি। ভগবান্ পরাক্রমী কীর্তিমান্ বা; "ভগং শ্রীকামমাহাত্ম্য-বীর্য-যত্নার্ক কীর্তিষু" ইত্যমরঃ ॥

১৩৪। দ্রবাতিরেকেণ সারস্যাধিক্যেন। অপরং শ্রীকৃষ্ণাদন্যম্, পরমুৎকৃষ্টম্ ॥

১৩৫। অথ তত্র বিবিধবাসনানাং সর্বেষামেকত্র স্থিতানাং নিখিলরসপোষকস্বরূপে তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে স্বস্বভাবোদয়মাহ—বিস্ময়িনো বিপ্রপৌরাদ্যাঃ। রতিভৃতঃ শ্রীরাধাদ্যা গোপীজনাঃ। প্রহাসপ্রিয়া বিদূষকাঃ সখিভেদাঃ, প্রোৎসাহাশ্রয়িণঃ প্রিয়সখাঃ সুবলাদয়ঃ,প্রীত্যেকনিষ্ঠা দাসা রক্তক-পত্রকাদ্যাঃ। জননী ন স্বাস্থ্যমিতি তত্রাপি বাৎসল্যস্যোদ্রেক ইতি শান্তাদ্যাঃ পঞ্চ মুখ্যরসা দর্শিতাঃ ॥

১৩৬। বিদলিতং কর্তিতমুদ্বেগং গুবাকফলম্; "গুবাকঃ খপুরোঽস্য তু ফলমুদ্বেগম্" ইত্যমরঃ। কথম্ভূতম্?

বলছে, 'ঈষৎ ভ্রূভঙ্গী আমার গিরিধারণে সমর্থ এই বামবাহুর কথা আর কি বলবার আছে'—এইভাবে দীপ্ত পরাক্রমী গিরিধারী সর্বোৎকর্ষের সহিত শোভা পাচ্ছেন।

১৩৪। এইরূপে সেখানে গিরির নির্ভয় গর্তের ভিতরে দামোদরের মহান্ অনুগ্রহে উপদ্রবহীন ব্রজবাসিগণ উৎকর্ষের প্রাবল্যে ঐ সময়কে রসময় বলে অনুভব করতে করতে কৃষ্ণৈকমনা হয়ে কৃষ্ণভিন্ন অন্য কোনও ব্যক্তি কোনও বস্তু মনের বিষয় করছিলেন না।

১৩৫। (অতঃপর সেখানে বিবিধ বাসনাযুক্ত একত্রস্থিত ব্রজবাসিদের নিখিল রসপোষক সেই কৃষ্ণে নিজ নিজ ভাবের উদয় বলা হচ্ছে—)আরও, এদের মধ্যে শান্তভক্ত বিপ্রাদি ব্রজবাসিজন বিস্মিত হচ্ছিলেন, মধুর রসের শ্রীরাধাদি গোপীগণ গূঢ় প্রীতি প্রকাশ করছিলেন, সখ্যরসের বিদূষক মধুমঙ্গলাদি কেহ হাস্যরসের সৃজন করছিলেন, প্রিয়সখা সুবলাদি অপর কেহ অতিশয় উৎসাহ দান করছিলেন, দাস্যরসের প্রীত্যেকনিষ্ঠ রক্তকপত্রকাদি কেহ সেবা করছিলেন–এইরূপে সকল কৌতুকীগণ ঈষদ্ধাস্য ও হর্ষবেগে প্রসন্নমতি হলেন; কিন্তু বাৎসল্যবশীভূতা জননী কোন সুখ পাচ্ছিলেন না।

১৩৬। এইরূপ হলে মা যশোদা এলাচ-লবঙ্গখণ্ড-অখণ্ডগন্ধযুক্ত জমাট কর্পূরাদির সরসতায় আস্বাদ্য, কাটা সুপারি-জায়ফল-চুণক্ষয়েরদ্বারা সাজান, পরিপাকে ললিত এবং উদ্বেগহারী অতিসবুজ পানের খিলি সাদরে

নাদেনাস্যা দামোদর মোদরপূরণং ভবতি। ভব তিরোধাপয়িতুং খেদমধুনা, ধুনাসি কিমপরং মে মনো মনোহরমিদং প্সাহীপ্সা হীয়তে যত্র। গতো হি বহুতিথোঽনেহা নেহাপরং বিলম্বস্ব। যদি বিলম্বসে দিবি লম্বসেধিচ্যমানজলবিরামাপেক্ষয়া রামাপেক্ষয়া তদা কৃতং তে, যদয়ং বুভুক্ষিতঃ খিদ্যতি। অথবেদং তাম্বূলমদ্ধি মদ্ধিতকৃতে' ইতি সুবলমামন্ত্র্য 'সুবল! বলমানস্তে মহানত্র প্রণয়ঃ, তদিদমাশয় সমাশয় সরসতাম্বূলম্' ইতি তস্য করে দদাতি॥

১৩৭। স চ সচমৎকারমাদায় সমাকৃষ্য বংশিকাং বংশিকাঙ্গরাগস্য তস্য মুখকমলমঞ্চলেন বিমৃজ্য তাম্বূলমাদয়ামাস, মাদয়ামাস চ মাতৃহৃদয়ং হৃদয়ঙ্গমো ধরাধরধরাধরপুটং চ রঞ্জয়ামাস॥

এলা চ লবঙ্গখণ্ডানি চ অখণ্ড আমোদো যত্র তথাভূতো ঘনো নিবিড়ো ঘনসারঃ কর্পূরশ্চ তৈর্যৎ সারস্যং সরসতা তেন রস্যতমমত্যাস্বাদ্যম্। অস্যা মুরল্যা নাদেনোদরপূরণং মা ভবতি, ন স্যাৎ, খেদং তিরোধাপয়িতুং দূরীকর্তুমধুনা ভব যর্তস্ব, ইদং মনোহরং বস্তু প্সাহি ভুঙ্ক্ষ্ব, যত্রেপ্সা হি নিশ্চিতমীয়তে প্রাপ্নোতি, তচ্চ প্সাহি; 'প্সা ভক্ষণে'। বহুতিথো বহুনাং পূরণঃ, অনেহাঃ কালঃ। দিবি লম্বানি লম্বমানানি সেধিচ্যমানাস্ততিক্ষরন্তি জলানি, তেষাং বিরামাপেক্ষয়া যদি বিলম্বসে, তদা রামাপেক্ষয়া। তব কৃতমলমিত্যর্থঃ। রামাপেক্ষা ত্বয়াতঃ পরং ত্যক্তেতি হ্রেপণং ভোজনপ্রবৃত্তিফলকমিতি ভাবঃ। 'অধুনৈব ত্বয়া ভোজিতোঽস্মীতি নেদানীং মে বুভুক্ষা' ইত্যনশ্নন্তমাহ—অথবেদমিতি। অদ্ধি ভুঙ্ক্ষ্ব, মদ্ধিতকৃতে মদনুরোধার্থমিত্যর্থঃ। আশয় ভোজয়, সমঃ সখ্যা তুল্য আশয়োঽন্তঃকরণং যস্য হে তাদৃশ॥

১৩৭। বংশিকায়া অগুরুরসস্যাঙ্গরাগো যস্য তস্য; "বংশিকাগুরুরাজার্হ-"ইত্যমরঃ। ধরাধরধরস্য কৃষ্ণস্যাধরপুটম্॥

করকমলে ধরে বললেন—'বৎস, মুরলী বাজানো থামাও। এর ধ্বনিতে হে দামোদর, তোমার উদর-পূরণ হবে না। আমার দুঃখ দূর করতে তৎপর হয়ে যাও। আমার মন আর কম্পিত করে তুলছ কেন, এই মনোহর দ্রব্য খেয়ে নেও। অথবা যাতে তোমার অবশ্যই লোভ আছে তা খাও।

বহুদিন পূরণকারী সময় চলে গিয়েছে, এখন আর বিলম্ব কর না। যদি আকাশে জমা অতি বর্ষমান জল বিরমিত হওয়ার অপেক্ষায় থাক, তবে বুঝতে হবে রামের খাতিরে কিছু করার প্রয়োজন-বোধ তোমার চিত্তে আর নেই— কারণ সে যে ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়েছে সে তো দেখতেই পাচ্ছ। অথবা আমার অনুরোধেই না-হয় এ-তাম্বুল খেয়ে নিলে।' এই বলে সুবলকে ডেকে বললেন—'সুবল, কৃষ্ণে তোমার মহান্ প্রণয় উচ্ছলিত হয়ে হয়ে উঠ্ছে, তাই বলছি হে তুল্য-আশয় সুবল, এ সরস তাম্বূল তুমি খাইয়ে দেও।' এই বলে তার হাতে উহা দিলেন।

১৩৭। কৃষ্ণের প্রিয় সুবলও অনির্বচনীয় আনন্দে তাম্বুল হাতে ধরে বংশী টেনে নামিয়ে দিয়ে অগুরুরসের অঙ্গরাগে রঞ্জিত তাঁর মুখকমল অঞ্চলের দ্বারা যত্নে মুছে দিয়ে তাম্বুল দান করলেন— মাতৃহৃদয় হর্ষোৎফুল্ল ও গিরিধারীলালের অধর রঞ্জিত করে তুললেন।

১৩৮। অথ বহিশ্চ—

পৃষ্ঠস্থেন বিড়োজসা দৃঢ়রুষা নুন্নো ঘনানাং গণো
যাবচ্ছক্তি ববর্ষ শক্তিসদৃশং বাতি স্ম ঝঞ্ঝানিলঃ।
অদ্রীন্দ্রস্য তু মেখলাপরিসরান্নির্ধাবিতা ধূলয়ো
নৈবাক্লেদি খগৈর্মৃগৈশ্চ ন দলৈঃ শীর্ণং তরূণামপি॥

১৩৯। আরাৎ পারাবারবারাদপারান্, বারাং ভারান্ বারিদা যানহার্ষুঃ।
তে তং জগ্মুঃ ক্ষ্মাং গতাঃ কিন্ত্বমীষাং, গারোদ্গারক্ষোভ এবাবশিষ্টঃ॥

১৪০। কিঞ্চ, ভ্রান্তং ভূরি মহানিলৈর্বহুতরং বান্তং পয়োদৈঃ পয়ঃ
শ্রান্তং তৈরপি তৈশ্চ হন্ত পতিতঃ তস্যৈব পাদোপরি।
ন শ্রান্তং পতিতং চ নৈব তদপি ক্রোধেন বাস্তোষ্পতেঃ
ক্রোধান্ধঃ পরমান্ধ এব হতধীর্নান্ধো দৃশান্ধো জনঃ॥

১৪১। এবং বৃষ্ট্যৈ নিরন্তরায়নিরন্তরায়মানাঃ প্রলয়কাল-তদ্বিধজগৎপ্রভঞ্জনপ্রভঞ্জন-সহিতাঃ প্রবলা বলাহকা অহো অহোরাত্রান্ সপ্ত তং তু সপ্ততন্তুভঙ্গজনিতমন্যুং শতমন্যুং শতকোটিকোটিকুটিলং প্রীণয়িতুমশকুবন্তোঽবন্তোঽহনিশং তন্নিদেশমপি বিনাশনাশয়া ব্রজভুবাং স্বস্বপুটভেদনস্য স্ব-স্বপুটভেদনস্য দশামাত্রং গতা গতা-

১৩৮। বিড়োজসা ইন্দ্রেণ: "বিড়োজাঃ পাকশাসনঃ" ইত্যমরঃ। শ্লেষভঙ্গ্যা গালিপ্রদানঞ্চ; নুন্নঃ প্রেরিতঃ॥
১৩৯। পারাবারবারাৎ সমুদ্রসমূহাৎ তে বারাং ভারাস্তং সমুদ্রমেব ক্ষ্মাং গতাঃ সন্তো জগ্মুঃ। অমীষাং বারিদানাং গারোদ্গারাভ্যাং নিগিলনোদ্গিলনাভ্যাং ক্ষোভঃ॥ ১৪০। তস্যৈবেন্দ্রস্যৈব॥
১৪১। অহোরাত্রান্ সপ্ত ব্যাপ্য বৃষ্ট্যর্থং নিরন্তরায়ং নির্বিঘ্নং যথা স্যাত্তথা, নিরন্তরময়মানাশ্চলন্তো বলাহকা

মেঘমালার প্রতাপের পর্যবসান ইন্দ্রের দুঃখমাত্রে ও গর্বনাশে ঃ

১৩৮। অতঃপর ওদিকে বাইরের অবস্থা,—ঐরাবত পৃষ্ঠারূঢ় ইন্দ্রের প্রচণ্ড ক্রোধে প্রেরিত মেঘমালা যথাসাধ্য বর্ষণ করল, ঝড় নিজশক্তি অনুরূপ বইতে লাগল, কিন্তু এতেও গিরিরাজের নিতম্বপ্রান্তদেশ থেকে ধূলি পর্যন্ত প্রক্ষালিত হল না, খগ-মৃগ-বৃক্ষের পত্রচয় জীর্ণ হল না।

১৩৯। মেঘমালা দূর দূর সমুদ্র থেকে অপার জলভার যা যা আহরণ করে নিয়ে আসছে তা পৃথিবীর উপর পড়ে ঐ সমুদ্রেই চলে যাচ্ছে—মেঘের শুধু গিলন আর বমনের দুঃখমাত্র সার হচ্ছে।

১৪০। আরও, ঝড় বহুত দাপাদাপি করল। মেঘ বমন করল বহুতর জল। তারা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ল। হায় হায়, অতঃপর তারা ইন্দ্রের পাদোপরি গিয়ে পড়ে গেল। ইন্দ্র কিন্তু না-পরিশ্রান্ত হল, না গিয়ে পড়ল কোথাও—ঐ ক্রোধেই চুর হয়ে রইল সে। ক্রোধান্ধ জনই পরম অন্ধ ও হতবুদ্ধি, চক্ষুতে অন্ধ অন্ধ নয়।

১৪১। এইরূপে অহোরাত্র সাতদিন ব্যাপি বর্ষণার্থে নির্বিঘ্নে চলমান্ মেঘমালা যজ্ঞভঙ্গজনিত ক্রোধাবিষ্ট- শতকোটি বজ্র থেকেই কুটিল মতি ইন্দ্রকে কিন্তু প্রসন্ন করতে সমর্থ হল না—ব্রজভূমির নিরাকুল

সবো ইব যদা বভূবুস্তদা ত্রপয়াপযাতমদো নিজপুরং পুরন্দরো ন গন্তুমিয়েষ ॥

১৪২। তস্য তু সপ্তভিরহোভিরহো সপ্তযুগায়িতুং ধরণিধরধরপরিজনানাং তু সপ্তঘটিকাভিরঘটিকাভিরমণীয়তেয়ং ভগবতো বিভবস্য ভবস্য কমলভবস্য চ যো ন গোচরো যো নগোঽচরোঽস্য করকমলগতঃ, স চ তাবতা বতায়ামবতাপি তাপিভুবনেন তাপিভুবনেন ধারানিকরকরকাপাতবাতবাধাসহস্রেণাপি নিরুপদ্রুতো দ্রুতোদ্বর্তিতশরীর ইব বহুশো বহুশোভাভরনির্ভর ইব ভাতি স্ম ॥

১৪৩। ব্রজে পুরগোপুরগোপানসীপ্রভৃতিকমপি কমপি শোভাভরমায়াতি প্রভাবতোঽভাবতো বিপদাং কৃতমঙ্গলস্নানমিব ॥

মেঘাস্তং তু শতমন্যুমিন্দ্রং তু প্রীণয়িতুমশক্নুবন্তঃ শ্রান্ত্যা গতাসব ইব যদা বভূবুস্তদা পুরন্দরোঽপি নিজপুরং গন্তুং ত্রপয়া ন ইয়েষ নৈচ্ছৎ। তং তু কীদৃশম্? সপ্ততন্তোর্মখস্য ভঙ্গেন জনিতমন্যুং শতকোটিকোটের্বজ্রাগ্রাদপি কুটিলম্। ব্রজভুবাং স্বস্থং যৎ পুটভেদনং পত্তনং তস্য বিনাশনস্যাশয়া তন্নিদেশমিন্দ্রাজ্ঞামনিশমবন্তঃ পালয়ন্তোঽপি। কিঞ্চ, স্বেষাং যানি স্বপুটানি শিরোঽস্থীনি তেষাং ভেদনস্যৈব স্ফোটনস্যৈব দশাং গতাঃ ॥

১৪২। সপ্তভিরহোভিঃ সপ্তভির্ঘটিকাভিরিবাঘটি চেষ্টিতং সমভাবীতি বা। ইন্দ্রস্য মহৎ কষ্টমেষাং তু মহৎ সুখমেবেতি ধ্বনিতম্। বর্ণিতমর্থমুপসংহরন্ সশীৎকারমাহ—ভগবতো বিভবস্য কেয়মভিরমণীয়তা, যো বিভবো ভবস্য শম্ভোঃ, যোঽচরো নিশ্চলো নগো গোবর্ধনপর্বতঃ। স চ তাবতাপি ধারানিকরাদিসহস্রেণাপি নিরুপদ্রুতো ভগবচ্ছক্তিসঞ্চারাদিতি ভাবঃ। বতেতি বিস্ময়ে। আয়ামবতাপি যতস্তাপীন্যনুতাপযুক্তানি ভুবনানি লোকা যতস্তেন যদ্যতস্তাপকানি জলানি যত্র তেন ॥

১৪৩। কিঞ্চ, ব্রজে পুরেতি। তত্রাপি ভগবচ্ছক্তিনিধানমেব হেতুরিত্যাহ—অতিপ্রভাবত ইতি ॥

নগরের বিনাশের আশয়ে নিরন্তর তাঁর আজ্ঞা পালন করতে থাকলেও। এইরূপে মাথার হড্ডীফাটা দশা প্রাপ্ত হয়ে পরিশ্রমে প্রাণ যাওয়ার মতো অবস্থা হল যখন তাদের, তখন লজ্জায় ইন্দ্রের গর্ব পালিয়ে গেলেও নিজে কিন্তু সে যেতে ইচ্ছা করল না।

১৪২। সপ্তদিবস অহো অতিকষ্টে ইন্দ্রের সপ্তযুগের মতো, আর কৃষ্ণ পরিজনদের অতিসুখে সপ্তঘটিকার মতো মনে হতে লাগল। অহো, ভগবৎবৈভবের এ কি অপূর্ব রমণীয়তা—এ ব্রহ্মা-শিবেরও অগোচর, এ-গোবর্ধন পর্বত নিশ্চল হয়েও আজ এঁর করতলগত। সপ্তদিবস ব্যাপি বিস্তারিত ও পৃথিবীর জনমাত্রকে অনুতাপদায়ী-জ্বালাময় জলযুক্ত সমস্ত ধারানিকর-করকাপাত-ঝঞ্ঝাদি বিঘ্ন সহস্র সহস্র হলেও সেই গিরিরাজ তার ভিতরে উপদ্রবহীন অবস্থায় থেকে অনর্গল স্নাত ও গন্ধ দ্রব্যাদিতে বিলেপিত ও বহু শোভাভারে পরিপূর্ণের মতো দীপ্তি পেতে লাগলেন।

১৪৩। ব্রজে পুরদ্বার চন্দ্রশালিকা প্রভৃতি অভিষেক স্নান হলে যেমন হয় তেমনই এক অপূর্ব শোভাতিশয্য প্রাপ্ত হল—শ্রীকৃষ্ণের অতিপ্রভাবে বিপদের অভাববশতঃ।

১৪৪। তথা সতি জন্মান্তরমাপন্নমিব গগনম্, অঙ্কুরিতা ইব হরিতঃ, নষ্টদ্দশায়ামন্ধতমসৈরুদ্গীর্ণ ইব প্রকাশনামা পদার্থঃ, তৎকালমদিতিগর্ভান্নিষ্ক্রান্ত ইব কিরণমালী, তৎক্ষণমাদিবরাহেণোন্নীতমিবাবনিতলম্, সদ্যঃ প্ররুহ্য বর্দ্ধিতা ইব তরুগুল্মলতাদয়ঃ, উন্মাদব্যাধিবিনির্মুক্ত ইব অপস্মারতো নির্গত ইব প্রকৃতিং গতঃ পবনঃ, পতিব্রততাব্রত-তাদবস্থ্যেন জলনিধিপতিকৃতাত্মসমর্পণতয়া তদ্গতজীবনত্বেন নামমাত্রৈকশরীরা গিরিদুহিতরঃ, ভগবত্তত্ত্বাববোধসম্পত্তৌ কামাদয় ইব কুতোঽপি দ্রুতবিদ্রুতাঃ পয়োবাহাঃ, ক্রমপতিতেষু সপ্তস্বহোরাত্ররূপগর্ভেষু কালভার্য্যায়া অষ্টমমিবাপত্যমহঃ সমুৎপন্নং যদি, তদা শ্রীগোবর্দ্ধনধরঃ সরসমুবাচ,—'ভো ভো আর্যপাদাঃ।

নষ্টা কষ্টাতিবৃষ্টিঃ ক্ষয়সময়ঘনাঃ সংক্ষয়ং প্রাপ্তবন্তঃ
শান্তং ধ্বান্তং সমন্তাৎ ক্ষিতিরপি রহিতা দুর্দমৈঃ কর্দমৌঘৈঃ।
সপ্তাহং প্রাপ্তমূর্ছো নয়নমিব সমুন্মীলয়ামাস সূর্য্যঃ
পুর্য্যো বঃ পূর্বরূপাঃ সপদি সমুচিতঃ প্রক্রমো নিষ্ক্রমস্য॥'

১৪৫। এবমুক্তে ভগবতাগবতা সর্ব এব সমুদিতা মুদিতাঃ সন্তো মহোৎসাহে তথাবিধেঽনূনা ধেনূনামাবলিমগ্রতো নিষ্ক্রাময়িতুং প্রচক্রমিরে॥

১৪৪। উন্মাদাপস্মারাভ্যাং পরনিজোদ্বেজকত্বদ্যোতনম্। পতিব্রততা পাতিব্রত্যং তদেব ব্রতং তস্য তাদবস্থ্যেন স্বস্থত্বেন জলনিধিরেব পতিস্তত্র কৃতমাত্মসমর্পণং যাভিস্তত্তয়া। জীবনং জীবিতং জলং চ গিরিদুহিতরো নদ্যঃ, পয়োবাহা মেঘাঃ; কাল এব ভার্যা তস্যাঃ। ক্ষয়সময়ো মহাপ্রলয়ঃ। সপ্তাহমিতি বিংশত্যধিকচতুঃশতঘটিকাতিক্রমজ্ঞানাৎ॥

১৪৫। অগবতা গিরিধারিণা, সমুদিতাঃ প্রাপ্তসমুদয়া মহোৎসাহে অনূনা অন্যূনাঃ॥

ঝঞ্ঝার শান্তি ও ব্রজজনের শৈলছত্রতল থেকে বহির্নিগমন ঃ

১৪৪। এইরূপ হলে আকাশ যেন জন্মান্তর প্রাপ্ত হল, দিক্ সকল যেন অঙ্কুরিত হয়ে উঠল, নষ্টদশাগত আলোক নামক পদার্থ যেন অন্ধতামিস্র-বমিত হয়ে বেড়িয়ে এল, অবনিতল যেন সেই ক্ষণেই আদিবরাহের দন্তাগ্রে উন্নীত হল, তরুগুল্মলতাদি যেন সদ্য অঙ্কুরিত হয়ে বেড়ে উঠল, উন্মাদব্যাধি বিনির্মুক্ত-মৃগীরোগনির্গত বায়ুর মতো ঝঞ্ঝা শান্ত হয়ে এল, পাতিব্রত-ব্রতে অধিষ্ঠিত থাকায়-পতি সমুদ্রে আত্মসমর্পণ হেতু তদ্গত জীবন হওয়ায় নদী নামমাত্রৈক শরীরিণী হয়ে উঠল, ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানসম্পত্তির উদয়ে কামাদির মতো মেঘমালা দ্রুত কোথাও পালিয়ে গেল, কালরূপ ভার্যার সপ্তদিনরাতরূপ গর্ভ ক্রমে ক্রমে পতিত হলে অষ্টম পুত্র জন্মানোর মতো শুভ দিন যদি এসে গেল তখন শ্রীভগবান্ গোবর্ধনধারিলাল সরসভাবে বললেন—

'কষ্টপ্রদ অতিবৃষ্টি থেমে গিয়েছে, মহাপ্রলয় মেঘ একেবারেই চলে গিয়েছে, ভুমিতলও দুর্দম কর্দমমুক্ত হয়েছে, সপ্তাহব্যাপি প্রাপ্তমূর্চ্ছা নয়নের মতো সূর্য সম্পূর্ণ উন্মীলিত হয়েছে। আপনাদের হে পুরবাসিগণ পূর্বের অবস্থা ফিরে এসেছে, এই অবসরে শীঘ্র পর্বততল থেকে বেড়িয়ে আসা সমুচিত।'

১৪৫। ভগবান্ গিরিধারী এরূপ বললে সকলেই একত্রিত হয়ে আনন্দ সহকারে তথাবিধ মহোৎসবে পরিপূর্ণ হয়ে প্রথমত ধেনুগণকে বের করতে আরম্ভ করলেন।

১৪৬। তাসাং চ যথাহুঙ্কৃতমেব বহির্জিগমিষূণামিষূণামিব বেগো যদ্যপি সমজনি, তথাপি তথা পিবন্তীনাং ভগবদাননমাধুর্য্যমাধুর্য্যমিবাত্মানং মন্যমানানামন্যমানানাদরতয়াদরতয়া চ তদ্বাধদুঃখস্য ক্ষণবিলম্বে বিলম্বেষ্টয়তি সতি স তিলমাত্রতো নিষ্কম্পানুকম্পানুগতয়া তয়াঽপাঙ্গভঙ্গ্যৈব নিষ্ক্রাময়ামাস ॥

১৪৭। ততশ্চ, পাতালোদরতঃ ফণীশিতুরিব স্ফীতাঃ সহস্রং ফণা
জ্যোৎস্নাজালমিবালমন্ধতমসত্রস্তং ভুবো গর্ভতঃ।
অদ্রীন্দ্রস্য শিফাবলিঃ স্ফটিকজা সঞ্চারিণীবোদ্ধতা
নিশ্চক্রাম সমন্ততো বিলভুবঃ স্নিগ্ধা গবাং সন্ততিঃ ॥

১৪৮। এবং শ্রীকৃষ্ণোক্তিবিক্রমতঃ ক্রমতঃ সর্ব এবাভীরা ভা-রাহিত্যেন বিকসদন্তরা দন্তরাজিরাজি-কিরণমঞ্জরীজরীজৃম্ভমাণবদনা গিরিতলবিবরতো বরতোষেণ নিশ্চক্রমুশ্চক্রমুৎসাহস্য সাহস্যসমাসন্নং চ সমাসেদুঃ ॥

১৪৬। ইষূণামিবেতি বহুক্ষণনিরোধোত্তরনিষ্ক্রমে পশূনাং তথা স্বাভাব্যাৎ, তথাপি তথা নির্বিঘ্নং পিবন্তীনামিত্যর্থঃ। আধুর্যমতিশ্রেষ্ঠম্, অতএবাত্মমানে সুখহেতুকসম্মানান্তরেঽনাদরতয়া তদ্বাধদুঃখস্য তস্য মাধুর্যপানস্য বাধে প্রাপ্তে যদ্দুঃখং তস্যাদরতয়াঽনল্পতয়া চ হেতুনা ক্ষণবিলম্বে সতি শ্রীকৃষ্ণনিষ্ক্রমাদর্শনাৎ পুনঃ স্ববলাদেব পরাবৃত্য বিলং গর্তং বেষ্টয়তি সতি স শ্রীকৃষ্ণোঽপাঙ্গস্য ভঙ্গ্যৈবায়মহমধুনৈব যুষ্মাননুসর্পামীতি ব্যঞ্জয়ন্ত্যা ইত্যর্থঃ। তয়া প্রসিদ্ধয়া তাভিঃ শিক্ষিতপ্রকারক-য়েত্যর্থঃ ॥

১৪৭। ফণীশিতুঃ শেষনাগস্য ফণা ইত্যত্র ঘোরত্বপ্রসক্তিমাশঙ্ক্যাহ—জ্যোৎস্নাজালং চন্দ্রিকাসমূহঃ, তস্যাপি দিনে সূর্যতঃ পরাভবমাশঙ্ক্য পুনরাহ—শিফাবলিঃ স্ফটিকজেতি ॥

১৪৮। দন্তরাজীনাং দন্তশ্রেণীনাং রাজিনীভির্বিরাজমানাভিঃ কিরণমঞ্জরীভিরতিপ্রকাশবদনাঃ, হসো হাসস্তেন সহ বর্তমানং সহসম্,সহসস্য ভাবঃ সাহস্যম্, তেন সমাসন্নং সংসক্তমুৎসাহস্য চক্রম্, হাসোৎসাহয়োরেকত্র-সাহিত্যৌ-চিত্যাৎ ॥

১৪৬। এতে বাইরে যাওয়ার ইচ্ছুক ধেনুগণের যেমন ডাকাডাকি তেমনই তীরের মতো বেগ যদিও হল, তথাপি নির্বিঘ্নে কৃষ্ণানন-মাধুর্যপানরত তাদের নিজেদের অতিশ্রেষ্ঠ বলে বোধ থাকায় অন্য সুখকর সেবায় অনাদর ও অল্পবুদ্ধি হল। মাধুর্য-পানের বিঘ্নজনিত দুঃখ অসহনীয় হওয়ায় ক্ষণকাল বিলম্ব করে যখন তারা চেয়ে দেখলো কৃষ্ণ বের হচ্ছেন না তখন তারা পুনরায় সবলে ফিরে এসে ঐ পর্বতের নীচের গর্ত ঘিরেই দাঁড়ালো। শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ অনুকম্পানুগত সেই পরিচিত কটাক্ষে তাদের বাইরে বের করে দিলেন।

১৪৭। অতঃপর স্নিগ্ধ গরুর পাল গর্তভূমি থেকে চতুর্দিকে উদ্ধত হয়ে বেড়িয়ে এল—পাতাল-পুরি থেকে নিষ্ক্রান্ত শেষনাগের সহস্র স্ফীত ফণার মতো, মাটির গহ্বরাশ্রিত অন্ধতামিস্র-সন্ত্রস্ত জ্যোৎস্না-জালের মতো, গিরিরাজের স্ফটিকোৎপন্ন সঞ্চারিণী জটাজালের মতো।

১৪৮। এইরূপে কৃষ্ণের কথার প্রভাবে গোপেরা ক্রমে ক্রমে সকলেই ভয়রাহিত্য হেতু প্রফুল্লিত অন্তঃকরণে দন্তরাজির দ্যোতমান কিরণমঞ্জরীতে অত্যুজ্জ্বল মুখো হয়ে গিরিরাজের গর্ত থেকে বেড়িয়ে এলেন—হাসি হাসি ভাবের সহিত সম্মিলিত উৎসাহচক্র প্রাপ্ত হলেন।

১৪৯। ততশ্চ, ভুবো গর্ভাৎ সিদ্ধৌষধিততয় ইব প্রজ্বলন্ত্যো দিবাপি
ক্ষরন্তীনাং শৈলাদ্ঘৃণয় ইব মহাদিব্যরত্নাবলীনাম্।
ভুজঙ্গানাং লোকাদিব ভুজগফণাবৃন্দমাণিক্যভাসঃ
সমুত্তস্থুঃ কৃষ্ণে বিনিহিতনয়নপ্রান্তমাভীরনার্য্যঃ ॥

১৫০। এবং নিঃসৃতেষু তেষু চ সহচরাদিষু, স্বয়মপি চ—
করতলকৃতশৈলঃ শৈলসীমামতীত্য, ব্রজভুবি, কৃতপাদাম্ভোজলীলাবিলাসঃ।
কুসুমময়মিবৈকং কন্দুকং বামপাণেঃ, শিথিলিতমিব কৃত্বা তং যথাস্থানমাস্থৎ ॥

১৫১। এবং যথাস্থলস্থলক্ষণে ক্ষণেন কৃতে সতি গিরীন্দ্রে স্নেহানুতাপিতরৌ পিতরৌ গাঢ়মালিঙ্গ্য শিরো জঘ্রতুঃ, কুতূহলী হলী চালিলিঙ্গ সস্নেহাশ্রুম্, হা স্রংসমানবলমিবাখিলমঙ্গং গিরিভরেণ নির্ভরেণ নির্ভাতমস্তীতি প্রসূঃ প্রস্নুতবাৎসল্যাতিশয়া শয়াভ্যাং বামবাহুমস্য মৃদ্নতী বামকরতলং চুচুম্ব ॥

১৪৯। আভীরনার্য্যঃ শ্রীগোপযুবতয়ঃ,শৈলাৎ ক্ষরন্তীনাং দিব্যরত্নাবলীনাং ঘৃণয়ঃ কিরণা ইব। অত্র সিদ্ধৌষধিতত্যাদীনাং তিসৃণামুপমানাং কন্ত্যা মহার্ঘ্যতয়া চোত্তরোত্তরপ্রাশস্ত্যাদ্যুবতিযূথানামপ্যুত্তরোত্তরশ্রেষ্ঠানাং কনিষ্ঠক্রমেণ নিষ্ক্রমো জ্ঞেয়ঃ ॥

১৫০। সহচরাদিষ্বিত্যত্রায়ং ক্রমঃ—'নির্জগ্মুঃ কালয়ন্তো গা গোপাস্তাস্তৎসখা অপি। পৌরা গোপাস্ততো বৃদ্ধা নন্দঃ সর্বাস্ততঃ প্রসূঃ ॥', বামপাণেঃ সকাশাৎ শিথিলিতমিব কৃত্বেতি দক্ষিণহস্তাস্পর্শঃ স্বস্যানায়াসত্বং সর্বান্ প্রতি জ্ঞাপয়িতুম্। যথাস্থানং তস্য স্থানমনতিক্রম্য, আস্থৎ নিক্ষিপ্তবান্ ॥

১৫১। স্নেহাদনুতাপিতরৌ অতিশয়েনানুতাপিনৌ। প্রসূঃ শ্রীযশোদা, শয়াভ্যাং মৃদ্নতী সংবাহয়ন্তী ॥

১৪৯। অতঃপর গোপযুবতীগণ ভাবভরে কৃষ্ণের দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ করে ভূমিগর্ভ থেকে বেড়িয়ে এসে দাঁড়ালেন - দিনের বেলায়ও অতি দীপ্তিমতী সিদ্ধৌষধিশ্রেণীর মতো, গিরি থেকে ক্ষরিত মহাদিব্যরত্নাবলী-কিরণের মতো, পাতালোত্থ ভুজঙ্গের ফণীফণাবৃন্দস্থ মাণিক্য-জ্যোতির মতো।

১৫০। এইরূপে ক্রমানুসারে তাঁরা সকলে বেড়িয়ে এলে সহচর বালকগণ বেড়িয়ে আসবার পর কৃষ্ণ নিজেও বেরিয়ে এলেন—

হাতে গিরিরাজ ধরা, গিরিরাজের সীমা অতিক্রম করে ব্রজভূমিতে পদবিন্যাস লীলায় বিলাসবান্ শ্রীকৃষ্ণ গিরিরাজকে যেন বামহস্ত থেকে আলগা করে নিয়ে এক কুসুমকন্দুকের মতো ছুঁড়ে যথাস্থানে বসিয়ে দিলেন।

১৫১। এইরূপে গিরিরাজকে যথাস্থানে নিমেষমাত্রে দৃঢ় করে বসিয়ে দিলে অতিশয় অনুতপ্ত মাতা পিতা শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করে শিরঘ্রান নিলেন, স্নেহাশ্রু পূর্ণ নয়নে হলধর আলিঙ্গন করলেন। 'হায় হায়, প্রতীতি হচ্ছে যেন পর্বতের অতিভারে সমস্ত শরীর এর শিথিলের মতো হয়ে এসেছে' এরূপ বলে মা যশোদা অতিশয় মাতৃবাৎসল্যে করকমলে কৃষ্ণের বামবাহু মর্দন করে দিলেন ও বামকরতল চুম্বন করলেন।

১৫২। বাৎসল্যকাষ্ঠাধিরোহিণী রোহিণী চ মণিদীপাবলিবলিতকরতলা সাশ্রুনীরা নীরাজয়ামাস, ব্রজপুরপুরন্ধ্রয়োঽরন্ধ্রযোজিতশুভাশিষো নিবিড়তরস্নেহোদধাক্ষতা দধ্যক্ষতাঙ্কুরিতদূর্বাদিভিঃ পূজয়ামাসুঃ, বিপ্রা বিপ্রাগল্ভ্যা বিপ্রভার্য্যা বিপ্রভার্য্যাশ্চ সস্নেহমাশ্লিষ্য সপ্রশংসাভিরাংশসাভিরানর্চুঃ, সন্নন্দাদয়শ্চ পিতৃব্যাঃ পিতৃব্যাকুলতানূনা বৎসলতালতাপাশবদ্ধা ইব নির্ভরমালিঙ্গ্য শিরো জঘ্রুঃ, কেবলবলমানানুরাগ-রাগবত্তর-তরলমন্দাক্ষমন্দাক্ষত-বিলোচনাঞ্চল-চলদনুপম-নিরীক্ষণক্ষণবিসৃষ্টশোভাসহচরীকেন কেনচিন্মনোবিলাসবিশেষেণ সমর্হয়ামাসুরনুরাগিণ্যঃ ॥

১৫৩। অথ তস্মিন্নেবানেহসি হসিতসুধাসুধাবিতমধুরাধরং মধুরাধরঞ্জিনং বসন্তমিব সকলসুমনঃপরি-মলং তমেনমেনসোঽপহারিণং হারিণং ব্রজরাজ-যুবরাজং নভসি ভসিতকুসুমসমূহা বৃষ্টিকিরাং প্রসিদ্ধসিদ্ধসরসবিদ্যা-ধরবিদ্যাধরসুসাধ্যসাধ্যশুভগন্ধগন্ধর্ব-কিং পুরুষপুরুষযোষিতামাবলিরতিতুষ্টা তুষ্টাব ॥

১৫২। বাৎসল্যস্য কাষ্ঠা উৎকর্ষস্তামধিরোঢ়ুং শীলমস্যাঃ সা। অরন্ধ্রং নিশ্ছিদ্রমেব যোজিতাঃ শুভা আশিষো যাভিস্তাঃ, যতো নিবিড়তরে স্নেহোদধাবক্ষতাঃ ক্ষতং ছিদ্রং তদ্রহিতাঃ, অব্যভিচারিতা ইত্যর্থঃ। বিপ্রাগল্ভা বিশিষ্টপ্রাগ-ল্ভাবন্তঃ, বিশিষ্টয়া প্রভয়া আর্য্যাঃ। পিতুর্যা ব্যাকুলতা তস্যামন্যূনা ন ন্যূনা। কেবলং বলমানেনানুরাগেণ রাগো রঞ্জনং তদ্বত্তরঞ্চ তৎ তরলেন বিশ্লথেন মন্দাক্ষেণ লজ্জয়া মন্দং যথা স্যাত্তথাঽক্ষতঞ্চ যদ্বিলোচনাঞ্চলং তস্মাচ্চলৎ প্রসরচ্চানুপমঞ্চ যন্নিরীক্ষণমবলোকনং তৎক্ষণে তদবসরে এব বিসৃষ্টং দত্তং শোভাসহচর্যা শোভৈব সহচরী তদ্দ্বারা কং সুখং যতস্তেন। 'মাধুর্য্যোদধিসংমগ্ন-প্রিয়বর্গেণ সৎকৃতম্। ঐশ্বর্য্যোদধি-সংমগ্নাঃ সিদ্ধাস্তাস্তুষ্টুবুর্হরিম্ ॥'

১৫৩। অথানন্তরং তস্মিন্নেবানেহসি সময়ে; "অনেহাপি সময়ঃ" ইত্যমরঃ। তং প্রসিদ্ধসিদ্ধাদীনামাবলিস্তুষ্টাব। মধুরাধৌ চৈত্রবৈশাখৌ রঞ্জয়িতুং শীলমস্য তং বসন্তমিব সকলানাং সুমনসাং পুষ্পাণাম্; পক্ষে, দেবানাং সাধূনাং বা পরি-

---

১৫২। বাৎসল্যের শিখরে আরোহনশীলা রোহিণী বলি-অঙ্কিত করতলে মণিদীপাবলী ধরে অশ্রু-পূর্ণ নয়নে আরতি করলেন। ব্রজপুরপুরস্ত্রীগণ নিশ্ছিন্দ্র শুভাশিষ দিলেন, যেহেতু তাঁদের চিত্তে, অখণ্ড নিবিড় স্নেহ সর্বক্ষণই বিদ্যমান। অতঃপর তাঁরা দধিধান্য ও অঙ্কুরিত দূর্বাদিদ্বারা পূজা করলেন। অতি তেজস্বী ব্রাহ্মণগণ ও অতিপ্রভায় শ্রেষ্ঠা ব্রাহ্মণীগণ সস্নেহে আলিঙ্গন করে প্রশংসার সহিত আশীর্বাদের দ্বারা পূজা করলেন। সন্নন্দাদি পিতৃব্যগণ পিতার থেকে অন্যূন ব্যাকুলতায় বাৎসল্যতারজ্জুবদ্ধের মতো দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করে মস্তকের আঘ্রাণ নিলেন। বলমান্ শুদ্ধ অনুরাগের দ্বারা রঞ্জিতা ও প্রবল লজ্জা দ্বারা মন্দ-অক্ষত-লোল নয়নকোনে প্রসরণশীল তথা অনুপম কটাক্ষ কারিণী অনুরাগিণীগণ সেই সুযোগে উদ্গত শোভারূপ সহচরী দ্বারা রচিত সুখকর মনোবিলাস-বিশেষরূপ কোনও উপচারে পূজা করলেন।

১৫৩। অতঃপর সেই সময়ে হাস্যসুধায় সুধাবিত মধুর অধরে শোভন, চৈত্র বৈশাখ-রঞ্জী বসন্ত যেমন সকল পুষ্পের পরিমলে ভরপুর তেমনই দেবতা ও সাধুগণের সকল সাদ্গুণ্যের উৎসরূপ, পাপহারী, হারে বিভূষিত ব্রজরাজযুবরাজকে আকাশে থেকে নক্ষত্রসম কুসুমরাজি বৃষ্টিকারিণী প্রসিদ্ধ সিদ্ধ-সরসবিদ্যায় পারঙ্গত বিদ্যাধর-সুসাধ্য রুদ্রানুচর গণদেবতা-উৎককৃষ্ট গন্ধী গন্ধর্ব-কিংপুরুষ প্রদেশের পুরুষ ও রমণীগণ সকলে মিলে অতি আহ্লাদে স্তুতি করতে লাগলেন—

১৫৪। জয় জয় নন্দাত্মজ জয় বৃন্দাবনরসকন্দাতুলগুণবৃন্দা-
ধিকতরনন্দচ্চিন্মকরন্দ-স্বপদরবিন্দদ্বয়কুরুবিন্দ-
প্রভনখচন্দ্রাবলিভিরতন্দ্রামলরুচিসান্দ্রাকৃতিভিরলং দ্রা-
বিতনিজলোকব্যতিকরশোক-স্ফুরদস্তোকপ্রথিতশ্লোক
শ্রীধর ধীর ব্রজবরবীর প্রকটাভীর-শ্যামশরীর ॥

১৫৫। বারমেকমাত্রমেব তেঽহমিত্যুদীরয়ন্তি যে তু তানপি ত্বমত্র নাথ পাসি, জন্মমৃত্যুখেদভেদকারি-হারিপাদপদ্মমেব তে ভজন্তি যে তু তান্, কিন্তু। নিত্যসত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তরূপপার্ষদৌঘসেব্যমানমাননীয়গীয়মান-গোকুলেন্দ্রপুত্রচিত্রসচ্চরিত্র দেবদেব তুভ্যমেব মে নমো নমো নমোঽস্তু ॥

১৫৬। প্রকুপিতবক্রোদ্ধতমদশক্রোদ্ভটকৃতবিক্রোশনঘনচক্রো-
জ্ঝিতগুরুবৃষ্টিক্ষতপুরুসৃষ্টিব্রজজনতুষ্টিপ্রথনপরীষ্টি-
প্রকটিতহেলালসভুজখেলাতোলিতশৈলাধিপ হে জয় জয় ॥

মলো গন্ধঃ ; পক্ষে, সাদ্গুণ্যঞ্চ যতস্তম্, এনসোঽঘস্যাপহারিণম্। ভানি নক্ষত্রাণীব সিতানি কুসুমানি তেষাং সমূহাবৃষ্টিং কিরন্তীতি তাসাম্ ॥

১৫৪। বৃন্দাবনে রসানাং সর্বেষাং বিষয়ত্বেনাশ্রয়ত্বেন চ কন্দমূলভূত,বৃন্দাবনে রসো রাগস্তেন কং সুখং দদাতীতি বা, অতুলৈর্গুণবৃন্দৈরধিকতরঞ্চ তন্নন্দন্তী সমৃদ্ধিমতী চিৎ উপলব্ধিরেব মকরন্দো যত্র তচ্চ যৎ স্বপদারবিন্দদ্বয়ং তস্য কুরুবিন্দপ্রভাভির্নখচন্দ্রাবলিভিঃ। কীদৃশীভিঃ? অতন্দ্রা চাসাবমলা নিষ্কলঙ্কা চ রুচিভিঃ সান্দ্রা চাকৃতির্যাসাং তাভিরিতি কমলে চন্দ্রশ্রেণী সা চাতন্দ্রত্বাদিলক্ষণেত্য ভূতত্বম্। অলমতিশয়েন দ্রাবিতো নিজলোকানাং ব্যতিকরেণ ব্যতিসঙ্গেণ শোকো যেনেতি শোকস্য তমস্ত্বং সন্তাপত্বং বা ব্যঞ্জিতম্। স্ফুরন্নস্তোকঃ প্রচুরঃ শ্লোকো যশো যস্য হে তথাভূত ॥

১৫৫। তেঽহমিতি তবাস্মীতি। নিত্যমেব সত্যাশ্চ তে শুদ্ধবুদ্ধাঃ শুদ্ধজ্ঞানবন্তশ্চ মুক্তরূপা যে পার্ষদৌঘাস্তৈঃ সেব্যমানশ্চাসৌ মাননীয়শ্চ গীয়মানশ্চেতি স তথা ॥

১৫৪। গন্ধর্ব-বিদ্যাধরাদির স্তুতি ঃ

জয় জয় হে নন্দাত্মজ! জয় বৃন্দাবন-নিখিল রসমূল! অতুল গুণবৃন্দের দ্বারা সমৃদ্ধিমতী চিদুপলব্ধিরূপ মকরন্দের উৎসস্বরূপ আপনার পদকমলদ্বয়ের অনলস নিষ্কলঙ্ক রুচিদ্বারা সান্দ্রাকৃতিবিশিষ্ট ও পদ্মরাগমণিপ্রভাবান্ নখচন্দ্রাবলীর জ্যোৎস্নাপাতে দ্রবীকৃত হচ্ছে আপনার নিজলোকের শোক। হে নিজজন শোকহারী! দিকে দিকে প্রসারিত হচ্ছে অতি প্রসিদ্ধ আপনার যশোরাশি। হে প্রথিত শ্লোক! হে শ্রীধর! হে ধীর! হে ব্রজের শ্রেষ্ঠ বীর। হে প্রকট গোপ-শ্যামশরীর! আপনার জয় হোক জয় হোক।

১৫৫। একবার মাত্র যে বলে, 'আমি তোমার হলাম' তাকেই আপনি এ-সংসারে রক্ষা করেন। জন্মমৃত্যু দুঃখহারী আপনার মনোহর পাদপদ্ম যে ভজন করে অহো, তাঁকে যে কি করেন সে আর কি বলা যাবে? নিত্য-সত্য-শুদ্ধ-জ্ঞানবন্ত মুক্তরূপ পার্ষদগণের দ্বারা সেব্যমান-মাননীয়-গীয়মান হে গোকুলেন্দ্র পুত্র! হে আশ্চর্যচরিত্র দেবদেব। আপনাতে প্রণাম প্রণাম থাকুক।

১৫৭। লীলাকন্দুককল্পীকৃতগিরিতল্পীকৃতকরমল্পীভবদবিকল্পী-
ভূতসুরেশস্ময়মখিলেশ-ব্যতিকরকেশ-প্রণয়িমণীশ
ব্রজজনবন্ধো করুণাসিন্ধো দৃঢ়তরবন্ধো ন খলু মদান্ধো
ভজতি ভবন্তং ভুবি বিহরন্তং ত্রিভুবনকান্তং স্বমহসি সন্তম্ ॥

১৫৮। জয় জয় গোপীরতিরসরোপী সকলকলাপীবরসুখবাপী-
চর তব দেহো ঘনরসদেহোঽনিশসুখদোহো গতসন্দেহো
মহদহমাদিপ্রকৃতিপুমাদিনিয়তমনাদিধু্তেতরবাদি-

১৫৬। প্রকুপিতশ্চাসৌ বক্রশ্চোদ্ধতমদশ্চ যঃ শক্রস্তেনোদ্ভটং যথা স্যাত্তথা কৃতং বিক্রোশনং যত্র তাদৃশং যদ্ঘনচক্রং মেঘসমূহস্তেনোজ্ঝিতা গুর্বী বৃষ্টিস্তয়া ক্ষতা পুরুসৃষ্টিস্তদুপশমোপায়নির্মাণং যেষাং তথাভূতানাং ব্রজজনানাং তুষ্টিপ্রথনং সন্তোষবিস্তার এব পরীষ্টিঃ পরিচর্যা তয়া প্রকটিতা হেলালসস্য ভুজস্য যা খেলা তয়ৈব তোলিত উন্নীতঃ শৈলাধিপো যেন সঃ ॥

১৫৭। মদান্ধো জনো ভবন্তং ন ভজতি। কীদৃশমপি ? লীলয়া কন্দুককল্পীকৃতো যো গিরিস্তস্য তল্পীকৃতঃ করো যেন তম্। অল্পীভবন্নতিতুচ্ছীভবন্নবিকল্পীভূতোঽপি সুরেশস্য শক্রস্য স্ময়ো গর্বো যতস্তম্; শ্লেষেণ—অবিকল্পীভূতো মেষসদৃশীভূতো যঃ সুরেশ ইত্যাক্ষেপঃ। অখিলানামীশব্যতিকরাণাং কেশপ্রণয়ী শিরোবর্ত্তী যো মণীশো রত্নমুখ্যস্তদ্রূপদৃঢ়তরো বন্ধঃ সংসারো যস্য সঃ ॥

১৫৮। গোপীনাং রতিরসং রোপয়িতুং শীলমস্য তথাভূতঃ সন্ জয় জয়। হে সকলকলাপীবর ! তব দেহো জয়তি। কথম্ভূতঃ ? ঘনং সান্দ্রং রসং দিগ্ধে উপচিনোতীতি সঃ। অতোঽনিশমেব সুখং দোগ্ধি পূরয়তীতি সঃ। অতো মাত্র

১৫৬। প্রকুপিত-কুটিল-মদোদ্ধত ইন্দ্রের দ্বারা উদ্ভটভাবে কৃত অক্রোশন-পরিপূরিত মেঘমালা-মোচিত প্রবল বৃষ্টিতে মহতিসৃষ্টির সম্ভাব্য বিনাশরোধে প্রার্থনাকারী ব্রজজনদের সন্তোষবিস্তাররূপ পরিচর্যার জন্য প্রকটিত লীলায় দৃপ্ত বাহুদণ্ডের হেলাখেলায় গিরিরাজ উত্তোলনকারী হে কৃষ্ণ ! আপনার জয় হোক জয় হোক।

১৫৭। যে গিরি আপনার লীলাখেলার কন্দুকে পরিণত হয়েছিল তার শয্যা করেছিলেন আপনার করকমল। আপনা থেকে ইন্দ্রের গর্ব অতি তুচ্ছিভূত হয়ে বিকল্পরহিত হয়ে রইল। অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতিদের শিরোবর্তী রত্নমুখ্যের মতো অতি কঠিন সংসারকারা-বন্ধনে যারা আবদ্ধ সেই মদান্ধ জনেরা হায় হায়, হে ব্রজজন বন্ধু ! করুণাসিন্ধু ! ভুবনবিহারী-ত্রিভুবনপতি-স্বতেজে শরণাগতজনপালক আপনাকে ভজন করে না। এ এক আশ্চর্যই বটে।

১৫৮। গোপীদের হৃদয়ে রতিরস রোপনকারী আপনার জয় হোক জয় হোক। হে সকলকলাপিবর ! সান্দ্ররসচয়নশ্রেষ্ঠ-নিরন্তর সুখপূরয়িতা আপনার দেহের জয় হোক—এ দেহ সকল সন্দেহের ঊর্ধ্বে। এ দেহ মহৎ ও অহঙ্কার তত্ত্বের আদি যে প্রকৃতি পুরুষ, তাঁরও আদি। এ নিয়ত অনাদি। এ বাদিজনের বিরুদ্ধ

ব্যতিকরজল্পঃ করুণাকল্পঃ স্বমহিমতল্পশ্চিদ্রসকল্পঃ
সপরমহংসৈর্যোগিবতংসৈঃ প্রথিতাশংসৈশ্চিৎসুখশংসৈ-
রপি হৃদি ভাব্যো নিজজনসেব্যো জগদতিনব্যো জয়তি সুভব্যো
ব্রজজনরঞ্জী নবঘনগঞ্জী নিরবধিপুঞ্জীকৃতসুখসঞ্জী
বনরসমূর্ত্তে কৃতরসপূর্ত্তে ক্ষতজগদার্ত্তে সুবিশদকীর্ত্তে ॥

১৫৯। জয় জয় কৃষ্ণ প্রণয়সতৃষ্ণ দ্বিষতি মহোষ্ণ প্রধনিষু ধৃষ্ণক্।
জয় জয় ধীর ব্রজবরবীর প্রকটাভীর শ্যামশরীর ॥

১৬০। তব পাদসরোজমধুব্রততাং গতবানপবর্গমপি হৃভিকাঙ্ক্ষতি ন
ক্ব নু ধর্মধনে সুখভোগকথাসুতদারসুহৃৎপ্রভৃতিগ্রহিলত্বমপি।
ভবনং দ্রবিণং সুহৃদঃ সুজনা গুরবো গরিমা মহিমা যশসাং চ ততি-
র্ভগবন্ ভজতামখিলং স ভবান্ নিরুপাধিকৃপাজলধির্গুণরত্নময়ঃ ॥

প্রাকৃতত্বাশঙ্কেত্যাহুঃ—গতসন্দেহ ইতি। কিঞ্চ, মহদহমোরাদী যৌ প্রকৃতিপুমাংসৌ তযোরপ্যাদিঃ। স্বমহিমৈব তল্পং শয্যা যস্য সঃ। করুণা কৃপৈবাকল্পো ভূষণং যস্য সঃ, তস্যা আকল্প ইতি বা। চিদ্রসানাং কল্পনং কল্পো যস্মাৎ সঃ। সুভব্যঃ সুমঙ্গলঃ ॥

১৫৯। দ্বিষতি শত্রৌ মহোষ্ণ! প্রধনিষু যোদ্ধৃষু ধৃষ্ণক্ হে প্রগল্ভ ॥

১৬০। অপবর্গং মোক্ষমপি নাভিকাঙ্ক্ষতি, ক্ব নু ধর্মধনে কিং পুনর্ধর্মার্থাবিত্যর্থঃ। অতএব ভজতাং জনানাং সুখাদিগ্রহিলত্বং ন স্যাৎ। কিঞ্চ, ভবনাদিকমখিলং ভবানেব ॥

জল্পনা বিলোপকারী। করুণাই এ দেহের ভূষণ। সুমহিমাই এর শয্যা। এ চিৎরসের কল্পনার আশ্রয়। সপরম-হংসযোগিকুলশ্রেষ্ঠ- বিবিধ কামনা তাড়িত এবং চিৎসুখাভিলাষী ব্যক্তিগণের দ্বারা চিত্তে ভাব্য, নিজজনের সেব্য, জগতের অতি নব্য, মঙ্গলেরও মঙ্গলস্বরূপ, ব্রজজনরঞ্জী, নবমেঘগঞ্জী আপনার দেহের জয় হোক্ জয় হোক্। হে নিরবধিপুঞ্জীকৃত-সুখসঞ্জীবন রসমূর্তে! হে কৃতরসপূর্তে! হে বিদারিত-জগদার্তে! হে সুনির্মল কীর্তে আপনার জয় হোক জয় হোক।

১৫৯। জয় জয় কৃষ্ণ-প্রণয়-সতৃষ্ণ, শত্রুজনে মহা উষ্ণ, প্রতিযোদ্ধা জনে হে প্রগল্ভ, জয় জয় ধীর ব্রজশ্রেষ্ঠ বীর, প্রকটাভাবীর-শ্যামশরীর।

১৬০। আপনার পদসরোজে মধুকরভাব প্রাপ্ত জনেরা মুক্তিও কামনা করে না, ধর্ম অর্থের আর কথা কি। অতএব ভজনশীল জনের সুখভোগ-সুতদারসুহৃৎ প্রভৃতি গ্রহাবিষ্টতা থাকে না। হে ভগবন্, আপনিই তাঁহাদের গৃহ-বিত্ত-সুহৃদ্-সুজন-গুরু-গরিম-মহিমা-যশোরাশি অখিল বস্তু। কারণ আপনি যে নিরু-পাধি কৃপাসাগর-গুণরত্নময়।

১৬১। ত্বাং স্তুমহে স্তুতিদূর বিদু রতিরাগপরা গহনার্ত্তিভৃদার্ত্তিহ
বিভ্রতমভ্রকদম্ববিড়ম্বকমঙ্গমনঙ্গতরঙ্গসুসঙ্গত-
মিন্দুমদং দুরবাপমিবাপরমানয়দাননবিম্বমলং
বনশোভন লোভহমুদ্বহ মুদ্বহদুৎকসমুৎকর ॥

১৬২। পদ্মরুগদ্মরনেত্রমতিত্রসমঞ্চিতকুঞ্চিসদৈর্ঘ্য-মহার্ঘ্য-
কচপ্রচয়প্রকটীকৃত-ভা-কৃতকামকলামতচামর।
তামরসাক্ষ সমক্ষরতুন্মধুসম্মধুরাধরসেধধুরাধুত-
সাধুসুবিম্বফলং বসুধামহধামদ ॥

১৬১। রতিরাগপরাঃ প্রেমাসক্তিপরা জনাস্ত্বাং বিদুর্জানন্তি, বয়ং স্তুমহে, ন তু বিদ্ম ইতি ভাবঃ। কিঞ্চ, হে স্তুতি-দূর! স্তুতিভিরপি দুর্গম! তথাপি তে দীনবাৎসল্যস্বভাব এবস্মান্ প্রবর্ত্তয়তীত্যাহুঃ—গহনার্তিভৃতো জনস্য আর্তিং পীড়াং হন্তীতি হে তথাভূত! ত্বাং কথম্ভূতম্? অভ্রকদম্ববিড়ম্বকং মেঘসমূহতিরস্কারকমঙ্গং বিভ্রতম্; ন বিদ্যতে পরঃ শক্রস্তিরস্কার-কো যস্য তদপরমাননবিম্বঞ্চ বিভ্রতম্। কথম্ভূতম্? ইন্দোশ্চন্দ্রস্য মদং গর্বং দুরবাপমিব দুর্ল্লভমিবানয়ৎ কুর্বৎ। অলমতিশ-য়েন বনং বৃন্দাবনং শোভয়তীতি হে তাদৃশ! অতএব লোভহামন্যস্পৃহাহারিণীং মুদং বহতি প্রাপয়তীতি তথা। উক্তপো-ষণ্যায়েনাহুঃ—মুদ্বহন্তো হর্ষধারিণ উৎকসমুৎকরা উৎসুকসমূহা যস্য তথা॥

১৬২। পদ্মরুচাং কমলাকান্তীনামদ্মরে কবলকারিণী নেত্রে যস্য তম্। ত্রসমতিক্রান্তমতিত্রসং ধীরমিত্যর্থঃ; "ত্রস-মিঙ্গং চরাচরম্" ইত্যমরঃ। অঞ্চিতশ্চাসৌ কুঞ্চী কুটিলশ্চ সদৈর্ঘ্যশ্চ মহার্ঘ্যোঽভিনন্দনীয়শ্চ যঃ কচপ্রচয়স্তেন প্রকটিকৃতা যা ভা তয়া কৃতং কল্পিতং কামকলাসু মতং চামরং যস্য হে তথাভূত! হে তামরসাক্ষ! সম্যগক্ষরৎ নিশ্চলমুৎকৃষ্টং মধু তত্র স চাসৌ সংশ্চ মধুরশ্চ যোঽধরস্তস্য সেধধুরা মাঙ্গলাতিশয়স্তয়া ধুতং খণ্ডিতং সাধু সুবিম্বফলং যেন তম্। বসুধায়া ভূমে-র্মহাধামনী উৎসবকান্তী দদাতীতি হে তাদৃশ॥

১৬১। প্রেমভক্তিপর ভক্তেরা আপনাকে জানে। আমরা তো স্তবমাত্র করে থাকি আপনাকে, জানি না। আরও, হে স্তুতি-অগম্য! হে তীব্র সন্তাপিত জনের তাপহারী! হে মেঘদ্যুতি তিরস্কারী দেহধারী! হে অনঙ্গতরঙ্গসহ সুষ্ঠু মিলিত মনোহর শরীরধারী! হে শক্র তুচ্ছকারী ও চন্দ্রের গর্ব দুর্লভের পর্যায়ে এনে ফেলবার মতো অপূর্ব চন্দ্রাননধারী! হে বৃন্দাবনের শোভাদায়ী! হে অন্য স্পৃহাহারী! হে আনন্দদায়ী! হে হর্ষমিশ্র উৎসুকতা সমূহে চঞ্চল! আপনার জয় হোক জয় হোক।

১৬২। হে পদ্মকান্তি কবলকারী ধীর নয়ন! ভূষিত-কুটিল-সুদীর্ঘ-অভিনন্দনীয় কেশকলাপের দ্বারা প্রকাশিত শোভায় রচিত কামকলাসম্মত চামরে হে নয়ন-লোভন! হে কমলনয়ন! হে উৎকৃষ্ট গাঢ় মধু মাখানো মধুর অধরের মাঙ্গল্যাতিশয্যদ্বারা বিম্বফলবিড়ম্বনকারী! হে জগতের আনন্দ-কমনীয়তাদায়ী! আপনার জয় হোক জয় হোক।

১৬৩। মৌক্তিকপঙ্‌ক্তিদ-কুন্দকসুন্দরদন্ত নিরন্তরভাসুরভাসুরসামলধামরহাস ॥

১৬৪। বিলাসকবংশিকমংশিকনূত্নসরত্নককাঞ্চনপঞ্চক
কুণ্ডলতাণ্ডব-লোলকপোলবতংসকমংস-সগুঞ্জিতমঞ্জু-
সরন্মধুপোন্মধুরাগপরাগধুরামল-কোমলমাল্যসুপাল্য-
লসদ্বরপীবরবক্ষসমক্ষরসৌভগশোভমপারকৃপারম ॥

১৬৫। বন্ধুরসিন্ধুসুতাঙ্কসশঙ্কসুদামনি ধামনিকামসুধামনি বক্ষসি
লক্ষণলক্ষিত-দক্ষিণকৌস্তুভবাস্তুনি নিস্তুলবস্তুনি হারবিহারতরঙ্গিণি
রিঙ্গিতবল্লভতল্লজতীব্রবধূব্রজহৃদ্ভবমুদ্ভবদুন্নতিমন্নবদর্পকদর্পণদর্পসমর্পণ
মুৎকটমুৎকরভেন্দ্রসুসান্দ্ররসাকরসংকরদোর্ভরনির্ভর ॥

১৬৩। মৌক্তিকপংক্তিং দ্যন্তি খণ্ডয়ন্তীতি তে চ তে কুন্দকসুন্দরাশ্চ দন্তা যস্য হে তথাভূত ! নিরন্তরমেব ভাসুরঃ কান্তিমাংশ্চাসৌ ভস্য নক্ষত্রস্যেব আ সম্যক্ সুরসমমলং ধাম রাতীতি তাদৃশশ্চ-হাসো যস্য তথা ॥

১৬৪। বিলাসং কারতি গায়তীতি বিলাসকা বংশিকা যস্য তম্। অংশি পরিপূর্ণং কং সুখং দর্শনে যস্মাৎ,তচ্চ নূত্নং চ সরত্নকং চ যৎ কাঞ্চনং তস্য পঞ্চো বিস্তারো যয়োস্তয়োঃ কুণ্ডলয়োস্তাণ্ডবেন লোলৌ চপলৌ কপোলচারিবতংসৌ যস্য তম্, অংসে স্কন্ধে তদ্‌গতঞ্চেত্যর্থঃ। সগুঞ্জিতং মঞ্জু যথা স্যাত্তথা সরন্তো মধুপা যত্র তস্চ তদুন্মধু উৎকৃষ্টো মকরন্দো রাগো রক্তিমা পরাগঃ পুষ্পরজস্তেষাং ধুরাঽতিশয়েনামলং কোমলঞ্চ যন্মাল্যং তেন সুপাল্যং লসদ্বরং পীবরং বক্ষো যস্য তম্, অক্ষরমচলং সৌভগং যস্যাং সা শোভা যত্র তম্। অপারয়া কৃপয়া রময়তীতি হে তথাভূতঃ ॥

১৬৫। বক্ষসি লক্ষণৈর্লক্ষিতম্। কথম্ভূতে ? বন্ধুরো মনোহরো যঃ সিন্ধুসুতাঙ্কো লক্ষ্মীরেখা তত্র সশঙ্কং তচ্ছোভা-চ্ছাদনসভয়ং সুদাম সুমাল্যং যত্র তস্মিন্, ধাম্নাং কান্তীনাং নিকামসুন্দরগৃহে দক্ষিণস্য সরলস্য কৌস্তুভস্য বাস্তুনি বাস-ভূমৌ নিস্তুলবস্তুনি নিরুপমপদার্থরূপে হারাণাং বিহারা এব তরঙ্গাস্তদ্বতি। রিঙ্গিতঃ সঞ্চারিতো বল্লভতল্লজে প্রিয়মুখ্যে তীব্রে দুষ্প্রবেশে বধূব্রজে হৃদ্‌ভবঃ কামো যেন তম্, ততশ্চোদ্ভবন্নেবোন্নতিমান্ যো নবো দর্পকঃ কন্দর্পঃ, স এব দর্পণঃ স্বপ্রতি-

---

১৬৩। মৌক্তিকশ্রেণী তিরস্কারী ও কুন্দকুসুম থেকে সুন্দর দন্তে হে রমণীয় ! সদা উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো সম্যক সুরস অমল কান্তিমান্ হাসিতে উজ্জ্বল হে দীপ্তিমান্। আপনার জয় হোক জয় হোক।

১৬৪। লীলা-গীতায়ন বংশীধারী, দর্শনে পরিপূর্ণ সুখদায়ী, নূতন, রত্নখচিত উজ্জ্বল স্বর্ণকুণ্ডলের নটনচঞ্চলতায় গণ্ডযুগলে রচিত সঞ্চরণশীল প্রতিচ্ছায়া-ভূষণে রমণীয়, মধুর মধুর গুঞ্জারকারী ভ্রমণশীল ভ্রমর সমন্বিত উৎকৃষ্ট মকরন্দ ও রক্তবর্ণ পরাগের আতিশয্যে অমল কোমল গলার মালিকার দ্বারা সুপাল্য অতি উজ্জ্বল প্রসস্ত বক্ষদেশা, অচল সৌভাগ্যবিশিষ্ট শোভায় উজ্জ্বল এবং অপার কৃপায় ভক্তচিত্তের সুখদায়ী হে করুণা-সাগর ! আপনার জয় হোক জয় হোক।

১৬৫। কান্তির বাঞ্ছনীয় সুন্দর গৃহস্বরূপ সরল কস্তুভের বাসভূমিস্বরূপ-নিরুপম পদার্থস্বরূপ আপনার বক্ষে মনোহর লক্ষ্মীরেখাস্থানে, তৎশোভা পাছে আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে, এই ভয়ের সহিত সুন্দর মালিকা দুলছে এবং হারাবলীর লহরী খেলা করে বেড়াচ্ছে। এই বক্ষ প্রিয়মুখ্যা দুষ্প্রবেশ্যা বধূসমূহের অন্তরে কাম সঞ্চারিত

১৬৬। গোষ্ঠগরিষ্ঠমহিষ্ঠবরিষ্ঠ মহেন্দ্রসুসান্দ্রমদক্ষয়সুক্ষম নন্দয় নন্দজ
নো দয়য়োদজজন্মনুতোন্মদদানবহানদ নির্জরদুর্জয় ভোজয় ভো জয় ॥

১৬৭। ত্রিলোকশোকভঞ্জনং স্বভক্তচিত্তরঞ্জনং, ভবপ্রবাহখণ্ডনং শিখণ্ডখণ্ডমণ্ডনম্ ।
স্ফুরৎকলিন্দনন্দিনীতটান্তকান্তকাননে, তমস্তমালগঞ্জনং ভজামহে মহন্মহঃ ॥

—প্রথমা শাখা ॥

১৬৮। ত্বং জয়, রঞ্জয় নো জয়, যোজয় সাদর পাদরতৌ,
ভবভীভরমর্দয় মর্দয় দুর্মদনির্দয় কামমদাময়মাশয়মাশয় শং জনয়াঞ্জনপুঞ্জনিগঞ্জন ॥

বিম্বাস্পদং তত্র দর্পস্য সমর্পণং সঞ্চারণং যস্য তম্, উৎকটা মুৎ হর্ষো যস্য তথাভূতস্য করভেন্দ্রস্য সুসান্দ্রো রসাকরশ্চ যঃ সৎকরঃ স ইব দোর্বাহুস্তস্য ভরেণ ভারেণ নির্ভর নিরতিশয় ॥

১৬৬। গোষ্ঠস্য হিতোপদেষ্টৃত্বাদাশ্রয়ত্বান্মুখ্যত্বাচ্চ ক্রমেণ গরিষ্ঠাদিকং মহেন্দ্রস্য সুসান্দ্রমদক্ষয়ে সুক্ষম হে নন্দজ ! নোঽস্মান্ দয়য়া নন্দয় । উদজজন্মা ব্রহ্মা, তেন নুত স্তুত ! উন্মদানাং দানবানাং হানদ ! নাশক ! নির্জরেণ দেবেনাপি দুর্জয় ! ভোজয় স্বয়ং প্রয়োজকো ভূত্বাঽস্মান্ পালয় । ভুজের্ণ্যন্তাল্লোট্ ॥

১৬৭। তমস্তমালগঞ্জনমিতি তমোগুণস্য সাক্ষাদ্বিনাশ এব, তমালস্য তু সারূপ্যেণ তিরস্কারএবাত্র ব্যাখ্যেয়ঃ ॥

১৬৮। নোঽস্মান্ রঞ্জয় । কেন প্রকারেণ ? সাদরং যথা স্যাত্তথা পাদরতৌ চরণসেবাপ্রীতৌ যোজয় । এবং যোঽস্মান্ জয়, কামবশতাং বিধূয় স্ববশীকুর্বিত্যর্থং । ননু সংসারিণাং যুষ্মাকং কথমেবং ভবেৎ ? তত্রাহুঃ—ভবভীভরমর্দয় । তত্র প্রথমং কামমদ এব আময়ো ব্যাধিস্তং মর্দয় । যতো দুর্মদেষু দুষ্টেষু নির্দয় হে নিষ্করুণ, ততশ্চ শং কল্যাণং জনয়, জনয়িত্বা চ

করছে, অতঃপর অঙ্কুরিত হতে হতেই নব উদীয়মান ঐ নবকামদেব স্বপ্রতিবিম্বাস্পদ দর্পণে দর্পের সঞ্চার করছে। উৎকট হর্ষযুক্ত হস্তীশাবকের সুসান্দ্রো রসাকর সুন্দর শুঁড়ের মতো দুই বাহুর ভারে সর্বশ্রেষ্ঠ হয়ে উঠেছে আপনার বক্ষ। আপনার জয় হোক জয় হোক।

১৬৬। গোষ্ঠের হিত উপদেষ্টা আশ্রয় ও মুখ্য বলে আপনি গোষ্ঠের গরিষ্ঠ-মহিষ্ঠ-বরিষ্ঠ। ইন্দ্রের অতিসান্দ্র গর্বক্ষয়ে সুক্ষম হে নন্দনন্দন ! কৃপাদানে আমাদের আনন্দিত করুন। হে ব্রহ্মা-স্তুত, হে প্রমত্ত দানবনাশী , হে দেবতাদুর্জয় ! নিজ স্বতন্ত্রায় আমাদের পালন করুন। আপনার জয় হোক জয় হোক।

১৬৭। ত্রিলোক-শোক-ভঞ্জন সভক্তচিত্তরঞ্জন, ভবপ্রবাহখণ্ডন, শিখিপিচ্ছমৌলী, কলিন্দনন্দিনীর তটান্তবর্তী কমনীয় কাননে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত, তমোগুণের সাক্ষাৎ বিনাশী ও তমাল-তিরস্কারী মহান্ তেজকে ভজনা করছি আমরা।

—প্রথম শাখা।

১৬৮। হে অঞ্জনপুঞ্জ-নিগঞ্জন ! আপনার জয় হোক। আমাদিকে অনুরাগ দান করুন। সাদরে চরণসেবা-প্রীতিতে নিয়োজিত করুন। এবম্বিধ আমাদের কামবশ্যতা দূর করে স্ববশীভূত করে নিন। (সংসারী জীব তোমাদের এমন কি করে হবে, এর উত্তরেই যেন বলা হচ্ছে—) সংসার ভয়ভার মর্দিত করে দিন। তাঁর মধ্যে প্রথমে কামমদরূপ ব্যাধি মর্দন করুন। যেহেতু আপনি দুষ্টের প্রতি নির্দয়, তাই হে নিষ্করুণ ! অতঃপর

১৬৯। রঞ্জনকুঞ্জবিহারবিকার বিশারদ
শারদচন্দ্রবিতন্দ্রদরস্মিত বিস্মিত-কৃদ্বদনাদ্বত
বিক্ষরদক্ষরনর্মদ মর্মরসগ্রহণগ্রহ জল্পবিকল্পহ
সুশ্রুতবিশ্রুত জল্পিতকল্পিতকর্ণরসার্ণবশুদ্ধরসোদ্ধব ॥

১৭০। মন্মথসম্মদঘূর্ণনপূর্ণদলৎকমলোৎকরহ্রীকরভাকরলোলবিলোচন লোচনরোচন ॥

১৭১। তাপকৃদাপদপায়কৃপায়দ ভক্ত্যনুরক্ত্যনুরূপস্বরূপ-নুবজ্জনহৃজ্জলজাসনবাসল ॥

আশয়মন্তঃকরণমাশয় ব্যাপয়; 'অশ্ ব্যাপ্তৌ,। হে অঞ্জনপুঞ্জস্য নিগঞ্জন ! নিজবর্ণকান্ত্যা তিরস্কারক ॥।

১৬৯। রঞ্জনো রঞ্জকো যঃ কুঞ্জবিহারস্তত এব বিকারো হর্ষাদিভাবোদ্‌গমো যস্য তথা হে বিশারদ ! শারদচন্দ্রবদ্‌বিতন্দ্রং দরস্মিতং মন্দহাসো যস্য তথা। বিস্মৃতকৃতো বিস্ময়কারিণো বদনাৎ সকাশাদ্‌বিক্ষরদ্ভিরক্ষরৈর্নর্ম দদাসি ! বতেতি হর্ষে। মর্মণ্যপি যো রসস্তস্য গ্রহণে গ্রহ আগ্রহো যস্য তথা। জল্পবিকল্পৌ বিবাদসংশয়ৌ হন্তীতি তথাভূতং যৎ সুশ্রুতং বেদশাস্ত্রং তত্র বিশ্রুত বিখ্যাত ! "শ্রুতমাকর্ণিতে বেদে" ইতি মেদিনী। জল্পিতেন বচনেন কল্পিতঃ কর্ণয়োঃ রসার্ণবো যেন তথা শুদ্ধরসেনৈবোদ্ধব উৎসবো যস্য তথা ॥

১৭০। মন্মথেন কামেন হেতুনা সম্মদে বিদ্যমানমদে ঘূর্ণনপূর্ণে দলৎকমলোৎকরাণাং স্ফুটৎপদ্মসমূহানাং হ্রীকরে তিরস্কারিণী ভানাং কান্তীনামাকরো খনি তদ্রূপে লোলে চপলে বিলোচনে নেত্রে যস্য তথা, লোচনানি সর্বজননেত্রাণি রোচয়তীতি তথা ॥

১৭১। তাপকৃদ্‌যা আপদ্‌বিপত্তিস্তস্যা অপায়ো যতস্তথাভূতা কৃপা যস্য তথা; অয়ঃ শুভাবহো বিধিস্তং দদাতীতি তথা, ভক্তির্ভজনমনুরক্তিঃ প্রেম তদনুরূপেণ সুরূপং শোভনং সৌন্দর্যং নুবতাং স্তুবতাং জনানাং হৃদেব জলজাসনং কমলরূপমাসনং তত্র বাসং লাতীতি তথা ॥

কল্যাণের উদয় করান, উদয় করিয়ে অন্তঃকরণ ভরে প্রকাশিত থাকুন।

১৬৯। মনোরঞ্জক কুঞ্জবিহার থেকে উদিত হর্ষাদি ভাবে অভিভূত হে বিশারদ ! আপনি শারদচন্দ্রের মতো জড়তাহীন মন্দহাসিতে উজ্জ্বল। অহো, আপনি বিস্ময়জনক নিজবদন থেকে চ্যুত অক্ষরের দ্বারা নর্মরসের উদয় করান—মর্মেও আপনার যে রসপ্রবাহ আগ্রহও তারই গ্রহণে। বিবাদ-সংশয় মোচক বেদশাস্ত্রে আপনি বিখ্যাত। আপনার কথায় রচিত হয় কর্ণরসার্ণব, আপনার নিজের আনন্দ উপজয় শুদ্ধরসে।

১৭০ হে কামহেতু মদযুক্ত-ঘন ঘন ঘূর্ণ্যমান-প্রস্ফুটিত পদ্মসমূহের তিরস্কারী-কান্তিখনি চপল নয়ন ! আপনার নয়ন সর্বজনের নেত্রকে তৃপ্তি দান করে।

১৭১। হে তাপদায়ী বিপত্তি নিরাময়কারী কৃপাধার ! হে শুভাবহ বিধিদায়ি ! ভজন ও প্রেমানুরূপ শোভন সৌন্দর্য বিশিষ্ট স্তুতিপর জনের হে হৃদ্‌কমলাসনবাসি !

১৭২। কোপযমোপমশক্রপরাক্রমমণ্ডলখণ্ডনচণ্ডিমমণ্ডন
হেলনখেলনশৈলবিতোলননির্ভয়দোর্ভরতাণ্ডবপাণ্ডর
পঙ্কজশঙ্কন-হংসবতংসন রূপনিরূপকপূর্ত্তিদকীর্ত্তিক ॥

১৭৩। বামকরামলপদ্মসুসদ্মলগোত্র বিচিত্রচরিত্রপবিত্র
চরাচরগোচরখেচরভূচরবিস্ময়নস্ময়কার মহারয় ॥

১৭৪। বল্লববল্লভ সুপ্রথ সুপ্রভ দুর্মদদুর্মরদুর্ধরবার্ধরবর্গনিসর্গ-
সুকষ্টসুরিষ্টসুপীবরসম্বরসঞ্চয়সঞ্চরণাকুলগোকুলরক্ষণদক্ষ
লসত্তমবৃত্তজবাদ্ভুতসদ্ভুজবিক্রমচক্রমহত্তর সত্তম ॥

১৭২। কোপেন যমোপমস্যাপি শক্রস্য পরাক্রমমণ্ডলং খণ্ডয়তি যশ্চণ্ডিমা তেনৈব মণ্ডনং ভূষণং যস্য তথা। হেলনেন হেলয়ৈব খেলনশৈলস্য ক্রীড়াপর্বতস্য বিতোলনমুন্নয়নং তত্র নির্ভয়স্য দোষো ভুজস্য ভরেণ ভারেণ তাণ্ডবং নাট্যং যয়োস্তে পাণ্ডরপঙ্কজশঙ্কনে শ্বেতকমলশঙ্কাধারিণী হংসবতংসনে সূর্যোপমকুণ্ডলে যস্য তথা; রূপনিরূপকস্য পূর্তিদা কীর্তির্যস্য তথা ॥

১৭৩। বামকর এবামলপদ্মং তদেব সুসদ্ম তৎ লাতি গোত্রঃ পর্বতো যস্য তথা। বিচিত্রেণ চরিত্রেণ পবিত্র। হে চরাচরাণাং গোচরখেচরাণাং দেবাদীনাং ভূচরাণাং মনুষ্যাণাঞ্চ বিস্ময়নেন স্ময়কার ঈষদ্ধাস্যকারক ! হে মহারয় মহাবেগ উৎসবালয়েতি বা ॥

১৭৪। বল্লবা এব বল্লভা যস্য তথা; শোভনা প্রথা যস্য তথা। হে সুপ্রভ ! দুর্মদশ্চাসৌ দুর্মরো মরণশূন্যশ্চ দুর্ধরো ধর্তুমশক্যশ্চ যো বার্ধরবর্গঃ প্রলয়মেঘসমূহস্তস্য নিসর্গাদতিবৃষ্টিরূপস্বভাবাৎ সুকষ্টোঽতিকষ্টদশ্চ সুরিষ্টোঽত্যশুভশ্চ সুপীবরোঽতিপুষ্টশ্চ যঃ সংবরসঞ্চয়ো জলসঞ্চয়স্তস্য সঞ্চরণাদাকুলস্য গোকুলস্য রক্ষণে দক্ষ; "রিষ্টং ক্ষেমাশুভাভাবেষু" ইতি,"নীরক্ষীরাম্বুসংবরম্ ইতি চামরঃ। লসত্তমশ্চাসৌ বৃত্তো দৃঢ়শ্চ জবেনাদ্ভুতশ্চ সংশ্চ যো ভুজবিক্রমস্তস্য চক্রেণ মহত্তর ! হে সত্তম ॥

১৭২। হে ক্রোধে যমতুল্য ইন্দ্রের পরাক্রমমণ্ডল-খণ্ডনকারী ও প্রচণ্ডতারূপ ভূষণধারী ! হে হেলায় খেলায় পর্বতোত্তোলনে নির্ভয় বাহুভারে নটনকারী, শ্বেতকমল শঙ্কাধারী ও সূর্যসম উজ্জ্বল কুণ্ডলধারী ! হে রূপ অবগতির জন্য আবিষ্ট ভক্তের বাঞ্ছাপূর্তিদায়ীরূপ কীর্তিমান্ ।

১৭৩। হে চরাচর-গোচর দেবমনুষ্যাদি সকলের বিস্ময়-স্মিতকারক ! হে মহাবেগ ! আপনার বাম করতলরূপ গৃহ গিরিধারণ করে থাকে। আপনি বিচিত্র চরিত্রে পবিত্র।

১৭৪। হে সুপ্রভ ! গোপীগণই আপনার বল্লভা। শোভন নিয়মের পালয়িতা আপনি। দুর্ধর্ষ-মরণশূন্য-বিরামে অশক্য প্রলয় মেঘের অতিবৃষ্টিরূপ স্বভাব হেতু অতি কষ্টদ-অতি অশুভ-অতি পুষ্ট জলসঞ্চয়ের সঞ্চরণ হেতু আকুল গোকুলের রক্ষণে দক্ষ আপনি।

১৭৫। নিস্তুলশস্ত দয়াময় কামদ চিদ্‌ঘনসদ্‌ঘনবৃন্দবিনিন্দনবিগ্রহবিগ্রহ-
জাগ্রদনুগ্রহ দক্ষ বিপক্ষবিনিগ্রহণোগ্র বিশিষ্টসদিষ্টদ দুষ্টসুকষ্টদ ॥

১৭৬। দলৎকদম্বকেসরপ্রভাবিড়ম্বিডম্বর-
চ্ছবিচ্ছটাবরাম্বরো মহামনস্বিনাং বরঃ।
মদান্ধতাধুরন্ধরং জিগায় যঃ পুরন্দরং
জুগোপ গোপগোকুলং স বস্তুতঃ স্তুতোঽস্তু নঃ ॥

—দ্বিতীয়া শাখা ॥

১৭৭। দেব বকীবকবৎসকবৎসকলাসুরভাসুরগর্বহদোর্বর
ধুক্ষণসুক্ষম তুঙ্গভুজঙ্গমদৈত্যমহাত্যয়দক্ষ রিপুক্ষয়-
শৌণ্ডিমপণ্ডিত চণ্ডিমখণ্ডিত-পদ্মজপদ্মজতামদ
ধামজবাহিতবাহিতকালিয় পালিত-সুরসুতারস
মোহদসাহস দাবদবাবর বন্ধুযু বন্ধুর ॥

১৭৫। নিস্তুলং শস্তং ক্ষেমং যতস্তথা। হে দয়াময়! হে কামদ! চিদ্‌ঘনশ্চাসৌ সংশ্চ ঘনবৃন্দস্য বিনিন্দনঃ কান্ত্যা তিরস্কারকশ্চ যো বিগ্রহো দেহস্তস্য বিশিষ্টো গ্রহো গ্রহণং প্রপঞ্চলোকে প্রকটীকরণং তেন জাগ্রদনুগ্রহো যত্র তথা। হে দক্ষ! বিপক্ষাণাং বিনিগ্রহে উগ্র! হে বিশিষ্টসদিষ্টদায়ক! দুষ্টানাং সুকষ্টদ ॥

১৭৬। ডম্বর আটোপঃ; বস্তুতো যথার্থতঃ ।।

১৭৭। হে দেব! বকী পূতনা চ বকশ্চ বৎসকশ্চ তদ্বত্তেষামিব সকলাসুরাণাং ভাসুরং গর্বং হন্তীতি তাদৃশো দোর্বরো ভুজবরো যস্য তথা। ধুক্ষণং বন্ধুসন্তর্পণ তত্র সুক্ষম। তুঙ্গভুজঙ্গমোঽঘাসুরো দৈত্যস্তস্য মহাত্যয়ে মারণে দক্ষ। রিপুক্ষয়ে যঃ শৌণ্ডিমা মত্ততা তত্র পণ্ডিত! চণ্ডিম্না খণ্ডিতঃ পদ্মজস্য ব্রহ্মণঃ পদ্মজতামদো যেন তথা। ধামজবস্য তেজো-বেগস্যাহিতেনাধানেন বাহিতো নির্বাপিতঃ কালিয়ো যেন তথা, পালিতঃ সুরসুতায়া যমুনায়া রসো জলং যেন তথা,

---

১৭৫। অতুল কল্যাণদায়ী হে দয়াময়। হে কামদ। চিৎঘন-পূর্ণ-কান্তিতে মেঘমালা তিরস্কারী দেহের প্রপঞ্চলোকে বিশেষভাবে প্রকটীকরণের দ্বারা জাগ্রত অনুগ্রহকারী হে দক্ষ। বিপক্ষ দলনে উগ্র। হে বিশিষ্ট শোভন ইষ্টদায়ী! হে দুষ্টগণের সুকষ্টদ!

১৭৬। হে প্রস্ফুটিত কদম্বকেশরপ্রভা তিরস্কারী আটোপকান্তির ছটায় শ্রেষ্ঠ পীতাম্বরধারী। হে মহামনীষীগণশ্রেষ্ঠ! মদান্ধতায় ধুরন্ধর ইন্দ্রকে যিনি জয় করেছেন, গোপ-গোকুলকে যিনি পালন করেছেন সেই গিরিধারিলালই যথার্থতঃ আমাদের স্তুতির বস্তু হোক।

—দ্বিতীয় শাখা।

১৭৭। হে দেব। আপনি তো পুতনা-বকাসুর-বৎসাসুরাদি সমস্ত অসুরের চমকদার গর্বের নাশকারী বাহুসমন্বিত, বহু জনের সন্তর্পণে সুসমর্থ, বিক্রমী সর্প অঘাসুরের মারণদক্ষ, রিপুক্ষয়ের মাতামাতিতে নিপুণ, ক্রোধে ব্রহ্মার ব্রহ্মাইপনা গর্ব খণ্ডনকারী, তেজবেগের ধারণে কালিয়ের নির্বাসনকারী, যমুনার জল রক্ষণকরী,

১৭৮। গোপসুতাপরভাগসুরাগরহস্তরসানুষক্ত্যনুরক্ত্যনুবন্ধধুরন্ধর
তৎপটহৃৎপর হাসবিলাসকলাপ-সুলাপক ॥

১৭৯। বিপ্রবধূপ্রণয়ক্ষণসক্ষণ মিন্নতদন্নপরিগ্রহণাগ্রপটো হঠতো
হতযজ্ঞসমজ্ঞতয়োদ্ধতবুদ্ধির মন্দপুরন্দরসৃষ্ট-বিরষ্টিসহস্রসহস্র
সখেলসহেলতয়োন্নমিতোন্নতপর্বতপর্বদ সম্মতসম্মদ ॥

১৮০। ভোজয় ভো জগদণ্ডকরণ্ডগজন্তুকমন্তুবিনাশকৃদাশ
বিভো জয় ভো জনলোচনরোচন ॥

১৮১। শৈলশিখালসদাহতিসাহসনন্দনকন্দলবোৎসববৎসল ॥

বন্ধুষু মোহদং সাহসং যস্য তথা। তদেবাহুঃ—দাবদবাদ্বনবহ্নেঃ সকাশাদবং রক্ষণং রাতি দদাতীতি তথা;হে বন্ধুর সুন্দর ॥

১৭৮। গোপসুতানাং পরভাগঃ সৌন্দর্যং সুরাগোঽতিপ্রেমা চ তাভ্যাং রহস্যং রহসি ভবং তরো বেগবিশেষস্তেন হেতুনাঽনুষক্ত্যাঽনুষঙ্গেণ হেতুনা যোঽনুরাগানুবন্ধস্তত্র ধুরন্ধর। তস্যৈব প্রকারমাহুঃ—তাসাং পটানাং হৃৎপর হরণপর, ততশ্চ হাসবিলাসয়োঃ কলাপো বৃন্দং যত্র তদ্‌যথা স্যাত্তথা সুষ্ঠু লপতি ভাষত ইতি তথা ॥

১৭৯। বিপ্রবধূনাং প্রণয়ক্ষণে প্রেমসময়ে সক্ষণ সোৎসব। মিন্নং স্নিগ্ধং যন্তদন্নং তস্য পরিগ্রহণেঽগ্রপটো হে মুখ্যচতুর! হঠতো হঠাদেব হতো যজ্ঞঃ সমজ্ঞা কীর্তিশ্চ যস্য তস্য ভাবস্তত্তা তয়া হেতুনোদ্ধতাং বুদ্ধিং রাতি গৃহ্নাতীতি সঃ। মন্দো যঃ পুরন্দরস্তেন সৃষ্টং যদ্‌বৃষ্টিসহস্রং তস্য সহসস্তেজসঃ সকাশাৎ ত্রায়ত ইতি তথা। সখেল-সহেলতয়োন্নমিতেন পর্বতেন হেতুনা পর্ব উৎসবং দদাতীতি তথা। তদেব স্পষ্টয়ন্তি—সম্মতঃ স্বস্বোচিতঃ সম্মদো হর্ষো যস্মাত্তথা ॥

১৮০। জগদণ্ডমেব করণ্ডং তত্র গতানাং জন্তুকানাং নিকৃষ্টজীবানাং মন্তুরপরাধস্তদ্বিনাশকৃদাশা যস্য তথা, ভো বিভো প্রভো! জনলোচনানি রোচয়তীতি তথা ॥

১৮১। শৈলশিখানাং গোবর্ধনশৃঙ্গাণাং কর্তৃণাং লসতা স্পষ্টেনাহতিসাহসেন নন্দনস্যেন্দ্রোদ্যানস্য কন্দলবো

বন্ধুগনের মোহপ্রদ সাহসান্বিত, বন্ধুগণকে বনবহ্নি থেকে রক্ষণকারী হে সুন্দর!

১৭৮। সৌন্দর্য ও অতিপ্রেমের সহিত গোপকন্যাদের গোপন মেলামেশা হেতু উভয়ের মনের বেগ প্রবলতা ধারণ করলে যে অনুরাগ-সম্বন্ধ গড়ে উঠে তাতে আপনি ধুরন্ধর। আপনার এ-ধুরন্ধরতা দেখা যায় গোপকন্যাদের বস্ত্রহরণ ব্যাপারে— হরণের পর নানাবিধ হাসবিলাসে ও মধুর মধুর বাক্‌বিলাসে।

১৭৯। বিপ্রবধূদের প্রেমসময়ে হে উৎসবমুখর! স্নিগ্ধ অন্ন পরিগ্রহণে হে চতুরমুখ্য! হঠাৎ-ই যজ্ঞ ও কীর্তি ভঙ্গ হেতু উদ্ধতবুদ্ধি পুরন্দরের সৃষ্ট বৃষ্টিসহস্রের তেজ থেকে হে উদ্ধারণ! পর্বতরাজকে হাতে উঠিয়ে ধারণ করাতে সকলের উৎসবদায়ী—হে স্বস্বচিত্তের ভাবানুসারে হর্ষদায়ী!

১৮০। জগদণ্ডভাণ্ডগত নিকৃষ্ট জীবের অপরাধ বিনাশের অভিপ্রায়যুক্ত হে প্রভু জনলোচন-রোচন! আপনার জয় হোক।

১৮১। সুব্যক্ত সাংঘাতিক সাহসে পর্বতচূড়া দ্বারা ইন্দ্রের নন্দনবনের মুলোৎপাটনকারী হে স্বজনানন্দ-বর্ধন।

১৮২। কিং পুরু কিংপুরুষাস্তব শস্তরুচেঃ শুভমাশু ভণন্ত, বিদন্ত ভগো গুণমা গুরু কে পুনরাপুরুদারতমা বত কান্তদন্ত তথা ত্বাসাত্বতদুর্গম দুর্গতহীনসুদীননতাতিকৃতাবন ॥

১৮৩। ধুক্ষয় নোঽক্ষতয়া কৃপয়া কৃতমোদমহোদধিমজ্জনসজ্জধিয়ো হতমোহতমস্তরসস্ততভক্তিবিরক্তিমতস্তব নিস্তমসঃ স্তবশস্তমতীন্ কুরু নঃ কুমতিং দ্য নুমোঽদ্য ভবন্তমনন্তভমীশ বয়ং শরণং করুণং করবাম নমাম চ নাম ভণাম চ ভো জয় ভো জগদুত্তম চিত্তগ ॥

১৮৪। বিপক্ষলক্ষতক্ষণং স্বপক্ষপক্ষরক্ষণং, ক্ষণেক্ষণে ক্ষণপ্রদং সগর্বগর্বখর্বণম্।
কৃপাবিপাকপালিতে ব্রজে ব্রজদ্‌ব্রজেশ্বর-,ব্রজেশ্বরীমহামহং ভজামহে মহন্মহঃ ॥

মূলোৎখাতো যস্মাত্তথা। কিঞ্চ, হে উৎসববৎসল ! স্বজনানন্দবর্ধক ইত্যর্থঃ ॥

১৮২ কিম্পুরুষাস্তব পুরু শুভং কিমাশু শীঘ্রং ভণন্তস্তবন্ত, ন কিমপীত্যর্থঃ। কথম্ভূতস্য তব ? শস্তরুচেঃ প্রশস্ত সৌন্দর্যস্য, হে ভগো ভগবন্, কে গুণম্ আ সম্যক্ গুরু যথা স্যাত্তথা বিদন্ত। বত খেদে, কে উদারতমা গুণমাপুঃ প্রাপুঃ। হে কান্তদন্ত, কান্তো রম্যস্তেষাং গুণানামন্তঃ স্বরূপং যত্র তথা; "অন্তো নাশে স্বরূপে না" ইতি মেদিনী। যথা তেন প্রকারেণ চ নোঽস্মান্ ধুক্ষয় জীবয়েত্যন্বয়ঃ। অসাত্বতৈরভক্তৈর্দুর্গম দুর্জ্ঞেয়। দুর্গতাশ্চ হীনাশ্চ সুদীনাশ্চাপি যে নতাস্তেষামতিশয়েন কৃতমবনং যেন তথা ॥

১৮৩। অক্ষতয়া কৃপয়া কৃতং মোদমহোদধৌ মজ্জনং যয়া তথাভূতা সজ্জাধীর্যেষাং তথাভূতান্নোঽস্মান্ কুরু। এবং দ্বিতীয়ান্তানাং কুর্বিত্যনেনৈবান্বয়ঃ। হতং মোহতমসস্তরো বেগো যেষাং তান্। তব ততা বিস্তৃতা ভক্তিশ্চ বিরক্তিশ্চ তদ্বতঃ। নিস্তমসস্তমোরহিতান্ স্তবৈঃ স্তুতিভিঃ শস্তা মতির্যেষাং তথাভূতান্। কুমতিং দ্য খণ্ডয়; 'দো অবখণ্ডনে' লোট্। অদ্য ভবন্তং নুমঃ স্তুমঃ। অনন্তভমপরিমেয়কান্তিম, হে ঈশ ॥

১৮২। নীচজন আমরা প্রশংসনীয় সৌন্দর্যের অধিকারী আপনার প্রচুর মঙ্গল-প্রশস্তি কি শীঘ্র গাইতে সমর্থ হব ? হে ভগবন্ ! আপনার গুণ সম্পূর্ণরূপে কে জানবে ? হায় হায় কেই-বা এমন উদারজন আছে যে এমন গুণের অধিকারী হতে পারে ? কেউ পারে না। হে রম্যগুণস্বরূপ ! আপনি যেমন একদিকে অভক্তের দুর্জ্ঞেয় আবার অন্যদিকে তেমনই দুর্গত-হীন-সুদিন জনও যদি আপনার শরণাগত হয় তবে অতিশয়রূপে তাঁর পালনকর্তা।

১৮৩। তাই বলছি, এই প্রকারেই অবিনশ্বর কৃপায় আমাদের রক্ষা করুন। আপনার এইরূপ কৃপায় যাতে আনন্দ-মহাসাগরে উন্মজ্জিত হওয়া যায় সেইরূপ সুসজ্জিত বুদ্ধিতে দীপ্ত করে দিন আমাদের। মোহতমসাবেগে মৃতপ্রায় আমাদের আপনার প্রসরণশীল ভক্তি বিরক্তি দান করুন। তমোরহিত স্তুতিতে মতিমান্ করে দিন। আমাদের কুমতি খণ্ডন করে দিন। আজ এই এখন আপনাকে প্রণাম করছি। অপরিমেয় কান্তিমান্ হে ভগবন্ ! হে করুণ ! আমাদের করুণা করুন, যাতে আমরা আপনার শরণ গ্রহণ করতে পারি, আপনাকে প্রণাম করতে পারি এবং আপনার নামকীর্তন করতে পারি। জয় জয় হে জগতের উত্তমজন বক্ষোবিলাসী !

১৮৪। লক্ষবিপক্ষ বিনাশী, স্বপক্ষ সম্প্রদায় রক্ষক, প্রতিক্ষণে আনন্দদায়ী, অহঙ্কার জনিত আত্মশ্লাঘা খর্ব-

—তৃতীয়া শাখা ॥

১৮৫ । শ্রীবলদেবকনিষ্ঠ মহিষ্ঠকনিষ্ঠ গরিষ্ঠপটিষ্ঠ দবিষ্ঠ-
পবিত্রবিচিত্রচরিত্র ন কুত্র চমৎকৃতিমৎকৃতিমানতি-
মানতিরস্কৃতদুষ্কৃতিকস্তমবস্তুতিরন্ধন বন্ধনমোচন
শোচনরোচন কোচনকাশননাশনরক্ষণসক্ষণ সদ্গুণ সদ্গণ ॥

১৮৬। বল্লবতল্লজকন্যকয়ান্যজনাধিক-সাধিত-সৌভগশোভিত সত্তমযাত্তকলাধিকরাধিকয়া স্ময়বিস্ময়-হাসবিলাসযথার্থসমর্থনদর্পকদর্প নমদ্ধৃদয়োদ্ধৃতপর্বরপর্বত ॥

---

১৮৪ । ক্ষণে ক্ষণে প্রতিক্ষণমেব ক্ষণপ্রদমানন্দদং মহো ভজামহে। কথম্ভূতম্? ব্রজে ব্রজৎ জঙ্গমম্। কৃপায়া বিপাকঃ পরিপাকস্তেন পালিতে ॥

১৮৫ । মহিষ্ঠে কে সুখে নিষ্ঠা যস্য তথা: গরিষ্ঠাদিকং চরিত্রং যস্য তথা; চমৎকৃতিমতী কৃতিঃ ক্রিয়া তদ্বান্ ত্বং কুত্র ন, অপি তু সর্বত্রৈবেত্যর্থঃ। অতিমানেনাতিসেবয়া তিরস্কৃতানি দুষ্কৃতানি যতঃ স ত্বম্। অবস্তুনঃ সংসারস্যাতিরন্ধন বিনাশক, অতএব হে বন্ধনমোচন! ততশ্চ শোচনেভ্যো ন সেবিতবন্তো বয়মেতাবন্তং কালমিত্যনুশোচদ্ভ্যো রোচন রোচক। ততশ্চ তেষাং কোচনকাশনয়োঃ সঙ্কোচপ্রকাশনয়োর্যথাসংখ্যেন নাশন রক্ষণাভ্যাং সক্ষণ সোৎসব! সতামুৎকৃষ্টানাং গুণানাং সন্ বর্তমানো গণো যত্র তথা ॥

১৮৬ । বল্লবতল্লজকন্যকয়া শ্রেষ্ঠগোপকন্যয়াঽন্যজনাধিকং যথা স্যাত্তথা সাধিতং যৎ সৌভগং তেন শোভিত! সত্তময়া আত্তকলা চাসৌ অধিকা চ যা রাধিকা তয়া সহ স্ময়াদীনাং যথার্থমেব সমর্থনং যত্র তথাভূতো যো দর্পকঃ কামস্তেনৈব দর্পো যস্য তথা। নমতাং প্রণমতাং হৃদয়ং মনো যত্র তথা। উদ্ধৃতঃ পর্বদায়িপর্বতো যেন তথা ॥

কারী, কৃপার পরিপাক দশাদ্বারা পালিত ব্রজে পর্যটনশীল এবং ব্রজেশ্বর ব্রজেশ্বরীর মহামহোৎসবস্বরূপ মহাতেজকে আমরা ভজনা করছি।

—তৃতীয় শাখা।

১৮৫। হে শ্রীবলদেব-কনিষ্ঠ! নিষ্ঠা আপনার মহান্ সুখে। হে পূজ্যতম অতি নিপুন-দূরতম-পবিত্র বিচিত্র চরিত্রবান্! চিত্তচমৎকারকারী লীলাবিলাসী আপনি কোথায় বিদ্যমান্ নন্? সর্বত্রই বিদ্যমান্। যাঁর তীব্র সেবায় দুষ্কৃতি নাশ হয়ে যায়, আপনি সেই শ্রীহরি। আপনি সংসারের সম্পূর্ণ বিনাশ কারক, অতএব হে বন্ধনমোচক! এতকাল আমরা সেবা করিনি, এরূপ অনুশোচনাকারী জনের রোচক আপনি। হে অনুশোচনা-কারী ও সেবাকারিদের জড়সড়ভাব ও বিকাশ যথাক্রমে নাশ ও রক্ষায় আনন্দোচ্ছল! হে উৎকৃষ্ট গুণসাগর!

১৮৬। হে গোপকন্যাশ্রেষ্ঠা রাধাদ্বারা অন্যজন থেকে অধিকরূপে সাধিত সৌভাগ্যে শোভন! পূজ্যতমা-প্রাপ্তকলা-সর্বশ্রেষ্ঠা রাধিকা সহ স্ময়-বিস্ময়-হাসবিলাসের দ্বারা যথার্থভাবে সমর্থিত কন্দর্পবেগে গর্বিত হে মদনদর্পহর! হে উৎসবদায়ী গিরি উত্তোলনকারী! প্রণত জনের মন আপনাতেই পড়ে থাকে।

১৮৭। সর্বদ শর্ববিরিঞ্চিমুখাঞ্চি-বিচক্ষণলক্ষবিলক্ষণকক্ষবিশিষ্টসদিষ্টদ মিষ্টসুদিষ্টদ তুষ্টিসুপুষ্টিদদৃষ্টি-সুহৃষ্টিদমূর্ত্তিক কীর্ত্তিকথার্ত্তিসুপূর্ত্তিক ॥

১৮৮। গোপবধূপদসঞ্চলনাঞ্চদলঙ্কৃতঝঙ্কৃতকিঙ্কিণিশঙ্কিতডিণ্ডিমচণ্ডিমমন্মথহৃন্মমকারবিকারবিলাসবিকাশ-বিশেষণ শেষমুখৈঃ কিল তৈঃ কিমু গম্যমগম্য তবেহিতমাহিততর্ককুতর্কপরৈরপরৈরপবারণ তারণকারণবারণখেল সহেলগতেঽদরমোদগ ॥

১৮৯। ভোস্তব কস্তবনেঽস্তু, ন বস্তু বরং তদনন্তমলন্তব শন্তম তত্ত্বমতত্ত্ববিদো বিষয়ো বিবিধা হি বিধা হিতকর্ত্তরবর্ত্তত যস্য রহস্যতমস্য রহস্যত এব ন দেব তবেহিতমূহিতমীশ মহেশমুখৈরপি তৈরমুনা কিমু নাকিজনেন

১৮৭। হে সর্বদ! শর্ব-বিরিঞ্চিমুখা অঞ্চিনঃ পূজকা যে বিচক্ষণাস্তেষাং লক্ষায় বিলক্ষণকক্ষঞ্চ বিশিষ্টঞ্চ সৎ শোভনঞ্চ যদিষ্টং তদ্দদাতীতি তথা। মিষ্টং মধুরং সুদিষ্টমতিভাগ্যং দদাতীতি তথা তুষ্টিসুপুষ্টিদা চ দৃষ্টেঃ সুদৃষ্টিদা চ মূর্তি-র্যস্য, তথা কীর্তিকথয়া আর্তেঃ পীড়াতঃ সুপূর্তিঃ সুষ্ঠু পালনং যস্মাত্তথা; যদ্বা, কীর্তিকথায়ামার্তিরুৎকণ্ঠা তস্যাঃ পূর্তির্যস্মাত্তথা।

১৮৮। গোপবধ্বাঃ পদয়োঃ সঞ্চলনেনাঞ্চদলঙ্কৃতং চপলনূপুরশ্চ ঝঙ্কৃতা ঝঙ্কারযুক্তা কিঙ্কিণিশ্চ তাভ্যাং শঙ্কিতো ডিণ্ডিমচণ্ডিমা যস্য তথাভূতেন মন্মথেন কামেন হৃদি মমকাররূপো যো বিকারস্তস্মাচ্চ যো বিলাসস্তস্য বিকাশং প্রকাশং বিশেষয়তীতি তথা, শেষমুখৈঃ সঙ্কর্ষণাদিভিস্তৈঃ প্রসিদ্ধৈস্তবেহিতং কিমু গম্যম্, ন গম্যমেবেত্যর্থঃ। হে অগম্য! জ্ঞাতু-মশক্য! অপরৈরধর্মৈরাহিততর্ককুতর্কপরৈরপবারণমাচ্ছাদনং যস্য তথা, হে তারণস্য কারণবারণস্য গজস্যেব খেলা যস্য তথা; সহেলা গতির্যস্য তথা; হে অদরমোদগ! অনল্পহর্ষযুক্ত ॥

১৮৯। তব স্তবনে স্তুতৌ কোঽস্তু, ন কোঽপীত্যর্থঃ। তব তত্ত্বমতত্ত্ববিদো ন বিষয় ইত্যন্বয়ঃ। কীদৃশং তত্ত্বম্? বরং শ্রেষ্ঠং বস্তু তদনির্বচনীয়মনন্তমপরিচ্ছিন্নম্। অলমতিশয়েন, হে শন্তম! বিবিধা বিধা বহুবিধং বিধানং হে হিতকর্তঃ হিতকারিন্, যস্য রহস্যতমস্য তব রহস্যাবর্তত, অতএব হে দেব! হে ঈশ! মহেশমুখৈস্তৈরপি তবেহিতং নোহিতং

১৮৭। হে সর্বদাতা! আপনি শিবব্রহ্মা প্রমুখ বিচক্ষণ পূজ্যগণের মধ্যে লক্ষ লক্ষকে বিলক্ষণ কক্ষার বিশিষ্ট সুশোভন মঙ্গল দানকারী, মধুর অতিভাগ্যদায়ী, হর্ষে উচ্ছলনকারী, নয়নে সুন্দর জ্ঞানদায়ী তথা কীর্তিকথাতে অতি উৎকণ্ঠার পূর্তিদায়ী।

১৮৮। গোপবধূর পদসঞ্চালনে চপল নূপুর ও ঝঙ্কারিণী কিঙ্কিণীর ঝঙ্কারে যার ডিণ্ডিমচণ্ডিমা ভয়ে শঙ্কিত হয়ে উঠে সেই কামের দ্বারা 'মমকার'রূপ যে বিকার উপস্থিত হয়, আবার সেই বিকার হেতু যে বিলাসের উদয় হয়, তাকে আপনি বিশিষ্টতা দান করে থাকেন। হে অগম্য! আপনার লীলা সেই প্রসিদ্ধ সঙ্কর্ষণাদি দ্বারাও কি অগম্য? হঁ্যা অগম্যই তো বটে। তা হলেও অধার্মিক জনেরা তর্ক আরোপ করে নিলে ঐ কুতর্কপরদের দ্বারাও তো আপনার উপর আরও আবরণই শুধু নিক্ষেপ করা হয়। হে সংসারোদ্ধার-কারণ! আপনার লীলা মত্তগজের খেলার মতো, হে অতিহর্ষোচ্ছল!

১৮৯। ভো, আপনার স্তব কে করতে পারে? আপনার তত্ত্ব অতত্ত্ব-জ্ঞানিদের জ্ঞানের বিষয় হয় না। কারণ আপনার তত্ত্ব-তো অতি শ্রেষ্ঠ বস্তু, অনির্বচনীয় ও অপরিচ্ছন্ন। হে শন্তম! এতে আর বেশী বলবার কি আছে। হে হিতকারী! শাস্ত্রের বিধান বহুপ্রকার। রহস্যতম আপনার রহস্য নিত্য বর্তমান। তাই

ধনেন-জলেন-মুখেন বসন্ ভগবন্ ভব নো হৃদ সৌহৃদধামনি কামদহাস রসাসুরজর্জরনির্জরবৃন্দমমন্দরুচং কুশলং কুরু ॥

১৯০। বিদগ্ধমুগ্ধসুন্দরীকদম্বচুম্বডম্বরং, সুমঞ্জুকুঞ্জকুঞ্জরং নবাঞ্জনৌঘগঞ্জনম্।

অনঙ্গরঙ্গমঙ্গলপ্রসঙ্গতুঙ্গসঙ্গরং, রহো মহো মহোদয়ং নুমো নুমো নুমো নুমঃ ॥

১৯১। ইত্যেবং স্তব স্তবকিত-ভারতীভারতীব্র-সিদ্ধ-বিদ্যাধর-প্রমুখমুখরিতেষু দিশাং মুখেষু গুরুতর-চমৎকারকারণসমুৎকসমুৎকমানসা মানসারাঃ সর্ব এব গোপা গোপায়িতরং ব্রজপুরস্য রস্যচরিতমুপগম্য সপ্রশ্রয়ং শ্রয়ন্তঃ কিমপি নিবেদয়াম্বভূবুঃ—'হংহো ব্রজাধীশ! ধীশাবল্যাহেতোরিদং বঃ পৃচ্ছামোহচ্ছামোদাঃ। যদিহ

ন বিতর্কিতম্। ততশ্চামুনা নাকি-জনেন সর্গবাসিদেবেন কিমু, ন কিমপীত্যর্থঃ। ধনেনঃ কুবেরশ্চ, জলেনো বরুণশ্চ, তন্মুখেন তদাদিনা হে ভগবন্! নোঽস্মাকং হৃদি বসন্ ভব। কথম্ভূতে হৃদি? সৌহৃদস্য ধামন্যাশ্রয়ে। হে কামদহাস! রসায়াঃ পৃথিব্যা যে অসুরাঃ কংসাদ্যাস্তৈর্জর্জরং নির্জরবৃন্দং দেবসমূহমমন্দরুচং কুরু, কুশলং যথা স্যাত্তথা, কুশলযুক্তমিতি বা ॥

১৯০। মহানুদয়ো যস্য তন্মহঃ কিমপি তেজো নুমঃ স্তুমঃ, চুম্বে চুম্বনে ডম্বর আটোপো যস্য তৎ। অত্র স্বাং স্তুমহে; স্তুতীত্যাদিভিশ্চতস্ভিরশীতিভিঃ কলাভিশ্চতস্রো মহাকলিকা দ্বিগাদিগণবৃত্তে কোরকাখ্যা জ্ঞেয়াঃ। তদুক্তং বিরুদাবলীলক্ষণে—"দ্বিগাদিকলিকাং ধীরাঃ কোরকাখ্যাং প্রচক্ষতে। দ্বিগভস্তলসন্দর্ভৈরনঙ্গগণপাতিভিঃ। স্বেচ্ছাবসানৈঃ সংকল্প্যাং দ্বিগাদিকলিকাং বিদুঃ ॥" ইতি। অত্র তু তদ্বয়েন কলানির্মাণম্, শ্লোকচ্ছন্দাংসি তু পঞ্চচামরাখ্যানি ॥

১৯১। এবং স্তবেন স্তবকিতা গুবকিনী কৃতা যা ভারতী বাণী তস্যা ভারেণ তীব্রা একান্তা যে সিদ্ধাদয়স্তৈর্মুখরিতেষু শব্দিতেষু সৎসু গুরুতরশ্চমৎকার এব কারণং হেতুস্তেন সমুৎকং কিঞ্চিজ্ জিজ্ঞাসয়া সম্যগুৎকং সমুৎকং সহর্ষঞ্চ মানসং যেষাং তে, মান এব সারো যেষাং তে সম্মাননীয়া ইত্যর্থঃ। ব্রজাধীশা ইতি গৌরবেণ বহুত্বম্, ধিয়াং বুদ্ধিবৃত্তীনাং

হে দেব! হে ঈশ! প্রসিদ্ধ মহেশাদিও আপনার লীলা বিচারের বিষয় করে উঠতে পারে না। এরপরে সেই স্বর্গবাসী দেবতা কুবের-বরুণাদির কথা আর কি বলা যেতে পারে। হে ভগবন্! সৌহার্দের আশ্রয় আমাদের হৃদয়ে আপনি নিবাস করুন। হে সুখপ্রদ প্রকাশ! পৃথিবীর কংসাদি অসুরগণের দ্বারা জর্জরিত দেবসমূহকে অতিশয় উজ্জ্বল করে তুলুন, কুশল দান করুন।

১৯০। বিদগ্ধ-মুগ্ধ-সুন্দরীনিবহ-চুম্বনে আটোপকারী, সমঞ্জুকুঞ্জহস্তীস্বরূপ, নব অঞ্জনস্তূপ সম, অনঙ্গ-রঙ্গ-শুভপ্রসঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধকারী ও মহান্ উদয়শীল কোনও অনির্বচনীয় তেজকে স্তব করছি স্তব করছি স্তব করছি স্তব করছি।

ব্রজজনের মনে ঐশ্বর্যভাবের উদয়ে সংশয় ও নন্দমহারাজকে প্রশ্ন :

১৯১। এইরূপে স্তবে গুম্ফিত বাণীর ভারে শ্রেষ্ঠ সিদ্ধ বিদ্যাধরগণের দ্বারা চতুর্দিক ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকলে গুরুতর চিত্তচমৎকাররূপ কারণের উদ্ভবে কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসার জন্য অতি উৎকণ্ঠিত হয়ে সহর্ষমনা অতি সম্মানীয় গোপসকল ব্রজপুরপালক সরস চরিত ব্রজরাজের নিকট গিয়ে প্রশ্রয়-অবনত ভাবে এরূপ নিবেদন করলেন—'অহো ব্রজাধীশ! সংশয়-নিশ্চয়-শঙ্কা-স্মৃত্যাদির সম্মর্দন হেতু নির্মল হর্ষযুক্ত হয়েও আমরা জিজ্ঞাসা

স্বযাগক্রমাতিক্রমাতিম্লায়মানমানবস্তুনা সুনাসীরেণ রেণব ইবাসংখ্যাঃ সম্বর্ত্তকগণত্বেন প্রলয়সম-সময়মান-মহাবৃষ্টি-কারিণো ব্রজনগরগরণায় জলধরা ধরাপ্লবনায় প্রহিতা হিতানলমোঘান্ কুর্বন্ তবায়ং বালকো লম্বালকোঽলং লঘুতরং তরঙ্গিতকৌতুকঃ সৌকুমার্য্যাকরেণ করেণ বামেন মেনকাতুহিতৃ-নাথস্যাপি দুর্দ্ধরমুপরি পরিতঃ স্যন্দমান-পুষ্করং পুষ্করং মদকলকলভেন্দ্র ইব দিবসানি সপ্ত সপ্তহায়নঃ সলীলং সমুদ্ধৃত্য নগরাজং নগরাজং চকার শতমন্যুং শতমন্যুম্ ॥

১৯২। তদয়ং ক ইতি ন বিদ্মো, বিদোমোহ এব নো জায়তে, যেনানেন জাতমাত্রেণৈব সকলবন্ধুজীবেন বন্ধুজীবেন সদৃশাভ্যাং সদৃশাভ্যাং মধুমধুরৌষ্ঠাধরাভ্যাং বিষবিষমং স্তনরসং পিবতাবতাশুতরামেব পূতনা পূতনামাঽকারি ॥

১৯৩। তদনু মঞ্জুল-বঞ্জুল-বনসলয়কিসলয়কিশোরললিতেন পদতলেন বিশঙ্কটশকটশকলীকারোঽপি

শাবল্যং সংশয়-নিশ্চয়-শঙ্কা-স্মৃত্যাদি সম্মর্দস্তদ্ধেতোঃ। যদিহ তবায়ং বালকঃ সপ্তহায়নঃ সপ্ত দিবসানি ব্যাপ্য নগরাজং পর্বতরাজং সমুদ্ধৃত্য শতমন্যুমিন্দ্রং নগরাজং নগরস্যাঙ্গং গ্রাম্যচ্ছাগমিব চকার, তদয়ং ক ইতি ন বিদ্ম ইত্যন্বয়ঃ। বালকঃ কথম্ভূতঃ? সুনাশীরেণেন্দ্রেণ যে জলধরাঃ প্রহিতাঃ, হি নিশ্চিতম্, তানলমোঘানলমত্যর্থমোঘো বেগো যেষাং তানপি মেঘান্ ব্যর্থান্ কুর্বন্। সুনাশীরেণ কীদৃশেন? স্বযাগস্য ক্রমঃ পরিপাটী তস্যাতিক্রমেণাতিম্লায়মানো মান আদর এব বস্তু ধনং যস্য তেন। সংখ্যাঃ সম্যক্ খ্যাতিমন্তঃ। গরণায় গলনায় নাশায়েত্যর্থঃ। লঘুতরমতিশীঘ্রং স্যন্দমানানি স্রবন্তি পুষ্করাণি মকরন্দজালানি যত্র তৎ পুষ্করং কমলমিব ॥

১৯২। বিদো জ্ঞানস্য মোহঃ সকলানাং বন্ধূনাং জীবেন সদৃশা সদৃশেনেত্যর্থঃ। আভ্যাং মধুতোঽপি মধুরৌষ্ঠাধরাভ্যাম্, ব্যবধানান্বয়ো যমকানুরোধাৎ সৌঢব্যঃ। আশুতরামতিশীঘ্রমেব পূতনামা পবিত্রনাম্নী, মৃতদেহস্যাপ্যগুরুসৌরভোদ্গারাৎ ॥

১৯৩। বঞ্জুলস্যাশোকস্য বনে কদাচিৎ সলয়ঃ সংশ্লেষসহিতঃ কিশলয়ঃ কিশোরঃ স্যাৎ, ততোঽপি ললিতেন

করছি—আচ্ছা দেখুন স্বযাগের ক্রমপরিপাটি অতিক্রমে মর্যাদা ধন অতি মলিনতা প্রাপ্ত হওয়াতে ইন্দ্র পাঠিয়ে দিল ধূলিকনার মতো অসংখ্য, সম্বর্তকশ্রেণীর হওয়াতে খ্যাতিমন্ত ও প্রলয়কালের উপযুক্ত মহাবৃষ্টিকারী মেঘমালা—ব্রজনগর গলাবার ও পৃথিবী ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু লম্বা অলকে শোভন তরঙ্গিত কৌতুক আপনার এই সাত বৎসরের বালক অতি ক্ষিপ্রতায় সৌকুমার্যের আকরভূমিস্বরূপ বামহস্তে মেনকাতুহিতানাথ শিবেরও দুর্ধর গিরিরাজকে সপ্ত দিবস ব্যাপি সলীলায় উঠিয়ে ধরল উর্ধ্বে, যেমন নাকি হস্তীশাবক চতুর্দিকে প্রবাহমান্ মকরন্দধারাযুক্ত কমল উঠিয়ে ধরে। উঠিয়ে ধরে শত শত ক্রোধে মত্ত ইন্দ্রকে করে দিল গ্রাম্য ছাগের মতো তুচ্ছ।

১৯২। তাই বুঝতে পারছি না, এ কে জ্ঞানের মোহ জন্মিয়ে দিচ্ছে আমাদের। জাতমাত্রই সকল বন্ধুবর্গের জীবন সদৃশ এ তো তাঁর বাধুলী পুষ্পের মতো মধুমধুর ওষ্ঠাধরে বিষবিষম স্তনরস পান করতে করতে অতি শীঘ্রই পূতনাকে করে দিল পবিত্র নামা।

১৯৩। অতঃপর মঞ্জুল অশোকবনে কদাচিৎ যে বন্ধদল নব পল্লব কিশোর দেখা যায়, তার থেকেও

-রোপিতঃ। তদনু চ যমুনাশৈবলবলয়-সদৃশেন ভুজবলয়েন জবলয়েন সৌৎকণ্ঠং কণ্ঠং বিধৃত্য ধৃত্যবরোধক-বিলোকো লোকোপপ্লবকরোঽবকরোদয়বৎ প্রাণৈর্বিযোজিতোঽজিতোঽখিলসুরাসুরাদিভিরপি মহাবাত্যাদৈত্যঃ। তদনু চ বৎসবৎ সবকস্যাঘব্যালস্যাঘব্যালস্যাপি ব্যরচি মারণং রণং বিনৈব নৈব কুত্রাপি পরিশ্রমঃ॥

১৯৪। অস্মাকং স্মাকম্পিত এবাত্র তথৈবাস্যাপ্যস্মাসু নিরন্তরায়ো নিরন্তরায়ো রতিরাসোঽহরহরতিতরামৌৎপত্তিক এব সম্পনীপদ্যমানো বিদ্যমানো বিশিষ্যানিরুচ্যমানো রুচ্যমানোঽনুভূয়ত এব ভবদ্ভিরপি, তৎ কিমত্র তত্ত্বং তত্ত্বং কথয়িতুমর্হসি॥'

১৯৫। তদা তদাকর্ণ্য ব্রজপুরপুরন্দরোঽদরোদিতহসিতিসিতিম্নাতিম্নাতমধুরিমগরিমগদশনবসনং কিঞ্চিদুবাচ,—"ভো ভো বল্লবতল্লজা অবধীয়তাম্, নিরবধীয়তাং নিরবদ্যানাং মে বচসাং তত্ত্বম্, যদেনং নাম নামকরণসময়ে সুকুমারং কুমারং সমুদ্দিশ্য স মুদ্দিশ্যমানমানসো নিরবদ্যসার্বজ্ঞ্যাদিগুণবর্গো গর্গো গতমোহং তমোহন্তা

বিশঙ্কটস্য বৃহতঃ শকটস্য শকলীকারঃ খণ্ডনং রোপিতো জনিতঃ কৃত ইতি যাবৎ, 'রুহ জন্মনি প্রাদুর্ভাবে,ইতি ধাতোঃ। তদনু মহাবাত্যাদৈত্যঃ প্রাণৈর্বিয়োজিতঃ, ধৃত্যবরোধকো ধৈর্যনাশকো বিলোকোঽবলোকনমপি যস্য সঃ। বৎসবদ্বৎসাসুরস্যেবাঘব্যালস্যাপি। কীদৃশস্য ? অঘমপরাধং বিশেষেণ আ সম্যক্ লাতি গৃহ্লাতীতি তস্য॥

১৯৪। নিরন্তরমেবায়ো বৃদ্ধির্যস্য স রতিরাসঃ প্রেমোল্লাসোঽনিরুচ্যমানোঽশক্যানিরুক্তিকো রুচিভিঃ প্রভাবিরমানো নিরুপমঃ। কিমত্র তত্ত্বমিত্যস্য মানুষত্বে তত্তৎ কর্ম দুর্ঘটম্, ঈশ্বরত্বে এতৎকর্তৃকমস্মাসু প্রীতিগৌরবভাবাদিতি সন্দেহঃ॥

১৯৫। অহো মৎপুত্র এবাসাবমীভিস্তত্ত্বমশ্রুতবদ্ভিঃ পরমেশ্বরত্বেন কল্পত ইত্যদরোদিতা হসিতিঃ। নিরবধি

ললিত এঁর পদতলের দ্বারা ভেঙ্গে ফেলে দিল বৃহৎ শকট! অতঃপর যমুনার শৈবালবলয়ের মতো স্নিগ্ধশ্যাম বেগবান্ ভুজবলয়ের দ্বারা উৎকণ্ঠার সহিত দর্শনেও ধৈর্যনাশক ও সুরাসুরের অজিত মহাবাত্যাদৈত্যকে গলে চেপে ধরে প্রাণ বের করে ছেরে দিল। অতঃপর বৎসাকার বৎসাসুরের সহিত বকাসুর এবং বিশেষভাবে সম্যক্ অপরাধী অঘাসুরের মারণ রচনা করল বিনা যুদ্ধেই। এতে কোথাও কিছু পরিশ্রম হয় নি।

১৯৪। এই আপনার বালকে আমাদের তথা আমদিগেতে এঁর নিত্যকাল সদাবৃদ্ধিশীল এমন এক প্রেমোল্লাস অহরহ অতি স্বাভাবিক ভাবে পুনঃ পুনঃ সুগুম্ফিত রূপে বিদ্যমান রয়েছে—যা বিশেষভাবে বলা যায় না, যা কান্তিতে নিরুপম। এ-তো আপনিও অনুভব করে থাকেন। তাই বলছি এখানে প্রকৃত ব্যাপার কি তা আপনিই বলতে সমর্থ। (মানুষ হলে এ দুর্ঘট, আর ঈশ্বর হলে আমাদের প্রতি এর এত প্রীতি গৌরব কি করে হতে পারে ? তাই সংশয়।)

ব্রজজনের সংশয় মোচন ঃ

১৯৫। এ-কথা শুনে ব্রজপুরপুরন্দর হো হো করে হেসে উঠলেন। সেই হাসির শুভ্রতার সান্নিধ্যে মাধুর্য-গৌরবোজ্জ্বল ওষ্ঠাধরবিশিষ্ট তিনি তখন এরূপ বললেন—"ভো ভো গোপশ্রেষ্ঠগণ মন দিয়ে শুনুন, আমার নিরবদ্য বাক্যের তত্ত্ব বিশ্বাস সহকারে হৃদয়ে ধারণ করুন, যা নামকরণ সময়ে আমার এ সুকুমার কুমারকে লক্ষ্য করে হায় হায় আনন্দে বশীক্রিয়মান্ মনা-নিরবদ্য-সার্বজ্ঞ্যাদি গুণগণে ভূষিত-সংশয়ছেত্তা গর্গমুনি

হন্তাহ,—'অস্য তব কুমারস্য মা রস্ততায়াঃ পারমাস্তে, পারমহংস্যাং পারমহং স্যাং গতো বিদ্যায়ামিত্যভিমানবানপি ন রহস্যমস্য মন্তুমর্হতি। অস্য হ্যবিকৃতা কৃতাদিষু চতুর্যুগেষু চতুর্যুগেষু বর্ণভিদা কৃতেঽবলক্ষো বলক্ষো বর্ণস্ত্রেতায়াং জিতারুণোঽরুণো দ্বাপরে শ্যামশ্যামঃ, কলৌ কৃষ্ণঃ, কৃষ্ণঃ খল্বিদানীময়ম্। কদাচিদেষ চিদেষ এব বসুদেবাদেবাসীত্তেনায়মভিধাসু সুস্তবাসু বাসুদেবাভিধোঽপি। এতেনাপি ত্বমস্য মহিমনি মনো নারা নারায়ণসম এবায়ম্। এতস্মিন্ যে পুনরতিরতিমন্তো মন্তোরণুমাত্রমপি ন তেষাম্, তেষামঙ্গ মঙ্গলমেব পরিতোঽপরিতোষো ন কুত্রাপি প্রেমাস্পদময়ং সকলনরনারীণাং নারীণাং চ পরাক্রমক্রমণিকাত্র' ইতি॥

১৯৬। তৎ কৃতমত্র শঙ্কয়া, শং কয়ায়মীহয়া নেহতেঽস্মাকম্, তত্তুচিতং চিতং বঃ প্রেমাত্র, মাত্র বন্ধুতা ধুতা করণীয়া, বয়মপি পুত্রভাবমেব কুর্বীমহি। মহিমশ্রবণেনাপি স্বভাবো হি ভাবো নাহার্য্যতামালম্ব-

---

ঈয়তাং প্রতীয়তাম্। স গর্গো মুদা দিশ্যমানং বশীক্রিয়মাণং মানসং যস্য সঃ। তমোহন্তা সংশয়চ্ছেত্তা। রস্ততায়াঃ সৌভাগ্যস্য পারং মা আস্তে। 'পারমহংস্যাং বিদ্যায়াং পারং গতোঽহং স্যাম্' ইত্যভিমানবানপি। অস্যাবিকৃতা নির্বিকারৈব বর্ণভিদা চতুর্যুক্ চতুঃসংখ্যাবতী, এষু কৃতাদিষু। বলক্ষঃ শুক্লো বর্ণঃ, অবলক্ষো ন বলস্য ক্ষা ক্ষয়ো যস্মাৎ সঃ। শ্যামো মেঘ ইব শ্যামঃ, "শ্যামঃ শ্যাম্মেচকে বৃদ্ধদারকে হরিতে ঘনে" ইতি বিশ্বঃ। কলৌ কলিযুগে কৃষ্ণ ইতি বৈবস্বতমন্বন্তরগতাষ্টাবিংশচতুর্যুগীয়কলৌ তু পীত এবেতি। 'মূর্ত্তইব কলৌ কলৌ পীতঃ' ইতি পঞ্চস্তবকোক্ত্যা (২৪শ-অনু০) ন বিরুধ্যতে। ইদানীং দ্বাপরাবসানে খল্বয়ং কৃষ্ণঃ। চিৎ চিন্ময় এব এষ ইচ্ছা যস্য তথাভূতঃ সন্নেবেতি তাদৃশেচ্ছাবশাদেব'ন তু কর্মবশাদিত্যর্থঃ। অহো কশ্চিদসৌ মহাসিদ্ধো বা মদ্গৃহেঽবতীর্ণ ইতি বিতর্কয়ন্তং মাং পুনরপ্যবধাপয়ন্নাহ—এতেনেতি। ত্বমস্য মহিমনি মাহাত্ম্যে মনো ন অরাঃ, ন দত্তবানসি, অবধেহি নারায়ণসম এবয়মিতি' তেন দেবেন্দ্রাদিনির্জয়োঽপ্যস্য সম্ভবত্যেবেতি ভাবঃ। ন চাত্র মহিমদৃষ্ট্যা বন্ধুভাব শ্লথনেন সম্ভ্রমঃ কার্য ইত্যপ্যাহ—এতস্মিন্নিতি। মন্তোরপরাধস্য নারীণাং ন শত্রূণাম্॥

১৯৬। তত্তস্মাদত্র শঙ্কয়া কৃতম্, নারায়ণোঽয়মিতি ন মন্তব্যমিত্যর্থঃ। কয়া? ঈহয়া চেষ্টয়া, অয়মস্মাকং শং

গতমোহ হয়ে বলেছিলেন, যথা—'আপনার এ-কুমারের সৌভাগ্যের পার নেই। আমি বিদ্যাতে পারমহংস অবস্থার সীমায় পৌছে গিয়েছি—এরূপ অভিমানী জনেরাও এঁর রহস্য জানবার যোগ্য হতে পারে না। সত্যাদি চতুর্যুগে এ-বালকের যে চার প্রকার বর্ণভেদ তা নির্বিকার বলেই জানতে হবে—সত্যযুগে এমন শুক্লবর্ণ যার থেকে বলক্ষয় হয় না, ত্রেতাযুগে অরুণবর্ণ বিজয়ী অরুণবর্ণ, সাধারণ দ্বাপরে মেঘশ্যাম এবং সাধারণ কলিতে কৃষ্ণবর্ণ, আর ইদানীং অর্থাৎ বৈবস্বত মন্বন্তরগত অষ্টাবিংশ চতুর্যুগীয় বিশেষ দ্বাপর অবসানে বর্ণে কৃষ্ণ নামেও কৃষ্ণ এবং তৎপরবর্তী কলিতে পীতবর্ণ। এঁ চিন্ময় ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট, তাই তাদৃশ ইচ্ছাতেই (কর্মবশে নয়) বসুদেব হতে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন, আর এই কারণে এঁকে সুস্তব্য বাসুদেব নামেও ডাকা হয়; এততেও আপনারা এঁর মাহাত্ম্যে মন দিচ্ছেন না। মন দিয়ে শুনুন—এ নারায়ণ সমই। আবার এঁতে যাঁরা অতি রতিমন্ত তাদের অনুমাত্র অপরাধ থাকে না, তাঁদের সর্বত্রই মঙ্গল, অসন্তোষ কোথাও নেই। এঁ সকল নরনারীর অতিপ্রেমাস্পদ এবং এঁর ভয়ে শত্রুদের পরাক্রমের সহিত পাদচারণ এখানে হয় না।'

১৯৬। তাই বলছি, হে গোপশ্রেষ্ঠগণ! এ ব্যাপারে শঙ্কা করবার কোনও প্রয়োজন নেই। কোন্

তেহলম্বতেহ বো মান্যতয়া, মান্যতয়া চাত্মা খেদয়িতব্যো, দয়িতব্যোঽয়ং মে কুমারঃ" ইতি নিগদিতে সর্ব এব যথামনীষমনীষদেব নির্বৃতা বৃতাশ্চ বন্ধুজনৈর্যথাপূর্বমতয়ো যথাস্থানমবতস্থিরে ॥

১৯৭। স্থিরে সতি সকলজনমনসি নিজলোকতোঽজলোকতোষিতাং তদনুমোদিতাং মোদিতাং চ স্বসন্তানরক্ষণক্ষণতঃ সকলসৌভাগ্যপরিমলসুরভিং সুরভিং সমুপব্রজন্তীমুপব্রজং তীব্রতরাপত্রপাপত্রপালিচ্ছন্ন-স্রয়নসহস্রসহস্রবদ্রোষরজা নির্বেদসম্পদেব পুরুহুতঃ পুরু হুতঃ পথি সঙ্গম্য স্বাপরাধং ক্ষমাপয়িতুমাপয়িতুমপি স্ববিনয়ং নয়ং চ তৎসৌভাগ্যলক্ষ্ম্যা সমাকৃষ্টমিব নগোপরি পরিতোষেণ বিহরন্তং হরন্তং চ তস্য বাত-বৃষ্টিজন্যক্লম-মিব কস্মৈচিৎ কার্য্যান্তরায়ান্তরায়াপন্ন-ক্ষণ-সঙ্গসুখৈরনুচরৈ রহিততয়াততয়া চ কৃপয়াদ্বিতীয়ং কৃষ্ণং রহসি সমুপসসাদ ॥

মঙ্গলং নেহতে, অপি তু সর্বথৈব। ভাবঃ স্বপুত্রত্বময় আহার্যতাং নালম্বতে আশ্রয়তি, যতঃ স্বভাবঃ স্বপ্রভাবরক্ষী, অতএব ইহ শ্রীকৃষ্ণে বো যুষ্মাকং মান্যতয়াদরণীয়তয়ালং যুষ্মাকমেতদ্‌গুরুত্বাদিতি ভাবঃ। বতেতি খেদে, অনুকম্পায়াং বা। কৃষ্ণসম্বন্ধাদ-ন্যতয়া চাত্মা মা খেদয়িতব্যঃ, অয়মীশ্বরো নু স্যাদ্‌বয়ং তর্হ্যন্য এব গোপাঃ কথমেতৎসম্বন্ধবন্তো ভবিতুমর্হাম ইতি ভাবনা-কষ্টং ন কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ, কিন্তু দয়িতব্যোঽনুকম্প্যোঽয়মনীষদেবানল্পমেব নির্বৃতা আনন্দিতাঃ ॥

১৯৭। ততশ্চ পুরুহূত ইন্দ্র উপব্রজং নিজলোকতঃ সমুপব্রজন্তীং সুরভিং পথি সঙ্গম্য স্বাপরাধং ক্ষমাপয়িতুং নগোপরি বিহরন্তং শ্রীকৃষ্ণং রহসি সমুপসসাদেত্যন্বয়ঃ। সুরভিং কথম্ভূতাম্? অজলোকৈরজেন ব্রহ্মণা তল্লোকৈশ্চ তোষি-তাম্। সকলসৌভাগ্যমেব পরিমলস্তেন সুরভিং সুগন্ধিতামিবেত্যর্থঃ। স চ কীদৃশঃ? তীব্রতরা যাঽপত্রপালজ্জা তস্যাঃ পত্রপালিভির্দলশ্রেণীভিরিব ছন্নং যন্নয়নসহস্রং তেন সহ স্রবন্তি গলন্তি রোষরজাংসি ক্রোধগর্বাদীনি যস্য সঃ। নির্বেদস্য স্বাবমাননস্য সম্পদা কর্ত্র্যা পুরু অধিকং যথা স্যাত্তথা হুতঃ স্ববরণার্থমিব কৃতাহ্বান ইত্যর্থঃ। আপয়িতুং প্রাপয়িতুং জ্ঞাপ-

---

কর্মে-না এঁ আমাদের মঙ্গলবিধানের ইচ্ছা করছে? সর্বভাবেই করছে। তাই এঁর উপর আপনাদের প্রেম যে সঞ্চিত হয়ে উঠেছে তা সমুচিতই বটে। এতে যে বন্ধুতা আছে তা ঐশ্বর্যভাবে শিথিল করে দিবেন না। আমরাও এতে পুত্রভাবই পোষণ করতে থাকব। ঐশ্বর্য শ্রবণেও ভাব কৃত্রিম-ভাবকে আশ্রয় করে না, কারণ ভাব নিজেই নিজের ঔজ্জ্বল্য রক্ষা করে চলে। অতএব হায় হায় কৃষ্ণে আপনাদের মান্যতাজাত আদরের কি প্রয়োজন। আগন্তুক ভাবের দ্বারা নিজের আত্মাকে খেদান্বিত করবেন না। আমার এ কুমার আপনাদের অনু-কম্পার পাত্র।"

নন্দমহারাজ এরূপ বললে—যথাপূর্বমতি ব্রজবাসিগণ পূর্বের মতো নিজ নিজ ভাবে স্থিত হয়ে প্রচুর আনন্দিত মনে বন্ধুজনে পরিবেষ্টিত হয়ে নিজ নিজ ঘরে ফিরে গেলেন।

সুরভির সুপারিশের পর ইন্দ্রের সম্মুখে আগমন ও স্তব ঃ

১৯৭। অতঃপর সকল ব্রজবাসিজনের মন নিজ নিজ ভাবে স্থিত হয়ে গেলে—তীব্রতর লজ্জার পত্রশ্রেণী দ্বারা যাঁর নয়নসহস্র ও তৎসহ বিগলিত ক্রোধগর্বাদি আচ্ছন্নের মতো হয়ে আছে, যিনি নিজ অবমাননা-সম্পদ কর্তৃক সাড়ম্বরে যেন বরণার্থে আহূত, সেই ইন্দ্র নিজ লোক থেকে আসতে আসতে পথে ব্রহ্মা ও তাঁর লোকজনের দ্বারা তোষিতা ও সকল সৌভাগ্যপরিমলে সুগন্ধিতা কামধেনুর সহিত মিলিত হয়ে

১৯৮। সাদরমথ সা গবাং জননী গবাং দেবীব দেবী বক্তুমুপচক্রমে ক্রমেণ,—"ভো দেব! ব্রজরাজরাজধানীমৃগমদবিশেষক। বিশেষকথামবধেহি। বধে হি গবাং গোদুহাং চ কৃতোদ্যমস্যাতিশতমন্যোঃ শতমন্যোঃ প্রবলতরতরসং কষ্টামতিবৃষ্টিমতিবাহ্য মতিবাহ্যতায়া অপ্যবিষয়মতিমহিমানং মহিমানং প্রকটয়ন্ যদখিলসৌভগবান্ ভগবান্ তত্রভবান্ ভবান্ গোকদম্বমরক্ষীৎ, তেন স্বয়ং স্বয়ং-যোনিনা পরমমুদিতায়াং মুদি মুদিতমনসাহমুক্তা মুক্তাতিধৈর্য্যেণ—'যাহি সুরভে দেবি! সুরভেদে বিগতস্পৃহং দৈবোপনতেন শতমন্যুমন্যুনা বিপদ্যমানানাং মহাকবিপদ্যমানানাং মহাকরুণং গবাং রক্ষণক্ষণপরং সানন্দা নন্দাত্মজং ত্বমধুনা গবামিন্দ্রত্বেনাভিষেক্তুমর্হসি, এষ চাহং স হংসমারুহ্য ব্রহ্মর্ষি-সুরর্ষি-সুরকিন্নর-চারণ-সিদ্ধ-সিদ্ধসাহিত্যস্তমহমহত মহানন্দমালোকয়িতুমনুসরামি' ইতি। অয়ং চ মুহুরাগোরাগোপহৃতো মন্দাক্ষমন্দাক্ষ এব নিজাভব্যতাভব্যতাপঃ স্বমবমন্তুমনা মন্তুমনাকলিতমপ-

য়িতুমিত্যর্থঃ। নগস্য গোবর্দ্ধনস্যোপরি। তস্য নগস্য সৌভাগ্যসম্পত্ত্যা সমাকৃষ্টমিবেতি বিহরণে হেতুরুৎপ্রেক্ষিতঃ। হরস্তেতি তত্র প্রয়োজনমুৎপ্রেক্ষিতম্! কস্মৈচিদিন্দ্রাদিপ্রসাদনরূপায়। অনুচরৈ রহিততয়েতি তত্র তৈঃ সাহিত্যে রসভঙ্গাপত্তেঃ। অতএবান্তরায়েণ বিঘ্নেনাপন্নং বিপন্নং ক্ষণং ব্যাপ্য সঙ্গসুখং যেষং তৈঃ ॥

১৯৮। গবাং বাচাং দেবীব। দেবী সুরভিঃ। বিশেষক তিলকরূপ। কষ্টামতিবৃষ্টিমতিবাহ্য পরাভূয় ভবান্ যদ্গোকদম্বমরক্ষীৎ, তেন স্বয়ংযোনিনা ব্রহ্মণা মুদিতমনসা অহমুক্তেত্যন্বয়ঃ। প্রবলতরং তরো বেগো যস্যাস্তামতিবৃষ্টিম্। মতিভির্বুদ্ধিভির্বাহ্যতায়া বোঢ়ুং শক্যতায়া অপ্যবিষয়ম্, অতিশয়ো মহিমা বৃংহত্ত্বং যস্য তং মহিমানং প্রকটয়ন্ লোকে প্রদর্শয়ন্ মুদি আনন্দে পরমং যথা স্যাদেবম্, উদিতায়াং সর্বত্রোদিতবত্যাং সত্যাম্। সুরাণাং ভেদে বিগতা স্পৃহা যেন তদ্যথা স্যাত্তথা যাহি, মহাকবীনাং পদ্যৈর্মানঃ স্তবো যাসাং তাসাম্। এষ চ স তদ্ভূতাত্ত্বেন প্রসিদ্ধো বালবৎসহরণাগসি দৃষ্টচর-

নিজ অপরাধ ক্ষমাপনের জন্য ও নিজ বিনয় সৌজন্য জানাবার জন্য অপার কৃপায় অদ্বিতীয় শ্রীকৃষ্ণের সহিত একান্তে গিয়ে মিলিত হলেন—যখন তিনি (কৃষ্ণ) গিরিরাজের সৌভাগ্যসম্পদের দ্বারা বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে অতি হর্ষে অনুচরগণের সঙ্গ বিহীন হয়ে তদুপরি বিহার করছিলেন ঝড়বৃষ্টিজনিত নিজ ক্লান্তি দূর করবার জন্য এবং ইন্দ্রাদি-প্রসাদনরূপ কোনও কার্যান্তরের জন্য। এইসব কার্যান্তররূপ বিঘ্নের দরুন অনুচরদের কৃষ্ণসঙ্গসুখ ক্ষণকাল বিপন্ন হল।

১৯৮। অতঃপর সেই গোমাতা সুরভি বাগ্দেবীর মতো আদরপূর্বক ক্রমপরিপাটিতে বলতে আরম্ভ করলেন—'ভো দেব! হে ব্রজরাজ-রাজধানীর মৃগমদতিলক! বিশেষ একটি কথা মন দিয়ে শুনুন—গো-গোপদের বধার্থে যত্নপরায়ণ শত শত ক্রোধপরায়ণ ইন্দ্র অতিপ্রবল বেগবান্-কষ্টজনক অতিবৃষ্টিপাত করতে আরম্ভ করলে বুদ্ধির বহন সামর্থ্যেরও অতীত অতিবিস্তৃত বিরাট ঐশ্বর্য জগতে প্রদর্শন করিয়ে অখিল সৌভাগ্যবান্ পরমপূজনীয় আপনি এই যে গোকুল রক্ষা করলেন এতে চতুর্দিক পরমানন্দে ভরে গেলে স্বয়ং ব্রহ্মা প্রসন্ন মনে অতি অধৈর্য হয়ে আমাকে বললেন—'হে সুরভিদেবী! দৈববশে উপস্থিত ইন্দ্রের ক্রোধে বিপদ-গ্রস্ত-মহাকবিস্তুত গোপগণের রক্ষণোৎসবপর-পরমকরুণ-দেবদ্রোহে বিগতস্পৃহ নন্দনন্দনকে আপনি আনন্দিত মনে গোকুলের ইন্দ্ররূপে অভিষেক করতে প্রস্তুত হয়ে যান। আমি সেই গোবৎস ও কৃষ্ণসখা অপহরণকারী প্রসিদ্ধ ব্রহ্মা, ব্রহ্মর্ষি-সুরর্ষি-সুরকিন্নর-চারণ-সিদ্ধ-সাদ্ধগণের সহিত মিলিত হয়ে হংসপৃষ্ঠে আরোহন করত

মার্জয়িতুমাগতোঽপি পুরো ভবিতুং পুরন্দরো দরোপহত আস্তে, তদনুমন্যতামন্যতামাগত ইবায়ং স্বয়মেব ভবচ্চরণাভ্যাসমভ্যাসন্নঃ স্বগতং নিবেদয়তু ॥”

১৯৯। ইতি তয়োক্তে ভীতভীত ইব নয়নসহস্রসহস্রবদস্রা দম্ভাদবতীর্য্য মুকুটতটঘটমানমহামণীন্দ্র-মহসা সহসা ক্ষালয়ন্নিব চরণমূলমবললম্বেঽলম্বেণুস্তম্ব ইব, চিরাদুত্থায় সাদরদরমঞ্জলিং নিবধ্য সাপরাধতয়াধোমুখঃ পদনখরাখরামলমরীচিবীচিবীক্ষণক্ষণঃ কিঞ্চিদস্তৌদস্তৌজা বিড়োজা নিবিড়োঽজানিয়তদম্ভেনাপি নাপিহিতবিনয়ঃ॥

২০০। ত্বমসি সকললোকনাথনাথো, ব্রজপুরনাথ-সুতঃ স্বতঃ স্বতন্ত্রঃ।
মহমহিতমহামহত্ত্বতত্ত্ব-, স্তব মহিমা নহি মাদৃশৈর্বিগাহ্যঃ ॥

২০১। নিজমদমদিরামদা মদান্ধাঃ, কথমথ তে মহিমানমামনন্তু।
প্রকৃতিকৃতবিকারদৃষ্টিদোষা, দ্যুমণিরুচো ন বিলকয়ন্তি ঘূকাঃ ॥

তদ্বৈভব ইত্যর্থঃ। ব্রহ্মর্ষ্যাদিভিঃ সিদ্ধং সাহিত্যং মেলনং যস্য তথাভূতঃ সন্নেবেতি বিলম্বো দ্যোতিতঃ। আগোঽপরাধশ্চ রাগস্তদ্ধেতুঃ ক্রোধশ্চ তাভ্যাম্ উপহতঃ স্বং মুহুরবমন্তমনা ইতি সম্বন্ধঃ। মত্তমপরাধমনাকলিতমননুভূতপূর্বং দরোপহতো ভয়-ব্যাকুলঃ। অন্যতামাগত ইব, অন্যো জনো যথা স্বয়মেব নিবেদয়তি, তথায়মপীত্যর্থঃ ॥

১৯৯। নয়নসহস্রাৎ সহৈব স্রবন্ত্যম্ভাংসি যস্য সঃ, দম্ভাদবতীর্য বিযুক্তীভূয়, দম্ভং পরিত্যজ্যেত্যর্থঃ। সাদরদরং সাদরং সভয়ঞ্চ পদনখরাণামখরাঃ স্নিগ্ধা অমলা যা মরীচয়স্তদ্বীচীনাং বীক্ষণে ক্ষণ উৎসবো যস্য সঃ, অস্তৌজা গত-তেজস্কঃ, অজা মায়া, তয়া নিয়ত এব যো দম্ভস্তেন নিবিড়োঽপি তদানীং নাপিহিতো নাচ্ছন্নো বিনয়ো যস্য সঃ, অন্যদা তু পরিজাত-হরণাদৌ দুর্বিনয়ব্যক্তেরিতি ভাবঃ ॥

২০০। মহেনোৎসবেনাপি মহিতং পূজিতম্, ন তু স্বেনোপমাতুং শক্তং মহামহত্ত্বং যস্য তদেব তত্ত্বং যস্য সঃ ॥

পূর্ণমহানন্দ দেখবার জন্য আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ এই এলাম বলে।’ হে কৃষ্ণচন্দ্র শুনুন, এই যে যাঁকে পিছনে দাঁড়িয়ে আছে দেখছেন, ঐ অপরাধ ও তজ্জনিত ক্রোধ—এ দুয়ের দ্বারা মুহুর্মুহু অভিভূত, লজ্জায় আকুঞ্চিত নয়ন, নিজের অশিষ্ট ব্যবহারের জন্য অনুতপ্ত এবং নিজেকে তিরস্কারকারী মনা ইন্দ্র,-- পূর্বে যা বুঝতে পারেনি সেই অপরাধ ক্ষমাপনের জন্য এসেও সামনে এগিয়ে আসতে ভয়ে ব্যাকুল হয়ে পড়ছে। অতএব অনুমতি করুন অন্যের মতো এ-ও নিজে আপনার শ্রীচরণের নিকট এগিয়ে এসে নিজেই নিজের কথা নিবেদন করুক।’

১৯৯। সুরভি এরূপ বললে সহস্র নয়ন থেকে একসঙ্গে অশ্রুমোচন করতে করতে সেই ইন্দ্র অহঙ্কার-পর্বত থেকে নেমে এসে তাঁর মুকুটতটে খচিত মহামণীন্দ্রের তেজে যেন কৃষ্ণের চরণতল ধুইয়ে দিতে দিতে বংশদণ্ডবৎ পড়ে গিয়ে ঐ চরণ আশ্রয় করলেন। বহুক্ষণ পর উঠে ইন্দ্র সাদরে-সভয়ে অঞ্জলি বদ্ধ হয়ে সাপরাধ হেতু অধোমুখ, কৃষ্ণপদনখচন্দ্রের স্নিগ্ধ অমল জ্যোৎস্নাতরঙ্গ ঈক্ষণোৎসবযুক্ত, গততেজ, মায়াজনিত নিয়ত দম্ভে নিবিড় হয়েও তদানীং অনাচ্ছন্ন ও বিনয়াবনত হয়ে কিঞ্চিৎ স্তব করতে লাগলেন—

২০০। ‘আপনি সকল লোকনাথেরও নাথ, ব্রজপুরনাথের নন্দন, স্বতঃ স্বতন্ত্র, উৎসবেও পূজিত, মহামহত্ত্বযুক্ত তত্ত্ব, আপনার মহিমা মাদৃশ জনের দুর্বিগাহ্য।

২০১। যারা নিজেদের অহঙ্কার মদিরা পানানন্দে মদান্ধ, তারা কি করে আপনার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে

২০২। অথ মদমদিরাবিনষ্টদৃষ্টে-, রয়মুচিতো মখখণ্ডচণ্ডদণ্ডঃ।
পুরুকরুণ সুদণ্ড এব পথ্যো, হতজনুষাং জনুষান্ধমণ্ডলানাম্॥

২০৩। উপকৃতমিদমেব মে ত্বয়া যৎ, পুরুকরুণাবরুণালয়েন দেব।
অপকৃতমিতি তন্ময়া বিবুদ্ধং, প্রকৃতিখলাঃ কিল বিপ্রতীক-বোধাঃ॥

২০৪। অপি গতরজসং রজো ধুনীতে, বিষয়বিষামিষলালসান্ কিমস্মান্।
কথয়িতুমথবা মদঃ কথং স্যাৎ, প্রভবতি চেৎ তব দুর্নমা ন মায়া॥

২০৫। জয় জয়দ জগত্ত্রয়ৈকসার, ব্রজপুরমঙ্গল মঙ্গলাবতার।
নিরুপমগুণনামধাম দামো-, দর বসুদাম-সুদাম-দামবন্ধো॥

২০৬। দুরবগম নমো নমো ন মোহং, পুনরুপপাদয় দেব নো দয়স্ব।
সুঘটবিঘটনায় দুর্ঘটস্যা-,পি চ ঘটনায় ভবন্তি তে কটাক্ষাঃ॥

২০১। প্রকৃতিঃ স্বভাবঃ; ঘূকাঃ পেচকাঃ॥

২০২। সুদণ্ড এব; পক্ষে, ঋজু লকুটম্॥

২০৩। বিবুদ্ধং বিরুদ্ধতয়া বুদ্ধম্॥

২০৪। গতরজসং বীতরাগং মুনিমপীত্যর্থং। 'অস্মান্ কথয়িতুং কিমস্মান্ ধুনীতে' ইতি বক্তুং কিমশক্যমিত্যর্থঃ, অস্মাকং কা কথেতি যাবৎ। দুর্নমা দুর্দমা॥

২০৫। নিরুপমানাং গুণানাং নাম্নাং ধাম হে আশ্রয়ভূত॥

২০৬। দুরবগম! হে দুর্জ্ঞেয়! পুনর্মোহং ন প্রাপয়॥

অনুকূল মনোভাব পোষণ করতে পারবে? নিজের স্বভাবকৃত বিকারে দৃষ্টিদোষযুক্ত পেচক কি সূর্যপ্রভা দেখতে পারে?

২০২। তাই বলছি, হে মহাদয়াল! অহঙ্কার মদিরায় বিনষ্টদৃষ্টি আমাদের এ-যজ্ঞভঙ্গচণ্ডদণ্ড উচিতই হয়েছে। কুৎসিৎ জন্মধারী জন্মান্ধ ব্যক্তিগণের পক্ষে লাঠিই সোজা পথ্য।

২০৩। হে দেব! অহৈতুক করুণার মহাসাগর আপনি, এই যে আমার অপকার করলেন এ বাস্তবিকপক্ষে আমার উপকারই হয়েছে। আমি কিন্তু উল্টাই বুঝেছি। স্বভাবতই যারা খল তাদের বুদ্ধিও উল্টাই হয়ে থাকে।

২০৪। বীতরাগ মুনিগণকেও রজোগুণ কম্পিত করে দেয়। বিষয়বিষরূপ মাংসলোলুপ আমাদের কথা আর কি বলবার আছে? আপনার দুর্দমনীয় মায়াই যদি প্রভাব বিস্তার না করে তবে আর অহঙ্কার নামক বস্তুটি থাকে কোথায়?

২০৫। জয় জয় দাতা হে জগত্ত্রয়ৈকসার! হে ব্রজপুরমঙ্গল! হে মঙ্গলাবতার! হে নিরুপম! গুণ-নামের আশ্রয়স্বরূপ হে দামোদর! হে বসুদাম-সুদাম-দামের বন্ধো! আপনাকে প্রণাম প্রণাম।

২০৬। হে দুর্জ্ঞেয় পুনরায় মোহপ্রাপ্ত করাবেন না। হে দেব! আমাদিকে দয়া করুন। আপনার

২০৭। অভব বহুভবোঽংশতঃ পুরা ত্বং, বিবুধমুদে কুতুকাদভূরুপেন্দ্রঃ।
স্বয়ময়মধুনোক্ষিতঃ সুরভ্যা, ভব সকলেন্দ্রশিখেন্দ্রনীলনীলঃ॥

২০৮। গোবিন্দেত্যভিরামনাম যদপি প্রাগেব সিদ্ধং সদা
গোলাভাদথ গোবচারকতয়া শশ্বদ্‌গবাং সত্তয়া।
গোপেন্দ্রাত্মজ ভোস্তথাপি ভগবন্নদ্যাভিষেকোৎসবে
শ্রীগোবর্দ্ধনভূধরেন্দ্রধর হে গোবিন্দনামা ভব॥

২০৯। ইতি বাস্তবস্তবনেন স্বমানমুচি নমুচিসূদনে সতি পুরস্কৃতকমলাসনা সনাতন-সনক-সনন্দন-সনৎকুমারকুমার-সহিতসোমসোমশেখরা দিগধীশপরম্পরা-পরাচিতা নারদ-তুম্বুরু-প্রভৃতিকোত্তমমহর্ষিমহর্ষিমণ্ডল-মণ্ডিতারুন্ধতীপ্রভৃতি-মুনিভার্য্যা ভার্য্যা রূপ-গুণ-লাবণ্যসমানমাননারা নারায়ণোরুজাপ্সরঃপ্রধানাপ্সরঃ-প্রধা নানাবিধা সভা সুরাণাং ভাসুরাণাং তদভিষেক-মহামহাধিকদিদৃক্ষয়াকৃক্ষয়ানন্দেন নভো মণ্ডয়ামাস॥

২০৭। অভব হে অজ! তদপি ত্বং বহুভবো বহ্ববতারঃ, পুরা অংশতোঽংশেন বিবুধানাং মুদে কুতুকাদেব সমুপসর্জনীকৃত্যোপেন্দ্র ইন্দ্রকনিষ্ঠোঽভূঃ, সুরভ্যোক্ষিতোঽভিষিক্তঃ সন্॥

২০৮। গোলাভাদিত্যাদিনা 'বিদ্ল লাভে' 'বিদ বিচারেণ', 'বিদ সত্তায়াম্' ইত্যেতৈঃ সাধিতং গোবিন্দেতি॥

২০৯। নমুচিসূদনে ইন্দ্রে স্বমানমুচি স্বগর্বং ত্যক্তবতি সতি তস্য কৃষ্ণস্যাভিষেকমহামহস্যাধিকদিদৃক্ষয়া সুরাণাং নানাবিধা সভা নভ আকাশং মণ্ডয়ামাসেত্যন্বয়ঃ। সনাতনাদিভিঃ সহিতঃ সোম উমাসহিতঃ সোমশেখরো মহাদেবো যস্যাং সা। কুমারঃ কার্তিকেয়ো নারদতুম্বুরুপ্রভৃতিকঞ্চ তদুত্তমমুৎকৃষ্টশোভঞ্চ তৎ হর্ষি হর্ষযুক্তঞ্চ যন্মহর্ষিমণ্ডলং তেন মণ্ডিতা। মুনিভার্যাণাং ভাভিঃ কান্তিভিরার্যা রূপগুণাদিভিঃ সমানামনুরূপাং মাননামাদরং রাস্তি প্রাপ্নুবন্তীতি সোমপাশব্দবৎ, তাশ্চ নারায়ণোরুজা উর্বশী অপ্সরঃপ্রধানং যাসাং তা অপ্সরসশ্চ তাসাং প্রধা প্রকৃষ্টধারণং যস্যাং সা॥

লবমাত্র কটাক্ষ সুঘটন-বিঘটন ও দুর্ঘটেরও ঘটন করাতে পারে।

২০৭। হে অজ! আপনি অজ হয়েও বহু অবতারধারী। পুরাকালে আপনি দেবতাগণের সন্তোষের জন্য কৌতুকবশতঃ উপেন্দ্র হয়েছিলেন। সেই প্রকার অধুনা এ-সুরভিদ্বারা স্বয়ং অভিষেক প্রাপ্ত হয়ে সকল ব্রহ্মাণ্ডের ইন্দ্রের মুকুটের ইন্দ্রনীলমণিসম নীলমণি হয়ে যান।

২০৮। হে শ্রীগোবর্ধনভূধরেন্দ্রধর! যদিও পূর্ব থেকেই আপনার অভিরাম 'গোবিন্দ' নাম সদা প্রসিদ্ধই আছে—এই নামের সাধনের প্রক্রিয়া দ্বারা, যথা—(গো+বিদ্=বিদ্ লাভে, বিচারণে, সত্তায়াম্) অর্থাৎ গো লাভ হেতু, গো চারণ হেতু এবং 'গো'র নিরন্তর নিকটে বিদ্যমানতা হেতু। তথাপি আপনি অদ্য হে ভগবন্! অভিষেকোৎসবে গোবিন্দ নামা হোন।'

অভিষেক মহোৎসব ঃ

২০৯। এইরূপে বাস্তব স্তবে ইন্দ্র স্বগর্বমুক্ত হলে ব্রহ্মাকে সম্মুখে করে আগত সনাতন-সনক-সনন্দন সনৎকুমারের সহিত মিলিত উমামহাদেবের দ্বারা অলঙ্কৃতা, কার্তিকেয়-নারদ-তম্বুরু প্রমুখে শোভিতা, উৎকৃষ্ট শোভা ও হর্ষযুক্ত মহর্ষিমণ্ডলমণ্ডিতা, অরুন্ধতী প্রভৃতি মুনি ভার্যাগণের কান্তিতে উজ্জ্বলীকৃতা, রূপ গুণ লাবণ্য

তস্মিন্নেব সময়ে—

২১০। সিংহাসনং বিবিধরত্নশিলাবিলাসি, গোবর্দ্ধনঃ স্ববপুষোঽবয়বেন চক্রে।
পাশায়ুধঃ স্বয়মুপেত্য মণীন্দ্রমুক্তা-, বিস্রাবি তত্র বিদধার সদাতপত্রম্॥

২১১। সচ্চারুচামর-বিধূননধূত হস্তাঃ, শ্রদ্ধাবশেন পরিতো মরুতোঽপি তস্থুঃ।
পূর্ণঃ শুধাংশুরপি মণ্ডলরূপয়ৈব, তন্বা বিবৃত্য মণিদর্পণতামিয়ায়॥

২১২। দেধ্মীয়তে স্বয়মথ স্ম বিধায় কায়-,ব্যূহং মুহুস্তত ইতোঽপ্যথ পাঞ্চজন্যঃ।
জ্যোতির্ময়ঃ পরিত এব রুচাং চয়েন, জাজ্বল্যতে স্বয়মুপেত্য সুদর্শনঃ স্ম॥

২১৩। পদ্মং বিভোরপি বিভুত্বমুপেত্য নানা, ছত্রাণি হংসবিশদানি সমন্ততোঽভূৎ।
কৌমোদকী তু মহসা মহিতাভিষেক-, যজ্ঞোৎসবস্য মণিযূপ ইবাবতস্থে॥

২১৪। সপ্তার্ণবাশ্চ সরিতশ্চ নদাশ্চ পুণ্যাঃ, পুণ্যানি যানি সলিলাশয়মণ্ডলানি।
স্বস্বাম্বুপূর্ণমণিমঙ্গলকুম্ভহস্তৈ ,স্তৈস্তৈরভাবি পরিভাবিতদিব্যদেহৈঃ॥

২১০। গোবর্ধনস্য সর্বতঃ শ্রৈষ্ঠ্যাৎ সিংহাসনস্যাপীন্দ্রত্বে মুখ্যালিঙ্গত্বাৎ প্রথমং তেনৈব তদুপহৃতমিত্যাহ—সিংহাসনমিতি। সৎ সুন্দরম্॥

২১১। বিবৃত্য বিবৃতীভূয়॥

২১২। দেধ্মীয়তে স্ম, অতিশয়েন ধ্বনিতবান্; জাজ্বল্যতে স্ম দীপাদিরূপেণেত্যর্থঃ॥

২১৩। বিভোঃ পদ্মমপীতি সম্বন্ধঃ॥

অনুরূপ আদর প্রাপ্তকারিণী উর্বশীপ্রধান অপ্সরাগণে প্রকৃষ্টভাবে সুশোভিতা নানাবিধ দেবসভা সেই অভিষেক মহোৎসব দেখবার জন্য অক্ষয় আনন্দে আকাশ অলঙ্কৃত করলেন। ঠিক সেই সময়ে—

২১০। গোবর্ধন নিজ শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দ্বারা বিবিধরত্নশিলা খচিত সিংহাসন রচনা করে দিলেন। বরুণদেব এসে মণীন্দ্রমুক্তা-বিস্রাবি রমণীয় ছত্র স্বয়ং ধারণ করলেন।

২১১। শ্রদ্ধাবশে সুন্দর চারু চামর ঢুলানোতে কম্পিত হস্তা মারুতও চতুর্দিকে ঘিরে দাঁড়ালেন। আরও, পূর্ণচন্দ্র মণ্ডলরূপে তনু বিস্তার করে মনিদর্পনতা প্রাপ্ত হলেন।

২১২। অতঃপর পাঞ্চজন্য চতুর্দিকে কায়ব্যূহ বিস্তার করে মুহুর্মুহু নিজে নিজেই অতিশয়রূপে ধ্বনিত হতে লাগলেন। জ্যোতির্ময় সুদর্শন উপস্থিত হয়ে নিজ তেজঃপুঞ্জ দ্বারা নিজে নিজেই চতুর্দিকে দীপাদি রূপে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠলেন।

২১৩। কৃষ্ণের পদ্ম বিভুতা ধারণ করে চতুর্দিকে হংসের মতো শুভ্রবর্ণ বিবিধ ছত্রাকারে দাঁড়িয়ে গেলেন। আর তেজে সম্মানিত কৌমোদিক গদা অভিষেক-যজ্ঞোৎসবের মণিস্তম্ভের মতো দাঁড়িয়ে গেলেন।

২১৪। পুণ্য সপ্তসাগর-গঙ্গাদি নদী-ক্ষুদ্র নদী এবং যে সকল পুণ্য জলাশয়মণ্ডল আছে তারা সব জলপূর্ণ মনিময় মঙ্গল কলস হস্তে নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন সর্বথা প্রকটিকৃত দিব্য দেহে।

২১৫। ভূমিঃ স্বয়ং তনুমতী মণিপাত্রিকায়া-, মাহৃত্য সপ্তমণিসম্পুটিকোদরস্থাঃ।
আচারতোঽথ দধতী শুচি সপ্তমৃৎস্নাঃ, কৃৎস্নাভিলাষবরদস্য পুরোঽবতস্থে ॥

২১৬। মূর্ত্তাঃ সমেত্য ততয়শ্চ মহৌষধীনাং, সর্বৌষধীশ্চ পরিগৃহ্য মহৌষধীশ্চ।
অগ্রে সমাসত বনস্পতয়শ্চ পুণ্যা, বৈদূর্য্যপাত্রগতপঞ্চকষায়হস্তাঃ ॥

২১৭। নানাফলোদকঘটীঘটিতাগ্রহস্তা, নানাবিধানি চ ফলানি করে দধানাঃ।
অভ্যাযযুস্তত ইতো বনদেবতাশ্চ, নানামণীশ্বরকরা গিরিদেবতাশ্চ ॥

২১৮। শঙ্খাদয়শ্চ নিধয়ো নব সিদ্ধয়োঽষ্টৌ, চিন্তামণীন্দ্রনিকরা অপি কামগব্যঃ।
কল্পদ্রুমা অপি গৃহীতমনোজ্ঞরূপা, দূরে কৃতাঞ্জলিপুটাঃ পুর এব তস্থুঃ ॥

২১৯। স্বর্ণাম্বরাণ্যুপনিনায় সুমেরুলক্ষ্মী র্হারাবলীরুপজহার হিমালয়শ্রীঃ।
শ্রীর্গন্ধমাদনভবা কনকারবিন্দা,ন্যাদায় মানসজলাৎ স্বয়মাজুগুম্ফ ॥

২১৪। পরিভাবিতস্তিরস্কৃতো দিব্যোঽপি দেহো যৈস্তৈঃ; যদ্বা, পরি সর্বতো ভাবেনৈব ভাবিতঃ কৃতো দিব্যো দেহো যৈস্তৈরভাবি, তত্রাভূয়ত ॥

২১৫। শুচিসপ্তমৃৎস্নাঃ প্রশস্তমৃত্তিকাঃ; "বল্মীকাৎ পর্বতাগ্রাচ্চ সরস্তীরান্ধ্রদাদ্গজাৎ। অগ্ন্যাগারাত্তু গৃহ্ণীয়াৎ" ইতি ভবিষ্যপুরাণোক্তাঃ, আহৃত্য মণিপাত্রিকায়াং দধতী সতী পুরোঽগ্রতোঽবতস্থে। তনুমতী মূর্তিধারিণী ॥

২১৬। "সহদেবী বচা ব্যাঘ্রী বলা চাতিবলা তথা। শঙ্খপুষ্পী তথা সিংহী সূর্যাবর্তা তথাষ্টমী ॥" ইত্যষ্ট মহৌষধীঃ। "মুরা মাংসী বচা কুষ্ঠং শৈলেয়ং রজনীদ্বয়ম্। শঠী চম্পকমুস্তঞ্চ সর্বৌষধধিগণঃ স্মৃতঃ ॥" ইতি মহৌষধীশ্চ পরিগৃহ্য সর্বৌষধীনাঞ্চ ততয়ঃ সমাসতেতি চকারাৎ ॥

২১৭। নানাফলানাং নারিকেলাদীনামুদকপূরিতা যা ঘট্যস্তাসু ঘটিতা অগ্রহস্তা যাসাং তাঃ; "ইন্দ্রনীলমুকুন্দাদীন্ মকরানন্দ-কচ্ছপান্। শঙ্খপদ্মাদিকৌ চাপি নিধীনষ্টৌ ক্রমাদ্যজেৎ ॥" ইতি ক্রমদীপিকানুসারেণাষ্টৌ ॥

২১৮। হারাবল্যান্তু নবৈব নিধয়ঃ। অণিমাদয়োঽষ্টৌ সিদ্ধয়ঃ প্রসিদ্ধা এব ॥

---

২১৫ মূর্তিমতী ভূমিদেবী স্বয়ং উই ঢিপি ইত্যাদি সপ্তমণিসম্পুটের ভিতরের প্রশস্ত মৃত্তিকা আহরণ করে মণিথালায় সদাচারে ধরে নিখিল অভিলাষ পূরক শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে এসে বিরাজমানা হলেন।

২১৬। মূর্তিমতী মহৌষধী ও সর্বৌষধী একত্র হয়ে সহদেবী আদি অষ্ট মহৌষধী ও মাংসী আদি অষ্ট সর্বৌষধী পরিপাটি করে সাজিয়ে নিয়ে কৃষ্ণের সম্মুখে এসে উপস্থিত হলেন। পুণ্যবান্ বট-পিপ্পলাদি বনস্পতিগণ মূর্তিমন্ত হয়ে কটু আদি পঞ্চকষায় পল্লব বৈদুর্যমণিপাত্রে ধরে এসে উপস্থিত হলেন।

২১৭। নারিকেলাদি নানা ফলের জলভর্তি ঘটী অঙ্গুলীতে ধরে এবং নানাবিধ ফল করকমলে ধরে বনদেবতাগণ চতুর্দিকে এসে উপস্থিত হলেন। আরও, এলেন গিরিদেবতাগণ নানামণিশ্রেষ্ঠ হাতে নিয়ে।

২১৮। শঙ্খাদি নবনিধি, অনিমাদি অষ্টসিদ্ধি, চিন্তামণি আদি শ্রেষ্ঠমণিচয়, কামধেনু এবং কল্পদ্রুম-শ্রেণী মনোজ্ঞ রূপ ধারণ করে কৃতাঞ্জলিপুটে দূরে সম্মুখেই দাঁড়িয়ে রইলেন।

২১৯। সুমেরুলক্ষ্মী স্বর্ণবস্ত্র নিয়ে এসে এবং হিমালয়লক্ষ্মী হারাবলী নিয়ে এসে উপহার দিলেন।

২২০। গন্ধোত্তমং মলয়জং মলয়স্থ লক্ষ্মী-,র্গোবর্দ্ধনস্থ দৃশদি স্বয়মাপিপেষ।
কৈলাসতো গিরিসুতাগিরিশাগ্যদৃষ্টাং, তচ্ছ্রীঃ সমাহরত কামপি রত্নমালাম্ ॥

২২১। মন্দাকিনীসলিলতো বিকচানি কালে, সপ্তর্ষিভির্নিজকরৈঃ সমুপাহৃতানি।
চন্দ্রাংশুভিঃ পুনরথো মুকুলীকৃতানি, পঙ্কেরুহাণি রবিরুৎকচয়াংচকার ॥

২২২। বহ্নিঃ স্বয়ং ললিতকাঞ্চনধূপপাত্র্যা-, মালম্বমানবরবিদ্রুমশৃঙ্খলায়াম্।
উদ্যৎপিধানগতরন্ধ্রসহস্রধূমং, চক্রে সুচারু সুরসাগুরুদারুদাহম্ ॥

২২৩। জ্যোতির্ময়েন কনকোত্তমভাস্বরেণ, পক্ষদ্বয়েন গরুড়ো বিদধে বিতানম্।
ভোগান্ ভুজঙ্গপতয়ঃ ফণরত্নশেষাঃ-,শ্চক্রুর্ধ্বজানপি চ রত্নময়ীঃ পতাকাঃ ॥

২২৪। শ্রীসূক্তয়োঽপ্যথ পরেঽপ্যভিষেকমন্ত্রা, ধৃত্বা বপুঃ কিমপি পূরুষসূক্তয়শ্চ।
আত্মানমেব বভণুর্মধুরৈরুদাত্ত-মুখ্যৈঃ স্বরৈর্মু নিগণাহিতসাধুবাদাঃ ॥

২১৯। মানসজলাৎ তত্রত্য-মানসাখ্য সরোবরজলাৎ ॥

২২০। তচ্ছ্রীঃ কৈলাশশ্রীঃ গিরিসুতা চ গিরিশশ্চ তদাদিভিরপ্যদৃষ্টাম্ ॥

২২১। চন্দ্রস্য তদানীং তত্রাগত্য স্বীকৃত-মণিদর্পণাত্মকতাকস্যাংশুভিঃ কিরণৈঃ ॥

২২২। উদ্যন্নুদগচ্ছন্, পিধানগতে রন্ধ্রসহস্রে ধূমো যতস্তদ্যথা স্যাত্তথা দাহং চক্রে ॥

২২৩। ভোগান্ ফণান্ ধ্বজাংশ্চক্রুঃ, ফণানাং রত্নশেষান্ রত্নাগ্রান্ পতাকাশ্চক্রুঃ। অত্র মিথোবিরোধিনামপি ভগবদনুবৃত্তৌ নির্বৈরত্বাহ্লাদ এব সর্বেষামুদভূৎ ॥

শ্রীগন্ধমাদনলক্ষ্মী সেখানকার মানস সরোবর জলে উৎপন্ন কনকারবিন্দ নিয়ে এসে স্বয়ংই গাঁথতে লেগে গেলেন।

২২০। মলয়লক্ষ্মী গন্ধশ্রেষ্ঠ চন্দন নিয়ে এসে গোবর্ধনশীলায় নিজেই পিষতে লেগে গেলেন। গিরিসুতা পার্বতী এবং শিবাদির অগোচরে কোনও অনির্বচনীয় রত্নমালা আহরণ করে নিয়ে এলেন কৈলাসলক্ষ্মী ॥

২২১। সপ্তর্ষিমণ্ডলীদ্বারা নিজহাতে মন্দাকিনী জল থেকে এই নিকটে এনে স্থাপিত দিনফোটা পদ্মনিচয়কে তৎস্থানে মণিদর্পণরূপে উপস্থিত চন্দ্রকিরণ মুকুলিত করে দিলেও সেকালে রবি বিকসিত করে দিলেন।

২২২। অগ্নিদেব স্বয়ং আলম্বমান্ শ্রেষ্ঠরক্তপ্রবাল-ঝালরযুক্ত ললিত কাঞ্চন ধূপপাত্রে সুচারু সুরস অগুরুকাষ্ঠ পুড়িয়ে ধূয়া করলেন, যা ঢাকনার সহস্র ছিদ্রপথে ঊর্ধ্বে উঠতে লাগল।

২২৩। জ্যোতির্ময় উত্তম স্বর্ণদ্যুতিমান্ নিজপক্ষদ্বয় মেলে গরুড়জী চাঁদোয়া বানিয়ে দিলেন। সর্পরাজগণ ফণকে করলেন ধ্বজা আর ফণের রত্নমুখ্যের দ্বারা রত্নময়ী পতাকা। (সেবোন্মুখী হওয়ায় পরস্পর বিরোধিভাব চলে গিয়েছে এঁদের)।

২২৪। আরও, শ্রীসূক্ত সমূহ, অপর অভিষেক মন্ত্রচয়, পুরুষসূক্তনিবহ কোনও অনির্বচনীয়

২২৫। গব্যানি পঞ্চ সুরভিঃ স্বয়মাজহার, পঞ্চামৃতানি চতুরানন এব দেবঃ।
ঐরাবতঃ করহস্তৈঃ সুরদীর্ঘিকায়া-,স্তোয়ৈর্মণীন্দ্রময়কুম্ভকদম্বমপ্রাৎ ॥

২২৬। তূর্য্যাণি নেদুরভিতো দিবি দেবতানাং, দেব্যস্তু নন্দনবনীকুসুমান্যবর্ষন্।
গন্ধর্ব-কিংপুরুষ-চারণ-সিদ্ধ-সাধ্য-,বিদ্যাধরা মুমুদিরে ননৃতুর্জগুশ্চ ॥

২২৭। নাট্যং মুখপ্রভৃতি-পঞ্চসুসন্ধিবন্ধং, নানাবিধং সরসমপ্সরসোঽভ্যনৈষুঃ।
কাশ্চিন্নিরীক্ষ্য তমথো মুমুহুর্বভূব, নারায়ণোরুজনিরেব নিকামভক্তা ॥

২২৮। এবং রসময়ে সময়ে পিতামহো মহোৎসুকহৃদয়ো দয়োত্তরতরলতালতাকুসুমসুরভিসুরভি-মাসাদ্য কিঞ্চিদুবাচ,—'অয়ি অদ্য নিরবদ্যনিরবসরসরসঃ সময়ঃ সময়ামাস মা সরলেঽতঃপরমিষ্যতাং বিলম্বো লম্বোদরজনকমনুজ্ঞাপ্য সমারভ্যতামভিষেকঃ, যাবৎ কৃষ্ণং সময়া ময়া গম্যতে, তাবন্মৎপ্রিয়মনুরুন্ধতী যমনুরুন্ধতীয়মনসূয়াসূয়ারহিতা চ বহুরজস্তমোলোপা লোপামুদ্রা চ মুদ্রাচতুরা ভগবতী সর্বসম্মানগা নগাত্মজা চ

২২৪। বভণুঃ শব্দিতবন্তঃ; উদাত্তমুখ্যৈরুদাত্তানুদাত্তাদিভিঃ ॥

২২৫। সুরদীর্ঘিকায়াঃ স্বর্গঙ্গায়াঃ; অপ্রাৎ পূরয়ামাস ॥

২২৭। মুখপ্রভৃতীনাং মুখ-প্রতিমুখ-গর্ভ-বিমর্শ নির্বহণানাং পঞ্চানাং শোভনসন্ধীনাং বন্ধো যত্র তৎ; নানাবিধং রূপকোপরূপকাদ্যবান্তর-বহুভেদম ভ্যনৈষুরভিনীতবত্যঃ ॥

২২৮। দয়োত্তরা তরলতা কৃপাপ্রধানং তারল্যং সৈব লতা, অনুকম্প্যজনাবরণাৎ, তস্যাঃ কুসুমেন সুরভি-ফলাভিব্যঞ্জকপ্রকাশেন সমীচীনমিত্যর্থঃ, তদ্‌যথা স্যাত্তথা। নিরবদ্যশ্চাসৌ নিঃশেষেণাবসরেণ সরসশ্চেতি সঃ সম্যগয়া-

শরীর ধারণ করে নিজে নিজেই উদাত্ত-অনুদাত্ত স্বরে ধ্বনিত হতে লাগলেন।

২২৫। সুরভি স্বয়ং পঞ্চগব্য, আর দেব চতুরানন পঞ্চামৃত যোগাড় করলেন। ঐরাবত আকাশ-গঙ্গা থেকে শুঁড়ে করে জল এনে মণীন্দ্রময় কুম্ভনিবহ ভরে দিলেন।

২২৬। দেবতাগণের বিবিধবাদ্য আকাশে চতুর্দিকে ধ্বনিত হতে লাগল, আর এদিকে দেবীগণ নন্দনবন-কুসুম বর্ষণ করতে লাগলেন। গন্ধর্ব-কিংপুরুষ-চারণ-সিদ্ধ-সাধ্য-বিদ্যাধরগণ আনন্দ-মত্ত হয়ে উঠলেন, নাচতে লাগলেন।

২২৭। মুখ-প্রতিমুখাদি পঞ্চপ্রকার শোভন সন্ধীযুক্ত এবং রূপক-উপরূপকাদি বহু অবান্তর ভেদ-বিশিষ্ট নাটক অভিনয় করতে আরম্ভ করলেন অপ্সরাগণ কৃষ্ণকে দেখে। কেউ কেউ বিমুগ্ধ হয়ে পড়লেন। উর্বশী তো একান্ত ভক্তই হয়ে উঠলেন।

২২৮। এইরূপে রসময় সময়ে মহা উৎসুক হৃদয় পিতামহ ব্রহ্মা সুরভির নিকট গিয়ে কৃপাপ্রধান তরলতাল্লতার কুসুমের দ্বারা ফলের ইঙ্গিত করতে করতে অর্থাৎ সমীচীন ভাবে বললেন—অয়ি, অদ্য নিরবদ্য পরিপূর্ণ অবসরে সরস সময় এসে গিয়েছে। হে সরলে, অতঃপর আর বিলম্ব ইচ্ছা করো না। গণেশজনক শিবের আজ্ঞা নিয়ে অভিষেক আরম্ভ করে দেও। যাবৎ আমি কৃষ্ণের নিকট না-যাচ্ছি সেই সময়ের মধ্যে আমার প্রসন্নতা অনুসন্ধানকারিণী এই অরুন্ধতী, অসূয়ারহিতা এই অনুসূয়া, রজস্তমো গুণ লোপ পাওয়া

পুরুগায়গায়ত্রী চ বেদমাতা মাতা চ দেবানামদিতিরদিতিরপীয়ং চ গিরাং দেবী দেবী স্বাহা স্বাহার্যগুণা চেতি সর্বা এব তন্নিকটমুপসর্পন্তি' ইতি পরিপ্রাপ্য তন্নিদেশং দেশং তমনুসৃতাসু তাসু ভগবানপি স্বয়ং স্বয়ম্ভূরনুসসার ॥

অনুসৃত্য চ—

২২৯। অর্ঘ্যেণ পাদ্যপয়সাচমনীয়কেন, বক্ত্রেন্দুসীম্নি মধুপর্ক-সমর্পণেন।
সিংহাসনে সমুপবেশ্য গিরাং প্রযত্নৈঃ, পদ্মাসনঃ স সমপূজয়দম্বুজাক্ষম্ ॥

তদনু তন্নিদেশেনৈব—

২৩০। পঞ্চামৃতৈঃ সুরভিভিঃ সহ পঞ্চগব্যৈ-, র্ভব্যৈর্নিজস্তনরসৈঃ সুরভিশ্চ দেবী।
তাভিঃ সমং কমলজাসন-সন্নিয়োগাৎ, শ্রদ্ধান্বিতা শিখরিধারিণমভ্যষিঞ্চৎ ॥

তদা তদালোকয়দ্ভিরেবমতর্ক্যত—

২৩১। জ্যোৎস্নাভির্নবনীবদঃ কিমথবা শুক্লেন নীলো গুণঃ
শুদ্ধস্ফাটিক রত্নকান্তিসলিলৈঃ কিম্বেন্দ্রনীলাঙ্কুরঃ।

মাস প্রাপ্তঃ। কৃষ্ণং সময়া কৃষ্ণস্য নিকটম্। সাধ্বীগণমূর্দ্ধন্যত্বেন মাঙ্গল্যাধিক্যাদরুন্ধত্যাঃ প্রাগ্‌নির্দেশঃ। মুদাং রা দানং তত্র চতুরা নগাত্মজা পার্বতী। পুরু প্রচুরং গায়ত্যভিধত্ত ইতি পুরুগা যা সা চাসৌ গায়ত্রী চেতি সা। দিতিঃ খণ্ডনমদিতিস্তদ্রহিতা গিরাং দেবী সরস্বতী। সুষ্ঠু আহার্যা গুণা যস্যাঃ সা ॥

২২৯। সিংহাসনে সমুপবেশ্যার্ঘ্যাদিনা সমপূজয়দিতি যোজনা ॥

২৩০। তাভিররুন্ধত্যাদিভিঃ ॥

২৩১। তদাঽভিষেককালে জ্যোৎস্নাভিরিতি স্নানীয়দুগ্ধদধ্যাদি-বস্তূনাং কদাচিজ্জলমিশ্রিতত্বেন তারল্যাৎ; শুক্লেন গুণেনেতি তেষামেব কদাচিজ্জলামিশ্রিতত্বেন নৈবিড্যাৎ: শুদ্ধস্ফাটিকেতি তেষামেব প্রত্যেকমন্তে শুদ্ধ গঙ্গোদকেন

লোপমুদ্রা, আনন্দদানে চতুরা সকলের সম্মানীয়া ভগবতী হিমালয়কন্যা পার্বতী, ভগবানকে প্রচুর আহ্বানকারিণী বেদমাতা গায়ত্রী খণ্ডন রহিতা দেবমাতা এই অদিতি, বাগ্‌দেবী এই সরস্বতী এবং সুন্দর আহরণগুণে গুণী স্বাহা—এঁরা সকলেই কৃষ্ণের নিকট চলে যাক্। এইরূপে ব্রহ্মার আদেশ প্রাপ্ত হয়ে দেবীরা সকলে কৃষ্ণের নিকটবর্তী স্থানের পথ অনুসরণ করে চললে ব্রহ্মাও তাঁদের পিছে পিছে চললেন।

২২৯ সেখানে গিয়ে পদ্মাসন ব্রহ্মা অনুরোধ বাক্যে কমলনয়ন কৃষ্ণকে সিংহাসনে বেশ করে বসিয়ে পাদ্য অর্ঘ-আচমনীয় দিয়ে তৎপর মুখকমলাগ্রে মধুপর্ক সমর্পণ করে উত্তমরূপে পূজা করলেন।

২৩০। অতঃপর পূর্ব অজ্ঞানুসারে সুগন্ধী পঞ্চামৃত সহ পঞ্চগব্য এবং তৎকালে ক্ষরিত নিজস্তন দুগ্ধের দ্বারা সুরভিদেবী অরুন্ধত্যাদির সহিত মিলিত হয়ে শ্রদ্ধান্বিত মনে গিরিধারীর অভিষেক করলেন।

২৩১। তখন ঐ অভিষেক দর্শনকারী জনদের মনে মুরারির বপু সন্দেহের উদ্রেক করাল—(তরল দুধে স্নানকালে) অহো এ কি জ্যোৎস্না স্নাত নবীন মেঘ। (ঘন দুধে স্নানকালে) অথবা অহো এ কি শুভ্রতায় ঢাকা নালিমা গুণ)। (শুদ্ধ গঙ্গাজলের ক্ষালনে) কিম্বা অহো এ কি শুদ্ধ স্ফটিক-রত্নকান্তি জলধারায় স্নাত ইন্দ্র-

মুক্তাভিঃ কিমু বা তমালতরুণঃ স্নাতঃ সমুদ্ভ্রাজতে
কিংবা শ্যামসরোজমুজ্জ্বলবিধুক্ষোদৈর্মুরারের্বপুঃ ॥

তদনু চ—

২৩২। গায়ত্রিকা চ গিরিজা চ সুরপ্রসূশ্চ, সারুন্ধতী চ পরমা পতিদেবতানাম্।
চূর্ণৈর্মহাসুরভিভিঃ শুভগানপূর্বং, চক্রুর্বিরুক্ষণমপেক্ষিতমাতৃমোদাঃ ॥

২৩৩। ততশ্চ, প্রত্যেকমন্ত্রপরিপূতমহাভিষেক-,দ্রব্যোজ্জ্বলৈঃ শুভজলৈঃ সুরদীর্ঘিকায়াঃ।
একৈকশঃ প্রমুদিতাঃ সনকাদয়শ্চ, সপ্তর্ষয়শ্চ গিরিধারিণমভ্যষিঞ্চন্ ॥

২৩৪। ততশ্চ, সিন্ধ্বাদিভির্নিজনিজোদকমর্পয়দ্ভি-,স্তেষাং করে স্বজনিনাথ নিযোজ্যমানৈঃ।
কৃষ্ণোঽভ্যষেচি রভসোদগতলোচনাম্ভো-,রোমাঙ্কুরক্ষুভিতচিত্রপবিত্রগাত্রৈঃ ॥

২৩৫। ভূয়শ্চ শোণতরসুন্দরগন্ধতৈলে-, নাভ্যজ্য শৈলতনয়াদয় এব দেব্যঃ।
কর্পূরপূরিত-সুশীতসহস্রধারা- ধারাজলৈস্তদনু শঙ্খজলৈরসিঞ্চন্ ॥

ক্ষালনাৎ; মুক্তাভিরিতি তেষামেব কদাচিৎ ললাটাদিষু কণরূপেণাবস্থিতেঃ; উজ্জ্বলবিধুক্ষোদৈরুত্তম-কর্পূরচূর্ণৈরিতি তেষাং সর্বেষাং সৌরভ্যাদুৎপ্রেক্ষা। যদুক্তম্—"পঞ্চামৃতৈঃ সুরভিভিঃ" ইতি ॥

২৩২। বিরুক্ষণমভ্যঙ্গানন্তরং গন্ধচূর্ণৈরুদ্বর্তনম্ অপেক্ষিতো মাতুরিব মোদো হর্ষো যাভিস্তাঃ ॥

২৩৩। সুরদীর্ঘিকায়া গঙ্গায়াঃ ॥

২৩৪। তেষাং সনকাদীনাং স্বজনিনা স্বয়ংভুবা রভসেন হর্ষেণোদ্গতাভ্যাং লোচনাম্ভশ্চ রোমাঙ্কুরশ্চ তাভ্যাং ক্ষুভিতানি চিত্রাণি পবিত্রাণি গাত্রাণি যেষাং তৈঃ ॥

২৩৫। কর্পূরপূরিতৈঃ সুশীতৈশ্চ সহস্রধারাখ্য-স্থাল্যা ধারাজলৈঃ ॥

নীলমণি-অঙ্কুর। অথবা (ললাটে জলবিন্দুর লগ্নতায়) এ কি মুক্তায় জরিত তমাল তরুণ উজ্জ্বলরূপে দীপ্তি পাচ্ছে। অথবা (অভিষেক কালের গন্ধে ভ্রান্তি) এ কি উজ্জ্বল কর্পূর-চূর্ণ মাখান নীলকমল।

২৩২। অতঃপর মায়ের মতো এই উৎসব-আনন্দকে যাঁরা অপেক্ষা করে আছেন সেই গায়ত্রী, পার্বতী, দেবমাতা অদিতি এবং পতিব্রতাশিরোমণি অরুন্ধতীদেবী শুভাগমন পূর্বক তেল মাখানোর পর মহা সুগন্ধী চূর্ণে তৈরী বিলেপন দ্রব্য লাগাতে লাগলেন।

২৩৩, ২৩৪। প্রমুদিত সনক-সনকাদি ও সপ্তর্ষিগণ মন্ত্রপরিপূত উজ্জ্বল অভিষেক দ্রব্যের দ্বারা একে একে গিরিধারীকে যখন অভিষেক করছিলেন, তখন ব্রহ্মাদ্বারা নিয়োজিত হয়ে সনকাদির করে নিজ নিজ জল অর্পণকারী সিন্ধু প্রভৃতি সকলে আনন্দবেগোদগত নয়নজলে ও রোমাঞ্চে ক্ষুভিত বিচিত্র পবিত্র দেহের দ্বারা অভিষেক করছিলেন।

২৩৫। পুনরায় পার্বতী প্রমুখা দেবীগণ রক্তজবার মতো লাল সুন্দর গন্ধ তেল মাখিয়ে কর্পূর পূরিত অতিশীতল সহস্র ধারাখ্য স্থালী থেকে ঝরিত ধারাজলে এবং শঙ্খজলে অভিষেক করলেন।

এবং তস্মিন্নেব সময়ে—

২৩৬। চিন্তাশ্মকল্পতরুকামগবীপ্রভাব-,লক্ষ্মীপ্রসূত-সুকুমারকুমারিকাণাম্।
বর্গেণ সূক্ষ্মসিতকোমলচেলখণ্ডৈ-,শ্চক্রে নিকামমভিষেকজলাপসারঃ॥

২৩৭। কাচিৎ কেশকলাপতোঽথ বদনাম্ভোজাৎ পরা বক্ষসঃ
কাচিদ্‌বাহুযুগাৎ পরা চরণতো গাত্রস্য কাচিচ্ছনৈঃ।
বাসঃখণ্ডমনার্দ্রকং বিদধতী শ্রোণীতটে বেষ্টিতং
বাসোঽন্যাস্তিমিতং বিহাপ্য সলিলং তস্মাদপাসীসরৎ॥

এবং দ্বিস্ত্রিরাকেশমাপাদপদ্মমভিমার্জ্য—

২৩৮। পূর্বোপনীত-বসনাভরণানুলেপৈঃ, কন্যাগণোঽতিচতুরঃ সমমণ্ডয়ত্তম্।
শৈলাধিরাজতনয়াহ্যুপদিশ্যমানঃ, কেশান্ প্রসাধ্য নিপুণং পুনরাববন্ধ॥

২৩৯। গোগোপগোপবনিতাদি-রসপ্রসঙ্গ-,স্বাভাবিক-ব্রজবিলাসমুহূর্ত্তহানেঃ।
কৃষ্ণস্য তত্তদুপরোধবশেন সর্বং, স্বীকুর্বতঃ ক্ষণমুপদ্রববদ্বভূব॥

২৩৬। চিন্তাশ্মাদীনাং প্রভাবলক্ষ্মীঃ প্রভাবময়ী সম্পত্তিস্তয়া প্রসূতা আবির্ভাবিতা যাঃ সুকুমার্যঃ কুমারিকাস্তাসাং বর্গেণ॥

২৩৭। কেশকলাপাদিতঃ সলীলমপাসীসরদপসারয়ামাস। অনার্দ্রকং শুষ্কম্, তস্মাৎ শ্রোণীতটাৎ তত্তৎ কর্ম মাতৃকল্পানামদিত্যাদীনাং কর্তুমযোগ্যমিতি কান্তায়মানানাং কুমারিকাণাং সৃষ্টিঃ॥

২৩৮। চতুরো দক্ষঃ॥

২৩৯। গো-গোপগোপবনিতানাং রসপ্রসঙ্গেন স্বাভাবিক এব যো ব্রজবিলাসস্তস্য মুহূর্তং ব্যাপ্য হানের্হেতোঃ॥

২৩৬। অতঃপর সেই সময়ে চিন্তামণি-কল্পতরু-কামধেনুগণের অতিপ্রভাবশালী ঐশ্বর্যে আবির্ভাবিতা সুকুমারী কুমারীগণ সূক্ষ্ম-শুভ্র-কোমল গামছাদ্বারা অতিসুন্দর ভাবে অভিষেকজল মুছিয়ে দিতে লাগলেন—

২৩৭। কেউ কেশকলাপ থেকে কেউ বদনকমল থেকে, অপর কেউ বক্ষ থেকে, কেউ আবার বাহুযুগল থেকে,অপর কেউ চরণযুগল থেকে এবং কেউ গা থেকে ধীরে ধীরে জল মুছে নিলেন। অন্য কোন এক কান্তাভাবময়ী কুমারী শুষ্ক বস্ত্রখণ্ড পরিয়ে দিলেন এবং কটিতট থেকে ভিজে কাপড় ছাড়িয়ে দিয়ে জল নিঙ্‌ড়িয়ে ফেললেন।

২৩৮। এইরূপে কেশ থেকে পাদপদ্ম পর্যন্ত সমস্ত শরীর দু-তিন বার মুছিয়ে দিয়ে—

হিমালয় কন্যা পার্বতীদ্বারা উপদিশ্যমানা কন্যাগণ পূর্বেই যোগাড় করা বসন-আভরণ-অনুলেপের দ্বারা অতি উত্তমরূপে সাজিয়ে দিলেন। অতঃপর চুল আঁচড়িয়ে দিয়ে বেঁধে দিলেন নিপুণভাবে।

২৩৯। বুদ্ধাদির উপরোধবশে যদিও এ সব কিছু স্বীকার করে নিচ্ছিলেন কৃষ্ণ, তথাপি তাঁর নিকট এ উৎসব উপদ্রবের মতো মনে হতে লাগল —গো-গোপ-গোপবনিতাদের রস-প্রসঙ্গের স্বাভাবিক বিলাস-মুহূর্ত নষ্ট হওয়া হেতু।

২৪০। তথাপি তথা পিতামহাদীনামনুরোধত উদ্বেগস্য তরঙ্গা রঙ্গাহতয়ে তস্য ন বভূবুঃ, প্রত্যুত ভক্তভক্তত্বয়া যে যথা যৎ কুর্বন্তি, তথৈব তদনুমোদমানো মানোন্নতো গাম্ভীর্য্যমেবাবলম্বতে স্ম।

২৪১। তে স্ময়মানমুখাশ্চতুর্মুখাদয়ঃ স্নাতমলঙ্কৃতমলঙ্কৃতকর্মাণং তমবলোক্য কল্পতরুপ্রসূতে সর্বতো ভদ্রে সর্বতোভদ্রা ভদ্রাসনে সমুপবেশ্য তেনৈব কন্যকাগণেন কৃতচরণধাবনং কারয়ামাসুঃ। সমনন্তরং বিরিঞ্চিঃ সর্বোৎকর্ষাঙ্কিকাং চিকারয়িষুঃ পূজাং মনসি চিন্তয়ামাস—'কেন করিষ্যতে মদভিমতা মতাবপরিচ্ছেদ্যরসা নিরপচিতিরপচিতিরস্য. রস্যতমেন কেন মন্ত্রেণ বা ভবিতব্যম্, নহি নির্মন্ত্রমর্হণম্' ইতি তমথ চন্দ্রশেখরোঽখরোদিতবচা নিজগাদ,—'ভো ভো চতুরানন! চতুরা ন ন চিন্তয়ন্তি, কুমারোঽয়মর্চয়িষ্যতি॥'

২৪২। ইত্যুক্তবত্যেব ব্যোমকেশে নাকেশেনাভিমুখমীক্ষ্যমাণো মহোমহোদয় ইব গোবিন্দাভিষেকপূজোপযুক্তো গোবিন্দনামাঙ্কিতো মূর্ত্তিমানষ্টাদশাক্ষরো মহামন্ত্ররাবিরাসীৎ॥

২৪০। রঙ্গাহতয়ে তেষাং স্বস্বরঙ্গনাশার্থমিত্যর্থঃ। মানেনাদরেণোন্নতঃ॥

২৪১। অলমত্যর্থং কৃতকর্মাণং কৃতকৃত্যম্। সর্বতো ভদ্রে পীঠে সর্বতোভদ্রায়া গম্ভার্যা ভদ্রাসনে। পূজাং চিকারয়িষুঃ কারয়িতুমিচ্ছন্। কীদৃশীম্? সর্বোৎকর্ষমঙ্কতি প্রাপ্নোতীতি সর্বোৎকর্ষাঙ্কিকাম্। নিরপচিতিরপচয়শূন্যা; অপচিতিঃ পূজা। অর্হণং পূজনম্, অর্হণং যোগ্যম্, অর্হতীত্যর্থঃ। অখরং যথা স্যাত্তথোদিতমুদ্গতং বচো যস্য সঃ। ন ন, নহি নহীত্যর্থঃ, সম্ভ্রমে বীপ্সা। কুমারোঽয়মিতি তর্জন্যা মূর্তমষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রং দর্শয়তি॥

২৪২। ব্যোমকেশে মহাদেবে; নাকেশেনেন্দ্রেণ মহসাং মহানুদয় ইব॥

২৪০। তথাপি তজ্জনিত উদ্বেগতরঙ্গ দেবতাদের নিজ নিজ রঙ্গনাশের কারণ হল না, ব্রহ্মাদির উপরোধবশে। প্রত্যুত তিনি ভক্ত-ভক্তিমান্ হওয়ার দরুণ যে দেবতা যে ভাবে যা করছিলেন, তা সেভাবেই অনুমোদন করতে করতে আদরে উন্নতমনা হয়ে গাম্ভীর্য ধারণ করে রইলেন।

২৪১। হাসি হাসি মুখ সেই চতুর্মুখাদি দেবতাগণ স্নাত-অলঙ্কৃত-সাধিতকর্মা কৃষ্ণকে নিরীক্ষণ করত কল্পতরুপ্রসূত সর্বসুখকর গাম্ভারী বৃক্ষের মঙ্গলময় আসনে বসিয়ে সেই কন্যাগণের দ্বারাই পাদপ্রক্ষালন কার্য সমাধান করালেন। অতঃপর ব্রহ্মা মহা সমারোহে পূজা করাবার ইচ্ছুক হয়ে মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন—'আমার অভিলাষ মতো অপরিমিত রসদায়ী ও ষোড়শোপাচারে পূর্ণ পূজা এঁর কে করবে, রস্যতম কোন্ মন্ত্রেই বা পূজা হবে, বিনা মন্ত্রেতো পূজা করা উচিত নয়। তাঁর মনের অবস্থা বুঝে চন্দ্রশেখর কোমল বাক্যে বললেন—'ভো ভো চতুরানন! চতুর ব্যক্তি চিন্তা করে না—এ কথা বিখ্যাত। এই যে সম্মুখে দেখছেন কুমার, এ অর্চন করবে। (এই বলে তর্জনী দ্বারা মূর্তিমন্ত অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্ররাজকে দেখিয়ে দিলেন)।

২৪২। ব্যোমকেশ এইরূপ বলতে থাকলে ইন্দ্রের দ্বারা সম্মুখে ঈক্ষ্যমান, জ্যোতির মহান্ উদয়ের মতো, গোবিন্দের অভিষেক পূজার উপযুক্ত, গোবিন্দ নামাঙ্কিত এবং মূর্তিমান্ অষ্টাদশাক্ষর মহামন্ত্র আবির্ভূত হলেন।

২৪৩। তমদ্ভুতমহসং মহসন্তোষবর্দ্ধকমালোক্য পিতামহো মহোল্লাসমাসাদ্য 'অহো মহামনুরসৌ রসৌঘবর্ষী স্বয়মাভির্ভূতোঽনুভূতো নু ময়া যত ঋষিরমুষ্য নারদো নারদোষহর্তা ছন্দশ্চ গায়ত্রী উভাভ্যামেব নির্বিশিষ্টোঽস্মি। তেনানেনাহমেব কৃষ্ণং দেবতামর্চয়িষ্যামি' ইতি সম্ভৃতসম্ভারো ভারোপদ্বিগুণগুণগণো ভক্তি-বাসনেতরবাসনারদেন নারদেন তৎসবাসন-সনকাদিভিশ্চ ভক্তিরসঞ্রুবেণ ধ্রুবেণ চ সকলজনমনঃপ্রহ্লাদেন প্রহ্লা-দেন চ সাত্ত্বতমতবস্তুনা বসুনা চ তথাপরৈশ্চ পরমভাগবতৈঃ সমং সমুপসসার ॥

২৪৪। উপসৃত্য চ কৃতপাদশৌচং ভগবৎ-পূজার্থমাবদ্ধপদ্মাসনে পদ্মাসনে চতুর্দিগবস্থিতানি চত্বারি মুখানি ভগবদভিমুখমুখতয়ৈকমুখীকৃত্য হৃষ্টাভিরষ্টাভিরক্ষিভিরীক্ষমাণে সতি ভগবৎপূজামহার্ঘ্যাদিভাজনযোগ্যা মহার্ঘ্যাদিভাজনযোগ্যাঃ সর্বোপরিভাপরিভাবিতদুগ্ধা দুগ্ধাব্ধিনা সমুপানীয়ন্ত দীর্ঘতরপুচ্ছাঃ শঙ্খাঃ, শতধৃতিধৃতি-কর্য্যা তু সুমেরুশ্রিয়োরুশ্রিয়ো হাটকঘটিতাস্ত্রিপদিকাশ্চ সমাহ্রিয়ন্ত ॥

২৪৩। মহসন্তোষবর্ধকমুৎসবসম্বন্ধিসুখবর্ধকম্। নারদোষহর্তা নরসমূহস্য ভক্তিপ্রতিবন্ধকদুরিতহারী। ভা কান্তিস্তস্যা আরোপেণ মন্ত্রকান্তিসংক্রমেণ দ্বিগুণিতো গুণগণো যস্য সঃ। বাসনাং রদত্যুৎপাটয়তীতি তথা তেন।—'রদ উৎপাটনে' ॥

২৪৪। ভগবতঃ পূজামহস্য পূজোৎসবস্যার্ঘ্যাদিপাত্রার্হাঃ শঙ্খা দুগ্ধসমুদ্রেণ সমুপানীতাঃ। কথম্ভূতাঃ? মহার্ঘ্যা বহুমূল্যাশ্চ তে আদিভাজনযোগ্যাশ্চেতি তে। আদিভাজনযোগং প্রথমার্চনপ্রবর্তনোপায়মর্হন্তীতি তে ভাজনমিতি ভজতে-র্হেতুমণ্যন্তাল্লুট্। এষাং ত্রিপদিকাঃ কুতো লভ্যা ইত্যধৈর্যে প্রসক্তে সতি শতধৃতেব্রহ্মণো ধৃতিকর্ষ্যা ধৈর্যকারিণ্যা উরু-শ্রিয়ো বিপুলশোভাঃ ॥

২৪৩। উৎসব সম্বন্ধে সকলের মনে যে সন্তোষ, তার বর্দ্ধনকারী এই অদ্ভুত জ্যোতি দর্শন করে পিতামহ উল্লাসের সহিত বললেন –'অহো এ দেখছি রসকদম্ববর্ষী মহামন্ত্র স্বয়ং এসে আবির্ভূত হলেন, পূর্বে যাঁকে আমি অনুভব করেছি। যেহেতু এঁর ঋষি মনুষ্যলোকের ভক্তিপ্রতিবন্ধকরূপ দুরিতহারী নারদ আর ছন্দ হল গায়ত্রী, তাই এ-উভয়ের দ্বারাই সম্যক্ প্রকারে বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হলাম আমি। কাজেই এ-মন্ত্রের দ্বারা আমিই কৃষ্ণ দেবতাকে অর্চন করবো।

এইরূপ বলে পূজাসম্ভারে সমৃদ্ধ, মন্ত্রকান্তি সঞ্চারে দ্বিগুণিত গুণগণবিশিষ্ট ব্রহ্মা গিয়ে উপস্থিত হলেন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নিকট—ভক্তি-বাসনেতর বাসন উৎপাটনকারী নারদ, নারদের সহিত সমবাসন সনকাদি ঋষিগণ, ভক্তিরসে অবিচলিত ধ্রুব, সকলজনের মনের প্রকৃষ্ট আহ্লাদক প্রহ্লাদ, সাত্বত মতে নিত্য অবস্থিত বসু এবং অপর পরমভাগবতগণকে সঙ্গে নিয়ে।

২৪৪। সম্মুখে গিয়ে পা ধুয়ে নিয়ে পদ্মাসন ব্রহ্মা ভগবৎপূজার্থে পদ্মাসন করে বসে চতুর্দিকে অবস্থিত তাঁর চারটি মুখ ভগবানের অভিমুখে উন্মুখভাবে একমুখী করে হৃষ্ট অষ্টনয়নে তাঁকে দেখতে থাকলে ক্ষীরাব্ধি এনে উপস্থিত করলেন—ভগবৎপূজোৎসবের অর্ঘাদি পাত্র হওয়ার যোগ্য অতি মূল্যবান, প্রথম অর্চন প্রবর্ত-নের উপযুক্ত, কান্তির সর্বোৎকর্ষে দুগ্ধপরাভবী, অতি দীর্ঘ পুচ্ছধারী শঙ্খনিকর। এর উপযুক্ত ত্রিপদিকা কোথায় পাওয়া যাবে, এরূপে উতলা ব্রহ্মার ধৈর্য-সম্পাদনকারিনী, বিপুল শোভাধারিনী, স্বর্ণ ত্রিপদিকা এনে

২৪৫। কৈলাশলক্ষ্ম্যা তু প্রমোদবৰ্দ্ধনী বৰ্দ্ধনী স্ফটিকেন্দ্রস্য, হিমগিরিশ্রিয়া শ্রিয়াপরিমিতানি সভা-সভাজনানি ভাজনানি পুষ্পাদীনাম্, তৎক্ষণাদেব দেবতাভির্নানাং গন্ধপুষ্পাক্ষত-যবকুশাগ্রতিলসিদ্ধার্থান্যর্ঘ্য-দ্রব্যাণি, শ্যামাক-দূর্বাকমলাপরাজিতারাজিতানি পাদ্যদ্রব্যাণি, সুজাতি-জাতি-কক্কোল-লবঙ্গান্যাচমনীয়দ্রব্যাণি, পরমেষ্টগন্ধো গন্ধো ধরণ্যা, নন্দনবনদেবতয়া তু কুসুমানি, কল্পতরুণা তরুণাভরণানি পীতাম্বরাণি বরাণি, পুর-পুরস্‌সরসরসাগুরুপরিমলমলয়জাদিধূপো ঘনসারসারবর্ত্তিবর্ত্তিকঃ সুরভিসুরভিসর্পিষ্কঃ প্রদীপশ্চাগ্নিবল্লভয়া, কাম-গব্যা গব্যানি নানাবিধানি, দেবমাত্রা মাত্রারহিতানি হিতানি পূপাদীনি, দলিতোদ্বেগানি দলিতোদ্বেগানি জাম্বুনদাভ-তাম্বূলীদলানি তাম্বূলানি পৌলোম্যাঽহনুলোম্যানুরঞ্জিতমনসা ॥

২৪৬। ইত্যেবং যুগপদেব দেবদেবীভিরভিতঃ সমাহৃতেষু পূজোপকরণেষু বিচক্ষণোঽপি স্বয়ং স্বয়ম্ভূ-রানন্দমন্দপ্রজ্ঞতয়াঽজ্ঞতয়া মুগ্ধ ইব মন্ত্রর্ষিণা নারদেন দর্শিতক্রমো মূলমন্ত্রমুচ্চার্য্য ভগবন্তমর্ঘ্যাদিক্রমেণ ক্রমেণ যাবৎ পূজয়িতুমারেভে, তাবদেব ধ্বনিপরিবর্ত্তঃ কৃত ইব দেবদুন্দুভিভিঃ জন্মান্তরমাসাদিতমিবাপ্সরসাং লাস্যেন,

---

২৪৫। বর্দ্ধনী মঙ্গলঘটী। অর্ঘ্যদ্রব্যাণীত্যাদিষু সর্বত্র বচনব্যত্যয়েনাপি সমাহ্রিয়ন্তেত্যনেনানুষঙ্গঃ। সিদ্ধার্থঃ শ্বেতসর্ষপঃ। পুরপুরস্‌সরো গুগ্‌গুলযুক্তঃ; "কৌশিকো গুগ্‌গুলঃ পুরঃ" ইত্যমরঃ, ঘনসারঃ কর্পূরঃ, সুরভীণি সুরভেঃ সর্পীংষি যত্র সঃ। মাত্রারহিতান্যপরিমিতানি। দলিতঃ খণ্ডিত উদ্বেগো মুখজাড্যং যৈস্তানি দলিতানি শিল্পকৌশলকর্ত-নাদ্দলায়মানান্যুদ্বেগানি গুবাকফলানি যত্র তানি; "গুবাকঃ ক্রমুকঃ স্যাত্‌ ফলমুদ্বেগম্" ইত্যমরঃ। পৌলোম্যা শচ্যা ॥

২৪৬। ক্রমেণ শক্ত্যা। ধ্বনীতি দেবদুন্দুভ্যাদীনাং তেষাং প্রতিস্ব-কর্মসু তদানীমভূতপূর্বং বৈচক্ষণ্যং শ্রীভগচ্ছক্তি-প্রভাবাৎ স্বত এবোদ্ভূতমিতি ভাবঃ ॥

উপস্থিত করলেন সুমেরুর অধিষ্ঠাত্রীদেবী।

২৪৫। দেবদেবীগণ কৃষ্ণ পূজার বিবিধ প্রকার সেবাসম্ভার সম্মুখে এনে উপস্থিত করলেন, যথা—কৈলাশলক্ষ্মী স্ফটিকের আনন্দবর্ধনী মঙ্গলঘটী, হিমালয়শ্রী অপরিমিত শোভাবিশিষ্ট ও সভায় প্রশংসিত ফুলের সাঁজি, বনদেবতাগণ টক্ করে গন্ধ-পুষ্প-আতপতণ্ডুল-যব-কুশ-শ্রেষ্ঠ তিল-শ্বেত সর্ষপ ও অন্যান্য অর্ঘের যোগাড়, শ্যামাচাল-দূর্বা-অপরাজিতা দ্বারা সুশোভিতা পাদ্যদ্রব্যচয় এবং মনোজ্ঞ জায়ফল-কক্কোল-লবঙ্গযুক্ত আচমনীয় দ্রব্য সমূহ, ধরনীদেবী পরমমঙ্গল সুগন্ধী গন্ধদ্রব্য, নন্দনবনদেবতাগণ কুসুম, কল্পতরু অভিনব আভরণ ও সূক্ষ্ম রম্য পীতাম্বর, অগ্নিপত্নী গুগ্‌গুল সমন্বিত সরস অগুরু-সুগন্ধী চন্দনাদি ধূপ-কর্পূরসারে বাসিত ও সুরভির দুগ্ধজাত সুগন্ধী ঘৃতে সিক্ত শলিতা পরানো প্রদীপ। কামধেনু নানাবিধ গব্যনিবহ দেবমাতা অদিতি অপরিমিত সুস্বাদু পূপাদি পিষ্টক। আর অনুকূলতায় অনুরঞ্জিত মনা শচীদেবী মুখের অনড়ভাব খণ্ডনকারী দলিত সুপারী-দ্বারা সজ্জিত বহু স্বর্ণাভ পানের খিলি।

২৪৬। এইরূপে যুগপৎই দেবদেবীগণ চতুর্দিকে পূজোপকরণ এনে উপস্থিত করলে আনন্দে বিচক্ষণ-তার ক্ষীণতা হেতু অজ্ঞতায় মুগ্ধের মতো হয়ে স্বয়ম্ভু মহর্ষি নারদের দ্বারা দর্শিত ক্রমানুসারে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করে অর্ঘাদিক্রমে নিয়মানুসারে যেই পূজা করতে আরম্ভ করলেন অমনই শ্রীভগবৎশক্তি-প্রভাবে দেবদুন্দুভি যেন

লব্ধযৌবনমিব গন্ধর্বাদিগানম্, জরাতঃ প্রতিনিবৃত্য পুনস্তরুণ ইব চারণাদিস্তবঃ, হর্ষস্যাপি হর্ষঃ সমুৎপন্ন ইব। এবং স এব সময়ঃ সময়ান্তরমিব ভবন্ সর্বেষাং চিত্তং চিত্তান্তরমিব জনয়ামাস ॥

২৪৭। ততঃ সুমহা মহাসেনো রসেনোরসিলস্তদাতপত্রং তস্য শিরসি নিদধার। তস্মিংস্তদারূঢ়ে রূঢ়েন পরমানন্দেন মহর্ষিগণগীতমন্ত্রপুরস্সরং পুরঃ স রঞ্জিতমনাঃ পরমেষ্ঠী পরমে ষ্ঠীব্যন্মণিমহঃপটলং তন্মুকুটবরং শ্রীকৃষ্ণশিরসি নিবধ্য সম্পাদিতবিশেষকং বিশেষকং চ বিলিখ্য ভালে ভালেপললিত ইব সকলদেবদেবেন্দ্রো গোবিন্দোঽসীতি নিজগাদ ॥

২৪৮। গদিতে চ তথা তেন সর্ব এব মহর্ষয়ো হর্ষযোগেন সনন্দনাদয়ো নাদযোগেন তুষ্টুবুঃ ॥

২৪৯। যথা— জয় শ্রীমদ্বৃন্দাবনমদন নন্দাত্মজ বিভো
প্রিয়াভীরীবৃন্দারক নিখিলবৃন্দারকমণে।
চিদানন্দস্যন্দাধিকপদারবৃন্দাসব নমো
নমস্তে গোবিন্দাখিলভুবনকন্দায় মহতে ॥

২৪৭। সুমহাঃ সুতেজাঃ; মহাসেনঃ কার্তিকেয়ঃ তস্য মূর্ধ্নি রসেন প্রীত্যা আতপত্রং ছত্রং দধার। উরসিলঃ প্রশস্তবক্ষা ইতি সৌন্দর্যেণ বলিষ্ঠতয়া চ তস্যৈব তদ্যোগ্যমিতি ব্যঞ্জিতম্।—"স্যাদুরস্বানুরসিলঃ" ইত্যমরঃ। তস্মিন্ ছত্রে তদারূঢ়ে তন্মূর্ধোপরিস্থে সতি পরমে শ্রীকৃষ্ণশিরসি পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা তন্মুকুটবরং নিবধ্য নিযোজ্য। কীদৃশম্? ষ্ঠীবতামিব মুখেভ্য উদ্গিরতামিব মণীনাং মহঃপটলানি যত্র তৎ। বিশেষকং তিলকং সম্পাদিতং বিশেষেণ কং সুখং যেন তৎ; ভালে বিলিখ্য। কীদৃশে? ভানাং কান্তীনাং লেপেন প্রলেপেনেব ললিতে ॥

২৪৮। নাদযোগেন—উচ্চৈঃ শব্দপ্রয়োগেণ ॥

২৪৯। প্রিয়া আভীরীবৃন্দারিকা যস্য হে তথাভূত! স্বয়ং চ নিখিলানাং বৃন্দারকাণাং দেবানাং রূপবতাং বা

বাদ্যের তাল পরিবর্তন করল, অপ্সরাগণের নৃত্যে যেন জন্মান্তর প্রাপ্তি হল, গন্ধর্বাদির গান যেন যৌবন প্রাপ্ত হল, চারণাদির স্তব যেন জরা থেকে ফিরে এসে পুনরায় তারুণ্য লাভ করল, হর্ষেরও হর্ষ যেন সমুৎপন্ন হল। এইরূপে সেই সময়টি অন্য একটি বিশিষ্ট সময়ের মতো হয়ে সকলের চিত্তকে অপর বিশিষ্ট চিত্তের মতো করে দিল।

২৪৭। অতঃপর অতিতেজশালী প্রশস্ত বক্ষদেশা কার্তিক প্রীতির সহিত কৃষ্ণের মস্তকে ছত্র ধারণ করলেন। মস্তকোপরি ছত্র ধৃত হলে ও অতি পরমানন্দে মহর্ষিগণ মন্ত্রগান করতে থাকলে রঞ্জিত মনা ব্রহ্মা প্রথমে সর্বোন্নত শ্রীকৃষ্ণমস্তকে মুকুটশ্রেষ্ঠ পরিয়ে দিলেন, যার থেকে মণিতেজরাশি যেন ঠিক্‌রিয়ে বেরিয়ে আসছিল। তৎপর কান্তির প্রলেপে ললিত ভালে তাঁর বিশেষ সুখসম্পাদক তিলক রচনা করে দিয়ে বললেন—আপনি তো সকলদেবদেবেন্দ্র গোবিন্দ।

২৪৮। ব্রহ্মা এরূপ বললে—মহর্ষিসকল হর্ষযোগে ও সনন্দাদি উচ্চস্বরে স্তুতি করতে লাগলেন—

২৪৯। জয় শ্রীবৃন্দাবনমদন! হে নন্দাত্মজ! হে বিভো! মনোজ্ঞ গোপসুন্দরীগণের প্রিয় হে নিখিল দেবতা মুকুটমণে! আপনার পদারবিন্দমধু চিদানন্দপ্রবাহ থেকে অধিক। হে গোবিন্দ! অখিল ভুবনের মূল

২৫০। ততশ্চ, পূজান্তে সহতুম্বুরু-,রুরুপরিতোষেণ রূঢ়রোমাঞ্চঃ।
গিরিবরধরণক্রীড়াং, নারদ উপবীণয়ামাস ॥

২৫১। ততশ্চ, মন্দাকিনীসমবগাহবিধৌতভূতি-,মালাকপালভুজগাভরণানি হিত্বা।
মৌলীন্দুকান্তিকমনীয়-মণীন্দ্রদীপৈ-,র্নীরাজনামথ চকার পতিঃ পশূনাম্ ॥

২৫২। এবং কৃতে পূজাঙ্গে তস্মিন্নারাত্রিকে পুনরভিষেক-মহোৎসবাঙ্গং মহীগন্ধশিলাধান্যাদিভির্মহর্ষিগণগীত-প্রত্যেকমন্ত্রপূতৈরেকৈকশঃ—কৃষ্ণশিরঃ সংস্পৃশ্য পুনঃ কাঞ্চনভাজনস্থিতৈর্মিলিতৈরেব সকলৈঃ পূর্ববন্মন্ত্রান্তরপাঠপূর্বকং মহানীরাজনাং চ বিদধে ॥

২৫৩। ততশ্চাচারতো গায়ত্রী গৌরী চারুন্ধতীপ্রভৃতয়ো মুনিপত্ন্যশ্চ দেবমাতরো দেবপত্ন্যশ্চ মঙ্গলদীপকলিকাভ্যামন্যোন্যবিপর্যাস্তবিন্যস্তপ্রকোষ্ঠকরতলাভ্যামেকৈকশো নীরাজয়ামাসুঃ ॥

২৫৪। এবং বৃত্তে মহোৎসবে ভগবানাত্মযোনির্ভগবন্নৈবেদ্যং বিষ্বক্সেন-গরুড়াদি-পরমভাগবতেভ্যো বিভজ্য দত্ত্বা শঙ্খাদি-নিধিবর্গকল্পতরুচিন্তামণিকামধেনূরাদিদেশ দেশকালোচিতম্,—'ভো ভো সম্প্রতি প্রতিপন্নে ভগবন্মহোৎসবে—

মুখ্যানাং বা মণে রত্নসদৃশ! চিন্ময়স্যানন্দস্য স্যন্দঃ ক্ষরণং যতস্তথাভূতোঽধিকঃ পদারবিন্দয়োরাসবো মকরন্দো যত্র তথা ॥ (২৫০)। ২৫১। মন্দাকিন্যত্র মানসগঙ্গৈব ॥

২৫২। মহোৎসবাঙ্গমিতি মহানীরাজনামিত্যস্য বিশেষণমাবিষ্টলিঙ্গম্ ॥

২৫৩। অন্যোন্যং বিপর্যস্তেন ব্যত্যয়েন বিন্যস্তৌ প্রকোষ্ঠৌ যয়োস্তাভ্যাং করতলাভ্যাং বামপ্রকোষ্ঠে দক্ষিণপ্রকোষ্ঠমুপর্যধোভাবেন তির্যগ্ বিন্যস্য স্ববামে দক্ষিণকরতলধৃতয়া, স্বদক্ষিণে চ বামকরতলধৃতয়া দীপশিখয়েত্যর্থঃ (২৫৪)

কারণ মহান্ আপনাকে প্রণাম প্রণাম বার বার প্রণাম।

২৫০। পূজান্তে নারদ অতিশয় পুলক জনিত রোমাঞ্চে দীপ্ত হয়ে গিরিরাজধারণলীলা বীণায় গান করতে লাগলেন—গন্ধর্বরাজের তুম্বুরুর সহিত মিলিত হয়ে।

২৫১। অতঃপর পশুপতি মানসগঙ্গায় অবগাহন স্নানে ভস্ম ধুয়ে নিয়ে মুণ্ডমালা-নরকপাল-সর্পাভরণ ত্যাগ করে তাঁর মস্তকস্থ চন্দ্রকান্তির মতো কমনীয় মণীন্দ্র দীপের দ্বারা নিরাজন করলেন।

২৫২। পূজাঙ্গ সেই আরত্রিক করবার পর তিনি পুনরায় মহর্ষিগণ-গীত মন্ত্রে পবিত্র মাটি-গন্ধ-শীলা-ধান্য এক এক করে কৃষ্ণশিরে ঠেকিয়ে পুনরায় স্বর্ণপাত্রস্থিত ও একসঙ্গে মিশ্রিত এই সবের দ্বারা পূর্ববৎ অন্য মন্ত্র পাঠ পূর্বক অভিষেক-মহোৎসব-অঙ্গ মহানিরাজন করলেন।

২৫৩। অতঃপর সদাচার অনুসারে গায়ত্রী-গৌরী-অরুন্ধতী প্রভৃতি মুনিপত্নীগণ ও দেবমাতা-দেবপত্নীগণ পরস্পর আড়া আড়ী (×) ভাবে বিন্যস্ত প্রকোষ্ঠের (কনুই থেকে মনিবন্ধ পর্যন্ত হাতের) করতলে মঙ্গলদীপযুগল ধরে এক এক করে নিরাজন করলেন।

২৫৪। এইরূপে মহোৎসব সমাপ্ত হলে ভগবান্ ব্রহ্মা কৃষ্ণের নৈবেদ্য বিষ্বকসেন-গরুড়াদি পরম-ভাগবতগণকে ভাগ করে দিয়ে শঙ্খাদি নিধিবর্গ-কল্পতরু-চিন্তামণি-কামধেনুকে দেশকালোচিত আদেশ করলেন—

দেবোপদেব-মুনয়শ্চ তদঙ্গনাশ্চ, নাগেশ্বরাশ্চ গিরি-কাননদেবতাশ্চ।
যে চাপ্সরঃপ্রভৃতয়োঽপ্যপরে সমস্তা-,স্তান্ ভূষয়ন্তু বিবিধং পরিধাপয়ন্তু॥'

২৫৫। ইতি তন্নির্দিষ্টা দিষ্টাতীতফলপ্রদাঃ প্রত্যেকং পরমসুভগ ভগবদুৎসবাবলোককারিমাত্রমেব তে বাসোঽলঙ্কারতিলক-তাম্বূলৈরর্হয়ামাসুঃ॥

২৫৬। অনন্তরমনন্তরহসো মহোৎসবস্য পরিসমাপ্তৌ শ্রীকৃষ্ণং প্রদক্ষিণীকৃত্য কৃত্যকোবিদাঃ কোবিদারা ইব সুমনোরক্তাঃ পিতামহাদয়ো মহাদয়োদ্ধুরা সদ্য এব তিরোদধুঃ, কেবলং শক্রসুরভী সুরভীতিহারিণস্তস্য পুরতঃ ক্ষণমতিষ্ঠতাম্॥

২৫৭। নৈতদাশ্চর্য্যং নেদমধিকমৈশ্বর্য্যং নেদমতিরস্যং চাস্য বৈভবং বৈ ভবন্তি যস্যামী কেচিদংশাঃ, কেচিদংশাংশাঃ, কেচিৎ কলাঃ, কেচিদ্বিভূতয়ঃ, তৈঃ কৃতেঽস্যাদরে স্যাদরে নৈব কিঞ্চিদপি বৈচিত্র্যম্॥

২৫৮। অথ তিরোহিতেষু তেষু চতুর্ম্মুখমুখবিবুধবর্গেষু পুরোঽবস্থিতং পুরন্দরমদরমনীষদনুগ্রহোদয়-সদয়সরসতরং তরঙ্গিতকৌতুকঃ কিমপি কৃষ্ণো নিজগাদ,—'কথয় শতমন্যো! মন্যোরুপশমস্তে জাতঃ, ন ত্বমস্য

২৫৫। তে শঙ্খনিধ্যাদয়ঃ; 'পুমান্ স্ত্রিয়া' ইত্যেকশেষাৎ পুংস্ত্বম্॥

২৫৬। কোবিদারাঃ কাঞ্চনারবৃক্ষাঃ, সুমনোভিঃ পুষ্পৈ রক্তা অরুণাঃ; পক্ষে, শোভনমনোভিরনুরাগিণঃ। মহাদয়োদ্ধুরা ইতি দয়া চাত্রেন্দ্রবিষয়িকা ভগবদভিষেকোৎসবৈঃ সর্বলোকবিষয়িকা চ জ্ঞেয়া॥

২৫৭। বৈভবং প্রভুত্বম্, বৈ নিশ্চিতং ভবন্তি। তৈরাদরেঽস্য কৃতে ন কিমপি বৈচিত্র্যং স্যাৎ। অরে ইতি স্থূলধিয়ঃ প্রতি সসংরম্ভং সম্বোধনম্॥

২৫৮। অদরমনীষং নির্ভয়বুদ্ধিম্। কথয়েত্যাদিনা প্রণয়পরিহাসেন কিঞ্চিৎ সখ্যাংশমুপস্থাপ্য তেন চ সলজ্জং

'ভো ভো সম্প্রতি ভগবন্মহোৎসব সম্পন্নকালে দেব-উপদেব-মুনি-তদঙ্গনা নাগেশ্বর-গিরিকাননদেবতা এবং অপ্সরা প্রভৃতি অপর যাঁরা যাঁরা এখানে উপস্থিত তাঁদের সকলকে বিবিধ ভূষণ-বসন পরিয়ে দেও।'

২৫৫। ব্রহ্মার এরূপ আদেশ অনুসারে তাঁরা ভাগ্যাতীত ফলপ্রদ বস্ত্র-অলঙ্কার-তিলক-তাম্বুলের দ্বারা পরম সৌভাগ্যশালী ভগবদুৎসব অবলোকনকারী মাত্রকেই সম্মানিত করলেন।

২৫৬। অনন্তর রহস্যময় মহোৎসব পরিসমাপ্তির পর-পরই কার্যকুশল-কাঞ্চনবৃক্ষ যেমন রক্তবর্ণ ফুলে সুশোভিত সেইরূপ অনুরাগ রাগে রঞ্জিতমনা-মহাদয়ায় দীপ্ত পিতামহ ব্রহ্মাদি দেবতাগণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করে তিরোভূত হলে ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে রইলেন শুধু সুরভীতিহারী ইন্দ্র ও সুরভি।

২৫৭। (গ্রন্থকার সাধারণ লোককে উদ্দেশ্য করে বলছেন) এ কিছু আশ্চার্য নয়, এ কিছু অধিক ঐশ্বর্য নয়, এ কিছু অতিরসজনক নয়, যার দ্বারা এই কৃষ্ণচন্দ্রের ঐশ্বর্যের পরিধি নির্ণয় করা যেতে পারে। আরে অর্বাচীন, এই যাঁদের কৃষ্ণকে আদর করতে দেখলে এঁরা কেউ এঁর কোনও অংশ, কেউ কোনও অংশের অংশ, কেউ কলা, কেউ বিভূতি। এঁদের দ্বারা কৃত আদরে এঁর কণামাত্র বৈচিত্র্যও প্রকাশ হচ্ছে না।

ইন্দ্রকে কৃষ্ণের উপদেশ ঃ

২৫৮। অতঃপর সেই চতুর্মুখ প্রমুখ দেবতাবৃন্দ তিরোহিত হয়ে গেলে সম্মুখে অবস্থিত নির্ভয়-

রঙ্গোঽন্তরঙ্গোপয়িতুমর্হসি, ন ময়া নময়ামাসে তব মদোঽয়মুদ্‌দ্রোহেণ মুদ্রোহেণ কেবলম্। যতঃ স্বজনমদো মদোজসা ন সহ্যতে, স্বজনো হি মত্তো মত্তো হি দণ্ডমর্হতি ॥

২৫৯। শতমখ! মখভঙ্গস্তেঽনুগ্রহগ্রহত এব কৃত ইতি মাতঃ পরং পরন্তপ মামসূয়িতুমর্হসি, যাহি সুখেন, ভুজ্যতাং নিজমৈন্দ্রং পদম্ সম্পদং সন্ততাং ততাং তামাশ্রিত্য, মা পরং প্রমত্তেন ভবিতব্যম্' ইতি সানুকম্পমুদিতো মুদিতোঽতিসরস-ভগবদ্বলমানকৃপাকশাসনঃ পাকশাসনঃ সপ্রশ্রয়ং প্রণম্য প্রদক্ষিণীকৃত্য চ ভগবন্তং নিজপুরমেব জগাম। গামপি সুরভিং সুরভিং কৃত্বা প্রণয়পরিমলেন বিমলেন বিসৃজ্য স্বীকৃতপূর্ববেশ এব একান্তকান্তলাবণ্যো নিমেষমাত্রাৎ কুতোঽপি সমাগত ইব শ্রীকৃষ্ণোঽপি ব্রজমাবিবেশ ॥

ইত্যানন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলালতাবিস্তারে গোবর্দ্ধনোদ্ধরণো নাম

পঞ্চদশঃ স্তবকঃ ॥১৫॥

—=০★০=—

সকম্পঞ্চ শক্রমালক্ষ্য পুনস্তং স্বস্বীকর্তুমধিকৃতদাসোচিত ভাবানুকূলস্বপ্রভুতাবিষ্কারেণাহ—তবায়ং মদো ময়োদ্রোহেণ উদ্রিক্তেন দ্রোহেণ ন নময়ামাসে, কিন্তু কেবলং মুদ্রোহেণ তব যা মুদ্রা মদময়ী তস্যা উহেন; যদ্বা, মুদো হর্ষস্য রোহেণোৎপত্ত্যেদৃশং কৌতুকং দ্রষ্টুমিতি ভাবঃ। মদোজসা মত্তেজসা কর্ত্রা মত্তো মদযুক্তঃ, মত্তো হি মৎসকাশাদেব ॥

২৫৯। অতিসরসাং ভগবতো বলমানাং কৃপাং কায়তি গায়তি ব্যনক্তীতি তাদৃশং শাসনং যত্র সঃ ॥

ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবন-টীকায়াং শ্রীসুখবর্ত্তিন্যাং পঞ্চদশস্তবকসঙ্গমনম্ ॥১৫॥

বুদ্ধিমান্ ইন্দ্রের প্রতি প্রচুর অনুগ্রহ উদয়ে তরঙ্গিত-কৌতুকী কৃষ্ণ অতিসরসভাবে এরূপ বললেন - বলুন ইন্দ্রদেব! আপনার ক্রোধ তো শান্ত হয়েছে? সত্য বলুন, অন্তরঙ্গ হয়ে হৃদয়ের ভাব গোপন করা আপনার উচিত হবে না। আপনার ক্রোধ আমি উত্তেজনা জনিত দ্রোহে যে দমন করে দিয়েছি তা নয়, কিন্তু কেবল আপনার যে অহঙ্কারময়ী মুদ্রা তা দেখবার জন্য। কেন-কি স্বজনের অহঙ্কার আমার তেজ সহ্য করতে পারে না। অহঙ্কারী স্বজন যে আমার থেকেই দণ্ড পাওয়ার যোগ্য, তা তো প্রসিদ্ধই আছে।

২৫৯। হে ইন্দ্র! এ যজ্ঞভঙ্গ আপনার প্রতি অনুগ্রহগ্রহ পরবশ হয়েই করেছি। অতঃপর হে পরন্তপ! আমাকে অসূয়া করা আপনার পক্ষে আর সমীচীন হবে না। যান, সুখে নিজ ইন্দ্রপদ ভোগ করুন। নিরন্তর উচ্ছলিত সম্পদের বলে পুনরায় প্রমত্ত হয়ে যাবেন না।' অনুকম্পার সহিত ভগবান্ এরূপ বললে আনন্দে অতি সরসমনা, ভগবানের বলমান্ কৃপা প্রকাশক শাসন প্রাপ্ত ইন্দ্র বিনয় পূর্বক ভগবান্‌কে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে নিজ ইন্দ্রপুরে চলে গেলেন।

এদিকে শ্রীকৃষ্ণও সুরভি ধেনুকে শুদ্ধ প্রেমপরিমলের দ্বারা সুগন্ধিত করে বিদায় দিয়ে নিজের পূর্ব বেশ পরিধান করে একান্তকান্ত লাবণ্যময় রূপে ও নিমেষ মাত্রেই যেন কোথাও থেকে আগত এই ভাবে ব্রজে প্রবেশ করলেন।

ইতি আনন্দ বৃন্দাবনে কৈশোরলীলা

বিস্তারে গোবর্ধন ধারণ নামক পঞ্চদশ স্তবক।

—॥০★০॥—

ষোড়শঃ স্তবকঃ

১। অথ কথকজনকথকথামোদমোদকারি-হারিবিচিত্রচরিত্রচরিতার্থীকৃত-তদিতরকথাশ্রবণে,শ্রবণেন্দ্রিয়-কৃতার্থতাকারিগুণাবলীলে লীলেহিত-হৃতসকলজনমানসে মানসেব্যমানরূপলক্ষ্মীকে লক্ষ্মীকেলিকলাকলাপতোঽপি পরমসঙ্গোপরমণীয়গোপরমণীযশঃপ্রদকেলিকেঽলিকে বিলসত্তরকাশ্মীরবিশেষকে, বিশেষকেশরকুসুমসুমনোজ্ঞ-কেশকলাপে কলাপেশল-গোপবনিতানিতান্তসৌভাগ্যস্বরূপে রূপেণ জিতকোটিকন্দর্পে, দর্পেণাধরীকৃত-সকল-লোকপালে কপালেশ্বরাদি-সর্বদেবাভিবাদিতেঽদিতেরপত্যাত্যয় হারিণি হারিণি ব্রজপুরপুরন্দরনন্দনে নন্দনেশ্বর-মদ-খণ্ডনায় গোবর্দ্ধনধৃত্যা গোবর্দ্ধনধৃত্যা চ গোবিন্দনামালঙ্কুর্বতি ভগবতি রতিরসবতাং ব্রজভুবাং পরমানন্দেন

ষোড়শঃ স্তবকঃ

শ্রুত্বা কেশাহৃতং তাতং কেশবে তৎপুরং গতে।
ষোড়শে গোপিকামোহো গোপানাং ব্রহ্মদর্শনম্॥

১। অথ ভগবতি রতিরসবতাং ব্রজভুবাং জনানাং পরমানন্দেন কিয়ৎসু দিবসেষু যৎসু গচ্ছৎসু সৎসু কদাচিদ-ঘোষাধীশো দ্বাদশীপালনকৃতাদরতয়া নিশাশেষ এব শমনস্য স্বসারং যমুনাং স্নাতুমবজগাহে। ভগবতি কথম্ভূতে ? কথক-জনানাং কথা যত্র তথাভূতাভিঃ কথাভিঃ কিং হর্ষস্যাপি হর্ষ ইতিবৎ মোদস্যাপি মোদকারীণি হারীণি বিচিত্রাণি চরিত্রাণি যানি তৈশ্চরিতার্থীকৃতানি, রলয়োরৈক্যাৎ, গতার্থীকৃতানি তদিতরকথাশ্রবণানি যেন তস্মিন্; শ্রবণেন্দ্রিয়স্য কৃতার্থতাকা-রিণীং গুণাবলীং লাতি গৃহ্লাতীতি তস্মিন্; লীলা নেত্রান্ত চরণাদ্যঙ্গ-ভঙ্গ্যঃ, ঈহিতানি গোবর্ধনধারণাদি কর্মাণি, মান আদরঃ। লক্ষ্ম্যাঃ কেলিকলাসমূহতোঽপি পরমসঙ্গোপাঃ পরমরহস্যা রমণীয়া রম্যা গোপরমণীনাং যশঃপ্রদাঃ কেলয়ো যস্মিন্; অলিকে ললাটে বিলসত্তরং কাশ্মীরবিশেষকং কুঙ্কুমতিলকং যস্য তস্মিন্; বিশেষেণ কেশরকুসুমৈর্বকুলপুষ্পৈঃ

ষোড়ষ স্তবক

ব্রজবাসিদের ব্রহ্মলোক দর্শন ঃ

পিতার সন্ধানে কৃষ্ণের বরুণলোকে গমন ঃ

১। অতঃপর কথকজনের কথকতা-কৌশলে সৃজিত আমোদেরও আমোদকারী-মনোহর-বিচিত্র লীলা-বলীর দ্বারা তদিতর কথার শ্রবণে অপ্রয়োজনিতা বোধোদয়দায়ী, শ্রবণেন্দ্রিয়ের কৃতার্থকারী গুণাবলী অঙ্গীকার-কারী, নেত্রান্ত-চরণাদি অঙ্গভঙ্গী ও গোবর্ধনধারনাদি কর্মের দ্বারা সকলজনমানসহারী, আদ্রিয়মান্ ও সেব্যমান্ রূপশোভাশালী, লক্ষ্মীদেবীর কেলিকলাসমূহ থেকে পরমরহস্যময়ী-রম্যা-গোপরমণীযশোপ্রদা কেলিকলাধারী, অতিশোভন কুঙ্কুম-তিলকধারী, বকুল কুসুমে রচিত সুমনোজ্ঞ কেশভূষণ ভূষিত, সকলকলায় চতুর, তেজে সকল লোকপাল-ধরাশায়ীকারী, শিবাদি সকল দেবতাদ্বারা প্রশংসিত, দেবতাদের বিপরীত আচরণ বিনশনকারী

কিয়ৎস্থ যৎস্থ দিবসেষু, পূর্বপূর্ববৎ সহ সহচরৈস্তস্মিন্নপি গোচা গোচারণাদিকেন বিহারেণ রসময়ং সময়ং রচয়িত্বা গময়তি সতি, কদাচিদ্‌ঘোষাধীশো ধীশোধিকায়ামেকাদশ্যামুপোষিতঃ পোষিতশ্চ তদামোদেন দ্বাদশী-পালন-কৃতাদরতয়া দরতয়া চ তস্যাঃ সত্বরো নিশাশেষেঽনিশাশেষেহিতস্থকৃতৈস্ত্রিচতুরৈরতিচতুরৈ রতিমদ্ভির্বন্ধুজনৈঃ সমং সমুপেত্য প্রকটিতস্বসারং স্বসারং শমনস্য মনস্যবহিতঃ স্নাতুমবজগাহে ॥

২। ততশ্চ স্নানসমসময়ান্যথাভাবেন জাতপ্রতিঘাঃ প্রতিঘাতক্ষিপ্তচেতসঃ প্রচেতসঃ পুরসদো রস-দোত্তমচরিতং ভগবতো জনকং জনকন্দনাস্তে প্রসহ্যাসহ্যাতিক্রমং তমপাং পত্যুরভ্যাসমভ্যাসমনয়ন্ত ॥

সুমনোজ্ঞঃ কেশানাং কলাপো ভূষণং যস্য তস্মিন্। অত্যয়োঽতিক্রমঃ। গোবর্ধনধৃত্যা চ কান্তিবর্ধিনী যা ধৃতির্ধীরতা তয়া চ। গোচা গাং কান্তিমঞ্চতা প্রাপ্নুবতা। ধিয়ং বুদ্ধিং শোধয়তীতি তস্যাং ধীশোধিকায়াম্। তস্যা দ্বাদশ্যা দরতয়াঽল্প-তয়া হেতুনা সত্বরস্ত্বরাযুক্তো নিশাশেষে রাত্রেশ্চরমযাম এব;—(হ০ ভ০ বি০ ১৩।২৫০ তম-শ্লোকধৃত-স্কান্দবচনম্) "কলার্ধাং দ্বাদশীং দৃষ্ট্বা নিশীথাদূর্ধ্বমেব হি। আমধ্যাহ্নাঃ ক্রিয়াঃ সর্বাঃ কর্তব্যাঃ শম্ভুশাসনাৎ॥" ইতি স্মৃতেঃ। অনিশং নিরন্তর মেবাশেষেণ নিঃশেষেণ সাঙ্গোপাঙ্গতয়েহিতানি কৃতানি সুকৃতানি যৈস্তৈঃ। প্রকটিত-স্বসারমিতি স্নানক্রিয়াবিশেষণম্। তত্র দ্বাদশীপারণানুরোধেনাসুরকালেঽপি মে জলে প্রবেশো নাসমঞ্জস ইতি স্ববলপ্রকটনং স্বসঙ্গিনস্তত্র সমুৎসাহয়িতু-মিতি জ্ঞেয়ম্। অবহিতঃ সাবধানঃ॥

২। ততঃ স্নানে সমঃ সমঞ্জসো যঃ সময়স্তস্যান্যথাভাবেন জাতপ্রতিঘা উৎপন্নক্রোধাঃ প্রতিঘাতেন জলাবঘাত-মাত্রেণৈব ক্ষিপ্তচেতসঃ প্রচেতসো বরুণস্য পুরে সীদন্তীত্যজ্ঞত্বং জনানাং কন্দনা উদ্বেজকাঃ প্রসহ্য বলাদপাং পত্যুর্বরুণস্যা-ভ্যাসং নিকটমভি আভিমুখ্যেন আ সম্যক্ অকষ্টেন সমিতি সঙ্গত্যা অনয়ন্ত॥

এবং হারে শোভিত ব্রজপুরপুরন্দরনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নন্দনবনাধীশ্বর ইন্দ্রের গর্বখণ্ডনার্থে গোবর্ধন ধারণ হেতু ও কান্তিবর্ধক ধীরতা হেতু 'গোবিন্দ' নাম অঙ্গীকার করে নিলে এবং অনুরাগ-রসময় ব্রজজনদের পরমা-নন্দে কিছু দিন অতিবাহিত হয়ে গেলে যখন তিনি পূর্ব পূর্ব দিনের মতো সেই সহচরগণের সহিত কামশক্তিতে উজ্জ্বল গোচারণ-বিহারের দ্বারা সময় রসময় করে তুলে অতিবাহিত করছিলেন তখন কোনও একদিন ঘোষাধীশ বুদ্ধি-শোধিকা একাদশীতে উপবাস করলেন আর সেই আমোদে পুষ্টি লাভ করলেন। দ্বাদশীর পারণ সময়ের অতিসঙ্কীর্ণতা হেতু ও এতে তাঁর আদরবৃদ্ধি থাকায় তিনি ত্বরাযুক্ত হয়ে নিশাশেষে যমভগিনী যমুনার কূলে গিয়ে উপস্থিত হলেন—অনুরাগী, নিরন্তর নিঃশেষে সুকৃতি সঞ্চয়কারী ও অতিচতুর বন্ধুজন সহ। দ্বাদশী পালন অনুরোধে আসুরী-বেলায় স্নান শাস্ত্রসম্মত বলে দোষাবহ নয় এরূপ বিচার করত সাবধান হয়ে স্নান করতে যমুনার জলে নেমে পড়লেন অতঃপর।

২। তৎপর স্নানের সমুচিত সময়ের ব্যতিক্রম হওয়াতে জাতক্রোধ, ব্রজজনদের উদ্বেগ জনক বরুণের সেবকগণ জলে আলোড়ন উঠামাত্রই রসদ-উত্তমচরিত-বিপরিত আচরণকারী কৃষ্ণপিতাকে সবলে জলপতির নিকট একটুও কষ্ট না দিয়ে অনুকূল ভাবে কোলে করে নিয়ে এলেন—বরুণের পুরে যে নিয়ে যাচ্ছে এ তিনি জানতে পারলেন না অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ায়।

৩। ততস্তটস্থাস্তটস্থা ইব কিমিদং কিমিদমিতি জাতসম্ভ্রমা ভ্রমাপহং শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য তারস্বরং চুক্রুশুঃ—'হন্ত হন্তরসুরাণাং সুরাণাং প্রতিকর্তরার্তবন্ধো বন্ধোপশমন কৃষ্ণ পাহি পাহি, ভো অত্যাহিতমত্যাহিত-মেষ তে পিতা পিতামহাদেরপি মাননীয়ো নীয়তে যমুনামবগাহমানো মানোদ্ধতৈঃ কৈশ্চন, তন্মহাবাহো! ভবানত্র ত্রায়তামত্রায়তামতিবিপদং ত্বাং বিনা বিনাশয়িতুং কঃ ক্ষমঃ ॥'

৪। ইতি গোদুহামার্তস্বরং স্বরংহসা বিসারিণং শ্রীকৃষ্ণঃ সমাকর্ণ্য মা কর্ণ্যমতিবিরসত্বেন দুরাবারা বারাং পত্যুরনুচরাপসদানাং সদানন্ধ্যাবর্জিতানামক্রিয়েয়মিতি জানন্ যথাস্থিত এব তরুণবরুণবরসুকৃতকৃতসমাকর্ষ ইব তৎপুরপুরস্কারকারণত এব তত্র সমভিজগাম ॥

৫। অথ তত্র গতবতি ভগবতি প্রচেতঃসদনং চেতসদনং বভূব গোকুলভুবাং কুলভুবাং চ বালানাম্ ॥

৩। তত্রস্থাঃ কুলস্থিতাস্তটস্থা ইব উদাসীনা ইব তৎপ্রতীকারাশক্তেঃ সহগমনাসম্ভবাচ্চ তথাত্বেনোৎপ্রেক্ষন্ত এব, ন তু বস্তুতস্তটস্থা ইতি। ভ্রমমনিষ্টাশঙ্কাময়মপহনিষ্যতীতি তম্। হন্তরিত্যাদিবিশেষণচতুষ্টয়েন দুষ্টনিগ্রহ-শিষ্টপালনদীন-বাৎসল্যবদ্ধত্রায়কত্বলক্ষণা গুণাঃ প্রস্তুতোপযোগিন উক্তাঃ। পাহি পাহীত্যাদি দ্বিত্বং ভয়েন। মানোদ্ধতৈর্গর্বোদ্ধতৈঃ। অত্র আ অয়তামাগচ্ছতু ॥

৪। অতিবিরসত্বেন মা কর্ণ্যং ন কর্ণহিতম্। বারাং পত্যুর্বরুণস্যানুচরাপসদানাং ভৃত্যাধমানামিয়মক্রিয়া কুকর্ম ইতি জানন্ পরামৃশন্। অক্রিয়া কথম্ভূতা? দুরাবারা, তেনাপি বারয়িতুমশক্যা, তস্য কো দোষ ইতি ভাবঃ। সদা সৎসু বা অনন্ধস্য ভাব আনান্ধ্যং চক্ষুষ্মত্ত্বং তদ্বর্জিতানাম্, তরুণং বরুণস্য যৎ সুকৃতং তেন কৃতঃ সমাকর্ষো যস্য তথাভূত ইব। তৎপুরস্য পুরস্কার আদরঃ সাফল্যমিতি যাবৎ, স এব কারণং হেতুস্তত এব নিজসন্নিধানেন তৎপুরং কৃতার্থীকর্তু-মিত্যর্থঃ। তত্র বরুণপুরে ॥

৫। চেতঃসদনং চেতসোঽবসাদঃ; 'সদ৯ বিসরণগত্যবসাদনেষু'; গোকুলভুবাং ব্রজবাসিমাত্রাণাং কুলভুবাং

৩। সেখানে কূলে উপস্থিত বন্ধুগণ উদাস ভাবে 'অহো এ কি এ কি' এই বলে ভয়োদ্বেগে অনিষ্ট আশঙ্কায় ভ্রমনাশক শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করে তারস্বরে চিৎকার করতে লাগলেন—'হায় হায় হে সুরাসুরের প্রতি-বিধায়ক-আর্তবন্ধো-বন্ধনমোচক কৃষ্ণ! পাহি পাহি। ভো, অতিঅমঙ্গল অতিঅমঙ্গল। তোমার এই পিতা, যে না-কি পিতামহ ব্রহ্মাদিরও মাননীয়, যমুনায় স্নান করতে নামলে গর্বোদ্ধত কোনও একজন তাঁকে টেনে নিয়ে চলে গেল। তাই বলছি, হে মহাবাহো! তুমি এখন রক্ষা কর। এখানে এস। এই অতিবিপদ তুমি বিনা আর কে দূর করতে সমর্থ হবে।'

৪। এইরূপে অতি বিরসতা হেতু কর্ণপীড়াদায়ক, নিজবেগে ইতস্ততঃ গমনপর গোপগণের আর্ত-স্বর শুনে শ্রীকৃষ্ণ বিচার করলেন এ জলপতি বরুণের সাধু সম্মত সূক্ষ্মদৃষ্টি বিবর্জিত ভৃত্যাধমদের দুর্বার কুকর্ম। এরূপ বিচার করে তরুণ বরুণের অতি সুকৃতি দ্বারা যেন সমাকর্ষিত হয়ে তাঁর পুরের কৃতার্থতা সম্পাদনের জন্য, যে ভাবে ছিলেন সেই ভাবেই চলে গেলেন সেখানে।

৫। অতঃপর কৃষ্ণ সেখানে গেলে ব্রজবাসিমাত্রের এবং কুলবতী রমণীদের চিত্ত অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ল।

৬। ন ভবতি যদ্যপি সুদৃশাং, সদাবলোকো হরেস্তদপি।
একগ্রামনিবাসো, হ্যেকালয়বাসবদ্ভাতি ॥

৭। তেন প্রবাসবাসরমিব তং ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বিদিত্বাঽনুরাগিণ্যোঽবলা বলাপায়পাতুকশরীরা ইব সমাসত ক্ষণমপি যুগসহস্রমিব মন্যন্তে স্ম ॥

৮। ন শৃণোতি নৈব পশ্যতি, ন বদতি স্পন্দতেঽঙ্গনাবিততিঃ।
অন্তঃকরণমিবাস্যা, গতমিব কৃষ্ণস্য সঙ্গেন ॥

৯। জীবিতমিব ন বিলোলং, প্রেমাস্যাস্তেন জীবিতেঽপি গতে।
প্রিয়বিরহে খিন্নাঙ্গীং, রাধাং প্রেমৈব জীবয়তি ॥

কুলজানাং বালানাং রমণীনাম্ ॥ (৬)

৭। বলস্যাপায়েন পাতুকানি পতনশীলানি শরীরাণি যাসাং তা ইব ॥

৮। বলাপায়েত্যাদিনা (শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ শৃঙ্গারভেদপ্র° ১৬৭) "চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা। প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দশা দশ ॥ "ইত্যাসাং দ্বিত্রা দশাঃ সূচিতা অপ্যন্তর্ভাব্য সহসৈব দশম্যপি দশা আসন্নপ্রায়া বভূবেত্যাহ—ন শৃণোতীতি মোহঃ ।।

৯। বৃন্দাবনেশ্বরী তু দশমীমেব দশাং সংশ্রিতবতী। নন্বু তর্হি সংবীজন-চন্দনসেকাদিকং পরিজনৈঃ কিমর্থং কৃতম্? তত্রাহ—জীবিতমিবেতি। অয়মর্থঃ।—জীবিতেন হি প্রিয়বিরহানলজ্বালাং সোঢুমসমর্থেন ঝটিত্যেব তস্যা দেহান্নিষ্ক্রান্তবতা স্বচাপল্যদোষ এবোপার্জিতঃ, প্রেম তু মহাস্থিরং তাদৃশ্যা জ্বালয়াপি দুর্জরম্, প্রত্যুত প্রতিক্ষণং বর্ধমানং সং স্বশক্ত্যা তদ্দেহং সংজীব্যৈব রক্ষিতুং স্বস্থৈর্য-সাদ্গুণ্যমেব প্রথয়ামাসেতি। এবঞ্চ জীবিতে নষ্টেঽপি ন প্রেমাস্যাঃ ক্ষীয়ত ইত্যায়াতম্। ইদমত্র তত্ত্বম্—করুণবিপ্রলম্ভেঽস্মিন্নিষ্টাশঙ্কাময়েঽপি শ্রীগর্গাদি-সর্বজ্ঞবাক্যবিশ্বাসাৎ পুনঃপ্রাপ্তিপ্রত্যাশয়া মদন্যা কা বা তদা মৎকান্তং সুখয়িতুং পারয়িষ্যতি, মদ্দশাং শ্রুত্বা তস্যাপীদৃশী দশা নূনং ভবিষ্যতীতি শঙ্কয়া চ কৃচ্ছ্রেণাপি প্রাণধারণমেব দুষ্করং প্রাণত্যাগশ্চ সুকর এবোক্তন্যায়েন প্রেমাংশপ্রাতিকূল্যোদ্ভাবকশ্চ' তেনাস্যা জীবনং প্রেমবলেনৈব রক্ষিতমগতমেব তত্ত্বেনোৎপ্রেক্ষিতম্ ॥

৬। যদিও সুনয়নাগণের হরির সদা অবলোকন হয় না, তথাপি একগ্রামে নিবাসই এক আলয়ে বাসের মতো প্রতিভাত হতো তাঁদের নিকট।

৭। তাই সে দিনটি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যেন বিদেশ-বাস হচ্ছে, এরূপ মনে করে অনুরাগিণী অবলাগণ বলক্ষয়ে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ার মতো অবস্থায় উপনীত হলেন। একটি ক্ষণ তখন তাঁদের যুগসহস্রের মতো মনে হতে লাগল।

৮। (দশমী দশার পূর্বের অবস্থা –) না-শুনতে পাচ্ছেন, না-দেখতে পাচ্ছেন, না-কথা বলছেন, না-নড়াচড়া করছেন তখন অঙ্গনাশ্রেণী। অন্তঃকরণই এদের যেন চলে গিয়েছে কৃষ্ণের সঙ্গে।

৯। (দশমী দশা—) প্রেম জীবনের মতো চঞ্চল নয়। সেই জন্য জীবন দেহ ছেড়ে চলে গেলেও প্রিয়বিরহে খিন্নাঙ্গী রাধাকে প্রেমই জীইয়ে রাখল।

১০। তথাপি— সংবীজনেন নলিনীদলতালবৃন্তৈঃ, সেকেন চন্দনজলৈস্তনুদাহমস্যাঃ।
শেকুর্ন সংশময়িতুং যদি বন্ধুবধ্বো, মূর্চ্ছা সখী কিমপি নির্বৃতিমাততান॥

১১। প্রশিথিলতূলকধূনন-,মূলকমনুমীয়তে শ্বসিতম্।
তেন চ জীবনমস্যাঃ, সখীজনৈস্তেন চ স্বায়ুঃ॥

১২। আয়াতি কৃষ্ণ ইতি বন্ধুবধূজনোক্ত্যা, কৃচ্ছ্রেণ পঙ্কজদৃশা স্থিরপক্ষ্মতারে।
উন্মীলিতে বত যথৈব দৃশৌ তথৈব, তে তস্থতুর্লিখিতপঙ্করুহদ্বয়ীব॥

১৩। কৃষ্ণঃ ক্ষণাদিহ সমেষ্যতি সর্বথেতি, স্বালীজনস্য বচনে যদপি প্রতীতিঃ।
হন্ত ক্ষণো যদি স এব যুগায়তে তৎ, কিং দূষণং বত তথা বিরহ-ব্যথায়াঃ॥

১৪। উন্মীল্য নেত্রমথ কৃষ্ণমলোকয়ন্ত্যা, হৃৎপূর্বতোঽপি নিতরাং পরিতপ্তমস্যাঃ।
হৃদ্বর্ত্তিকৃষ্ণমহসঃ পটলী যদেষা, ধারাঞ্জনাশ্রুকপটেন বহির্বভূব॥

১০। তেন নবম্যেব দশাস্যাঃ প্রাপ্তাবসরেত্যাহ—সংবীজনেত্যাদি॥

১১। প্রশিথিলস্য তূলকস্য ধূননং কম্পনমেব মূলং গমকং যস্য তৎ শ্বসিতম্॥

১২। যথৈবোন্মীলিতে তথৈব তস্থতুরিতি সখীবাক্যবিশ্বাসান্মূর্চ্ছাভঙ্গে সতি উন্মীলিতাভ্যাং দৃগ্‌ভ্যাং কৃষ্ণম-দৃষ্ট্বা এতা মৃষৈব মামাশ্বাসয়ন্তীতি তদৈব পুনর্মূর্চ্ছামালম্বিতবত্যাস্তস্যা জাড্যেন দৃশোর্নিমেষাভাবাৎ॥

১৩। ক্ষণাদিহেতি কৃষ্ণ আয়াতীতি নাম্নাভির্যথোক্তম্, কিন্তু ক্ষণমাত্রবিলম্বেনেতি কিমিতি ন বিশ্বস্যত ইত্যভিপ্রায়জ্ঞানাৎ॥

১৪। উন্মীলিতে বত যথৈব দৃশৌ, যথৈবেত্যত্র কিঞ্চিদবশিষ্টমবশিষ্টং পুনঃ পদ্যেনৈব বর্ণয়িতুং তদেবোট্টঙ্কয়তি—উন্মীল্যেতি। পূর্বতোঽপি পরিতপ্তমিতি তপ্ততৈলকটাহমধ্যে জলবিন্দুপাতাদিব তন্মধ্যতঃ সখীজনাশ্বাসপ্রক্ষেপাৎ। হৃদ্-

---

১০। তথাপি - কমলপত্র-তালপত্রের পাখাদ্বারা বহু বাতাস করে, চন্দন জলের ঝাপটা দিয়ে তাঁর তনুদাহ যদি সম্যক্ নিবারণ করতে পারলেন না বন্ধু মহিলাগণ, তখন কোনও মূর্চ্ছানামক সখী ঐ তাপ শান্তি করলো।

১১। নাকে ধরা হাল্কা পেঁজা তুলার কম্পন-চিহ্ন দেখে শ্বাসবায়ু অনুমান করে তাঁর থেকেই রাধার জীবনের অনুমান করলেন সখীজন। আবার এর থেকেই নিজেদের জীবনেরও অনুমান করে নিলেন এঁরা।

১২। 'কৃষ্ণ এই এল-বলে' বন্ধুমহিলাগণের এরূপ কথা শুনে কমলনয়না রাধা স্থির পক্ষ্ম ও তারা যুক্ত নয়নযুগল যেমন ভাবে খুললেন হায় হায় তেমনই ভাবেই স্থির হয়ে রয়ে গেল পটে আঁকা কমলযুগলের মতো।

১৩। নিজ সখীজনের কথায় যদিও প্রতীতি হল নিশ্চয় ক্ষণকাল মধ্যেই কৃষ্ণ এখানে আসবে, তবুও হায় হায় সেই ক্ষণটি যদি এখন এক যুগসম হয়ে গেল, তবে আর হায় হায় এরূপ বিরহ ব্যথার দোষ কি?

১৪। (পূর্বে যে বলা হয়েছে, নয়নযুগলকে যেমন ভাবে খুললেন, এখানে সেই খোলার অবস্থা বলা হচ্ছে —)

১৫। এবং গতবতি করুণাবরুণালয়ে বরুণালয়ে তমালোক্য সসম্ভ্রমমুপগম্য প্রণম্য প্রণয়াভিভূতঃ প্রচেতাঃ প্রচেতাশ্চর্য্যয়াশ্চর্য্যয়ার্ঘ্যাদিকয়া কয়াচন পূজয়িত্বা জয়িত্বাদধৃষ্যমহসং মহসঞ্চয়মিব মূর্ত্তিমন্তং মূর্ত্তিমন্তং চিদানন্দরসমিব ভগবন্তং তুষ্টাব॥

১৬। 'নমস্তে করবাম বামদেবাদিদেবাদিদেব দেবকীগর্ভরত্ন রত্নগর্ভাভারাবতারকাবতার কামকোটি-কমনীয় কৃতার্থোঽহমদ্য নিরবদ্যনিরবকাশপ্রকাশ প্রকটপরমানন্দ নন্দতনয় তব চরণরজো রজোঽপহারি মম পুরীপুরীতৎপরিশোধনং সমজনি জনিরপি মে কৃতার্থা॥

বর্ত্তীতি তত্তাপসহনাসমর্থৈবেতি ভাবঃ॥

১৫। প্রচেতা বরুণঃ, প্রচেতাঃ প্রকৃষ্টচিত্তবান্; চর্যয়া পরিচর্যয়াঽঽশ্চর্যয়াঽপূর্বয়াঽর্ঘ্যাদিকয়া পূজয়িত্বা তুষ্টাব। কথংভূতম্? জয়িত্বাৎ সর্বোৎকর্ষবত্ত্বাদধৃষ্যতেজসং মহসঞ্চয়মুৎসবসমূহং মূর্তিমন্তমিব দেহধারিণমিবেতি সপরিকর-নিজ-পরমোল্লাসঃ, চিদানন্দরসং মূর্তিমন্তং ঘনীভূতমিবেত্যননুভূতচরপরমরসাস্বাদশ্চ সূচিতঃ;"মূর্তিঃ কাঠিন্যকায়য়োঃ" ইত্যমরঃ।

১৬। বামদেবঃ শম্ভুস্তদাদীনাং দেবানামপ্যাদৌ দীব্যতীতি হে তথাভূত! তদপি দেবকীগর্ভমণিখনৌ রত্ন! নীলমণিস্বরূপ! কিমর্থম্? রত্নগর্ভায়াঃ পৃথিব্যা ভারাবতারকোঽবতারো যস্য তথা; ন কেবলমেতদেব প্রয়োজনম্, কিন্তু স্বরূপমাধুর্যানুভাবনেন জগদপি কৃতার্থয়িতুমিত্যাহ—কামকোটীত্যাদিভিস্ত্রিভির্বিশেষণৈঃ। তত্র প্রথমেন দেহসৌন্দর্যস্য, দ্বিতীয়েন তচ্ছরীরাণাং তৃতীয়েন তৎস্বরূপতত্ত্বস্য বিবৃতিঃ। নিরবদ্যশ্চন্দ্রসূর্যাদীনামিবাতিশীতোষ্ণাদিরহিতো নিরবকাশো-ঽবচ্ছেদশূন্যঃ প্রকাশো যস্য তথা প্রকটেতি প্রকটত্বং প্রপঞ্চগোচরীভূতত্বং পরমত্বং মায়াতীতত্বং স্বীয়ভাবানুসারেণ পূর্বং দেবকীগর্ভরত্নেত্যুক্ত্বাপি সম্প্রতি মাধুর্যনিমগ্নচিত্ততয়া প্রাহ—নন্দনতনয়েতি। তব চরণরজো মম রজোঽপহারি রজো-গুণহন্তৃ সমজনি। তথা মম পুর্যাং পুরীং স্ববাটীবর্গং যে তন্বতি তে পুরীপুরীতত্তো মণ্ডলেশ্বরাস্তেষামপি পরিশোধনম্; (পা০৩।৪।৪০) "গমঃ ক্বৌ" ইত্যত্র "গমাদীনামিতি বক্তব্যম্" ইতি তনোতেঃ ক্বিপি অনুনাসিকলোপে রূপম্॥

নয়ন মেলার পর কৃষ্ণকে না দেখে রাধার চিত্ত পূর্ব থেকেও অত্যন্ত পরিতপ্ত হল, যেহেতু তাঁর হৃদ্বর্তী কৃষ্ণজ্যোতির্মণ্ডলী অঞ্জনমিশ্রিত অশ্রুধারাচ্ছলে বাইরে বেরিয়ে গেছে।

১৫। আর ওদিকে করুণাসমুদ্র কৃষ্ণ বরুণালয়ে গেলে তাঁকে দেখে মহান্ চিত্ত বরুণদেব সসম্ভ্রমে নিকটে গিয়ে প্রণাম করত প্রণয়াভিভূত হয়ে অপূর্ব পরিচর্যা এবং কোনও অনির্বচনীয় অর্ঘাদির দ্বারা পূজা করলেন, তৎপর সর্বশ্রেষ্ঠত্ব হেতু অজেয় তেজসম্পন্ন, সপরিকর-নিজপরমোল্লাসস্বরূপ ও ঘনীভূত চিদানন্দ রসস্বরূপ সেই ভগবান্‌কে স্তব করতে লাগলেন —

বরুণস্তুতি ঃ

১৬। শম্ভু প্রমুখ দেবতাদেরও সম্মুখে স্বমহিমায় দীপ্ত হে দেবকীগর্ভরত্ন! আপনাকে প্রণাম। হে পৃথিবীর ভার অপসরণকারী অবতার! হে কামকোটি কমনীয়! আজ আমি কৃতার্থ। হে নিরবদ্য বিচ্ছেদহীন প্রকাশ! হে প্রকট পরমানন্দ নন্দতনয়! আপনার চরণরজ আমার রজোগুণহারী হল এবং আমার পুরীর মণ্ডলেশ্বর যাঁরা আছেন তাঁরাও পরিশোধিত হলেন। আমার জন্মও কৃতার্থ হল।

১৭। কিঞ্চ, কালাখ্যভবদপাঙ্গভঙ্গভঙ্গুরমিমমুপলভ্য বিভবং বিভবন্তং ভবন্তং যন্ন বিদ্মো বিদ্মোহেন তত্র তত্রভবত্যা ভবত্যায়তো হেতুঃ প্রভাবো ভবন্মায়ায়াঃ, মা যাযাবরাদি-মুনি-নিকর দুর্গয়ানয়াতঃপরং পরম্পরা-গতেন মোহেন নষ্টদৃশো মাদৃশো মাধব কারয়িতুমর্হসি ॥

১৮। হন্ত হন্তরঘাসুরস্য সুরস্য-চরিত তাপকৃতাঽপকৃতাপ্যুপকৃতং মে তব জনকং জনকংসন সমা-নয়তা মানয়তাত্মনঃ সৌবুদ্ধ্যং বুদ্ধ্যাংশলেশাভাববতাপি মদনুচরণে ॥

১৯। রেণবস্তে চরণকমলয়োরনয়োরনয়োদ্ধুরস্য মম শিরঃশেখরীভূতাঃ খরীভূতাঃ কিল্বিষবিষ-জ্বালাশ্চ শান্তাঃ। তেন বন্দে নবং বোধিদেব তে রুচিরুচিরতাজিতনবতমালমালম্বমান-বনমালমাললিতশতপত্র-পত্রনেত্রমাবন্ধুরোদরমদর-মহঃপূরমায়ত-বৃত্তদ্বিবাহুবাহুলেয় জনকাদিবৃন্দারকবৃন্দ-বন্দ্যচরণকমলমিদং বপুরপূর্বম্ ॥'

২০। ইত্যভিষ্টুত্য চরণকমলমমলমধুগন্ধিনাম্বুনাম্বুনাথো নিজকরকিশলয়েন ধাবয়ামাস ধাবয়ামাস চ সকলাপদং পদং সকলসৌভাগ্যস্য ॥

১৭। বিভবঃ সম্পত্তির্বিভবন্তং বিভুং বিদ্মোহেন জ্ঞানমোহেনায়তো বিস্তৃতো হেতুর্ভবতি। যাযাবরাদীনামপি মুনীনাং নিকরৈর্দুর্গয়া দুস্তরয়াঽনয়া মায়য়াঽতঃপরং মদ্বিধান্ নষ্টদৃশঃ কারয়িতুং মাঽর্হসি ॥

১৮। মদনুচরেণ তব জনকং সমানয়তা মম তাপকৃতা তথাঽপকৃতা ভৃত্যাপরাধেন স্বামিনো দণ্ড ইতি ন্যায়েন মমাপকারং কুর্বতাঽপ্যুপকৃতমেব। হে জনকংসন! জননায়োঽসুরস্য কংসন ঘাতক! 'কসি হিংসায়াম্'; হে জনার্দন! ইত্যর্থঃ। মদনুচরেণ কীদৃশেন? আত্মনঃ সৌবুদ্ধ্যং সুবুদ্ধিত্বং মানয়তা, বস্তুতস্তু বুদ্ধ্যাংশলেশস্যাপ্যভাববতা ॥

১৯। অহো পরমদুর্লভং বস্তু ময়া কৃতাগসাপি লব্ধমিত্যাহ—রেণব ইতি। কিল্বিষমপরাধঃ পাপকূটং সংসারো বা তদ্বিষজ্বালাশ্চ শান্তাঃ। কীদৃশ্যঃ? খরীভূতাঃ। হে দেবাধিদেব! তেন হেতুনা তব নবং বপুরিদং বন্দে। কথম্ভূতম্? রুচীনাং কান্তীনাং রুচিরতয়া জিতো নবতমালো যেন তৎ; আ সম্যক্ লম্বমানা বনমালা যত্র তৎ; আয়তৌ আজানু-

---

১৭। আরও, কাল নামক আপনার অপাঙ্গভঙ্গে ভঙ্গুর এই অর্থসম্পদ লাভে জ্ঞানের আচ্ছন্নতা হেতু আপনাকে যে জানতে পারছি না, তার হেতু পরমপূজনীয় আপনার মায়ার বিস্তৃত প্রভাবই জানতে হবে। হে মাধব! জরৎকারু প্রমুখ মুনিগণের পক্ষেও যা দুস্তর সেই মায়ায় অতঃপর আর মাদৃশ জনদিকে পরম্পরা-গত মোহে নষ্টদৃষ্টি করানো আপনার পক্ষে উপযুক্ত কাজ হবে না।

১৮। হায় হায়, হে অঘাসুর হন্তারক! হে অতি আস্বাদনীয় চরিত! আমার অনুচর আপনার পিতাকে এখানে আনারূপ তাপকর কর্ম করে আমার অপকার করলেও বস্তুতঃ উপকারই করেছে। আমার এ-অনুচর নিজেকে সুবুদ্ধিজন মনে করলেও এর বুদ্ধি লেশমাত্রও নেই।

১৯। (অহো পরমদুর্লভ বস্তু আমি অপরাধী হয়েও পেলাম, তাই বলছি –) আপনার চরণকমল-ধূলি নীতিবিরুদ্ধ ভাবে দৃপ্ত আমার মস্তকের মুকুটমণি হল। আমার কঠিন অপরাধ ও তজ্জনিত বিষজ্বালা শান্ত হয়ে গেল। অতএব হে দেবাধিদেব! কান্তির রমণীয়তায় নবতমালজয়ী, আজানু লম্বিত বনমালাধারী, অতি-সুন্দর কমলদল নেত্র, সুবলিত উদরে শোভন, মহান্ তেজপুঞ্জস্বরূপ, আজানু লম্বিত সুবলিত ভুজযুগল বিশিষ্ট এবং কার্তিকজনক শিবাদি দেবতাবৃন্দ বন্দিত চরণকমল বিশিষ্ট আপনার অপূর্ব বপুর বন্দনা করছি।

২১। তদনু দনুজদমনং পুনর্জগাদ,—'ভগবন্ননুগৃহাণ, গৃহাণ যদ্রোচতে চ তে বস্তুষু মদীয়লোকরত্ন ভূতেষ্বেতেষ্বেতদখিলং তবৈব বৈ বহুনা কিমুক্তেন, বয়মপি তাবকা বকার্দন তত এবাস্মাভিঃ সমুপচিতসুকৃত-সুকৃতফলোদয়বশাদেব ক্ষণমাত্রমপি চ লব্ধচরণপরিচরণঃ পিতাপি তাবদয়ং তে হস্তেহ রক্ষিতোঽক্ষিতোষায় ভবদবলোকনোত্থায় নোত্থায় বিরতো ভবতি ভবতি কুতোঽভিলাষঃ। তথাপি ক্ষম্যতাময়মপরাধোঽপরাধোচিতদণ্ড-ধর ধরণিতলালঙ্কার কিংবা ক্ষমাভৃত্য ভৃত্যাপরাধেন স্বামিনো দণ্ড ইতি মমোদ্দণ্ডো দণ্ডো হ্যেব সমুচিতঃ' ইতি কৃতাঞ্জলি জলিতমদমতিকম্রেড়িতমাম্রেড়িতমাকর্ণ্য পাশভৃতো ভৃতোদারকারুণ্যঃ শ্রীকৃষ্ণো নিজগাদ॥

২২। 'পরিতুষ্টোঽস্মি ভোশ্চরমদিগধীশ ধীশবলতাভাবেন ভাবেন তে, অখিলমেবৈতন্মে তন্মেদুরাশয় দূরবর্ত্তিনে মহ্যং কিং পুনর্দেয়ং ত্বয্যেবাস্তু বাস্তুরয়ং মমৈব' ইতি নিগদ্য মিতমমিতমধুরং ধুরন্ধরো মাধুর্য্যবতামথ

লম্বিনৌ বৃত্তৌ সুবলিতৌ দ্বৌ বাহূ যত্র তৎ; বাহুলেয়ঃ কার্ত্তিকেয়ঃ ॥

২০। সকলসৌভাগ্যস্য পদং চরণকমলং ধাবয়ামাস ক্ষালয়ামাস, সকলাপদং ধাবয়ামাস দ্রাবয়ামাস—'ধাবু গতিশুদ্ধ্যোঃ ॥

২১। মদীয়লোকে রত্নভূতেষ্বেতেষু বস্তুষু মধ্যে যদ্রোচতে, তদ্গৃহাণ। হন্ত অনুকম্পায়াম্। অকষ্টমেবেহ রক্ষিতঃ, অক্ষিতোষায় ভবদবলোকনাদুত্তিষ্ঠতি যোঽক্ষোন্তোষস্তদর্থম্। ভৃত্যস্যাপরাধে সতি স্বামিনঃ ক্ষমাভৃত্যা ক্ষমাধারণেন হেতুনা দণ্ডঃ, যদি তু ভৃত্যং ন ক্ষমতে, স্বয়ং দণ্ডয়ত্যেব, তদা স্বামী ন দণ্ড্য ইত্যর্থঃ। সমুচিত ইত্যত্র ক্রিয়তামিত্যনুক্তিরাজ্ঞাপন-দোষ-প্রসক্তিভয়াৎ কৃতাঞ্জলি যথা স্যাৎ, জলিতমদং জরা সঞ্জাতা অস্য জরিতো জলিতো মদো মত্ততা যেন তদ্যথা স্যাত্তথা, অতিকম্রমীড়িতম্, আম্রেড়িতং দ্বিস্ত্রিরুক্তম্ ॥

২২। ধীশবলতা বুদ্ধেঃ শাবল্যং কর্বুরত্বং মালিন্যমিত্যর্থঃ। তস্যা অভাবো যত্র তেন ভাবেন প্রেম্ণা। মেদুরাশয়!

২০। এইরূপ স্তব করে জলপতি বরুণ নিজ করকিশলয়ে অমল মধুগন্ধী জল নিয়ে সকল সৌভাগ্যের ধাম চরণকমল ধুইয়ে দিলেন, আর সেই সঙ্গে দূরিভূত করে দিলেন সকল আপদ।

২১। অতঃপর পুনরায় দনুজদমনকে বললেন—'ভগবন্, আমাকে অনুগ্রহ করুন, আর আমার এ-লোকে রত্নভূত বস্তুর মধ্যে যা রুচিকর মনে হয় নিয়ে নিন্। এই অখিলবস্তু আপনারই—আর বেশী বলবারকি আছে? হে বকার্দন! আমরাও তো আপনারই, এ-হেতু আমাদের দ্বারা সুষ্ঠুভাবে কৃত পুঞ্জিকৃত সুকৃতির ফলো-দয়বশে ক্ষণমাত্র হলেও এই যাঁর চরণ-পরিচর্যা লাভ হয়েছে, সেই আপনার পিতাকেও-যে হায় এখানে কষ্টহীন-ভাবে রাখা হয়েছে, তাও ভগবৎদর্শনে-যে নয়নের আনন্দ হয়, শুধু তার জনাই। ভগবৎ-দর্শনেচ্ছা উদয় হয়ে অম্নি অম্নি নিবৃত্ত হয়ে যায় না,—পূর্তিলাভই করে নেয়। তথাপি হে অপরাধোচিত দণ্ডধর! হে ধরণি-তলের অলঙ্কার! আমার এ-অপরাধ ক্ষমা করুন। কিম্বা'ভৃত্যের প্রতি ক্ষমা ধারণ করে থাকলে ভৃত্যের অপরাধে স্বামীর দণ্ড হয়' এই ন্যায় অনুসারে আমার উদ্দণ্ড দণ্ডই সমুচিত'—এইরূপ দু-তিনবার উচ্চারিত, নষ্টগর্ব-কৃতাঞ্জলি বরুণের বিনীত বাক্য শুনে উদার করুণায় স্নিগ্ধ শ্রীকৃষ্ণ বললেন—

২২। 'হে পশ্চিমদিক্পতি! আপনার বুদ্ধি-মালিন্যশূন্য প্রেমে আমি পরিতুষ্ট হয়েছি। হে স্নিগ্ধাশয়! দূরবর্তী আমাকে পুনরায় কি দেওয়ার আছে, আপানরই থাকুক, এ ঘরতো আমারই।' অপরিমিতমধুর ভাবে

বিধায় পিতরমগ্রেসরমগ্রে সরহসো বিস্ময়স্থ স্ময়স্থ চ বর্ত্তমানঃ সমাজগাম ব্রজপুরং ব্রজপুরন্দর-নন্দনঃ ॥

২৩। তদা প্রভুতভূতমঙ্গলকোলাহলোহলোলমনসাং সহচরীণাং সহ চ রীণাং প্রমোদসুধাধারামুদ্-বহন্তীনাং বিরহিসখীসমাশ্বাসমাশ্বাসরসতয়া জনয়ন্তীনাং নয়ন্তীনাং প্রেমপরিপাকং মহানুৎসাহো জাতঃ ॥

২৪। অথ ব্রজপুরপুরন্দরেণাদরেণাদরেণাতিবিস্ময়তঃ পাশভৃতঃ পুরঃ শ্রীরশ্রীয়মাণমালিন্যা বন-মালিন্যাবনত্যং চ লালিত্যং চ স্তুতীনাং যদবলোকয়ামাসে, তদাননতো ননতোষতরলাস্তদখিলমাশ্রুত্য শ্রুত্যর্থ-মিব মূর্ত্তিমন্তমিমং তমিমে গোপা গোপায়িতারমখিলজগতো গতোহং মন্যমানা 'মানাতীতোঽয়মীশ্বরঃ স্বয়মাত্মনো ব্রহ্মাখ্যং পরমহো মহোদারং কিমহো দর্শয়িষ্যতি' ইতি সর্বে যদি সঙ্কল্পকল্পকা বভূবুঃ, তদা তদাজ্ঞায় তেষাং মনোরথগতমথ মহাকারুণিকো নরাকারবপুর্ব্রহ্ম ব্রহ্মতোঽপ্যানন্দকন্দকমনীয়মিতি ব্যতিরেকেণ বোধয়িষ্যন্

হে স্নিগ্ধাশয়! পিতরমগ্রেসরং বিধায় সরহসঃ সরহস্যস্য বিস্ময়স্য স্ময়স্য প্রফুল্লতায়াশ্চাগ্রে বর্তমানঃ সন্ সমাজগাম। তদাগমনানন্তরং ব্রজস্থানাং তাদৃশবিস্ময়প্রফুল্লতে সমাজগ্মতুরিত্যর্থঃ ॥

২৩। তদা সহচরীণাং মহানুৎসাহো জাতঃ, প্রথমং প্রভূতভূতঃ প্রচুরীভূতো যো মঙ্গলকোলাহলস্তেনোহঃ শ্রীকৃষ্ণাগমনবিতর্কস্তেন লোলমনসাং ততশ্চ জনসঙ্ঘমুখাত্তদাগমনং নির্দ্ধার্য সহ চ সাহিত্যেনৈব রীণাং ক্ষরিতাং প্রমোদ-সুধাধারামুৎকর্ষেণ বহন্তীনাং ততশ্চ বিরহিণী যা সখী যূথেশা, তস্যাঃ সমাশ্বাসমাশু আসরসতয়া জনয়ন্তীনাং যথাসৌ জায়তে, তথা কথয়ন্তীনামিত্যর্থঃ ॥

২৪। ব্রজপুরপুরন্দরেণ যদবলোকয়ামাসে, তদখিলং তদাননত আশ্রুত্য গোপা ইমং শ্রীকৃষ্ণমখিলজগতো গোপায়িতারমীশ্বরং মন্যমানাঃ 'কিময়ং ব্রহ্মাখ্যং পরমহোঽস্মান্ দর্শয়িষ্যতি' ইত্যেবং হৃদি সঙ্কল্পকল্পকা যদি বভূবুস্তদাঽমীষাং ব্রহ্মাকারাং ধিষণায়া বৃত্তিং কারয়ামাসেত্যন্বয়ঃ। অদরেণ নির্ভয়েন্। ন শ্রীয়মাণং ন স্বীক্রিয়মাণং মালিন্যং যয়া সা পুরঃ শ্রীঃ। আবনত্যমবনতত্বম্। ন নতোষতরলাঃ, অপি তু পরমগম্ভীরা অপি তদাশ্রুত্যানন্দচপলাঃ সন্তঃ গতোহং গতবিতর্কং যথা স্যাত্তথা মন্যমানাঃ, মানাতীতো জ্ঞানাতীতো নিষ্পরিমাণো বা পরমহঃ পরমতেজোময়ম্। মহাকারুণিক ইতি মুক্তি-

---

সংক্ষেপে এরূপ বলে অতঃপর মাধুর্যশালীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রজপুরনন্দন পিতাকে সম্মুখে করে সরহস্য-বিস্ময় ও প্রফুল্লতার অগ্রভাগে অবস্থিত হয়ে (অর্থাৎ আগমনের পরই ব্রজস্থজনের তাদৃশ বিস্ময়াদির উদয় হল) ব্রজপুরে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

২৩। তখন চতুর্দিকে প্রচুর মঙ্গল কোলাহল উঠলে কৃষ্ণাগমন বিচারে চঞ্চলমনা, সকলের মনে একই সঙ্গে ক্ষরিত প্রমোদসুধাধারায় ভাসমানা, বিরহী যূথেশ্বরীদের শীঘ্র সরসতা পূর্বক আশ্বাসন সম্পাদনে ও প্রেমপরিপাক দশায় পৌঁছানে রতা সখীদের মনে মহান্ উৎসাহের উদয় হল।

ব্রজবাসিদের কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান ও ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ঃ

২৪। ব্রজপুরপুরন্দর নির্ভয়ে আদরে অতি বিস্মিত ভাবে বরুণলোকের মালিন্য রহিত শোভা এবং বনমালী সম্বন্ধে বরুণের অবনতত্ব ও স্তুতির লালিত্য যা দেখেছিলেন, সেই অখিল বিষয় তাঁর মুখে শুনে পরম-গম্ভীর হয়েও আনন্দ চঞ্চল মনা গোপগণ মূর্তিমন্ত শ্রুতির অর্থের মতো এই কৃষ্ণকে নিঃসন্দেহভাবে অখিল জগতের ঈশ্বর মনে করলেন। এইরূপ মনোভাবে তাঁরা যদি সঙ্কল্প-কল্পনা করতে লাগলেন—'অহো জ্ঞানাতীত

ধয়িষ্যন্নতিমোহতমোহতধিয়াং কুতর্ককৃতাং সন্দেহং ব্রজভুবামমীষাং ব্রহ্মাকারামধিকারামধিষণায়া বৃত্তিং কারয়ামাস ॥

২৫। ততশ্চ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারেঽবিকারেঽবিশেষতস্তদানন্দানানন্দানাকলনানুভববাধে বাধেব তেষাং যত্যজনি, জনিতকরুণস্তদা তদাকারবৃত্তিতো মুক্তি-যাতুধানী-জঠরপিঠরপিনদ্ধানমূনমূঢ়য়ন্নিব নিবহীভূতপ্রণয়া-নাত্মজনান্ ন কদাপি দাপিত-মুক্তিগ্রহগ্রহণান্ করোতীতি সিদ্ধান্তয়ন্নিব নিষ্ক্রময্য ভূয়ো ভূয়োঽপিহিতহিত-মানন্দনন্দকং কুতোঽপি কদাপি ন বৈ কুণ্ঠং বৈকুণ্ঠং নাম পরমং স্বলোকং দর্শয়ামাস ॥

সুখমেবামী বহু মন্যন্তে, তত্তু কিঞ্চিন্মাত্রাদপি ভক্তিসুখাৎ ন্যূনম্, কিং পুনরেতদীয়াদিতি তদনুভাবেনৈব তস্যাং রোচক-তামেষাং জনয়িত্বা বর্ত্তমানমেতৎ প্রেমসুখমেব সমুৎকর্ষয়িষ্যে, তথা বরুণলোকসম্পত্তিমাত্রশ্রবণেনৈবানুমিতসর্বোৎকর্ষে মদ্বৈকুণ্ঠলোকে বাসেপ্সূনেতান্ তদনুভাবনেনৈব ততোঽপি নিবর্তয়িষ্যে ইতি স্বাগতং পরামৃশ্যেত্যর্থঃ। ব্যতিরেকেণ নরাকার ব্রহ্মবিষয়ক-প্রেমাস্বাদস্য ত্যাজনেন। অতিমোহেন তৎকারণভূততমসা চ হতা ধীর্যেষাং তেষাং কুতর্কং কুর্বতাং সন্দেহং ধয়িষ্যন্ চুলুকীকরিষ্যন্ দূরীকরিষ্যন্নিত্যর্থঃ। অধিক আরামঃ প্রেমসুখাস্বাদময়ো যস্যাস্তাদৃশ্যা অপি ধিষণায়া বুদ্ধের্বৃত্তিং ব্রহ্মাকারম্ ॥

২৫। তস্য শ্রীকৃষ্ণস্যানন্দশ্চ অনানন্দশ্চ তয়োঃ স্বকর্তৃকলালনালালনোত্থয়োরনাকলনমদর্শনমজ্ঞানং বা তেন হেতুনাঽনুভবস্য পূর্বসিদ্ধস্য বাধে সতি তেষাং বাধা ইব ব্যথা ইব যত্যজনি, তদা তয়ৈব বাধয়া জনিতা করুণা যস্য তাদৃশঃ সন্ ব্রহ্মাকার বৃত্তিতো নিষ্ক্রময্য ভূয়ঃ পুনরপি ভূয়ো বহুতরং বৈকুণ্ঠং দর্শয়ামাস। দাপিতেতি ভক্তেঃ কর্তৃত্বং স্বস্য চ প্রয়োজকত্বমিতি ণিচ্। দাপিতেন মুক্তিগ্রহেণ গ্রহণং স্বীকারো যেষাং তথাভূতান্ন করোতি, কিন্তু কথঞ্চিদ্ভক্তে-

---

এই ঈশ্বর স্বয়ং নিজের ব্রহ্মাখ্য পরমতেজোময় মহান্ উদার স্বরূপ আমাদের দেখাবেন কি ?' তখন মহা কারুণিক শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের মনোরথগত ভাব জানতে পেরে 'নরাকার ব্রহ্ম যে নির্বিশেষ ব্রহ্ম থেকেও আনন্দকন্দ ও কমনীয়' এ কথা নিষেধ মুখে(অর্থাৎ নরাকার ব্রহ্ম বিষয়ক প্রেমাস্বাদের ত্যাগের দ্বারা) বুঝিয়ে দিতে দিতে এবং অতিমোহ ও তৎজনিত জ্ঞানাচ্ছন্নতার দ্বারা হতবুদ্ধি এই ব্রজবাসিদের কুতর্ককারী সন্দেহ দূরীভূত করে দিতে দিতে তাঁদের প্রেমসুখ আস্বাদক বুদ্ধিবৃত্তিকে ব্রহ্মাকার করে দিলেন।

কৃষ্ণকৃপায় নিজভাবে প্রত্যাবর্তনঃ

২৫। অতঃপর সেই নির্বিশেষ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে সবিশেষভাব না থাকায় গোপগণের নিজহাতে লালনে কৃষ্ণের মুখে আনন্দ এবং অলালনে নিরানন্দ দেখা গেল না। এতে গোপগণের পূর্বসিদ্ধ অনুভবের বিঘ্ন হওয়াতে তাঁদের মনে ব্যথার মতো ভাব যদি উদয় হল, তখন সেই ব্যথাজনিত করুণায় কাতর কৃষ্ণ সেই ব্রহ্মাকার বৃত্তি থেকে তাঁদের বের করে এনে পুনরায় অনাচ্ছাদিতমঙ্গলময়-বহুতর আনন্দের সমৃদ্ধি কারক, কোথাও কখনও যা সঙ্কুচিত হয় না সেই বৈকুণ্ঠ নামক পরম স্বলোক দর্শন করালেন। পুঞ্জিভূত প্রণয়বস্তু এই নিজ জনদের মুক্তি রাক্ষসীর জঠর হাঁড়িতে আবদ্ধ করেও অমূঢ় অবস্থায় বের করে এনে যেন সিদ্ধান্ত স্থাপন করলেন, এইরূপ নিজজনদের তিনি কখনও মুক্তিগ্রহের ফের স্বীকারকারী জনের মতো অবস্থায় ফেলেন না। (তাঁদের ক্ষেত্রে কখনও যে কিঞ্চিৎ স্পর্শমাত্র দেখা যায় তা সেই ভক্তদের অনুরোধেই)।

২৬। ততশ্চ সমাধিতঃ সমুত্থিতা ইব তমথ মূর্ত্তং ব্রহ্মানন্দমিব সমালোক্যতমমালোক্য তমসঃ পরং পরং প্রমোদমাপুরমী পুরমীমাংসকাঃ সন্তঃ কিমপি বিষয়ীকর্ত্তুং ন শক্নুবন্তি স্ম ॥

২৭। ক্ষণমাত্র এব ব্রহ্মকৈবল্যাং বল্যং চ বৈকুণ্ঠসুখমনুভবন্তো ভবন্তো যুগসহস্রমিব মন্যমানা ন্যমানা ইব বভূবুর্নিখিলসৌভগবতো ভগবতো মুখানবলোকেন, নবলোকেন পুনস্তেন তেষামানন্দং বর্দ্ধয়িতুং বর্দ্ধয়িতুং চ পরিতাপং পুনস্তদপি বৈকুণ্ঠং কুণ্ঠং চকার কারণরসবিগ্রহো ভগবান্ ॥

২৮। তদনন্তরং তরঙ্গিতমহা মহানন্দনির্বৃতাঃ শ্রীকৃষ্ণং বিলোকয়ন্তো বভূবুরেতে। এতেন ব্রহ্মব্রহ্ম-স্বরূপ-স্বলোকসাযুজ্যযুজ্যমানতাভ্যামপি তদলৌকিকলৌকিকলীলালাবণ্যাদিক-পরিশীলনমেব পরমরমণীয়মিতি সিদ্ধান্তঃ ॥

চ্ছানুরোধাৎ। তান্ কিয়ন্তং কালমেব তৎস্পৃষ্টান্ করোতীতি। অতএবোক্তম্—(ভাং ১০।৮৭।২১—শ্রীস্বামি-টীকাধৃত শ্রীসর্বজ্ঞমুনিবাক্যে) "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে" ইতি। ন পিহিতমাচ্ছাদিতং হিতং যত্র তদানন্দস্য নন্দকং সমৃদ্ধিকরম্ ॥

২৬। সমালোক্যতমমতিশয়েন দর্শনীয়ং তৎ বৈকুণ্ঠং তমসঃ প্রকৃতেঃ পরম্। পরমং প্রমোদমাপুরিতি মুক্তিযাতুধানীজঠরতো নিষ্ক্রান্তানাং তেষাং তেনাপি সদ্ধক্ষণপ্রাপ্তেঃ। ততশ্চ পুরস্য নিজগোষ্ঠ-বসতের্মীমাংসকা বিমর্শকাঃ সন্তঃ কিমপি বৈকুণ্ঠীয়ং বস্তু বিষয়ীকর্তুং দ্রষ্টুং শ্রোতুং স্প্রষ্টুং ঘ্রাতুং বা ন শক্নুবন্তি স্ম ॥

২৭। তত্র হেতুর্মধুরনরলীলাময়স্য শ্রীকৃষ্ণস্যাদর্শনমেবেত্যাহ,—ক্ষণমাত্র এবেতি। বল্যং বলার্হং কৈবল্যাদ্-বলবদিত্যর্থঃ, ন্যমানা ইব নিতরামমানাস্তৎসুখবঞ্চনাদনাদৃতা দীনা ইব। ততস্তদপি বৈকুণ্ঠং কুণ্ঠং চকার, ব্রজবাসিনাম-সারস্যাপাতাৎ, ততোঽপি তান্ নিষ্ক্রাময়ামাসেত্যর্থঃ। কিমর্থম্? নবলোকেন নবীনস্বাবলোকেন; যদ্বা নিত্যনবো যো

২৬। এতে সমাধি থেকে সমুত্থিতের মতো তাঁরা অতঃপর মূর্ত ব্রহ্মানন্দের মতো অতিশয় দর্শনীয় প্রকৃতির ঊর্ধ্বে অবস্থিত সেই বৈকুণ্ঠ দর্শন করে পরমানন্দ লাভ করলেন। কিন্তু এঁরা নিজগোষ্ঠ বসতি সম্বন্ধে মনস্থির করে নিয়েছেন, তাই বিমর্শ হয়ে বৈকুণ্ঠের কোন বস্তুই পারলেন না-দেখতে, না-শুনতে, না স্পর্শ করতে, না-ঘ্রাণ নিতে।

২৭। (এর কারণ মধুর লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনই। তাই বলা হচ্ছে—ক্ষণমাত্রএবেতি।) সাযুজ্য-মুক্তি এবং তার থেকেও অধিক বৈকুণ্ঠসুখ অনুভব করতে থাকলেও নিখিল পরাক্রমশালী মাধুর্যের মূর্তি শ্রীকৃষ্ণের মুখ অদর্শনে তাঁদের ক্ষণমাত্র যুগসহস্রের মতো মনে হতে লাগল। সেই সুখ থেকে বঞ্চিত হওয়ার দরুণ অনাদৃত দীনের মতো হয়ে পড়লেন তাঁরা। পুনরায় সেই নিজের নবীন দর্শনের দ্বারা তাঁদের আনন্দ বাড়াবার জন্য ও পরিতাপ নিবৃত্তি করে দেওয়ার জন্য সর্বকারণকারণ রসময় বিগ্রহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় সেই বৈকুণ্ঠকেও তাঁদের নিকট অনুজ্জ্বল করে দিলেন, ওতে অসার বুদ্ধি জন্মিয়ে।

২৮। অতঃপর ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে দেখতে তরঙ্গিত ঔজ্জ্বল্যে ভরে গেলেন—পরমানন্দের সীমা প্রাপ্ত হলেন। এর থেকে সিদ্ধান্তিত হচ্ছে যে ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মস্বরূপ বৈকুণ্ঠে যথাক্রমে সাযুজ্য ও যুজ্যমানতা (সংযোজন) এ-দুয়ের থেকেও শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক লৌকিক লীলালাবণ্যাদির অনুশীলনই পরমরমনীয়।

২৯। স এবং হি বংহিষ্ঠমহিমা ন হি মানবদ্ভিরপি বিতর্ককুতর্ককুলকর্কশকশ্মলমতিভির্বেদিতুং সুশকো দুঃশকো দুঃশীলৈরনুসন্ধাতুমপি, যঃ খলু লীলারিঙ্গদপাঙ্গতরঙ্গতরলিম-মাত্রেণৈব প্রযুজ্য সাযুজ্যসাধীয়স্ত্বমথ ততোঽতিদুর্ঘটঘটনবিঘটনবিধিনা নিষ্কাসয়ামাস কিমশক্যং তস্য লীলাশক্তেরিতি ॥

ইত্যানন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলালতাবিস্তারে ব্রহ্মলোকদর্শনো

নাম ষোড়শঃ স্তবকঃ ॥ ১৬ ॥

—॥০★০॥—

লোকো গোকুলাখ্যস্তেন। পরিতাপঞ্চ বর্ধয়িতুং ছেদয়িতুম্। নম্বেতস্য কুতস্তথা শক্তিঃ? তত্রাহ—কারণভূতশ্চ রসময়শ্চ বিগ্রহো যস্য সঃ, তথা কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুঞ্চ সমর্থ ইত্যর্থঃ ॥

২৮। ব্রহ্ম চ ব্রহ্মভূতঃ স্বলোকো বৈকুণ্ঠশ্চ তয়োর্যথা ক্রমেণ সাযুজ্যঞ্চ যুজ্যমানতা চ তাভ্যামপি; অতএব (ভাঃ ১০।২৮।১৭) "তে তু ব্রহ্মহ্রদং নীতা মগ্নাঃ কৃষ্ণেন চোদ্ধৃতঃ" ইত্যাদেস্তাৎপর্যার্থমুদ্ঘাটয়দ্ভিঃ শ্রীমদ্রূপগোস্বামিচরণৈরুক্তম্—(শ্রীস্তবমালা, ছন্দোঽষ্টাদশকম্ ২৯) "লোকো রমাঃ কোঽপি বৃন্দাটবীতো, নাস্তি ক্বাপীত্যঞ্জসা বন্ধুবর্গম্। বৈকুণ্ঠং যঃ সুষ্ঠু সন্দর্শ্য ভূয়ো, গোষ্ঠং নিন্যে পাতু স ত্বাং মুকুন্দঃ ॥" ইতি।

২৯। মানবদ্ভিরপি জ্ঞানবদ্ভিরপি। অত্র স্তবকদ্বয়োক্তলীলাসময়-ক্রমো বৈষ্ণবতোষণী-দৃষ্ট্যা জ্ঞেয়ো যথা কার্তিক অমাবাস্যায়াং কর্মবাদোত্থাপনেন ইন্দ্রমখভঙ্গঃ, তচ্ছুক্লপ্রতিপদি গোবর্ধনমখোৎসবঃ, দ্বিতীয়ায়াং যমুনাতীরে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া-ভোজনোৎসবঃ, তৃতীয়ামারভ্য নবমীপর্যন্তং গোবর্ধনধারণম্, দশম্যাং গোপানাং বিস্ময়কথাবাহুল্যম্, একাদশ্যাং গোবিন্দাভিষেকঃ, দ্বাদশ্যাং বরুণলোকগমনম্, পৌর্ণমাস্যাং ব্রহ্মলোকদর্শনমিতি ॥

ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবন-টীকায়াং শ্রীসুখবর্ত্তিন্যাং ষোড়শস্তবকসঙ্গমনম্ ॥১৬॥

—০★০—

২৯। শ্রীকৃষ্ণের এরূপ সন্দেহাতীত বহুতভারী ঐশ্বর্য বিতর্ক-কুতর্ক জালে কর্কশ ও মলিনবুদ্ধি জ্ঞানি-গণেরও জানবার পক্ষে সহজসাধ্য নয়। দুঃশীল জনের তো অনুসন্ধান করবারই সামর্থ্য নেই। ইনি লীলায় ঘূর্ণায়মান্ অপাঙ্গতরঙ্গভঙ্গমাত্রেই শ্রেষ্ঠ সাযুজ্যমুক্তি প্রয়োগ করে অতঃপর তার থেকে অতি দুর্ঘট-ঘটন বিঘটন বিধিতে বের করে নিয়ে এলেন ব্রজবাসিদের। তাঁর লীলাশক্তির অশক্য কি আছে।

ইতি শ্রীআনন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলালতা

বিস্তারে ব্রহ্মলোক দর্শন নামক

ষোড়শ স্তবক।

—=০★০=—

সপ্তদশঃ স্তবকঃ

১। অথ চতুর্মুখমুখসর্বগর্বগরিমখণ্ডনানন্তরমনন্তরমদমদকলকন্দর্পদর্পদমনায়, নিজমুরলিকালিকাত্ত-শিক্ষাপরীক্ষাপরীষ্টয়ে চ ভুজযুগযুগলেন যুগপদনেকরমণীরমণীয়-পরিরম্ভায় কাত্যায়ন্যুপাসনাসনাতনানাং কুমারী-ণামারীণামমৃতধারামিব নবানুরাগরসলহরিকামকামবৃংহিতাং হিতাং সমকালমকালপাকেন কেনচিদিচ্ছাবিশেষেণা-

---

সপ্তদশঃ স্তবকঃ

জয়ত্যতুল মাধুর্য বর্ষিণী বিশ্বহর্ষিণী।
লক্ষ্মীসন্তর্পিণী রাসক্রীড়া গোপীপ্রকর্ষিণী।
শুভ্রাংশুবেণুনিনদ-প্রমদাভিসার কূটাভিদান-বিরহাধিবিষাদবাচঃ।
কান্তপ্রসাদন-বিহার-তিরোহিতানি বর্ণ্যানি সপ্তদশকে স্তবকে ক্রমেণ ॥

১। অথ বনসীম্নঃ সীমন্তং সীমন্ততুল্যং বর্ত্ম আশ্রিতা ভগবান্ প্রদোষে সময়ে স্বযোগমায়ামখিলেষু কার্যেষু তদুপযোগিষু নিয়োজ্য স্বকং মনশ্চক্র ইত্যন্বয়ঃ। তত্র চত্বারি প্রয়োজনানি চকারদ্বয়েনানুষঙ্গিকত্বমুখ্যত্বাভ্যাং দ্বিশো দ্বিশো বিভজ্য ক্রমেণ নিবধ্নাতি, অনন্তরেণ নিশ্ছিদ্রেণ নিবিড়েন নিরবধিনা বা মদেন মদকলো মত্তো যঃ কন্দর্পস্তস্য দর্পদমনায় যথা 'অহং পরমেষ্ঠী মহৈশ্বর্যবানিমং মোহয়ামি' ইতি প্রাকৃতজগদৈশ্বর্যমত্তস্য চতুর্মুখস্য মদং চিদানন্দঘননিজাচিন্ত্যমহৈ-শ্বর্যাবিষ্কারেণ ব্যখণ্ডয়ৎ, তথৈব 'অহমেব শৃঙ্গাররসময়ো ধীরললিতো বিশ্বমেব মোহয়ামি' ইত্যাত্তমদং কন্দর্পমপি নিজ-রাসাদিবিলাসদর্শনেন (ভা° ১০।৩২।২) "সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ" ইতি ব্রহ্মাণমিব তমপি সংমোহ্যৈব গর্ব-পর্বতাদবরোহয়ামাসে-বেত্যর্থঃ। নিজা মুরলিকৈব আলিকাঽনুকম্পিতসখী তস্যাঃ সকাশাত্তয়া বা আত্তা গৃহীতা যা শিক্ষা তস্যাঃ পরীক্ষা-পরীষ্টয়ে প্রাকাম্যায়; "পরীষ্টিঃ পরিচর্যায়াং প্রাকাম্যেঽন্বেষণে স্ত্রিয়াম্" ইতি মেদিনী। যথেষ্ট-পরীক্ষার্থমিত্যর্থঃ। ভুজযুগং যৌতি মিশ্রয়তি যদ্‌গলং তেন (পা° বার্তিক°৩১৬০) "মিতদ্র্বাদিভ্য উপসংখ্যানম্" ইতি ডুঃ। কাত্যায়ন্যুপাসনমেব আ সম্যক্ সনাতনং নিত্যং যাসাং তাসাং বিশেষোপচারময়মাসমাত্রার্চনব্রতং সমাপ্যাপি নিত্যং তামুপাসীনানামিত্যর্থঃ। আরীণাং সম্যক্ ক্ষরন্তীং ন কামেন বৃংহিতাং কান্তসুখতাৎপর্যকত্বাৎ প্রেম্‌ণৈবেত্যর্থঃ। হিতাং স্বীকারোচিতাম্ সমকালং

সপ্তদশ স্তবক

রাসলীলা ঃ

রমণেচ্ছার কারণ ঃ

১। অতঃপর ব্রহ্মাদি সকল দেবতাবৃন্দের গর্বভার খণ্ডন করবার পর নিরবধি মদে প্রমত্ত কন্দর্পের দর্প দমন করবার জন্য, নিজ প্রতিপালিত মুরলী সখী থেকে গৃহীত শিক্ষা যথেষ্ট পরীক্ষার জন্য এবং দু ভুজ-বেষ্টনীর মধ্যে যুগপৎ অনেক রমণী আলিঙ্গনার্থে অপতিতভাবে নিত্য কাত্যায়নী উপাসনাপরা কুমারীদের নবানুরাগরসলহরী যা নিঃশেষে চ্যুত অমৃতধারার মতো, কামে নয় প্রেমে পরিপুষ্ট আর কৃষ্ণের পূর্ব অঙ্গীকারের

শেষেণানুমোদয়িতুং চ সময়ে (ভা০১০।২২।২৭) "ময়েমা রংস্যথ ক্ষপা" ইতি মনীষিতবহুতরজনী রজনীরেকান্ত-দীর্ঘা নির্মাতা, মাতাপিত্রোরপি পূর্বপূর্ব নিশানিশান্তাবস্থানপ্রত্যয়ং প্রত্যয়ং ভগবান্ কৃতশক্তিনিক্ষেপোঽক্ষেপোদারসারসাধুতয়া ধুতয়া লোকাপেক্ষয়াক্ষয়ামোদো বনসীমসীমন্তমাশ্রিত্য প্রদোষে বিরাজমানো মানোজ্জ্বলাঃ সঙ্কল্পিত সঙ্কল্পিত-শারদগণরাত্রদেবতা বতাগ্রে মূর্তিমতীরাজ্ঞাপ্রতীক্ষণক্ষণবতীরালোকা সকলাঃ সকলাঃ সত্যো ভবত্যো ভবন্তিতি নিগদ্য চ বিশেষরহশ্চিকীশ্চিকীর্ষিতকেলিকলাকলাপস্যানিয়োজিত-সর্বাধ্যক্ষতয়াক্ষতয়া ভগবতীং স্বযোগমায়ামায়াসরহিতামখিলকার্য্যেষু নিযোজ্য রন্তুং মনশ্চক্রে ॥

পরোঢ়ারাস-সম্ভোগাদেস্তুল্য-কালমেব। নন্বু তাঃ কনীয়স্যো বিচিত্রনাট্যগান-বৈদগ্ধ্য প্রগাঢ়সম্ভোগযোগ্যতাবত্যঃ সহসৈব কথমভূবন্? তত্রাহ—অকালেঽপি পাকো যস্মাত্তেন তদীয়েচ্ছাশক্তেঃ কিমশক্যমিতি ভাবঃ। মনীষিতস্য বুদ্ধিবিষয়স্য রাসাদিবিলাসস্য বহুতরা জনিরুৎপত্তির্যাসু তা রজনী রাত্রিরেকান্ততো দীর্ঘা ব্রহ্মরাত্রিকল্পা নির্মাতা। তৃন্নন্তোঽয়ম্। অক্ষেপা বিক্ষেপরহিতোদারা মহতী সারা শ্রেষ্ঠা যা সাধুতা তয়া পূর্বপূর্বনিশাস্বিব নিশান্তাবস্থান-প্রত্যয়ং সুখশয্যায়াং ময়া শায়িতঃ পুত্রঃ সুখেনৈব নিদ্রাতীতি গৃহস্থিতিপ্রতীতিং প্রতি কৃতঃ শক্তিনিক্ষেপো যেন সঃ, যতোঽয়ং ভগবান্ লোকদ্বয়াপেক্ষয়া ধুতয়া খণ্ডিতয়া সত্যা অক্ষয় আমোদো যস্য সঃ; তদুক্তম্—(শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ নায়কভেদ-প্র০১৭) "রাগেণোল্লঙ্ঘয়ন্ ধর্মম্" ইত্যাদি। প্রকৃষ্টা দোষা রাত্রির্যস্মাত্তথাভূতে প্রদোষে সময়ে সঙ্কল্পিতাঃ সম্যক্ কল্পবদাচরিতাশ্চ তাঃ সঙ্কল্পিতাঃ প্রতিজ্ঞাতাঃ শারদ্যশ্চেতি যা গণরাত্রদেবতা বহুরাত্র্যধিষ্ঠাত্র্যস্তা আলোক্য "গণরাত্রং নিশা বহ্ব্যঃ" ইত্যমরঃ। ইয়মুৎপ্রেক্ষৈব জ্ঞেয়া, বস্তুতস্তু যদি সকলা এব রজন্যঃ পূর্ণচন্দ্রা বিলাসবহুলা অতিদীর্ঘাঃ সম্ভবেয়ুস্তদৈব মে বিচিত্ররাসাদিবিলাসঃ সিধ্যেদিতি যদৈব তদিচ্ছা সমজনি, তদৈব তস্য সত্যসঙ্কল্পত্বাত্তাস্তথাভূতা বভূবুরিতি। যোগমায়া নিয়োজনমপ্যেবং জ্ঞেয়ম্। রহো রহস্যং তস্য চিকীঃ কর্তুমিচ্ছুঃ, সন্নন্তাৎ ক্বিপ। অনিযোজিত-সর্বাধ্যক্ষতয়া নিয়োগং বিনাপ্যভিপ্রায়জ্ঞানাদেব যা সর্বাধ্যক্ষতা তয়া আয়াসরহিতাম্॥

সমুচিত, তা রাধাদি সহ রাসলীলার সমকালে অকালে প্রেমপাকানো কোনও ইচ্ছাশক্তি বিশেষের দ্বারা অশেষ ভাবে অনুমোদন করিয়ে নেওয়ার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ 'আগামী রাত্রি সকল আমার সঙ্গে বিহার করো' এই রূপ মনোবিষয়ের বহুতর উৎপত্তি স্থল রাত্রিকে ব্রহ্মরাত্রি তুল্য দীর্ঘ করে নিলেন যথা সময়ে। পূর্ব পূর্ব রাত্রির মতোই আজও গৃহেই অবস্থান করছে কন্যাগণ মাতাপিতার অন্তরে এই যে বিশ্বাস তাতে শক্তি আধান করলেন ভগবান্ অর্থাৎ বিশ্বাসটিকে সুদৃঢ় করলেন। যেহেতু, তিনি ভগবান্ তাই ইহকাল পরকালের অপেক্ষা ছেড়ে দিয়ে অক্ষয় আমোদে মত্ত হয়ে বনদেশের মধ্যভাগ আশ্রয় করে বিরজমান্ হলেন রাত্রিশোভন প্রদোষ-কালে। সম্মানে উজ্জ্বলা, পরিপূর্ণভাবে কল্পবৎ আচরণকারী, অঙ্গীকৃতা পূর্ণিমা রাত্রিসমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণকে সম্মুখে মূর্তিমন্ত হয়ে আজ্ঞার প্রতিক্ষায় হায় হায় সহর্ষে দণ্ডায়মান্ দেখে বললেন – আপনারা সকল নিপুনতা সহ প্রস্তুত হয়ে যান। তাঁদের এই কথা বলে বিশেষ রহোলীলা করতে ইচ্ছুক শ্রীকৃষ্ণ অভিলষিত কেলিকলা সমূহের অনিয়োজিতা (নিয়োগ বিনাই অভিপ্রায় জেনে সর্বাধ্যক্ষতা) অবিসম্বাদি সর্বাধ্যক্ষতা গুণে আয়াস রহিতা ভগবতী যোগমায়াকে অখিল কার্যে নিয়োগ করে রমণ করতে ইচ্ছা করলেন।

২। অথ তাশ্চ নিশা নিশাতমহসো মহসোষ্মায়মাণসুরভিসুরভি-নিদাঘ-শরৎকালীন-শোভা বহুশো ভাবহুলতয়াঽপরিমিতা অপরিমিতা অভবন্ । ত্রয়াণামেব ঋতূনামনূনামনুত্তমাং কুসুমাদিশ্রিয়ং চ শিশ্রিয়ুঃ ॥

৩। তথাহি—হরিতি হরিতি হারা পূর্ণয়ন্ কর্ণমোদং, মদকলকলকণ্ঠীকণ্ঠনাদো জজৃম্ভে।
সুমধুর-মধু-রাজন্মাধবীগন্ধবন্ধু-,র্গতিমতনুত মন্দশ্চান্দনো বন্ধবাহঃ ॥

৪। কুসুমকুলমফুল্লং মল্লিকাবল্লিকানাং, মদমধুপযুবানোঽলঙ্কৃতা ঝঙ্কৃতেন।
উপরি পবিপিবন্তো বাদয়ন্তে স্ম শঙ্খা-,নিব নিবিড়নিদাঘ-শ্রীবিহারোৎসবস্য ॥

৫। কিঞ্চ, সরসি সরসি সারং সারমামোদমায়ু-,র্মদকলকলহংসাঃ সালসাঃ সারসাশ্চ।
বিকচকুমুদিনীনাং মণ্ডলে গন্ধলুব্ধা, ব্যধিষত রতিকেলিং চঞ্চলাশ্চঞ্চরীকাঃ ॥

২। নিতারাং শান্তং সুখময়ং মহো যাসাং তাঃ; মহেনোৎসবেন সোষ্মায়মাণা অতিশয়েনোৎপদ্যমানাশ্চ তাঃ সুরভয়ো মনোজ্ঞাশ্চ যাঃ সুরভিনিদাঘ-শরৎকালীনাঃ শোভাস্তাসাং বহুশো ভূরিশো ভাবহুলতয়া প্রকাশবাহুল্যেনাপরিমিতাঃ পরিমাণ শূন্যাঃ; "মনোজ্ঞে চ সুগন্ধৌ চ বাচ্যবৎ সুরভি স্মৃতম্" ইতি বিশ্বঃ; "বসন্তে পুষ্পসময়ঃ সুরভিঃ" ইত্যমরঃ। ন বিদ্যতে পরি সর্বতোভাবেন মিতমুপমা যাসাং তাঃ। অনু অনন্তরমুত্তমাং কুসুমাদিসমৃদ্ধিঞ্চ শিশ্রিয়ুঃ শ্রিতবত্যঃ;কীদৃশীম্ ? অনূনাং ন ঊনাং সম্পূর্ণামিত্যর্থঃ ॥

৩। তামেবৈকৈকেন পদ্যেন ক্রমাদ্বর্ণয়তি—হরিতি হরিতি, দিশি দিশি ॥

৪। মল্লিকাবল্লীনামফুল্লমবিকসিতমেব কুসুমকুলং পরিপিবন্তো মদমধুপযুবানঃ শঙ্খানিব বাদয়ন্তে স্ম। অত্র দার্ষ্টান্তিকে কোরকাণাং পানম্, দৃষ্টান্তে চ শঙ্খানাম্। অগ্রভাগে মুখং বিন্যস্য বাদনং মত্ততা-ব্যঞ্জকম্ ॥

৫। সারং সারং স্মৃত্বা স্মৃত্বা, আমোদং হর্ষম্ ॥

রাসরজনীর শোভা ঃ

২। অতঃপর সেই সকল রাত্রি হয়ে উঠল অতি সুখময় উজ্জ্বলতা-ভরা, আমোদে অতি উচ্ছলিত হয়ে উঠ্ছে এমন ও মনোজ্ঞ বসন্ত-গ্রীষ্ম-শরৎকালীন শোভার বহুতর প্রকাশ-বাহুল্যে পরিমাণশূন্যা, সর্বতো ভাবে উপমারহিতা এবং অনন্তর এই তিন ঋতুরই উত্তম কুসুমাদিতে সম্পূর্ণভাবে সমৃদ্ধিমতী।

৩। তথা হি—দিকে দিকে মনোহর মধুর অস্ফুট ধ্বনিকারী কোকিলের কণ্ঠনাদ কর্ণের আমোদ পূর্ণ করতে করতে প্রকাশিত হল। সুমধুর মধুতে ভরপুর মাধবীর গন্ধের বন্ধু মলয়ানিল মন্দ মন্দ বইতে লাগল।

৪। মল্লিকা লতার উপরিভাগ অলঙ্কৃত করে ঝঙ্কারের সহিত বিরাজমান্ মত্ত মধুপযুবাশ্রেণী অবিকসিত কুসুমনিবহ আবেশে পান করতে করতে যেন নিবিড় নিদাঘ শোভা-বিহারোৎসবের শঙ্খধ্বনি করতে লাগল।

৫। আরও, মদমত্ত কলহংসশ্রেণী ও সালস সারসশ্রেণী সরোবরে সরোবরে সাঁতরাতে সাঁতরাতে আমোদিত হতে লাগল। গন্ধলুব্ধ চঞ্চল ভ্রমরকুল প্রস্ফুটিত কমলঝাড়ে রতিকেলি করে বেড়াতে লাগল।

৬। অথ সেবাসময় সময়মানাদরোহুদরোচ্ছলৎ-কিরণঃ সমুদিয়ায় তুহিনকিরণঃ। স চ প্রথমং কোপারুণমুখকমলায়াঃ কমলায়াঃ কপোলপোলকঃ কনকতাটঙ্ক ইব যুবজনহৃৎপটরঙ্গকুণ্ডবলয় ইবানঙ্গরঙ্গরঞ্জকস্য, নভঃ-কুণ্ডতাণ্ডবিতা রসময়সময়নিশ্চয়ঘটিকা ঘটিকাপাত্রীব তাম্রময়ী, ভগবদ্দিদৃক্ষয়াক্ষয়ামোদং পীতন-পীত-নবকান্তিকন্দলীকমুন্মুখং মুখং হরিহরিদঙ্গনায়া ইব, কমলপরাগরাগপিঞ্জরো রাজহংস ইব পূর্ব দিক্‌সরসঃ, তৎকাল-কালপুরুষমথামানগগনদধ্যুদধ্যুদিতো নবনীতপিণ্ড ইব সিতপটমণ্ডপ ইব রশ্মিরশ্মিবিতানিত ঋতুরাজস্য, জগদণ্ড-মণ্ডপস্থ-নভোবিটঙ্কস্য বিটঙ্কস্য সমেধবলধবলপারাবত ইব, অবিকলকলঙ্কশঙ্কিত-তাম্বূলপ্রতিবিম্বঃ স্ফটিকসম্পুট-

---

৬। কোপেতি—মানিন্যাঃ কমলায়া লক্ষ্যাঃ কপোলে পোলকঃ স্ফীত ইত্যর্থঃ।—'পুল মহত্ত্বে'। কনক তাটঙ্কঃ স্বর্ণকুণ্ডলং স্বস্য পীতিম্না গণ্ডস্যারুণিম্না মিলিতস্য পীতরক্তস্য মণ্ডলাকৃতেস্তস্যোদ্যচ্চন্দ্র সারূপ্যম্। তস্য কামোদ্দীপকত্বমাহ—যুবজনেতি। মধ্যগগনচিক্রমিষয়া তস্যোদয়স্থানাৎ কিঞ্চিচ্চলনমালক্ষ্যাহ—নভ এব কুণ্ডং তত্র তাণ্ডবিতং চলনবিশেষো যস্যাঃ সা, রসময়স্য স্নিগ্ধস্য সময়স্য নিশ্চয়ং ঘটয়তীতি সা ঘটিকা-পাত্রী দণ্ডপ্রহারাদিপ্রমাত্রী, অনেন যুবজনসংপ্রয়োগাদি-মনোরথসাধকত্বমুক্তম্। ততোহপি কিঞ্চিচ্চলনে ত্যক্তারুণ্যগুণস্য তস্য পীতিমানমালক্ষ্যাহ—হরিরিন্দ্রস্তস্য দিগেবাঙ্গনা তস্যা মুখং ভগবতো দিদৃক্ষয়োন্মুখমুদ্গতাগ্রমিব পীতনেন কুঙ্কুমেন পীতা নবা কান্তিকন্দলী যত্র তৎ। অনেন তস্য প্রাগ-ভাবকারণমপি সূচিতম্, ভগবতঃ পরাঙ্গনা-সমাকর্ষকত্বগুণনিদর্শকত্বঞ্চোক্তম্॥

অথ তদৈব নক্ষত্রমণ্ডলীং প্রকটোদয়াং শরৎকালীনত্বেন পূর্বাদিশোহপি স্বচ্ছতামালক্ষ্যাহ—কমলপরাগেতি। কমলেতি প্রথমাতিশয়োক্ত্যা নক্ষত্রাণ্যুক্তানি, ব্রজবিধোঃ শ্রীকৃষ্ণস্যাপি রাধানুরাধাদি স্বপ্রেয়সীগণকুচকুঙ্কুম-পিঞ্জরিতত্বা-পাদক-ভাবিবিহার-শুভসূচকত্বমপ্যুদ্ভাতম্। ক্ষণান্তরে চ তমদৃষ্টচরস্নিগ্ধাহ্লাদময় শুদ্ধশ্চেতি মধুরং স্বকান্ত্যা চ শ্বেতীকৃতগগন-মালক্ষ্য সচমৎকারমসৌ বর্ণিতলক্ষণশ্চন্দ্রো ন ভবতি, কিন্ত্বসাবন্য এবেত্যুৎপ্রেক্ষতে। তৎকালেন শীঘ্রেণৈব কাল এব পুরুষস্তেন মথ্যমানং গগনমেব দধ্যুদধিস্তস্মাদুদিতোহভ্যুদ্গতো নবনীতপিণ্ড ইবেত্যন্তর্বহিঃস্নেহময়ত্বেন লব্ধবিশ্বাসস্য বিরহিণীজনস্যাপি দিদৃক্ষণীয়ত্বম্। ততশ্চ বিরহিণীভিঃ সূর্যস্যেব দুঃসহতেজস্ত্বেন কুঞ্চিতনেত্রতয়া দৃশ্যমানস্য তস্য কিরণানাং রজ্জূপমত্বমালক্ষ্যাহ—সিতপটেতি। রশ্ময়ঃ কিরণা এব রশ্ময়ো রজ্জবস্তৈর্বিতানিতো বিস্তারিত ঋতুরাজস্য বসন্তস্য তত্র শরদি তস্যাপি সত্ত্বাৎ। কান্তসম্ভুক্তাভিস্তু সম্পূর্ণনেত্রতয়া দৃশ্যমানস্য তস্য তৎক্রীড়োপকরণায়মানত্বমেবে-

---

৬। অতঃপর সেবা-সময়োচিত মর্যাদার সহিত অতি উচ্ছল কিরণময়চন্দ্রমা উদিত হল। প্রথমে দেখতে হল কোপারুণ মুখকমলা লক্ষ্মীদেবীর গণ্ডে দোতুল্যমান্ পীতরক্তাভ মণ্ডলাকৃতি কনককুণ্ডলের মতো। অতঃপর ক্রমশঃ—অনঙ্গরূপ রঞ্জকের যুবজনহৃৎবস্ত্র রাঙ্গাবার কুণ্ডবলয়ের মতো, আকাশকুণ্ডে নর্তিতা রসময় সময় নিরুপণকারী তামার ঘড়ীর মতো, (লালিমা ভাব একটু কেটে গেলে) ভগবানের দর্শনেচ্ছায় উদ্গত অঙ্কুরের কান্তিসম নবপীতকান্তিপ্রবাহযুক্ত ও অক্ষয় আনন্দময় দিক্‌রূপ ইন্দ্রপত্নীর মুখের মতো, (অতঃপর নক্ষত্রমণ্ডলী ভালভাবে উঠে গেলে শরতের স্বচ্ছ আকাশ লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে পূর্বদিক্‌রূপ সরোবরের বুকে সঞ্চরণশীল কমলপরাগ-রাগে পীত রাজহংসের মতো, টক্ করে দেখতে হয়ে গেল—কালপুরুষের দ্বারা মথ্যমান্ দধিসাগরোত্থ নবনীত পীণ্ডের মতো, (সূর্যতেজের মতো দুঃসহ বিরহতেজে কুঞ্চিত নেত্রের দর্শন) কিরণ-রূপ রজ্জুদ্বারা বিস্তারিত ঋতুরাজের শুভ্রবস্ত্রমণ্ডপের মতো, (কান্ত সম্ভুক্তাগণের দ্বারা সম্পূর্ণ খোলা চোখের

পুটক ইব দিগঙ্গনানাম্, নভোঽকূপারপারমাগন্তুমুদ্যত ইব সকলধৌতকলধৌতপোতঃ কালপোতবাণিজস্য, সপল্লবো রাজতকুম্ভ ইব রজনীজনীমহোৎসবস্য, একং হীরককুণ্ডলমিব কুতূহলহলধরস্য, অণ্ডমিব শরৎকীর্ত্তিহংস্যাঃ, মৃণালোপধানমিব স্বমদোষ্ণকন্দর্পস্য, মালতীকুসুমগর্ভক ইব বিদোষপ্রদোষপ্রভাদেব্যাঃ, পাঞ্চজন্য ইব উরীকৃত-বিষ্ণুপদস্য বিষ্ণুপদস্য, রজতাতপত্রমিব মদনরাজচক্রচক্রবর্ত্তিনঃ, স্ফটিকাজ্যস্থালীব তমোঽভিচারচারবোৎপাদকস্য যজ্ঞস্য, বিকীর্ণতরতারাকারাতুলমৌক্তিকপটলঃ শুক্তিসম্পুট ইব গগনক্ষীরনীরনিধেঃ দর্পণ ইব শোভাদেব্যাঃ,

---

ত্যাহ—জগদণ্ডমেব মণ্ডপস্তত্রস্থং নভ এব বিটঙ্কঃ কপোতপালিকা, তস্য পারাবত ইব। কীদৃশস্য ? বিশিষ্টষ্টঙ্কো বন্ধো যস্য তস্য;—'টকি বন্ধে'। সম্যগেধতে বর্ধতে ইতি সমেধং বলং যস্য স চাসৌ ধবলশ্চেতি সঃ। তন্মধ্যগতং মালিন্যং নিভাল্যাহ—অবিকলেন কলঙ্কেন শঙ্কিতো বিতর্কিতস্তাম্বূলপ্রতিবিম্বো যত্র সঃ। স্ফটিকতাম্বূলসম্পুটস্য চলনং ন সম্ভবতী-ত্যন্যথোৎপ্রেক্ষতে—নভ এবাকূপারঃ সমুদ্রস্তস্য পারমা সম্যক্ গন্তুমুদ্যতঃ সকলং ধৌতং যস্য স চাসৌ কলধৌতপোতো রজতনৌকা কাল এব পোতবাণিজস্তস্যেতি। অনেন স এব তন্মধ্যবর্ত্তী কালবর্ণঃ কলঙ্কস্যোপমা। কলঙ্কিত্বেঽপি সৌন্দর্যং মাঙ্গল্যং চাহ—সপল্লব ইতি। কলঙ্ক এব ন ভবতি, কিন্তু মধ্যে ছিদ্রমেব তথাত্বেনালক্ষ্যত ইত্যাহ—হীরকেতি। সচ্ছিদ্রত্ব-মপি দুষ্কীর্তিরিতি তাং বারয়িতুমাহ- অণ্ডমিবেতি। অন্তর্বর্তিনোঽজাতপক্ষস্য শাবকপিণ্ডস্য প্রতিবিম্ব এব কলঙ্কতয়োচ্যত ইত্যর্থঃ। মৃণালোপধানেতি তাপহারিত্বং কামিলোকালম্বনত্বঞ্চোক্তম্। মালতীতি সাধ্বীজনস্যাপ্যাদরণীয়ত্বম্। গর্ভকঃ কেশমধ্যস্থমাল্যম্। পাঞ্চজন্যেতি ভগবদ্ভক্তজনস্যাপি রসোদ্দীপনত্বং বিষ্ণুপদস্যাকাশস্য উরীকৃতং বিষ্ণোঃ পদং চিহ্নমপি যেন তস্য। রজতেতি কামিলোকমাত্রবশয়িতৃত্বং সুখদ-শিশিরশীকর-বর্ষিত্বঞ্চ। স্ফটিকেতি সর্বজন-নেত্রোদ্বেগ-হারিত্বং মানিনীজন-মান-কালুষ্যনাশকত্বং স্বচ্ছত্বঞ্চ। বিকীর্ণংতারাকারাণামতুলমৌক্তিকানাং পটলং যেনেতি, শরৎকাল সমুল্ল-সিতত্বং ক্ষীরনীরনিধেরিতি তৎকান্ত্যা গগনস্য শ্বেতীভূতত্বাৎ। দর্পণ ইতি দ্বীপসমুদ্রাদিসর্বশোভাব্যঞ্জকত্বম্ চন্দনেতি

দর্শন--) জগদণ্ড-মণ্ডপস্থ শক্ত ডোরে বাঁধা আকাশরূপ পায়রা-খোপস্থিত উচ্ছল বলে বলীয়ান শুভ্র পায়রার মতো, (চন্দ্রের মালিন্য লক্ষ্য করে উৎপ্রেক্ষা হচ্ছে—) এবার দেখে মনে হচ্ছে—অবিকল কলঙ্কের বিতর্ক-জননকারী তাম্বুল-প্রতিবিম্বযুক্ত স্ফটিক সম্পুটের মতো, (স্ফটিক সম্পূট তো অচল তাই উৎপ্রেক্ষা হচ্ছে।) কালরূপ জাহাজবনিকের আকাশ সমুদ্রের পারে যেতে উদ্যত চক্‌চকে ধোয়া রজত নৌকার মতো, (কলঙ্কযুক্ত হলেও সৌন্দর্য-মঙ্গলের আকর তাই উৎপ্রেক্ষা) রজনীবধূর মহোৎসবের সপল্লব রজত কুম্ভের মতো, (কলঙ্কযুক্ত নাই বা হলো, কিন্তু ছিদ্রের মতো দেখে উৎপ্রেক্ষা হচ্ছে—) কুতূহল হলধরের হীরককুণ্ডলের মতো, (সচ্ছিদ্রত্ব যে দুষ্কীর্তি সূচনা করে, তা বারণ করবার জন্য—) শরৎকীর্তি হংসের অণ্ডের মতো, নিজগর্বে গরম কন্দর্পের তাপহারী মৃণাল উপাধানের মতো, (সাধ্বী জনেরও আদরণীয় বলে উৎপ্রেক্ষা) দোষহীনা সন্ধ্যাপ্রভাদেবীর কেশের মধ্যে গোঁজা মালতী কুসুম মালার মতো, (ভগবৎভক্তগণের রসোদ্দীপক) বিষ্ণুর শ্যামলিমা অঙ্গীকার-কারী আকাশগাত্রের পাঞ্চজন্য শঙ্খের মতো, (কামিলোকমাত্রের সুখদ শিশিরকণা বর্ষণকারী) মদনরাজচক্র-বর্তীর রজত ছত্রের মতো, (সর্বজন নেত্রোদ্বেগহারী স্বচ্ছতা)তামসিকভাবে যে মারণেচ্ছা, তার চারুতা উৎপাদক যজ্ঞের স্ফটিক ঘৃতথালির মতো,গগনরূপ ক্ষীরসমুদ্রে ছড়ানো নক্ষত্রের মতো অতুল্য মুক্তাচয়ভরা ঝিনুক সম্পুটের

চন্দনতিলকমিব রজনিরমণ্যাঃ, কর্পূরপূর ইব লোকলোচনানাম্, একং পুণ্ডরীকমিবানন্দসরোবরস্য, হিণ্ডীরপিণ্ড ইব মধুরিমজলরাশেঃ, সৌধ ইব সৌন্দর্য্যদেবতায়াঃ, সৈকতবলয় ইবাকাশগঙ্গায়াঃ, মদমুদিতকোকিলসমূহ ইব সকলকলঃ, পুণ্যরাজ ইব সুচারুমণ্ডলশ্রীঃ, দাশরথিরিব সারস ইব সলক্ষ্মণঃ, ভগবদ্ভক্ত ইব কুমুদামোদকঃ সন্তাপহারকশ্চ, উপদেষ্টেব সদোষধীশঃ, মদন ইব রতিবর্দ্ধনঃ, বিবেকীব অবনীতমোহপহঃ, সুগ্রীব ইব তারাধীশঃ, সমুদ্র ইব সদাহিমকরঃ করনিকরেণ বৃন্দাবনং মার্জয়ামাস ॥

রাত্রিশোভাদায়িত্বম্। কর্পূর ইতি নয়নসুখদত্বম্। পুণ্ডরীকেত্যানন্দান্তরস্যাপি সাফল্যাধায়কত্বম্। হিণ্ডীর ইতি মাধুর্য্যম। সৌধ ইতি সৌন্দর্য্যম্। সৈকতবলয় ইতি পাবিত্র্যম্।

এবমাকারসাম্যেন ষড়্বিংশতিধোপমায় শব্দসাম্যেনাপি দশধোপমীয়তে। সকলকলঃ কলকলযুক্তঃ; পক্ষে, সকলাঃ সমস্তাঃ কলা যত্র সঃ। সুচারুর্মণ্ডলানাং দেশবিশেষাণাং শ্রীঃ সম্পত্তির্যতঃ সঃ; পক্ষে সুচারুণা মণ্ডলেন শ্রীঃ শোভা যস্য সঃ। লক্ষ্মণো রামভ্রাতা, লক্ষ্মণা সারসস্য স্ত্রী, লক্ষ্মণং কলঙ্কচিহ্নঞ্চ। কোঃ পৃথিব্যা এব মুদমামোদয়তি বিস্তারয়তীতি সঃ; পক্ষে, স্পষ্টম্। সদোষাং ধিয়ং বুদ্ধিং শ্যতি নাশয়তীতি সঃ; পক্ষে, সদৈব ওষধীশঃ, শকন্ধ্বাদিঃ, সতীনামোষধীনামীশো বা। রতিং স্বকান্তাং সৌভাগ্যেন বর্ধয়তীতি সঃ; পক্ষে, স্পষ্টম্। অবন্যাস্তমোঽজ্ঞানমন্ধকারঞ্চাপহন্তীতি সঃ। সদৈবাহয়ো মকরাশ্চ যত্র সঃ; পক্ষে, হিমকিরণঃ ॥

মতো, শোভাদেবীর দর্পণের মতো, রজনিরূপ রমণীর চন্দনতিলকের মতো, লোকলোচনের কর্পূরপূরের মতো, আনন্দ সরোবরের এক শ্বেতপদ্মের মতো, মাধুর্য জলরাশির ফেনপিণ্ডের মতো, সৌন্দর্যদেবতার প্রাসাদের মতো, আকাশগঙ্গার বালুকময় পুলিনের মতো।

(এইরূপে আকার সাম্যে ২৬ প্রকার উপমা দিয়ে এবার শব্দ সাম্যে দশ প্রকার উপমা দেওয়া হচ্ছে—) মদমুদিত কোকিলকুল যেমন 'সকলকলঃ' অর্থাৎ মধুর কুহু কুহু ধ্বনিতে মুখর তেমনই এই পূর্ণিমার চাঁদ 'সকলকলঃ' অর্থাৎ সমস্ত কলায় পরিপূর্ণ। পুণ্যরাজা যেমন 'সুচারুমণ্ডলশ্রী' অর্থাৎ সুচারু দেশবিশেষের শোভা সম্পত্তি তেমনই এই চন্দ্র 'সুচারুমণ্ডলশ্রীঃ' অর্থাৎ সুচারু মণ্ডলের শোভায় রম্য, দাশরথি রাম যেমন 'সারস ইব সলক্ষণঃ' অর্থাৎ লক্ষ্মণের সহিত বিরাজমান্ ও সারসপাখী যেমন তদীয় স্ত্রী লক্ষ্মণার সহিত অবস্থিত তেমনই চন্দ্র 'সারস ইব সলক্ষণঃ' অর্থাৎ কলঙ্ক চিহ্নের সহিত বর্তমান, ভগবদ্ভক্ত যেমন 'কুমুদমোদকঃ সন্তাপহারকশ্চ' অর্থাৎ পৃথিবীর আনন্দদায়ক ও সন্তাপহারক তেমনই এই চন্দ্র 'কুমুদামোদকঃ সন্তাপহারকশ্চ' অর্থাৎ কুমুদের আমোদদায়ী ও সন্তাপহারক, সাধু উপদেষ্টা যেমন 'সদোষধীশঃ' অর্থাৎ দোষযুক্ত বুদ্ধিকে বিনষ্ট করে দেয় তেমনই চন্দ্র 'সদোষধীশঃ' অর্থাৎ ওষধিনাথ, মদন যেমন 'রতিবর্দ্ধনঃ' অর্থাৎ স্বকান্তা রতিকে সৌভাগ্যে বাড়িয়ে তোলে তেমনই চন্দ্র 'রতিবর্ধন' অর্থাৎ কামবর্ধন, বিবেকী ব্যক্তি যেমন অবনীর তমোনাশক তেমনই চন্দ্র অবনীর তমোনাশক, সুগ্রীব যেমন 'তারাধীশঃ' অর্থাৎ তারা নামক রমণীর পতি তেমনই চন্দ্র 'তারাধীশঃ' অর্থাৎ নক্ষত্রের পতি, সমুদ্র যেমন সদাহিমকরঃ' অর্থাৎ সদা সর্পমকরযুক্ত তেমনই চন্দ্র 'সদা হিমকরঃ' অর্থাৎ শীতল কিরণযুক্ত। এইরূপ বহুশোভা-সম্পদশালী চাঁদ জ্যোৎস্নাধারায় বৃন্দাবনকে আলোয় আলোময় করে দিয়েছে।

৭। এবমুদিত এব নভোমধ্যমধ্যবস্থায় স্থিতশ্চ তরুতরুণগণানাং চপলপলাশান্তরন্তরর্পিতকিরণলব লবনিপাত-সহচরপলাশচ্ছায়াচ্ছায়ামশাবল্যেন বল্যেন প্রতিতরুতলং বনশোভাচালনীকারশ্চালনীকারণচতুর ইব ক্ষণং তদা বনশোভাসুভগন্তাবুকভাবুক আসীৎ ॥

৮। ততশ্চ নিবিড়োড়ুগণমুক্তাফলফলদম্বরবিতানমধ্যলম্বী বলদ্বিকিরণকিরণকেশরবাজিরুচামরো-রুচামরোত্তমঃ সিত ইব, কিংবা ভাবলিভাবলিতনভোমুক্তাতপত্রস্য বিগতদণ্ডস্য মধ্য নিস্যূতো ধবলপট্টসূত্র-পুণ্ডরীকবিম্ব ইব বিররাজ ॥

৯। তমথ মথনো বকস্য কস্যচন শোভাবিশেষস্য জনকং ন কং রঞ্জয়ন্তং জয়ন্তং সর্বতোভাবেন ভাবেন দিগবলাবলাকর্ষণকরৈঃ করৈর্ধবলয়ন্তং বলয়ন্তং চ মুদা ভুবো বলয়ং নিম্নোন্নততা রাহিত্যেন তারাহিত্যেন

৭। তাদৃশ-পলাশচ্ছায়ানামচ্ছো নির্মল আয়ামো বিস্তারস্তস্য শাবল্যেন শ্বেতিম-শ্যামলিম-মিশ্রণেন প্রতি তরুতলং বল্যেন বলনীয়েন সুবলেনেত্যর্থঃ বনশোভায়াশ্চালনীকার ইব। কীদৃশঃ ? চালন্যাঃ কারণং কালনং চালনমিতি যাবৎ, তত্র চতুরো নিপুণো বনশোভায়াঃ সুভগমনুকূলং ভবতীতি সুভগন্তাবুকম্, 'খুকঞ্' তাদৃশং ভাবুকং মঙ্গলং যস্মাৎ সঃ; যদ্বা, বনশোভায়াঃ সুভগন্তাবুকা যা ভা তদনীন্তনী কান্তিস্তস্যা আবুকো জনকঃ ।।

৮। ইত্যধস্তনীং শোভাং বর্ণয়িত্বোপরিতনীমপি বর্ণয়তি। নিবিড়োড়ুগণান্যেব মুক্তাফলানি ফলতি যদম্বরং তদেব বিতানং চন্দ্রাতপস্তন্মধ্যলম্বী বলদ্বিকিরণং ক্ষেপো যেষাং তে কিরণা এব কেশররাজয়স্তাসাং রুচাঽমরাণামুরুচাম-রোত্তমঃ সিতঃ। অত্র ইবোত্বাভ্যাং গুণবৃদ্ধী বিপ্রতিষেধেনেত্যস্য প্রায়িকত্বাদ্বিকিরণমিত্যত্র ন গুণঃ। চতুর্দিক্ষ্ববনত-মুপরিতূন্নতং গগনমালক্ষ্য নেদং বিতানম্, তথাত্বে সমন্তাৎ সাম্যাপত্তেরিতি বিমৃশ্যান্যথোৎপ্রেক্ষতে— ভাবলির্নক্ষত্রশ্রেণিস্তস্যা ভা কান্তিস্তয়া বলিতং নভ এব মুক্তাতপত্রং তস্য ॥

৯। তং তুহিনকিরণং ভুবো বলয়ং ভূমণ্ডলং মুদা বলয়ন্তং প্রবলীকুর্বন্তং সৌহিত্যেন প্রীণয়ন্তম্; "সৌহিত্যং

৭। এইরূপে উদিত হতে হতেই মধ্যগগনে উঠে গিয়ে অবস্থিত৷ হলো চন্দ্ররাজ। তখন তরুণ-তরুগণের চঞ্চল পত্রের ফাঁকে ফাঁকে অর্পিত কিরণকণিকার সঙ্গে মিলিত পত্রছায়ার অতি সুন্দর সাদা-কালো আভার মিশ্রনের দ্বারা চন্দ্রদেব চতুর চাল্‌নী নির্মাতার মতো চাল্‌নীর মতো দেখতে বনশোভার রচনা করল প্রতি তরুতলে। এরূপে এ বনশোভার অনুকূলতারূপ মঙ্গলদায়ী হল।

৮। (নীচের শোভা বর্ণন করে এবার উপরের শোভা বর্ণন হচ্ছে—) ঘননক্ষত্রশ্রেনীরূপ মুক্তাফল খচিত আকাশরূপ চাঁদোয়ার মধ্যদেশ অবলম্বী চন্দ্র উজ্জ্বলরূপে বিকীর্ণ তার কিরণরূপ কেশররাজির কান্তি-দ্বারা দেবতাদের শ্রেষ্ঠ চামরোত্তমের মতো দীপ্তি পেতে লাগল অথবা নক্ষত্র-শ্রণীর শোভাযুক্ত ও দণ্ডহীন আকাশ-মুক্তাছত্রের মধ্যভাগে শুভ্র রেশমি সূতায় তোলা শুভ্র কমলবিম্বের মতো অতি উজ্জ্বলভাবে দীপ্তি পেতে লাগল।

৯। অতঃপর কোনও অনির্বচনীয় শোভাবিশেষের জনক, পৃথিবীর জনমাত্রেরই মন রাঙ্গানো, সর্বপ্রকারে উজ্জ্বলতার পালক ভাবে সর্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজিত এবং দিক্‌রমণীকে বলাৎকারে আকর্ষণকারী

সৌহিত্যেন হিত্যেন প্রীণয়স্তং সমালোক্য মালোক্যচরিতো নিখিলরমণী-সুহৃদয়ং হৃদয়ঙ্গমাং মুরলীং বাদয়ামাস ॥

১০। সর্বাকর্ষী যদপি যুগপন্নিস্বনঃ কৃষ্ণবেণোঃ
কৃষ্ণেচ্ছাতস্তদপি সময়ে শ্রূয়তে কৈশ্চিদেব।
আহ্বানে বা খগমৃগগবাং মোহনে বাঙ্গনানাং
যস্মিন্ যর্হি প্রসরতি মনস্তত্তদাসৌ শৃণোতি ॥

১১। একেনৈব স্বরূপরিমলেনৈকদৈবাঙ্গনানাং
মামেবাকারয়তি মুরলীত্যেব যত্র প্রতীতিঃ।
তজ্জাতীয়েতর-পরিচয়াভাব-তন্মাত্রগম্যাং
রম্যারাবাং মধুরমথ তাং বাদয়ামাস কৃষ্ণঃ ॥

১২। অথ তেন বীচীতরঙ্গরঙ্গতামপহায়াপ্রাকৃততয়া স্বশক্ত্যা ব্যাপকেন ভদ্রমেব তাসাম্ ॥

তর্পণং তৃপ্তিঃ" ইত্যমরঃ। কীদৃশেন ? নিম্নোন্নততায়া রাহিত্যং যত্র তেনৈকরূপেণেত্যর্থঃ। আহিতমর্পিতং তস্য ভাব আহিত্যং তারাভির্নক্ষত্রৈ রাহিত্যমর্পিতত্বং যত্র তেন হিত্যেন হিতমর্হতা মা শোভা তয়াঽঽলোক্যং দর্শনার্হং চরিতং যস্য সঃ; যদ্বা, মা ইতি নিষেধে, অলৌকিকচরিত্র ইত্যর্থঃ ॥

১০। খগমৃগগবাং বা আহ্বানে কর্মণি কর্তব্যেঽঙ্গনানাং বা মোহনে কর্তব্যে যস্মিন্ জনেঽস্য মনঃ প্রসরতি, তদাহ্বানং মোহনং বা, তদাসৌ শৃণোতি, নান্য ইতি পিতৃমাতৃশ্বশ্রূননান্দ্রাদয়ো ন শুশ্রুবুরিত্যর্থঃ ॥

১১। তজ্জাতীয়া ইতরে যে শব্দাদয়ো বিষয়াস্তেষাং পরিচয়াভাবেন তন্মাত্রমেব গম্যমনুভবনীয়ং যস্যাং তাম্, যস্যাঃ শ্রবণে বিষয়ান্তরস্ফূর্তির্ন ভবতীত্যর্থঃ ॥

১২। তেন বাদ্যেনোন্মূলিতমিবেত্যাদিভিঃ সম্বন্ধঃ। বীচিতরঙ্গরঙ্গতাং বীচীতরঙ্গন্যায়েন ধারাবাহিকলীলত্বং বিহায় ব্যাপকেন সতা প্রদেশবিশেষাবধিত্বং পরিত্যজ্য সমন্তাৎ স্ফুরতেত্যর্থঃ ॥

চন্দ্র ভূমণ্ডলকে হর্ষে উচ্ছলিত করে তুলছিল ও নক্ষত্রের দ্বারা অর্পিত (উচ্চনীচ রহিত) এইরূপ পরিতুষ্টি দ্বারা আনন্দমত্ত করে দিচ্ছিল।

কৃষ্ণের মুরলীধ্বনির মোহন-ক্রিয়াঃ

১০। কৃষ্ণবেণুর ধ্বনি যদিও যুগপৎ সর্বাকর্ষী তথাপি কৃষ্ণেচ্ছায় সময়ে সময়ে কেউ কেউ-ই মাত্র শুনতে পায়—সকলে নয়। খগ মৃগ ধেনুগণের আহ্বানে বা রমণীদের মোহনে যখন যাঁতে তাঁর মন যায় তখন সেই ঐ বেণুধ্বনি শুনতে পায়।

১১। কৃষ্ণ এমন রমণীয় স্বরে মধুর মধুর মুরলী বাজাতে লাগলেন যাতে একই স্বরপরিমলে গোপসুন্দরীগণের প্রত্যেকের প্রতীতি হতে লাগল যে কৃষ্ণ একমাত্র আমাকেই ডাকছে এবং এর ভিতরে তৎজাতীয় ভিন্ন অন্য শব্দাদি বিষয়ের অভাবহেতু তন্মাত্রই অনুভবনীয় হল।

১২। অতঃপর বীচিতরঙ্গ ন্যায় অনুসারে ধারাবাহিক লীলত্ব ছেড়ে দিয়ে অপ্রাকৃতত্ব হেতু নিজ শক্তিতে ব্যাপক হয়ে প্রদেশবিশেষের সীমা ছাড়িয়ে সর্বতোভাবে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হয়ে ঐ মুরলী গোপীদের মঙ্গলের

১৩। উন্মূলিতমিব হৃদয়ং, বুদ্ধিঃ পীতেব পাটিতেব ধৃতিঃ।
আলোপিতেব দৃষ্টিঃ, শ্রবণপথপ্রাপ্তিমাত্রেণ ॥

১৪। কিঞ্চ, অতনি তনূননাং কম্পন,-মরচি মতীনামথোন্মাদঃ।
অবিতঃ কেবলমাসাং, স্বমার্গসঞ্চারসংস্কারঃ ॥

১৫। কিঞ্চ, স হরিমুরলিকায়া নিস্বনোঽভূদ্বধূনাং, শ্রবণসবিধচারী মন্মথোন্মাথকারী।
অবিকলকুলশীলাচারচর্য্যাভিচারো, ধৃতিবিঘটনতন্ত্রঃ কোঽপি মন্ত্রঃ স্বতন্ত্রঃ ॥

১৬। কিঞ্চ, অতিমৃদু মধুরং চ শ্লক্ষ্ণসূক্ষ্মং চ তদ্বৈ, নিনদনপরিপাটীপাটবং শ্রীমুরল্যাঃ।
সমজনি কুলপালীপদ্মিনীনাং বিলোলী ,করণকুশললীলোন্মত্তমাতঙ্গশীলম্ ॥

১৩। উন্মূলিতমিবেতি শ্রীকৃষ্ণপার্শ্বে শীঘ্রং সমর্পয়িতুমিবেতি ভাবঃ। তেন তাসাং হৃদয়স্যাতিমৃদুলত্ব-বিমলত্বাদিভিঃ কমলায়িতত্বং মুরলীবাদ্যস্য তু মত্তমাতঙ্গশুণ্ডায়িতত্বং প্রথমমুক্তম্। ননু পরামর্ষবতী বুদ্ধিরেব তত্র প্রতিবন্ধকাস্তীতি? তত্রাহ—বুদ্ধিঃ পীতেতি। বুদ্ধেরপারত্ব-গম্ভীরত্ব স্বচ্ছত্ব-স্নিগ্ধত্বাদিভিঃ সমুদ্রায়িতত্বং তদ্বাদ্যস্য ত্বগস্ত্যায়িতত্বম্। ননু তথাপি কুলবতীনাং ধৃতির্দুর্বারেতি? তত্রাহ—পাটিতেতি। ধৃতেঃ কঠোরকাষ্ঠায়িতত্বং বাদ্যস্য ক্রকচত্বম্। ননু তদপি লজ্জাবতীনাং দারাজির-রথ্যাদিস্থ-গুরুজনদর্শনমেব তন্নিবর্তকং স্যাদিতি? তত্রাহ—আলোপিতেতি। দৃষ্টেঃ খঞ্জনায়িতত্বম্, বাদ্যস্য শ্যেনায়িতত্বম্। অত্রাবেগনামা সঞ্চারী ॥

১৪। মতীনাং ভদ্রাভদ্রবিচারোত্থ-নিশ্চয়রূপাণাং বুদ্ধিবৃত্তিবিশেষাণাম্ ॥

১৫। মন্মথেন কামদ্বারোন্মথনমুচ্চাটনং কর্তুং শীলমস্য সঃ; যদ্বা, সুন্দরীজনমনোমীনগ্রহণার্থং মন্মথ এব উন্মাথঃ কূটযন্ত্রং তং করোতীতি সঃ; "উন্মাথঃ কূটযন্ত্রং স্যাৎ" ইত্যমরঃ। ধৃতিবিঘটনমেব তন্ত্রমাগমশাস্ত্রং যস্য সঃ। স্বতন্ত্র ইতি ন্যাসপুরশ্চরণাদি-নিরপেক্ষ ইত্যর্থঃ ॥

১৬। অতিমৃদ্বিত্যাদিগুণবত্ত্বেঽপ্যুন্মত্তমাতঙ্গানামিব শীলং যস্যেত্যনেন—কঠোরত্বোগ্রত্ব-প্রাচুর্য স্থৌল্যরূপাস্তদ্বিরোধিনো ধর্মাঃ সিদ্ধা ইতি বিরোধালঙ্কারঃ ॥

কারণই হল।

১৩। ঐ বংশীধ্বনি শ্রবণপথ প্রাপ্তি মাত্রেই যেন গোপীদের হৃদয় উপড়ে ফেলে দিল, বুদ্ধি পান করে নিল, ধৈর্য বিদারিত করে দিল এবং দৃষ্টি সম্পূর্ণ লুপ্ত করে দিল।

১৪। আরও, তনুর কম্পন বিস্তার করল এবং তৎপর বুদ্ধির উন্মাদ দশা জন্মাল, রেখে গেল শুধু তাঁদের নিজ অভিসার-পথে চলার সংস্কার।

১৫। আরও, কুল-শীল-আচার-অনুষ্ঠানের অবিকল মারণ-প্রক্রিয়াস্বরূপ, ধৈর্যচ্যুতির আগমশাস্ত্র-স্বরূপ ও অনির্বচনীয় স্বতন্ত্রমন্ত্রস্বরূপ এই মুরলীনিস্বন ব্রজবধূগণের কর্ণপথগত হয়ে কামের বেগের দ্বারা তাঁদের উচাটনকারী হল।

১৬। আরও, শ্রীমুরলীর ধ্বনিপরিপাটিপাটব অতি মৃদুমধুর স্নিগ্ধ সূক্ষ্ম হয়েও সমকালেই কুলের গণ্ডিতে অবস্থিত পদ্মিনীদের চঞ্চলকরণে দক্ষ ও লীলোন্মত্ত মাতঙ্গস্বভাবের হল।

১৭। তত্র সর্বতঃ সারাধিকায়া রাধিকায়া অপি তন্মুরলীরুতমপূর্বদাসীদাসীদদেব কর্ণাভ্যর্ণম্ ॥

১৮। যতঃ, ধৈর্য্যধ্বংস বিঘূর্ণন-প্রলপন-ব্রীড়ান্তধীবিভ্রমৈ-
র্মাধ্বীকাচমনোৎসবায়িতমভূচ্ছ্রোত্রেণ পীতং যদি।
একং ত্বত্র বিশিষ্যতে ভবতি যত্তস্মিন্ দৃশোঃ শোণিমা
সোঽয়ং কিন্নু দৃগম্বুনৈব পততা নির্ধৌত এবাভবৎ ॥

১৯। কিঞ্চ কিং হর্ষস্যৈব হর্ষো রহ ইব রহসঃ কিং মহো বা মহস্য
শ্রীকৃষ্ণাগ্রপ্রয়াণোৎসবরভসবিধেঃ কিং ত্বরেব ত্বরায়াঃ।
প্রত্যেকং স্ব-স্ব-নামশ্রুতিসরসহৃদাং তত্র কন্যাগণানাং
বংশীধ্বানঃ স আসীদভিলষিতপথস্যাতিদূরোঽপ্যদূরঃ ॥

১৭। আ ঈষদপি সীদেদেব প্রাপ্নুবদেব ॥

১৮। ব্রীড়ান্তো লজ্জানাশঃ। অত্র একং বিশিষ্যতে। কিং তৎ তস্মিন্মাধ্বীকাচমনে দৃশোঃ শোণিমা ভবতি, অত্র স নাস্তীতি ভাবঃ। অথ ক্ষণং বিমৃশ্য নাস্তি কোঽপি বিশেষ ইত্যভিনয়েনাহ—সোঽয়মিতি ॥

১৯। এবং পরোঢ়ানাং প্রায়ো নধ্যপ্রগল্ভানাং মোহনমুক্ত্বা কন্যানাং তু মৌগ্ধ্যাদৌৎসুক্যাবেগামর্ষাদি-সঞ্চারিভিঃ সুখালোড্যানাং মোহনমপি সুকরমেবেত্যাহ—কিং হর্ষস্যেতি। সাক্ষান্মন্মথমন্মথ ইতিবৎ প্রথমং বংশীধ্বানো হর্ষস্যৈব হর্ষো হর্ষদ আসীদিতি হর্ষমেব স প্রফুল্লীচকার, হর্ষস্তু তাঃ প্রফুল্লয়ামাসৈবেতি। শঙ্কামত্যবহিথাদি বিরোধিসঞ্চারিভিরপি দুর্বারো হর্ষো জাত ইত্যর্থঃ। ততস্তথৈব রহসো রহস্যস্যাপি রহস্যং সুরতৌৎসুক্যং দুর্বারমভূদিত্যর্থঃ। ততশ্চ মহস্য মহ ইবেতি তদৈব সম্পদ্যমান ইব তুরপত্রবঃ সুরতোৎসবোঽস্বভূয়ত ইত্যর্থঃ। তদৈবাকস্মাদ্বহিরনুসন্ধানোত্থে তদদর্শনে সতি তদর্থমেব শ্রীকৃষ্ণস্যাগ্রে যঃ প্রয়াণোৎসবরভসবিধিস্তস্মাদ্ধেতোস্ত্বরায়াস্ত্বরা ইব। এবঞ্চাভিলষিতো যঃ পন্থাঃ 'কদা মধুরং মুরলীস্বানং শ্রোষ্যামঃ' ইতি যো মনোরথস্তস্যাতিদূরোঽপি যাদৃশেঽভিলাষোঽপি প্রবেষ্টুং ন শক্নোতীত্যর্থঃ, সোঽপ্যদূরো নিকটঃ প্রাপ্ত এবাভূদিত্যর্থঃ ॥

১৭। এরমধ্যে সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠত্বে অধিকা রাধার কর্ণের ঈষৎমাত্রও নৈকট্য লাভ করে সেই মুরলীরব অমনই অপূর্বের মতো হয়ে গেল।

১৮। যেহেতু, কর্ণে যদি ঐ ধ্বনি পীত হল, তখন উহা ধৈর্যধ্বংস, মস্তক বিঘূর্ণন, প্রলাপ বকন, লজ্জা নাশ ও বুদ্ধিবিভ্রমের দ্বারা মদপানোৎসবের সমান হয়ে গেল। তবে এখানে একটি বিশেষ থাকল এই যে মাধ্বিক পানে নয়নে শোণিমা হয়, কিন্তু এখানে তা হল না। (একটু চিন্তা করে তাই কি?) শোণিমা হয়েছিল তো ঠিকই, কিন্তু তা কি নিপতিত প্রেমাশ্রুতে ধুয়ে বেরিয়ে যায় নি?

১৯। আরও, (এইরূপে বিবাহিতা গোপীদের মোহন বলে কন্যকাদের মোহন বলা হচ্ছে—) এই বংশীধ্বনি কি হর্ষেরও হর্ষ, রহস্যেরও রহস্য? এ কি উৎসবেরও উৎসব, এ কি শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে অভিসারোৎসব-বেগবিধিতে ত্বরারও ত্বরা? স্ব স্ব নাম শ্রবণে সরস হৃদয়া কন্যাগণের প্রত্যেকের কাছে এই বংশীধ্বনি অভিলষিতপথের অতিদূর হয়েও নিকট হল।

২০। এবমেকসূত্রগুম্ফনকৃতপ্রপঞ্চঃ পঞ্চালিকাবিততয় ইব সমসময়সমানকৃতয়ো জ্ঞানকৃতযোগ রহিতাঃ পরস্পরাপরাহতবাসনা অপি পরস্পরাপরাজ্ঞাতগমনোদ্যমানোদ্যমাধারয়িতুং ক্ষমাস্তাঃ কৃষ্ণগ্রহগ্রস্তা ইব, দ্যোতো দ্যোতোজ্জ্বলা নির্জলধরা ধরামাগত্য গত্যনবস্থে নবস্থেমণি প্রেমণি বিশৃঙ্খলাশ্চপলা ইব, বলবতা বতানুরাগসমীরণেরণেন বিভজ্য চালিতাঃ কনকলতা ইব, উৎসাহস্তোংসাহসোসূচ্যমানেন সম্ভ্রমভ্রমদনেকপেনোন্মথিতাঃ স্থলকমলিন্য ইব, উৎকণ্ঠাদেবতাঽবতারিতা ইব, ব্রজপুরতঃ পুরতঃ পুরতো নিষ্ক্রান্তাঃ ॥

২০। এবং তা ব্রজসুন্দর্যঃ কৃষ্ণগ্রহগ্রস্তা ইব ব্রজপুরতো ব্রজপুরাৎ পুরতঃ পুরতোঽগ্রতোঽগ্রতো নিষ্ক্রান্তা ইত্যন্বয়ঃ। একেনৈব সূত্রেণ গুম্ফনকৃতো গ্রন্থনকল্পিতঃ প্রপঞ্চো বিস্তারো যাসাং তাদৃশ্যঃ পঞ্চালিকাবিততয় ইবেতি গতিমত্ত্বেঽপি জাড্যং ব্যঞ্জিতম্। সমে তুল্যে সময় এব সমানাস্তুল্যা এব কৃতির্ব্যাপারো যাসাং তাঃ। কিং পরস্পরদৃষ্ট্যা ? ন হি ন হীত্যাহ—জ্ঞানকৃতো যোগঃ সঙ্গমস্তদ্রহিতাঃ, অবুদ্ধিপূর্বকতয়ৈবেত্যর্থঃ। অতএব পরস্পরং ন পরাজ্ঞাতো গমনোদ্যমোঽপি যাভিস্তাঃ ! ননু তাসাং স্বপ্রতিপক্ষগতেষ্টানিষ্টবাধক সাধক স্বভাবানামজ্ঞানমেব ভদ্রম্ ? নৈবম্, তদানীং পরমানন্দসম্মর্দেন তাসাং তাদৃশভাবাচ্ছাদনাদিত্যাহ—পরস্পরং ন পরাহতা বাসনা যাভিস্তাদৃশা অপি, যতঃ কৃষ্ণগ্রহেণ গ্রস্তাঃ, অতস্তেন নোদ্যং শীঘ্রমাগচ্ছতেতি মুরল্যা প্রেরণমেব আ সম্যগ্ ধারয়িতুং ক্ষমাঃ। কুলাঙ্গনানাং পতি-শ্বশ্রূ আদি তর্জনকলিলান্তরাণাং তথাভাবে কো হেতুরিতি চেৎ প্রেমৈবেতি সিদ্ধান্তয়ন্ সৌন্দর্যমপি বর্ণয়তি—দ্যোত ইতি। দ্যোতো গগনাৎ সকাশাৎ ধরামাগত্য চপলা বিদ্যুত ইব দ্যোতেন প্রকাশেনোজ্জ্বলাঃ; "প্রকাশো দ্যোত আতপঃ" ইত্যমরঃ। গত্যা অনবস্থে, অবস্থিতির্মর্যাদা তদ্রহিতে দুষ্পার ইত্যর্থঃ। নব স্থেমা স্থৈর্যং যস্য তস্মিন্ প্রেমণি বিশৃঙ্খলাঃ শৃঙ্খলারহিতাঃ সম্পূর্ণপ্রবেশবত্য ইত্যর্থঃ। বহুধাঽনুভূতচরাঙ্গসঙ্গেঽপি শ্রীকৃষ্ণে তদৈব কথমিয়াংশ্চিত্তাবেশ ইতি চেত্তত্র নবনবোল্লাসকত্বলক্ষণোঽনুরাগ এব কারণমিতি বদন্ বর্ণিতমপি সৌন্দর্যং বিভক্তাবয়বতয়া বোধয়তি—বলবতেতি। অনুরাগ এব সমীরণঃ পবনস্তস্যেরণেন প্রেরণেন ক্ষেপণেনেতি যাবৎ। তাসাং তদানীমাবেগাখ্যঃ সঞ্চার্যেব তৎসূচকঃ প্রাভবদিতি ব্রুবন্ সৌরভ্যসৌকুমার্যে অপি জ্ঞাপয়তি—সম্ভ্রমেতি। সম্ভ্রম আবেগঃ, স এব ভ্রমন্মদেনানবতিষ্ঠন্, অনেকপো হস্তী। তেন কথম্ভুতেন ? উন্নতং সাহসং যস্মাৎ, তাদৃশো য উৎসাহস্তেন সোঽসূচ্যমানেনাতিশয়েন ব্যজ্যমানেন। অনুরাগব্যঞ্জকৌৎসুক্যমপি দুর্বারমভূদিত্যাহ—উৎকণ্ঠা এব দেবতাঽবতারিতা ধৃতাবতারাঃ; তারকাদিত্বাদিতচ। বষ্টিভাগুরীত্যকারলোপঃ। উৎকণ্ঠাঃ মূর্তেবেত্যর্থঃ ॥

অভিসার-শোভা ঃ

২০। এরূপ অবস্থায় একই সময়ে কর্মানুষ্ঠানযুক্তা, পরস্পর জ্ঞানকৃত মিলন রহিতা, পরস্পর বাসনা বাধা প্রাপ্ত না হলেও পরস্পর গমনোদ্যম বিষয়ে জ্ঞানহীনা ও মুরলীর সংকেত অবধারণে সক্ষমা ব্রজসুন্দরীগণ কৃষ্ণগ্রহগ্রস্তের মতো ব্রজপুর থেকে আগে আগে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন —একই সূত্রে গ্রথিত প্রসরণশীল পুত্তলিকাশ্রেণীর মতো, আকাশ থেকে ধরায় এসে চমকোজ্জ্বল মেঘহীনা-অবস্থিতি-মর্যাদা রহিতা অর্থাৎ দুষ্পার ও নবস্থৈর্যবিশিষ্টা প্রেমে বিশৃঙ্খলা চপলার মতো, হায় হায় বলবান্ অনুরাগ সমীরণে নিক্ষেপিত হয়ে বিভঙ্গ অবস্থায় চালিতা কনকলতার মতো, উন্নত সাহসের আকর উৎসাহে অতি বীজিত আবেগরূপ মদে ঢুলু ঢুলু হস্তীদ্বারা উন্মথিতা স্থলকমলিনীর মতো এবং উৎকণ্ঠারূপ দেবতার ধৃতাবতারের মতো।

২১। কনকপ্রভা ইব মরুদাধূনিতা নিতান্তমহসো মহসোষ্যমাণৌজ্জ্বল্যাঃ সঞ্চারিণ্যো দীপকলিকা ইব, অনুরাগরাগবেপমানাপমানাশঙ্কাস্তরয়া রয়ালোলকুণ্ডলাকুণ্ডলাবণ্যাঃ যুগপদেকপদে কমনীয়ে কৃতাভিযোগাস্তস্মিন্নেব মুরলীধ্বন্যধ্বন্যনুসস্রুঃ ॥

২২। তত্র চ তাসামনেকপ্রকারতয়া প্রসিদ্ধৌ সিদ্ধৌষধিবৎ কাশ্চিদনূঢ়া নূঢ়াজ্ঞাঃ পিত্রোর্মুদং সদোহয়ন্ত্যো দোহয়ন্ত্যো গাস্তদ্দোহনং বিহায় বিহায়সেব যযুঃ ॥

২৩। কাশ্চিত্তথৈব তা বতালমধিশ্রয়ণীমধি শ্রয়ণীয়ং সংযাবকমারোপিতমনবতার্য্য ন বতার্য্যতমেনৌৎকণ্ঠ্যেন নির্যযুঃ ॥

২১। ততশ্চ পুরান্নিষ্ক্রান্তাস্তা বর্ত্মনি কান্তিসঙ্কুলতয়া লব্ধৈকীভাবা উৎপ্রেক্ষতে কনকপ্রভা ইতি বর্ণস্য পীতিমা, দীপকলিকা ইতি বস্ত্বন্তরপ্রকাশকত্বমপ্যুক্তমা অনুরাগস্য রাগস্তৈক্ষ্ণ্যং তস্মাদ্‌বেপমানে কম্পমানে ইবাপমানাশঙ্কে নিন্দাভয়ে যাসাং তাঃ; রয়েণ বেগেনালোলাভ্যাং কুণ্ডলাভ্যামকুণ্ডলাণ্যবিক্লবানি লাবণ্যানি যাসাং তাঃ, 'কুড়ি বৈক্লব্যে'। যুগপদেবৈকস্মিন্ পদে শ্রীকৃষ্ণকৃতোঽভিযোগোঽভিসন্ধির্যাভিস্তাঃ ॥

২২। এবং সামান্যতোঽভিসারশোভামুপমায় পুনর্বিশেষতোঽপি তাসাং বিবিধভেদানাং ক্রমেণ বিবিধক্রিয়াকলাপপরিহারেণাভিসারমাহ—তত্রেত্যাদি।অনূঢ়াঃ কন্যাঃ; সিদ্ধৌষধিপক্ষে, ন বিদ্যতে ঊঢ়ং প্রাপণং যাসাং তাঃ; 'বহ প্রাপণে' ভাবক্তান্তম্। নু নিশ্চিতমেব, পিত্রোরূঢ়াজ্ঞা গৃহীতনিদেশাঃ, অতএব পিত্রোর্মুদং সদা উহয়ন্ত্যঃ, কেন কর্ম্মণা পিত্রোঃ সুখং স্যাদিতি নিতাং বিতর্কয়ন্ত্যঃ, অতএব তদানীমপি গা দোহয়ন্ত্যঃ, তদ্দোহনম্, ণ্যন্তাৎ ল্যুট্, ভাণ্ডপ্রদান-দুগ্ধগ্রহণবৎসবিমোচনাদিকং কর্ম ত্যক্তেইত্যর্থঃ। বিহায়সেব আকাশমার্গেণেব ॥

২৩। তাঃ প্রসিদ্ধাঃ; বতেতি বিস্ময়ে; অলমতিশয়েন, অধিশ্রয়ণীং চুল্লীমধি আরোপিতম্। কীদৃশম্ ? শ্রয়ণীয়ং

২১। (অতঃপর পুরের বাইরে রাস্তায় আসবার পর কান্তির সম্মেলনে একভাব প্রাপ্ত তাঁদের উৎপ্রেক্ষা হচ্ছে—)

অনুরাগের তীক্ষ্ণতায় নিন্দাভয় রহিতা ও ক্ষিপ্রতার বেগে চঞ্চল কুণ্ডলের দ্বারা অখণ্ড লাবণ্যবতী সুন্দরীগণ যুগপৎ সকলে একই কমণীয় লক্ষ্যে মন অভিনিবিষ্ট করে সেই মুরলীধ্বনির পথ অনুসরণ করে চললেন বায়ুতে কম্পিতা কনকপ্রভার মতো, অতিশয় তেজশালিনী - তেজে বর্ধিত ঔজ্জ্বল্যধারিণী - সঞ্চারিণী দীপ কলিকার মতো।

২২। (এইরূপে সামান্যভাবে অভিসারশোভা উপমাদ্বারা বলে পুনরায় বিশেষ ভাবে বিবিধ ভেদবিশিষ্টা গোপীদের বিবিধ ক্রিয়া কলাপ পরিত্যাগান্তে যে অভিসার, তা বলা হচ্ছে—)

সেই ব্রজপুরের অনেকপ্রকার প্রসিদ্ধ সুন্দরীদের মধ্যে কোনও কোনও সাধন সিদ্ধা - সিদ্ধৌষধি সম কন্যকা গোপী যাঁরা পিতা মাতার আদেশ পালনে তৎপরা বলে সদা তাকে তাকে থাকেন কোন্ কর্মে তাঁদের সুখ হবে আর সেইজন্যেই বেণুবাদনকালে গাভী দোহনরতা ছিলেন, তাঁরা ভাণ্ডপ্রদান দুগ্ধগ্রহনাদি কর্ম ত্যাগ করে আকাশ মার্গে যেন উড়ে চললেন।

২৩। তৎপ্রকারেই কোনও কোনও প্রসিদ্ধা কন্যকা গোপী হায় হায় প্রজ্জ্বলিত চুল্লির উপর স্থাপিতহাতা দিয়ে সেব্য গমকণার অন্ন না নামিয়েই ঝেড়ে ফেলার সামর্থ্যের বাইরে চলে যাওয়া উৎকণ্ঠায় বেরিয়ে

২৪। কাশ্চিদপরাঃ কৌতুকোরপি পরিবেষয়ন্ত্যো গবেষয়ন্ত্যো গমনপথমেব পরিবেষণমপহায় হা যত্নেনৈব নির্জগ্মুঃ॥

২৫। কাশ্চন তা ইতরা ইতরাপত্যানি কৌতুকেন কেনচিৎ গব্যং পয়ঃ পায়য়ন্ত্যো দ্রুতমেব তান্যপত্যান্যপহায় ভূমৌ দুদ্রুবুঃ॥

২৬। কাশ্চন পূর্বমুনিরূপা রূপান্তরমাসাদ্য নিরাকুলগোকুলগোচরা গোপবধূতাং ধৃতাংহস্তেন প্রাপ্য পতিমত্যো মত্যোঢ়কৃষ্ণানুরাগাঃ পতীন্ শুশ্রূষমাণাস্তদপি পতিশুশ্রূষণমপহায় হায়নাধিকমেব তং ক্ষণং মন্যমানা নিশ্চক্রমুঃ॥

২৭। কাশ্চন তা অভ্যবহরন্ত্যো হরন্ত্যো হৃদয়মন্যোন্যমন্যোন্যপরিহাসেন ঝটিতি তমভ্যবহারং হারং হারমেব নিরগুঃ॥

দর্বীচালনাদিনা শ্রয়িতুং যোগ্যম্। নবতার্থতমেন ন হ্ববতারয়িতুং শক্যতমেন, অবেত্যস্যাকারলোপঃ॥

২৪। পরিবেশয়ন্ত্য এব কৌতুকপরি বেণুশ্রবণকৌতুকানন্তরং গমনপথং গবেষয়ন্ত্যোঽন্বেষয়ন্ত্য ইতি তত্রাগ্নতাং গুরুজনানাং মণ্ডলীতস্তৎপথস্য দৌর্লভ্যাৎ, অতত্রব হা ইতি পীড়ায়াম্॥

২৫। অপত্যানি তানি ভুমাবপহায়েতি পল্যঙ্কাদৌ স্থাপনে বিলম্বোঽপি সোঢ়ুমশক্য ইতি ভাবঃ॥

২৬। রূপান্তরং স্ত্রীস্বরূপম্; ধৃতাংহস্তেন খণ্ডিতভক্ত্যন্তরায়ত্বেন গোপবধূতাং গোপনারীত্বং প্রাপ্য মত্যা বুদ্ধ্যোঢ়ঃ কৃষ্ণানুরাগো যাভিস্তাঃ, পতি-শুশ্রূষণং কোষ্ণোদক- প্রদানাদিকম্॥

২৭। হারং হারং ত্যক্ত বা ত্যক্ত্বা॥

গেলেন।

২৪। পরিবেষণরতা অপর কেঁউ কেঁউ বেণুশ্রবণ কৌতুকের সঙ্গে সঙ্গে পরিবেষণ ছেড়ে দিয়ে হায় হায় বের হবার পথ খুঁজে নিয়ে যত্নপূর্বক বেরিয়ে গেলেন।

২৫। অন্য কোনও কোনও কন্যকা গোপী যাঁরা অন্য কোনও বিবাহিতা নারীর শিশুদিকে কৌতুকের সহিত গোদুগ্ধ পান করাচ্ছিলেন, তাঁরা টক্ করে সেই শিশুদিকে মাটিতে ফেলে দিয়ে ছুটে চললেন।

২৬। কোনও কোনও গোপী যাঁরা পূর্বে দণ্ডকারণ্যবাসী মুনি ছিলেন, পরে স্ত্রীস্বরূপ লাভ করে শান্তির আধার গোকুল-আশ্রয়িনী হয়েছিলেন এবং ভক্তির অন্তরায় চলে যাওয়ায় ব্রজগোপের বধূত্ব প্রাপ্ত হয়ে পরকীয়া ভাবের কৃষ্ণানুরাগ হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন, তাঁরা সেই বংশীধ্বনিকালে পতি-শুশ্রূষায় রতা থাকলেও সেই ক্ষণটিকে বর্ষকালের মতো দীর্ঘ মনে করে এই শুশ্রূষা ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

২৭। এই মুনিচরী গোপীগণের মধ্যে কেঁউ কেঁউ আবার ভোজন করছিলেন এবং ভোজন-অবসরে পরস্পর পরিহাসে একে অন্যের মন হরণ করছিলেন। এঁরা ঝটিতি সেই ভোজন ছেড়ে ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন।

২৮। অথ যথাশ্রুতি শ্রুতিরূপা অপি সখীভিরনুলিপ্যমানৈকস্তনাঃ স্তনান্তরানুলেপপঙ্কাপক্ষালনেনৈব দ্রুততরং বহিরীয়ুঃ ॥

২৯। কাশ্চন তা এবাঙ্গসংস্কারকারণমুদ্ঘটিতবঞ্চুলিকয়ালিকয়া মৃজ্যমানতনবো নাবাত্তমবয়সস্তথৈব তদসংস্কার কারং কারমেব নির্যাতাঃ ॥

৩০। নিত্যসিদ্ধাঃ সিদ্ধানুরাগাস্তু বস্ত্রাভরণবিপর্য্যাসপর্যাসক্তিসুশোভব্যগ্রা ভব্যগ্রামরূপাঃ সুরূপাঃ সুতরামেবাসন্ ॥

৩১। তথা হি- হারং শ্রোণিতটে মণীন্দ্ররসনা বক্ষোজয়োর্নূপুরে
দোষ্ণোরঙ্গদমঙ্ঘ্রিপদ্মযুগলে কেশেষু নীবের্মণিম্।

২৮। শ্রুতিরূপাঃ শ্রুতিচর্যঃ, যথাশ্রুতি শ্রুতিমনতিক্রম্য বহিরীয়ুঃ, যদবস্থতয়া বংশীং শুশ্রুবুস্তদবস্থতয়ৈব বহির্যযুরিত্যর্থঃ। স্তনান্তরস্যানুলেপপঙ্কে অপক্ষালনেনৈব প্রথমং যৎ ক্ষালনং তেন বিনৈবেত্যর্থঃ। চিত্রনির্মাণপক্ষে বিলম্বহেতোস্তাসামসম্মত্যা, অনুলেপপক্ষে সম্মত্যাপি ন তস্য সম্পূর্ণত্বমিত্যর্থঃ ॥

২৯। অঙ্গসংস্কারকারণমঙ্গোদ্বর্তনাদিনিমিত্তম্। আলিকয়া সখ্যা তদঙ্গমসংস্কারং স্নানাদিসংস্কাররহিতং কারং কারং কৃত্বা কৃত্বা বিক্ষিপ্য বিক্ষিপ্যেতি বা ॥

৩০। এবং সাধনসিদ্ধানামুক্তলক্ষণানামুত্তরোত্তরমুখ্যানাং তাদৃশপ্রেম্ণৈব লৌকিক-বৈদিক-দৈহিক কৃত্যোপরমো নিত্যসিদ্ধানাং তু তত্র কৈমুত্যমেবোপপাদশয়তীতি তমপ্রোচ্য তাসামনুরাগোত্থমাবেগাখ্যসঞ্চারিণং বিভ্রমালঙ্কারলিঙ্গেনাহ—নিত্যসিদ্ধা ইতি। বস্ত্রাভরণানাং বিপর্যাসস্য যা পর্যসক্তিস্তয়ৈব শোভনাঃ শোভা যাসাং তাশ্চ তা ব্যগ্রাশ্চেতি তথা তাঃ, ভব্যস্য মঙ্গলস্য গ্রামরূপাঃ ॥

২৮। অতঃপর সখীগণদ্বারা যাঁদের এক স্তনে চন্দনাদি অনুলেপন লাগান হচ্ছে, কিন্তু অন্য স্তনে প্রথম ধোয়ার কাজই হয় নি, সেই শ্রুতিচরী গোপীগণ যে অবস্থায় ছিলেন সেই অবস্থাতেই বেরিয়ে পড়লেন বংশীধ্বনি শোনা মাত্র।

২৯। ঐ শ্রুতিচরীগণের মধ্যে কোনও কোনও নব উত্তমবয়সের গোপী যাঁদের বঞ্চুলিকা খুলে নিয়ে সখীগণ অঙ্গ মার্জনা করছিলেন তাঁরা বংশীনাদ শুনামাত্র সেই সংস্কারকার্য সমাপ্ত করতে না দিয়ে দিয়েই অতিদ্রুতপদে বেরিয়ে গেলেন।

নিত্যসিদ্ধাদের ভাববৈশিষ্ট্যের বর্ণন

৩০। (এইরূপে উক্ত লক্ষণে উত্তরোত্তর মুখ্যা সাধনসিদ্ধাগণের তাদৃশ প্রেমের দ্বারা লৌকিক-বৈদিক-দৈহিক কৃত্যের উপরম বলাতে নিত্যসিদ্ধাদের পক্ষে উহা কৈমুতিক ন্যায়েই প্রতিপাদিত হয়ে গিয়েছে। তাই তাঁদের সেই অকথিত অনুরাগোত্থ আবেগাখ্য সঞ্চারীভাব বিভ্রম-অলঙ্কার-চিহ্নের দ্বারা বলা হচ্ছে—)

বস্ত্রাভরণের ওলট-পালটা পরিধানেও অতিশয় শোভনা হয়ে উঠেন যাঁরা সেই মঙ্গল পুঞ্জ রূপা-সুরূপা সিদ্ধানুরাগবতী নিত্যসিদ্ধা গোপীগণ অতিশয় ত্বরান্বিতা হয়ে উঠলেন —

৩১। তথা হি — হার শ্রোণিতটে আর মণীন্দ্র - ঘন্টিমেখলা স্তনোপরি, নূপুর বাহুযুগলে আর অঙ্গদ

নীবৌ কেশমণিং দধুর্মৃগদৃশো মন্যে প্রমোদোদয়া-
দঙ্গান্যেব পরস্পরং বিদধিরে হর্ষপ্রসাদোৎসবম্ ॥

৩২। অক্ষোরেকমনঞ্জিতং চরণয়োরেকোঽভবল্লাক্ষয়া
রক্তঃ কুঙ্কুমকর্দমেন কুচয়োর্নৈকঃ সমালেপিতঃ।
স্বাভিঃ কান্তিভিরেব হন্ত সুদৃশামেতানি গাঢ়ং বভু-
র্লাভোঽয়ং তু বিশেষ এব যদিয়ং রাগোদয়ব্যঞ্জনা ॥

৩৩। কাসাঞ্চন— উত্তরীয়মপি চান্তরীয়তা-,মন্তরীয়মপি চোত্তরীয়তাম্।
যজ্জগাম কিমভূৎ পরস্পরং, পূজনং তদিব নূনমঙ্গয়োঃ ॥

৩৪। কিঞ্চ, শ্রোণীভরস্খলিতকাঞ্চনকাঞ্চিদাম, মঞ্জীরহীরশিখরানুষজদ্গুণাগ্রম্।
কর্ষন্ত্য এব কতমা বিবভুর্ব্রজন্ত্যো, মাতঙ্গিকা ইব বিশৃঙ্খলশৃঙ্খলাগ্রাঃ ॥

৩১। হর্ষপ্রসাদোৎসবং বিদধিরে ইতি স্বেষাং প্রেষ্ঠাঙ্গসঙ্গসম্বন্ধেন ভাবিনীং সুখসমৃদ্ধিং মুরলীমুখাদিব শ্রুত্বেতি ভাবঃ ॥

৩২। এতান্যঙ্গানি। রাগোদয়ব্যঞ্জনেতি কৃষ্ণেন স্বয়মেবানুভবিষ্যমাণত্বাৎ ॥

৩৩। পূজনং সখ্যময়সম্মাননম্ ॥

৩৪। মঞ্জীরস্য হীরশেখরেঽনুষজদ্বেষ্টনেন পরিষ্বজদ্গুণাগ্রং ডোরাগ্রভাগো যস্য তথাভূতং কাঞ্চীদাম কর্ষন্ত্য এব বিবভুঃ;ক্ষণমাত্রস্থিত্যাপ্যুদ্গ্রন্থনে বিলম্বসহনাশক্তের্মাতঙ্গিকা অনুকম্পিতহস্তিন্যঃ ; বিশৃঙ্খলং বিগতবন্ধং শৃঙ্খলাগ্রমন্দুকা· গ্রভাগো যাসাং তাঃ ॥

পাদপদ্ম যুগলে, কেশে কটির মণি আর কটিতে কেশমণি ধারণ করলেন মৃগনয়নাগণ। মনে হচ্ছে প্রমোদের উদয় হেতু অঙ্গ সমূহ পরস্পর হর্ষ প্রসাদোৎসবে মেতে উঠেছে।

৩২। নয়নযুগলের একটি কাজলহীন, চরণযুগলের একটি আলতা পরানো, স্তনযুগলের একটি রক্তকুঙ্কুমকর্দমে সমালেপিত —এ অবস্থাতে সুনয়নাদের সকল অঙ্গ নিজের কান্তি দ্বারাই হায় হায় উজ্জ্বল হয়ে রইল। লাভের মধ্যে বিশেষ লাভতো এই হল যে এই অবস্থা তাঁদের অন্তরে উদিত অনুরাগ কৃষ্ণের নিকট প্রকাশ করে দিলো।

৩৩। এদের মধ্যে কারো কারো ক্ষেত্রে – বহির্বাস উত্তরীয়াদি হয়ে গিয়েছে অন্তর্বাস এবং অন্তর্বাস সেমিজাদি হয়ে গিয়েছে বহির্বাস—মনে হচ্ছে এ যেন দু অঙ্গের সখ্যময় সম্মাননা।

৩৪। আরও, কতজনের তো শ্রোণীভার থেকে স্খলিত ঘন্টিমেখলারজ্জুর অগ্রভাগ পায়ের নূপুরের হীরকময় চূড়ায় জড়িয়ে গিয়েছে। তাঁরা চলছেন মাটিতে উহা ছেঁচড়িয়ে ছেঁচড়িয়ে। দেখে মনে হচ্ছে যেন শৃঙ্খল-মুক্তাহস্তিনী শৃঙ্খলাগ্র ছেঁচড়িয়ে ছেঁচড়িয়ে চলছে।

৩৫। কিঞ্চ, প্রস্থানবেগশিথিলাং করকুড্মলেন, ধৃত্বৈব নীবিমপরা চপলং চলন্তী।
তৎকালনাভিবিবরোদয়দজ্ঞকোষাং, নারায়ণস্য বপুষঃ সুষমাং বিজিগ্যে ॥

৩৬। কৃত্বৈকপাদকমলেঽনুচরীকৃতার্দ্রৈ, লাক্ষারসৈঃ সরণিমেকত এব শোণাম্।
যান্ত্যা কয়াচন হরার্দ্ধশরীররূপা, শৈলাধিরাজতনয়া নিতরাং বিজিগ্যে ॥

৩৭ ক্বাচিদ্বিরাজত বধূরনুকূলবাত-, ধুতোত্তরীয়সিচয়াঞ্চলমাচলন্তী।
সঞ্চারিণী স্বয়মনঙ্গরহঃ-পতাকা-, লক্ষ্মীরিবোত্তমশরীর-পরিগ্রহেণ ॥

৩৮। কিঞ্চ, কাস্যাশ্চন— একাঙ্ঘ্রি পঙ্কজতলে বিনিবেশিতস্য
বিচ্ছিন্ন ত্রব নিনদোঽজনি নূপুরস্য।
মূকেন সাকমতিবাদিনি বাবদূকে
বাদঃ পরং ভবতি হি প্রতিবাদহীনঃ ॥

৩৯। কিঞ্চ, বামে দোষ্ণি দধেঽঙ্গদং কতময়া নান্যত্র যৎসম্ভ্রমাৎ
সৌভাগ্যাতিশয়প্রকাশনকৃতে তদ্বৈ জয়শ্রীরভূৎ।

৩৫। তস্মিন্ কালে নাভিবিবরাদুদয়ন্নজ্ঞকোষো যস্যাং তাং সুষমাং শোভাং স্বনাভেরুপরি ধৃত-নীবিডোরকস্য স্বকরকমলস্য শোভয়া বিজিগ্যে জিতবতীত্যর্থঃ ॥

৩৬। একস্মিন্ পাদকমলে বামেঽনুচর্যাঃ কৃতা যে আর্দ্রলাক্ষারসাস্তৈঃ সরণিম্, একত একপার্শ্বে এব শোণাং কৃত্বা যান্ত্যা। হরার্ধেতি হরস্যাপি বামশরীরার্ধং পার্বতী, অতএব বামে পাদ এব লাক্ষারসঃ, ন তু দক্ষিণে ॥

৩৭। অনুকূলেতি ক্রিয়াবিশেষণম্ ॥

৩৮। বিচ্ছিন্ন এবেতি দ্বিতীয়নূপুরসদ্ভাব এবোত্তরপ্রত্যুত্তরবদ্ধ্বন্যবিচ্ছেদো ভবতীত্যর্থঃ ॥

৩৯। দোষ্ণি ভুজে তদ্ধারণমেব জয়শ্রীরুৎকর্ষসম্পত্তির্দৃশ্যতে চ লোকে শৌর্যবীর্যাদ্যহঙ্কারবতামেকরত্নবলয়াদিমত্ত্বং

৩৫। আরও, অপর কেঁউ কেঁউ প্রস্থানবেগে শিথিল নীবি করকমল কলিকায় ধরে চঞ্চল ভাবে চলতে চলতে নাভির উপরে নীবীডোর ধরা করকমলের শোভায় ব্রহ্মার জন্মকালে উদীয়মান কমলকুঁড়িযুক্ত নারায়ণবপুর সুষমাকে পরাজিত করে দিচ্ছিলেন।

৩৬। বামপদকমলে দাসীকৃত কাঁচা আলতায় পথের এক অর্ধ রক্তবর্ণে রাঙ্গিয়ে যেতে যেতে কোনও কোনও গোপী হরের অর্ধাঙ্গীরূপা হিমালয়কন্যা পার্বতীকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করে দিচ্ছিলেন।

৩৭। কোনও বধূ অনুকূল বাতাসে উত্তরীয়-অঞ্চল উড়িয়ে চলতে চলতে প্রতীতি জন্মাচ্ছিলেন, যেন অনঙ্গের সঞ্চারিণী রহোপতাকা-শোভা স্বয়ং সুন্দর শরীর পরিগ্রহ করে শোভা পাচ্ছে।

৩৮। আরও, কোনও কোনও গোপীর এক পদপঙ্কজতলে পরিহিত নূপুরের ধ্বনি উঠল ভাঙ্গা ভাঙ্গা বিচ্ছিন্ন ভাবে। বোবার সহিত অতিবক্তা বাচালের কথা যে কেবল প্রতিবাদহীন হয়ে থাকে, এতো প্রসিদ্ধই আছে।

৩৯। আরও, কোনও কোনও গোপী ব্যস্ততা বশতঃ শুধুমাত্র বামভুজে অঙ্গদ ধারণ করে চললেন,

তেনাঙ্গান্যখিলানি সংশুশুভিরে তস্যা ন দিব্যৌষধেঃ
শাখাদ্যোতনতঃ সমস্তবপুষঃ কিং জায়তে দ্যোতনম্ ॥

৪০। কিঞ্চ, কর্ণাভ্যাং যদপি শ্রুত স মুরলীক্বাণঃ কলানাং নিধে-
র্বামং কাঞ্চন-কুণ্ডলেন তদপি প্রাঞ্চ কর্ণং পরা।
দোষোঽস্যা ন স এব কিন্তু মুরলীক্বাণস্য তস্যৈব য-
চ্চিত্তস্য ভ্রমণং চকার সুতনোর্গন্তুং চ তেনে ত্বরাম্ ॥

৪১। এবং বিহায় নিজনিজ-ভবনং বনং জিগমিষূণামিষূণামানঙ্গীনাং পরাক্রমেণ ক্রমেণ বর্দ্ধমানমানস-বিকারাণাং কারাণাং চিরসঙ্গাদ্বিমুক্তানামিব পথি পথি মিলিতানামিতরেতরং তরঙ্গিতোৎকণ্ঠয়া কণ্ঠযাত জীবনানামিব তদানীমমূদৃশামমূ দৃশামতিচপলতাচকিততে ততে তাসামেব নিজনাথসঙ্গমমহামহারম্ভে দরদলদিন্দীবরবরদলময়ীং কুসুমবৃষ্টিমিব তেনাতে তেনাতেনে চ মঙ্গলমঙ্গলক্ষ্মীণামিব নিরাবাধম্ ॥

৪২। এবমিতরেতরেহি. বিভাগচ্ছং গচ্ছন্তীষু তাসু পতিভির্মুনিপূর্বাঃ পূর্বাহ্ণে ন্যরোধিষত। পিতৃভিঃ

যথা বলদেবস্য এককুণ্ডলিত্বম্, ন চ শোভাহানিরিত্যাহ— তেনেতি। দিব্যৌষধেঃ শাখামাত্রস্য দ্যোতনতঃ কিং সমস্তবপুষো দ্যোতনং ন জায়তে? অপি তু জায়ত এবেত্যর্থঃ ॥

৪০। কর্ণাভ্যাং দ্বাভ্যামেব শ্রুতঃ, ন কেবলমেকেন। বামেনেতি পারিতোষিকলাভো দ্বয়োরেবোচিত ইতি ভাবঃ। সমাদধাতি স এষ দোষো নাস্যাঃ, কিন্তু মুরলীক্বাণস্য তস্যৈবেত্যস্যাশ্চিত্তং ভ্রাময়তা তেন যস্মৈ যস্মৈ যদ্দাপিতম্, অনয়াপি তস্মৈ তদ্দত্তমিতি ভাবঃ ॥

৪১। অমূদৃশাং পথি পথি ইতরেতরং মিলিতানাং গোপীনাং দৃশাং দৃষ্টীনাং চপলতাচকিততে অমু কর্ত্রৌ কুসুমবৃষ্টিমিব তেনাতে বিস্তৃতবত্যৌ। কস্মিন্ কর্মণি? তাসামেব নিজনাথসঙ্গম এব মহামহো মহোৎসবস্তস্যারম্ভে ততে বিস্তৃতে। ইষূণামিত্যস্য বিশেষণম্। আনঙ্গীনামিতি অনঙ্গসম্বন্ধিনীনামিত্যর্থঃ; "ইষ্ দ্বয়োঃ" ইত্যমরঃ। ততশ্চ তেন কুসুমবৃষ্টিবিস্তারেণাঙ্গলক্ষ্মীণাং নিরাবাধং মঙ্গলমেবাতেনে ব্যস্তারি ॥

অন্যভুজ খালি রইল। ঐ একটি অঙ্গদই তাঁদের সৌভাগ্যাতিশয় প্রকাশকরণে জয়শ্রী হল — তাঁদের অখিল অঙ্গ অতি সুশোভিত করে তুললো। দিব্যৌষধির শাখা মাত্রের উজ্জ্বলতায়ই কি সমস্ত অঙ্গ উজ্জ্বলতায় ভরে উঠে না।

৪০। আরও, কলানিধির মুরলীধ্বনি যদিও দুটি কর্ণই শুনলো, তথাপি কাঞ্চনকুণ্ডলের দ্বারা একমাত্র কর্ণকেই পূজা করলেন অপর কোনও গোপী। এ পক্ষপাতিত্ব দোষ এঁর নয়। কিন্তু সেই মুরলীধ্বনিরই। কারণ এই মুরলীধ্বনিই তো সুন্দরীদের চিত্তকে উদ্‌ভ্রান্ত করেছে আর ত্রস্তে ব্যস্তে চলার প্রেরণা দিয়েছে।

৪১। এইরূপে নিজ নিজ গৃহ ছেড়ে বনে যাওয়ার ইচ্ছুক, অনঙ্গবাণের পরাক্রমে ক্রমবর্ধমান মানস-বিকারগ্রস্তা, কারাগারের চিরসঙ্গ থেকে বিমুক্তের মতো পথে পথে পরস্পর মিলিতা ও তরঙ্গিত উৎকণ্ঠায় যেন কণ্ঠগতপ্রাণা গোপীগণের দৃষ্টির অতি চপল চকিত চকিত চাহনি ছড়িয়ে পড়ে প্রতীতি জন্মাল যেন নিজ নিজ নাথের সঙ্গমরূপ মহামহোৎসব আরম্ভে প্রস্ফুটিত শ্রেষ্ঠ দলময় নীলকমলপুষ্পবৃষ্টির ধারাপাত হচ্ছে।

মুনিপূর্বা বধূগণের অবরোধন ও কৃষ্ণপ্রাপ্তি ঃ

৪২। এইরূপে পরস্পরের অভিলষিত বিচ্ছেদনাশ যাতে হয় সেই ভাবে অভিসার রতা তাঁদের মধ্যে

কুলবধ্বাঃ কুলকন্যায়েন ভ্রাতৃবন্ধুভিরন্ধুভিরতিমোহানামিব শ্রুতিপূর্বা অপি ন্যবার্ধ্যন্ত ॥

৪৩। পর্যন্তপথমনুরাগস্য বহন্ত্যো হন্ত ন কাশ্চিদপি নিবর্ত্তয়িতুং শেকিরে, চকাশিরে চ কামং তা এব গোবিন্দানুরাগেণ ॥

৪৪। নিত্যসিদ্ধাস্তু তাঃ স্তুতা এব সর্বতোভাবেন ভাবেন জনেন মোহিতা নামা হি তাভ্যঃ ॥

৪৫। অথ মুনিরূপাণাং দ্বৈধভাবতো ভাবতোঽপৃথক্ত্বেঽপি কাশ্চিদনুরাগবিজিতবিকষা বিকষায়াস্তথাবিধ - সুকৃতকৃত - ভগবদঙ্গসঙ্গসম্ভাবন - সুভগম্ভাবুক - ভাবুকতয়া নিরাবাধমেব বিহায় ভবনং বনং যযুঃ ॥

৪২। অথাসাং স্বজননিরোধবিনির্গমৌ ব্যবস্থয়া যথাযোগমাহ—ত্রবমিত্যাদিনা। ইতরেতরমীহিতা ঈপ্সিতা বিভাগস্য বিচ্ছেদস্য ছা ছেদো নাশো যত্র, তদ্‌যথা স্যাত্তথা গচ্ছন্তীষু ; 'ছো ছেদনে'। তাসু মধ্যে মুনিপূর্বাঃ পূর্বাহ্নে পুর্ধাবাহ্যে প্রদেশে। কুলকন্যায়েন সম্বন্ধন্যায়েন ; "কুলকস্তু পটোলে স্যাৎ সম্বন্ধে শ্লোকসংহতৌ" ইতি মেদিনী। অন্ধুভিঃ কূপৈঃ ; "পুংস্যেবান্ধুপ্রহী কূপঃ" ইত্যমরঃ ॥

৪৩। নিবর্ত্তয়িতুং ন শেকিরে, ন শক্যা অভবন্, অতস্তা এব কামং স্বচ্ছন্দং চকাশিরে ; 'কাশৃ দীপ্তৌ'। অনুরাগস্য পরিপাকাদ্‌বিঘ্নৈরশক্যাভিভবা ইত্যর্থঃ ॥

৪৪। নিত্যসিদ্ধাস্তু ভাবেনোজ্জ্বলনীলমণ্যুক্তদিশা অনুরাগাদপ্যুপরিকক্ষারূঢ়েন মহাভাবেন হেতুনা মোহিত লব্ধমোহা জনেন স্তুতা এব তাঃ কেন বা নিরোদ্ধুং শক্যন্ত ইতি ভাবঃ। যদ্যপি সাধনাসিদ্ধা অপি সর্বা মহাভাববত্য এব, তথাপি তাসাং ক্রমেণ তত্তৎসঙ্গবশাদেব তথাভূতত্বম্, নিত্যসিদ্ধানাস্তু উৎপত্ত্যৈবেতি স্পষ্ট এবোৎকর্ষ ইতি ভক্ত্যুদ্রেকেণ প্রণমন্নাহ—নম ইতি ॥

৪৫। অথ কাশ্চিন্নির্গমাশক্তা নিরুদ্ধা এব বভূবুরিতি তাসাং স্বরূপং নিরোধে কারণঞ্চ বক্তুং তৎসজাতীয়া অন্য লব্ধাভিসারস্ততো মুখ্যতয়া বিভজন্ প্রথমমাহ - দ্বৈধভাবতো মুখ্যা মুখ্যতয়া দ্বিবিধাত্বেনেত্যর্থঃ। ভাবতো ভাবেনোপপত্যভাবনাময়েনাপৃথক্ত্বেঽপি তুল্যত্বেঽপি কাশ্চিন্মুখ্যা বিকষায়াঃ পূর্বসাধনোদ্রেকেণ পর কষায়াঃ,খণ্ডিতপ্রাকৃতত্বাপাদকবিবিধান্তরায়া ইত্যর্থঃ, অতএবানুরাগেণ বিজিতা বিকষা বিঘ্নাঃ ; পক্ষে, মঞ্জিষ্ঠা চ যাভিস্তাঃ ; 'কষ্ হিংসায়াম্'; "মঞ্জিষ্ঠা বিকষা জিঙ্গী" ইত্যমরঃ। তথাবিধেন সুকৃতেন সাধনভক্তিযোগসুপরিপাকেণ কৃতা ভগবদঙ্গসঙ্গে সম্ভাবনা যস্মাত্তাদৃশং সুভগম্ভাবুকং সুভগীভবদ্‌ভাবুকং মঙ্গলং যাসাং তাসাং ভাবস্তত্তা তয়া।

মুনিপূর্বা বধূগণ পতিদের দ্বারা পুরের বাইরে অবরুদ্ধা হলেন। কুলকন্যাগণ সম্বন্ধন্যায়ে অতি মোহের কূপস্বরূপ পিতাভাইবন্ধুগণের দ্বারা শ্রুতিপূর্বা হয়েও অবরুদ্ধা হয়ে পড়লেন।

৪৩। এদের মধ্যে যাঁরা অনুরাগ পথের সীমা হৃদয়ে ধারণ করছেন, হায় হায় তাঁদের কেউ অবরুদ্ধ করতে সমর্থ হল না। তাঁরা গোবিন্দের অনুরাগে জ্বলজ্জ্বল করতে লাগলেন।

৪৪। আর নিত্যসিদ্ধাগণতো মহাভাবের হেতু মোহপ্রাপ্ত জনদের দ্বারা স্তুতই হচ্ছিলেন। তাঁদের আবার কে অবরুদ্ধ করতে সমর্থ হবে। তাঁদের চরণে প্রণাম।

৪৫। অত:পর সিদ্ধান্ত বলা হচ্ছে — ভাবের জাতি বিচারে অপৃথক্ হলেও ভাবের পরিমান বিচারে মুনিরূপা গোপী দু প্রকার। এঁদের মধ্যে কোনও কোনও অন্তরায় শূন্যা মুখ্যা গোপী বিঘ্নজয় করে তথাবিধ

৪৬। কাসাঞ্চন তুষ্পচে পচেলিমদশাং গতবতি কষায়ে চরমা চরমাভাবদশাসৌ ভাগ্যবিশেষং বিদুষী সমাসেদুষী সমাসেন ফলোন্মুখ্যং যত্তজনি জনিমন্তরেণৈব, তদা শরীরন্তরেণৈব তাঃ কৃষ্ণমাসেদুঃ। যতো নিষ্কৃপত-য়োগ্রা বত পতয়োঽগ্রাবতরণতো ভবননিষ্ক্রমক্রমতঃ প্রাগেব দ্বারমারুধ্য স্থিতাস্তাসাং। গমনরঙ্গভঙ্গ - ভবৎপ্রযত্ন ভবন্তি স্ম॥

৪৭। তাশ্চ তদা তদারোধনং বীক্ষ্য কৃষ্ণমভিসর্ত্তুমক্ষমাঃ ক্ষমাসারাস্তস্মিন্নেবান্তর্গৃহেঽন্তর্গৃহেশ্বরস্য কৃষ্ণ-

---

৪৬। ততোঽবরাসান্ত তাদৃশ-সাধনোদ্রেকস্যাভূতচরত্বাদখণ্ডিতকষায়ত্বাৎ তাদৃশদেহেন ভগবদঙ্গসঙ্গো দুর্লভ ইত্যাহ—কাসাঞ্চনেতি। ন চ চিন্ময়ভূমৌ মাথুরমণ্ডলেঽপক্বকষায়াণাং জন্মৈব ন ভবতীতি বাচ্যম্,—শুদ্ধসত্ত্বময্যাং দেবকীদেব্যামপি ষড়্গর্ভসংজ্ঞকানাং জন্মশ্রুতেঃ, প্রপঞ্চগোচরায়ামবতার-লীলায়াং সিদ্ধসাধকয়োঃ প্রাপঞ্চিক জীবানামপি প্রবেশোভবতীতি সিদ্ধান্তস্য সাধিতত্বাৎ কিঞ্চাদাং তু নিত্যসিদ্ধাঙ্গনাগণসঙ্গাদ্ভাগ্যবিশেষ এবাভীষ্টনির্বাহকো দ্রুতমেবাভূদিত্যাহ—কষায়ে তুষ্পচে দুর্জরেঽপি বক্ষ্যমাণপ্রকারেণ- নিরোধজনিতৌকণ্ঠ্যধ্যানোত্থাভ্যাং দুঃখসুখাভ্যাং পচেলিমদশাং গতবতি সহসৈব স্বয়ং জীর্ণত্বং প্রাপ্তে সতি তদ্দেহস্যাসিদ্ধত্বাৎ তাসাং যদি চরমা দশমী-ভাবস্য দশাঽজনি, তদাপি পুনর্জনিং, বিনাপি তাঃ কৃষ্ণমাসেদুঃ। সা দশা কথম্ভূতা চরা চপলা মা শোভা যস্যাং সা; যদ্বা, ভাবিমঙ্গলসূচনার্থমিব তদাপ্যচলা স্থিরৈব শোভা যস্যাং সা। ননু রাসোৎসবারম্ভে তস্যা অমঙ্গলময্যা দশায়াস্তত্র প্রবেশে শক্তিরিত্যত আহ—ভাগ্যবিশেষং বিদুষী জানতী, যতঃ সমাসেন সংক্ষেপেণৈব মুখ্যং ফলোন্মুখ্যং শ্রীকৃষ্ণাঙ্গসঙ্গরূপে ফলে উন্মুখত্বমাসেদুষী প্রাপ্তবতী; যদ্বা, সৌভাগ্যবিশেষং বিদুষী জ্ঞাপয়ন্তী জ্ঞাপয়িতুম, অন্তর্ভাবিত-ণ্যর্থত্বাৎ! এতাঃ, স্বদেহমপি বিহায় মাং প্রাপ্তা ইতি ভাগবতা সৌভাগ্যবিশেষস্য দাস্যমানত্বাৎ। অন্যৎ সমানম্। উক্তমেবার্থমুক্তপো-ষন্যায়েন প্রপঞ্চয়তি—যত ইতি। নিষ্কৃপত্বেনোগ্রাঃ পতয়স্তাসাং ভবনান্নিষ্ক্রমে যঃ ক্রমস্তেনাগ্রাবতরণতোঽগ্রস্থসোপানাবল্যবরোহণতঃ প্রাগেব গমনরঙ্গস্য ভঙ্গে ভবন্নুৎপদ্যমানঃ প্রযত্নো যেষাং তে॥

৪৭। ক্ষমৈব সারো যাসাং তা ইতি তদাপি তান্নুদ্দিশ্য দুর্বচনমাত্মহত্যাং বা ন চক্রুরিত্যর্থঃ। অন্তর্গৃহে গৃহমধ্যে

সাধন ভক্তিযোগ সুপরিপাকের সহিত সম্পন্ন করে ভগবৎ-অঙ্গসঙ্গ-সম্ভাবনা-উৎপাদিকা অনুকূল ভাবনা চাতুর্যে সচ্ছন্দ ভাবে গৃহ ছেড়ে বনে চলে গেলেন।

৪৬। (এরপর অমুখ্যা কোনও কোনও গোপীর তাদৃশ সাধনের অনুদ্রেকে কষায় না চলে যাওয়ায় তাদৃশ দেহের দ্বারা ভগবদঙ্গসঙ্গ দুর্লভ হল, তাই বলা হচ্ছে — 'কাসাঞ্চনেতি'। এঁদেরও কিন্তু নিত্যসিদ্ধা গোপীগণের সঙ্গপ্রভাবে প্রাপ্ত ভাগ্যবিশেষই অভীষ্ট নির্বাহক হয়ে থাকে দ্রুত, তাই বলা হচ্ছে 'কষায়ে দুষ্পচে')।

অমুখ্যা কোনও কোনও গোপীর কষায় দুর্জর হলেও উহা বক্ষ্যমান প্রকারে নিরোধজনিত উৎকণ্ঠায় ধ্যানোত্থ সুখদুঃখের দ্বারা সহসাই স্বয়ং জীর্ণত্ব প্রাপ্ত হলে দেহের অসিদ্ধতা হেতু যদি চরম দশমী ভাবের চপল শোভাময়ী দশা তাঁদের ভাগ্যবিশেষ জেনে সংক্ষেপেই কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গরূপ ফলে উন্মুখতা লাভ করল, তখন পুনর্জন্ম বিনাই দেহ ত্যাগমাত্রই কৃষ্ণের নিকট পৌঁছে গেলেন তাঁরা। কারণ, গৃহ থেকে বের হওয়ার পথে সম্মুখের সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গৃহ থেকে নিষ্ক্রমণের পূর্বেই নিষ্করুণ উগ্র পতিগণ দ্বার বন্ধ করে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন, ঐ গোপীদের গমনরঙ্গ ভঙ্গে প্রযত্নশীল হয়ে।

৪৭। তখন পতিদের সেই বাধা প্রদান দেখে কৃষ্ণের নিকট যেতে অসমর্থা- অতি সহিষ্ণু গোপীগণ

স্থানুধ্যাবিধ্যাবির্ভূতস্যৈব স্ফুরণানন্দনন্দবশাদুপভুক্ত সুকৃতপরঃসহস্রা দুঃসহসহবনগমনাভাবতো বিরহদুঃখদুঃখরতা দুঃখাতজীবনজ্বালয়া ক্ষীণ - সুকৃতেতর - তরস্বিকর্মাণঃ ক্ষীণবন্ধনাঃ সত্যো জারতয়া রতয়া ধিয়াধিযাত - পারবশ্যেন জাতনির্বেদা বেদান্বিষ্যমাণং কৃষ্ণমেকান্তকান্তভাবেন সদ্য এবাত্মানমাসাদয়িতুং সাদয়িতুং চ পারবশ্যদুঃখং নির্মোকমিব ভুজঙ্গস্য গুণোপদেহং দেহং বিমুচ্য কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গমঙ্গলমঙ্গলক্ষ্মী সৌভাগ্যং গুণরহিতং হি তং সমবাপ্য সদ্য এব তাভিঃ সহ সহর্ষমেব কৃষ্ণমভিসরন্তি স্ম ॥

৪৮। নৈতচ্চিত্রং রতিমতামত্তাদাত্ম্যং যদেতদহো রতিবাসনাসনাথানং বাসনাসনাতনত্বেন গুণো-

---

অন্তরন্তঃকরণমেব গৃহং তস্মেশ্বরস্থানুধ্যা অনুধ্যানং তস্যা বিধিনা আবির্ভূতস্য স্ফুরণে আনন্দস্য নন্দঃ সমৃদ্ধিস্তদ্বশাদ্বিরহদুঃখস্য যা দুষ্টা খরতা তীক্ষ্ণতা তয়া হেতুনা দুঃখাতা দুরুচ্ছেদা যা জীবনজ্বালা তয়া; 'খনু অবদারণে'। ক্ষীণবন্ধনাঃ, অত এব পক্ককষায়াঃ। অত্র সুকৃত-সুকৃতেতরশব্দাভ্যাং পুণ্যপাপে নোচোতে, কিন্তু ভগবৎস্ফূর্তি-তদুৎকণ্ঠে এবেতি কেচিদ্ব্যাচক্ষতে। যাবতীভ্যাঞ্চ তাভ্যাং বৃতাভ্যামেব প্রৌঢ়ভাবঃ সাধকঃ সিধ্যতি, তাবত্যোশ্চ তয়োঃ শনৈর্ভোগ্যয়োরপি সম্প্রতি যুগপদেব ভোগো জাত ইতি। পুণ্য-পাপয়োস্তু স্বস্বপ্রতিনিয়ত-ফলদাতৃত্বাৎ পাপস্য তু সুতরাং ভগবদ্বিরহময়-প্রেমস্ফোরকত্বাভাবাৎ, "ন কর্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে" ইতি পাদ্ম-কার্ত্তিকমহাত্ম্যানুসারেণ তাসাং সুতরাং তৎপ্রারব্ধজন্মত্বাভাবাৎ; যদ্বা, (ভং ১০। ৪৫) "গুরুপুত্রমিহানীতম্" ইত্যাদি-ন্যায়েন প্রারব্ধরক্ষণারক্ষণয়োঃ স্বপ্রেমবর্ধনবিদগ্ধ-শ্রীভগবদিচ্ছৈকময়ত্বমেবানুমননীয়মিতি। অধিযাতমধিগতমনুভূতং যৎ পারবশ্যং তেনাত্মানং প্রযোজ্যকর্ত্তারং কৃষ্ণং কর্ম আসাদয়িতুং প্রাপয়িতুং সাদয়িতুং খণ্ডয়িতুঞ্চ নির্মোকমিবেতি দেহত্যাগস্য প্রাতীতিকত্বমাত্রম্, ন তু বাস্তবত্বম্; যথা জরিতস্যৈব ভুজঙ্গস্য কণ্টকাদিপ্রতিবন্ধ এব নির্মোকমোচনমেব, ততো নিষ্ক্রমণমেব, ঔজ্জ্বল্য-তেজস্বিত্বনৈরুজ্যলাভ এব, তথৈবাসাং কৃষ্ণবিচ্ছেদ জরিতানামেব পতিকৃতপ্রতিবন্ধ এবেত্যাদিকং যোজনীয়ম্, গুণোপদেহং প্রাকৃত-সত্ত্বাদিগুণোপলিপ্তম্; 'দিহ প্রলেপে'। গুণরহিতমপ্রাকৃতং কল্যাণগুণময়মিত্যর্থঃ; সমবাপ্য প্রকটীকৃত্য ॥

৪৮। রতিমতাম্, অতএব রতিবাসনা-সনাথানাং জনানাং যদেতদত্তাদাত্ম্যং মোক্ষাভাবঃ, এতন্ন চিত্রমিত্যন্বয়ঃ।

ঘরের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানে মগ্ন হয়ে গেলেন। এই ধ্যানক্রমে অন্তঃকরণ- গুহায় স্ফুরিত আনন্দের আতিশয্যে তাঁদের পরসহস্র সুকৃতি উপভুক্ত হয়ে গেল। সকলের সঙ্গে একসঙ্গে বনে যেতে না পারাটা তাঁদের নিকট দুঃসহ হল। তাঁদের কৃষ্ণবিরহ-দুঃখ হয়ে উঠল অতিশয় তীক্ষ্ণ। এই ঝেড়ে ফেলার অযোগ্য জীবন জ্বালায় তাঁদের দুষ্কৃতি জনিত বেগবান্ কর্মপ্রবাহ ক্ষীণতা প্রাপ্ত হল। এর ফলে তাঁদের বন্ধন শিথিল হয়ে গেল। তখন তাঁরা জার ভাবের রতিতে বুদ্ধি-অনুভূত কৃষ্ণবশ্যতা দ্বারা সাক্ষাৎভাবে সদ্যই নিজেকে বেদে অন্বিষ্যমান্ কৃষ্ণকে প্রাপ্তি করাবার জন্য এবং স্বামী-ভাই- বন্ধুর অধীনতা দুঃখ খণ্ডন করবার জন্য সত্ত্বাদি গুনোপলিপ্ত দেহ সাপের খোলসের মতো পরিত্যাগ করে কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গ-মঙ্গলময় অঙ্গশোভা-সৌভাগ্যবিশিষ্ট ও কল্যাণগুণময় দেহ প্রকটিত করে সদ্যই নিত্যসিদ্ধাদের সঙ্গে আনন্দের সহিত কৃষ্ণের নিকট চলে গেলেন।

৪৮ রতিমান্, অতত্রব রতিবাসনাযুক্ত জনদের অহো এই যে মোক্ষের অভাব এ কিছু আশ্চর্য নয়।

পরমঃ পরমস্তু ভবন্নেব বাসনানুরূপং রূপং নির্গুণমেব জনয়তি, নয়তিলকভূতায়াঃ কৃষ্ণরতেরয়ং হি প্রভাবঃ প্রভাবহুলঃ ॥

৪৯। অথ তাং প্রিয়ঃ প্রিয়াণা-, মাবলিমালোক্য সমুপসন্নাম্।
অবিকলকলাকলাপ-, শ্ছলাদলাচ্ছীবলানুজোঽনৃজুতাম্ ॥

৫০। স তু নায়কোঽনুকূলঃ, প্রতিকূলং বহিরথান্তরনুকূলম্।
উপনতযমুনাকূলঃ, পীতদুকূলো বিবক্ষুতামগমৎ ॥

৫১। আগচ্ছত স্বাগতমস্তি বঃ শিবং কিং নাম কামং করবাণি বঃ প্রিয়ম্।
যথাস্থিতং সদ্মনি পদ্মলোচনা-,স্তথৈব মন্যে ভবতীভিরাগতম্ ॥

বাসনায়াঃ সনাতনত্বেন হেতুনা, ন তু প্রাকৃত্যা বাসনায়া ইব নশ্বরত্বেনেত্যর্থঃ। পরম আত্যন্তিকো গুণোপরমঃ প্রাকৃত-গুণশান্তির্ভবন্ উৎপদ্যমান এব নির্গুণমেব রূপং স্বরূপং জনয়তি। নয়তিলকেতি, অন্যথাঽনীতিরেব তস্যাঃ স্যাদিতি ভাবঃ ॥

৪৯। এবং সিদ্ধান্তং সমাপ্য প্রকৃতমনুসরতি—অথেতি। অনৃজুতামসারল্যমলাৎ স্বীচকার; ছলাৎ ন তু বস্তুত ইত্যর্থঃ। কলাকলাপ ইতি এষাপ্যেকা বৈদগ্ধী কৃত্রিম-তাটস্থ্য-প্রকটনন প্রেমতরঙ্গোদ্দণ্ডচণ্ডিমপ্রকাশনপাণ্ডিত্যময়ীতি ভাবঃ। বলানুজ ইতি গ্রন্থকৃতস্তাসাং পক্ষপাতেন মত্ত ইত্যসূয়োক্তিঃ ॥

৫০। অনুকূল ইতি—(শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ নায়কভেদ প্র০২৫)"অতিরক্ততয়া নার্য্যাং ত্যক্তান্যললনাস্পৃহঃ। সীতায়াং রামবৎ সোঽয়মনুকূলঃ প্রকীর্তিতঃ ॥" ইতি স্মৃতেঃ। বহ্বীষু তাসু যদ্যপ্যানুকূল্যং ন সম্ভবতি, তথাপ্যত্র মহারাসোৎসবদিনে তস্য তাস্বেকৈকত্বেন প্রকাশভেদাদভিমানভেদেন বা সর্বাসামপি তাসাং হ্লাদিনীসারত্বাদৈক্যবিবক্ষয়া বা তৎসঙ্গমনীয়ং প্রতিকূলমনুকূলমিত্যেতে বচনক্রিয়াবিশেষণে ॥

৫১। আগচ্ছতেত্যাদিষু যদ্যপি প্রকটোঽভিধেয়োঽর্থ উপেক্ষাময়ো বাহ্যস্তাসাং সৌন্দর্যভাবাদি-বর্ণনাদপ্রকটো ব্যঞ্জ-

---

অপ্রাকৃত বাসনা অনশ্বর হওয়ার দরুণ প্রাকৃত গুণের যে আত্যন্তিক নিবৃত্তি উহা উৎপদ্যমান্ হয়েই ভক্তি-বাসনানুরূপ নির্গুন স্বরূপ জন্মিয়ে দেয়। এ নিয়মের অন্যথাই এর পক্ষে অনীতি। কৃষ্ণরতির প্রভাব এরূপ প্রভাবহুলই বটে।

কৃত্রিম তাটস্থ্য প্রকটনের দ্বারা প্রেমতরঙ্গের উদ্দণ্ড চণ্ডিমা প্রকাশন ঃ

৪৯। অতঃপর প্রিয়াবলীর সেই দল নিকটে আগত দেখে প্রিয় বলানুজ কৃষ্ণ বাঁকা ভাব ধারণ করলেন, তাঁদের ছলনা করবার জন্য। এও এক পূর্ণাঙ্গ কলাকলাপ। (অর্থাৎ কৃত্রিম তটস্থ ভাবের প্রকাশের দ্বারা প্রেমতরঙ্গের উদ্দণ্ড চণ্ডিমা প্রকাশন-পাণ্ডিত্যময়ী এক বৈদগ্ধী।)

৫০। অতঃপর যমুনাকুলে উপস্থিত পীতাম্বরধারী সেই অনুকূল নায়ক বাইরে প্রতিকূল ও অন্তরে অনুকূল ভাবে কিছু বলতে ইচ্ছা করলেন।

৫১। ('এসো' ইত্যাদি বাক্যের ব্যক্ত বাহ্য অর্থ যদিও অভিধাবৃত্তিতে উপেক্ষাময় ও তাঁদের সৌন্দর্য-ভাবাদি বর্ণনা হেতু ব্যক্ত মনোগত ব্যাঞ্জনা বৃত্তির অর্থ বিহার-স্বীকারময়, তথাপি কখনও কখনও অভিধাবৃত্তি দ্বারাও ঐ ব্যাঞ্জনা বৃত্তির অর্থটি সংঘটিত হওয়ার যোগ্য। অতঃপর তাদৃশ বেশ চেষ্টাদি দ্বারাই অনুরাগাখ্য ভাবের

৫২। যতঃ কৌতুকবিহারক্রমে বেষ এষ এবং ন ভবতি। তথা হি—

অর্দ্ধার্দ্ধং পরিলোচ্যতে বপুষি বঃ শ্রীমণ্ডনং মণ্ডনং
যুষ্মাভিঃ প্রিয়মণ্ডনাভিরপি চ প্রারম্ভি নাত্রাদরঃ।
তেনৈবেদমশঙ্কি পঙ্কজদৃশো জাতং তদত্যাহিতং
যেনাদ্যপি সসম্ভ্রমাগমনজা শ্রান্তির্ন বিশ্রাম্যতি॥

৫৩। ক্লিন্নানি শ্রবণোৎপলানি বলিতৈঃ স্বেদাম্ভসো বিন্দুভি-
র্মুক্তাভিগ্রথিতেব চিত্রমলকশ্রেণীয়মেণীদৃশঃ।

নীয়োঽর্থ এব বিহারস্বীকারময় আন্তরস্তথাপি কচিৎ কচিদভিধয়াঽপ্যসৌ যোজয়িতব্য ইতি। অথ তাদৃশবেশচেষ্টাদিভিরেবানুরাগাখ্য- ভাবস্যোদয়োদ্রেকমনুমায় সদানুভূতমপি স্বং কদাপ্যননুভূতচরমিব প্রথমমিলিতমিব মানয়ন্তীস্তা আলক্ষ্য পরিহসন্নিবানুরাগরসমনুমোদয়ন্নিব স্বয়মপি তথৈব তা অপরিচিন্বন্নিব ঔদাস্যমবলম্বমানঃ সাদরং সসম্ভ্রম- প্রশ্নয়য়মাহ। তত্র প্রথমমাগচ্ছত স্বাগতমিত্যুক্তেস্তাঃ প্রফুল্লমুখীর্বীক্ষ্য পুনর্বিষণ্ণমুখীঃ কর্ত্তুমাহ—বঃ কিং প্রিয়ং করবাণি, কিমর্থমাগতম্, তৎ কিং ন ব্রূতেতি ভাবঃ। সংশয়বৈমনস্যবতীর্বীক্ষ্যাহ—যথাস্থিতমিতি। তেন কশ্চিদুদ্বেগো জাত ইত্যনুমীয়তে, স চ দুষ্টজনকৃতঃ প্রকটঃ সাধারণো বা মনসিজকৃতো গুপ্তস্তাদৃশীনামেব বেত্যবশ্যমেব জিজ্ঞাস্যমিতি ভাবঃ। হে পদ্মলোচনা ইতি মদুপরি নয়নকমলবৃষ্টিরেব ক্রিয়তে, ন তু বচনসুধাভিষেক ইতি ভাবঃ। অত্র ন জনকৃতো নাপি সর্বথা মনসিজকৃতঃ, কিন্তু তদনুরাগকৃত ইতি তৎসখীনাং কাসাঞ্চিন্মনসাং মনসৈব কৃতং প্রত্যুত্তরমপি জ্ঞেয়ম্॥

৫২। কুতশ্চন কৌতুকাদাগতমিতি চেন্নহি নহীত্যাহ—কৌতুকেতি। শ্রিয়ং শোভামপি মণ্ডয়তীতি তৎ,অত্যাহিতং মহাভীতিঃ, অতস্তদ্গোপয়িতুং নার্হথ, প্রকটমেব ব্রূথ, তত্রাণমেবোঽহমধুনৈব করোমিতি ভাবঃ॥

৫৩। শ্রান্তিচিহ্নান্যেব ব্রুবন্ ভঙ্গ্যা তাসাং সাত্ত্বিকবিকারোত্থমাধুর্যাস্বাদং স্বকৃতং তা জ্ঞাপয়ন্ বর্ণয়তি—ক্লিন্নানীতি।

উদয়োদ্রেক অনুমান করে সদা অনুভূত হলেও কদাপি যেন নিজেকে অননুভূতচর প্রথম মিলিতের মতো মাননাকারিণী তাঁদিকে দেখে যেন পরিহাসের ভাবে অনুরাগ-রস যেন অনুমোদন করছেন এ ভাবে ও যেন সেই ভাববতীদের চিনতে পারেন নাই এভাবে ঔদাস্য অবলম্বন করে সাদরে সসম্ভ্রমে প্রশ্ন করলেন—)

'এসো স্বাগত তোমাদের মঙ্গল তো' এরূপ বলে তাঁদিকে প্রফুল্লমুখী দেখে পুনরায় বিষণ্ণমুখী করবার জন্য বললেন–'তোমাদের কি প্রিয় সচ্ছন্দে করতে পারি, কি জন্য এসেছ, কথা বলছ না কেন, তাঁদিকে সংশয়-বিমনা দেখে বললেন –'যেরূপে ঘরে ছিলে হে পদ্মলোচনাগণ, মনে হচ্ছে সেইরূপ ভাবেই বেরিয়ে এসেছ তোমরা।

৫২। (যদি বল কৌতুকবশে কোথাও থেকে এসেছি—এর উত্তরে যেন বলা হচ্ছে—) আরে না না, কৌতুক বিহার বিধিতে যে বেশ তাতো এমন নয়। তথা হি—

শোভারও শোভাস্বরূপ ভূষণ তোমাদের অঙ্গে আধাআধিভাবে পরানো দেখা যাচ্ছে। তোমাদের প্রিয় যে ভূষণ তাতে আদরের আরম্ভই করনি বলে মনে হচ্ছে। এতে এরূপ আশঙ্কা হচ্ছে হে পঙ্কজনয়নাগণ, তোমাদের মহা ভীতির উদয় হয়েছে, যার জন্য ত্রস্তব্যস্ত আগমন জনিত শ্রান্তি এখনও দূর হয় নি।

দ্রাঘীয়ঃ শ্বসিতং তদাহতিপরিম্লানায়মানদ্যুতো
স্তোতস্তেঽধরপল্লবাঃ স্তনপটস্তেনৈব দোধূয়তে ॥

৫৪। অথবা, অত্যাহিতং চেদভবিস্তদভবিষ্যদথো পুংসামপি সামপিধানেন তরলতালতা ফলবতী, তেনাত্যাহিতং হিতং বা কথং ক্রমঃ ॥

৫৫। ইদং বঃ কৌতুকবিলসিতং বিলসিতং বস্তু বস্তুতঃ স্বাতন্ত্র্যেণ বহিরেব হি রে ভবিতুং নেষ্টে, নেষ্টেন বা জনসমূহেন সমূহেন বা সমভাবি, সমভাবি তেনেদং স্বাতন্ত্র্যমিতি বা কথং ক্রমঃ, বিহারচংক্রমক্রমসময়াভাবাৎ যদয়ং ক্ষিপ্রদোষঃ প্রদোষঃ ॥

স্তনপটো দোধূয়তে ইতি ভাবি- মদ্বিলাস-শুভসূচকঃ স্তনকম্প এবায়ং ভবতীনামিতি ভাবঃ ॥

৫৪। অথবেতি মৌনেনৈব তাসাং মনোগতং বাক্যমভিজানন্ প্রকটমাহ— অত্যাহিতমিতি। সামপিধানেন সুখরাহিত্যেনেত্যর্থঃ। অত্যাহিতং হিতং বেতি নাপ্যহিতলক্ষণং নাপি হিতলক্ষণং কিঞ্চিদনুভূয়ত ইতি ভাবঃ ॥

৫৫। খণ্ডিতমেব কৌতুকপক্ষং পুনঃ সংস্থাপ্য পুনরপি খণ্ডয়তি। ইদমর্ধার্ধভূষণাদিধারণমপি কৌতুকস্যৈব বিলসিতম্,—ঔৎসুক্যত্বরাভ্যাং তৎসম্পূর্ণত্বাশক্তেঃ। কিঞ্চ' বিলে গর্তে সিতং বদ্ধং বস্তু বহিরেব ভবিতুং ন ঈষ্টে, নশক্নোতি। রে ইতি সম্বোধনে,বিলপ্রায়েঽন্তঃপুরে পত্যাদিনিরুদ্ধা যূয়ং কথং বহির্নির্গতা ইত্যর্থঃ। তত্র তেষাং সম্মতির্যুষ্মাকং স্বাতন্ত্র্যং বা হেতুরস্তু, নাদ্যঃ, অসম্ভবাদেব ; দ্বিতীয়স্তু কথঞ্চিৎ সম্ভবতীত্যাহ—নেষ্টেনেতি। ইষ্টেন পত্যাদিনা জনসমূহেন সমূহেন সম্যগূহবতা এতা বনং গচ্ছন্তীতি বিতর্কবতা ন সম্যগভাবি, তেন হেতুনা স্বাতন্ত্র্যং সম্ভাবিতং সমভাবি। ণ্যন্তাৎ কর্মণি চিণ্। ইতি বা কথং ক্রম ইতি, এতদপি বক্তুং ন শক্যতে। তত্র হেতুঃ—বিহারচংক্রমেত্যাদি।

৫৩। (শ্রান্তি চিহ্ন বলতে গিয়ে ভঙ্গীক্রমে তাঁদের সাত্ত্বিক বিকারোত্থ মাধুর্যের আস্বাদন বলা হচ্ছে—)

ঘামে ভেজা কমলের কর্ণ-অলঙ্কারে ও মুক্তা খচিতের মতো প্রতীতি জন্মানো স্বেদজলবিন্দুতে হে মৃগলোচনাগণ ! তোমাদের এই অলকাবলী আশ্চর্যজনক রূপ ধারণ করেছে। অহো তোমাদের নিঃশ্বাস দীর্ঘ দীর্ঘ বইছে। এর আঘাতে উজ্জ্বল অধরপল্লব তোমাদের বিশেষ মলিনতা ধারণ করেছে, আর এর দ্বারাই কাঁচুলি তোমাদের কেঁপে কেঁপে উঠছে।

৫৪। (মৌনের দ্বারা তাঁদের মনোগত ভাব বুঝে নিয়ে খোলা খোলি বললেন—)

অথবা কোনও বিশেষ অমঙ্গল ঘটেনি তো ? তাই যদি হতো তবে বেটাছেলেদের ভিতরেও তো সুখ তিরোহিত হওয়ার দরুণ চঞ্চলতা-লতা ফলবতী হয়ে যেত এতক্ষণ। কাজেই বিশেষ অমঙ্গল, কি মঙ্গল, কি করে বলি ?

৫৫। (খণ্ডিত কৌতুকপক্ষ পুনরায় স্থাপন করে পুনরায় আবার খণ্ডন করছেন—)

এই রূপ আধআধ ভূষণধারণও কৌতুককৃত বিলাসই বা হবে। ঔৎসুক্য ও ত্বরায় উহা সম্পূর্ণ করা যায় নি। আরে বস্তুতঃ পক্ষে গহ্বরে আবদ্ধ বস্তু নিজ স্বাতন্ত্র্যে বাইরে বেরিয়ে আসতে সমর্থ হয় না। (এখানে পত্যাদির সম্মতি বা তোমাদের স্বাতন্ত্র্য, হেতু হোক। প্রথম হেতু হতে পারে না) কারণ এ অসম্ভব। দ্বিতীয়

৫৬। তথা হি— রজন্যেষা ঘোরা ভয়দপশুবৃন্দং বনমিদং
মমৈকস্যাভীতে রসদমবলানামরসদম্।
ইদং বঃ প্রাপ্তানাং মনসি ন ভয়ং হন্ত তদিতো
নিবৃত্তির্নিঃশ্রেয়স্করদিতি শৃণুতৈতন্মম বচঃ॥

৫৭। 'বনদিদৃক্ষয়াক্ষয়ামোদমদিরা মদিরাক্ষ্যো যদি বাত্রাযযুঃ শুভবত্যো ভবত্যো বৃত্তমেব তদ্বনস্য দর্শনম্॥

তেন কিঞ্চিদ্রহস্যান্তরমেব ভবিষ্যতি, তস্য ভবতীনাং মৌনাদকথ্যত্বং মন্নিকটাগতেশ্চ মদেকসম্পাদয়িষ্যমাণত্বং বা চানুমীয়ত ইতি ভাবঃ ।।

৫৬। মনসি ন ভয়ং প্রাপ্তানামপি বোঽবলানামিতো নিবৃত্তিরেব নিতরাং শ্রেয়স্করদিতি বাহ্যোঽর্থঃ স্পষ্টঃ, বস্তুতস্তু অঘোরাঽভয়দেত্যকার-প্রশ্লেষঃ। মমৈকস্যেতি পুরুষান্তরস্য প্রবেশাসম্ভবোঽপি জ্ঞাপিতঃ। অবলানাং ন বিদ্যতে রসদং যস্মাত্তৎ, অবলানান্তু নামমাত্রেণৈব রসদমিত্যেকং পদং বা। ইদম্—ইঃ কামস্তং দদাতীতি তং কামদম্। প্রাপ্তানাং ভবতীনামিতো ন ভয়ম্, অতো নিবৃত্তিঃ স্থিতিরেব নিঃশ্রেয়স্করদিতি ।।

৫৭। অক্ষয় আমোদো হর্ষ এব মদিরা মদহেতুর্যাসাং তাঃ। বনস্য দর্শনং বৃত্তমেবেতি এতৎ সমাপ্য দ্রুতমেব গৃহং গচ্ছতেতি ভাবঃ। বাস্তবস্তু, অক্ষয়েনামোদেন সৌরভ্যেণ মম ইং কন্দর্পং রান্তি দদতীতি তথা তাঃ। হে মদিরাক্ষ্যঃ! খঞ্জনাক্ষ্যঃ! নিজাঙ্গসৌরভ্যেণৈব মৎকামমুদ্দীপয়থ, কিমুতাবলোকনেনেতি ভাবঃ। বৃত্তমেব বনস্য দর্শনম্, কিন্তু তরুবল্ল্যাদীনাং দর্শনং বিশেষতো ন বৃত্তমিতি তত্তৎপরিচায়কং মাং সঙ্গিনং কৃত্বা তদপি কুরুতেতি ভাব ইতি ।।

হেতু কিছুটা সম্ভব তাই বলা হচ্ছে, 'নেষ্টৈন বা' —) বনে যাওয়া নিশ্চয় করাতে পত্যাদিজনগণের সম্মতিদান হেতুটি একেবারেই অসম্ভব। তাই গোপীদের স্বাতন্ত্র্য সম্ভাবনা কিছুটা বিচারসহ বলে ধরা যেতে পারে। তবে এই বা কি করে বলা যায়? কারণ বিহার-বিধির সময় তো এটা নয়। এ সময়টা তো আশু দোষে ভরা সন্ধ্যা।

৫৬। তথা হি—(বাইরের অর্থ) এ-রাত্রি ভয়ঙ্কর, ভয়ঙ্কর পশুবৃন্দে ভরা এ-বন। নির্ভয় একলা আমার পক্ষে এ-রসদ বটে। কিন্তু অবলাদের পক্ষে অরসদ। হায় হায় কি আশ্চর্য, এ বনে এসেও তোমাদের মনে ভয় নেই! তাই আমাকে বলতেই হচ্ছে, এখান থেকে ফিরে যাওয়াই তোমাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর। আমার এ কথা শোন।

(ভিতরের অর্থ) এ রাত্রি অভয়দা। এ-বৃন্দাবনে যে সব পশুবৃন্দ রয়েছে তারা ভীতিপ্রদ নয়। একলা আমার পক্ষেই এ রসদ। অবলাদের পক্ষে তো নামমাত্রেই রসদ। কামদায়ী আমাকে তোমরা যখন পেয়ে গিয়েছ তখন আর এ-বন থেকে ভয়ের কিছু নেই তোমাদের। কাজেই তোমাদের এখানে থাকাই শ্রেয়স্কর। আমার এ-কথা মেনে নেও।

৫৭। হে খঞ্জননয়না গোপীগণ! তোমরা সব অক্ষয় আমোদরূপ মদিরা মত্ত হয়ে বন দেখবার ইচ্ছায় যদি বা এখানে এলে তবে অতি সুকৃতিশালিনী তোমাদের বন দর্শন তো হয়েই গিয়েছে। বাস্তবার্থ— হে খঞ্জননয়নাগণ! অক্ষয় সৌরভে তোমরা আমার কাম উদ্দীপ্ত করে তুলেছ। অবলোকনের দ্বারা না জানি

৫৮। পশ্যত পশ্যত,— ইতঃ ফুল্লা বল্ল্যো মদমধুপঝঙ্কারকলয়া
গিরা নিন্দন্তীব প্রণয়নয়তঃ স্বালয় ইব।
অতঃ স্থাতুং বাঞ্ছাং কুরুত ন গৃহং গচ্ছত তথা
তরূণামপ্যোঘঃ কুসুমহসিতৈশ্চালয়তি বঃ॥

৫৯। কিঞ্চ, ছায়াশ্ছদানাং শশিনশ্চ দীধিতী-,র্মূলে তরূণাং মিলিতাঃ সমন্ততঃ।
বিলোক্য ভোক্তুং তিলতণ্ডুলভ্রমাৎ, ক্ষুণত্তি চঞ্চুপুটৈর্বয়োগণঃ॥

৬০। ইতশ্চ, উদঞ্চৎকালিন্দীলহরিপরিরম্ভ-ব্যসনিনা
প্রফুল্লৎকহ্লারোৎপলবনবিমর্দৈঃ সুরভিণা।
পিকোক্তীনাং দীর্ঘীকরণপটুনা চন্দনবনী-
সমীরেণ স্নিগ্ধীকৃত-তরুতলং পশ্যত বনম্॥

৫৮। স্বালয় ইব স্বসখ্য ইব প্রণয়নয়তঃ সখ্যরীত্যা গিরা নিন্দন্তি, কুলজানাং বনে তিষ্ঠাসাং গর্হন্তীত্যর্থঃ। অতঃ স্থাতুং বাঞ্ছাং ন কুরুতেতি বাহ্যঃ। বাস্তবস্ত, ইতো গৃহং গচ্ছন্তীরেব যুষ্মান্নিন্দন্তি; 'ইণ্ গতৌ' ইত্যস্ত ক্বিবন্তস্ত শসি রূপম্; গৃহং ন গচ্ছত। অহো রসিকা অপ্যেতা ইতো যিযাসন্তীতি কুসুমহসিতৈশ্চ বো যুষ্মানালয়তি বারয়তি; 'অল বারণ-ভূষা-পর্যাপ্তিষু'। অন্যৎ সমানমিতি॥

৫৯। ছদানাং পত্রাণাং বয়োগণঃ পক্ষিসমূহঃ; পক্ষদ্বয়েঽপি তুল্য এবার্থঃ॥

৬০। বনীত্যল্পবিবক্ষয়া স্ত্রীত্বম্॥

কি হয়। তোমাদের বনদর্শন হয়ে গিয়েছে বটে কিন্তু তরুলতাদির দর্শন বিশেষভাবে সম্পন্ন হয় নি। তাই বলছি সেই সবের পরিচয় জানা আমাকে সঙ্গী করে তাও করে ফেল।

৫৮। দেখ দেখ,—এদিকে কুসুমিত লতার মদমত্ত মধুপ কলঝঙ্কাররূপ সখ্যরীতির বাক্যে তোমাদের যেন নিন্দা করছে নিজ সখীর মতো। অতএব এখানে থাকবার ইচ্ছা কর না। ঘরে ফিরে যাও। তথা তরুগণও কুসুমরূপ হাসিতে তোমাদের ঘরে যাওয়ার ইঙ্গিত করছে।

বাস্তবার্থ—স্ব আলয়ে ফিরে যাচ্ছ দেখে মত্ত মধুপ তোমাদের নিন্দা করছে। অহো রসিকা হয়েও তোমরা যে এখান থেকে যাওয়ার ইচ্ছা করছ এতে কুসুমরূপ হাসিতে তরুগণ বারণ করছে।

৫৯। আরও দেখ দেখ, পত্রচয়ের ছায়া, আর চাঁদের কিরণ তরুমূলে মিলেমিশে একাকার হয়ে যে চিত্র রচনা করেছে, তা দেখে তিল-তণ্ডুল ভ্রমে পাখীসব চঞ্চুপুটে ঠোকরাচ্ছে খাওয়ার জন্য।

৬০। আবার এদিকেও দেখ, চন্দনবনী বায়ু যা উচ্ছলিত কালিন্দীলহরী-আলিঙ্গনরূপ কুক্রিয়ারত, যা প্রফুল্ল কহ্লার-উৎপল বন দলনে সুরভিযুক্ত এবং যা পীকনাদ দীর্ঘীকরণে নিপুণ, সেই বায়ুতে স্নিগ্ধিকৃত তরুতলযুক্ত বৃন্দাবন দেখ।

৬১। এবং চ— অখণ্ডনানাদ্রুমষণ্ডমণ্ডিতং, বিচিত্রপত্রিব্রজচিত্রিতান্তরম্।
আলোকিতুং কাননমত্র যোষিতাং, যোগ্যা স্থিতির্ন ব্রজত ব্রজং ততঃ॥

৬২। অথ বচো মে শুশ্রূষধ্বম্ শুশ্রূষধ্বং সুহৃৎপতিবপুরপুরস্কারযোগ্যং ন ভবতি' ইতি পতিমতী-র্নিগদ্য পুনঃ সুকুমারিকাঃ কুমারিকাঃ প্রাহ॥

৬৩। 'ভো ভো বালাশ্চারুদন্ত্যো বালাশ্চারুদন্ত্যোকসি বৎসাস্তান্ পায়য়ত প্রসূপয়ঃ প্রসূপয়ত্য দোহয়ত চ মোহয়ত চ মোদারং চেতঃ॥

৬৪। মাতরশ্চ পিতরশ্চ সপুত্রা, ভ্রাতরশ্চ পতয়শ্চ সমন্তাৎ।
মার্গয়ন্তি বহুধেতি ন মোহং, গন্তুমর্হত ন হন্তুমভীষ্টম্॥

৬১। ন যোগ্যা স্থিতিরিতি বাহ্যঃ, ন ব্রজতেতি বাস্তবঃ॥

৬২। শুশ্রূষধ্বং শ্রোতুমিচ্ছত, শুশ্রূষধ্বং পরিচরত; "শুশ্রূষা পরিচর্যাপ্যুপাসনম্" ইত্যমরঃ। সুহৃদাং শ্বশ্র্বাদীনাং পত্যুশ্চ বপুরপুরস্কারযোগ্যমনাদরার্হং ন ভবতীতি বাহ্যঃ, বাস্তবস্তু ন শুশ্রূষধ্বম্, যতোঽপুরস্কারযোগ্যমিতি সম্বন্ধঃ। অন্যৎ সমানমিতি॥

৬৩। ভো ভোশ্চারুদন্ত্যঃ সুন্দরদন্ত্যঃ! বালাশ্চ বালকাশ্চ ওকসি গৃহে আরুদন্তি, বৎসা গোবৎসাশ্চ তান্ প্রসূপয়ো মাতৃ-দুগ্ধং পায়য়ত, প্রসূপয়ত্য প্রকর্ষেণ সুষ্ঠু উপ নিকটে যতিত্বা দোহয়ত চ। উদারং চেতশ্চিত্তং মা মোহয়ত মোহং মা প্রাপয়ত ইতি বাহ্যঃ; বাস্তবস্তু, তান্ মা পায়য়ত মা দোহয়ত ইতি সম্বন্ধঃ। মা মাম্, ইতঃ কামত উদারং দাতারমূহয়ত বিতর্কয়ত; "উদারো দাতৃমহতোঃ" ইত্যমরঃ। অন্যৎ সমানমিতি॥

৬৪। ইতি হেতোর্গন্তুমর্হত, মোহং বয়ন্ত কিমপি ন জানীম ইতি মুগ্ধতাং তু নার্হত ইতি বাহ্যঃ; বাস্তবস্তু, ইতি

৬১। এরূপ রমণীয় হলেও—নানা বৃক্ষসমূহে মণ্ডিত, বিচিত্র পক্ষীসমূহে চিত্রিত বিশাল মধ্যদেশ এই বন দেখার জন্যও নারীদের এখানে থাকা সমীচীন নয়, অতএব ব্রজে চলে যাও। বাস্তবার্থ—ব্রজে চলে যেও না।

৬২। অতঃপর আমার কথা শুনতে সম্মত হয়ে যাও, শ্বশুর-শ্বাশুরীপ্রমুখের এবং পতির পরিচর্যায় লেগে যাও। তাঁদের দেহ অনাদর যোগ্য নয়।'

পতিমতীদের এরূপ বলে পুনরায় সুকুমারী কুমারীদের বললেন—

৬৩। শোন শোন, চারুদন্তী কন্যাগণ। বালক বালিকাগণ ঘরে কাঁদছে। ওদের এবং গোবৎসদের মাতৃদুগ্ধ পান করাও গিয়ে। দোহন স্থানের নিকটে গিয়ে অতি উত্তমভাবে দোহন করিয়ে দেও। তোমাদের উদার চিত্তকে মোহে ফেল না। বাস্তবার্থ—পান করিও না, দোহন করিও না। কাম সম্বন্ধে দাতা আমাকে সন্দেহের মধ্যে রেখো না।'

৬৪। এবার সব গোপীকে একসঙ্গে বলছেন—'মাতাপিতা-সপুত্র-ভ্রাতাগণ এবং পতি চতুর্দিকে তন্ন তন্ন করে খুজ্ছে তোমাদের—তাই বলছি চলে যাওয়াই সমীচীন। 'আমরা কিছুই জানি না' এরূপ মুগ্ধতা দেখানো উচিত নয়। বাস্তবার্থ—সাংসারিক মায়া মোহে পড়া, নিজের ঈপ্সিত নষ্ট করা তোমাদের উচিত নয়।

৬৫। তস্মাদ্গচ্ছত মাত্র তিষ্ঠত চিরং নো বেদ্মি পদ্মেক্ষণাঃ
কো হেতুর্ন হি গম্যতে বিপিনতঃ কো হেতুরত্রাগতম্।
উদ্দেশ্যং যদি মেঽবলোকনমহো সম্পন্নমেবাস্তু তৎ
সম্ভাব্যং সময়ান্তরেঽপি রসদং নৈতত্তথা ত্বাদৃশাম্॥

৬৬। ধ্যানতঃ শ্রবণতোঽবলোকতঃ, সঙ্গতির্মম সুখাবহা ন তৎ।
যাত পঙ্কজদৃশো ন মাদৃশঃ, প্রেম হর্ত্তুমুচিতা ভবাদৃশঃ॥

৬৭। অয়ি মনোরমা মনোরমাং ভর্তৃসেবাং যামবত তাং মর্য্যাদা চ্ছবিহা বিহাতুং নার্হত লোকে-

---

যো মোহস্তং গন্তুং প্রাপ্তুং নার্হত, অভীষ্টং নিজেপ্সিতঞ্চ ন হন্তুমর্হত ইতি॥

৬৫। এতন্মেঽবলোকনং সময়ান্তরেঽপি সম্ভাব্যম্: কিঞ্চ, ত্বাদৃশাং সাধ্বীনামেতৎ তথা রসদং ন ভবতীতি বাহ্যোঽর্থঃ; বাস্তবস্তু, নোঽস্মাকং বিপিনতঃ সকাশান্মা গচ্ছত, অত্র চিরং তিষ্ঠত, হে পদ্মেক্ষণাঃ! অত্র আগতং কো হেতু-রিতি চেৎ কো হেতুর্ন গম্যতে? অপি সর্ব এবেত্যর্থঃ। ত্বাদৃশাং পরমযুবতীনান্তু মেঽবলোকনমেবৈতদ্রসদং ন ভবতি, কিন্ত্বন্যদপি রহস্যং বর্ত্তত ইতি ভাবঃ। অন্যৎ সমানমিতি॥

৬৬। প্রীত্যাকৃষ্টজনানায়াতান্ প্রতি যাহি যাহীতি কথনমনুচিতমিতি চেদত আহ—ধ্যানত ইতি। ধ্যানাদিতঃ সকাশাৎ সঙ্গতির্মম ন সুখাবহা, তস্মাদ্যাতেতি বাহ্যঃ। বাস্তবস্তু, ধ্যানাদিতোঽপি সঙ্গতিরঙ্গসঙ্গ এব সুখাবহা, তস্মান্ন যাতেতি। অন্যং সমানমিতি॥

৬৭। যাং ভর্তৃসেবামবত রক্ষত, তাং বিহাতুং নার্হত, ন হি রক্ষিতস্য বস্তুনস্ত্যাগ উচিত ইতি ভাবঃ। মর্যাদা-

---

এখানে থাক।

৬৫। তাই বলছি চলে যাও। এখানে বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকো না। হে কমলনয়নাগণ। জানি না কি হেতু এই বন থেকে যাচ্ছ না। কি জন্য এখানে এসেছ? উদ্দেশ্য যদি আমার দর্শন তবে অহো তা তো নিষ্পন্ন হয়েই গিয়েছে—আমার অবলোকন তো সময়ান্তরেও সম্ভব। আর কথা হচ্ছে তোমাদের মতো সাধ্বীদের আমার দর্শন তেমন রসদ হয় না।

বাস্তবার্থ—আমার এ বিপিন থেকে যেও না, এখানেই বহুসময় থাক। হে পদ্মেক্ষণাগণ! তোমাদের এখানে আগমনের কারণ যদি জিজ্ঞাসা করো তবে বলছি। কোন্ হেতুটি আমার আজানা? সবই জানি। তোমাদের মতো যুবতীদের কেবলমাত্র দর্শনই আমার রসদ নয়, কিন্তু অন্য কিছু রহস্যও আছে।

৬৬। ('প্রীতিতে আকৃষ্ট হয়ে কেউ যদি নিকটে এসে যায় তবে তাকে দূর হও দূর হও বলা অনুচিত' এরূপ যদি বল তারই উত্তরে বলা হচ্ছে—) আমার বিষয়ে ধ্যান শ্রবণ ও দর্শন থেকে অধিক সুখাবহ নয় আমার অঙ্গসঙ্গ। তাই বলছি চলে যাও। হে কমলনয়না গোপীগণ। ভবাদৃশ জনের উচিত নয় মাদৃশ ব্যক্তির প্রেম হরণ করা। বাস্তবার্থ—ধ্যানাদির থেকেও আমার অঙ্গসঙ্গ সুখাবহ—তাই বলছি যেও না। হে কমল-নয়নাগণ! ভবাদৃশ জনের উচিতই হচ্ছে মাদৃশ জনের প্রেম হরণ করা।

৬৭। অয়ি মনোরমাগণ! যে স্বামী সেবা তোমরা রক্ষা করে চলেছ তা ত্যাগ করা উচিত নয়।

প্সবো হি নার্য্যোঽনার্য্যোপক্রমা ন ভবন্তি ॥

৬৮। দুঃশীলতাদুঃখলতাদুঃখলতাকুসুমবর্ষী যান্ বর্ষীয়ান্ বা বধিরো বাবধিরো বাখিলদোষস্তু জড়ো বা রোগী বাধনো বা সুমতিভিরঙ্গনাভিরঙ্গ নাভিত্যজ্যতে সুতরাং ত্বনীদৃশঃ পতিরিতি লৌকিকী বৈদিকী নীতিঃ। উভয়নীতিবিলক্ষণনিরাবিলক্ষণনিরাতঙ্কা হি ভবত্যঃ। পরে পুরুষেঽনুরাগঃ সর্বতো ভয়দ উভয়লোকে বিরুদ্ধোঽযশস্করঃ পরমজুগুপ্সিতশ্চ বিশেষতস্ত্বাদৃশীনাম্ ॥

৬৯। পতিরেক এব যঃ পরঃ, স তু দৃশ্য এব ন ভবতি, ভবতীভিরেব দৃশ্যতে। তৎ পরমহো মহোত্ততোঽয়ং বো মহিমা নহি মানমর্হন্নি ভুবনে। অতঃ পরমতঃ পরমতঃ প্রিয়গিতোপদেশতো দেশতোঽস্মাদ্‌গৃগান্ যাত মানয়ত মে বচনম্' ইতি ॥

চ্ছবিহা হে মর্যাদামার্গশোভাহন্ত্র্যঃ! অনার্য উপক্রমো যাসাং তথাভূতা ন ভবন্তীতি বাহ্যোঽর্থঃ। বাস্তবস্তু যাং ভর্তৃসেবাং রক্ষতেতি মল্লক্ষণভর্তৃসেবৈব রক্ষ্যতে, অন্যা তু প্রথমত এব উপেক্ষিতেত্যর্থঃ। লোকেপ্সব ইতি ভবত্যস্তু মদীপ্সবঃ, ন তু পতিলোকেপ্সব। ইত্যর্থঃ। যদ্বা, সপরিহাসমাহ—লোকং পুরুষমীপ্সবঃ কাময়মানা নার্য আর্যোপক্রমা ন ভবন্তি, ভবত্যস্তু তথাভূতা এবেতি ॥

৬৮। সুমতিভিরঙ্গনাভিঃ পতির্নাভিত্যজ্যতে। অঙ্গেতি সম্বোধনে। দুঃশীলতা চ দুষ্টা খরতা তৈক্ষ্ণ্যং খলতা বা সা চ তাভ্যাং যা দুঃখরূপা লতা তস্যাঃ কুসুমং বর্ষতীতি সঃ, যান্ পরলোকং গচ্ছন্ ম্রিয়মাণ ইত্যর্থঃ। বর্ষীয়ান্ বৃদ্ধঃ, অখিলদোষস্যাবধিং সীমাং রাতীতি সঃ, অনীদৃশ এতদাদিদোষরহিতস্তু সুতরাম্। উভয়নীতিভ্যাং বিশিষ্টং লক্ষণং যত্র তথাভূতো নিরাবিলো যঃ ক্ষণ উৎসবস্তত্রৈব নিরাতঙ্কা ইতি যাস্তঃ। বাস্তবস্তু, উভয়নীতিতোঽপি বিলক্ষণাশ্চ নিরাবিলে ক্ষণে রাত্রিসময়ে নিরাতঙ্কাশ্চ, অতএবাত্রৈব স্থিতিরুচিতেতি ভাবঃ। পরে পুরুষে ইতি বাহ্যোঽর্থঃ স্পষ্টঃ বাস্তবস্তু, পরে শ্রেষ্ঠে ময়ি ভয়ং দ্যতীতি ভয়দোঽভয়দো বা অবিরুদ্ধঃ, পরমজুগুপ্সিতোঽনিন্দিত ইতি ॥

হে মর্যাদামার্গশোভাহন্ত্রীগণ! পতিলোক ইচ্ছুক নারীরা অনর্থ চেষ্টাপরায়ণ ব্যক্তিদের মতো হয় না।

বাস্তবার্থ—তোমরা যে পতিসেবা রক্ষা করে চলেছ সেতো মল্লক্ষণ পতিসেবাই। তোমাদের নিকট তো প্রথম থেকেই অন্যসব বিষয় উপেক্ষিত হয়ে আছে। তোমরা আমাকেই লাভ করতে ইচ্ছা করছ—পতিলোক নয়। অতএব আমাকে ত্যাগ করা উচিত নয়।

৬৮। হে অঙ্গ! পতি যদি দুঃশীলতা ও দুষ্টখলতা জনিত দুঃখরূপা লতার কুসুমবর্ষী-ম্রিয়মান্-বৃদ্ধ বধির-অখিল দোষের সীমাপ্রাপ্ত-জড় বা রোগী বা ধনহীন হয় তবুও সুমতি অঙ্গনাগণের দ্বারা পরিত্যক্ত হয় না। সুতরাং এই সব দোষরহিত হলে তো পরিত্যক্ত হয়ই না। এই তো হলো লৌকিক বৈদিক নীতি। এই উভয় নীতি দ্বারা বিশিষ্ট লক্ষণে চিহ্নিত নিরাবিল উৎসবে নিরাতঙ্ক হয়ে অবস্থিত তোমরা। পরপুরুষে অনুরাগ সর্বতোভাবে ভয়দ, উভয় লোকে বিরুদ্ধ, অযশস্কর এবং পরম নীন্দনীয়—বিশেষতঃ তোমাদের মতো জনের পক্ষে। বাস্তবার্থ—উভয় নীতি অনুসারেই বিলক্ষণ রাত্রি কালে তোমরা নিরাতঙ্ক, অতএব তোমাদের এখানেই থাকা উচিত। শ্রেষ্ঠ আমাতে অনুরাগ সর্বতোভাবে ভয়হারী অভয়দ অবিরুদ্ধ ও পরম অনিন্দনীয়।

৭০। এবং প্রণয়পরীক্ষণক্ষণতৎপরতয়ারতয়া ধিয়াধিযাপ্যবহিরুষ্ণমন্তরতিশীতলতলমন্ত ইব শরৎকালীনলীনমধ্যাহ্নার্কাকিরণগভীরমহাহ্রদস্য অন্তরতিশয়াস্বাদ্যং বহিঃ কণ্টকাকৃতি কণ্টকিফলমিব, অন্তঃসরসং বহিঃকঠিনং লাঙ্গলিগলিতফলমিব, অন্তর্মধুদ্রবং বহির্মক্ষিকং ক্ষৌদ্রপটলমিব, অন্তঃস্নিগ্ধপূরং বহিরতিরুক্ষং ভর্জিত-

৬৯। পতিরেক এব যস্ত পরোঽন্যঃ পুরুষঃ স দর্শনার্হ এব ন ভবতি, তথাপি ভবতীভিরেব দৃশ্যতে, ন ত্বন্যাভিঃ সাধ্বীভিঃ, তৎ পরমহো ইত্যাদি বিরুদ্ধলক্ষণা নিন্দাতাৎপর্যেতি বাহ্যঃ, বাস্তবস্তু, এক এব যোঽহং পরঃ শ্রেষ্ঠঃ, সোঽন্যাসাং দ্রষ্টুমপ্যশক্যঃ, কুতঃ পুনঃ স্পর্শযোগ্যতা ভবত্বিতি। অন্যৎ স্পষ্টম্। অতঃপরমেতদনন্তরম্, অতোঽস্মাদুপদেশাদ্ধেতোঃ। কথম্ভূতাৎ? পরমত উৎকৃষ্টাৎ মানয়ত আদ্রিয়ধ্বমিতি বাহ্যঃ। বাস্তবস্তু, মা যাত, মে বচনং নয়ত ইতি ॥

৭০। এবং স বনমালী বহিরুষ্ণমন্তরতিশীতলমিত্যাদিরীত্যাঽধিযাপ্য গর্ভিত-সুরসার্থতয়াঽধিগতং কারয়িত্বাপি যদিদং ব্যাজহার, তদেতদ্বাক্যজাতমনুরাগান্ধতয়া প্রসিদ্ধৈব আন্তরীণং বাস্তবমর্থমনবগাহ্য বাহ্যমর্থমেব নিশম্য তাঃ সন্তাপস্য কামপি কোটিং পরাং কাষ্ঠাং যযুঃ, প্রাপুরিত্যন্বয়ঃ। বাহ্যার্থোপন্যাসে কারণমাহ—প্রণয়েতি। প্রণয়স্য প্রেম্নঃ পরীক্ষণং নিজৌদাসীন্যপ্রকটনেন যাথার্থ্যজিজ্ঞাসা, তদেব ক্ষণ উৎসবস্তৎপরতয়া আরতা যা ধীস্তয়া; যদুক্তম্—(উ° নী° স্থায়ি ভাব প্র° ৬৩)—"সর্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে। যদ্ভাববন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্তিতঃ ॥" ইতি, অত্রাপ্যগ্রে বক্ষ্যতে—(ভা° ১০।৩২।১৮) "ভজন্ত্যভজতো যে বৈ" ইত্যত্র "সৌহৃদঞ্চ সুমধ্যমাঃ" ইতি। শরৎকালীনশ্চাসৌ লীনাঃ প্রবিষ্টা মধ্যাহ্নার্কস্য কিরণা যত্র তথাভূতশ্চ যো গভীরমহাহ্রদস্তস্যান্ত ইবেতি বাহ্যার্থস্যৈব তাপকত্বম্, আন্তরীণার্থস্য তু তাপহারকত্বমেবেত্যুক্তম্। নম্বগাহনেনালোড়নে বৃত্তে তদন্তোঽপ্যৌষ্ণ্যশৈত্যব্যতিষক্তং ভবতি, অতিতলং তু দুষ্প্রবেশমিত্যতোঽন্যথোপমিমীতে—অন্তরতীতি, তেন বাহ্যার্থস্য পৃথগেব বিভক্ততয়া পরিত্যজ্যান্তরীণো বাস্তব এবার্থোঽত্রোপাদেয় ইতি ভাবঃ। কিঞ্চ, বাস্তবার্থস্যাতিদুষ্প্রবেশত্ববুদ্ধ্যাপি ন ত্যাগার্হত্বম্, যতোঽয়ং বলিষ্ঠধিয়াং গম্য এব স্যাদিত্যাহ—অন্তঃসরসমিতি। "নারিকেলং তু লাঙ্গলী" ইত্যমরঃ। তেন দৃঢ়মানমুদ্গরেণ বাহ্যার্থং নিষ্ফোট্য সুরসো বাস্তবার্থ এব নিষ্কাশ্য আস্বাদনীয় ইতি ভাবঃ। অথ চ বাস্তবার্থলুব্ধানাং বাহ্যার্থকৃতকষ্টমপি সোঢুমর্হমিত্যাহ—অন্তর্মধুদ্রবমিতি। ন হি মক্ষি-

৬৯। পতি তো একজনই হয়ে থাকে। আর পরপুরুষ যে সে তো দর্শনার্হই নয়। তথাপি তোমরা তো দর্শন করছ। অন্য সাধ্বীগণ কিন্তু দর্শন করে না। (বাস্তবার্থ—আমি যে এক শ্রেষ্ঠ পতি তাকে অন্য নারীগণের দর্শনের সামর্থ্য হয় না। স্পর্শন যোগ্যতার তো কথাই উঠে না। অতএব পরম আশ্চর্য মহা উন্নত তোমাদের এই মহিমা। এ জগতে এর তুলনা হয় না)। এরপর এই প্রিয় হিতোপদেশ হেতু এই বনপ্রদেশ থেকে গৃহে চলে যাও। আমার কথা আদর কর। (বাস্তবার্থ—গৃহে যেও না, আমার কথা স্বীকার কর)।

৭০। এইরূপে ষোলকলা পূর্ণ, পরম কৌতূহল পরবশ ও বনমালায় আবৃত সেই বনমালী যদি প্রণয়-পরীক্ষণ-উৎসব বিষয়ে তৎপরতাহেতু বুদ্ধি খেলিয়ে এমন ভাবে কথা বললেন যাতে বাইরে ভিতরে দুই ভিন্ন ভাব প্রকাশ হতে থাকলো—গভীর হ্রদের জলের অন্তর্প্রবিষ্ট বাইরে তাপদায়ী ভিতরে তাপহারী শরৎকালীন মধ্যাহ্ন সূর্যকিরণের মতো ভিতরে অতি আস্বাদ্য বাইরে কণ্টকাকৃতি কাঁঠালের মতো, (বাইরের অর্থ পরিত্যজ্য দুঃখদায়ক, ভিতরের বাস্তবার্থ অতি উপাদেয়), ভিতরে সরস বাইরে কঠিন নারকেলের মতো (দুষ্প্রবেশ্য বোধে ত্যাগ করা উচিত নয়। যে হেতু বলিষ্ঠ বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তির পক্ষে সুগম। সুদৃঢ় বুদ্ধিরূপ শিলাদ্ব রা ফাটিয়ে

শষ্কুলীপিষ্টকমিব, বাক্যীভূতপদকদম্বমিবান্তরাকাঙ্ক্ষাযোগ্যতাসত্তিযুক্তং বহির্বিজাতীয়ং কলাকলাপবান্ পরবান্ পরমকৌতূহলস্য স বনমালী-বনমালীভিরাবৃতমালোচ্য যদিদং ব্যাজহার ব্যাজহারয়িতব্যসন্তাপম্. তদেতদনুরাগান্ধতয়া তয়ান্তরীণং রীণং মধ্বাসবমিবার্থমনবগাহ্য-বাহ্যমর্থমেব নিশম্য শম্যমানসারস্যতয়া শুষ্কা ইব তা যুগপদুপ-

---

কোপদ্রবশঙ্কয়া মধু পরিত্যজ্যত এবেতি ভাবঃ। বিচারতস্তু পরীক্ষকতয়া বা পরিহাসরসিকতয়া বা বিদগ্ধশেখরস্য তস্য এতাদৃশভাষণমপি গুণত্বেনৈবানুমোদনীয়মিত্যাহ—অন্তঃস্নিগ্ধেতি। ন হি শষ্কুল্যা বল্কলং দ্বিয্যত ইতি ভাবঃ।

বিচারস্য পর্যবসানে তু বাহ্যার্থস্য খপুষ্পায়মাণত্বমিত্যাহ—বাক্যীভূতেতি। যদুক্তং (সাহিত্যদর্পণে ২।১)"বাক্যং স্যাদ্যোগ্যতাকাঙ্ক্ষাসত্তিযুক্তঃ পদোচ্চয়ঃ" ইতি। ন হি যোজনকালেবিজাতীয়তা শ্রৌতী কাপি তিষ্ঠতীতি ভাবঃ। শ্লেষেণ, আকাঙ্ক্ষা এব হন্ত স্বাগতেত্যাদৌ, ন তু ঔদাসীন্যম্, যোগ্যতা ঔচিত্যমেব, পরে পুরুষেঽনুরাগো জুগুপ্সিত ইত্যাদৌ, ন তু অযোগ্যতা। আসত্তিঃ সহাবস্থানমেব, তস্মাদ্‌গচ্ছতেত্যাদৌ, ন ত্বপসারণম্, তদ্যুক্তমভিধায়কং তদ্ব্যঞ্জকং বেতি। কৌতূহলস্য পরবানধীনঃ। ইদমপ্যেকং তস্য কৌতুকমিতি ভাবঃ। ব্যাজেন ছলেন হারয়িতব্যস্তাভিরেব দূরীকারয়িতব্যঃ সন্তাপঃ স্বীয়ো যত্র তদ্‌যথা স্যাত্তথা। অত্র বিধাস্যমানে মহাবনবিহারে যুগপদনেকনায়িকাসম্ভোগরাসাদৌ তাসাং পরস্পর-স্বপক্ষত্ববিপক্ষত্বাদিমতীনাং বহ্বীনাং সর্বসম্মেলনং দুর্ঘটমিতি যুগপদেব সর্বাস্বেব তাস্বুপেক্ষামহাজ্বরং প্রক্ষিপ্য সর্বা এব বিপন্না একমতীঃ কৃত্বা পুনস্বীকারপীযূষবর্ষেণ তাঃ সংজীব্য নবোৎপন্না ইব বিস্মৃতবিপক্ষতাদিভাবা যুগপদেকত্রৈব দেশে রময়িষ্যে, যদি পুনর্মদঙ্গসঙ্গেন মদং প্রাপ্য পুনরপি পূর্বরূপা ভবেয়ুস্তদা তু স্বয়মেবান্তর্বায় পুনর্বিরহদবার্তাঃ স্বদর্শনামৃতেনাপ্লাব্য সর্বৈকমত্যেন মহারাসং বিধাস্যে, সর্বমেতচ্চ মচ্চেষ্টিতং মৎসুখতাৎপর্যবতীনামাসাং সুখায়ৈব করিষ্যতীতি বিমৃশ্য ভগবানিদং বাক্যকূটং জগ্রন্থেতি বক্ষ্যমাণস্বরসমরসমেতি গদ্যতাৎপর্যদৃষ্ট্যা সুধীভিরবধেয়ম্। সর্বৈকমত্যসম্পাদনাসামর্থ্যমেব মহারাসবাসরে সন্তাপঃ, স এব ব্যাজেন হারয়িতব্য ইতি।

অনুরাগান্ধতয়েত্যয়মর্থঃ।—অনুরাগো নাম সদানুভূতস্যাপি বিষয়স্য প্রতিক্ষণমনণুভূতত্বভানসমর্পকঃ প্রেম্ণঃ কোঽপি পরিণামবিশেষস্তস্যাভ্যুদ্‌গমাদ্‌বহুধা কৃতাঙ্গসঙ্গমপি স্বপ্রেষ্ঠাংসং তদানীং প্রথমমিলিতমিব মত্বা স্বভাবত এব তদ্-

---

সুরস বাস্তবার্থ বের করে আস্বাদনীয়)। ভিতরে মধু বাইরে মক্ষিকাযুক্ত মৌচাকের মতো (মক্ষিকার উপদ্রব আশঙ্কায় মধু ত্যাগকরা উচিত নয়। বাস্তবার্থ-লুব্ধগণের বাহ্যার্থকৃত কষ্ট সহ্য করা উচিত), ভিতরে স্নিগ্ধ পুর-ভরা বাইরে অতিরূক্ষ ভাজা শষ্কুলী পিষ্টকের মতো (পরীক্ষা করবার জন্যই হোক আর পরিহাস রসিকতাতেই হোক বিদগ্ধশেখরের এতাদৃশী বাণী গুণের জন্যই অনুমোদনীয়), আকাঙ্ক্ষা-যোগ্যতা-আসত্তিযুক্ত বাক্যীভূত পদসমূহের মতো (বিচারের পর্যাবসানে বাহ্যার্থের অলীকত্ব প্রতিপন্ন হচ্ছে তাই বলা হচ্ছে 'বাক্যীভূত ইত্যাদি'; আকাঙ্ক্ষা-'হায় হায় তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি' এইরূপ যোগ্যতা—পরপুরুষ আমাতে অনুরাগ নিন্দনীয় নয় সমুচিতই, আসত্তি—সহবস্থান)।

রাধা চন্দ্রাবল্যাদি স্বপক্ষ বিপক্ষ তটস্থ সকল গোপীগণের চিত্ত রাসোপযোগী একতানে বেঁধে নেওয়ার অসমর্থ্যতারূপ নিজ সন্তাপ গোপীদের দ্বারাই দূর করিয়ে নেওয়ার জন্য ছলপূর্বক ঐ কথাগুলি পরম কৌতুকী

পাদিত-দুঃখকোটিং কোটিং কামপি সন্তাপস্য যযুঃ ॥

৭১। তদা তস্য তেনৈব বচসা চ সাধুশতকোটিকোটিনিপাতেনেব দলিতম্, বিষবৃশ্চিকেনেব বিদ্ধম্, কালভুজঙ্গেনেব দষ্টম্, তুষানলেনেব দহ্যমানম্, ক্ষুরেণেব ক্ষুণ্ণম্, মহাজ্বরেণেব পরাভূতম্, শূলেনেব গ্রথিতম্, বিষকাণ্ডেনেব ক্ষতং সর্বমেবাপঘনং মন্যমানা নিরালোকমিব সকললোকম্ নিঃশরণমিব জগত্ত্রিতয়ম্, শূন্যানন্দমিব বিশ্বম্, সন্তাপময়মিব দিঙ্মণ্ডলম্, নীরসমিব ধরণিতলম্, ভস্মীভূতমিব ভুবনতলম্, পরলোকং গতিমিবাত্মানং চ বিজ্ঞায় মুহূর্ত্তং দারুপুত্রিকা ইবাত্মশূন্যাঃ কেবলং কঠিনাংশশংসিকাকৃতয়ঃ ক্রমেণ মূর্চ্ছোত্থিতা ইব, সঞ্চরদন্তঃকরণধর্মতয়াগতয়া সম্বিদ্দেবীসহায়তয়ায়তয়া দুঃখানুভূতিভূতিদশাং যদি সমাসেদুঃ তদা—

দৌর্লভ্যভাবনাবত্যস্তাস্তাদৃশ-তদ্বচন-শ্রবণেন তু দৈন্যসঞ্চারিপ্রাবল্যাদাত্মনামযোগ্যত্ব দৃষ্ট্যা বাহ্যমেবার্থং বাস্তবত্বেন নিরচৈষুঃ, ব্যঞ্জিতস্যান্তরস্যার্থস্য তদৈবাবগত্বে তৎসত্যতালিঙ্গস্য স্মিতাদেরদর্শনাদপ্রামাণ্যাঞ্চেতি। শম্যমানং নির্বাপ্যমাণম্, কোটিমুৎকর্ষম্ ॥

৭১। কিমাকারা সা দুঃখকোটিরিত্যত আহ – তদেতি। শতকোটীতি কেনাপ্যপ্রতিকার্যত্বম্ বিষবৃশ্চিকেতি চিরতরং তীব্রবেদনাকারিত্বম্, কালভুজগেতি সাক্ষান্মারকত্বম্, তুষানলেত্যসমাপ্যমান দাহদায়িত্বম্। ক্ষুরেণেতি সহসৈব দ্বৈধীকরণ-পটুত্বম্, মহাজ্বরেণেতি উত্তরোত্তরেণ পীড়াবর্ধকত্বম্, শূলেনেতি পারাবারপর্যন্তবেধকত্বম্, বিষকাণ্ডেনেতি মর্মান্তঃপ্রবিষ্টজ্বালায়া নিষ্ক্রমণাসম্ভবঃ। অপঘনমঙ্গম্। এতদাদিধর্মবন্তং সন্তাপং প্রাপ্তা ইতি ভাবঃ। নিরালোকমিতি তাদৃশদুঃখস্য সহসৈবান্ধ্যপ্রাপকত্বাৎ; নিঃশরণমিতি ত্রায়কানালোচনাৎ, শূন্যানন্দমিতি তদ্দুঃখস্য সর্বানন্দনির্বাপকশক্তেঃ, সন্তাপময়মিতি তস্য সর্বব্যাপকত্বধর্মোদয়াৎ, নীরসমিতি তস্য প্রথমং সর্বশোষকত্বশক্ত্যুদয়াৎ, ভস্মীভূতমিতি অন্ততস্তু সর্বদাহকত্বাৎ, পরলোকং গতমিতি তস্য দশম্যা দশায়া অপি প্রাপকত্বাৎ; ইতি এতাদৃশধর্মবান্ স্বগত এব সন্তাপস্তন্ময়·

কৃষ্ণ এমন ভাবে বললেন যাতে বাইরে থাকল উপেক্ষা মহাজ্বরের নিক্ষেপ আর অন্তরে সুরস-প্রবাহ। গোপীগণ কিন্তু অনুরাগ-অন্ধতা হেতু অন্তরে প্রবাহিত মধুমদের মতো বাস্তবার্থে অবগাহন না করে বাহ্যার্থ গ্রহণ করে বিনষ্টমান সরসতা হেতু শুখিয়ে যাওয়ার মতো হয়ে যুগপৎ কোটি দুঃখদায়ী সন্তাপের কোনও অনির্বচনীয় পরাকাষ্ঠায় পৌঁছে গেলেন।

গোপীগণের কোটি দুঃখদায়ী সন্তাপ ঃ

৭১। তখন শ্রীকৃষ্ণের এই কথায় গোপীগণ নিজেদের মনে করলেন শতকোটি খড়্গ-কোপে নিষ্পীড়িতের মতো, বিষবৃশ্চিকের হুলে বিদ্ধের মতো, কালসর্পে দংশিতের মতো, তুষানলে দহ্যমানের মতো, সদ্যপ্রাণহারক ক্ষুরে ক্ষুণ্ণের মতো, মহাজ্বরে পরাভূতের মতো, শূলে গ্রথিতের মতো, বিষবাণে সর্বাঙ্গে ঘেয়োর মতো।

তাঁদের জ্ঞান হল—সকললোক যেন শূন্য, ত্রিভুবন যেন নিরালম্ব, বিশ্ব যেন আনন্দশূন্য, দিঙ্মণ্ডল যেন সন্তাপময়, ধরণিতল যেন নীরস, ভুবনতল যেন ভস্মীভূত, নিজে যেন পরলোক প্রাপ্ত।

এমত অবস্থায় মুহূর্তকাল কাষ্ঠের পুতুলের মতো চেতনা শূন্য, দেহের কঠিন অংশ অস্থিমাত্র প্রকাশিকা

স্ফুরিতমধরৈঃ স্বিন্নং গণ্ডৈঃ পরিস্রুতমক্ষিভিঃ
ক্ষুভিতমসুভির্ম্লানং বক্ত্রৈস্তনূয়িতমঙ্গকৈঃ।
অহহ সুদৃশাং লাবণ্যশ্রীতনোরিব কীকশৈ-
র্ভুজবিসলতাগ্রেভ্যঃ স্রস্তং মণীময়কঙ্কণৈঃ॥

৭২। কিঞ্চ, দয়িতবচসামৌদাসীন্যে শ্রুতেঽপি ন মদগতং
ত্বরিতমসুভিস্তেন প্রেম্ণো হ্রিয়েব বিবিক্ষবঃ।
চরণকমলাঙ্গুষ্ঠৈর্দীর্ঘোল্লাসন্নখচন্দ্রমঃ-
কিরণলহরীকাণ্ডৈরেবালিখন্নবনীতলম্॥

৭৩। কিঞ্চ, জাত্যাপি কোমলতরাঃ প্রণয়েন চোচ্চৈ-,রুক্ষোদিতেন দয়িতস্য বিরজ্যমানাঃ।
প্রাণঃ প্রযান্তু নতরামিতি জাতমাত্রঃ, কণ্ঠং রুরোধ সুদৃশাং স্বয়মেব বাষ্পঃ॥

তয়া সর্বত্রৈব সম্ভাবিতঃ;—"নারায়ণময়ং ধীরাঃ পশ্যন্তি পরমার্থিনঃ। জগদ্ধনময়ং লুব্ধাঃ কামুকাঃ কামিনীময়ম্॥" ইতি-বৎ। দেহে যে কঠিনা অংশাঃ, ত্রিককফোণি গুল্ফাদয়স্তেষাং শংসিকা জ্ঞাপিকা আকৃতির্যাসাং তা ইত্যধরপ্রগণ্ডাদীনাং কোমলাংশানাং সত্বঃ শোষেণ স্বরূপানুপলব্ধেঃ। সংবিচ্চেতনৈব দেবী, তস্যাঃ সহায়তয়া সাহায্যেনায়তয়া বিস্তৃতয়া হেতুনা মূর্ছাত উত্থিতা ইবেতি তদানীমপি সম্যঙ্মূর্ছানপগমাৎ সঞ্চরন্তোঽন্তঃকরণধর্মা যাসু তাসাং ভাবস্তত্তা তয়া আগতয়া নষ্টয়াপি পুনঃ প্রাপ্তয়েত্যর্থঃ। দুঃখানুভূতের্যা ভূতিঃ সম্পত্তিস্তদ্দশাম্, "ভূতির্ভস্মনি সম্পদি" ইত্যমরঃ। অয়মর্থঃ—তাদৃশ-সন্তাপানুভব এব মূর্ছায়াঃ কারণম্, মূর্ছামধ্যে ক্ষণং তস্য শ্লথীভাবে মূর্ছায়া অপি শ্লথীভাব ইতি। সুদৃশাং যা লাবণ্য-শোভা তস্যা দেহাস্থিভিঃ কীকশৈরস্থিভিরিবেত্যর্থঃ। তেন লাবণ্যশোভা নষ্টেতি ব্যঞ্জিতম্॥

৭২। প্রেম্ণো হ্রিয়েবেতি মমাশুদ্ধিঃ সম্প্রতি ব্যক্তেতি প্রেমৈব হ্রীমান্ জাতঃ, অতস্তদেকাশ্রয়াণাং তাসামপি লজ্জয়া ভূবিবরপ্রবেশেচ্ছা যুক্তেতি ভাবঃ। দীর্ঘমেবোল্লসন্তী নখচন্দ্রমসঃ কিরণলহর্যেব কাণ্ডো বেধন-ক্ষোদনসমর্থো বাণো

এবং চেতনাদেবীর সাহায্যে বিস্তৃতি হেতু মূর্চ্ছা থেকে উত্থিতের মতো সেই গোপীগণের মূর্চ্ছা তদানীং সম্যক্ না ভাঙ্গায় সঞ্চরমান অন্তঃকরণধর্মভাবের দ্বারা পুনরায় দুঃখানুভূতির চরমদশা যদি তাঁরা প্রাপ্ত হলেন, তখন—

অহহ তাঁদের অধর কাঁপতে লাগল, গণ্ডে ঘর্মবিন্দু দেখা দিল, নয়ন থেকে অশ্রুবিন্দু ঝরতে লাগল, প্রাণ ক্ষুভিত হয়ে উঠল, মুখ ম্লান হল এবং অঙ্গ ক্ষীণ হয়ে গেল। অহহ সুনয়নাদের মূর্তিমতী লাবণ্যশোভার মতো ভুজলতা যুগলের অগ্রভাগ থেকে মণিময় কঙ্কণ খুলে খুলে পড়ে যেতে লাগল।

৭২। আরও, দয়িতের উদাসীন-ভাবের বাক্য শুনেও প্রাণ যেহেতু শীঘ্র বের হয়ে গেল না, তাতে প্রেমই তাঁদের লজ্জিত হয়ে পড়ল। সুতরাং একান্তভাবে কৃষ্ণে একাশ্রয় তাঁদেরও যেন লজ্জায় পাতাল প্রবেশের ইচ্ছা হল। তাঁরা অতিশয় দীপ্ত কিরণলহরীরূপ ক্ষোদন-সমর্থ পঞ্চশীর্ষ অস্ত্রযুক্ত চরণকমল-অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা ভূমি-তলে দাগ কাটতে লাগলেন।

৭৩। (এই গোপীদের প্রাণ কেন বের হল না তার একটা কারণ অনুমান করা হচ্ছে)—

জাতি হিসাবেও বিশেষতঃ প্রণয়ে অতি কোমল এখন আবার দয়িতের কঠোর বাক্যে অতিশয় রূপে

৭৪। কিঞ্চ, যাবদ্‌ঘনত্বমপহায় বিলোচনাভ্যাং, নিষ্ক্রামতি দ্রব ইবৈষ স এব বাষ্পঃ।
তুষ্ণীং বভুবুরবলাঃ ক্ষণমেব তাব-,চ্চিত্রীকৃতা ইব নভস্যনুরাগলেখাঃ॥

৭৫। কিঞ্চ, অন্তর্মাতুমশক্ত এব সুদৃশাং সন্তাপহালাহলো
নেত্রৈরঞ্জনরঞ্জিতাশ্রুলহরীব্যাজেন রীণো বহিঃ।
সন্তপ্তস্তনমণ্ডলেষু নিপতন্মাত্রঃ স্ম মা দৃশ্যতে
ভূয়শ্চাবিশদেব কিন্নু হৃদয়ং প্রাণাপহারোদ্যতঃ॥

৭৬। অথ সুদৃশাং নিঃশ্বসনশ্বসন এব মন্দোষ্ণো দোষ্ণোরন্তরতরলমপি হারং হা রংহসা ম্লাপয়ন্নপি যন্নাসাবিবরতো বরতোদকরত্বেনাধরদলদলনকারিতাং তন্নাতিচিত্রম্॥

৭৭। চিত্রং খল্বিদমেব যত্নুপরতবদনানাং সুবদনানাং তাসাং সুখবিগমধূসরসরসীরুহাকৃতীনাং বদন-

---

যেষু তৈঃ॥

৭৩। প্রাণা ন নিঃসৃতা যত্তৎ কারণং সম্ভাবয়তি—জাত্যাপি বিশেষতঃ প্রণয়েণ চ কোমলতরাঃ প্রাণাঃ॥

৭৪। ঘনত্বমপহায়েতি সন্তাপেন দ্রাবণাৎ, নিষ্ক্রামতীতি তেনৈবোৎফালনেন তত্রাপি স্থাতুমশক্তেরিবেতি ভাবঃ॥

৭৫। অন্তথৈবোৎপ্রেক্ষতে—অন্তরিতি। নেত্রৈর্নেত্রদ্বারৈর্বহিরপি রীণো মা দৃশ্যত ইতি হৃদয়স্যাতিতপ্ততয়া সদ্যঃ শোষণাৎ প্রাণাপহারোদ্যতঃ। ইত্যত্রায়ং ভাবঃ—প্রথমং তাসাং প্রাণনিঃসারণার্থমিব সন্তাপহালাহলো বৃদ্ধিং গতঃ, ততো নিজকার্যসিদ্ধিবিজ্ঞানার্থমিব নেত্রৈর্বহির্নিঃসৃত্যাধুনাপি প্রাণা ন নির্গতা ইতি জ্ঞাত্বা ক্রোধাদিব পুনর্হৃদয়ং প্রবিষ্ট ইতি॥

৭৬। নিঃশ্বসনশ্বসনো নিশ্বাসবাতঃ, হা বিষাদে, রংহসা হারং ম্লাপয়ন্ সন্নধরদলস্য দলনকারিতাং যদাপ প্রাপ্তো নাসাবিবরতঃ সকাশাৎ॥

ক্ষোদিত হয়ে বিরাজিত এদের প্রাণ কিছুতেই বেরিয়ে না যায়, এরূপ চিন্তাবাষ্প জাতমাত্রই স্বয়ং সুন্দরীদের কণ্ঠরোধ করে দাঁড়াল।

৭৪। আরও, যতক্ষণ-না ঘনত্ব ছেড়ে দিয়ে সেই বাষ্প অশ্রুর মতো বেরিয়ে আসতে লাগল নয়ন-দ্বারে, ততক্ষণ অবলাগণ আকাশের গায়ে আঁকা অনুরাগ-লেখার মতো দাঁড়িয়ে রইলেন চুপচাপ।

৭৫। আরও, সুন্দরীদের হৃদয়ের সন্তাপ-হলাহল ভিতরে স্থান-সঙ্কুলান না হওয়াতে নয়নদ্বারে অঞ্জন-রঞ্জিত অশ্রুলহরী ছলে বাইরে নিপতিত হতে লাগল। কিন্তু কি আশ্চর্য তাঁদের সন্তপ্ত স্তনমণ্ডলে নিপতিত হওয়া মাত্র অদৃশ্য হতে লাগল। পুনরায় কি প্রাণ-অপহরণে উদ্যত সন্তাপ-হলাহল হৃদয়ে প্রবেশ করতে লাগল?

৭৬। অতঃপর সুন্দরীদের ঈষদুষ্ণ নিশ্বাসবায়ু ভুজদ্বয়মধ্যস্থ চঞ্চল ফুলহার হায় হায় বেগে মলিন করত নাসাবিবরের নিকট থেকে অধরদলের দলনকারী হল—এ অতি আশ্চর্য কিছু নয়।

৭৭। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, কথাবার্তা ছেড়ে দিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকা সুমুখীদের দুঃখধূলি

বিম্বানাং গলিতেম্বিব নবলাবণ্যামৃতরসেষু সবিশেষং শেষং নাসাগ্রজাগ্রদবস্থং তদ্বিন্দুবিশেষমিব বীজত্বেন স্থিত-তয়েব ন নিপতন্তং মৌক্তিকমণিমনবরতং নিপতন্তোঽপি কজ্জলাবিলা বিন্দবো নয়নবারাং বারান্তরসম্পত্তি প্রতি-পাদনায় ন মলিনয়াম্বভূবুঃ ॥

৭৮। এবং সতি নিজনিজপ্রকৃতিকৃতিবৈচিত্র্যেণ বিবিধবিবক্ষয়া পিপক্ষয়াপি পরমামর্ষাদেবিবিধহৃদ্বি-কারকারণং বিবিধশ্রিয়ঃ সর্বা এব বভূবুঃ ॥

৭৯। তথা হি কাশ্চন — মুখামোদোন্মত্তৈর্মধুরকলঝঙ্কারকলয়া
স্বয়ং তানেবার্থানিব সমনুকুর্বাদ্ভিরলিভিঃ।
দিশঃ শ্যামাকারা নয়নবিগলৎকজ্জলজল-
চ্ছটাভিঃ কুর্বত্যঃ সগদমগদন্ গদ্গদগিরঃ ॥

৭৭। তাসাং বদনবিম্বানাং নবলাবণ্যামৃতরসেষু গলিতেম্বিব সৎস্বনবরতং নিপতন্তোঽপি কজ্জলাবিলা নয়ন-বারাং বিন্দবো নাসাগ্রজাগ্রদবস্থং মৌক্তিকমণিং ন মলিনয়াঞ্চক্রুরিত্যন্বয়ঃ। উপরতবদনানাং ত্যক্তকথনানাম্, মৌক্তিকং কীদৃশমিব ? তেষাং লাবণ্যামৃতরসানাং বিন্দুবিশেষমিব। শেষমদ্বিতীয়ম্। সবিশেষমিত্যল্পাপি হানিস্তস্য ন জাতেতি ভাবঃ। কথমিতি চেত্তত্রোৎপ্রেক্ষমাণো বিশিনষ্টি—বীজেতি। শ্রীকৃষ্ণমন্দহাসানন্তরং যুগপদেবোৎপৎস্যমানানাং লাবণ্যা-মৃতরসানাং বীজত্বেন স্থিততয়া হেতুনেব ন নিপতন্তম্। যদ্যসাবপতিষ্যত্তদা তেনোদপৎস্যন্তেতি ভাবঃ। অতএবাহ—বারান্ত-রেতি। অত্র নিঃশ্বাসপবনোঽধরদলং যন্মলিনয়াঞ্চকার, তৎ নাতিচিত্রম্। সকজ্জলাশ্রুবিন্দবো মৌক্তিকমণিং যন্ন মলি-নয়াম্বভূবুশ্চিত্রং খল্বেতদেবেতি বাক্যার্থযোজনা ॥

৭৮। প্রকৃতির্বাম্য-দাক্ষিণ্যাদি স্বভাবঃ, কৃতিস্তদনুরূপা চেষ্টা। পরমামর্ষাদেঃ প্রণয়সংরম্ভ বিষাদ দৈন্যাদেঃ পিপক্ষয়া পক্তু মিচ্ছয়া তান্ পরিণামবিশেষং প্রাপয়িতুমিচ্ছয়েত্যর্থঃ। তণ্ডুলান্ পিপক্ষতীতিবৎ। বিবিধহৃদ্বিকারনিমিত্তং বিবিধা

ধূসরিত কমলাকৃতি বদনবিম্ব থেকে গলে পড়তে থাকা নব লাবণ্যামৃতরসের মতো নয়নের কাজলকাল অশ্রু-বিন্দু অনবরত ঝরে পড়তে থাকলেও নাসাগ্রে জাগন্ত মৌক্তিক মণিকে মলিন করতে পারে নি। এ যেন লাবণ্যা-মৃত রসের অদ্বিতীয় সবিশেষ (কারণ অল্প হানিও জাত হয় নি) বিন্দু যা নব নব রসসম্পত্তি জন্মানোর বীজ-রূপে থাকায় পড়ে যায় নি।

মর্মভেদী দুঃখ নিবেদনরতা গোপীগণের শোভা ঃ

এইরূপ হলে নিজ নিজ বাম্য-দাক্ষিণ্যাদি স্বভাবের অনুরূপ চেষ্টা-বৈচিত্রে বিবিধবাক্য বিন্যাসের ইচ্ছায় ও প্রণয়-উদ্বেগাদিকে পরিণামবিশেষ প্রাপ্তি করাবার ইচ্ছায় তাঁরা বিবিধ হৃদ্বিকার হেতু বিবিধ শোভা ধারণ করলেন।

৭৯। তথা হি—(দক্ষিণা মৃদু ভদ্রাদি) কেউ কেউ মুখামোদে মত্ত অলিকুলের দ্বারে মধুর গুন্ গুন্ গুঞ্জন-নৈপুণ্যে যেন স্বয়ংই বার বার অবিকল তাঁদের সেই ইচ্ছাই ব্যক্ত করতে করতে এবং নয়ন-বিগলিত কাজল-ধোয়া জলের ছটায় চতুর্দিক্ শ্যামলিমায় ভরিয়ে দিতে দিতে কিছু বলতে লাগলেন স্ব স্ব যূথেশ্বরীর

৮০। কাশ্চন —　　স্তবকৈরতিদন্তকান্তভাসাং, ভ্রমরৈশ্চাননগন্ধনির্ভরান্ধৈঃ।
পুরতস্তিলতণ্ডুলায়মানং, বিদধত্যো গগনাঞ্চলং জজল্পুঃ॥

৮১। কাশ্চন—　　অনুরাগরসেন রঞ্জিতং, স্বরশব্দার্থবিশেষপূজিতম্।
মৃদুমঞ্জুগিরামধীশ্বরী, রসনাগোচরমূচিরে বচঃ॥

৮২। কাশ্চন—　　অতিচঞ্চললোচনাঞ্চলাভিঃ, বিয়তীন্দীবরকাননং সৃজন্ত্যঃ।
কিরণৈরপি পুণ্ডরীকখণ্ডং দশনানাং পরুষা রুষা সমূচুঃ॥

৮৩।　　মদশোণকটাক্ষ-বীক্ষণৈঃ, কুটিলভ্রূলতিকাবিকাশিভিঃ।
ঘনঘর্মপয়ঃকণাননাঃ, কতমা মাধবমাবভাষিরে॥

এব শ্রিয়ঃ শোভা যাসাং তাঃ; হেত্বর্থপ্রয়োগে সর্ববিভক্তীনাং প্রায়দর্শনমিতি প্রথমা॥

৭৯। কাশ্চন মুখামোদেতি স্বসুহৃৎসখ্যাঃ স্বযূথেশ্বর্যাশ্চ দুঃখেন দুঃখিন্যো দক্ষিণমৃদ্ব্যো ভদ্রাশৈব্যাপ্রায়াঃ, সগদং সাময়ং যথা স্যাত্তথা॥

৮০। কাশ্চন স্তবকৈরতিদন্তপ্রকাশেন পূর্বতো বৈশিষ্ট্যাৎ স্পষ্টভাষিণ্য ইমা দক্ষিণাঃ প্রখরাঃ পদ্মা-প্রভৃতয়ো জ্ঞেয়াঃ॥

৮১। কাশ্চনানুরাগেতি ভাষণে চাতুর্যোদয়ান্মধ্যাত্বব্যক্ত্যা তস্মাদেব স্ববাম্যস্যাপ্যবহিঃখ্যা বামমধ্যা বিশাখাদয় ইমা গিরামধীশ্বরী সরস্বতী তস্যা এব জিহ্বা-গোচরং বচ ইতি সৈব তাদৃশং বক্তুং জানাতি, নান্যা কাপীতি ভাবঃ॥

৮২। কাশ্চনাতিচঞ্চলেতি রোষাদল্পাল্প-কটাক্ষাণামপীন্দীবরত্বং স্বসখীনাং শোণকটাক্ষতর্জন-দৃষ্ট্যা ভদ্রমুচিতমেব ক্রিয়তে ইত্যানুমোদনেনান্তঃপ্রসাদোদয়াদ্‌বহিস্তু রুষা ভাষণে পারুষ্যমিতি যথাযোগ্যং বাম্যপ্রাখর্যাভ্যাং যুক্তাঃ শ্রীরাধাদি-সখ্য ইমাঃ॥

৮৩। মদশোণেতি সৌভাগ্যাধিক্যেন মদীয়তাময়ভাবাদতিবাম্যোদয়াদতিরোষবত্যঃ শ্রীরাধা-শ্যামা-ললিতাদয়

দুঃখে দুঃখিত হয়ে।

৮০। (দক্ষিণাপ্রখরা পদ্মাদি) কেউ কেউ উজ্জ্বল শুভ্র দন্তের অতি মনোহর দ্যুতিমঞ্জরীতে ও আনন-গন্ধে অতি অন্ধ কালো ভ্রমরের দ্বারা সম্মুখের গগনতল তিল তণ্ডুলের মতো সাদা কালো আভায় ভরিয়ে তুলতে তুলতে প্রগল্‌ভ বাক্য কিছু বলতে লাগলেন।

৮১। (বামা মধ্যা বিশাখাদি) কেউ কেউ অনুরাগরসে রঞ্জিত স্বর-শব্দ-অর্থ বিশেষের দ্বারা অলঙ্কৃত, স্বরস্বতীদেবীর রসনারও অগোচর এবং মৃদু মধুর বাক্য বিন্যাসে কিছু বলতে লাগলেন।

৮২। (বামা প্রখরা রাধাসখী) কেউ কেউ অতি চঞ্চল কটাক্ষের দ্বারা আকাশে নীলকমল বন, আর দশনের কিরণে শুভ্র কমলখণ্ড সৃজন করতে করতে উগ্র ক্রোধে বলতে লাগলেন কিছু।

৮৩। (সৌভাগ্যাধিক্যে মদীয়তা ভাব হেতু অতি বাম্য উদয় হেতু অতি রোষবতী শ্রীরাধা-শ্যামা ললিতাদি সখীগণ) মদারুণ কটাক্ষ বিক্ষণের দ্বারা কুটিল ভ্রূলতিকা বিকাশকারিণী, ঘনঘর্মজলবিন্দুতে ব্যাপ্তা-ননা কেউ কেউ মাধবকে বলতে লাগলেন কিছু।

৮৪। কাশ্চন — বিনয়ানুনয়ানুরাগলক্ষ্মী-,পরভাগৈঃ সমভাগভাগধেয়াঃ।
জগদুর্মৃদু গদ্‌গদস্বরেণ, প্রথিতোৎকণ্ঠমকুণ্ঠিতাঃ সুকণ্ঠ্যঃ॥

৮৫। কেবলং নয়নকজ্জলাবিলৈ-,রশ্রুভিঃ স্নপিত-তপ্তবক্ষসঃ।
স্বানুরাগরভসানুসারিকা, গদ্‌গদং নিজগদুঃ কুমারিকাঃ॥

৮৬। এবং প্রতিপ্রকৃতি বিপ্রকৃতিবিশেষতয়া যা যথামনীষমুক্তবত্যোঽক্তবত্যো হৃদয়মথ কালকূট-কুটিলেন দুঃখেন তাসাং তথা তথাবিধেন ক্রমেণ প্রতিবচনরচনাং নিরূপয়ামহে, যা মহেন্দ্রাদিগুরুণাঙ্গিরসেন গুরুণাঙ্গিরসেন যথার্থতয়া কথয়িতুং ন শক্যতে॥

৮৭। অহো নঃ সাহসং হসন্তু ন সন্তো যদয়মুপক্রমো রসজ্ঞা রসজ্ঞানমদকণ্ডূখণ্ডনায় নায়মস্মাক-মপরাধো যতঃ ক্ষুদ্রোঽপি ক্ষুদ্রোপিতবৈকল্যোঽকল্যোঽপি দুর্লভমিষ্টমিষ্টদ্রব্যমভিলষতি॥

আবভাষিরে ইত্যাহুঃ। অত্রাগু ঈষত্ত্ব সম্যক্‌ত্বাভ্যামর্থাভ্যাং মধ্যাত্বপ্রাখর্য্যে অপি যথাযথমবসেয়ে॥

৮৪। কাশ্চন বিনয়েতি তদীয়তাময়ভাববত্যো দক্ষিণামৃদ্ব্যশ্চন্দ্রাবল্যাদয়ো বিনয়াদীনাং পরভাগৈরুৎকর্ষৈঃ সম-ভাগং তুল্যমেব ভাগধেয়ং সৌভাগ্যং যাসাং তাঃ, যাবন্ত এব বিনয়াদ্যুৎকর্ষাস্তাবন্ত্যেব সৌভাগ্যানীত্যর্থঃ॥

৮৫। কেবলমিতি মুগ্ধাত্বেন মৃদ্ব্যো ধন্যাদয় ইমা অনূঢ়াঃ॥

৮৬। প্রতিপ্রকৃতি প্রকৃত্যা প্রকৃত্যা স্বস্ব-স্বভাবেন যা বিশিষ্টাঃ প্রকৃতয়ঃ প্রকারান্তাভিরেব বিশেষো যাসাং তত্তয়া অক্তবত্যো ম্রক্ষিতবত্যঃ। আঙ্গিরসেন বৃহস্পতিনা কথয়িতুং ন শক্যতে, কিং পুনর্বর্ণয়িতুমিতি ভাবঃ। গুরুণা বৃহতা আঙ্গিরসেন অঙ্গিনা রসেন শৃঙ্গারেণ যথার্থতয়ৌচিত্যেন॥

৮৭। ক্ষুধা বুভুক্ষয়া রোপিতং বৈকল্যং যস্য সঃ। অকল্যোঽপ্যযোগ্যোঽপি; যদ্বা, রোগযুক্তোঽপি; "কল্যৌ সজ্জনিরাময়ৌ" ইত্যমরঃ॥

৮৪। (তদীয়তাময় ভাববতী দক্ষিণা মৃদু চন্দ্রাবলী প্রমুখা) বিনয়-অনুনয়-অনুরাগশোভার পরাবধি-দ্বারা তুল্য ভাগ্যবতী সুকণ্ঠী কেউ কেউ প্রসিদ্ধ উৎকণ্ঠায় অসঙ্কোচে মৃদু গদ্‌গদ স্বরে কিছু বললেন।

৮৫। মুগ্ধতা হেতু মৃদু ধন্যাদি কন্যকা গোপীগণের মধ্যে কেউ কেউ কেবল নয়নকজ্জলে মলিন অশ্রুতে বক্ষস্থল ভিজিয়ে দিতে দিতে নিজ নিজ অনুরাগ বেগ অনুসারে গদ্‌গদ কণ্ঠে কিছু বলতে লাগলেন।

গোপীগীত ঃ

৮৬। এইরূপে নিজ নিজ স্বভাবানুসারে বিভেদরূপ বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট-হৃদয়া গোপীগণ অতঃপর কালকূট কুটিল দুঃখে যথাবুদ্ধি যা বললেন তথা তথাবিধ ক্রমানুসারে তাঁদের প্রতিটি বাক্যবিন্যাসের স্বরূপ নির্ণয় করা হচ্ছে অতঃপর। এ কার্য ইন্দ্রাদি দেবতাদের গুরু বৃহস্পতি চরমকাষ্ঠাপ্রাপ্ত শৃঙ্গাররসের সমুচিত ভাবে করতে সমর্থ হবেন না।

৮৭। অহো হে রসজ্ঞ সাধুগণ! আমাদের এ সাহসকে উপহাস করবেন না, কারণ এ-উদ্যম রসজ্ঞান-গর্বরূপ কণ্ডূ খণ্ডন করবার জন্যই। এখানে আমার কোন অপরাধ নেই, কারণ ক্ষুদ্র হয়েও ক্ষুধায় বৈকল্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি অযোগ্য হলেও দুর্লভ-প্রিয়মিষ্ট দ্রব্য অভিলাষ করে।

৮৮। তত্র তাবৎ প্রথমং প্রথমঙ্গলাবণ্যং দধত্যঃ কাশ্চিদাহুঃ,—

'হা হন্ত ভো হৃদরুষা পরুষাক্ষরেণ, মৈবং বিষাদয়িতুমর্হসি নো বিশিষ্য।
সন্তর্পণায় ভুবনস্য বিধায় হর্ষং, বর্ষন্ত্যহো ঘনরসং ন বিষং পয়োদাঃ॥

৮৯। কিঞ্চ, মুক্তং ন এতদবমুচ্য সমস্তবন্ধূ- নন্ধূপমান্ যদগমাম তবাঙ্ঘ্রিমূলম্।
বাপীতড়াগসরিদাদিপয়ো বিহায়, বাঞ্ছা জলে জলধরস্য হি চাতকীনাম্॥'

৯০। অপরা আহুঃ সরোষহাসপরিহাসপেশলম্—

'পত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তি-,র্ধর্ম ইত্যুপদিদেশ ভবান্ যৎ।
অস্তুসৌ ত্বয়ি গুরাবুপদেশো মাদৃশীষু পদমেষ ন ধত্তাম্॥

৮৮। প্রথং খ্যাতম্, তাদৃশসন্তাপেঽপি কার্ৎস্ন্যেনানপগমশীলত্বাৎ। হৃদরুষা হৃদি অরুর্ব্রণো যতস্তাদৃশেন পরুষাক্ষরেণ॥

৮৯। এবং তস্যাসমীক্ষ্যকারিত্বং প্রদর্শ্য স্বেষান্তু যুক্তকারিত্বমাহুঃ - মুক্তমিতি। অন্ধূপমান্ কূপতুল্যান্। চাতকীনামিত্যনেন স্বেষাং ভাবস্য নৈসর্গিকত্ব স্তব্যত্বে এব, ন ত্বৌপাধিকত্ব গর্হণীয়ত্বে ইতি ব্যঞ্জিতম্॥

৯০। ত্বয়ি গুরৌ এব এষোপদেশোঽস্তু, রাত্রৌ নির্জনবনে সুন্দরীজনানাকৃষ্য স্বয়ং গুরুঃ সন্নেবমেব ধর্মমুপদিশন্ সন্ সদা বর্ত্তস্বেত্যর্থঃ। নন্বু কিং বক্রং পরিহসথ ? নহি নহীত্যাহুঃ,—মাদৃশীষু স্ত্রীষু এষ উপদেশঃ পদং ন ধত্তামিতি কাক্বা, অপি তু ধত্তামেবেত্যর্থঃ। এতদর্থমেবাগতা বয়মিমং ধর্মোপদেশং প্রাপ্য কৃতার্থা এবাভূমেতি ভাবঃ। যদ্বা, স্পষ্টমভিধয়ৈবাহুঃ,—ত্বয়ি গুরৌ সত্যেব এষ উপদেশোঽস্তু, ন চ তব গুরুত্বম্, নাপ্যস্মাভিস্ত্বং গুরুঃ ক্রিয়সে, তব গোপজাতিত্বেন ধর্মোপদেষ্টৃত্বানর্হত্বাদস্মাকং চ তত্র শ্রদ্ধারাহিত্যাদিতি ভাবঃ। নন্বু ভো হঠিন্যো মুনিবচনমেবানুবদামি, সত্যম্, মাদৃশীষ্বিতি মাদৃশ্যোঽনধিকারিণ্য ইতি ভাবঃ। যদ্বা ত্বয়ি গুরৌ এষ উপদেশোঽস্তু, গুরুর্হি স্বয়ং ধর্মমাচর্য্যৈব অন্যাংস্তত্র প্রবর্তয়িতুং শক্নোতি, ত্বয়া তু মোহিন্যবতারে কোঽপি পতির্ন কৃতঃ, কৃতাদপি মহেশাৎ পত্যুরপত্যং ন জনিতম্, নাপ্যনুবৃত্তিঃ

৮৮। সেখানে সকল গোপীর মধ্যে প্রথমে প্রসিদ্ধ অঙ্গলাবণ্যধারিণী কেউ কেউ বললেন—

'হা হন্ত ভো, যা মরমে প্রবেশ করে ব্রণের আকার ধারণ করে নেয়, এমন কঠোর বাক্যে আমাদিকে বিশেষ প্রকারে বিষাদে নিক্ষেপ করা উচিৎ নয়। মেঘ ভুবনের সন্তর্পণের জন্য হর্ষপূর্বক জলই বর্ষণ করে থাকে—বিষ নয়।

৮৯। আরও, এ যুক্তিযুক্তও নয়। কারণ বন্ধুবর্গকে কূপতুল্য পরিত্যাগ করে আগত চাতকীর একমাত্র মেঘের জলেই বাঞ্ছা।

৯০। আরও, কেউ কেউ সরোষ হাস-পরিহাস মনোহারী বাক্যে বললেন—'পতিপুত্রসুহৃদ্গণের সেবাই ধর্ম' এই যে তুমি উপদেশ করলে, এ উপদেশ গুরু তোমাতেই থাকুক; (গোপী—রাত্রিতে নির্জন বনে সুন্দরীদের আকর্ষণ করে নিয়ে এসে স্বয়ং গুরু সেজে ধর্মোপদেশ করতে করতে সদা বিরাজমান থাক তুমি। কৃষ্ণ - বক্র পরিহাস করছো না-কি ? গোপী—না না এ পরিহাস নয়)— তাই বলা হচ্ছে 'মাদৃশীষু', মাদৃশী স্ত্রীজনে তোমার এ-উপদেশ দাঁড়ায় না, পিছলে পড়ে যায়।

৯১। হন্ত হন্তররাতিসমূহস্য! হস্যমানোঽয়ং তব ব্যাহারো হা রোপিতো যদয়মস্মাসু কুতস্তরামপত্য-মপত্যক্তপতিসঙ্গানাং পতীনামপত্যমিতি তৎপুরুষে পুরুষেশ্বর ন ঘটতেঽন্বয়ঃ, যতস্ত্বদতিরিক্তোঽরিক্তোত্তমগুণ-রত্নাকর রত্নাকরতনয়ারাধিতচরণ নাতঃ পরঃ পতিরস্তি নারীণাং নারীণাং চ হান্ত ঽন্যো মানসানাম্॥'

৯২। অন্যা আহুঃ— 'কুর্বতে ত্বয়ি রতিং মতিভাজঃ, প্রেয়সি ত্রিভুবনাত্মনি নিত্যে।
নার্ত্তিদং ক্ষণবিনাশি ভজন্তে পত্যপত্যসুহৃদাদি কৃতিন্যঃ॥

৯৩। এষা হি সাধুতমা ধুতমায়া রীতিঃ সা মান্যানাং সামান্যানাং চ বিশেষতোঽশেষতোদহর মাদৃশাং দৃশাং মনসামুদ্ধবো ধবো ভবানেব, ভবন্তমৃতেঽপি নো জুগুপ্সা, তন্নঃ প্রসীদ, সীদতু নায়মমায়মনুগতো গতোৎ-সাহো জীবলোকনিকরঃ॥

কৃতেত্যধুনা তু তথৈব তত্তৎ ক্রিয়তামিতি ভাবঃ॥

৯১। অরাতিসমূহস্য হন্তরিতি কেবলমসুরমারণ এব তব রসিকত্বমিতি ভাবঃ। হা ইতি পীড়ায়াম্, আরো-পিতঃ পরীবাদ এব দত্ত ইত্যর্থঃ। পতীনামপত্যমিত্যস্যসপত্নীজাতমিত্যর্থঃ। অত হেতোঃ পরঃ পতির্নাস্তীতি তত্ত্বাপ্রসক্তে-র্মানসানাংমনোজাতানামাধিরূপাণামরীণামন্যো হন্তা ন ভবতি। রত্নাকরতনয়া লক্ষ্মীঃ সর্বনারীবর্গমুখ্যাপি নারায়ণস্য কান্তাপি ত্বামেব পতিং প্রাপ্তুং ত্বচ্চারণমারাধিতবতীত্যর্থঃ; (ভা° ১০।১৬।৩৬) যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপঃ" ইত্যাদেঃ। গোপরাজনন্দনত্বেনৈব কৃষ্ণে প্রাপ্তনিষ্ঠানামপি তাসামিয়ং মাহাত্ম্যস্ফূর্তিঃ প্রেমকৃতৈব, প্রেমা হ্যসদপি মাহাত্ম্যং স্ফোরয়তি, কিমুত সৎ, ততশ্চ প্রেমাতিশয়স্য মাহাত্ম্যাতিশয়মেব, যথা আদিভরতচরিতে (ভা° ৫।৮।২৩) "কিংবা অরে আচরিতং তপস্তপস্বিন্যানয়া যদিয়মবনিঃ" ইত্যাদি-গদ্যে স্বমৃগপদস্পর্শেন পৃথিব্যা অপি ভাগ্যং বর্ণিতমিতি এষ এব সিদ্ধান্তঃ সর্বত্রা-গ্রেঽপ্যনুবর্তয়িতব্য ইতি॥

৯২। নিত্যে ইতি জীবাত্মা ব্যাবৃত্তঃ॥

৯৩। সা প্রসিদ্ধা এষা মান্যানামুত্তমানাং সামান্যানাং কনিষ্ঠনাঞ্চ রীতির্ধুতমায়া খণ্ডিতকৈতবা, উদ্ধব উৎসব-

---

৯১। হায় হায় হে শত্রুকুলনাশী! এই যে তুমি আমাদের উপর হায় হায় অপবাদ আরোপ করলে, এ-কথা তোমার হাস্যকর। যারা নিত্য পতিসঙ্গ ত্যাগিনী তাদের আবার পতি কি? বলতে পার সপত্নীপুত্র। তবে হে পুরুষেশ্বর! সেই সপত্নীর স্বামীতে আমাদের মিলন ঘটে না। সুতরাং হে পূর্ণ গুণনিধি-শ্রেষ্ঠ! লক্ষ্মী আরাধিতচরণ! তুমি বিনা নারীদের অন্য কোনও পতি নেই, আর মনোজাতপীড়ারূপ শত্রুরও অন্য কেউ হন্তা নেই।

৯২। অন্য কেউ বললেন—ত্রিভুবনের অন্তর্যামী নিত্য প্রিয় তোমাতে বুদ্ধিমান্ জন রতি বিধান করে থাকে। ক্ষণবিনাশী দুঃখদায়ক পতিপুত্র সুহৃদাদিকে চতুর নারী ভজনা করে না।

৯৩। এই হল শ্রেষ্ঠতম নিষ্কপট রীতি—উত্তম ও অধম উভয়ের জন্যই। হে বিশেষ-অশেষ দুঃখ-হর! মাদৃশ জনের মনোনয়নের উৎসবরূপ স্বামী তো তুমিই। তোমা বিহনে অমৃতেও আমাদের ঘৃণা। তাই বলছি আমাদের উপর প্রসন্ন হও। তোমাতে অনুগত সরল এ-জীবলোক গতোৎসাহ হয়ে বিষাদে না-ডুবে যায়।

৯৪। ছিন্ধি মাশামা-শাবকদশমুপচিতাং কমলিনীমিব হিমাগমো মা গমো ম্লাপয়িতুং নো জিজীবিষাম্ ॥'

৯৫। অপরাশ্চাহুঃ,— 'চিত্রমত্র ভবতাপহৃতং নো, গম্যতাং কথমহো বত ঘোষঃ।
গচ্ছতো ন চ পদে পদমেকং, নাথ তে পদসরোরুহমূলাৎ ॥

৯৬। তেন তে ন বচো নবচোর বধূজনমানসস্য মানসস্যশোষকরাবগ্রহগ্রহণযোগ্যং ভবিতুমর্হতি ॥'

৯৭। ইতরা অপ্যাহুঃ,— 'মুচ্যতাং কপট কৌতুকধূলী, সিচ্যতামধরবিম্বমধূলী।
ক্লান্তিকারিপরুষোদিতমূলঃ, শান্তিমেতু হৃদি তাপকুকূলঃ ॥

৯৮। অপরথা মনোরথা মনোজকৃতাঃ পরিতাপকৃশানুনা কৃশা নু নাশয়িত্বা ন ইমাস্তনূরন্যাঃ প্রাপয্য প্রাপয়িষ্যন্তি যোষিদ্বধানুতাপমনুভবন্তং ভবন্তম্। অস্মাকং তূভয়তো বিরহ ভয়তো বিরহঃ' ইতি ॥

রূপঃ, ভবন্তমৃতে ত্বাং বিনা অমৃতে সুধায়ামপি নোঽস্মাকং জুগুপ্সা ঘৃণা ॥

৯৪। আ-শাবকদশং বালদশামভিব্যাপ্য উপচিতামাশাং মা ছিন্ধি। কমলিনীং হিমাগম ইব নোঽস্মাকং জিজীবিষাং ম্লাপয়িতুং মা গমঃ, মা প্রাপ্তো ভব ইত্যর্থঃ ॥

৯৫। ভবতা চিত্তমপহৃতমিত্যস্মাকং কো বা দোষ ইতি ভাবঃ ॥

৯৬। তেন হেতুনা তে তব বচো মান এব সস্যং তস্য শোষকরোঽবগ্রহো বৃষ্টিপ্রতিবন্ধঃ, তদ্গ্রহণযোগ্যং ন ভবিতুমর্হতি, হে নবচোর ॥

৯৭। অধরবিম্বমধূলী সিচ্যতামিতি ক্ষেত্রে জলং সিচ্যতামিতিবৎ, তাপকুকূলঃ সন্তাপতুষাগ্নিঃ ॥

৯৮। মনোরথাঃ কর্তারঃ পরিতাপ এব কৃশানুরগ্নিস্তেন নোঽস্মান্ কৃশানাশয়িত্বা, নু নিশ্চিতম্, অন্যাস্তনূঃ প্রাপয্য ভবন্তং প্রাপয়িষ্যন্তি। হন্ত নিৰ্জোজসা এতা মাং প্রাপ্তা এব, অহং তূপেক্ষয়া স্ত্রীবধভাগী কেবলমভুবমিত্যেবমনুতাপমনুভবিষ্যসীত্যর্থঃ। অস্মাকমিতি স্পষ্টম্, ভঙ্গ্যা তু প্রেমপ্রখ্যাপকোঽপ্যর্থঃ সম্ভবতি, স যথা—ননু স্বকৃতং কষ্টমহঙ্কারিণঃ

৯৪। একেবারে বালদশা ধরে বেড়ে উঠা আমাদের আশালতা ছেদন করো না। শিশিরপাতে কমলিনীর মতো দশাপ্রাপ্ত আমাদের বাঁচার ইচ্ছা ম্লান করে দেওয়ার জন্য এগিয়ে এসো না।

৯৫। অপর কেউ কেউ বললেন—অহো, তুমি যে আমাদের চিত্ত চুরি করে এখানে নিয়ে এসেছ, হায় হায়, ব্রজে ফিরে যাবো কি করে। হে নাথ। তোমার পাদপদ্ম মূল থেকে একটি পাও আমাদের চলছে না, ঘরের দিকে।

৯৬। তাই বলছি হে নবচোর, বধূজনের মনের মানরূপ শস্যের শোষকর অনাবৃষ্টি সৃজন করা তোমার মতো লোকের পক্ষে সমীচীন হয় না।

৯৭। অপর একজন বলছেন—ছেরে দেও ছেরে দেও বন্ধু, কপট কৌতুক ধূলী। সেচন কর অধর-বিম্বমধুলি। শান্তি প্রাপ্ত হোক ক্লান্তিকারী কঠোর বাক্যমূল থেকে জাত সন্তাপতুষাগ্নি।

৯৮। অন্যথায় কামোত্থ মনোরথকে কর্তা বানিয়ে তোমার উপেক্ষা পরিতাপাগ্নিতে এ-তনু নাশ করত অন্য একটি ধারণ করে তোমাকে লাভ করব। তুমি এদিকে যোষিৎ বধের অনুতাপ অনুভব করতে

৯৯। অপরাশ্চাহুঃ— অস্পৃশাম কমলোৎসবকন্দৌ যর্হি বর্হদলভূষ তবাঙ্ঘ্রী।
তর্হ্যদেব হি পরস্য সমক্ষং, স্থাতুমেব ন বয়ং প্রভবামঃ ॥

১০০। তদিদং ভবৎপরপরভাগমপরাপরামৃষ্যং সমানবয়ো নবযোষিতাং লবণিমাধুয্যং মাধুর্য্যং স্বীক্রিয়তাম্ ॥

১০১। লৌকিকতাপারমিতা রমিতা নিজজনবৃন্দাবনপ্রিয়েণ বৃন্দাবনপ্রিয়েণ ভবতা বতান্তঃসন্তাপং নার্হন্তি ॥

১০২। অথ শ্রুতিরূপা আহুঃ —
'বক্ষসি স্থিতবতী চ তুলস্যাঃ, স্পর্দ্ধয়েব কমলা যমুপাস্তে।
অত্র তে চরণপদ্মপরাগে, রাগবান্নিকর এষ বধূনাম্ ॥

কষ্টতয়া ন মন্যন্তে ? সত্যম্, অস্মাকমুভয়তোঽধুনা স্বীকারে বা তদভাবে বা; পক্ষে, বিরহরূপং যদ্ভয়ং তস্মাত্তু বিরহো বিচ্ছেদ এব, কিন্তু প্রেমহতকগ্রস্তানামস্মাকং তদ্বদীয়ং কষ্টং সা ত্বদীয়া দুষ্কীর্তির্বা বাধিষ্যত এবেতি তত্রাণার্থমেব প্রার্থনেয়মিতি ভাবঃ ॥

৯৯। কমলে ইবোৎসবকন্দৌ উৎসবসুখদাতারৌ ॥

১০০। তত্তস্মাদিদং নবযোষিতাং মাধুর্য্যং স্বীক্রিয়তাম্, ভবৎপর এব পরভাগঃ শোভা যস্য তৎ, অপরৈরন্যজনৈরপরামৃষ্যং পরামৃষ্টুমশক্যং সমানং ত্বত্তুল্যমেব বয়ো যত্র তৎ, আ সম্যক্ ধুর্যমাশ্রয়রূপম্ ॥

১০১। নন্ লোকনিন্দা ভবীষ্যতীতি ? তত্রাহুঃ—লৌকিকতায়াঃ পারমিতাঃ প্রাপ্তাস্ত্যক্তলোকা ইত্যর্থঃ। ইয়ং প্রকটসম্ভোগপ্রার্থনা রসাভাসত্বেন ন পর্যাপনীয়া,—তস্যাঃ প্রকৃতিস্থ নায়িকামুখোত্থত্বেন তজ্জৈর্লক্ষিতত্বাৎ। অতএব মধুপানমত্তায়া নায়িকায়াঃ প্রকৃতিস্থত্বাভাবে প্রত্যুত সা গুণত্বেনোক্তমাসাং পুনঃ প্রিয়তমোপেক্ষাবাগ্বজ্রবিশীর্ণসর্বমর্মাণাং মহাসন্তাপোন্মথিতচিত্ততয়া প্রাপ্তপ্রকৃতিবিপর্যয়াণাং সেয়মনুরাগপখ্যাপনায়ৈবোন্মাদবিবর্তরূপা পরমবাম্যবতীনামপ্যাসাং মুখাদেতচ্ছুশ্রূষয়ৈব রসিকেন্দ্রেণ তেন তথা ব্যবসিতমিতি।।

১০২। শ্রুতিরূপা ইত্যৈশ্বর্যজ্ঞানসংস্কারবতো দাসীম্মন্যাঃ, সম্প্রতি দৈন্যেন তু নিতরামেবেতি ভাবঃ। বক্ষসীতি

থাকবে। আমাদের কিন্তু অধুনা তোমার দ্বারা স্বীকার বা অস্বীকার উভয় প্রকারেই বিরহ ভয়ে বিচ্ছেদ দুঃখ অনুভব হতে থাকবে।

৯৯। অপর কোন কোন গোপী বললেন - হে ময়ূরপুচ্ছধারি! যখন থেকে কমলের মতো সুখদায়ী তোমার দুটি চরণ স্পর্শ করেছি সেই থেকেই পরপুরুষের সম্মুখে আমরা দাঁড়াতেই পারিনা।

১০০। তাই বলছি, নবযোষিৎগণের এ-মাধুর্য, যা তোমাতে মিলিত হলেই শোভা পায়, অন্য জন স্পর্শই করতে পারে না, যা নিত্য একরূপে স্থিত এবং লাবণ্যের আশ্রয়স্বরূপ তা অঙ্গীকার কর, তুমি হে সুন্দর।

১০১। স্বজন পালনপ্রিয় ও বৃন্দাবনপ্রিয় তোমার নিকট লৌকিকতার পারপ্রাপ্তা ও উপভুক্তা আমাদের হায় হায়, চিত্তসন্তাপ পাওয়া উচিত নয়।

১০২। অতঃপর ঐশ্বর্যজ্ঞান সংস্কারবতী দাসীম্মন্যা শ্রুতিরূপা গোপীগণ বললেন—বক্ষে স্থিতা

১০৩। অতএব প্রপন্নাঃ প্রপন্নার্ত্তিহারক মাস্মান্ পরিহার্ষীঃ ॥'

১০৪। অথ তৎসবাসনা ঊচুঃ,—

'তৎ প্রসীদ করুণাম্বুনিধে নঃ সঙ্গতাঃ স্ম বসতীঃ পরিহায় ।
ত্বৎপদাম্বুজপলাশবিলাস-,স্বাদমোদমদিরাধুতবুদ্ধীঃ ॥

১০৫। তদধুনা ধুনানো মোহং পুরুষভূষণ ভুবণহর বরকরুনারুণাপাঙ্গনিরীক্ষণক্ষণবলেবলমানমানসা মানসারম্ভেন প্রভবিহ বিহসিত-সিততাচ্ছুরিত-দশন-বসনারুণ্য তারুণ্যতাৎকালিকশোভাবিশেষাশেষার্ত্তিহারিণা বচনামৃতেন বিপণয্য কুরুষ্বোচ্চৈর্নে। দাসীর্নো দাসীনো ভব' ইতি ॥

১০৬। এবমন্যা অপি তৎসবাসনা ঊচুঃ,—

'খেললোলমণিকুণ্ডল-ভাস্ব- দ্গণ্ডমণ্ডলমখণ্ডিতশোভম্ ।
বীক্ষ্য তে স্মিতসুধামধুরোষ্ঠং, বক্ত্রচন্দ্রমভবাম হি দাস্যঃ ॥

(ভা° ১০।৮।১৯) "তস্মান্নন্দাত্মজোঽয়ং তে নারায়ণসমো গুণৈঃ" ইতি প্রসিদ্ধ্যা গোপনন্দনস্যাস্য নারায়ণেনৈক্যমেব পরমৈশ্বর্য্যমিতি মন্বানাঃ, কমলাপি তে যথা দাসীভাবমিচ্ছতি, তথা বয়মপীত্যাহুঃ। অপ্যর্থে চকারঃ ॥ (১০৩)

১০৪। তৎসবাসনা ইতি মুনিরূপা ইতি ভাবঃ ॥

১০৫। ভুবঃ পৃথিব্যা এবমুষণঃ সন্তাপস্তং হরতীতি হে তাদৃশ ! অরুণাপাঙ্গেন নিরীক্ষণমেব ক্ষণ উৎসবঃ, স এব বলং তেন বলমানং মানসং যাসাং তা নোঽস্মান্ বচনামৃতেন বিপণয্য ক্রীত্বা দাসীঃ কুরুষ্ব। মান আদরস্তেন সহ সারস্যং তেন, সাদরসরসতয়েত্যর্থঃ। বিহসিতস্য সিতস্য সিততয়া শ্বেতিম্না ছুরিতস্য দশনবসনস্যারুণ্যা তারুণ্যেন তাৎকালিকো যঃ শোভাবিশেষস্তেনাশেষার্ত্তিহারিণা ॥

১০৬। খেলেন লোল্যাভ্যাং মণিকুণ্ডলাভ্যাং ভাস্বদ্দীপ্যমানং গণ্ডমণ্ডলং যত্র তম্; শ্লেষেণ, কুণ্ডলে এব ভাস্বন্তৌ

হয়েও লক্ষ্মীদেবী যাঁর উপাসনা করে থাকেন যেন তুলসীর সহিত স্পর্ধাতেই এই বৃন্দাবনে, সেই চরণপদ্মে এ-বধূগণ অনুরাগ বহন করছে।

১০৩। অতএব হে প্রপন্নার্তিহারক ! আমাদিকে পরিত্যাগ কর না।

১০৪। অতঃপর শ্রুতিরূপাদের সহিত একই বাসনাযুক্তা মুনিরূপা গোপীগণ বললেন—

হে করুণাম্বুনিধে ! ঘর ছেড়ে তোমার চরণে এসেছি। তোমার পদাম্বুজপলাশবিলাসের আস্বাদন জনিত আনন্দমদিরায় চঞ্চলবুদ্ধি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও।

১০৫। তাই বলছি হে পুরুষভূষণ। অধুনা তোমার সুন্দর হাসির শুভ্রতাচ্ছুরিত ওষ্ঠাধরের অরুণ-দ্যুতির তারুণ্যজনিত তৎকালিক শোভাবিশেষে অশেষ আর্তিহারী ও প্রভাবশালী বচনামৃতে হে পৃথিবীর সন্তাপহারী ! তোমার পরমকরুণাসিক্ত অরুণ নয়ন কোণের নিরীক্ষণোৎসবরূপ বলে বলমান্ মানসা আমাদিগকে দাসী কর—সাদর সরসতার সহিত ক্রয় করে।

১০৬। অতঃপর শ্রুতিরূপাদের সহিত একই বাসনাযুক্তা অন্য গোপীগণ বললেন—খেলালোল মণি-কুণ্ডলে দীপ্ত গণ্ডমণ্ডলযুক্ত, পূর্ণশোভ, স্মিতসুধামধুর ওষ্ঠযুক্ত তোমার মুখমণ্ডল দর্শন করে আমরা তোমার

১০৭। মধুমধুরহসিতামৃতমৃতসঞ্জীবন-বননকারিণ্যো ভয়ভয়দমায়তমায়তমানসৌভগমতি-চারু চারুণ-করকমলাগ্রং কমলাগ্রন্থিহরং ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য ভবাম দাস্যো দাস্যোচিতপ্রেমপ্রে মনসি নো ধারয় রয়তঃ ॥'

১০৮। অথ নিত্যসিদ্ধা উচুঃ,— সকলসুভগ ভগবন্ পুরুষরত্ন গুণরত্ন গুণনিকাগার কিং তাবদাসাং দূষণম্ ॥

১০৯। কাঃ স্ত্রিয়স্তব মনোহরবংশী-,কূজিতাহৃতহৃদঃ পরিহায়।
সাধুশীল কুলশীলসুশৈলী-,মার্য্য নার্য্যচরিতাদ্বিচলেয়ুঃ ॥

১১০। যতস্ত্রিলোকলোকলোচনচমৎকারকারণমখিলভুবনশ্রীসৌভগভগবত্তাস্পদং পদং সৌন্দর্য্যাবধেঃ পরমমাধুর্য্যধূর্য্যমতিরমণীয়রমণীযত্নসাধ্যরূপং রূপং তবেদমালোক্য নির্ভরমেদিনী মেদিনীগত-খগ-মৃগ-পশুততিরতি-বিপুলপুলককুল-কলিতাং তনুং ধত্তে ॥'

সূর্য্যো যত্র তদ্‌গণ্ডমণ্ডলং যত্র তম; তথাপ্যখণ্ডিতশোভম্ ॥

১০৭। হসিতামৃতমেব মৃতসঞ্জীবনং তস্য বননকারিণ্যো যাচিকা বয়ং দাস্যো ভবাম, 'বনু যাচনে'। ভুজদণ্ড-যুগং বিলোক্য। কথম্ভূতম্? ভয়স্যাপি ভয়দম্, আ সম্যক্ যতমানং স্থাতুং প্রযত্নপরং সৌভগং যত্র তৎ, কমলায়াঃ শোভায়া গ্রন্থিং গ্রন্থনং হরতীতি তৎ, গ্রথিতসর্বশোভাকমিত্যর্থঃ দাস্যোচিতং প্রেমাণং প্রাতি পূরয়তীতি তথাভূতে। নোঽস্মান্ ॥

১০৮। ভগবন্ হে শ্রীযুক্ত! গুণনিকাগার নৃত্যমন্দির; "ভবেদ্‌গুণনিকা নৃত্যে" ইতি মেদিনী ॥

১০৯। হে সাধুশীল হে আর্য! ইতি বৈপরীত্যাপাদকং ত্বচ্চেষ্টিতং কথমিতি পৃচ্ছাম ইতি ভাবঃ ॥

১১০। অতিরমণীয়াভিরপি রমণীভির্যত্নসাধ্যরূপম্, ন ত্বনায়াসলভ্যমিত্যর্থঃ। এতৎপ্রাপ্ত্যর্থং তাস্তীব্রতপোব্রতা-দিকমপি কর্তুমর্হন্তি, ন তু কদাচিদপ্যতো বিরন্তুমিতি ভাবঃ। যতো মেদিনীগতেত্যাদি। নির্ভরমেদিনী অতিশয়স্নেহবতী; 'ঞিমিদা স্নেহনে' ॥ (১১১)

দাসী হওয়ার জন্য লালসান্বিত হয়েছি।

১০৭। ভয়েরও ভয়স্বরূপ, আজানুলম্বিত, অতিচারু অরুণ করকমলযুক্ত এবং যথায় বর্ণসৌন্দর্য অবস্থানের জন্য প্রযত্নপর সেই সর্বশোভা স্তবক ভুজদণ্ড দেখে লুব্ধ হয়েছি। মধুমধুর হাস্যামৃত-মৃতসঞ্জীবন যাচিকা আমরা তোমার দাসী হব। দাস্যোচিত প্রেমের পূরণকারী তোমার মনে আমাদিকে সত্বর ধারণ কর।

১০৮। অতঃপর নিত্যসিদ্ধাগণ বললেন—হে শ্রীযুক্ত! হে সকল সৌভাগ্যশালী! হে পুরুষরত্ন! হে গুণরত্ন, হে নৃত্যমন্দির! সর্বজন মনোহর তুমি, তোমাতে আসক্ত হয়েছি, এতে আমাদের দোষ কোথায়?

১০৯। মনোহর বংশী কূজনে অপহৃত মানসা কোন্ স্ত্রী হে স্বভাবসুন্দর, হে আর্য! কুলশীলসুশৈলী পরিত্যাগ করে আর্যচরিত থেকে বিচলিত না হয়।

১১০। যেহেতু ত্রিলোকলোচনের চমৎকারকারণ, অখিলভুবন-শোভার সৌভাগ্যসম্পত্তির আস্পদ, সৌন্দর্যাবধির আশ্রয়, পরমমাধুর্যধূর্য এবং অতি রমণীয় রমণীর যত্নসাধ্য তোমার এ-রূপ দর্শন করে মেদিনীর খগ-মৃগ-পশু সমূহ অতিশয় স্নেহবতী হয়ে বিপুল পুলকাবলীতে ব্যাপ্ত তনু ধারণ করে।

১১১। পুনঃ শ্রুতিরূপা উচুঃ,—

'আর্তিহা ব্রজভুবাং ভবসীতি, ব্যক্তমেব হি বিভো ভুবনেষু।
আদিপুরুষ ইবামরগোপ্তা, তেন হাতুমিহ নার্হসি নস্তম্॥

১১২। তেনার্তবন্ধো নির্বন্ধো নির্ভরোঽয়ং মা ক্রিয়তাম্, করুণানিধে নিধেহি সন্তপ্তে ন উরসি শিরসি শিশিরতরং রতরঞ্জি করকমলমমলমলমতিমতি সন্তাপমলনকৃতে কিঙ্করীণাং রীণাং হৃদয়াধারাং ধারাং বাষ্পবিষবারাং বারান্তরানাবর্তিনীং বিধেহি, কিমতিপ্রসঙ্গেন, নো মনো রঞ্জয়, জয় জয় বিকলানাং সকলানাং সর্বদা সমুত্তাপতাপহারায়॥

১১৩। কিঞ্চ, বংশীকলেন বড়িশেন ঝষীরিবাস্মা-,নাকৃষ্য সদ্গুণজুষা সুরসামিষেণ।
শূলাকরোষি পরুষোক্তি শলাকয়ৈব-মাবিধ্য কিং পুনরুপেক্ষণবীতিহোত্রে॥

১১২। রতরঞ্জি রতে রঞ্জকম্। অতিশয়ো যো মতিসন্তাপস্তস্য মলনং মর্দনং দূরীকরণমিতি যাবৎ। তৎকৃতে ততশ্চ বাষ্পবিষবারাং ধারাং বারান্তরে পুনর্নাবর্তিতুং শীলং যস্যাস্তথাভূতাং বিধেহি। সম্যগুত্তাপো যাসাং তদ্ভাবস্ততা তস্যা অপহারায়॥

১১৩। বংশীকলেনেত্যাদয়ো রাধাসখীভিঃ সহ শ্রীকৃষ্ণস্যোক্তিপ্রত্যুক্তয়ঃ, ইত্যেবং রসসারাধিকা ইত্যগ্রেতন গদ্যেন ব্যক্তীভবিষ্যন্তি। শোভনো রসো নাদব্যজ্যমানঃ শৃঙ্গার এব আমিষং যত্র তেন; শ্লেষেণ, সুরসমামিষং মৎস্যলোভনীয়ং যত্র তেন বড়িশেন। শূলাকরোষীতি 'শূলাৎ পাকে' ইতি ডাচ্; শিক ইতি খ্যাতম্॥

১১১। পুনরায় শ্রুতিরূপাগণ বললেন —

হে বিভু! তুমি যে ব্রজবাসিগণের আর্তিহারী, আদিপুরুষ নারায়ণের মতো দেবতাগণের রক্ষক — এ কথাতো বিখ্যাতই আছে। তাই বলছি, তুমি আমাদিকে এ-বনে ত্যাগ করতে পার না।

১১২। অতএব হে আর্তবন্ধো! তোমার এ-জেদ দৃঢ় করা উচিত নয়। হে করুণানিধে! তোমার সুশীতল-রতিরঞ্জক-অমল করকমল আমাদের সন্তপ্ত বক্ষে ও শিরে ধরে রাখ যতক্ষণ-না চিত্তের সন্তাপ দূরীভূত হয়ে যায়। অতঃপর প্রবহমান বাষ্পবিষজলধারা পুনঃ যেন আর এ-কিঙ্করীদের হৃদয়-খাদে ফিরে না আসে, এমন করে দেও। আর বেশী বলবার কি প্রয়োজন, আমাদের মন রঞ্জিত করে তোল। উপেক্ষায় বিকল হৃদয়া আমাদের সকলের সন্তাপক্লিষ্টতা অপহরণ করে নেওয়ার জন্য সর্বদার তরে তোমার জয় জয়কার ফলাও করে তোল।

১৩। (রাধার সখীগণের সঙ্গে কৃষ্ণের উক্তি প্রত্যুক্তি—)

আরও, হে কৃষ্ণ! কেন তুমি সদ্গুণরূপ রজ্জু ও শোভন শৃঙ্গাররসরূপ সুরস টোপ পরানো বংশীনাদরূপ বড়িশের দ্বারা আমাদের মৎস্যের মতো টেনে নিয়ে এসে কঠোর উক্তিরূপ শলাকায় বিদ্ধ করে পুনরায় উপেক্ষারূপ অগ্নিতে ছেঁকে শিক কাবাব বানিয়ে দিচ্ছ!

১১৪। অহমাত্মমুদামুদারভাবৈ-,র্মুরলীনাদ-বিনোদমাতনোমি।
যদিতো বিকলাঃ কুলাঙ্গনাঃ স্যুঃ সকলা এব তদত্র মে ক্ব দোষঃ॥

১১৫। সদ্বংশভূরকুটিলা সহজৈকপর্বা, সারান্বিতা চ মুরলী ন হি দুষ্যতীয়ম্।
অস্যাঃ কলৈর্বত জনং জনমেব নাম-,গ্রাহং যদাহ্বয়সি নঃ স তবৈব দোষঃ॥

১১৬। মুরলী মরুদাভিমুখ্যমাত্রে, ন ধ্বনতীয়ং ন ময়ৈব বাদ্যমানা।
স্বয়মাহ্বয়তীয়মিচ্ছয়া বঃ, সকলানামপি নাম নাম বেত্তি॥

১১৭। এবং চেত্তথাপি তবৈব দোষঃ, নহি তত্রভবতো ভবতোঽসাধুসঙ্গঃ সমুচিতঃ। তথা হি—
ছিদ্রৈর্যুতা বহুভিরেব কঠোরগাত্রী, শূন্যান্তরাতিমুখরা মহতো ন বংশাৎ।
জাতা পরস্য কুলপঙ্ককলঙ্ককর্ত্রী, বংশী তবেয়মিহ নার্হতি সাধুবাদম্॥

১১৮। অহো নাদব্রহ্মোপনিষদমিবৈনাং ভগবতীং
নবচ্ছিদ্রাং মূর্তিং স্বয়মুপগতাং মৎপ্রণয়তঃ।

১১৪। সকলা এব সমস্তা এব; শ্লেষেণ, কলাভিঃ সহিতা এব, নান্যা ইতি গানাদিকলাতন্ত্রবিজ্ঞতৈব যুষ্মাস্বনর্থকারিণীতি ভাবঃ॥

১১৫। সহজমেকং পর্ব গ্রন্থিরুৎসবশ্চ যস্যাং যতশ্চ, নামগ্রাহং নাম গৃহীত্বা "নাম্ন্যাদিশিগ্রহোঃ" ইতি ণমুল্॥

১১৬। নাম প্রাকাশ্যে, নাম সংজ্ঞায়াম্॥

১১৭। নন্বসাধুত্বং মুরল্যাঃ কথমিতি চেৎ, তদ্বচনেনৈব তদায়াতম্, প্রত্যক্ষতোঽপ্যুপলভ্যতে চেত্যাহঃ—ছিদ্রৈরিতি। এবঞ্চ সদ্বংশভূরিত্যাদিনা বর্ণিতো গুণস্তু বিষকুম্ভপয়োমুখত্বন্যায়েন দোষায়ৈবেতি দ্যোতিতম্॥

১১৮। ইব-শব্দ এবার্থে; নবচ্ছিদ্রাকারাং মূর্তিং তনুং স্বয়মেব কৌতুকবশাদুপগতাং প্রাপ্তাম্॥

১১৪। হে গোপীগণ! আমি নিজ আনন্দের উদারতায় মুরলীনাদবিনোদ বিস্তার করে থাকি, এতে যদি কুলাঙ্গনা সকল বিকলতা প্রাপ্ত হয়, তবে আমার কি দোষ।

১১৫। সদ্বংশজাতা অকুটিলা স্বভাবতঃ একপর্বা সারযুক্ত এ-মুরলীকে দোষ দেওয়া যায় না। যেহেতু, হায় হায় তুমিই তো এর মধুর ধ্বনিতে আমাদের প্রত্যেককে নাম ধরে ধরে আহ্বান কর, দোষ তোমারই।

১১৬। না না, আমি বাজাই না। বায়ুর অভিমুখী হওয়া মাত্রই এ-মুরলী আপনি আপনি বাজে। নিজেই নিজ স্বতন্ত্রায় তোমাদিকে স্পষ্টরূপে ডাকে। সকলেরই নাম সে জানে।

১১৭। এরূপ হলেও তোমারই দোষ। পরমপূজনীয় তোমার এ অসাধুসঙ্গ সমুচিত নয়। তথা হি—

ছিদ্র তো এতে বহুই - কঠোর গাত্রী, শূন্য অন্তরা, অতি মুখরা, মহৎ বংশ থেকে জাত নয়, পরকুলে কলঙ্কপঙ্ক লেপনকারী। এ-গোপীসমাজে তোমার এ-বংশী সাধুবাদের যোগ্য নয়।

১১৮। আরে গোপীগণ! তোমাদের তো বড় সাহস দেখছি—চিদানন্দমূর্তি, করসরোজদ্বয়চরী, যশোহংসী বংশীকে আমার উপহাস করছ! অহো এ তো সাক্ষাৎ ভগবতী নাদব্রহ্মরূপা উপনিষদ, আমার প্রেমে

চিদানন্দাকারাং মম করসরোজদ্বয়চরীং
যশোহংসীং বংশীং হসথ বত বঃ সাহসমিদম্ ॥'

১১৯। ইত্যেবং রসসারাধিকা রাধিকা সহচরীভিঃ সহ বচন-প্রতিবচন চাতুরীতুরীয়দশায়ামপরাশ্চ পরাশ্চর্য্য বোধেন বিদগ্ধশেখরস্য খরস্যদোপেক্ষাহানিমবধার্য্য বিকসন্মুখ্যো মুখ্যোৎকণ্ঠানুচরীভূতসরসতাসতাৎপর্য্য পর্য্যবসিত-সিত-স্মিত-লেশাশ্চ যদি বভূবুস্তদা মৃদুহসিতেন সিতেন দশনমহসা মহসারম্ভেন বচসা চ সাধু সম্মানয়ন্নয়ন্নানন্দস্য পরাং কোটিমতিকোটিমতিমদতর্ক্যমদতর্ক্যমাণরিরংসোহরং সোহপি কোটিকন্দর্পদর্পহারী স্বাত্মারামো রামোত্তমা রময়িতুময়িতুমপি তাসামনুরাগপারাবারপারাবারয়োর্মধ্যমারেভে মারেভেণানুগতঃ ॥

১২০। ততশ্চ, আনন্দেন সমন্ততো জয়জয়েত্যুৎকীর্ত্তিতং পত্রিভি-
র্বল্লীভিঃ পরিতঃ স্মিতং ক্ষিতিরুহৈ রোমাঞ্চিতং সর্বতঃ।

১১৯। তুরীয়দশায়ামুত্তরকাষ্ঠায়ামপরা অপি রসসারেণাধিকা গোপ্যঃ খরস্যদায়াস্তীক্ষ্ণবেগায়া উপেক্ষায়া হানিমবধার্য যদি বিকসন্মুখ্যো বভূবুস্তদা সোহপি স্বাত্মারামঃ স্বাত্মানং রময়ন্নেব রামোত্তমাস্তা রময়িতুমারেভে। কীদৃশ্যঃ ? মুখ্যা যা উৎকণ্ঠা তস্যা অনুচরীভূতা তদনুগামিনী যা সরসতা বাকৃচাতুর্যনিষ্ঠা তয়ৈব সতাৎপর্যং যথা স্যাত্তথা, পর্যবসিতো নির্ধারিতঃ সিতঃ নির্মলঃ স্মিতলেশো যাভিস্তাঃ। অবহিত্থয়া তুরপহ্নবস্য স্মিতস্য লেশো নিষ্ক্রান্ত এব পরিচিতস্তস্য তাৎপর্যমপি তাভিরবগতমিত্যর্থঃ। ততশ্চ ব্যক্তায়া অবহিত্থায়া রক্ষণমনুচিতমিতি মত্বা হসিতেনেত্যাদি মহসারম্ভেন বচসা চেতি মম বাক্‌কূটকৌতুকবিলসিতং ভবতীভিঃ সম্যগেবাস্য নির্বাহিতমিত্যাদিপ্রকারকেণ। নমু তাসাং মধ্যে মধ্যে কয়াপি তস্য রিংরসা প্রথমং কিমিতি তর্কয়িতুমশক্যতেতি ? তত্রাহ—অতিশয়ঃ কোটিরুৎকর্ষো যস্যাস্তথাভূতমতিমদ্ভিরপ্যতর্ক্যো যো মদো মত্ততা তেনৈব তর্ক্যমাণা রিরংসা যস্য সঃ। যদি মদস্তর্কয়িতুং শক্যেত, তদা তৎকারণভূতা রিরংসাপি সুখেনেত্যর্থঃ। তাভিস্তু পরমবুদ্ধিমতীভিরপি স্বানুরাগোন্মত্ততয়ৈব স ন তর্কিত ইতি ভাবঃ। অয়িতুং গন্তুম্, পারাবারঃ সমুদ্রঃ, মারেভেন কামহস্তিনা ॥

নিজেই কৌতুকবশে নবচ্ছিদ্র তনুধারী।

রমণারম্ভ ঃ

১১৯। এইরূপে রাধিকার সখীগণের উক্তিপ্রত্যুক্তি-চাতুরী চরম দশায় পৌঁছে গেলে কৃষ্ণের চরমোৎকণ্ঠার অনুগামিনী বাক্‌চাতুর্যনিষ্ঠা দেখে তাঁর মুখের নির্মল হাসির লেশটুকুও যাঁরা সতাৎপর্য নিশ্চয়রূপে বুঝে নিচ্ছিলেন সেই রসশ্রেষ্ঠতার শিরোমণি অপর গোপীগণ তাঁদের পরমাশ্চর্য বুদ্ধিদ্বারা বিদগ্ধশিরোমণির তীক্ষ্ণ বেগা উপেক্ষার ঘাটতি বুঝতে পেরে যদি প্রফুল্লমুখী হয়ে উঠলেন তখন চরমকাষ্ঠা প্রাপ্তা পরম বুদ্ধীমতীরও তর্কাতীত মত্ততা দ্বারাই একমাত্র তর্কমান রমণেচ্ছাময় সেই কোটিকন্দর্পদর্পহারী কৃষ্ণ চটজলদি নিজ আত্মাকে রমণ করাতে করাতে ঐ শ্রেষ্ঠ গোপীগণকে রমণ করাতে আরম্ভ করলেন এবং তাঁদের অনুরাগ সমুদ্রের একূল-ওকূলের মধ্যভাগে যেতে আরম্ভ করলেন, কামহস্তীর আনুগত্যে।

১২০। অতঃপর পাখীসব চতুর্দিকে 'জয় জয়' উচ্চ কীর্তন করতে লাগল, লতাবলী চতুর্দিকে হেসে উঠল, বৃক্ষশ্রেণী চতুর্দিকে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল, পরস্পর প্রিয়ালাপ-আকুলতা হেতু হরিণীগণ যূথবদ্ধ হল এবং

অন্যোন্যং প্রিয়সংকথাকুলতয়া সংযুক্তমেণীগণৈঃ
পুষ্পাণাং মকরন্দবিন্দুনিবহৈঃ স্বিন্নং ধরণ্যাপি চ ॥

১২১। এবং স্মরসমরসমরসচিন্তামণীরমণীরতিপরভাগপরভাগধেয়াধেয়া ব্রজপুরপুরন্দরনন্দনস্য বিজি-হীর্ষা হীর্ষাদিদোষরহিতহিততরেতরেতরসৌহৃদহৃদয়ালুতমাভিস্তাভিঃ সমং যদি সমজনি, তদা যুগপদেব তা বন-দেবতা বনচর-খগ-মৃগ-তরু-বল্লয়শ্চ তা মূর্চ্ছোত্থিতা ইব তদৈব সমুৎপন্না ইব দেহান্তরমাসাদিতা ইব স্নাতা ইবা-মৃতরসেন সমপদ্যন্ত ॥

১২২। ততশ্চ,　　সমেতাভিস্তাভিঃ সহ স হরিরানন্দলহরী-
হরিদ্বৃন্দাপ্লাবী স্মিতমধুরমুগ্ধাস্যবিধুভিঃ।
অকম্পাভিঃ শম্পাততিভিরিব সম্পালিততনু-
র্ধরাধারো ধারাধর ইব নবীনো ব্যহরত ॥

১২৩। ততশ্চ,　　সৌৎকণ্ঠৈরুপগীয়মানচরিতঃ প্রেম্ণা সুকণ্ঠিগণৈঃ
কণ্ঠেনাপি চ বেণুনাপি চ কলং গায়ন্ ক্রমেণৈব সঃ।

১২০। পত্রিভিঃ পক্ষিভিঃ ।।

১২১। তস্য তাভিঃ সহ বিজিহীর্ষা কথম্ভূতা? স্মরসমরে কামসংগ্রামে সমঃ কৃষ্ণতুল্য এব রসো যাসাং তাশ্চ তাশ্চিন্তামণয়ঃ শ্রীকৃষ্ণাভীষ্টসম্পাদয়িত্র্যশ্চ যা রমণ্যস্তাসাং রতিপরভাগঃ প্রেমসৌন্দর্যং পরং শ্রেষ্ঠং ভাগধেয়ং ভাগ্যং তদেবাধেয়ং যস্যাং সা। কীদৃশীভিঃ? ঈর্ষ্যাদিদোষরহিতাশ্চ তাঃ, প্রত্যুত হিততরাশ্চ, প্রত্যুততরামিতরেতরসৌহৃদেন হৃদয়ালুতমাশ্চেতি তাভিস্তত্র কারণং তু ব্যাখ্যাতপূর্বমেব। মূর্চ্ছোত্থিতা ইবেতি তাসাং শোকেন তাস্তাবৎকালং মোহপর্যন্তদশাং প্রাপ্য স্থিতা ইবেতি ভাবঃ। তদৈব সমুৎপন্না ইবেতি ততোঽপ্যগ্রেতন-মৃত্যুদশাঙ্ক। দেহান্তরমিতি তদানীন্তনস্তাদৃশ আনন্দশ্চ তস্মিন্ জন্মনি কদাপি তাভির্ন লব্ধ ইবেতি ভাবঃ। অত্র হেতুঃ—অমৃতেতি ।।

১২২। সংপালিত ইতি তাভিঃ সমন্তাদাবরণাৎ, ধরা পৃথ্বী আধারো যস্য স ভূমিষ্ঠ ইত্যর্থঃ ধারাধরো মেঘঃ ।।

পুষ্পের মকরন্দবিন্দুনিবহে ধরণী ভিজে উঠল।

১২১। ঈর্ষাদি দোষরহিতা, প্রত্যুত অধিক কল্যাণময়ী এবং পরস্পর অত্যাধিক সৌহার্দে বদ্ধ থাকায় অত্যাধিক হতে অত্যাধিক উদারচিত্তা গোপীগণের সঙ্গে ব্রজপুরপুরন্দরনন্দনের বিহার ইচ্ছা যদি উৎপন্ন হল, যাতে রয়েছে কামসংগ্রামে কৃষ্ণতুল্য রসে ঢলঢলে ও চিন্তামণিস্বরূপ রমণীদের প্রেমসৌন্দর্যভাগ্যশ্রেষ্ঠ, তখন যুগপৎই বৃন্দাদেবী প্রমুখা বনদেবীগণ ও বনচর খগ-মৃগ-তরুলতা সকল যেন অমৃতরসে স্নাতা হয়ে মূর্চ্ছোত্থিতার মতো, সদ্য সমুৎপন্নার মতো বা দেহান্তর প্রাপ্তার মতো অবস্থা লাভ করল।

১২২। স্মিত-মধুর-মুগ্ধ আননচন্দ্রা মণ্ডলীবদ্ধা গোপীদের সহিত স্থির বিদ্যুৎমালাতে যেন পরিবেষ্টিত তনু শ্রীহরি ভূমিষ্ঠ নবীন মেঘের মতো বিহার করতে লাগলেন -- আনন্দলহরীতে দিকমণ্ডল প্লাবিত করে দিতে দিতে।

১২৩। অতঃপর সুকণ্ঠীগণের দ্বারা প্রেমে উৎকণ্ঠার সহিত উপগীয়মান চরিত এবং অলিশ্রেষ্ঠের

মালামালুলিতামলীস্রগরুতাং বাতৈঃ পদালম্বিনীং
বিভ্রাণঃ প্রতিভূরুহং প্রতিলতং বভ্রাম দামোদরঃ ॥

১২৪। এবং সতি সময়সময়মানয়া প্রেমরসোক্ষিতয়াঽলক্ষিতয়া লসদঘটন-ঘটনসমর্থপ্রভাবয়া যোগ-মায়য়াগমায়য়া যথাবস্থিতত্বরাগমনবিপর্য্যস্ত-সমস্ত-বেশভূষাণাং স্মরসমরমণীনাং রমণীনাং তৎকালমাসামাসাদ্য-মানসারজনি-রজনি বনবিহারসমুচিতা বেশভূষা মহানুভাবয়া ভাবয়ামাসে ন চ তা অপি তদ্বিত্তুরহো রহোঽস্যাঃ ॥

১২৫। তথাভূতাসু তাসু বসুধাসুধায়মানেন সুধাকরকরনিকরেণ কলধৌত-জলধৌত ইব বনমধ্যে সহ তাভির্বনবিহরণরণপরপরমানন্দো মানদোহয়ন্নিব ॥

১২৬। চিত্রৈঃ পত্রৈর্নখবিদলিতৈঃ কল্পয়ন্ পত্রলেখাং
নানাপুষ্পৈঃ স্বকরবিচিতৈঃ কঞ্চুলীং নির্মিমাণঃ।
বল্লীখণ্ডৈস্তবকচটুলৈঃ সাধয়ন্নঙ্গদাদীন্
যাসাং তেনেঽলকললিততাং ধূলিভিঃ কৌসুমীভিঃ ॥

১২৩। গরুতাং পক্ষিণাম্ ॥

১২৪। অগমো দুর্জ্ঞেয়োঽয়ঃ শুভাবহবিধির্যস্যাস্তয়া যোগমায়য়া আসামাসাদ্যমানা সারজনিরুৎকৃষ্টজন্ম যয়া তস্যাং রজনৌ বনবিহারে সমুচিতা বেষভূষা বেশেন ষোড়শাকল্পাত্মকেন সহ ভূষা দ্বাদশাভরণাত্মিকা ভাবয়ামাসে, চক্রে ইত্যর্থঃ ॥

১২৫। করনিকরেণ হেতুনা; কলধৌতস্য রজতস্য জলেন ধৌত ইব ॥

১২৬। স্তবকেন চটুলৈঃ শোভনৈঃ ॥

পাখার বাতাসে আলুলিত চরণপর্যন্ত লম্বিত সুমালী দামোদর প্রতি বৃক্ষ প্রতি লতার নিকট ভ্রমণ করতে লাগলেন।

১২৪। এইরূপ পরিস্থিতিতে সময়মত আগমনপরা, প্রেমরসসিঞ্চিতা, অলক্ষিতা, অঘটন-ঘটন সামর্থ্য প্রভাবে দীপ্তা, দুর্জ্ঞেয় শুভাবহ বিধিযুক্তা এবং মহানুভবা যোগমায়া রজনীবনবিহার সমুচিত বেশভূষা তৎকালে করে দিলেন। এই রজনীতে বংশীশ্রবণের ত্বরায় যথাবস্থিত আগমন হেতু বিপর্যস্ত সমস্ত বেশভূষা-ধারিণী, কামসমরমণি এই রমণীদের উৎকৃষ্ট জন্মের প্রাপ্তিযোগ আগমনপর হল।

১২৫। তাঁরা এইরূপ ভূষিতা হয়ে গেলে ধরণীকে অমৃতময়কারী সুধাকরের করনিকরপাতে রৌপ্য-জলধৌত প্রতীয়মান্ বনমধ্যে গোপীগণ সহ বনবিহার-রণে তৎপর পরমানন্দ কৃষ্ণ যেন তাঁদের মান দোহন করতে করতে—

১২৬। নখ-বিদলিত চিত্রবিচিত্র পত্রে পত্রলেখা রচনা করতে করতে, স্বকর-চয়িত নানাপুষ্পে কাঁচুলি নির্মাণে তৎপর হয়ে এবং স্তবকে শোভন লতাখণ্ডে অঙ্গদাদি অলঙ্কার নির্মাণ করতে করতে বিরাজমান্ কৃষ্ণ কুসুমপরাগে গোপীদের অলকাবলীর শোভা বিস্তার করে তুললেন।

১২৭। কিঞ্চ, হারং মল্লীকুসুমনিকরৈঃ পত্রপাশ্যাং কদম্বৈ-
রুত্তংসং স্থলসরসিজৈর্গণ্ডশোভাং চ লোধ্রৈঃ।
কুন্দৈঃ কণ্ঠাভরণরচনাং কেসরৈঃ কাঞ্চিমাসাং
কুর্বন্ স্বীয়াং যুগপদনঘাং দর্শয়ামাস শিক্ষাম্॥

১২৮। এবং তাসাং চ—
কাচিৎ কেশরকুড্‌মলং শ্রবণয়োঃ কাচিৎ কচে কেতকীং
কাচিদ্বক্ষসি তস্য মল্লিকুসুমৈরাকল্প্য হারোত্তমম্।
উষ্ণীষেঽকৃত কিঙ্কিরাতমপরা যূথীস্রজঃ খণ্ডকৈঃ
কাচিৎ কঙ্কণমঙ্গদং চ বকুলৈঃ কাচিচ্চ কাঞ্চীগুণম্॥

১২৯। এবং প্রারিপ্সিতেপ্সিতেতরবিলক্ষণলক্ষণস্য রাসবিহারস্য রস্যতমানি বনবিহাররতোৎসব নৃত্য-কলাজলবিহাররূপাণ্যঙ্গানি চত্বারি॥

১৩০। তেষু চারব্ধে বনবিলাসে নিরাবিলাসে নিরাবরণরণন্মদকলকলকণ্ঠরোলম্ব-লম্বমানকলঝঙ্কার-মাধুরীধুরীণাসু দিঙ্মণ্ডলীষু মদনমদনমদ্ধিয়ো ধিয়োঢ়কৃষ্ণরতয়ো যুবতয়ো যূথশ এব॥

১২৭। পত্রপাস্যাং ললাটালঙ্কারম্॥

১২৮। তাসাঞ্চ মধ্যে কিঙ্কিরাতমশোকমপরা শ্রেষ্ঠা কাচিৎ। সর্বত্রাকৃতেত্যনেনান্বয়ঃ॥

১২৯। প্রারিপ্সিতস্য প্রারব্ধুমিষ্টস্যেপ্সিতেতরতো লীলান্তরাদ্‌বিলক্ষণং লক্ষণং যস্য তস্য॥

১৩০। নিরাবিল আসঃ স্থিতির্যস্য তস্মিন্, নিরাবরণং যথা স্যাত্তথা, রণতাং কূজতাং মদকলানাং মত্তানাং কল-কণ্ঠানাং কোকিলানাং রোলম্বানাং ভৃঙ্গাণাং লম্বমানা যা কলঝঙ্কারমাধুরী তস্যা ধুরীণাসু। মদনমদেন কামমত্ততয়া নমন্তী ধীর্যাসাং তাঃ॥

১২৭। আরও মল্লীকুসুমনিকরে গোপীদের হার, কদম্বে ললাটালঙ্কার, স্থলকমলে কর্ণভূষণ, লোধ্ররেণুতে গণ্ডশোভা, কুন্দে কণ্ঠাভরণ এবং কেসরে মেখলা যুগপৎ রচনা করতে করতে নিজের মনোজ্ঞ শিক্ষা দেখালেন।

১২৮। এইরূপে গোপীরাও কেউ কৃষ্ণের কর্ণে কেশর কুঁড়ি কেউ কেশকলাপে কেতকী, আবার কেউ বক্ষে মল্লিকা কুসুম-রচিত হারশ্রেষ্ঠ পরিয়ে দিলেন। অপর কোনও শ্রেষ্ঠা গোপীকা উষ্ণীষে গুঁজে দিলেন অশোক পুষ্প, কেউ রচনা করে দিলেন যূথীর মালাখণ্ডের দ্বারা কঙ্কণ-অঙ্গদ, আবার বকুলের দ্বারা কেউ করে দিলেন কাঞ্চির ডোর।

১২৯। এইরূপে উপাস্য কৃষ্ণের প্রকৃষ্টভাবে আরব্ধ অভীষ্ট ও অন্যান্য লীলা থেকে বিলক্ষণ লক্ষণ-বিশিষ্ট রাসবিহারের চতুর্বিধ অঙ্গ বলা হচ্ছে, যথা—বনবিহার, রতোৎসব, নৃত্যকলা ও জলবিহার।

১৩০, ১৩১। এই চতুর্বিধের মধ্যে প্রথম নিভৃত স্থানে বনবিহার আরম্ভ হয়ে গেলে, কূজিত মদমত্ত কোকিল ভ্রমরের লম্বমান কলঝঙ্কার মাধুর্যে দিঙ্‌মণ্ডল ভরে উঠলে কামমত্ততা হেতু বিনম্রা ও চিত্তধৃত কৃষ্ণ-

১৩১।　　　　পুন্নাগেভ্যঃ কনকরুচিভিশ্চীয়মানৈঃ পরাগৈ-
ভৃঁঙ্গাসঙ্গাদপি সুবিশদাং চন্দ্রিকাং ম্লাপয়দ্ভিঃ।
তত্রাকালস্মররণ ইবোদ্ধূতধূলীপ্রপূরৈ-
ঝঁ ঙ্ঝঙ্কারক্ষুভিতবলয়ৈরপ্যধুঃ প্রাণনাথম্ ॥

১৩২। ততশ্চ,　　নানাপুষ্পৈঃ স্বয়মবচিতৈঃ কন্দুকান্ কল্পয়িত্বা
তৈস্তৈর্নিঘ্নন্ যুগপদভিতো হন্যমানশ্চ তাভিঃ।
অক্ষোভেণ ব্যজয়ত বধূযূথপানাং স যূথং
তৎপক্ষীয়ৈর্জয় জয় জয়েত্যাজগে পক্ষিসঙ্ঘৈঃ ॥

১৩৩। ততশ্চ　　দর্পোৎসেকাৎ সহপরিজনাং রাধিকাং জেতুকামে
কৃষ্ণে পূর্বং জিতবতি সমং কন্দুকৈরালিবৃন্দম্।
তস্যাঃ কোপভ্রূকুটিকুটিলৈর্নির্জিতেঽস্মিন্ কটাক্ষৈ
রেণুর্হী হী জিতমিতি মুহুস্তদগণাঃ পক্ষিসঙ্ঘাঃ ॥

১৫৪। এবং ক্ষণক্ষণনবনব এব তস্মিন্ পরমরমণীয়ে কৌতুকে ক্বচন স এব,—

১৩১। অকালস্মররণে উদ্ধতধূলীপ্রপূরৈরিব তাদৃশৈঃ পরাগৈঃ প্রাণনাথমপ্যধুঃ, স্মররণারম্ভে প্রথমমাচ্ছাদয়ামাসুঃ।

১৩২। তৎপক্ষীয়ৈঃ কৃষ্ণপক্ষীয়ৈঃ শুকাদিভিঃ ॥

১৩৩। পূর্বমালিবৃন্দং জিতবতি কৃষ্ণে পশ্চাদ্ রাধিকামপি জেতুকামে সতি তদৈব তস্যাঃ কটাক্ষৈর্নির্জিতে সতি রেণুশ্চুকুজুঃ, তদ্গণাঃ শারিকাদয়শ্চ ॥

প্রেমময়ী যুবতীগণ যূথে যূথে এগিয়ে এসে পুন্নাগ থেকে চয়িত, কনকরুচি, ভৃঙ্গসঙ্গেও সুনির্মল জ্যোৎস্না ম্লানকারী এবং তত্র অকাল স্মররণে উদ্ধূত ধূলি জালের মতো সূক্ষ্ম পরাগের দ্বারা প্রাণনাথকে আচ্ছাদিত করে দিলেন—ঝঙ্ঝঙ্কার রবে বলয় নিচয় ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকলেও।

১৩২। অতঃপর স্বহস্তে চয়িত নানাপুষ্পে বহু কন্দুক বানিয়ে সেই সকল কন্দুক দ্বারা যুগপৎ সকলকে তাড়না করতে করতে ও তাঁদের দ্বারা তাড়িত হতে হতে বধূযূথেশ্বরীদের যূথকে অনায়াসে পরাজিত করলেন কৃষ্ণ। কৃষ্ণপক্ষীয় শুকাদি পাখীগণ জয় জয় ধ্বনি তুললো।

১৩৩। অতঃপর সখীগণ পরাজিত হয়ে গেলে সেই দর্পে উত্তেজিত হয়ে কৃষ্ণ পরিজন বেষ্টিত রাধিকাকে পুষ্প কন্দুক ক্ষেপণে জয় করতে ইচ্ছা করে এগিয়ে গেলে তিনি নিজেই পরাজিত হয়ে গেলেন—রাধিকার কোপ ভ্রূকুটি কুটিল কটাক্ষের কাছে। রাধাপক্ষীয়া শারিকাদি পাখীগণ 'আমাদের জয় আমাদের জয়' বলে মুহুর্মুহু কূজন করতে লাগল।

১৩৪। এইরূপ ক্ষণে ক্ষণে নব নব পরম রমণীয় কৌতুকে কোনও সময়ে কৃষ্ণ—

আচিন্বানাং সুরভিসুরসং কেশরং ভৃঙ্গবাধা-
ত্রিস্তাক্ষীং চকিতচকিতং পাণিপদ্মং ধুনানাম্ ।
পুন্নাগং যন্ধরসি তদহো যোগ্যমেতত্তবেতি
স্মায়ং স্মায়ং নমিতবদনাং স্মাপয়ামাস রাধাম্ ॥

১৩৫ । এবং সকলাং কলাবত্যো দয়িতাকল্পকল্পনাযোগ্যানি কুসুমানি সমং সমন্তত আহরন্ত্যঃ প্রহরন্ত্যঃ প্রণয়নিশিতকটাক্ষবিশিখশিখরৈঃ স্বরৈর্যদি বিরুরুচিরে চিরেণ তদা ক্বচন—

পাদাগ্রেণ ক্ষিতিতলমবষ্টভ্য দোর্বল্লিমুচ্চৈ-
রুন্নীয়ৈকং কুসুমমতুলং দূরতো হর্ত্তুমিচ্ছুঃ ।
নীবীস্রংসে চকিতচকিতা পৃষ্ঠমাগত্য ধৃত্বা
দোর্ভ্যামুত্থাপয়তি দয়িতে তত্রপে তত্র রাধা ॥

১৩৬ । এবমত্যামোদয়া মত্যামোদ-যাথার্থ্যেনাঙ্কিতমধুপরাগ-শরভাগাণি কুসুমানি তানি মানিতানি সমাহরন্তীষু বিহরন্তীষু বিশেষতোঽশেষতোষপরীপাকেন সমং সমন্ততঃ প্রাণনাথেন সহিতাসু তাসু ॥

১৩৭ । কাচিৎ কৈতবতো রজঃ কুসুমজং লগ্নং মমাক্ষ্ণোরিতি
ত্রস্তা পাণিসরোরুহেণ বলয়ক্বাণেন হাহাকৃতা ।

---

১৩৪ । শ্লেষেণ; পুন্নাগং কৃষ্ণম্ ॥

১৩৫ । দয়িতস্য কৃষ্ণস্যাকল্পো ভূষা । প্রহরন্ত্য ইতি কান্তস্য রিরংসৌদ্ধত্যমালাক্ষ্য বাম্যেনেতি ভাবঃ । বিশিখশিখরৈঃ শরাগ্রৈঃ । দয়িতে কৃষ্ণে উত্থাপয়তি সতি দুঃস্পর্শকুসুমপ্রাপণপ্রয়োজনমিষেণেতি ভাবঃ । তত্রপে লজ্জতে স্ম ॥

১৩৬ । আমোদস্য সৌগন্ধস্য যথার্থ্যেন স্বাভাবিকত্বেন, ন তু দোহদসেকবলাৎ কল্পিতত্বেনেত্যর্থঃ অঙ্কিতানা-

---

সুগন্ধী সুরস নাগকেশর চয়নকারিণী, ভৃঙ্গের উৎপাতে চকিত চকিত দৃষ্টিপাতকারিণী ও পানিপদ্ম-সঞ্চালনকারিণী রাধাকে 'অহো এই যে তুমি, নাগকেশর পুষ্প (বাস্তবার্থ, পুরুষশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণকে) চুরি করছ দেখছি, হ্যা এ তোমার যোগ্যই বটে' এ-কথা বলে হাসতে হাসতে নমিত বদনা রাধাকে হাসালেন ।

১৩৫ । এইরূপে সকল কলাবতী গোপীগণ তাঁদের দয়িতের ভূষা রচনা যোগ্য কুসুম সকলে মিলে আহরণ করতে করতে ও প্রণয়তীক্ষ্ণ কটাক্ষ-শরাগ্রের দ্বারা দয়িতকে প্রহার করতে করতে সুমধুর কণ্ঠধ্বনিতে যদি বহুক্ষণ ধরে অতিশয় শোভা পেতে লাগলেন তখন কোনও এক সময়ে—

একটি অতুলনীয় কুসুম দূর থেকে ছিঁড়ে নিতে ইচ্ছুক হয়ে পাদাগ্রের দ্বারা ভূমিতল অবলম্বন করে বাহুলতা উপরের দিকে উঠানোতে নীবী খুলে পড়ে যেতে নিলে রাধা যেই চকিত চকিতা হয়ে উঠেছেন অমনই পৃষ্ঠের দিকে এসে দয়িত কৃষ্ণ দু বাহুতে উঠিয়ে ধরলে তিনি লজ্জিতা হয়ে পড়লেন ।

১৩৬, ১৩৭ । সৌগন্ধের স্বাভাবিকত্বে অঙ্কিকৃত, ভ্রমরের অত্যাসক্তি জন্মানো আদরণীয় কুসুমচয় সঞ্চয়িনী ও বিশেষতো অশেষ আহ্লাদ পরিপাক হেতু প্রাণনাথের সহিত সর্বতোভাবে বিহারপরায়না গোপীগণের

মার্জন্তি ত্বরিতং সমেত্য দয়িতেনালোকয়ামীত্যলং
নির্ভাষ্যাননপদ্মমারুতমিষাদক্ষোশ্চিরং চুম্বিতা ॥

১৩৮। এবং কুসুমসুমহোৎসবরসাকুলস্য কুলস্য কামহেলানাং মহেলানাং সমুপচীয়মানমানলহরিণা হরিণা সহ সহসা সহাসাবলোকলোকরমণীয়েন রমণীয়েন সর্বতোঽবিরতো রতোৎসব-সবহুমানঃ স সময়ো রস-ময়ো রম্যতয়া সমজায়ত ॥

১৩৯। ততশ্চ, হস্তপ্রাপ্যে কুসুমনিকরে পাণিমুল্লাস্য হর্তুং
যাং যামেষা স্ফুটবিটপিনাং হন্ত নাসীৎ সমর্থা।
তস্যাঃ সাতিপ্রণয়ভয়তো হন্ত শাখৈব তাসা-
মালীভাবাদিব বিনমিতা পাণিলগ্না বভূব ॥

১৪০। এবং রুচিরসুচিরবনবিহরণরণতো বিরম্য রম্যতরতরলতরঙ্গরঙ্গ-পরভাগ-ভাগধেয়ায়াস্তরণি-ভুবঃ পুলিনং বিহারক্রমেণ ক্রমেণ রমণীযূথযূথপঃ স সসার ॥

মন্দীকৃতানাং মধুপানাং রাগপরভাগ আসক্ত্যুৎকর্ষো যেষু তানি, অতএব মানিতানি ॥

১৩৭। হাহাকৃতা হাহেতিবাদিনা, দয়িতেনেতি সম্বন্ধঃ ॥

১৩৮। মহেলানাং মহিলানাং কামহেলানাং কামভাববতীনাং সমুপচীয়মানা মানস্যাদরস্য লহরী যেন তেন হরিণা সহ সহসেন হাস্যসহিতেনাবলোকনেন যো লোকরমণীয়স্তেন রমণীর্যাতি সম্ভোগার্থং গচ্ছতীতি তেন রমণীয়েন, অবিরতো ন বিদ্যতে বিরতং বিরামো যস্যেতি সময়স্যাপি তদিচ্ছাবশাৎ স্ফারত্বমভূদিত্যর্থঃ ॥

১৩৯। এষা রাধা যাং শাখাং হর্তুং সমর্থা নাসীত্তেষাং স্ফুটবিটপিনাং সা শাখৈব তাসাং সর্বাসামালীভাবাদিব তস্যা রাধায়াঃ পুনঃ প্রণয়স্যৈব ভয়তো ভয়েন হেতুনা পাণিলগ্না বভূব ॥

১৪০। তরঙ্গাণাং রঙ্গপরভাগাদেব ভাগধেয়ং ভাগ্যং যস্যাস্তস্যাঃ ক্রমেণ পাদব্রজনেন ॥

মধ্যে কোনও একজন মিছি মিছি বলে উঠলেন—'অহো আমার চোখে পুষ্পরেণু ঢুকে গেল যে', এই বলে সসব্যস্তে পাণিপদ্মে বলয়ঝঙ্কার উঠিয়ে নয়ন মার্জনা করতে লাগলেন—দয়িত কৃষ্ণ হাহা করে দ্রুত নিকটে এসে আমাকে দেখুক, এই মনোভাব নিয়ে। 'দেখি দেখি ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই' এই বলে নিকটে এসে কৃষ্ণ মুখপদ্মের দ্বারা ফুঁ দেওয়ার ছলে নয়নে তার দীর্ঘ চুম্বন এঁকে দিলেন।

১৩৮। এইরূপে কুসুম-সুমহোৎসব রসে আকুল কামভাববতী মহিলাকুলকে সমুচ্ছল আদরলহরী-দায়ী, সহাস অবলোকনকারিণীদের নিকট রমণীয় ও রমণীদের নিকট সম্ভোগার্থ গমনপর শ্রীহরির সহিত সর্বতো-ভাবে বিরামরহিত রতোৎসবের দ্বারা বিশেষ সম্মানযুক্ত সেই সময়টি রমণীয়তা হেতু রসময় হয়ে উঠল।

১৩৯। হাতের নাগলের বাইরে কুসুমচয় হাত উঠিয়ে ছিঁড়তে গেলে হায় হায় ফুল্লবৃক্ষের যে যে শাখা রাধা ধরতে পারলেন না সেই সেই শাখাই যেন সখীভাবে অতি প্রণয়ভরে নীচে ঝুঁকে এসে হাতে ধরা দিলো।

১৪০। এইরূপে রম্য অতি দীর্ঘ বনবিহার-রণ থেকে বিরমিত হয়ে রমণীযূথ যূথপতি কৃষ্ণ বিহার-

১৪১।　　কহ্লারোৎপলসৌরভপ্রণয়য়িনা বাতেন সম্মার্জিতং
কালিন্দ্যেব সমন্ততঃ স্বলহরীহস্তেন সংস্কারিতম্।
লিপ্তং পূর্ণসুধাকরস্য কিরণৈঃ কর্পূরধূলিপ্রভং
প্রেয়ঃ প্রাপ্য সসৌরভং তত ইতো বভ্রাম দামোদরঃ ॥

১৪২। তত্র চ ঘনসারসারধবলবলমানমহসি মহসিদ্ধিকারণ সিতময়ূখময়ূখজালে চ পরস্পর-সৈকত-দিবোরেকরূপভাসোনিজনিজচ্ছায়াভিরেব সৈকতমেবেদমিতি নিশ্চয়ার্হে রমণীযূথযূথপাগণসহিতঃ সর্বাসামেব তাসাং কলগানগানবরত-বরতরমাধুর্য্যধুর্য্যঃ ক্ষণমিতস্ততো বিলস্য লস্যমানমানসঃ পুনরপি তটনিকটবিকস্বরবিবিধবিবিধ-কুঞ্জমঞ্জুলং বনমধ্যমধ্যবস্থায় মদনমদমোদমদিরানিরাতঙ্কঃ পঙ্কজপলাশলোচনো নিজানন্দরতো রতোৎসবারম্ভ-মঙ্গলতামঙ্গলতাভিঃ প্রাপয়িতুমুত্তমসমর্থাভিস্তাভিরেব রমণীমণীন্দ্রমৌলিমণিমালাভিঃ সমমরমত ॥

১৪১। রতোপযোগিপ্রদেশস্য মার্জনসংস্কারপ্রলেপনাদিকমপেক্ষিতব্যং ভবতীত্যত আহ—কহ্লারেতি। প্রেয়োঽতি-প্রিয়ং পুলিনমিতি গম্যস্থং বিশেষ্যপদমনুষঞ্জনীয়ম্। তত ইতো বভ্রামেতি রিরংসয়া তদুচিতস্থাননির্ধারার্থমিতি ভাবঃ ॥

১৪২। তত্র পুলিনে স ক্ষণমিতস্ততো বিলস্য বনমধ্যমধ্যবস্থায় তাভিঃ সমমরমতেত্যন্বয়ঃ। তত্র কীদৃশে? ঘনসারসারস্যোত্তমকর্পূরস্যেব ধবলং বলমানং মহো যস্য তস্মিন্ মহস্য সিদ্ধিকারণং যৎ সিতময়ূখস্য ময়ূখজালং তস্মিংশ্চ তাদৃশে সতি সৈকতং সিকতাময়ং তটঞ্চ দৌশ্চ তয়োঃ পরস্পরমেকরূপভাসোঃ সতোঃ; কিংবা সৈকতং কা বা দ্যৌরিতি সন্দেহে জাতে সতীত্যর্থঃ। তাসাং কলগানগমনবরতমেব বরতরং যন্মাধুর্য্যং তস্য ধুর্য্যঃ। বিবিধং বহুবিধঞ্চ বীন্ পক্ষিণো বিশেষেণ ধত্ত ইতি বিবিধঞ্চ যৎ কুঞ্জং তেন মঞ্জুলম্। মদনহেতুকৌ মদমোদৌ মত্ততাহর্ষাবেব মদিরা, তত্র নিরাতঙ্কো নিজানন্দরত ইতি, ন তু তাসামনুরোধবশাদিতি ভাবঃ। তাভিরেব নিজানন্দস্তস্য সিধ্যেদিতি। কুব্জাপট্টমহিষ্যাধিকরণে

ক্রমে পদব্রজে চলতে চলতে অতি রম্য চঞ্চল তরঙ্গরঙ্গের পরাকাষ্ঠা হেতু ভাগ্যশালিনী সূর্যপুত্রী যমুনার পুলিনে গিয়ে পৌছুলেন।

১৪১। কহ্লারোৎপল-সৌরভের অনুরাগিনী সমীরণে সম্মার্জ্জিত, কালিন্দীর নিজ তরঙ্গহস্তে সর্বতো-ভাবে সংস্কারিত, পূর্ণ সুধাকর-কিরণে লেপিত ও কর্পূরধূলি সম প্রভাবিশিষ্ট সুগন্ধী প্রিয় পুলিন প্রাপ্ত হয়ে দামোদর এদিক-ওদিক ভ্রমণ করতে লাগলেন।

১৪২। এই পুলিন উত্তম কর্পূরের মতো শুভ্র উজ্জ্বল তেজময় ও উৎসবসিদ্ধির উপাদান জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত হওয়াতে এই পুলিন ও আকাশ পরস্পর একইরূপ দীপ্তিমান্ হলো। তা হলেও নিজ নিজ কান্তি-দ্বারাই এটি যে পুলিনে তা নিশ্চয় করা গেল। এ হেন পুলিনে রমণীযূথের যূথেশ্বরীগণের সহিত বিরাজমান, তাঁদের সকলের কলগানের মধ্যে নিরন্তর প্রবাহমান্ অতিশ্রেষ্ঠ মাধুর্যভারের ধারক, ক্রীড়মান্ মানস, কামহেতু মত্ততা ও হর্ষরূপ মদিরায় নিরাতঙ্ক ও নিজানন্দরত পঙ্কজপলাশলোচন কৃষ্ণ ক্ষণকাল ইতস্ততঃ বিলাস করে পুনরায় তটের নিকটস্থ, দীপ্তিমান্, বহুবিধ ও বিশেষভাবে পাখীর আশ্রয়দায়ী কুঞ্জের দ্বারা মঞ্জুল বনমধ্যে অধি-ষ্ঠিত হলেন। অতঃপর রতোৎসব আরম্ভের শুভসূচক বস্তু গাত্রমধ্যে লাভ করাতে অতি সমর্থা, অতএব রমণী-মুকুটমণি লক্ষ্মী আদি থেকেও শ্রেষ্ঠা রুক্মিনী আদির মুকুটমণিমালাস্বরূপা গোপীগণের সহিত রমণ করতে

১৪৩। প্রেমাতিশুদ্ধমপি কেবলমেষ তাসা-,মারঞ্জয়ন্মদনরাগরসৈরশেষম্।
সম্প্রার্থিতানি নিবিড়স্তনপীড়নানি, লব্ধুং স-দন্ত নখ লেখন-কৌশলানি ॥

১৪৪। এবং নানাপ্রকারকারণঃ প্রকৃতিভেদেন বয়োভেদেন চ বৈদগ্ধীভেদঃ, স চ সচমৎকারং কারং কারমেবামোদং দামোদরং মোদরং করোতি স্ম ॥

১৪৫। যথা— মানসেঽতিসুমহানভিলাষো, না ন নেতি বচসি প্রতিষেধঃ।
সুভ্রুবাং রতিবিধিপ্রতিষেধৌ, নাত্মবুদ্ধিবিষয়ৌ বভূতাতে ॥

১৪৬ কিঞ্চ, হ্রীপ্রবোধনকরঃ কররোধঃ, কোপকল্পনমশোণকটাক্ষম্।
রোদনং চ বিগতাশ্রু বধূনাং, তৎপরং প্রিয়মমন্যত কৃষ্ণঃ ॥

১৪৭। কিঞ্চ, ভর্ৎসনং স্মিতসুধাপ্লুতবর্ণং, পাণিধূননমলক্ষ্যনিষেধম্।
ভ্রূলতাসু ভ্রূকুটিঃ কৃতকোপা, সর্বমন্তরনুরাগমবাদীৎ ॥

সাধারণীসমঞ্জসে রতৌ ব্যাবৃত্তে। কথম্ভূতাভিঃ? রতোৎসবারম্ভস্য মঙ্গলতাং মাঙ্গল্যমঙ্গলতাভির্নিজগাত্রৈঃ প্রাপয়িতুমতিশয়সমর্থাভিঃ; শ্লেষেণ, সমর্থাখ্যরতিমতীভিঃ; অতএব রমণীমণয়ো লক্ষ্ম্যাদ্যাস্ততোঽপীন্দ্রতুল্যা রুক্মিণ্যাদ্যাস্তাসামপি মৌলিমণিমালাভিঃ ॥

১৪৩। তাসাং প্রেমোপাদানক এব কামো ন ত্বন্যাসামিব কামোপাদানকঃ প্রেমা, নাপি দ্বয়োরুপাদানকং দ্বিতয়মিতি বর্ণনাভঙ্গ্যৈব বোধয়ন্নাহ—প্রেমেতি। এষ শ্রীকৃষ্ণস্তাসাং কেবলমত এব শুদ্ধমপি প্রেমা মদনরাগরসৈররঞ্জয়ৎ। কিমর্থম্? সম্প্রার্থিতানি নিজবাঞ্ছিতানি নিবিড়ৈঃ স্তনৈঃ পীড়নানি লব্ধুং প্রাপ্তুম্; লোকে হি পরতঃ কিঞ্চিল্লিপ্সুঃ প্রথমং তমনুরঞ্জয়তীতি নীতিঃ ॥

১৪৪। আমোদমর্থাত্তস্য হর্ষং কৃত্বা মোদরং হর্ষদায়িনম্ ॥

১৪৫। মানসেতি মনসি বিধির্বচসি প্রতিষেধঃ, ইত্যেতৌ ন বুদ্ধিপূর্বকৌ বভূবতুঃ, কিন্তু স্বাভাবিকৌৎকণ্ঠ্যবাম্যলাগলেন।

১৪৩। এঁদের প্রেম 'কেবল', অতএব অতিশুদ্ধ হলেও শ্রীকৃষ্ণ তাকে মিলনরাসরসে সম্পূর্ণভাবে রঞ্জিত করে নিলেন—নিজ বাঞ্ছিত কঠিন স্তনের দ্বারা পীড়ন ও দন্তনখ-ছেদন কৌশল সমুদায় লাভ করবার জন্য।

১৪৪। গোপীগণের এই প্রকার বৈদগ্ধীভেদ প্রকৃতিভেদে ও বয়সের ভেদে নানাপ্রকার উপাদান যুক্ত হয়ে থাকে। এই বৈদগ্ধী দামোদরের সচমৎকার হর্ষ জন্মাতে জন্মাতে তাঁকেও করে তোলে হর্ষদায়ী।

১৪৫। যথা—মনে অতি সুমহান অভিলাষ, আর বাক্যে 'না-না-না' এরূপ নিষেধ। 'সুভ্রুদের মনে রতির অভিলাষ, আর বাক্যে নিষেধ', এ দুই স্ববুদ্ধিপূর্বক হয় না—এ স্বাভাবিক ঔৎকণ্ঠ্যবাম্যের কার্য।

১৪৬। আরও, বধূদের লজ্জাবতীত্বমাত্র জ্ঞাপক কর-রোধন, অরুণতা রহিত কটাক্ষের দ্বারা কোপ-রচন ও অশ্রুহীন নয়নে রোদন—এই সব চেষ্টাকৃত ভাব কৃষ্ণ অতি প্রিয় মনে করলেন।

১৪৭। আরও, তৎকালে গোপীগণের মন্দ মন্দ হাসিরূপ সুধায় ডুবানো অক্ষরে ভর্ৎসনা, পাণি সঞ্চালনে অনিরূপনীয় নিষেধ ও ভ্রূলতা ভ্রূকুটিতে কৃত্রিম ক্রোধ—এ সমস্ত অন্তরের অনুরাগকেই প্রকাশ

১৪৮। কিঞ্চ, চুম্বনে বিমুখতাধরপানে, পাণিনাধরদলস্য পিধানম্।
শ্লেষণেঽপসৃতিরিত্যবলানাং, বামতৈব দয়িতস্য মতাসীৎ ॥

১৪৯। দ্রাঘীয়সা সুবলিতেন সুকোমলেন, প্রত্যেকমেব তরসা ভুজমণ্ডলেন।
অন্তঃ প্রবেশয়িতুকাম ইব ক্রমেণ, লীলানিধিঃ স রমণীগণমালিলিঙ্গ ॥

১৫০। কিঞ্চ, বামেন পাণিকমলেন বিধৃত্য বেণী-,মভ্যুন্নময্য চিবুকাগ্রমথাপরেণ।
আলোকয়ন্মুকুলিতেক্ষণমাস্যমাসাং, মাধ্বীকমুগ্ধমধুরং ধয়তি স্ম কৃষ্ণঃ ॥

১৫১। এবমেক এব রাজীবিনীরাজীবিনীতো ভ্রমর ইব নিরপায়ং পায়ং পায়মাসবং স বংহিষ্ঠমদো মদনমোদামোদায়ত্তো নিরন্তরায়নিরন্তরায়মানমানসোৎসবঃ স রসিকশেখরঃ পরিরম্ভাধরপানানন্তরম্—

বক্ষোরুহাম্বুরুহকোরকযুগ্মমাসা-,মাসাদয়ন্ স নখলেখনলক্ষ্মলক্ষ্মীম্।
অন্তঃসমুত্থদনুরাগবিকারকণ্ডুং, কণ্ডুয়নাদিব পুনঃ প্রথয়াঞ্চকার ॥

কার্যভূতাবিত্যর্থঃ ॥

১৪৬। হ্রীপ্রবোধনকরো লজ্জাবতীত্বমাত্রজ্ঞাপকঃ ॥

১৪৭। কৃতঃ কৃতকঃ, ন তু স্বাভাবিকঃ কোপো যস্যাং সা॥ (১৪৮)।

১৪৯। তত্তদেব ব্যঞ্জয়নাহ—দ্রাঘীয়সেতি বেষ্টনসম্যক্ত্বম্, সুবলিতেনেতি তত্র নৈবিড্যম্, সুকোমলনেতি তত্রাতিসুখদত্বম্ ॥

১৫০। মুকুলিতেক্ষণং সলজ্জম্ ॥

করে দিচ্ছিল।

১৪৮। আরও, চুম্বন-বিমুখতা, অধরপানকালে পাণিদ্বারা অধরদলের আচ্ছাদন এবং আলিঙ্গন কালে দূরে সরে যাওয়া, অবলাগণের এসব বাম্যতাই তৎকালে দয়িতের অনুমোদন লাভ করল।

১৫৯। দীর্ঘ সুবলিত সুকোমল ভুজমণ্ডলের দ্বারা যেন হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করাতে ইচ্ছুক, এভাবে লীলানিধি কৃষ্ণ রমণীগণের প্রত্যেককেই একের পর এক জোরে চেপে ধরে ধরে আলিঙ্গন করলেন।

১৫০। বামপাণিকমলে বেণীধারণ করে ও দক্ষিণ করকমলে চিবুকাগ্র উপরের দিকে উঠিয়ে নিয়ে মাধ্বীক মুগ্ধমধুর সলজ্জ মুখ তাঁদের নিরীক্ষণ করতে করতে পান করতে লাগলেন কৃষ্ণ।

১৫১। এইরূপে পদ্মশ্রেণীর অনুকূল ভ্রমরের মতো স্বচ্ছন্দে একলাই বহু গোপীর অধরসুধা পান করে করে অতিশয় মত্ত মদনের হর্ষরূপ সৌরভের অধীন ও নির্বিঘ্নে নিরন্তর মানস-উৎসবে ভরপুর দক্ষিণ নায়ক রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ আলিঙ্গন ও অধরপানের পর বক্ষোৎপন্ন পদ্মকোরকযুগলে নখ-আঁচড়ের রম্য চিহ্ন এঁকে দিতে দিতে তাঁদের হৃদয় মধ্যে সমুত্থিত অনুরাগবিকারকণ্ডূ যেন চুলকানোর দ্বারা পুনরায় বাইরে প্রকাশ করে দিলেন।

১৫২। ততশ্চ, আতাম্রকম্রমহসা নখলেখলক্ষ্মী-,লক্ষ্মশ্রিয়া শুশুভিরে সুদৃশামুরাংসি।
অন্তর্গতৈরিব চিরাদনুরাগবীজৈ,রাসাদিতাঙ্কুরদশৈর্বহিরাবৃতানি ॥

১৫৩। এবমঙ্গমঙ্গমতিমঙ্গল-স্পর্শরসেন করকমলেন সকলসন্তাপহারিণা হারিণ সিদ্ধৌষধিপল্লবেনেব তাসামখিলসৌভাগ্যগৌরবপুংষি বপুংষি সরসীকুর্বতস্তস্য ॥

১৫৪। স্ফীতং পাণিসরোরুহেণ সুদৃশাং বক্ষোজয়োর্মণ্ডলে
কেশেষ্বায়তকুঞ্চিতেষ্বতিঘনেষূর্ধ্বাদধোলম্বিতম্।
শ্রান্তং শ্রোণিভরাঙ্গনে তত ইতো বিভ্রান্তি-খেদাদহো
লব্ধ্বা নাভিহ্রদং সুখেন তিমিতং মধ্যে সমাকুঞ্চিতম্ ॥

১৫১। রাজীবিনীরাজী পদ্মিনীশ্রেণী, তস্যাং বিনীতো দক্ষিণো মদনমোদ এবামোদঃ সৌরভং তদধীনঃ; নিরন্তরায়ং নির্বিঘ্নং যথা স্যাত্তথাঽয়মানঃ প্রাপ্নুবন্মানসোৎসবো যং সঃ ॥

১৫২। নখানাং লেখনলক্ষ্মৈব লক্ষ্মীঃ শোভা; পক্ষে, পদ্মালয়া তামাসাদয়ন্ প্রাপয়ন্নেব সন্ স কৃষ্ণোঽন্তঃ সম্যগুপ্যন্তী যা অনুরাগময়কণ্ডূস্তাং পুনরপি কণ্ডূয়নাদিব প্রথয়াঞ্চকার প্রকটয়ামাস, অনুরাগময়ঃ কন্দর্পস্তাসাং কৃষ্ণনখরক্ষতৈরধিকমবর্ধতৈবেতি বাক্যার্থঃ। উরাংসি বক্ষস্থলানি শুশুভিরে, নখলেখা এব লক্ষ্মীলক্ষ্মাণি সম্পত্তিচিহ্নানি তেষাং শ্রিয়া শোভয়া ॥

১৫৩। সৌভাগ্যস্য গৌরবং পুষ্ণন্তীতি তথা তানি, ক্বিবন্তং পদম্ ॥

১৫৪। স্ফীতং প্রাপ্তবিস্তারম্, ঊর্ধ্বাচ্ছিরঃপ্রদেশাদারভ্য অধো নিতম্বপর্যন্তং লম্বিতমুত্তীর্ণম্, ততশ্চ শ্রোণিভর এবঙ্গনং তত্রেতস্ততো বিভ্রান্তিখেদাৎ শ্রান্তমিতি তস্যাতিবিস্তীর্ণত্বাৎ; মধ্যে সঙ্কুচিতমিতি তস্যাতিকার্শ্যাৎ। নাভিহ্রদে সুখেন তিমিতমিত্যন্তরীয়নিষ্কাশনোপধিলাভাৎ ॥

১৫২। অতঃপর তাম্রবর্ণ কমনীয় আভাবিশিষ্ট নখাঘাত-গৌরব চিহ্নের শোভায় সুন্দরীদের বক্ষস্থল সুশোভিত হল। হৃদয় মধ্যে রোপিত বহুকালের অনুরাগ-বীজ থেকে উদ্গত অঙ্কুর দ্বারাই যেন বহির্দেশ আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

১৫৩, ১৫৪। এইরূপে প্রতি অঙ্গে অঙ্গে অতিমঙ্গল-স্পর্শরসদায়ী, সকল সন্তাপহারী, মনোহর এবং সিদ্ধৌষধিপল্লবস্বরূপ করপল্লবে যখন কৃষ্ণ গোপীদের অখিল সৌভাগ্যগৌরব-পোষক অঙ্গ সরস করে তুলছিলেন তখন তাঁর করকমল যেই স্তনমণ্ডল প্রাপ্ত হল অমনই বিস্তারিত হয়ে পড়ল, আয়ত কুঞ্চিত অতিঘন কেশ প্রাপ্ত হয়ে গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত লম্বিত হয়ে চলে গেল শ্রোনিভর-অঙ্গনপ্রদেশে গিয়ে অতি বিস্তার হেতু ইতস্ততঃ বহুভ্রমণক্লেশে শ্রান্ত হয়ে পড়ল, অতঃপর নাভিহ্রদ প্রাপ্ত হয়ে অন্তরীয় নিষ্কাশনচ্ছলে নিস্পন্দ হয়ে রইল।

১৫৫। এবং মদনমদনশ্যদপত্রপাপত্রপালিভিরতিরুচিরচিরমনোরাগতারল্য-পরবশাভিরুদয়িতদয়িত-মনোরথানুকূলকূল-রহিত লাবণ্য-তরঙ্গিণীরঙ্গিণীভিরেকৈকশোঽধিক-শোধিকমনীয়বৈদগ্ধীধুরামধুরাঽমসৃণৈর্ভুজবল্লী-বলয়ৈঃ সবলয়ৈঃ সরসমালিঙ্গিতোঽঙ্গিতোপপন্ন-প্রেমরসাঙ্গসাঙ্গ শুচিশুচিসামগ্রীসমরস-সমর-সমাহিতৈঃ স্মিতমধু-মধুরৈর্বদনারবিন্দৈরাচুম্বিতোঽধরকিসলয়ৈঃ সলয়ৈরিব স্ফুরদ্ভিরদ্ভিরিব দশনকান্তিলহরীভিঃ ক্ষালিতৈরাপীয়মানা-ধরো ধরোপসন্নপীযূষময়ূখ ইব চকোরদয়িতাভিরাভিঃ॥

১৫৬। এবং সতি— দোঃশাখাবলয়ৈর্দৃঢ়ং বলয়িতো নিস্তোদিতঃ পীবরৈ-
র্বক্ষোজস্তবকৈঃ খরৈরথ নখাকারৈঃ ক্ষতঃ কণ্টকৈঃ।
ক্রীড়ায়াং রমণীমণীময়লতোদ্যানেষু মাদ্যন্মনাঃ
শ্রীমানেকক এষ কৃষ্ণমধুপঃ সম্মোদমভ্যাযযৌ॥

১৫৭। সা বধূততিরনঙ্গসঙ্গরে গাঢ়সৌভগরসপ্রসঙ্গরে।
আত্রিলোকরমণীমণিশ্রিয়ে, হেলনামতিমদেন শিশ্রিয়ে॥

১৫৫। এবমাভিরপি ভুজবল্লীবলয়ৈঃ সোঽপ্যালিঙ্গিতঃ। মদনমদেন নশ্যন্ত্যপত্রপালতায়াঃ পত্রপালিঃ পত্রশ্রেণী যাসাং তথা তাভিরুদয়িতা প্রাপ্তোদয়া দয়িতস্য মনোরথানুকূলা কূলরহিতা অপারা যা লাবণ্যতরঙ্গিণী তস্যা রঙ্গিণীভী রাগবতীভিঃ, একৈকশ একৈকাভিস্তাভির্ভুজবল্লীবলয়ৈরালিঙ্গিতঃ। কথম্ভূতৈঃ? অধিকশোধিনঃ কৃষ্ণভুজকৃতালিঙ্গ-নস্যাধিকপরিশোধকাশ্চ তে কমনীয়য়া বৈদগ্ধীধুরয়া মধুরাশ্চামসৃণা অম্লানাশ্চ তে তথা তৈঃ, অঙ্গিতয়াঽঙ্গিত্বেনোপপন্নস্য প্রেমরসস্যাঙ্গং সাঙ্গশুচির্নিজাঙ্গসহিত-শৃঙ্গাররসস্তস্য শুচিভির্বিভাবাদিবৈরূপ্যাভাবাৎ শুদ্ধাভিঃ সামগ্রীভিঃ সমরসং নায়ক-নায়িকাগণয়োস্তুল্যরসমেব যৎ সমরং কেলিযুদ্ধং তত্র সমাহিতৈঃ সমর্পিতৈর্বদনারবিন্দৈরাচুম্বিতঃ কামপুষ্পাস্ত্রৈর্বিদ্ধ ইবেতি ভাবঃ। সলয়ৈঃ, রলয়োরৈক্যাৎ সবেগৈরিব॥

১৫৫। এইরূপে মদনমত্ততা-তাপে পাতাঝরা লজ্জাবতী লতার মতো লজ্জাহীনা, অতি রমণীয়া, দীর্ঘ মনোরাগ-চঞ্চলতার অধীনা, শ্রেষ্ঠত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিতা তথা দয়িতের মনোরথের অনুকূল অপার লাবণ্য-তরঙ্গিণীতে রঙ্গিণী গোপীগণ প্রত্যেকে এক এক করে বলয়যুক্তা, কৃষ্ণস্পর্শগুণে অধিক পাবনী কমনীয়তায় তথা বৈদগ্ধীভারে মধুরা ও অম্লানা তাঁদের ভুজবল্লীতে কৃষ্ণকে বেষ্টন করে সরসভাবে আলিঙ্গন করলেন।

এই কেলিযুদ্ধ, যা অঙ্গী বলে আগত প্রেমরসের অঙ্গ এবং নিজ অঙ্গের সহিত শৃঙ্গার রসের বিভা-বাদির বিরূপতা না থাকায় শুদ্ধ সামগ্রীর মিলনহেতু (নায়কনায়িকাগণের) তুল্য রসরূপ, তাতে সমর্পিত স্মিত মধুমধুর বদনারবিন্দসমূহের দ্বারা গোপীগণ কৃষ্ণকে চুম্বন করতে লাগলেন। এইরূপে উজ্জ্বল তরলবস্তুর মতো দশনকান্তিলহরীদ্বারা ক্ষালিত গোপী অধরপল্লবের দ্বারা পীয়মান অধরবিশিষ্ট কৃষ্ণচন্দ্র চকোরদয়িতাগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত ধরায় আগত চন্দ্রের মতো শোভা পেতে লাগলেন।

১৫৬। এইরূপ হলে—রমণীমণিময় লতোদ্যানে ক্রীড়াতে মত্তমনা, ভুজশাখা বলয়ে দৃঢ় বেষ্টিত কঠিন বক্ষোজস্তবকে সজোরে মর্দিত সম্মর্দিত ও নখাকার কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত শ্রীমান্ একক এই কৃষ্ণভ্রমর পরমানন্দে ডুবে গেলেন।

১৫৮। এবং সৌভগমদনদে মদনদেবযাদসি মহাস্রোতসি ন সুতরে তরের্ভঙ্গ ইব মগ্নানাং তাসামন্তর্গতমদজলপূরং দূরীকরিষ্যন্নিব, নিজতুর্ল্লীলতালতাচক্রমারোপ্য তা ভ্রাময়িতুমুপক্রান্ত ইব, দুর্জরসৌভগমদমদিরাতিশয়সেবনলসদলসদশাপূর্বরূপমপূর্বরূপমদাত্যয়াভিধ-বিষমগদমগদঙ্কার ইব চিকিৎসংস্তদুপদ্রবহারি ললিতমগদং সম্পাদয়িষ্যন্নিব, সহজ-ধবলতালতাবলতাদবস্থ্যে রাগান্তরস্য রস্যতা ন ভবতীতি নিষ্কপটস্য পটস্য তত্তুপশময়িতুং রূপান্তরমাপাদয়িতুং চ লোধ্রাদিকষায়েণ কষায়িতকরণায় প্রবৃত্তো রঙ্গাজীব ইব, মদনমদনমিতানন্দতুন্দিলতাবিদ্রাবকং দ্রাবকং রসমিব বিপ্রলম্ভলম্ভনদৌরবস্থ্যং সদ্য এবাঙ্কুরয়ন্নিব, পরিপূর্ণ এবানন্দচন্দ্রিকাপটলে দুস্তরতর-দুঃখতমঃ-

---

১৫৬। বলয়িতো বেষ্টিতঃ, নিস্তোদিতঃ সম্মর্দিতঃ ॥

১৫৭। প্রসঙ্গরে প্রকৃষ্টসঙ্গদায়িনি কামভোগযুদ্ধে। আত্রিলোকেতি ততশ্চ তাসাং পরস্পরসপক্ষবিপক্ষভাবে সমুদ্ভূয় প্রবলিতে সতি ঐকমত্যে নষ্টে প্রারিপ্সিতো রাসো ন সিধ্যেদিত্যন্তর্ধানবীজং জ্ঞেয়ম্। কিঞ্চ, 'রাধামথান্যাশ্চ বিহারসাম্যাৎ, সের্ষ্যাং সগর্বামবগম্য সম্যক্। প্রসাদয়ংস্তামবসাদয়ংস্তা-,স্তদন্তরৈবান্তরধাৎ স কান্তঃ ॥'

১৫৮। তদেবোৎপ্রেক্ষাদিভিঃ স্পষ্টয়ন্নাহ—মহাস্রোতসি প্রেমময়প্রবাহে তরেরৈকমত্যরূপায়া নৌকায়া ভঙ্গে সতি। স্রোতসি কথম্ভূতে? সৌভগঞ্চ মদনঃ কামভোগশ্চ তৌ দদাতীতি তথাভূতে; মদনদেব এব যাদো যত্র তস্মিন্, ন সুতরে, অনবচ্ছেদাদদুস্তরে-ইত্যর্থঃ। মদজলপূরং দূরীকরিষ্যন্নিতি পুনরৈকমত্যকামনয়েতি ভাবঃ। ননু ধীরললিতশেখরস্য তস্য প্রেয়সীগর্বখণ্ডনমসমঞ্জসমেবেতি চেৎ, সত্যমেবৈত্যভ্যুপগচ্ছন্নেবাহ—নিজতুর্লীলেতি। তাসাং পক্ষপাতেন তত্র প্রণয়কোপ এব ব্যঞ্জিতঃ। বস্তুতস্তু তাসামেবাতিসম্মাননসূচকস্য কামকলাবিলাসবিশেষস্য মহারাসস্য সিদ্ধ্যর্থমাপাততঃ প্রতীয়মানমপি প্রাতিকূল্যং ধীরললিতত্বেঽপি ন বিরুধ্যেতেত্যাহ—দুর্জরেতি। দুর্জরা প্রকারান্তরেণ জরয়িতুমশক্যা সৌভগমদরূপা যা মদিরা তস্যা অতিশয়সেবনেন লসন্তী অলসদশা পূর্বরূপা প্রথমা যস্মিংস্তম্, অপূর্বেণ রূপমদেন স্বরূপগর্বেণাত্যয়োঽতিক্রম এবাভিধা যস্য স চাসৌ বিষমো গদো ব্যাধিশ্চেতি তম্; পক্ষে, মদাত্যয়নামা রোগবিশেষং, চিকিৎসন্ চিকিৎসিতুমগদঙ্কারো বৈদ্যঃ, ললিতং পুষ্টিকরমগদমৌষধম্, "রোগহার্যগদঙ্কারো ভিষগ্বৈদ্যৌ চিকিৎসকে" ইত্যমরঃ রোগিজনসুখোদর্কমেব সদ্বৈদ্যচেষ্টিতং ভবতীতি ভাবঃ ॥

কৃষ্ণের অন্তর্ধান ঃ

১৫৭। (সব গোপীর মন একসুরে বাঁধা না হলে রাসলীলা হয় না, তাই বিরহতাপে গালিয়ে সবাইকে একসুরে বেঁধে নেওয়ার জন্য কৃষ্ণের যে অন্তর্ধান, তাই বর্ণিত হচ্ছে -)

গাঢ় সৌভাগ্য রসময় প্রকৃষ্ট কৃষ্ণসঙ্গদায়ী কামভোগযুদ্ধে এই বধূগণ ত্রিলোক পর্যন্ত যত রমণীমণি আছে তাঁদের সকলের সৌভাগ্য বিষয়ে হেলার ভাব ধারণ করলেন।

১৫৮। এইরূপ সৌভাগ্যমদ নদীতে কামভোগদায়ী মদনদেবরূপ জলজন্তুর নিবাসস্থল দুস্তর প্রেমময়প্রবাহে গোপীদের একমতিরূপ নৌকা ভেঙ্গে যাওয়ায় ডুবে যাওয়ার মতো হয়ে পড়লে তাঁদের চিত্তগত গর্বজলরাশি যেন সেচতে সেচতে, নিজ দুর্লীলতা-লতাচক্রে যেন তাঁদেরকে উঠিয়ে ঘুরানোর কাজ আরম্ভ করতে করতে, দুষ্ট অজীর্ণ তুল্য সৌভাগ্য গর্বমদিরা অতিশয় সেবনের প্রাক্‌লক্ষণ অলসদশা যথায় দেখা দিয়েছে ও অপূর্বরূপের গর্বলক্ষণে যার নাম হয়েছে 'অতিক্রম', সেই বিষম রোগের চিকিৎসা বিষয়ে যেন বৈদ্যের মতো উপদ্রব-

স্তোমমবতারয়ন্নিব,প্রবাহে চ পৈযূষেপৈযূষে চ সরসি কালকূটকূটমুৎপাদয়ন্নিব,পরিমলসৌভাগ্যভাজি নবাগ্নিশিখা-বলাবগ্নিশিখাবলাবক্ষেপমিব, নির্জলধরং কুলিশপাতমিব, নিরাশীবিষমাশীবিষবিসর্পমিব, সর্বাসামসম্ভাবনাবিষয়ো ভাবনাবিষয়শ্চ যন্ন ভবতি, তদকস্মাদেব নিরীক্ষমাণ এব প্রস্তুতে স্তুতে বিলাসরসে সরসে হৃদি তত্রৈব তিরোধানং স নিখিলকলাকলাপবেধা বিদধাতি স্ম ॥

ইত্যানন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলালতাবিস্তারে রাসবিলাসে তিরোধানবিধানো নাম সপ্তদশঃ স্তবকঃ ॥ ১৭ ॥

কিঞ্চ, "ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে। কষায়িতে হি বস্ত্রাদৌ ভূয়ান্ রাগো হি বর্ধতে ॥" ইতি রসশাস্ত্রানুমতিমনুরুন্ধানৈরভিজ্ঞৈর্নৈতদবধীরণীয়মিত্যাহ—সহজেতি। ধবলতায়াং শ্বেতিম্নো বলস্য তাদবস্থ্যে সাহজিকত্বে সতীত্যর্থঃ, নিষ্কপটস্য পটস্যাকৃত্রিমবস্ত্রস্য তত্তাদবস্থ্যং সকপটত্বে তু দৃষ্টান্তস্য পটস্য দার্ষ্টান্তস্যালম্বনবিভাবস্য চ কষায়েণ বিপ্রলম্ভেন চ প্রত্যুত মূলক্ষতিরেব স্যাদিতি ভাবঃ। এতদেবোক্তপোষকন্যায়েনাহ—মদনেতি। মদনমদেন নমিতা বিপরিণামিতা যা আনন্দস্য তুন্দিলতা পুষ্টিস্তস্যা বিদ্রাবকং নিবর্তকং দ্রাবকং চিত্তদ্রৌত্যকারিণম্, অন্যোঽপি বৈদ্যপযুক্তো দ্রাবকো রসস্তন্দপুষ্টিহারী ভবতীত্যেকদেশশ্লেষঃ ॥

এবং সিদ্ধান্তরীত্যা বর্ণনপরিপাটীমিদানীং বিহায় তাসাং পক্ষপাতমাশ্রিত্য কৃষ্ণে সদোষোদগারমেবাহ—পরিপূর্ণেতি। তমোঽন্ধকারো রাহুর্বা। পৈযূষে পীযূষমমৃতং তন্ময়ে, প্রবাহে পৈযূষে, "পীযূষোঽভিনবং পয়ঃ" ইত্যমরঃ। তন্ময়ে চ সরসি কালকূটকূটং বিষসমূহং চন্দ্রিকাতমসোর্নেত্রাণামেব সুখদুঃখবিধায়িত্বে তাদৃশসম্ভোগ-তাদৃশবিপ্রলম্ভয়োস্তু প্রাণানামেব দায়কত্ব-ঘাতকত্বে পর্যালোচ্যামৃতকালকূটাভ্যামেব তাবুৎপ্রেক্ষিতৌ। কিঞ্চাতিতরামন্যায্যপ্রবৃত্ত্যা পর্যবসানে তস্যা-বৈদগ্ধ্যদুষ্কীর্তী এব ফলিষ্যেতে ইতি সকরুণমাহ—পরিমলেতি। নবানামগ্নিশিখানামাবলৌ শ্রেণ্যামগ্নিশিখাবলয়স্তু বহ্নিশিখাসমূহস্তাবক্ষেপং প্রক্ষেপমিব; "কাশ্মীরজন্মাগ্নিশিখম্" ইত্যমরঃ। কুঙ্কুমাবলিস্থানীয়া অত্র তৎপ্রেয়স্যো জ্ঞেয়াঃ। নির্জলধরমিত্যন্তর্ধানে কারণাভাব উক্তঃ; নিরাশীবিষমিতি সম্ভাবনায়া অভাবশ্চ। আশীবিষঃ সর্পঃ, আশী সর্পদংষ্ট্রা। কলাকলাপস্য বেধা স্রষ্টা ॥ ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবন-টীকায়াং শ্রীসুখবর্তিন্যাং সপ্তদশস্তবকসঙ্গমনম্ ॥ ১৭ ॥

হারী পুষ্টিকর ঔষধ প্রয়োগ করতে করতে, শুভ্রতার বল স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলে অন্য রং এর উজ্জ্বলতা ফোটে না—তাই অকৃত্রিম বস্ত্রের স্বাভাবিক অবস্থা দূর করে রূপান্তর ঘটানোর জন্য লোধ্রাদি কষায়ের দ্বারা কষায়িত করতে প্রবৃত্ত রঙ্‌-কারের মতো মদনগর্বে আনন্দ পুষ্টির যে বিপরীত দশাপ্রাপ্ততা তার নিবর্তক দ্রাবকরসস্বরূপ বিপ্রলম্ভ-দুরবস্থা সদ্যই যেন অঙ্কুরিত করে তুলতে তুলতে, গোপীরূপ পরমানন্দ জ্যোৎস্নাধারার মধ্যে দুঃখান্ধকাররাশি যেন অবতারিত করাতে করাতে, অমৃতময় প্রবাহে ও অভিনব দুগ্ধ সরোবরে কালকূট-রাশি যেন জন্মাতে জন্মাতে—পরিমল সৌভাগ্যবিশিষ্ট কেশরশ্রেণীর উপর বহ্নিশিখানিবহের প্রক্ষেপণের মতো, বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো, বিনা সর্পে সর্পদংশনবিষ প্রসরণের মতো যে তিরোধানের কথা সম্ভাবনা-অসম্ভাবনা কোন বিচারের মধ্যেই আসে নি গোপীদের মনে সেই তিরোধানই অকস্মাৎ সেখানেই নিখিল কলাকলাপ-বিজ্ঞ কৃষ্ণ সম্পন্ন করলেন—প্রস্তুত-প্রশংসনীয়-সরস-বিলাসপূর্ণ গোপীদের অন্তর্হৃদয়ে অবলোকিতের মতো হতে হতেই।

ইতি আনন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলালতাবিস্তারে রাস বিলাসে তিরোধান-বিধান নামক সপ্তদশ স্তবক

—॥★০★॥—

অষ্টাদশঃ স্তবকঃ

১। অথৈবমন্তর্হিতমন্তর্হিতমপি তথানুপপদ্যমানয়া সম্ভাবনয়া ভাবনয়াসাদিত-পরিহাসহাসপেশলং শলন্ত্যো দৃশ্যমানমিবাপি ন পশ্যন্ত্যঃ শ্যন্ত্যশ্চ নয়নপ্রীতিং পরস্পরপরবিতর্কং তাঃ পৃচ্ছন্তি স্ম ॥

২। 'নিভালয়, ভালয়মেতং প্রাপয়তি স্ম কা কুঞ্জং কাকুঞ্জজ্বালাং প্রকটয়ন্তী যা কিল পশ্যতোহরেব সর্বাসাং নয়নমাচ্ছিদ্য বক্ষোমণিং নো জহার। তদধুনা বিচারয়ামো রয়ামোদিতমনসা কয়া ক্ব নীতঃ' ইতি ॥

অষ্টাদশঃ স্তবকঃ

বিরহবিধুরতাসাং তস্য পৃচ্ছা ক্রমালৌ তদনুকৃতিরথ শ্রীপাদলক্ষ্মাবলোকঃ।
প্রিয়বিরহিত-রাধাচেষ্টিতং সর্বরামাবলিবলিতবিলাপোঽষ্টাদশে বর্ণনীয়ম্ ॥

১। অন্তর্হিতমন্তঃকরণহিতম্; যদ্বা, অন্তর্হৃদয়ে ধৃতমপি কৃষ্ণমন্তর্হিতং কৃতান্তর্ধানম্। ভাবঃ সৌহার্দাদিস্তস্য নয়েন নীত্যা অসাদিতাভ্যাং প্রাপ্তাভ্যাং পরিহাস হাসাভ্যাং পেশলং সুন্দরং যথা স্যাত্তথা, শলন্ত্যো গচ্ছন্ত্যঃ শ্যন্ত্যোঽল্পয়ন্ত্যঃ ॥

২। ভালয়ং শোভানিকেতম্, জজ্বালামতিবেগবতীং কাকুং প্রকটয়ন্তী প্রকটয়িতুমিতি তটস্থ-পক্ষ-বিপক্ষাণা-মুক্তির্জ্ঞেয়া। রয়েণ বেগেন নিভৃতবিহারার্থমামোদিতং মনো যস্যাস্তয়া ॥

অষ্টাদশ স্তবক

রাসক্রীড়ায় কৃষ্ণান্তর্ধান ঃ

বিরহবিধুরা গোপীগণের কৃষ্ণানুসন্ধান ঃ

১। অতঃপর এইরূপে হৃদয়-গুহায় আবদ্ধ হয়েও এই যে প্রিয়তমের অন্তর্ধান এ কোনও বুদ্ধির ভেতর এলো না গোপীদের। তাই যুক্তিহীন সম্ভাবনার সহিত এবং সখ্যাদি নীতি অনুসারে জাত মনোরম ঠাট্টা তামাশা-হাসাহাসির সহিত চলতে চলতে ও প্রিয়তম অবলোকিতের মতো থাকা সত্ত্বেও চোখের দেখার অভাবে নয়নানন্দের কমতি অবস্থায় পররস্প বিতর্কপূর্বক জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন তাঁরা।

২। (তটস্থ পক্ষ ও বিপক্ষদের উক্তি—) 'আরে সখি দেখ! অতি বেগবতী কাকু প্রকাশ করবার জন্য কোন গোপী শোভা-নিকেতন আমাদের হৃদয়ধন নিজ কুঞ্জে নিয়ে গেল না-কি? চোখের সামনে উঠিয়ে নেওয়াতে পটু চোরের মতো সকলের চোখে ধূলো দিয়ে আমাদের বক্ষোমণি হরে নিয়ে গেল! তাই বলছি চল,এখন আমরা সকলে খুঁজে দেখিগা—নিভৃত বিহারের জন্য আমোদিত মনা কার দ্বারা কোথায় নীত হয়েছে।'

৩ কুঞ্জাৎ কুঞ্জান্তরং বিচারয়ন্ত্যঃ কালভুজঙ্গমেঽজঙ্গমে নিদ্রাণতয়া সমুদ্দামদামনকমালাধিয়ো জনতা ইব বিহিততিরোভাবে ভাবেন সমুৎকয়া কয়াচন সমং কৃতকুঞ্জলীল ইতি সহজার্জবেন জবেন জাতপ্রতীতয়ঃ 'বিচার্য্যাহমানেষ্যেঽহমানেষ্যে' ইতি সকৌতুকমহমহমিকয়া প্রতিকুঞ্জমন্বিষ্যন্ত্যো 'হন্ত হন্তরাত্মজনাপদাং পদাম্বুজ-স্পর্শেন সংসীভূতভূতল। বিহসিতুমস্মানাত্মানমপবার্য্য কুঞ্জোদরে স্থিতবন্তং ভবন্তং ভদ্রেণ বিদ্মো বিদ্মোহন কিম-পরং ভ্রময়সি' ইতি নির্গদং গদন্ত্যশ্চ বিচারিতেষু কুঞ্জকুহরেষু তমনালোক্য ক্রমেণ জায়মানসন্দেহা দেহাদাবপি তেনৈব ক্রমেণ জায়মাননিরপেক্ষভাবা ভাবাবগ্লায়মানমুখতামরসা রসাভাবেনাবিচারিতকুঞ্জান্ন বিচারয়ন্তি স্ম ॥

৪। 'সম্ভাবনৈবাস্তাং নৈবাস্তাং তাবদনাশ্বাসঃ' ইতি যদি কুঞ্জবিচারতো জাতবিরামা রামাততিরসৌ বভূব, ভূবলয়ং তদা শূন্যমিব মন্যমানা তমথ দৃশ্যমানমিবাপি ন পশ্যন্তী স্পৃশ্যমানমিবাপি ন স্পৃশন্তী, কথয়ন্তমি বাপি জানতী ন তৎকথাং শৃণ্বতী, বহির্বর্ত্তমানমিব হৃদয়েঽনুভবন্তী ন বহিরুপলভমানা, শ্রবণয়োঃ কুবলয়মিব

৩। নিদ্রাণতয়া অজঙ্গমে স্থিরে কালসর্পে উদ্দামা বন্ধনরহিতা দামনকী দমনক-সম্বন্ধিনী মালেতি ধীর্যাসাং তথাভূতা জনতা জনসমূহা ইব। বিহিততিরোভাবেঽপি তস্মিন্ মহাদুঃখং দাতুমুপক্রান্তেঽপীত্যর্থঃ। কয়াপি সহ কৃতকুঞ্জ-লীলোৎসবাবিতি জাতা প্রতীতির্যাসাং তাঃ, ততশ্চৈবমেব প্রত্যেকমস্মাস্বপি তস্য লীলা ভবিষ্যতীতি বিনোদময়ো ভাবশ্চ দ্যোতিতঃ। 'অহমানেষ্যে যূয়ং তিষ্ঠত' ইত্যোকাকিতয়া জিগমিষা সুহৃৎপক্ষস্বপক্ষাণাং ভাববিশেষময়ী জ্ঞেয়া। বিদাং বিদুষামপি মোহন! হে বুদ্ধিভ্রমিদায়িন্নিতি যা, বয়ং তু বিদ্মো জানীম এব। নির্গদং নিরাময়ং যথা স্যাত্তথা বহিঃস্থিত্যৈব গদন্ত্যঃ; জায়মানসন্দেহা ইতি পরিহাস এবায়ম্, ন বস্তুতোঽন্তর্ধানমিতি প্রাক্তনো নিশ্চয়ো গলিত ইত্যর্থঃ। ভাবঃ স্বভাবস্তেনৈব কান্তিগুণৈর্বাবগ্লায়মানং হর্ষশূন্যং মুখপদ্মং যাসাং তাঃ, চানশস্তপদম্॥

৪। তত্র হেতুঃ—সম্ভাবনেতি দৃশ্যমানমিবেত্যাদি বিরহে ধ্যানোদ্রেকোদয়াৎ ন পশ্যন্তীত্যাদি বহিরননুসন্ধান·

৩। কুঞ্জ থেকে কুঞ্জান্তরে অন্বেষণ করতে করতে ঘুমঘোরে নিশ্চল কালসর্পে বন্ধনরহিত দমনকমালা বুদ্ধিকারিণী জনসমূহের মতো গোপীগণ সহজ সরলভাবে ঝটিতি বিশ্বাস করে নিলেন, আমাদের প্রিয়তম অন্তর্ধানকারী তাঁরই উপর ভাবে সমুৎকণ্ঠিতা কোনও একজনের সহিত এখন কুঞ্জলীলা-উৎসবে মত্ত আছে। অতঃপর আমাদের সঙ্গেও এরূপ লীলাখেলা হবে। এই সহজ বিশ্বাসে 'আমি খুজে নিয়ে আসছি না আমি খুজে নিয়ে আসছি' এরূপ সকৌতুকে পরস্পর তাঁরা অহঙ্কার বশে প্রতি কুঞ্জে কুঞ্জে অন্বেষণ করতে করতে বলতে লাগলেন—'হায় হায়, হে নিজজনের আপদহারী! হে পদকমল স্পর্শে ধরণীতল সরসকারী! আমাদিকে একটু পরিহাস করবার জন্যই যে তুমি নিজে এই কুঞ্জের ভিতরে গা ঢাকা দিয়ে বসে আছ, তা আমরা বেশ ভাল ভাবেই জানি। হে পণ্ডিতদেরও মোহন! কেন আমাদিগকে নিদারুণ ভ্রমে ফেলছ।' সুস্থভাবে এইরূপ বলতে বলতে কুঞ্জকুহরে অন্বেষণ করে করে তাঁকে না দেখে ক্রমে সন্দেহের উদয়ে, আর তাতেই দেহাদিতে নিরপেক্ষভাবের উদয়ে হর্ষশূন্য মুখকমলা তাঁরা রসাভাবে না-খোঁজা কুঞ্জগুলি আর খুঁজতে গেলেন না।

৪। 'যতক্ষণ না অবিশ্বাস্য হয়ে যায় কোনও বস্তু ততক্ষণই তা আছে কি নেই, এরূপ চিন্তার বিষয়ী-ভূত থাকে' এরূপ বিচারে যদি কুঞ্জ থেকে কুঞ্জে অন্বেষণ থেকে ক্ষান্ত হলেন, তখন ভূমণ্ডল শূন্য দেখতে থাকলেন গোপীগণ। তখন ধ্যানে ও বহিরনুসন্ধানে তাঁদের মনে হল—কৃষ্ণ দৃশ্যমানের মতো হয়েও অদৃশ্য, স্পৃশ্যমানের

শ্রবণবর্হির্ভূতম্, নয়নকজ্জলমিব নয়নদূরগামিনম্, বৃক্ষসো নীলমণিমিব বক্ষসোঽন্তরিতম্, একমপি দিশি দিশি স্ফুরন্তম্ দিশি বিদিশি সন্তমপি হৃদয়ে প্রবিশন্তম্ করকমলেন স্পৃশন্তমপি প্রতিস্পর্শনদুষ্প্রাপম্, বক্ষসাশ্লিষ্যন্তমপি প্রত্যাশ্লেষানর্হম্, মুখচন্দ্রমসা চুম্বন্তমপি প্রতিচুম্বনেঽক্ষণমবগচ্ছন্তী ক্ষণং ভিত্তিপুত্তলিকেব, নভসি চিত্রিতেব, উন্মুলিতজীবনেব, জ্বলদঙ্গারালিঙ্গিতহৃদয়েব, কালকূটকূটলিপ্তশরীরেব, করপত্রেণ বিদীর্য্যমাণবক্ষস্থলেব যদি সমজনিষ্ট, তদাস্তা রামাবলের্মনসি ক্ষতে জম্বীররস ইব, শুষ্কে দারুণি দহন ইব, মর্মণি ছুরিকেব, উরসি চোরগক্ষতমিব, শরীরে মহাজ্বর ইব, জঠরে মহাশূল ইব, নয়নয়োর ন্ধ্যমিব, শ্রবণয়োর্বাধির্য্যমিব, ত্বচি সুপ্তেতেব, সম্বিদি মহোন্মাদ ইব, কশ্চন দারুণো দুঃখপরিপাকঃ পরিভবকারী বভূব ॥

বশাৎ। শ্রবণয়োরিত্যাদিনা শ্রবণদর্শনাঙ্গসঙ্গানামুত্তরোত্তরকালবর্তিত্বস্ত ভূতচরত্বং ধ্বনিতম্। ততশ্চ ভাবনোদ্রেকস্ত পরিপাকেনৈব বহিরনুসন্ধানেঽপি নিরস্তপ্রায়ে মোহদশাপূর্বাঙ্গং বিস্ফূর্তিময়মুন্মাদং ব্যঞ্জয়তি—একমপীত্যাদিনা। অতএব দিশি বিদিশি সন্তমিত্যাদিষু পূর্ববদিব শব্দাপ্রয়োগঃ। প্রতিস্পর্শনদুষ্প্রাপমিত্যাদিনা বাহ্যানুসন্ধানশেষোঽপি পীড়াময়ো ব্যঞ্জিতঃ। প্রতিচুম্বনেঽক্ষণমবসররহিতম্। ততশ্চ মোহ এবাভূদিত্যাহ—ক্ষণং ভিত্তীতি। তত্রাপি নিরালম্বতয়া নভসীত্যদ্ভূতোপমা। মূর্চ্ছাপ্যেবা বিরহপীড়োপাদনকতয়া মহাদুঃখানুভবময়োপান্তভাগেবাভূদিত্যাহ- উন্মূলিতেতি। অস্মাদ্দেহাজ্জীবনং নিঃসৃতমিত্যনুভবন্তীত্যর্থঃ। তৎকারণভূতং পীড়ানুভবমুৎপ্রেক্ষাভির্ব্যঞ্জয়তি—জ্বলদিত্যন্তর্দেহোত্থা, পীড়াকালকূটেতি বহির্দেহোত্থা, তত্রাপি বক্ষসি স্তনমধ্যে অস্তি কোঽপি বিশেষ ইত্যাহ—করপত্রেণেতি।

মতো হয়েও অস্পৃশ্য, কথা বলছেন এরূপ জ্ঞাত হয়েও বহিরিন্দ্রেয়ে শ্রবণ বিষয়ে অজ্ঞাত, অন্তর অনুভবে বাইরে বর্তমানের মতো হয়েও বাইরে অনুপলব্ধ, কর্ণোৎপলের মতো হয়েও কর্ণ থেকে দূরে স্থিত, নয়নে কাজলের মতো হয়েও নয়ন থেকে দূরগামী, আর বক্ষের নীলমণির মতো হয়েও বক্ষ থেকে দূরে স্থিত।

(অতঃপর ধ্যানের পরিপাকে বহিরনুসন্ধানও নিরস্তপ্রায় হয়ে গেলে মোহদশার পূর্বাবস্থা বিস্ফূর্তিময় উন্মাদদশা প্রকাশ করতে লাগলেন—)

এক হয়েও প্রতি দিকে দিকে স্ফূর্তি পেতে লাগলেন কৃষ্ণ তাদের নিকট, দিক্ বিদিকে অবস্থিত হয়েও তাঁদের হৃদয় মধ্যে গিয়ে বসে থাকলেন, (পীড়াময় অবস্থা—) করকমলে তাঁদের স্পর্শ করছেন অথচ সেই অবস্থাতেই নিজে থাকছেন তাঁদের প্রতি স্পর্শ বিষয়ে দুষ্প্রাপ্য হয়ে, বক্ষে আলিঙ্গন করছেন অথচ সেই অবস্থাতেই নিজে থাকছেন তাঁদের প্রতি-আলিঙ্গনের অযোগ্য অবস্থায়, গোপীমুখ চুম্বন করছেন অথচ সেই অবস্থাতেই নিজে থাকছেন প্রতিচুম্বনের অবসর রহিত অবস্থায়।

(অতঃপর মোহ অবস্থায় চলে গেলেন—)

ক্ষণকাল ভিতে আঁকা পুতুলের মতো, আকাশে চিত্রিতের মতো, উৎপাটিত জীবনের মতো, জ্বলন্ত অঙ্গার আলিঙ্গিতের মতো, ভয়ঙ্কর বিষরাশি মাখানো শরীরীর মতো, করাতে চিড়ানো বক্ষদেশার মতো অবস্থা যদি হল, তখন গোপীদের সেই অত্যন্ত দুস্থ মনে কোনও দারুণ দুঃখপরিপাক তাঁদের পরাভবকারী হল—ক্ষতে লেবুর রসের মতো, শুকনো কাঠে অগ্নির মতো, মর্মস্থলে ছুরির পোঁচের মতো, বক্ষে সর্পাঘাতের মতো, শরীরে মহাজ্বরের মতো, পেটে মহাশূল ব্যাথার মতো, নয়নের অন্ধতার মতো, কর্ণে বধিরতার মতো, ত্বকে

৫। ততশ্চ, অশরণমেব ত্রিভুবনম্ নিরালোক এব সর্বলোকঃ বিদীর্যন্ত্যা ইব গিরিদ্রোণয়ঃ, রোরুদ্যন্ত ইব তরবঃ, শীর্যন্ত্যা ইব লতিকাঃ, ম্লায়ন্ত্যা ইব চন্দ্রিকাঃ, মূর্চ্ছন্ত ইব শকুন্তয়ঃ, দবদগ্ধা ইব হরিণাশ্চ বভূবুঃ ॥

৬। ততশ্চ, কস্যাপি যোগিনো যোগবলাচ্চিত্রপুত্তলিকানাং ব্যাহার ইব, ভুজগদংশমূর্চ্ছিতানাং মন্ত্রকৃত নর্ত্তনাবর্ত্তিত-বাক্প্রয়োগ ইব পরস্পরমালাপ আসীৎ ॥

৭। 'অহো কিমেতৎ— বিলাসিন্যো নীলাম্বুজমিতি কবর্য্যাং পরিদধুঃ
কলাবত্যঃ কিংবা হৃদয়মনয়ন্নেব পিশুনাঃ।
ন চেৎ পশ্যন্তীনাং হরিণনয়নানাং বলয়তঃ
কুতোঽকস্মাৎ কস্মাদপসরতু নো জীবিতমণিঃ ॥'

অথ তত্র তত্রান্তরবাহ্যয়োস্তাদৃশয়োরপি কুত্র কুত্র প্রদেশে কীদৃশী কীদৃশী বিশেষপীড়েত্যপেক্ষায়ামাহ—মনসীতি। জম্বীররস ইতি চিটপিটায়িতীকারিত্বম্, দহন ইত্যন্ততো জ্বালয়া ভস্মীভাব বিধায়িত্বঞ্চোক্তম্। সুপ্ততা স্পর্শজ্ঞানরাহিত্যম্ ॥

৫। ততশ্চ মহাভাববতীনাং তাসাং দুঃখেন জগদপি ব্যাপ্তমিত্যাহ—অশরণমেবেতি। যদুক্তমুজ্জ্বলনীলমণৌ (স্থায়িভাব-প্র° ১৫৪) "অনুরাগঃ স্বসংবেদ্যদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ। যাবদাশ্রয়বৃত্তিঃ স্যাদ্ভাব ইত্যভিধীয়তে ॥" ইতি। তত্রাপি বিদীর্যন্ত ইত্যাদিনা গিরিদ্রোণ্যাদীনাং বিশেষতো বিদারণাদিকো মহাভাবস্য তস্যানুভাববিশেষঃ। যদুক্তম্—(উ° নী° স্থায়িভাব-প্র° ১৬১) "আসন্নজনতা-হৃদ্বিলোড়নম্" ইতি ॥

৬। এবঞ্চ তাদৃশ্যামপি দশায়াং স্থিতানামাশয়ৈব রক্ষিতপ্রাণমাত্রাণাং তাসাং পরস্পরালাপসামর্থ্যে যুক্তিমাহ—কস্যাপীতি। চিত্রপুত্তলিকা হি প্রথমত এবাচেতনা ইতি দ্বিতীয়ো দৃষ্টান্ত এব পূর্ণসাধর্ম্যঃ, মন্ত্রেণ কৃতেষু নর্তনেষ্বাবর্তিতঃ, বলাৎকারেণ পুনঃ প্রবর্তিত ইত্যর্থঃ ॥

৭। কবরীভূষণমাত্র এব তস্যাপর্যাপ্তিমাদৃশ্যাহুঃ -- কলাবত্য ইতি কলাবত্যোঽন্যমোহনাদিকলাযোগবত্য; পিশুনাঃ পরদুঃখদাত্র্যঃ ॥

স্পর্শজ্ঞান রাহিত্যের মতো, জ্ঞানশক্তিতে মহা উন্মাদদশাপ্রাপ্তির মতো।

৫। (অতঃপর সেই মহাভাববতীদের দুঃখ সমস্ত জগৎ গ্রাস করে নিল—) ত্রিভুবন যেন নিরাশ্রয় হয়ে পড়ল, সর্বলোক যেন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল, পর্বতের উপত্যকা যেন ফেটে চৌচির হয়ে যেতে লাগল, তরুগণ যেন কাঁদতে লাগল, লতাবলী যেন শুকিয়ে যেতে লাগল, হরিণকুল যেন দাবদগ্ধদশা প্রাপ্ত হল।

৬। অতঃপর কোনও যোগিনীর যোগবলে পটে আঁকা ছবির বাগ্‌বিলাসের মতো, সর্পদংশনে মূর্চ্ছিত ব্যক্তির মন্ত্রকৃত পেশীচালনায় পুনরাগত বাক্‌স্ফূর্তির মতো বাক্‌শক্তি প্রাপ্ত হয়ে পরস্পর আলাপ করতে লাগলেন তাঁরা।

৭। 'অহো ব্যাপার কি! কোনও বিলাসিনী রমণী কি তাঁকে নীলমণি মনে করে খোঁপায় গুঁজে নিয়ে গেল, অথবা কোনও পরদুঃখদায়িনী কলাবতী নারী কি বক্ষোমধ্যে ভরে নিয়ে গেল? না হলে মুখপানে চেয়ে থাকা হরিণনয়না আমাদের মণ্ডলী থেকে কোথায় কি করে অকস্মাৎ জীবিতমণি চলে যেতে পারে।'

৮। ইতি পরস্পরপরমসন্দেহে বিতর্ক-পরম্পরাপরাহতধিয়ঃ পুনরপি মীমাংসন্তে স্ম ॥

৯।   'যদায়াতং গেহাদিহ যদপি দৃষ্টঃ সপরুষং
শ্রুতং যত্তস্যোক্তং যদপি করুণোক্তির্বিরচিতা।
প্রসন্নেন প্রেম্ণা যদপি রমিতং তেন সকলং
তদেতৎ স্বপ্নো নঃ কিমুত পরমো মোহমহিমা ॥'

১০। ইতি ক্ষণং বিমৃশ্য পুনরুচিরেণ চিরেণ কণ্ঠরোধমুদ্‌ঘাট্য—'অহো,—
তা এব কিং নহি বয়ং কিমসৌ প্রযাতঃ, ক্বাপীতি যত্তদপি চেদমলীকমেব।
তেনৈব নীতমখিলং মন আদিকং নঃ, কঃ পামরো নিরমিমীত বতান্যদেতৎ ॥'

৮। তাদৃশশক্তিমতীনাং কিমস্মত্তো ভয়মিতি চোরয়িত্বা অসৌ নেতব্য ইত্যপরাসাং বিতর্কান্তরমাহ—ইতীতি। মীমাংসন্তে স্ম, বিচারয়ামাসুঃ ॥

৯। অন্তর্ধানস্য কারণানুপলম্ভাৎ তদ্বিনাভূতস্য চাপ্রামাণ্যাদন্তর্ধানং তৎপ্রতিযোগি-প্রাকট্যঞ্চ ইত্যুভে অস্মদনুভবসমর্থিতে অপ্যলীকে এবেত্যাহুঃ—যদায়াতমিত্যাদি। ননু শয়নং বিনা কুতঃ স্বপ্ন ইত্যত আহুঃ—মোহমহিমা ইতি ॥

১০। সর্ববিলক্ষণ-তাদৃশ-তদঙ্গসঙ্গবিলাসস্যাদৃষ্টাশ্রুতচরত্বেন স্বপ্নমোহসিদ্ধত্বমসম্ভাবয়ন্ত্যোঽন্যা অন্যথৈব বিতর্কয়ন্ত্য আহুঃ—তা এবেতি। তত্তৎ সর্বং সত্যমেব, ন তু স্বপ্নাদিসিদ্ধম্, কিন্তু তদ্বত্যোঽন্যা এব গোপ্যস্তাঃ সম্প্রত্যপি তেন সহ বিহরন্ত্যেব। কেবলং তদ্ধর্মমাত্মসু বয়মধ্যারোপ্য ক্লিশ্যামহে ইতি ভাবঃ। ননু তর্হি তদন্তর্ধানজনিতবিরহবাধেয়ং কুত্রত্যো ধর্মঃ? তত্রাহুঃ—কিমসৌ ক্বাপীতি। প্রযাত ইতি যত্তত্তু অলীকমেব। তত্র হেতুঃ—তেনৈবেতি। অয়মর্থঃ—যত্ত্বস্মাকং মনইন্দ্রিয়াদিকং সর্বং স্বসঙ্গে নীত্বৈব তেন গতম্, ন তু একাকিতয়া, তর্হি অস্মান্ বিহায়ান্তরধাদিতি কথমসাবুপালম্ভনীয় ইতি। ননু যদ্যেবম্, তদা সম্প্রতি যেন পীড়া অনুভূয়তে, তন্মন আদিকং কতমৎ? তত্র সাক্ষেপমাহুঃ—কঃ পামর ইতি।

৮। এইরূপে পরম সন্দেহে পরস্পর বিতর্কের পর বিতর্ক করতে করতে বুদ্ধি ফুরিয়ে গেলেও গোপীগণ পুনরায় বিতর্ক করতে লাগলেন—

৯। 'ঘর থেকে এই যে বনে চলে এলাম, আর এই যে পুরুষরত্নকে দর্শন করলাম, এই যে এঁর কঠোর বাক্য শুনলাম, আর যা কিছু করুণকথার জাল রচনা করলাম, শৃঙ্গার রসগর্ভা প্রেমে এই যে রমিতা হলাম এর দ্বারা—এ সব কিছুই কি আমাদের স্বপ্ন, অথবা পরম মোহের মহিমা।'

১০। কিছুকাল মনে মনে এইরূপ তর্ক বিতর্ক করার পর খেঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন—'অহো, ঐ পূর্বের গোপীই কি আমরা নই, যদি হবোই তবে কোন্ দোষে সেই পুরুষরতন আমাদের ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গেলো। এও এক অলীক ব্যাপার নয় কি? কেন-কি সে-ই তো আমাদের মন আদি সব কিছু নিজ সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে। ছেড়ে যাওয়ার প্রশ্ন উঠ্‌ছে কোত্থেকে। (তাই যদি হয় তবে সম্প্রতি যার দ্বারা দুঃখ অনুভূত হচ্ছে সে মন আদিই বা কোন্? তাতেই আক্ষেপের সঙ্গে বলা হচ্ছে—) আমাদের দুঃখ দেওয়ার জন্য আগের থেকেই অপর এই ভিন্ন প্রকার মন আদি যে পামর নির্মান করেছে সেই ক্রূর পামর কে? তা আমরা বুঝতে পারছি না।'

১১। এবং নানাবিকল্পকল্পনানন্তরং নিশ্চিতে শ্রীকৃষ্ণতিরোভাবেঽভাবে চাত্মনো জীবনাদেরুৎপদ্যমানে সতি শ্রীকৃষ্ণোন্মাদ এব তন্নিবর্ত্তকতয়া তাসামন্তরমন্তরয়াঞ্চকার ॥

১২। তথান্তর্বৃত্তিনিবৃত্তিনিরতে তরলতরঙ্গনিকরে তস্মিন্নুন্মাদোর্মিমালিনি হৃদয়মাবিশ্য হৃদয়স্য কৃষ্ণা-কারকারণতাং প্রাপ্তবতি নব্যাপারা ব্যাপারান্তরহারিণী হারিণী কৃষ্ণস্য গত্যনুগত্যনুরাগবিহসিত সিত-ময়ূখ ময়ূখ সবিভ্রমভ্রমদলি-দলিত-শতপত্র-পত্র-তিরস্কারি-হারি-নয়নান্ত-কান্ত-নিরীক্ষণ-ক্ষণ-মধু মধুরালাপ-মনোরমেহিত-হিত মধুরিম-গরিম-গভীর-ভীরহিতানেক-বিলাসান্তরানুকারিণী কাচিদবস্থাবস্থাপয়ামাস নির্যতঃ প্রাণান্ ॥

১৩। স্থিতেষু তেষু প্রাণেষু প্রাণেশ্বরমনুসন্দধত্যো বাতেনেতস্ততোঽস্ততোষাশ্চাল্যমানাঃ কমলিন্য ইব বনাদ্বনং সঞ্চরন্ত্যঃ সংহতা হতা বিরহবেদনয়াঽনয়া তমুরুগায়মুরু গায়ন্ত্যঃ পন্থনমপন্থানমপি বা যদি ন বিদুঃ,

---

অস্মান্ দুঃখয়িতুং ততোঽন্যদেব এতন্মনআদিকং যো নিরমিমীত, অসৌ ক্রূরঃ কঃ, ন তং জ্ঞাতুং বয়ং ভাবঃ ॥

১১। আত্মনো জীবনাদেরভাবে নাশে উৎপদ্যমানে সতি তন্নিবর্তকতয়া জীবনাদ্যভাবনিবর্তকত্বেন অন্তরমন্তঃকরণমন্তরয়াঞ্চকার, ব্যবহিতং চকার, বিরহপীড়াতো ব্যবধানং মনসোঽভূদিত্যর্থঃ। মধ্যে কৃষ্ণতাদাত্ম্যপ্রবেশেন তস্যা অপলাপাদিতি ভাবঃ ॥

১২। উন্মাদ এব ঊর্মিমালী সমুদ্রস্তস্মিন্ হৃদয়মাবিশ্য হৃদয়স্য কৃষ্ণাকারে কৃষ্ণাত্মকত্বে কার্যে কারণতাং হেতুত্বং প্রাপ্তবতি সতি কাচিদবস্থা কৃষ্ণস্য গত্যনুগত্যাদ্যনুকারিণী নির্যতো নির্গচ্ছতঃ প্রাণানবস্থাপয়ামাস। কথম্ভূতে ? তরলশ্চপলস্তরঙ্গনিকরঃ কৃষ্ণোন্মাদোত্থহর্ষাদিবিবিধসঞ্চারিভাবসমূহো যত্র তস্মিন্, অতএবান্তঃকরণস্য বৃত্তীনাং বিরহপীড়াময়ীনাং নিবৃত্তৌ বিষয়ে নিরতে। অতএব নব্যা নবীনা অপারা বুদ্ধেরপ্যগম্যেত্যর্থঃ। গতির্গমনঞ্চানুগতিস্তৎকর্তৃকা স্বভক্তজনানুগতিশ্চানুরাগশ্চ বিহসিতমেব সিতময়ূখস্য চন্দ্রস্য ময়ূখঃ, স চ সবিভ্রমং ভ্রমন্নলির্যত্র তথাভূতং দলিতং প্রস্ফুটং শতপত্রং কমলং তস্য পত্রতিরস্কারি হারি যন্নয়নং তস্যান্তেনাপাঙ্গেন নিরীক্ষণে যঃ ক্ষণ উৎসবোঽবসরো বা, স চ মধুনোঽপি মধুর আলাপশ্চ মনোরমমীহিতঞ্চ তথা হিতানি চ তানি মধুরিম্ণাং গরিম্ণাং গভীরাণি ভীরহিতানি চ যান্যনেকবিলাসান্তরাণি তেষামনুকারিণী ॥

১১। এইরূপে নানা বিকল্প কল্পনার পর শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাব নিশ্চিত হলে ও নিজেদের জীবন নাশের উপক্রম হলে কৃষ্ণোন্মাদই এই নাশ নিবারণের জন্য বিরহপীড়া ও মনের মধ্যে ব্যবধান তৈরী করে দিল।

১২। তথা বিরহপীড়াময়ী চিত্তবৃত্তি শান্ত করতে নিযুক্ত চঞ্চল তরঙ্গ সমাকুল সেই উন্মাদ-সমুদ্র গোপীগণের হৃদয়ে প্রবেশ করত তাঁদের কৃষ্ণ-তাদাত্ম্য প্রাপ্তি কার্যের কারণতা প্রাপ্ত হলে কৃষ্ণের গমন ভক্তানুগমন-অনুরাগ-শুভ্র চন্দ্রকিরণ ঝরানো উচ্চ হাসি-সবিলাস চঞ্চল ভ্রমরদলিত কমলের পত্রতিরস্কারী মনোহর নয়নাপাঙ্গে কমনীয় নিরীক্ষণ অবসরে মধুর মধুর আলাপের ও মনোরম লীলার অনুকারিণী এবং মাধুর্যগৌরবে অগাধ-ভয়রহিত বহু বহু বিলাসান্তরের অনুকারিণী কোনও মনোহর অনির্বচনীয় অবস্থা, যা বুদ্ধির অগম্য ও অন্য ব্যাপার ভুল করিয়ে দেয় তা গোপীদের নির্গমনোন্মুখ প্রাণকে সংস্থাপিত করল।

১৩ প্রাণ যদি থেকে গেল, তখন উদ্বেগগ্রস্তা গোপীগণ প্রাণেশ্বরের অনুসন্ধান তৎপর হয়ে বায়ু-বেগে ইতস্ততঃ হেলনী দোলনী কমলিনীর মতো বন থেকে বনান্তরে সকলে একসঙ্গে মিলে চলতে চলতে বিরহ-

তদা তাভিরলক্ষ্যমাণৈব যোগমায়াঽগমা যা ভগবতী ছায়েব তাসামন্বনুযান্তী যান্তীব্রতাং প্রাতিকূল্যকৃতাং হরতি, সা তাভিরপি নাজ্ঞায়ত ॥

১৪। এবমিতস্ততোঽনুসন্দধত্যোঽনুক্রমমনুলতং পপ্রচ্ছুরপি—

'হন্তাশ্বত্থ কপিত্থ-কিংশুক-বট প্লক্ষাঃ শিবং বোঽক্ষয়ং
কিং দৃষ্টো নু ভবদ্ভিরত্র বিচরন্ গোপেন্দ্রজঃ কথ্যতাম্।
তূষ্ণীং তিষ্ঠথ কিং ন বঞ্চয়থ নঃ সত্যং স বো গোচরঃ
স্তম্ভোঽয়ং কথমন্যথা বলবতানন্দেন যঃ কল্পিতঃ ॥'

১৫। ইত্যাভাষ্য অহো তদনুধ্যানৈকতানতয়া নতয়া মনোবৃত্ত্যা 'বহিরব্যাপারপারবশ্যেনাস্মাকং বিজ্ঞপ্তিং মমী নাকলয়ন্তি, তদন্যতো গত্বা পৃচ্ছামঃ' ইতি কিয়দ্দূরং গত্বা—

'হে চাম্পেয় রসাল শাল-সরলাঃ পুন্নাগ হে চম্পক
শ্যামোঽনেন পথা ভবদ্ভিরনঘৈর্গচ্ছন্ সমালোকিতঃ।

১৩। অস্ততোষা গতহর্ষাঃ প্রাপ্তোদ্বেগা ইত্যর্থঃ। উরুগায়ং কৃষ্ণম্, উরু অধিকং গায়তীতি নিরুক্ত্যা গীতরসিকস্য গানেনাকর্ষণসম্ভবাদিতি ভাবঃ। তীব্রতাং শর্করাকণ্টকাদ্যাঘাত সম্বন্ধিনীম্, ন অজ্ঞায়ত নান্বভূয়ত ॥

১৪। স্তম্ভঃ সাত্ত্বিকভেদঃ ॥

১৫। তস্যানুধ্যানে যা একতানতা তয়া নতয়া নম্রীকৃতয়া "একতানোঽনন্যবৃত্তিঃ" ইত্যমরঃ। বহিরব্যাপাররূপং যৎ পারবশ্যং তেন। অনঘৈরিতি বয়মেব কৃতাঘা ইতি ভাবঃ ॥

বেদনার সহিত কৃষ্ণ সম্বন্ধে বহু প্রকার গান গাইতে গাইতে পথ অপথ-জ্ঞানহারা যদি হয়ে পড়লেন তখন তাঁদের অলক্ষিতভাবে দুর্গম শুভাবহবিধিযুক্তা ভগবতী যোগমায়া ছায়ার মতো তাঁদের অনুসরণ করতে করতে শর্করা-কণ্টকাদি সম্বন্ধী প্রাতিকূল্য থেকে যে সকল তীব্র আঘাত আসছিল, তা হরণ করে নিতে লাগলেন— তাঁদের অজান্তে।

গোপীগণের কৃষ্ণানুসন্ধান ঃ

১৪। এইরূপে অনুসন্ধানপরায়ণ গোপীগণ প্রতি তরু প্রতি লতায় জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন— 'হায় হায়, হে অশ্বত্থ-কপিত্থ-কিংশুক-বট-পাকর, তোমাদের মঙ্গল তো অক্ষয়। বল তো, তোমরা কি গোপেন্দ্র-নন্দনকে এখানে ঘুরতে ফিরতে দেখেছ ? চুপ করে আছ যে বড়। এ কি আমাদের বঞ্চনা করা হচ্ছে না ? সে যে তোমাদের গোচরীভূত হয়েছে সে তো অকাট্য সত্য, নতুবা যে স্তম্ভ বলবান্ আনন্দেই উদয় হয়, তা তোমাদের অঙ্গে দেখা যাচ্ছে কি করে ?'

১৫। এইরূপ বলবার পর—'অহো নিরন্তর কৃষ্ণ ধ্যানের একতানতা হেতু বিনম্র মনোভাবে বহি-র্ব্যাপারের অধীনতা স্বীকার পূর্বক আমাদের নিবেদন এরা শুনল না। অতএব অন্যত্র গিয়ে জিজ্ঞাসা করছি', এ বলে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে—'হে নাগকেশর-রসাল-শাল দেবদারু-পুন্নাগ চম্পক! পুণ্যাত্মা তোমরা কি

চিত্তং যোঽপজহার নো ন ন ন নেত্যাধূয়মানৈর্দলৈ-
র্মা মিথ্যা গদথান্যথা কথময়ং রোমোদ্গমো বঃ স্থিরঃ ॥'

১৬। ইত্যালপ্য তদুত্তরমনালভ্য পুনরূচিরে,—'অহো অমী তদ্গণা এব তেনৈব দারুণতয়া ন প্রতিবচনং রচয়ন্তি, ভবতু পুনরন্যতো গত্বা প্রষ্টব্যম্' ইতি তথা কৃত্বা পুরতস্তমালমালোক্য তথা পপ্রচ্ছুঃ —

'হংহো তমাল তব বর্ণসুহৃৎ স কৃষ্ণঃ, সত্যং বভূব বিষয়স্তব মান্যথৈতৎ।
শ্লিষ্টোঽসি তেন যদয়ং ত্বচি তে বিসর্পী, লীঢ়ো মধুব্রতগণেন তদীয়গন্ধঃ ॥

১৭। তদালিঙ্গনেনাপহৃতবেদনো বেদ নো নায়ং নিবেদিতম্, তৎ কিময়মনুযোজ্যঃ, তদন্যতো গত্বা পৃচ্ছামঃ' ইতি পুরতস্তুলসীমালোক্য —

কল্যাণি পাণিকমলং কমলেক্ষণেন, ন্যস্তং ত্বয়ি প্রণয়ি-নীতিরসাদবশ্যম্।
ধন্যাসি হে তুলসি তে তুলনা ক্ব লোকে, তন্নঃ সমাদিশ স তে দয়িতঃ ক্ব লভ্যঃ ॥

১৮। 'নিজদয়িতঃ কথং বো বিজ্ঞাপনীয়ঃ' ইতি সাপত্ন্যবিদোষো বিদোষো নাস্তি ভবত্যাঃ ॥

১৬। তেন সখ্যেন হেতুনেত্যর্থঃ; শ্লেষেণ লিঙ্গমাহুঃ—তদীয়গন্ধস্ত্বচি তে বিসর্পীতি। নম্বনুতমাথ, তদনুপলম্ভাদিত্যত আহুঃ—লীঢ় ইতি। অতএব সম্প্রতি স নানুভূয়ত ইতি ভাবঃ ॥

১৭। নোঽস্মাকম্, অয়ং ন বেদ ন জানাতি। কমলেক্ষণেনেতি শ্লেষেণ ত্বংসৌরভসৌভাগ্যাপেক্ষয়া কমলেঽপ্যক্ষণেন নিরুৎসবেনেত্যর্থঃ। তুলনা উপমা ॥

১৮। সাপত্ন্যরূপো বিশিষ্টা দোষঃ, বিদোষো বিগতভুজায়াঃ; "ভুজাবাহূ প্রবেষ্টো দোঃ" ইত্যমরঃ। অন্যস্তুভগেব

এ-পথে শ্যামকে যেতে দেখেছ ? সে-যে আমাদের চিত্ত চুরি করে নিয়েছে। কি বলছো—'না-না না-না।' পত্রদল কাঁপিয়ে এমন মিথ্যা কথা বলো না। অন্যথা কি করে তোমাদের দেহে স্থির রোমাঞ্চের উদ্গম হল।'

১৬। এরূপ আলাপ করার পর উত্তর না পেয়ে পুনরায় বললেন—'অহো এরাও যে একই দলের দেখছি। একই প্রকার নিষ্ঠুরতায় প্রত্যুত্তর করছে না। যেতে দেও, পুনরায় অন্যত্র গিয়ে জিজ্ঞাসা করছি'—এই বলে অন্যত্র গিয়ে তমাল দেখে একই ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—

'হংহো তমাল! বর্ণ সম্বন্ধে তোমার বন্ধু সেই কৃষ্ণ তোমার খাতিরের জন রূপে এখানে দাঁড়িয়েছিল নিশ্চয়ই। সখ্যতায় তোমাকে আলিঙ্গনও করেছিল মনে হচ্ছে। তাই-না তদীয় অঙ্গগন্ধ তোমার ছালে গড়িয়ে যাচ্ছিল ভ্রমরগণ চেটে নিয়েছে বলেই-না ইদানীং অনুভূত হচ্ছে না।

১৭। অহো, তাঁর আলিঙ্গনে অপহৃত-জ্ঞান এ আমাদের এ নিবেদন জানতে পারছে না, কাজেই একে অনুযোগ দিয়ে লাভ কি ? অতএব অন্যত্র গিয়ে জিজ্ঞাসা করছি'—এই বলে সম্মুখে তুলসীকে দেখে—"হে কল্যাণি তুলসি! কমলনয়ন কৃষ্ণ নায়কনীতিরসের বশে অবশ্য পাণিকমল তোমার উপর স্থাপন করেছে। ধন্য তুমি হে তুলসি, তোমার উপমা ত্রিলোকে কোথায় ? তাই আমাদের উপদেশ কর, তোমার সেই দয়িতকে কোথায় গেলে পাওয়া যাবে ?

১৮। নিজ দয়িতের কথা তোমাদিকে কি করে বলা যায় ?' এরূপ সাপত্ন্যরূপ বিশিষ্ট দোষ ভুজ-

১৯। যতঃ, আকণ্ঠমাচরণসীম বিলম্বমানা, মালাময়েন বপুষা বনমালি-বক্ষঃ।
ত্বং ভূষয়ন্ত্যপি বিহারি তবৈব মধ্যে, মালান্তরং ন পরিপালয়সে রসেন॥

২০। তস্মাদস্মদ্বিধজনমনঃপ্রাণবুদ্ধ্যাদিসারং
হারং হারং স তব দয়িতো বর্ত্মনানেন যাতঃ।
ঈর্ষ্যাহানেঃ সহজকরুণা ত্বং তমাখ্যাতুমর্হা
স্বপ্রাণৈর্যৎ সুহৃদিহ সুহৃৎ প্রাণরক্ষাং বিধত্তে॥

২১। তথৈব তস্যা অপ্যুত্তরমনাকর্ণ্য 'অহো এষাপি তদ্গতমানসা গতমানসারেব স্পর্শানন্তরং তদ্বিরহে, তৎ কিমস্যাঃ পৃচ্ছয়া, নহি স্বয়মুত্তপ্তাঃ পরং শীতলয়িতুমর্হন্তি তদন্যতো গচ্ছামঃ' ইতি তথা কৃত্বা পুরো মালতীমালোক্য পপ্রচ্ছুঃ॥

২২। 'আলি মালতি সা কিং বনমালী, নালিলিঙ্গ ভবতীং নয়নেন।
অন্যথা কুসুমহাসবিলাসৈঃ, কিং প্রকাশয়সি মানসগর্বম্॥

ভুজাভ্যামাবৃত্য ন তিষ্ঠসীত্যর্থঃ॥

১৯। ন পরিপালয়সে? অপি তু পালয়সে এব। সৌভাগ্যেন ক্বাপি স্বতুল্যতায়া অনুপলম্ভাদসূয়ানুদয়াদিতি ভাবঃ॥

২০। যদ্যস্মাৎ সুহৃৎ, স্বপ্রাণৈরপি কিং পুনর্বাচেতি ভাবঃ॥

২১। স্পর্শানন্তরং তস্য বিরহে সতি গতমানসারা নষ্টবুদ্ধিবলেত্যর্থঃ॥

লতাহীনা তোমাদের নেই।

১৯। যেহেতু মালাময়ী অঙ্গলতার দ্বারা কণ্ঠ থেকে চরণসীমা পর্যন্ত বিলম্বমানা হয়ে বনমালীর বক্ষদেশকে তুমি ভূষিত করেও তোমার মধ্যে বিলাসিনী অন্য মালাকে তুমি রসের সহিত কি পরিপালন কর না? নিশ্চয় কর।

২০। অতএব মদ্বিধজনের মনপ্রাণবুদ্ধি আদির শ্রেষ্ঠাংশ হরণ করতে করতে এই পথে চলে যাওয়া তোমার সেই দয়িতের কথা ঈর্ষার অবিদ্যমানতা হেতু সহজ কারুণিক তুমিই বলবার যোগ্যা। এ জগতে সোহার্দের ধর্মই হল, নিজের প্রাণের দ্বারা বন্ধুর প্রাণ রক্ষা করা।"

২১। পূর্বের মতোই এরও উত্তর না পেয়ে—'অহো এ ও দেখছি তার ছোঁয়া পাওয়ার পর বিরহদশায় পড়ে তদ্গত মানসা ও বুদ্ধি-বল হীনা হয়ে পড়েছে, তাই একে জিজ্ঞাসা করে কি হবে? নিজেই যে উত্তপ্ত হয়ে আছে সে পরকে শীতল করতে সমর্থ হয় না। অতএব অন্যত্র যাই চল।' এই বলে অন্যত্র গিয়ে সম্মুখে মালতীলতা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—

২২। 'হে সখি মালতি! বনমালী কি তোমাদের নয়নের দ্বারা আলিঙ্গন করে নি? নিশ্চয় করেছে। অন্যথা কুসুমরূপ হাস্যবিলাসে কেন মনের গর্ব প্রকাশ করছ?

২৩। মল্লিকে সখি ন গোপয় দৃষ্টো, গোপরাজ তনয়ঃ স ভবত্যা।
চঞ্চরীক-নিকরচ্ছলতো যৎ তত্তনুরুচিমচূচুরদুচ্চৈঃ ॥

২৪। জাতি জাতি-সরলাসি সখি ত্বং, নাতিবঞ্চয় স চঞ্চলচেতাঃ।
ত্বাং নখৈরলিখদেব যতস্তে, লোহিতত্বমগমন্মুকুলানি ॥

২৫। যূথিকে কিময়ি রোদিষি যূথী-,ভূতভৃঙ্গনিনদেন নিকামম্।
পশ্যতোহর ইবৈষ মনস্তে, মাদৃশামিব দৃশৈব জহার ॥'

২৬। ইত্যেবমেতা অপি পৃচ্ছন্ত্যো যদি নোত্তরং লেভিরে, তদান্যতো গত্বাঽগত্বাশঙ্কাং দূরীকৃত্য কৃত্য-মাত্রানভিজ্ঞাঃ পুনরন্যানবনিরুহানূচুঃ,—

'কুরু কুরুবক রক্তাশোক শোকক্ষয়ং নঃ. কথয় কথয় কৃষ্ণো বর্ত্মনা কেন যাতঃ।
অহহ স ইহ দৃষ্টো নেতি মা জল্পতাঽস্য, প্রখরনখরলূনঃ পল্লবোঽমুং ব্যনক্তি ॥'

২২। কিং নালিলিঙ্গ ? অপি ত্বালিলিঙ্গৈব। বনমালীতি বনমালারচনার্থমপীতি ভাবঃ ॥

২৩। তত্ত্বত্তরমপ্রাপ্য তরলেয়ং গর্ববতী নাস্মান্ গণয়তীতি তৎপ্রতিবাসিনীর্মল্লিকাদ্যা অপি তত্রৈব স্থিত্বা পৃচ্ছন্তি —মল্লিকে ইতি। ভবতী অচূচুরৎ, অস্মন্মনশ্চোরস্যাপি তনুকান্তিং চোরিতবতী ॥

২৪। চোরস্যাপি চোরী শঠোপর্যপি শাঠ্যবিধায়িনীয়ং ক্রূরচিত্ততয়ৈব নাস্মান্ বক্তীতি সরলাং পৃচ্ছামেত্যাহুঃ— জাতীতি। চঞ্চলচেতা ইতি ভবত্যাঃ স্তনগতং নখরক্ষতচিহ্নমাত্রং লক্ষ্যতে, ন তু সংপ্রয়োগাদিকমিতি ভাবঃ ॥

২৫। ইয়মপ্রাপ্তসম্পূর্ণসম্ভোগা কামপীড়িতৈবাস্তে, কিমুত্তরং দাস্যতীত্যন্যতোঽবলোক্যাহুঃ—যূথিকে ইতি। দৃশৈব দৃষ্টিমাত্রেণৈবেতি। অহো ত্বমস্মত্তুল্যব্যসনৈব হারিতমানসা কথং প্রতিবক্ষ্যসীতি ভাবঃ ॥

২৬। অগত্বাশঙ্কামিতি, অগাঃ স্থাবরা অমী প্রষ্টুমযোগ্যা ইতি তথাভূতত্বস্যাশঙ্কাম্। তত্র হেতুঃ—কৃত্যমাত্রেতি।

২৩। হে সখি মল্লিকে ! গোপন করো না। সেই গোপরাজ তনয়কে তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ। কারণ ভ্রমর নিকরচ্ছলে তোমরা সেই তনুর শ্যামকান্তি নিপুণ ভাবে চুরি করে নিয়েছ।

২৪। হে সখি জাতি! তুমি জাতিগত ভাবেই সরলা, আমাদের অযথা বঞ্চনা করো না। সেই চঞ্চল চিত্ত শ্যাম মনে হচ্ছে, তোমার অঙ্গে নখের দ্বারা ক্ষতচিহ্ন এঁকে দিয়েছে, যেহেতু তোমার পুষ্পকুঁড়িগুলি রক্তবর্ণ ধারণ করেছে।

২৫। অয়ি যূথিকে! ঝাঁকবদ্ধ ভ্রমরের ঝঙ্কারচ্ছলে কাঁদছ কেন ? দৃষ্টিচোরার মতো কৃষ্ণ কি তোমার মন দৃষ্টিমাত্রেই চুরি করে নিয়েছে, ঠিক আমাদের বেলায় যা করেছিল ?'

২৬। এইরূপে এই লতাদের জিজ্ঞাসা করেও যদি উত্তর পেলেন না, তখন অন্য দিকে গিয়ে 'স্থাবর জাতি বলে-এঁরা জিজ্ঞাসার অযোগ্য' এরূপ আশঙ্কা ছেড়ে দিয়ে বাহ্যিক ব্যাপারে একেবারে জ্ঞানহীনা সেই গোপীগণ পুনরায় অন্য বৃক্ষকে জিজ্ঞাসা করলেন —

'হে কুরুবক! হে রক্ত অশোক! তোমরা আমাদের শোক নাশ কর। বল বল কোন্ পথে কৃষ্ণ গিয়েছে। 'অহহ সে তো এ পথে যায় নি'এরূপ কথা বল না। তার প্রখর নখরে ক্রটিত পল্লব তাঁরউ পস্থিতি বলে দিচ্ছে'

২৭। অন্যতোঽবলোক্য কথয়ামাসুঃ,—

'হে কোবিদার ননু কোবিদ এব কৃষ্ণ-,সন্দর্শনস্য স ভবান্ কথয় ক্ব যাতঃ।

যদ্দর্শনেন হৃদয়াদ্ভবতঃ স রাগো, নিষ্ক্রম্য শোণকুসুমচ্ছলতো বিভাতি ॥'

২৮। পুনরন্যতো গত্বা পপ্রচ্ছুঃ,—

'অয়ি পনস ন সম্ভ্রমো বিধেয়ঃ, কথয় হরিঃ ক্ব গতোঽস্মদাত্মচৌরঃ।

অহহ যদবলোকহর্ষতস্ত্বং, পৃথুতরকণ্টকিতৈঃ ফলৈর্বিভাসি ॥

অয়ি সুভগমহানুভাব জম্বু-,তরুবর দূনমদর্শি স ত্বয়ৈব।

যদবয়বরুচাং সুচারুচারৈ-,রলিমলিনানি ফলানি তে বভূবুঃ ॥'

৩০। পুনঃ কিয়দ্দূরং গত্বা প্রপ্রচ্ছুঃ,—

'ধন্যাসি হে সখি বিলাসিনি বিল্বশাখে, শ্লাঘ্যং বপুঃ কিমপি কণ্টকিতং বিভর্ষি।

কান্তাপয়োধরধিয়া তব সৎফলেঽস্মিন্, যৎ পাণিপঙ্কজমধাদ্গতশঙ্কমেষঃ ॥

২৭। তয়োরপ্যুত্তরমপ্রাপ্য এতৌ রাজস-তামসস্বভাবতয়া শুদ্ধারুণৌ তীক্ষ্ণৌ মূঢ়ৌ চ, তদেতৌ বিহায় সাত্ত্বিকং কোবিদং সৌম্যং চান্বেষয়াম ইতি—অন্যত ইত্যাদি। কোবিদারঃ কাঞ্চনারভেদঃ, কোইলা চ প্রসিদ্ধঃ; শ্লেষেণ কোবিদশ্চাসাবরোঽতীক্ষ্ণশ্চেতি হে তথাভূত! "রঃ স্মৃতঃ পাবকে তীক্ষ্ণে" ইতি মেদিনী। স প্রসিদ্ধো রাগোঽনুরাগঃ; শোণো ম্লানঃ ॥

২৮। অহো মহত্তমোঽসৌ সমাধিলগ্নো ন বিক্ষেপয়িতুং যোগ্য ইত্যলব্ধোত্তরা এব ততো নিশ্চক্রমুরিত্যাহ—পুনরিত্যাদি। হে পনস কণ্টকিফল ॥

২৯। নিজসুফলপরিপাকেণ কৃতার্থস্যাপ্তকামস্যাস্য কিমস্মদপেক্ষয়া, ইতি ততোঽপ্যলব্ধোত্তরা নির্গত্য পপ্রচ্ছুঃ—অয়ি শুভগেতি। সুচারু যথা স্যাত্তথা, চারৈঃ সংক্রমৈরলিমপি মলিনয়ন্তি, অতিশ্যামানীত্যর্থঃ ॥

৩০। অসৌ ফলেষু তদ্বর্ণধারী হৃদয়েঽপি নূনং তদ্দারুণতাধর্মাক্রান্তো ভবতি, যদস্মান্ ন প্রতিবক্তীতি ততোঽপি

২৭। অন্য দিকে তাকিয়ে বললেন—

'হে কোবিদার! কৃষ্ণ সন্দর্শন বিষয়ে যাকে বলে পণ্ডিত, তুমি তো তাই। বল বল কৃষ্ণ কোন্ পথে গেল, যার দর্শনে তোমার চিত্তজাত অনুরাগ বাইরে এসে রক্তকুসুমচ্ছলে জ্বল জ্বল করছে।'

২৮। পুনরায় অন্যত্র গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—

'অয়ি পনস! ভয় কর না, বল আত্মচোর হরি আমাদের ছেড়ে কোথায় গেল—অহহ যাঁর অবলোকন জনিত হর্ষে তুমি অতি স্থূল কণ্টকিত ফলে শোভিত হয়ে উঠেছ।'

২৯। অয়ি সৌভাগ্যবান্ মহানুভব জম্বু তরুবর! তুমিই তাঁকে নিশ্চয় দেখেছ। কেন-কি তাঁর সুচারু দেহকান্তি-সঞ্চারে তোমার ফল হয়ে উঠেছে ভ্রমর-কাল।'

৩০। পুনরায় কিছুদূরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—

'হে সখি বিলাসিনী বিল্বশাখে! তুমিই ধন্য, কেন না প্রশংসনীয় রোমাঞ্চিত কোনও অনির্বচনীয়

৩১। অয়ি বকুল নিরাকুলস্ত্বমেকো, হরিবদনেন্দুবিলোকনেন জাতঃ।
অপি তলপতিতৈস্তব প্রসূনৈ-,রতিকুতুকী স বিনির্মিমায় মালাম্ ॥'

৩২। পুনরন্যতো গত্বা—
'অভিনবমুকুলাগ্রভঙ্গরঙ্গে, পরিচিত-তন্নখরবিমর্দহর্ষাৎ।
তব সখি সহকার-শাখিশাখে, মধুমিষতোঽশ্রুনিপাত,এষ যোগ্যঃ ॥'

৩৩। পুনরন্যতো গত্বা—
'অয়ি নীপ হরির্বনেন গচ্ছ,ন্ননুকূলং তব মূলমাললম্বে।
কুসুমং তব কন্দুকায় চিন্ব-,ন্নপি শাখামনুমীয়তেঽধিরূঢ়ঃ ॥

৩৪। অপি চ— যদিতঃ পতিতানি পল্লবানি প্রলুঠন্তীহ কিয়ন্তি কোরকাণি।
ভ্রমরাশ্চ তমন্বয়ুর্ভবন্তং, বত সন্ত্যজ্য তদীয়গন্ধলুব্ধাঃ ॥

নিরগুরত আহুঃ—পুনরিতি ॥

৩১। ইয়মুন্নতবৃত্তফলদ্বন্দ্বা সমুন্নতস্তনীরস্মান্ স্পর্ধমানেব ন প্রতিবক্তি, তদলমেতয়েতি, ততোঽপি নির্জগ্মু-রিত্যহুঃ—অয়ি বকুলেতি ॥

৩২। অয়মতিকঠিনো রতিশূন্যস্তদ্দর্শনেঽপি নির্বিকারো ন প্রতিবক্তি, তদলমনেনেতি ততোঽপি নির্জগ্মুরিত্যাহুঃ—পুনরিতি। অভিনবেতি কুচাগ্রে নখাঘাতো ব্যপদিষ্টঃ ॥

৩৩। 'ইয়মস্মত্তুল্যব্যসনা রোদিত্যেব, ন প্রতিবচনে সাবকাশা' ইতি তামপ্যুল্লঙ্ঘ্য জগ্মুঃ। অয়ীতি চিন্বন্-বচেতুং তব শাখামধিরূঢ় ইত্যনুমীয়তে ॥

৩৪। ভবন্তং সন্ত্যজ্য তমেবাম্বয়ুরনুজগ্মুঃ ॥

তনু ধারণ করেছ, যেহেতু হরি কান্তাপয়োধর বুদ্ধিতে তোমার এ-সুন্দর ফলের উপর পাণিপঙ্কজ ধারণ করেছে গতশঙ্ক ভাবে।

৩১। অয়ি বকুল! হরিবদনেন্দু দর্শনজনিত নিরাকুলতায় তুমি অনন্য, কেন-না তোমার তলে পতিত কুসুমে অতিকুতুকী সেই কৃষ্ণ অতি নিপুণতায় মালা গেঁথেছে।'

৩২। পুনরায় অন্য দিকে গিয়ে—

'হে সখি আম্রবৃক্ষ শাখে! অভিনব মুকুলের ডগা ভঙ্গরঙ্গে অভ্যস্ত তাঁর নখরের বিশেষ পরিচয় পেয়ে হর্ষবশে মধুচ্ছলে তোমার এ-অশ্রুনিপাত উচিতই বটে।'

৩৩। পুনরায় অন্য দিকে গিয়ে—

'অয়ি কদম্ব! মনে হচ্ছে হরি বনে যাওয়ার সময় বিহার অনুকূল তোমার মূল আশ্রয় করে দাঁড়িয়ে-ছিল এবং কন্দুক বানাবার জন্য তোমার পুষ্প চয়ন করতে করতে শাখায় চড়েছিল।

৩৪। আরও, যেহেতু তোমার নীচে মাটিতে কত কত পল্লব পড়ে আছে, কত কত কুঁড়ি লোটাচ্ছে, আর তদীয় অঙ্গগন্ধলুব্ধ ভ্রমরও হায় হায় তোমাকে ত্যাগ করে তাঁর পিছনে পিছনে চলে গিয়েছে।

৩৫। তত্ত্বমেব তত্ত্বমেবমুদ্দিশ, ক্ব গত্বাঽগ ত্বাদৃশবন্ধুরসৌরভ্যো বন্ধুরসৌ রভ্যঃ' ইতি ॥

৩৬। পুনঃ কিয়দ্দূরমুপসৃত্য —

'অপি বত যমুনাতটীনিবাসা-,স্তপ ইব কৃষ্ণপরং পরং চরন্তঃ।
নিরুপধি পরদুঃখদহ্যমানাঃ, কথয়ত ভূমিরুহো হরিঃ ক্ব যাতঃ ॥'

৩৭। পুনরপি কিয়দ্দূরং গত্বা—

'অয়ি বিপিনলতাঃ ক্ব তাবদেবং, সুকৃতমভূদিহ বো যদিত্থমেনম্।
মদয়থ ফলভারভুগ্নদেহা, ইব নবযৌবনসারমর্পয়ন্ত্যঃ ॥'

৩৮। পুনরন্যতো গত্বা—

'অয়ি সহচরি কৃষ্ণসারনারি, প্রকটমকারি যশো দৃশোর্ভবত্যা।
কৃতসুকৃতশতানুসারি হারি, প্রসভমহারি হরের্মনো যদাভ্যাম্ ॥

৩৫। এবং তত্ত্বং তত্তস্মাৎ ত্বমেব উদ্দিশ। কিং তৎ? ক গত্বাসৌ বন্ধুর্লভ্যঃ? ইত্যাহুঃ—হে অগেতি। গমনং বিনৈব ইত এব তদ্দিশং কথয়েতি ভাবঃ। ত্বাদৃশানাং বন্ধুঃ ॥

৩৬। ত্রুটিতপল্লবপুষ্পচিহ্নবন্তং যমুনাতীরস্থ পন্থানমমুং দর্শয়ত্যেব, কেবলং তচ্ছঙ্কয়ৈব স্পষ্টং মুখেন ন বক্তীতি তেনৈব পথা যযুরিত্যাহুঃ—পুনঃ কিয়দিতি ॥

৩৭। ততোঽলব্ধোত্তরাস্তীর্থবাসিনস্তপস্বিনঃ পুরুষাঃ প্রায়ঃ কঠোরা এব ভবন্তীতি স্বভাবকোমলাঃ স্ত্রিয়স্তু তথাভূতা ন নূনং ভবিষ্যন্তীত্যভিপ্রায়েণাহুঃ—অয়ি বিপিনেতি। এনং শ্রীকৃষ্ণম্॥

৩৮। এতাঃ কিল তৎসধর্মিণ্য এবেত্যলমেতাভিরিতি স্থিরজাতয়ো ন বিশ্রম্ভণীয়া ইতি চরজাতিং প্রষ্টুমুপচক্রমু-রিত্যাহুঃ—পুনরিতি। কৃতং সুকৃতশতং যৈস্তাননুসর্তুং শীলং যস্য তৎ, হারি সম্মোহনং মনোহরং হরের্মনোঽহহারি হৃতম্ ॥

৩৫। তাই বলছি, বলো কোথায় গেলে তাদৃশ মনোজ্ঞ সুগন্ধী সেই বন্ধু পাব। সে সন্ধান হে অগ! চলতে না পারলেও এখান থেকেই তুমি উপদেশ কর।'

৩৬। পুনরায় কিছুদূর গিয়ে—

'হায় যমুনাতটনিবাসী-নিঃস্বার্থভাবে পরদুঃখে দহ্যমান্-কৃষ্ণনিষ্ঠ তপে যেন মগ্ন বৃক্ষ সকল। বলতো হরি গেল কোথায়?'

৩৭। পুনরায় আবার কিছুদূর গিয়ে—

'অয়ি ফলভারে ভুগ্নদেহা বিপিনলতা। কোথায় তোমাদের এই প্রকার ভারী সুকৃতি হল, যার ফলে প্রিয়তমকে নবযৌবনশ্রেষ্ঠ যেন সমর্পণ করতে করতে এ-প্রকার আনন্দ দান করছ।'

৩৮। পুনরায় অন্যত্র গিয়ে—

'অয়ি সহচরি কৃষ্ণসার মৃগের নারি! নয়নের দ্বারা তোমাদের যশ প্রখ্যাপিত হচ্ছে, যেহেতু সুকৃতি-শতসম্পন্ন জনের অনুসরণশীল ও মনোহর কৃষ্ণমন নিজের শক্তিতে হরণ করে নিয়েছ তোমরা।

৩৯। অপি চ— তদতনুতনুরূপমাধুরীভি-,র্নয়নমপূরি ন পূরিতং মনস্তে।
অয়ি ধৃতিমধুনাপি সন্ধুনানা, তদনুবিচিন্তনচিন্তয়া ন শেষে॥'

৪০। তৎ পৃচ্ছামঃ,—'সখি! দত্তশপথাঃ পথা কেন গতো নগতোষকারী করস্পর্শেন মদ্বিধচিত্তহারী হা রীত্যা দারুণয়া তব দর্শনং করুণয়ারুণয়া চ দৃগন্তলক্ষ্ম্যা কুর্বন্ সহজসৌহৃদয়া হৃদয়ালুতয়া তমাখ্যাহি, মা বঞ্চয়॥'

৪১। ইত্যুক্তে দৈবতস্তস্যামশঙ্কং মন্দমন্দমগ্রতোঽগ্রতো গচ্ছন্ত্যাং পুনরন্যোন্যমূচুঃ,—'হংহো—সহচর্য্যঃ! ইয়মেব দয়াবতী যাবতীনাং তরু-লতা-মৃগজাতীনাং জাতীনাং বনে যান্তী দর্শয়ন্তীব কৃষ্ণবর্ত্ম কৃষ্ণবর্ত্মতোঽপি দাহকরং সংজ্বরং নঃ শময়তীব'ইতি তদনুপদং গচ্ছন্ত্যো দৈবতঃ পুনরপি কিয়দ্দূরং গত্বা ক্বচন স্থিতবত্যাং তস্যাং পুনরাশঙ্কমানাঃ 'অয়ে ইহৈব তেন সুভগস্তাবুকেন স্থীয়তে যদিয়মত্রৈব স্থিতা,তদিহৈব বিচারয়ামঃ। যদিদং নিবিড়তরানোকহগহনং গহনং তন্নিপুণমবধাতব্যম্॥'

৩৯। সন্ধুনানা ধৃতিং ত্যজন্তীত্যর্থঃ॥

৪০। করস্পর্শেন নগানাং বৃক্ষাণাং তোষকারী, তব দর্শনঞ্চ করুণয়া দৃগন্তলক্ষ্ম্যা কুর্বন্নেবং স্থাবরজঙ্গমানাং সুখদায়কোঽপি কেবলমস্মাকমেব দুঃখদায়ীত্যাহুঃ—হা ইতি খেদে। দারুণয়া রীত্যা চিত্তহারী সহজং সৌহৃদং যাতি প্রাপ্নোতীতি সা তথা॥

৪১। জাতীনাং মালতীনাং বনে যান্তী কৃষ্ণবর্ত্মতোঽপি বহ্নিতোঽপি। ভাবুকেন ক্ষেমেণ, নিঃশঙ্কতয়ৈবেত্যর্থঃ। নিবিড়তরৈরনোকহৈর্বৃক্ষৈর্গহনং দুর্গম্; "গহনং দুর্গকাননয়োরপি" ইতি মেদিনী॥

৩৯। আরও, তাঁর দেহের উচ্ছলিত রূপমাধুরীতে তোমার নয়ন ভরলেও মন কিন্তু ভরে নি। তাই তো অয়ি অধুনাও ধৈর্যহারা অবস্থায় নিরন্তর তাঁর স্মরণ-উদ্বেগে শয়ন কর নি।'

৪০। তাই জিজ্ঞাসা করছি—'হে সখি! করস্পর্শে তরুগণের সন্তোষকারী, দারুণ রীতিতে হায় মদ্বিধজনের চিত্তহারী সেই প্রিয়তম করুণাপূর্ণ অরুণ অপাঙ্গ শোভায় তোমাকে দর্শন করতে করতে কোন্ পথে গেল—সহজ সৌহার্দপূর্ণ উদারতায় তা বলহে বস। দোহাই তোমার আমাদের বঞ্চনা কর না।'

৪১। এরূপ বললে দৈববশতঃ সেই হরিণী নির্ভয়ে ধীরে ধীরে আগে আগে চলতে থাকলে পুনরায় পরস্পর বলাবলি করতে লাগলেন—

'হংহো সখিগণ! যাবতীয় তরুলতা মৃগজাতীর মধ্যে এ-ই একমাত্র দয়াবতী। এ যেন কৃষ্ণের গমনপথ দেখিয়ে দেখিয়ে বনপথে চলছে, অগ্নির থেকেও দাহকরী আমাদের প্রবল তাপ যেন জুড়িয়ে দিচ্ছে' এ বলে ঐ হরিণীর পিছে পিছে চলতে চলতে পুনরায় কিছুদূর গিয়ে দৈববশতঃ কোথাও সে দাঁড়িয়ে পড়লে পুনরায় আশঙ্কান্বিতা হয়ে তাঁরা বললেন—'অয়ে যদি এ এখানেই দাঁড়িয়ে গেল, তাতেই মনে হচ্ছে সেই পরম সুন্দর নিঃশঙ্কভাবে এখানেই রয়েছে। কাজেই এখানেই খোঁজ করে দেখি। যেহেতু এ-বন বৃক্ষের দ্বারা দুর্গম তাই তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখতে হবে।

৪২। ইতি সমন্ততো বিচারয়ন্ত্যঃ কোকিলমেকমালোক্য কিঞ্চিদূচুঃ,—

'অভবদবকলয্য কাকলীং তে, ত্বয়ি কিল কোকিল তস্য দৃষ্টিপাতঃ।

নিখিলজনমনোহরঃ স্বরস্তে, ভবতি তদীয়কলস্বরানুকারী॥

৪৩। অপি চ—শ্যামোঽসি শোণনয়নোঽসি বনপ্রিয়োঽসি, সুস্নিগ্ধবাগসি রসালসলালসোঽসি।

একান্ততো বিরহিণীজনদুঃখদোঽসি, জাত্যৈব তেন সহ তে নিবিড়ৈব মৈত্রী॥

৪৪। তেন জানন্নপি ভবান্ ন তং কথয়িষ্যতি' ইতি তং বিহায়ান্যতো গচ্ছন্ত্যঃ পুরতো মরালীমরালী-ভূতগমনাং কাঞ্চিদালোক্য সহর্ষমাহুঃ,—

'এহ্যেহি হংসি সখি শংস পতঙ্গপুত্র্যা, কিং প্রেষিতাসি পুরুবৎসলয়া ত্বমত্র।

আং তত্তটিমনু স বর্তত এব তস্যা-,দস্মান্ নিনায়য়িষুরাশু দিদেশ সা ত্বাম্॥

৪৫। তদাদিশ দিশমালি! বনমালিবননকারিণীভিরস্মাভির্যয়া গন্তব্যম্' ইতি পুনর্নিবৃত্য গচ্ছন্তীং তামনুগচ্ছন্ত্যঃ কিয়দ্দূরে বামতশ্চক্রবাকীমবলোক্য—

'হে চক্রবাকি দয়িতস্য বিয়োগদুঃখং, যং বীক্ষ্য বীক্ষ্য ভবতী মনসো নিরাস।

তং নো দিদর্শয়িষুরেতি জবাদুপেত্য, নির্হেতুসৌহৃদজুষাময়মেব মার্গঃ॥'

৪২। অবকলয্য অনুভূয়॥

৪৩। রসালে আম্রে সলালসো লালসাবান্; পক্ষে, রসে অলসা ব্যাপাররহিতা লালসা যস্য সঃ। অরসিকো রুক্ষ ইত্যর্থঃ। সাসূয়োক্তিরিয়ম্। যদ্বা, রসে বিষয়ে অলসা নিস্পন্দা মধ্যেত্যর্থঃ॥

৪৪। অরালীভূতং কুটিলীভূতম্। শংস কথয়। তটীমনু তট্যামিত্যর্থঃ। সা হংসপুত্রী। ত্বামিতি তৎপারোক্ষ্যার্থ-মিত্যর্থঃ॥

৪৫। বননং যাচ্ঞা। যয়া দিশা নিবৃত্য গচ্ছন্তীমিতি স্বগমনেনেয়ং দিশং দর্শয়ত্যেবেত্যভিপ্রেতবত্য ইতি ভাবঃ।

৪২। এ বলে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে খুঁজতে এক কোকিল দেখে এরূপ বললেন—'হে কোকিল! তোমার কাকলী আস্বাদন করে তোমাতে তাঁর দৃষ্টিপাত নিশ্চয়ই হয়েছে। কেন-না নিখিলজন মনোহারী তোমার স্বর তদীয় সুরের অনুকারী।

৪৩। আরও, তুমি কালো, রক্তচক্ষু, বনপ্রিয়, সুস্নিগ্ধকণ্ঠী রসাল তরুতে লালসাবান্, তুমি অব-ধারিতভাবে বিরহিণীজনের দুঃখদূরকারী—এসব কারণেই স্বভাবতই তাঁর সঙ্গে তোমার মৈত্রী একান্ত নিবিড়।

৪৪। আর এই কারণেই জেনেও তুমি তাঁর কথা আমাদের বলে দিচ্ছ না'—এই বলে তাকে ছেড়ে দিয়ে অন্য দিকে যেয়ে সম্মুখে কোনও মরালগামিনী মরালী দেখে সহর্ষে বললেন—

'এস এস সখি হংসি! বল তো, তুমি কি এখানে অতি করুণাপূর্ণা যমুনা দ্বারা প্রেরিতা হয়েছ? বুঝেছি, তার তটেই প্রিয়তম নিশ্চয়ই অবস্থান করছে, তাই আমাদিকে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছায় শীঘ্র হংসপুত্রী তোমাকে আদেশ করেছে।

৪৫। তই বলছি, হে সখি! পথ দেখাও—বনমালী-আকাঙ্ক্ষিণী আমাদের কোন্ দিকে যেতে হবে।'

৪৬। ইতি তদভিমুখং গচ্ছন্ত্যঃ পুরতঃ পবনামোদমাঘ্রায় 'অয়ে চক্রবাকবধ্বাগমনকারণসংবাদো জাত এব, অভ্যর্ণ এবাসৌ ভবিষ্যতি নঃ প্রাণাপহারী ॥

৪৭। যতঃ অভ্যস্য সৌরভরহস্যমমুষ্য কণ্ঠ-,খেলাকুতূহলজুষো বনমালিকায়াঃ।
শ্রীগাত্রগন্ধসুরভে রচয়ন্নিবান্ধান্, পুষ্পন্ধয়ান্ বহতি চন্দনগন্ধবাহঃ ॥

৪৮। অহো তথাপি নিঃসন্দেহং ভ্রমরানেব পৃচ্ছামঃ' ইতি তানাভাষ্য পপ্রচ্ছুঃ,—

'বিহায় পরিতঃ স্ফুটাঃ সুরভিগন্ধিপুষ্পাবলী-
র্বিহায়সি সমীরণান্বিতধিয়া ত্বয়া ভ্রম্যতে।
অয়ি ভ্রমরমণ্ডলি প্রথয় হেতুমস্যেতি তা-
স্তদীয়কলগুঞ্জিতৈঃ স্বগতমর্থমেবাবিদন্ ॥'

৪৯। অথৈবং নিকটস্থমেব তমবগত্য গত্যনুসারেণ নবযবসাখরশিখরশিবস্পর্শেন মহ্যা মহ্যামুৎপুল-

---

মনসো দুঃখং নিরাস দূরীচকার, উপেত্য নিকটং প্রাপ্য ॥

৪৬। অভ্যর্ণে নিকটে ॥

৪৭। বনমালিকায়াঃ সকাশাৎ সৌরভরূপং রহস্যং সুদূরবাপং শাস্ত্রমিবাভ্যস্য স্ববশীকৃত্য পুষ্পন্ধয়ান্ পুষ্পাজীবানপি ভ্রমরানন্ধান্ রচয়ন্ স্বগন্ধোন্মত্তান্ কুর্বন্ বহতি। বনমালিকায়াঃ কথম্ভূতায়াঃ? শ্রীগাত্রস্য গন্ধেন সুরভেঃ ॥

৪৮। বিহায়সি আকাশে। স্বগতমর্থম্, অত্রৈব কৃষ্ণো বর্ততে, তদঙ্গসৌরভৌৎসুক্যমেব হেতুরিতি ॥

৪৯। নবানামপি যবসানামখরাণি কোমলত্বাদতীক্ষ্ণানি শিখরাণ্যগ্রাণি তেষাং শিবস্পর্শেন মহ্যাঃ পৃথিব্যা

এই বলে পুনরায় ফিরে চলমানা সেই হংসীর পিছে পিছে যেতে যেতে কিছুদূরে বামদিকে এক চক্রবাকী দেখে—

'হে চক্রবাকি ! তোমার দয়িতের বিয়োগদুঃখ তুমি মন থেকে দূর করেছ, যাঁকে দেখতে দেখতে, সেই তাঁকে আমাদিকে দেখিয়ে দেওয়ার ইচ্ছায় আমাদের নিকটে বেগে এসেছ তো—অহো, নির্হেতুক সৌহার্দ পোষণকারী জনের এই তো রীতি।'

৪৬। এই বলে তাঁর অভিমুখে যেতে যেতে সম্মুখে বাতাসের সুগন্ধ আঘ্রাণ করে—'অয়ে চক্রবাক্-বধূর আগমন কারণের বৃত্তান্ত এইবার নিশ্চয় হল। নিকটেই কোথাও আমাদের সেই প্রাণচোরা আছে—

৪৭। যেহেতু, মলয়পবন বইছে, তাঁর কণ্ঠের খেলাকুতূহলী ও গাত্র-গন্ধে সুরভি বনমালার সৌরভ-রহস্য স্ববশীভূত করতে করতে এবং ভ্রমর ও মালাধারিকে স্বগন্ধে উন্মত্ত করতে করতে।

৪৮। অহো যদিও নিঃসন্দেহ, তথাপি ভ্রমরকে জিজ্ঞাসা করি'—এই বলে তাঁকে সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করলেন—'অয়ি অলিকুল ! চতুর্দিকে প্রস্ফুটিত রমণীয় গন্ধী পুষ্পাবলী ত্যাগ করে বায়ুর পরোয়া না করে আকাশে যে ঘুর ঘুর করছো, বলতো এর হেতু কি?'—এই বলে গোপীগণ ওদের কলগুঞ্জন থেকে নিজে-রাই ভিতরে ভিতরে অর্থবোধ করে নিলেন অর্থাৎ নিকটেই আছেন এরূপ বুঝে নিলেন।

৪৯। অতঃপর এইরূপে কৃষ্ণকে নিকটে অবস্থিত বলে অবগত হয়ে চলার ভাবানুসারে নবযবের

কতামাশঙ্ক্য পুনস্তমেবার্থং দ্রঢ়য়ন্ত্যো মহীমেবাহুঃ,—

'অয়ি মহি মহিমা তে হন্ত নাতো মহীয়ান্, যদসি পুলকিতাঙ্গী কৃষ্ণপাদাব্জসঙ্গাৎ।
কথয় ক ইহ হেতুর্বামনাঙ্ঘ্রিপ্রসঙ্গঃ, কিমু কিমুত বরাহস্যাঙ্গসংশ্লেষরঙ্গঃ॥

৫০। কিঞ্চ, অয়ি ধরণি ধিনোতি ধন্যতা তে, চরমচরং চ যদস্য পাদপদ্মে।
প্রতিপদমভিচুম্বসি প্রকামং, গতিরপি তেন বতাস্য মন্থরৈব॥'

৫১। ইত্যেবং ধরণিমাভাষ্য গচ্ছন্ত্যঃ পুরতশ্চকোরাকারান্ কাংশ্চন ধরণিতলগতান্ বিহগান্ পথি নিরূপ্য সহর্ষমাহুঃ—

'এতেনৈব পথা জগাম স মনোমাণিক্যহারী হি নঃ
সত্যং যচ্চরণারবিন্দনখরগ্রাবাং সুধাধোরণীঃ।
পঙ্ক্তীভূয় পিবন্তি হন্ত পরিতো যে পুংশ্চকোরা অমী
তৈরেব প্রতিপাদ্যতে প্রিয়তমঃ সোঽভ্যর্ণবর্ত্তীতি নঃ॥'

উৎপুলকতামাশঙ্ক্য। কথম্ভূতাম্? মহ্যাং মহনীয়ামাদরণীয়ামিত্যর্থঃ; কথয় ক ইত্যাদিনা তৌ হেতূ ন হ্যত্র সম্ভবত ইতি দ্যোতিতম্ তত্র বামনে স্বস্বামিসম্বন্ধাদ্দাস্যভাবঃ, বরাহে কান্তভাবঃ, তথাপ্যধুনা তনোর্মহিমৈব মহীয়ানিত্যর্থঃ॥

৫০। তে তব ধন্যতা চরমচরং জঙ্গমং স্থাবরঞ্চ ধিনোতি তয়োরিব পার্থিবত্বাৎ ধন্যতাভিমানপ্রসক্তেরিতি ভাবঃ। অস্য কৃষ্ণস্য॥

৫১। অনয়া ধরণ্যা সহৈব স বর্ত্তত ইতি জানীম এবেত্যলং প্রত্যুত্তরাপেক্ষয়েতি পরামমৃশুরিত্যত আহঃ;— ইত্যেবমিতি। চরণারবিন্দয়োর্নখরা এব গ্রাবশ্চন্দ্রাস্তেষাং সুধাধোরণীরমৃতপ্রবাহান্। অরবিন্দীয়াশ্চন্দ্রা ইতি ন তে তৎপ্রাতিকূল্যং কুর্বন্তি, তদুপাসকা ইবেত্যাশ্চর্যম্॥

নরম ডগার স্পর্শে পৃথিবীর আদরণীয় বিপুল পুলকাবলীর আশঙ্কা করে পুনরায় সেই কথাই দৃঢ় করবার জন্য পৃথিবীকে বললেন—

'অয়ি পৃথিবীদেবি! হায় এর থেকে তোমার আর কি মহিমা হতে পারে, যেহেতু কৃষ্ণপাদাব্জ সঙ্গ হেতু তুমি পুলকিতাঙ্গী হয়ে আছ। এর আর কি হেতু হতে পারে বল? বামনদেবের চরণের স্পর্শ, কি বরাহদেবের আলিঙ্গনরঙ্গ তো এখানে হেতু হতে পারে না।

৫০। আরও, অয়ি ধরণি! তোমার ধন্যতা স্থাবরজঙ্গমকে কাঁপিয়ে তুলছে—যেহেতু ওঁর পাদপদ্মে তুমি প্রতি পদেপদে যথেচ্ছ চুম্বন করছ। এতে ওঁর গতিও হয়ে পড়েছে মন্থর।'

৫১। এইরূপে ধরণীকে সম্ভাষণ করত চলতে চলতে সম্মুখে চকোরের আকার কোনও পাখীর ঝাঁক মাটিতে বসে থাকতে দেখে সহর্ষে বললেন—'আমাদের মনোমাণিক্যহারী সেই হরি এ-পথেই নিশ্চয় গিয়েছে—যেহেতু ঐ যে সম্মুখে পুরুষ চকোরগণ দেখা যাচ্ছে, ওরা তাঁর চরণারবিন্দ-নখরচন্দ্রের অমৃত-প্রবাহ হায় হায় লাইন দিয়ে বসে পান করছে, যার থেকেই প্রমান হচ্ছে আমাদের সেই প্রিয়তম নিকটেই আছে।'

৫২। এবং প্রশ্নসংশয়নিশ্চয়াদিকায়ামুন্মাদস্য মধ্যমাবস্থায়াং বিরতায়াং পাকাবস্থোপক্রমে ক্রমেণ সদা সদ্ভাবভাববলেঽবলেপরহিতে পরহিতে চেতসি চেতসিদ্ধে সততস্ফুরণকারণকান্তকৃষ্ণাবির্ভূতিভূতিবশাৎ কৃষ্ণোঽহমিতি মিতিগম্যেতর-তাদাত্ম্যতরঙ্গো রঙ্গোৎকরকারী যদি বভূব, তদা তদাবেশাচ্ছ্রুতাবলোকিত-চকিত চমৎকারকারণে ভগবতো লীলানুকারে কা রেজুর্নতরাম্ ॥

৫৩। তত্র চ কৃষ্ণলীলা-তাদাত্ম্যং সজাতীয়জাতীয়-সকলসামগ্রীকং সজাতীয়-বিজাতীয়বিশেষসামগ্রী-দ্বয়দ্বয়সং চ ভবতি ॥

৫৪। তত্র সজাতীয়া মনোনুকূলা কূলাবঘাতিনী নদী কূলমিব ঘনরসা দ্রুতং দ্রুতং করোতি মনঃ; বিজাতীয়া বিরসতাদা তাদাত্ম্যায় ন ঘটতে তত্র মনসোঽনিবেশাবেশাভাবাৎ ॥

৫২। যদায়াতং গেহাদিত্যাদিভিরুক্তা তদীয়সম্ভোগবিরহয়োরবাস্তবত্ব-বাস্তবত্বপরামর্শময়ী উন্মাদস্য প্রথমাবস্থা, মধ্যমাবস্থা হেবং প্রশ্নেত্যনেনোক্তলক্ষণা, পাকাবস্থা চ তাদাত্ম্যময়ী বক্ষ্যমাণা তথান্তর্বর্তীতি গদ্যেন প্রথমাবস্থানন্তরং নির্দিষ্ট চ জ্ঞেয়া। পাকাবস্থায়া উপক্রমে আরম্ভে সতি কৃষ্ণোঽহমিতি তাদাত্ম্যতরঙ্গো যদি রঙ্গোৎকরকারী তত্তল্লীলাসাক্ষাৎকারাৎ তদ্বিরহদুঃখাপলাপাচ্চ সুখদো যদি বভূব, তদা তদাবেশাদেব লীলানুকারে কা নতরাং রেজুঃ ? অপি তু সর্বা এব ইত্যন্বয়ঃ চেতসিদ্ধে জ্ঞানসিদ্ধে চেতসি সততস্ফুরণমেব কারণং যস্যাস্তথাভূতা যা কান্তস্য কৃষ্ণস্যাবির্ভূতিঃ সৈব ভূতিঃ সম্পত্তি-স্তদ্বশাৎ কৃষ্ণোঽহমিত্যতিধনতৃষ্ণাক্তস্য যথা ধনতাদাত্ম্যং ভবতি, তথা মিতিগম্যঃ পরিমেয়স্তদিতরোঽপরিমেয়স্তাদাত্ম্যতরঙ্গঃ। সদ্ভাবঃ সতী ভাবনা তস্য ভাবঃ সত্তা বলং যস্য তস্মিন্নবলেপরহিতে প্রসঙ্গান্তরালিপ্তে, অতএব পরহিতে। শ্রুতং পূতনা-বধাদেঃ, অবলোকিতং গোবর্ধনধারণাদেস্তাভ্যাং চকিতচমৎকারৌ ত্রস্তত্বাদ্ভুতত্বে তয়োঃ কারণে ॥

৫৩। সজাতীয়-জাতীয়া সজাতীয়জাতৌ ভবা সকলা সামগ্রী যত্র তদ্যথা বস্ত্রহরণাদ্যনুকরণে, পূতনাবধাদ্যনু-কারে তু সজাতীয়বিজাতীয়বিশেষরূপং সামগ্রীদ্বয়ং প্রমাণং যস্য তৎ। প্রমাণার্থে দ্বয়সজ্ ॥

৫৪। সজাতীয়া সামগ্রী ঘনরসা সান্দ্রাস্বাদা, দ্রুতং শীঘ্রমেব মনো দ্রুতং দ্রবীভূতং করোতি; পক্ষে, ঘনরসৈ-

---

লীলানুকরণঃ

৫২। এইরূপ প্রশ্ন-সংশয়-নিশ্চয়াদি রূপ উন্মাদের মধ্যম অবস্থা বিরত হলে পাকাবস্থার উপক্রমে ক্রম অনুসারে সদা সন্মার্গ প্রবর্তনী সত্তাবলে বলীয়ান্ প্রসঙ্গান্তর-অলিপ্ত, অতএব পরের কল্যাণে রত এবং জ্ঞানসিদ্ধ বিশুদ্ধ চিত্তে সতত স্ফুরণরূপ কারণ থেকে ব্যক্ত হল কৃষ্ণাবির্ভাবসম্পত্তি। আর এর বশবর্তিনী হওয়াতে গোপীগণের 'আমি কৃষ্ণ' এরূপ অপরিমেয় তাদাত্ম্য তরঙ্গ যদি সুখদ হল, তখন তত্তল্লীলা-সাক্ষাৎকার ও তদ্বিরহ দুঃখদূরীকরণ হেতু শ্রীকৃষ্ণাবেশে পূতনাবধাদি শুনা-লীলা ও গোবর্ধনধারণাদি দেখা-লীলা থেকে ত্রস্ততা ও অদ্ভুততা উদয় হওয়া হেতু কৃষ্ণলীলা অনুকারে কোন্ গোপীর মন-না রঞ্জিত হয়ে উঠল।

৫৩। এই লীলানুকরণ বিষয়ে— বস্ত্রহরণাদি অনুকরণে কৃষ্ণলীলা-তাদাত্ম্য সজাতীয়-জাতিতে উৎপন্ন সকল সামগ্রীযুক্ত এবং পূতনাবধাদি অনুকরণে সজাতীয় বিজাতীয়-বিশেষরূপ সামগ্রীদ্বয় প্রমাণবিশিষ্ট হয়ে থাকে।

৫৪। এই দুই প্রকার সামগ্রীর মধ্যে সজাতীয় সামগ্রী মনের অনুকূল সান্দ্র আস্বাদনযুক্ত হয়ে

৫৫। ইতি প্রাগূঢ় গূঢ়ভাবয়া সহৈব বর্তমানয়ানয়া বিরোধেনাসামানুকূল্যায় লীলাকৈল্যাবল্যাশঙ্কয়া যোগমায়য়ৈব বিজাতীয়সামগ্রী-পরিগ্রহগ্রহিলতয়া কৃতে স্বীকারে কৃতাং বিজাতীয়জাতীয়সামগ্রীমগ্রীয়াং পূতনা-কৃতিং কৃতিং দৃষ্ট্বা কাচন বালা বালাকারকৃষ্ণায়মানায়মানাবেগজবেন তদঙ্কমারুহ্য স্তনপয়স্তদপাদপারপারবশ্যং গতবতী ॥

৫৬। কৃষ্ণভাবনাযা নায়াসোঽত্র লঘুতরোঽপি রোপিত আসীৎ, মন্যে স এব তাসাং তথাতথালীলঃ সন্নন্তরং প্রবিবেশ, নৈতত্তাদাত্ম্যমিতি ॥

৫৭। এবং তস্যামেব শকটাকৃতিং কৃতিং কুর্বাণায়ামন্যা কাপি বালকৃষ্ণায়মানা চারুদতী রুদতী ক্ষুদ্বাধয়েব সলয়কিসলয়কিশোর-সমধুরেণ মধুরেণ চরণতলেন তামেব শকটাকারাং পাতয়ামাস ॥

৫৮। এবঞ্চ— অন্তঃ কৃষ্ণতয়া বহির্নিজনিজাকারেষু তদ্ধীহতেঃ
কৃষ্ণঃ সন্বিদি সংবিবেশ সুদৃশাং সন্বিচ্চ কৃষ্ণেঽবিশৎ।

র্জলৈরা সম্যক্ দ্রুতং গলিতম্, বিজাতীয়া পূতনাদিকা বিরসতাং বৈরস্যং দদাতীতি সা মনসোঽনভিনিবেশেনারোচকত্বাদ-প্রবেশেন হেতুনা আবেশাভাবাৎ ॥

৫৫। প্রাগেবাসাং গোপীনামানুকূল্যায় ঊঢ়ো গূঢ়ভাবো যয়া তয়া, অতএবেদানীং লীলাকৈবল্যস্য আবল্যং দৌর্বল্যং পূতনাদ্যসদ্ভাবাদঙ্গবৈকল্যমিত্যর্থঃ। তদাশঙ্কয়া বিজাতীয়েতি তর্হ্যহমেব পূতনাদ্যাকৃতিধারিণী স্যামিতি স্বীকারে কৃতে সতি। কৃতিং কৃত্রিমামম্বমানা রিঙ্গতীত্যর্থঃ। অপাৎ অপিবদপারং যৎ পারবশ্যং তদতিবাল্যাদিতি ভাবঃ ॥

৫৬। কৃষ্ণভাবনায়া আয়াসো যত্নো লঘুতরোঽপি স্বল্পোঽপি রোপিতো নাসীৎ, কিন্তু স সাহজিক এবেত্যর্থঃ ॥

৫৭। তস্যাং যোগমায়ায়াং সলয়েন সনাট্যেন কিসলয়কিশোরেণ পল্লবোত্তমেন সমা ধূরুৎকর্ষভারো যস্য তেন ॥

থাকে। কূলভাঙ্গা নদী যেমন দ্রুত তট গলিয়ে দেয় তেমনই এ মন দ্রুত গলিয়ে দেয়। বিজাতীয় সামগ্রী বির-সতাদায়ী। তাদাত্ম্য প্রাপ্ত করাতে চেষ্টান্বিত হয় না। কারণ অরোচকতার দরুণ এতে মনের প্রবেশ হয় না, তাই আবেশের অভাব থেকে যায়।

৫৫। এ জন্য পূর্ব থেকে গোপীদের আনুকূল্যের জন্য যোগমায়া গূঢ়ভাব ধারণ করত তাঁদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকলেন। ইদানীং পূতনাদি বিরুদ্ধভাবের দ্বারা লীলাঙ্গের বৈকল্য হওয়ার আশঙ্কায় নীতি অবিরোধে গোপীদের আনুকূল্যের জন্য বিজাতীয় সামগ্রী গ্রহণের উৎসুকতা বশতঃ 'আমিই পুতনাদি আকৃতি-ধারিণী হব' এরূপ বিচার যদি করে নিলেন যোগমায়া, তখন বাল কৃষ্ণের আচরণকারিণী কোনও গোপী শ্রেষ্ঠ বিজাতীয় জাতীয় সামগ্রীবিশিষ্ট পুতনাকার-যোগমায়াকে কৃত্রিম মায়ের বেশে দেখে তার ক্রোড়ে আরোহণ করে স্তন-দুগ্ধ পান করতে লাগলেন—অপার পারবশ্যে তাকে জড়িয়ে ধরে।

৫৬। এখানে কৃষ্ণভাবনার যত্ন অতি অল্পও রোপিত নয়, কিন্তু সাহজিক। মনে হয় যেন তথা তথা লীলায়িত কৃষ্ণই অন্তরে প্রবেশ করে থাকে—এ তাদাত্ম্য নয়।

৫৭। এইরূপে যোগমায়া শকটের আকার অনুকরণ করে দাঁড়িয়ে গেলে বালকৃষ্ণের অনুকরণকারিণী কোনও এক চারুদন্তী যেন ক্ষুধায় কাতর হয়ে কাঁদতে কাঁদতে সনাট্যে পল্লবোত্তম তুল্য অতিশ্রেষ্ঠ মধুর চরণ-

কৃষ্ণোঽস্মীতি নিরাকুলস্মৃতিজুষাং তাসামথো শ্রেণয়ঃ
স্বান্তর্বর্তিঘনা ইব স্থিরতরা বভ্রাজিরে বিদ্যুতঃ ॥

৫৯। কিঞ্চ, ঘনজ্যোৎস্নাজালং মুদিরপরিপূর্ণান্তরমিব
প্রমীলদ্রোলম্বং কনকনলিনী মণ্ডলমিব।
অভূত্তাসামন্তর্বিহিতহরিতাদাত্ম্যরভসা-
চ্ছরীরাণাং বৃন্দং দলিত-নবকাশ্মীরজমহঃ ॥

৬০। এবমন্তরস্থেন হরিপ্রতিবিম্বেন তদনুগত-সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিতয়া 'কৃষ্ণোঽহম্' ইতি ভাবপ্রভাব-প্রহতেন্দ্রিয়া স্বকৌতুকজনয়িত্রী তৃণাবর্তহননেন পূর্ববৃত্তেনাপি প্রথমমিব করিষ্যমাণেনেব সমুল্লসিতহৃদয়া হৃদয়াভিজ্ঞয়া তয়ৈব যোগমায়য়া অকৃত-তদাকারকল্পনয়া নয়াপিহিতৌচিত্যেন তস্যৈ তদ্ভাবমাবোধয়ন্ত্যেব সাজহ্রে ইব।

৫৮। সুদৃশাং সংবিদি বুদ্ধৌ কৃষ্ণঃ সম্যগ্‌ বিবেশ, সংবিদপি কৃষ্ণে অবিশৎ। কুত এতদবসীয়তে ? ইত্যত আহ—অন্তঃ অন্তঃকরণস্য কৃষ্ণতয়া কৃষ্ণাত্মকত্বেন হেতুনা বহির্নিজনিজাকারেষু যা তদ্ধীহতিঃ স্ত্রীলক্ষণনিজনিজাকারবুদ্ধিনাশঃ ততো হেতোঃ কৃষ্ণোঽস্মীতিধীপ্রাপ্তিরিত্যর্থঃ। স্বস্যান্তর্বর্তী ঘনো মেঘো যাসাং তাঃ, বিদ্যুত ইব ॥

৫৯। ঘনজ্যোৎস্নেতি মেঘস্যোপরিনিবিড়াশ্চন্দ্রিকা ইতি তাসাং বুদ্ধেঃ কৃষ্ণাধিকরণকত্বম্, প্রমীলদিতি কমলিনীবৃন্দোপরি নিশ্চলা ভৃঙ্গা ইতি তস্যাঃ কৃষ্ণাধেয়কত্বং চোক্তম্। এবমন্তরস্যৈব বৈলক্ষণ্যমভূৎ, ন তু শরীরাণামিত্যাহ—শরীরাণামিতি। দলিতেতি পূর্ববদেবেতি ভাবঃ ॥

৬০। করিষ্যমাণেনেব তৃণাবর্তহননেন সম্যগুল্লসিতং হৃদয়ং যস্যাঃ সা গোপী তয়ৈব যোগমায়য়া জহ্রে ইব। কথম্ভূতয়া ? ন কৃতা তস্য তৃণাবর্তস্যেবাকারকল্পনা যয়া তথাভূতয়াপি তস্যৈ তামুৎসাহয়িতুম্, ঔচিত্যেন যোগ্যতয়া তদ্ভাবং তৃণাবর্তত্বম্ আ সম্যগ্‌ বোধয়ন্ত্যেব তৃণাবর্তোঽহং কংসপ্রেরিতস্ত্বামিতো হরামীতি জ্ঞাপয়ন্ত্যেবেত্যর্থঃ। মহাবাত্যারূপস্য

তলের দ্বারা শকটাকারকে ভূমিতে উল্টে ফেলে দিলেন।

৫৮। আরও, সুন্দরীদের বুদ্ধিতে কৃষ্ণ সম্যক্ প্রবিষ্ট হয়ে গেলেন, আবার কৃষ্ণে তাঁদের বুদ্ধি প্রবেশ করে গেল। এর ফলে অন্তঃকরণের কৃষ্ণাত্মকত্ব হেতু বাইরের নিজ নিজ স্ত্রীমূর্তিতে স্ত্রীবুদ্ধি নাশের পর 'আমি কৃষ্ণ' এরূপ বুদ্ধিপ্রাপ্ত গোপীগণ পরিপূর্ণ কৃষ্ণ স্মৃতিময় হয়ে গেলেন। তাঁরা তখন অন্তঃস্থলে প্রবিষ্ট-মেঘযুক্তা অতি-স্থিরা বিদ্যুতের মতো দীপ্তি পেতে লাগলেন।

৫৯। আরও, মেঘে পরিপূর্ণ অন্তঃস্থলবিশিষ্টা নিবিড় জ্যোৎস্নার মতো ও তন্দ্রাগত ভ্রমর সঙ্গত কমল মণ্ডলের মতো বিলক্ষণতা প্রাপ্ত হয়ে গেল গোপীদের অন্তঃকরণ, হরি-তাদাত্ম্য-বেগ বশতঃ, কিন্তু দেহ তাঁদের হয়ে গেল দলিত নবকাশ্মীর রজের মতো তেজ বিশিষ্ট।

৬০। এইরূপে অন্তরস্থ কৃষ্ণপ্রতিবিম্বের দ্বারা সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তি কৃষ্ণানুগত হওয়ার দরুণ আমি কৃষ্ণ, এরূপ ভাবের প্রভাবে আহত-ইন্দ্রিয়া, নিজ কৌতুক জনয়িত্রী এবং পূর্বের ব্যাপার হলেও এই প্রথমই যেন করা হচ্ছে এরূপ প্রতীয়মানা তৃণাবর্তহনন-লীলাদ্বারা অতি উল্লসিত হৃদয়া গোপীগণকে যোগমায়া হরণ করে নিলেন। এই গোপীর হৃদয়াভিজ্ঞা হলেও যোগমায়া দেবী তৃণাবর্তের আকার কল্পনা করেন নি (কারণ রাগ

সাপি তামসুরোঽয়ং তৃণাবর্তো ময়া নাশিত ইতি প্রতিপদ্যতে স্ম ॥

৬১। কাচিজ্জানুকরোপসর্প বিধিনা কূজন্মণীমেখলা
রিঙ্গন্তী শনকৈর্বিবৃত্তবদনা তন্নাদভীতাননা।
শঙ্কাপঙ্কিললোচনং ক্ষণমথ স্থিত্বা পুনর্নির্ভয়ং
গচ্ছন্তী শিশুকৃষ্ণকেলিগমনং মূর্তং তথৈবাকরোৎ ॥

৬২। কাপ্যন্যা নবনীত-চার্য্যকলুষক্রান্তেব ভীতাননা
স্বাভিপ্রায়বিদা তয়ৈব জননীভাবং সমায়াতয়া।
দেব্যা শ্রোণিতটে গুণৈঃ পুরুতরৈর্বদ্ধেব সাশ্রুর্দৃশোঃ
কৃষ্ণোঽহং কুপিতপ্রসূনিয়মিতোঽস্মীতি স্ম সন্ত্রস্যতি ॥

৬৩। সৈব জানুকরচংক্রমণেন, ক্ষৌণিমূলমবলম্ব্য চলন্তী।
অর্জুনাবিব তয়া ভ্রমক্ প্তে আকৃতী ভ্রমত এব বভঞ্জ ॥

৬৪। এবং কাচন 'কৃষ্ণবৎ সবৎসপালবলবলভদ্রঃ স্বয়ং বনে বিহরামি' ইতি মীতিপরা 'বৎসকাসুরহননং

তৃণাবর্তাকারস্য কল্পনং তদানীং ন রসাবহমিতি তন্ন কৃতমিতি জ্ঞেয়ম্। সা কথম্ভূতা? নয়েন তদুচিতকৃষ্ণভাবেনাপিহিতা অনাচ্ছন্না—এষোঽহং কৃষ্ণস্ত্বামপি সংহরামীতি দর্শিতস্ববলেত্যর্থঃ। এতএবাহ—সাপীতি ॥

৬১। নির্ভয়ং গচ্ছন্তীতি সোঽয়ং মমৈব মেখলারব ইতি প্রত্যভিজ্ঞানবতীত্যর্থঃ ॥

৬২। কলুষমপরাধঃ; তয়ৈব দেব্যা যোগমায়য়া ॥

৬৩। অর্জুনাবিব কৢপ্তে আকৃতী বভঞ্জ ॥

৬৪। বৎসপালানাং বলঞ্চ বলভদ্রশ্চ তাভ্যাং সহ বর্তমানঃ কৃষ্ণবৎ কৃষ্ণ ইব মীতিপরা জ্ঞানপরা; মীতির্গত্যাং

লীলায় তৃণাবর্তের আকার কল্পনা রসাবহ নয়)। এরূপ হলেও ঐ গোপীকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য তিনি যোগ্যভাবে তৃণাবর্তের ভাব অর্থাৎ আমি কংসপ্রেরিত তৃণাবর্ত এখান থেকে তোমাকে হরণ করে নিয়ে যাব, এরূপ ভাব সম্যক্ প্রকারে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। লীলোচিত কৃষ্ণভাবে অনাচ্ছন্না সেই গোপীও 'এই আমি কৃষ্ণ, অসুর তোমাকে সংহার করব' এরূপ নিজের বল দেখাতে থাকলেন।

৬১। এরপর মণিমেখলায় কূজন তুলে হামাগুড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে চলতে চলতে মেখলানাদে ভীতাননা হয়ে মুখ ফিরিয়ে শঙ্কাপঙ্কিল লোচনে ক্ষণকাল স্থির হয়ে থেকে পুনরায় নির্ভয়ে যেতে যেতে শিশু কৃষ্ণের খেলাচলনভঙ্গী মূর্ত করে তুললেন কোনও গোপী।

৬২। নবনীত চুরির অপরাধে কলঙ্কিত জনের মতো ভীতাননা অন্য কোনও গোপী তাঁর মনোভাব জ্ঞাতা অতএব জননীভাব প্রাপ্তা যোগমায়া দ্বারা যেন বহু বহু দামের বন্ধনে বাঁধা পড়ে গিয়েছেন এ-ভাবে চোখের জল ফেলতে লাগলেন। আমি কৃষ্ণ, ক্রুদ্ধা মাতা কর্তৃক শৃঙ্খলিত হয়ে পড়েছি, এরূপ ভাবনায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন।

৬৩। ইনিই তখন মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে চলতে যোগমায়া-রচিত যমলার্জুনের মতো এক আকৃতি ঘুরতে ফিরতেই টেনে ফেলে দিলেন।

করিষ্যে' ইতি প্রতীতিপ্রতীতিসমুৎসুকা তয়ৈব বৎসবৎসপালবলবলভদ্রবৎসকাসুরান্ স্ফোরয়িত্বা কৃততথাপ্রত্যয়া বৎসকাসুরহননমনুচকার ॥

৬৫। কাচিদ্বেণুং করকিশলয়ে সন্নিধায়ৈব লীলা-
লোলাতাম্রাঙ্গুলিদলকুলং বাদয়ন্তীব মন্দম্।
তারস্নিগ্ধং শবলি ধবলে ধূমলে কালি নীলে
হী এহীতি শ্রবণসুখদং নৈচিকীরাজুহাব ॥

৬৬। বিষ্ণু, কাচিৎ কস্যাশ্চন ভুজশিরস্যাদধানা সলীলং
পীনাভোগাং ভুজবিসলতাং কাশ্চিদাভাষমাণা।
কৃষ্ণোঽহং পশ্যত মম গতিং মঞ্জুলাং মন্দমন্দা-
মিত্যানন্দোল্লসিতললিতপ্রৌঢ়গর্বং চচাল ॥

৬৭। তাস্তা লীলাঃ স্বয়মনুকরোত্যেবমাস্বাদহেতো-
র্মন্যে তাসাং হৃদয়কুহরং সন্নিবিষ্টঃ স এব।
নো চেদন্তঃ-করণবিরতৌ সম্বিদঃ সন্নিরোধে
তাসাং চেষ্টা বচনবপুষোর্জায়তে কস্য হেতোঃ ॥

মত্যাম্" ইতি কল্পদ্রুমোক্তেঃ। ইতি যা প্রতীতিস্তয়া প্রতীতির্হর্ষস্তত্র সমুৎসুকা "প্রতীতঃ সাদরে জ্ঞাতে হৃষ্টপ্রজ্ঞাতয়োস্ত্রিষু" ইতি মেদিনী। তয়ৈব যোগমায়য়ৈব, বৎসবৎ বৎসানিব ॥

৬৫। লীলয়া আলোলং আতাম্রমঙ্গুলিদলকুলং যত্র তদ্‌যথা স্যাত্তথা ॥

৬৬। ভুজশিরসি স্কন্ধে ॥

৬৪। এইরূপে 'গোবৎসের পাল, রাখালবালকগণ ও বলভদ্র সহ বন-বিহার করব' স্বয়ং কৃষ্ণের মতো এইরূপ ভাবনাপরা এবং বৎসকাসুর হনন করব এরূপ প্রতীতি দ্বারা হর্ষমিশ্রা সমুৎসুকা কোনও গোপী যোগমায়া দ্বারা বৎসের মতো মূর্তিবৎসপালক-বলভদ্র বৎসাসুর আদিকে স্ফূর্তি প্রাপ্ত করিয়ে ও নিজে তথা বিশ্বাস করে বৎসাসুর হনন অনুকরণ করতে লাগলেন।

৬৫। কোনও গোপী করপল্লবে যেন বেণু ধরে তামাটে টান্ টান অঙ্গুলিদল লীলায় সঞ্চালনের দ্বারা যেন মন্দ মন্দ বাজাতে বাজাতে উচ্চ স্নিগ্ধ স্বরে সুন্দর গাভীদের শ্রবণসুখদ ভাবে ডাকতে লাগলেন— 'শবলি ! ধবলে ! ধূমলে ! কালি ! নীলে ! হী হী আয়রে।'

৬৬। আরও, কেউ কারোর স্কন্ধে পুষ্টলম্বিত ভুজমৃণাললতা সলীলায় ধারণ করে অন্য কাউকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন—'আমি কৃষ্ণ, দেখ কেমন সুন্দর মন্দ মন্দ আমার চলনভঙ্গী' এই বলে আনন্দোল্লাসিত, ললিত অতিগর্বিত ভাবে চলতে লাগলেন।

৬৭। গ্রন্থকার বলছেন—আমার তো মনে হয় গোপীদের হৃদয় গহ্বরে সন্নিবিষ্ট সেই কৃষ্ণই সেই সেই লীলা নিজেই অনুকরণ করেন, নিজ আস্বাদনের জন্য। তা যদি না-হবে,তবে সম্যক্ প্রকারে চেতনার অবরুদ্ধ

৬৮। এবমপরা পরাহতাত্মসহজ-ভাবা ভাবারূঢ়-কৃষ্ণা কৃষ্ণাতট-নিকট-স্থিতাত্মানং কৃষ্ণত্বেন জানতী কৃষ্ণাহিতকৃষ্ণাহি তর্দনচিকীর্ষয়ে কঞ্চুলহৃদয়া হৃদয়াভাবেঽপি তৎকালকালিকালিয়-মর্দনলীলালীলা সতী কিঞ্চিদ-বাদীৎ ॥

৬৯। 'মৎখেলাকুতুকাসম্পদং তরণিজাং দুষ্টাং বৃথা মা কৃথা
যাহীতো ভুজগাধমেতি পরুষং রোষাদ্‌গদন্তী মুহুঃ।
নৃত্যন্তীমিব জানতী ফণিমণিব্রাতে তনুমাত্মনো
দেব্যা যোগবলাৎ প্রতীতিবিষয়ং কালীয়মভ্যালপৎ ॥'

৭০। অথাপরা পরমাত্মনাথেন সমমেকাত্মতামাসাদ্য 'কৃষ্ণোঽহম্' ইতি মিতিরহিতং ভাবমাবহন্তী হন্তীব স্ম যদি নিজ-স্বভাবং তদা বিলোক্যেব তস্মিন্নেব কালেঽকালেরিতং দাবকৃষ্ণবর্ত্মানং কৃষ্ণবর্ত্মানন্দবশতয়া তদুপশমায় মায়য়েব শক্তিবিশেষমবতারয়ন্তী তারয়ন্তীব ততো বন্ধুজনানপি কিঞ্চিদূচে ॥

৬৭। সংবিদশ্চেতনয়াঃ সংনিরোধে বৃত্তে অন্তঃকরণানাং বিরতৌ সত্যাং ব্যাপাররাহিত্যে সতি ॥

৬৮। কৃষ্ণস্য কৃষ্ণায়া যমুনায়া বা অহিতঃ কৃষ্ণাহিঃ কালিয়স্তস্য তর্দনং পরাভবঃ, হৃদয়াভাবেঽপি হৃদোঽয়ঃ শুভাবহবিধিস্তদভাবেঽপি তৎকালং কলয়িতুং জ্ঞাপয়িতুং তু শীলং যস্যাস্তথাভূতা কালিয়মর্দনলীলা তস্যাং লীঃ সংশ্লেষস্তাং লাতীতি সা ॥

৬৯। আত্মনস্তনুং নৃত্যন্তীমিব জানতী কালীয়মভ্যালপৎ, দেব্যা যোগবলাদ্ধেতোরেব প্রতীতেবিষয়ম্ ॥

৭০। অকালেরিতমকালেঽপি প্রেরিতং দাবকৃষ্ণবর্ত্মানং দাবাগ্নিং বিলোক্য ইব কৃষ্ণস্য বর্ত্মনি পথি আনন্দ-বশতয়া শক্তিবিশেষমবতারয়ন্তীব প্রকটয়ন্তীব ॥

অবস্থায় অন্তঃকরণ ব্যাপার থেমে গেলে গোপীদের কায়বাক্যের চেষ্টা হতে থাকে কি প্রকারে ?

৬৮। এইরূপে নির্জিত নিজ সহজভাবা অপর গোপী কৃষ্ণভাবে ভাবিতা হয়ে যমুনাতটের নিকটস্থ নিজেকে কৃষ্ণ বলে জ্ঞান করে যমুনার অহিতকর কালিয়ের পরাভবের ইচ্ছায় ঝগরাটে চিত্তা হয়ে এবং সুখকর উপায়ের অভাবেও তৎকাল ঘোষণাকারিণী কালীয়মর্দনলীলার সম্বন্ধযুক্ত হয়ে এরূপ বললেন—

৬৯। "হে ভুজগাধম কালীয় ! আমার খেলাকৌতুকস্থল যমুনাকে বৃথা দূষিত কর না, এখান থেকে চলে যাও—এরূপে মুহুর্মুহুঃ ক্রোধভরে কঠোর বাক্য প্রয়োগকারিণী এবং 'ফণিমণিসমূহ মাঝে নিজের দেহ যেন নৃত্যপরায়ণ' এরূপ বুদ্ধিযুক্তা কোনও গোপী যোগমায়াদেবীর যোগমায়াবলে প্রতীতির বিষয় কালীয়ের প্রতি নানা প্রলাপ করতে লাগলেন।

৭০। অতঃপর অপর এক গোপী আপন প্রাণনাথের সহিত চরম একাত্মতা প্রাপ্ত হয়ে 'আমি কৃষ্ণ' এরূপ অপরিসীম ভাব বহন করতে করতে যদি নিজ স্বভাব ছেড়ে দিলেন তখন সেই সময়েই যেন অকালে প্রেরিত দাবাগ্নি দেখে ওকে নিভাবার জন্য কৃষ্ণের মতো কৌশলে মায়াদ্বারাই যেন আনন্দ-মুগ্ধতায় শক্তিবিশেষ ব্যক্ত করিয়ে বন্ধুজনদের যেন দাবানল থেকে উদ্ধার করতে করতে এইরূপ বললেন—

৭১ 'মা ভৈষ্ট ভো দবহুতাশনতঃ সমিদ্ধাৎ, ত্রাতাস্মি সর্ববিপদাং ভবথাপশঙ্কাঃ।
অলোকয়ধ্বমধুনৈব পিবামি ভীতা, যূয়ং ভবিষ্যথ ততো নয়নে পিদধ্বম্॥'

৭২। এবমন্যতমাত্মনাথমাত্মনাথ বহন্তী তাদাত্ম্যবতা বতাতিরহস্য-হস্যমানতাস্বীকারা স্বীকারানভিজ্ঞা বস্ত্রাহরণকারিহারি-তচ্চরিতানুকারেণ বস্ত্রাণ্যাদায় কদম্বারোহরোহৎপ্রহর্ষামিবাত্মানং বিদতা চারুদতী চারুতরমাবভাষে॥

৭৩। 'একৈকশঃ সমুপলীদথ কিং মিলিত্বা কিংবা নিজং নিজমিতো বসনং ক্রমেণ।
আদতুমর্হথ ন চেন্নতরাং প্রদাস্যে, ক্রোধেন কিং মম করিষ্যতি হন্ত ভূপঃ॥'

৭৪। এবমন্যা সন্যায়মিব কৃষ্ণকৈবল্যপ্রাবল্যপ্রাপ্তস্বভাববৈধুর্য্যা দ্বিজবনিতানিতান্তসৌভাগ্যপ্রদলীলাবতারে বতারেরীয়মাণানন্দাসারে সারে বচনবিলাসে কৃতমতিঃ পুরতঃ পুরতঃ সমাগতা ইব তা মত্বা সমধুরস্মিতমবাদীৎ॥

৭১। সমিদ্ধাৎ প্রজ্বলিতাদ্‌যদি ভীতা ভবিষ্যথ, ততঃ॥

৭২। অন্যতমা গোপী তাদাত্ম্যবতা আত্মনা বুদ্ধ্যা আত্মনাথং শ্রীকৃষ্ণং বহন্তী, শ্রীকৃষ্ণোঽহমিতি জানতীত্যর্থঃ। বত আশ্চর্য্যে, অতিরহস্যেন হস্যমানতায়াং সত্যামেব স্বীকারো যস্যাঃ সা আবভাষে। স্বীকারানভিজ্ঞা ইতি কর্ম্মপদং দ্বিতীয়াবহুবচনান্তম্। বস্ত্রহরণকারিণো হারি তচ্চরিতং তস্যানুকারেণ; চারুদতীতি মন্দাহাস্য ব্যঞ্জকম্; "দচ্ছব্দোঽপ্যস্তি সর্বস্বে" ইত্যমরটীকা। (পা০ ৫।৪।১৪৫) "অগ্রান্ত" ইত্যত্র চকারাদ্বা শিখরদতীত্যাদিবৎ সিদ্ধিঃ॥ (৭৩)

৭৪। সন্যায়মিবাবাদীদিতি সম্বন্ধঃ। লীলাবতারে লীলাপ্রকাশে সতি। বত অদ্ভুতে। আরেরীয়মাণঃ সম্যগতিশয়ং প্রবন্নানন্দস্যাসারো ধারাসম্পাতো যস্মিংস্তাদৃশে সারে বচনবিলাসে বিষয়ে। পুরতোঽগ্রতঃ, পুরতঃ পুরাৎ॥

৭১। 'ওহে, প্রজ্বলিত এই দাবাগ্নি থেকে ভয় কর না। আমি সকল বিপদ ত্রাতা। নির্ভয় হয়ে যাও। দেখ-না এই এখনই পান করে নিলাম বলে। তোমরা ভয় পাবে, অতএব চোখ বোজ।'

৭২। অতঃপর বুদ্ধিতে প্রাণনাথকে ধারণ করতে করতে তাদাত্ম্য প্রাপ্তা কোনও এক সুদন্তী হায় হায় অতিরহস্য হেতু হাস্যরসে স্থিতি স্বীকার করে নিয়েও বস্ত্রহরণকারী কৃষ্ণের মনোহর সেই সেই লীলানুকরণে বস্ত্রসমূহ যেন উঠিয়ে নিয়ে এবং কদম্ববৃক্ষে আরোহনে কৃষ্ণের যেরূপ বিপুল হর্ষ হয়, সেইরূপ হর্ষযুক্ত নিজেকে জেনে অনঙ্গ রসের স্বীকারে অনভিজ্ঞা গোপীদের রমণীয়ভাবে বললেন—

৭৩। 'এক এক করে আমার নিকট এসো, কিম্বা সকলে একসঙ্গে দলবেঁধে এসো। স্ব স্ব বসন এখান থেকে দেওয়া-নেওয়া করাই সমীচীন—এ না-হলে দিব না। রাজা ক্রোধ করে হায় হায় আমার করবেটা কি?

৭৪। অতঃপর গোপীগণ ব্রাহ্মণপত্নীদের অতি সৌভাগ্যপ্রদ লীলা প্রকাশ করলে অতিশয়-ভাবে ক্ষরমান আনন্দধারা সম্পাতযুক্ত বচনবিলাসে হায় হায় কৃতমতী ও কৃষ্ণতাদাত্ম্যের প্রাবল্যে আগত স্বভাবে শ্রেষ্ঠা অন্য এক গোপী তাঁদেরকে যেন সম্মুখের পুরী থেকে সমাগতা মনে করে সুমধুর হাসি হাসি মুখে যেন যুক্তির সহিত কিছু বলতে লাগলেন—

৭৫। 'কল্যাণ্যঃ স্বাগতং বো ননু নিরবকরং গার্হমেধ্যং তপো বঃ
প্রীতিঃ শ্রদ্ধা সভক্তির্ময়ি চ সুবিদিতা হন্ত যুষ্মাকমেষা।
দৃষ্টোঽহং যাত নাতঃপরমপি সুভগাঃ স্থাতুমত্রোচিতং বো
মদ্ভাবঃ স্যাৎ সুরস্যঃ শ্রবণগুণকথাচিন্তনৈর্নাঙ্গসঙ্গৈঃ ॥'

৭৬। অথাপরা পরাভূতান্তঃকরণা প্রিয়তাদা প্রিয়তাদাত্ম্যেন রসদমূর্দ্ধন্যধন্যগোবর্দ্ধনধরণিধরধরণলীলানুকারে তৎকালসমুপসন্নসুঘনঘনঘটা ঘটাননগলজ্জলধারাধারায়মাণমবনিতলমালোক্যেব কাতরতরবদনান্ গোগোপগোপবনিতাদীনপ্যালোক্যেব সাশ্বাসমাহ ॥

৭৭। 'মা ভৈষ্ট ভোঃ প্রবলদারুণবাতবর্ষ-,প্রোৎকর্ষতো ভজত চেতসি ধৈর্য্যমার্য্যাঃ।
একাতপত্রমিব ভূবলয়ং করোমি, গোবর্দ্ধনেন করপদ্মদলোদ্ধৃতেন ॥

৭৮। কিঞ্চ, সন্দেহং মা কুরুত করতো মামকীনাদ্গিরীন্দ্রঃ
স্রস্তো ভাবীত্যহহ গিরি মেঽপ্রত্যয়ং মা স্ম কৃঢ্ম্।

৭৫। সভক্তিভক্ত্যা সহিতা॥

৭৬। প্রিয়েণ সহ যত্তাদাত্ম্যং তেন প্রিয়তাং প্রেমাণমাদত্তে ধারয়তীতি সা; যদ্বা, দয়তে রক্ষতি যানক্তীত্যর্থঃ, 'দেঙ রক্ষণে' ইত্যস্মাৎ। সুঘনা সুনিবিড়া যা মেঘঘটা তস্যাঃ সকাশাৎ ঘটাননাদিব ঘটমুখাদিব গলতাং জলধারাণামাধারায়মাণম্॥

৭৭। একমাতপত্রং যত্র তথাভূতম্; শ্লেষেণ একচ্ছত্রাং পৃথ্বীং কুর্বতা ময়া সাম্রাজ্যং প্রাপ্য যূয়ং প্রতিপাল্যধ্বে, কা চিন্তেতি ভাবঃ॥

৭৮। মম গিরি বাচি অপ্রতীতিং মা কৃঢ্ম্, নাগরাজোঽনন্তঃ। একমচলং গোবর্দ্ধনমপ্যুদসিতুমুৎক্ষেপ্তুম্।

৭৫। 'হে কল্যাণিগণ! স্বাগত। তোমাদের গৃহস্থোচিত তপস্যা নিশ্চয়ই নিরবদ্য। আর হায় হায় আমাতে তোমাদের এই যে সভক্তি প্রীতি শ্রদ্ধা, এ আমার সুপরিজ্ঞাত। আমাকে দেখা, সে তো হয়ে গেল। অতঃপর আর হে সৌভাগ্যবতীগণ, তোমাদের এখানে থাকা উচিত হবে না। নামরূপাদি শ্রবণ ও চিন্তনের দ্বারাই আমাতে ভাব অতি আস্বাদ্য হয়। অঙ্গসঙ্গের দ্বারা নয়।'

৭৬। অতঃপর কৃষ্ণতাদাত্ম্য ভাবে যিনি প্রেমধারণ করলেন সেই পরাভূত-অন্তঃকরণা অপর কোনও গোপী রসদ ও সর্বশ্রেষ্ঠ পর্বতরাজ গোবর্দ্ধন-ধারণলীলা-অনুকরণে তৎকালে যেন মাথার উপরে উপস্থিত অতি নিবিড় ঘটমুখরূপ মেঘাড়ম্বর থেকে নির্গলিত জলধারার আশ্রয়স্থল অবনিতল এবং অতিকাতরবদন গো গোপগোপবনিতাদিকে যেন লক্ষ্য করে অভয় দিয়ে বললেন —

৭৭। ওহে গো-গোপ গোপীগণ! প্রবল দারুণ বাতবর্ষার অতি বাড়বাড়ন্ত দেখে ভয় করো না। চিত্তে ধৈর্য ধরো। এই দেখ-না গোবর্দ্ধনকে করতলে উঠিয়ে ধরে সমস্ত ভূমণ্ডলকে একই ছত্রতলে ঢাকার মতো করে দিচ্ছি।

৭৮। আমার হাত থেকে গিরিরাজ পিছলে পড়ে যাবে, এরূপ সন্দেহ করো না। আর আমার

সাব্ধি-দ্বীপ-ক্ষিতিধরকুলং ভূতলং নাগরাজো
ধত্তে নৈকাচলমুদসিতুং নাগরাজোঽয়মীশঃ ॥'

৭৯। ইতি নিগদন্তী গদন্তীব্রমিব স্বজনানাং দূরয়ন্তী রয়ন্তীক্ষ্ণমাসাদ্য সৌরভরভসপরিভূতীভবদমৃণাল-মৃণাললতিকয়েব সমুন্নীতয়া মুন্নীতয়া বাময়া বাময়া ভুজয়া জয়ারম্ভপতাকাদণ্ডনিভয়া ভয়াপহরণায় নিজোত্তরীয়-মুল্লাস্য দক্ষিণকরতলাগ্রেণ দক্ষিণশ্রোণিতলমালম্ব্য তস্থুষী পুনরাহ,—'প্রবিশত শতগব্যূতি ব্যূতিললিতং শতপত্র-চ্ছত্রস্যেবাস্য তলম্' ইতি ॥

৮০। অথ কাপি স্বয়ং স্বযন্ত্রিতমহিম্না স্ব-মুরলীনাদেনাকৃষ্য সমানীতা নীতাবাত্মকুলস্য কৃতাবহেলা হেলাবতীর্গোকুল-রমণীমণীরাগতা রাগ-তাৎপর্য্য-পর্য্যবসান-ভূতাঃ প্রভূতাঃ প্রণয়-নয়-স্পৃহাপুরঃসরমালোকয়ন্তী-রিবালোক্য রাসরসসরসকৃষ্ণ-তাদাত্ম্যাষ্টমগ্রহগ্রহণতিরোভূতস্বভাবা চন্দ্রমণ্ডলীব কৃষ্ণ ইব সহাসপরিহাস-পরি-পেশলং কিঞ্চিদবাদীৎ ॥

অয়ং নাগরাজো ন ঈশঃ ? অপি ত্বীশ এব। নাগরাণামজো রাজা মহাবিনোদীত্যর্থঃ; "অজশ্ছাগে হরিব্রহ্মবিধুস্মরনৃপে হরেঃ" ইতি মেদিনী ॥

৭৯। গদং পীড়াম্,তীক্ষ্ণং রয়ং বেগম্,সৌরভস্য রভসেন বেগেন পরিভূতীভবৎ অমৃণালমুশীরং যতস্তথাভূতয়া মৃণাল-লতিকয়েব বাময়া ভুজয়া বাময়া মনোহরয়া। শতগব্যূতীনাং ব্যূত্যা সর্বতঃ সমসন্নিবেশসন্তত্যা ললিতম্; "গব্যূতিঃ স্ত্রী ক্রোশযুগম্" ইত্যমরঃ। ব্যূতিরিতি 'বেঞ্ তন্তুসন্তানে' ॥

৮০। আত্মকুলস্য নীতৌ স্বীয়কুলধর্মমর্যাদায়াং হেলা শৃঙ্গারসূচকভাববিশেষস্তদ্বতীঃ, রাগস্য তাৎপর্যমঙ্গসঙ্গস্তত্রৈব পর্যবসানভূতাঃ, ধর্মপ্রাধান্যেন নির্দেশস্তদাধিক্যদ্যোতকঃ, প্রভূতা প্রহ্বীঃ, অষ্টমো গ্রহো রাহুঃ, পরিপেশলমতিচতুরম্ ॥

কথায় অহহ অবিশ্বাস কর না। অনন্তদেব ধরে আছেন সাগর-দ্বীপ-পর্বতকুল সংযুক্ত সমস্ত পৃথিবী আর এই নাগররাজ (নাগরচূড়ামণি) সমর্থ হবে না একটি মাত্র পর্বত উঠাতে।'

৭৯। এইরূপ বলতে বলতে যেন স্বজনদের তীব্রপীড়া দূর করতে করতে তীক্ষ্ণ বেগ ধারণ করে সৌরভবেগে খস্‌খস্ তিরস্কারী, মৃণাল লতিকার মতো, মনোহর, আনন্দোচ্ছল বামভুজ জয়ারম্ভ পতাকাদণ্ডের মতো সটান উপরে উঠিয়ে তার উপরে স্বজনদের ভয় দূর করবার জন্য নিজ উত্তরীয় বস্ত্র উড়িয়ে দিলেন। অতঃ-পর দক্ষিণ করতলাগ্রের দ্বারা দক্ষিণ কটিতট আশ্রয় করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পুনরায় বললেন—'চতুর্দিকে দুই-শত ক্রোশ বিস্তারিত-সম সন্নিবেশযুক্ত-ললিত কমলছত্রের মতো সুন্দর এই ছত্রের নীচে প্রবেশ কর।'

৮০। অতঃপর রাহুগ্রস্ত চন্দ্র মণ্ডলের মতো রাসরসসরসকৃষ্ণতাদাত্ম্যরূপ রাহুগ্রস্ততা হেতু তিরোভূত-স্বভাবা কোনও গোপী কৃষ্ণ যেমন করেছিলেন ঠিক সেই ভাবে নিজ বংশীধ্বনির আকর্ষণে নিজের নিকট নিয়ে এলেন নিজের স্বাভাবিক বশীকরণ কৌশল মহিমায় গোকুলরমণী শ্রেষ্ঠগণকে যাঁরা স্বীয়কুলমর্যাদা অবহেলা-কারিণী, শৃঙ্গারসসূচক হেলাভাববিশিষ্টা, রাগের তাৎপর্যে অর্থাৎ অঙ্গসঙ্গে পর্যবসানভূতা এবং বিচিত্র অনন্ত সামর্থ্যের হেতুভূতা। অতঃপর তাঁদিকে প্রণয়-নীতি-স্পৃহাপুরঃসর তাঁর দিকে চেয়ে থাকতে দেখে রাসরসিকের মতো অতি চতুরতাসূচক হাসপরিহাসের সহিত এইরূপ বললেন—

৮১। 'সাধ্ব্যঃ স্বাগতমাস্যতাং কিময়ি বঃ ক্ষেমং সমাদিশ্যতাং
প্রেয়ো বঃ করবাম কিং কথমহো সর্ব্বাঃ সহৈবাগতাঃ।
হন্ত ব্যস্তসমস্তবেশবসনালঙ্কারবিন্যাসতো
যেয়ং কাঽপ্যনুমীয়তে সুমহতী সা বা ত্বরা বঃ কথম্॥

৮২। ঘোরেয়ং রজনী বনং চ সুমহদ্‌ঘোরং বনস্থা অমী
ঘোরা এব হি জন্তবঃ কথমিহ স্থেয়ং গণৈস্তাদৃশাম্।
তস্মাদ্‌গচ্ছত মন্দিরং কুসুমিতা ধৌতাঃ সুধাংশোঃ করৈঃ-
র্দৃষ্টাঃ কাননভূময়ঃ সুরভিণা বাতেন শীতীকৃতাঃ॥

৮৩। ন স্থেয়মত্র নিশি পঙ্কজপত্রনেত্রাঃ, স্ত্রীভিঃ সমং পরমধর্মবিদা জনেন।
ধ্যানাদ্‌গুণশ্রবণতো গুণকীর্ত্তনাদ্বা রম্যা যথা মম রতির্ন তথাঙ্গসঙ্গৈঃ॥'

৮৪। ইত্যেবং কৃষ্ণানুকৃতিকৃতিকৌশলশলত্তাদাত্ম্যতয়া তয়া কলমধুরং মধুরঞ্জি নিগদ্যাহমন্তর্দধামীতি

৮১। প্রেয়োঽতিপ্রিয়ম্॥

৮২। মন্দিরং ব্রজম্, বস্তুতস্তু লতামন্দিরম্। কুসুমিতা ভূময়ো দৃষ্টা এব, কিং পুনরতিদিদৃক্ষয়েতি ভাবঃ॥

৮৩। পরমতিশয়েনাধর্মবিদা অতিকামিনা ময়া জনেন সহ ন স্থেয়মিতি প্রকটঃ। পরমং ধর্মং বেত্তীতি তাদৃশেন ময়া সহ কিং ন স্থেয়ম্? অপি তু স্থেয়মেবেত্যান্তরোঽর্থঃ। অঙ্গসঙ্গৈর্যথা রতির্মম রম্যা, তথা ধ্যানাদিনা নেত্যান্তরোঽর্থঃ। প্রকটার্থঃ স্পষ্ট এব॥

৮৪। কৃষ্ণস্যানুকৃতিরনুকরণং তত্র কৃতিকৌশলং ক্রিয়ানৈপুণ্যং তস্মাদেব শলৎ প্রাপ্নুবত্তাদাত্ম্যং যস্তাসাং ভাব-

---

৮১। 'হে সাধ্বীগণ। স্বাগত। এসো। তোমাদের মঙ্গল তো। আদেশ কর, তোমাদের কি অতি প্রিয়কার্য করতে পারি? অহো সকলে একসঙ্গে দলবেঁধে কেন এসেছ? হায় হায় সকল বেশ-বসন-অলঙ্কারের অস্তব্যস্ততা দেখে এই যা কিছু অনুমান হচ্ছে, সেই সুমহতী ত্বরাই বা তোমাদের কিসের জন্য।

৮২। ভয়ঙ্কর এ-রজনী, বনও অতি ভয়ঙ্কর এবং বনস্থ এ-জন্তুসকলও ভয়ঙ্কর। কি করে তোমাদের মতো সুন্দরীদের এখানে থাকা সমুচিত হতে পারে? তাই বলছি, ঘরে যাও। ফুলে ফুলে ভরা, জ্যোস্নাধারায় ধোঁয়া সুগন্ধী বাতাসে শীতল এ কাননভূমি এইতো দেখে নিলে, আর পুনঃ বেশী দেখবার ইচ্ছা কেন!

৮৩। হে পঙ্কজনেত্রগণ! (বাইরের অর্থ) অতি কামী মাদৃশ জনের সংসর্গে স্ত্রীদের থাকা উচিত নয়। ধ্যান গুণশ্রবণ-গুণকীর্তন থেকে যেমন আমাতে রতি রম্যা হয়ে উঠে অঙ্গসঙ্গে তেমনটি হয় না। (ভিতরের অর্থ–) পরমধর্ম যাঁরা জানে মাদৃশ জনের সঙ্গে কেন-না তাঁদের থাকা উচিত হবে? ধ্যান-গুণশ্রবণ-গুণকীর্তন থেকে আমাতে রতি তেমন রম্যা হয় না, অঙ্গসঙ্গে যেমন হয়।'

৮৪। অতঃপর কৃষ্ণানুকরণ-ক্রিয়ানৈপুণ্য থেকে যেন পাওয়া, এরূপ তাদাত্ম্যের ভাবে কলমধুর মধু-

মনসি প্রতীতিমতী কৃষ্ণবদন্তর্দ্ধানলীলাং যদি তদানুচকার, তদা তস্যাশ্চেতরাসামপি সত্ত এব সহৈব তাদাত্ম্য-নিদ্রাভঙ্গঃ সমপত্ত ॥

৮৫। ততশ্চ প্রকৃতায়াং জাগ্রদ্দশায়াম্—

আয়াতং মনআদিভির্বিকসিতং নেত্রাদিভির্জীবিতং
সন্তাপেন সমুত্থিতং বত বিদা সংমূর্ছিতং চিন্তয়া।
ভূয়ঃ প্রাগিব কৃষ্ণমার্গণবিধৌ কামং কুরঙ্গীদৃশঃ
সর্বা দিক্ষু বিদিক্ষু দত্তনয়নাঃ কাতর্য্যমভ্যাযযুঃ ॥

৮৬। এবং বিস্মৃত-তন্ময়ীভাবা ভাবাধর্ষিরসা ধৈর্য্যবত্যোঽপি স্বয়মেব গচ্ছতাঽচ্ছতারহিতেন ধৈর্য্যেণ পর্য্যাকুলেক্ষণাঃ ক্ষণাদেব মরুদ্বেগেন নির্বাসসীব রসোরসোঽন্তরে ব্যক্তানীব পত্রাঙ্কুরাণি, কিংবা তাসামেব হৃদয়-স্থানি যানি তান্যেব নয়নবিবরেভ্যো নির্গত্য ভুবি নিপতিতানি, কিংবা বিপিনলক্ষ্মৈব স্বকরকমলেন লিখিতানি,

স্তত্তা তয়া মধুরং মধুরঞ্জি মধুতোঽপি স্বজকম্। তাদাত্ম্যনিদ্রাভঙ্গ ইতীতরাসাং তদ্বিরহেঽনুক্রিয়মাণে মূলবিরহস্যৈবো-দয়াৎ, অন্তর্হিতবত্যাস্তস্যাস্ত অনুকরিষ্যমাণস্য ততঃ পরস্য কৃষ্ণলীলান্তরস্যানুপলম্ভাত্তাসাং বিরহবৈকল্যেন স্ববৈকল্যাস্যা-প্যুত্থাপিতত্বাচ্চেতি বিবেচনীয়ম্॥

৮৫। প্রকৃতায়ামিতি পূর্বব্যাখ্যানুস্থ্যা পাকাবস্থাং পরিত্যজ্য পুনর্মধ্যমাবস্থাং প্রাপ্তে সত্যুন্মাদ ইত্যর্থঃ। বিদা জ্ঞানেন চিন্তয়া সংমূর্ছিতমভিব্যাপ্তম্; "সংমূর্ছনমভিব্যাপ্তিঃ" ইত্যমরঃ॥

৮৬। এবং বিস্মৃত তন্ময়ীভাবাস্তাঃ ক্ষণাদেব শ্রীকৃষ্ণচরণকমললক্ষ্মাণি লক্ষয়াঞ্চক্রুরিত্যন্বয়ঃ। ভা তন্ময়ীভাব-দশায়াং কান্তিবিশেষস্তস্যাবাধেঽপগমে সতি বিরসাস্তাদৃশসারস্যেনাপি রহিতা ইত্যর্থঃ। ধৈর্যবত্যোঽপি পরমাগ্রহেণ ধৈর্যং দধত্যোঽপি। অচ্ছতা যাথার্থ্যেন নৈর্মল্যং তদ্রহিতেন কৃত্রিমেণেত্যর্থঃ। রসা পৃথ্বী, তস্যা উরসোঽন্তরে বক্ষোমধ্যে মরুদ্-

রঞ্জি কণ্ঠে কথাগুলি বলবার পর আমি অন্তর্ধান করব' মনে মনে এরূপ স্থির করে ঐ গোপী যদি কৃষ্ণের মতো অন্তর্ধান লীলা অনুকরণ করলেন, তখন তাঁর এবং অন্যসব গোপীর সহসাই একসঙ্গে তাদাত্ম্যনিদ্রা ভঙ্গ হয়ে গেল।

৮৫। এইরূপে পাকাবস্থা পরিত্যাগ করে পুনরায় মধ্যাবস্থা প্রাপ্তি হেতু উন্মাদ দশাতে—

গোপীদের মনাদি ফিরে এল, নেত্রাদি প্রফুল্লিত হয়ে উঠল, চিন্তা জ্ঞানকে একেবারে আবৃত করে দিল—কুরঙ্গীনয়নাগণ সকলে পুনরায় পূর্বের মতো কৃষ্ণান্বেষণ-বিধিতে যথেচ্ছ দিক্‌বিদিকে তাকাতাকি করতে করতে কাতরতা প্রাপ্ত হলেন।

শ্রীকৃষ্ণচরণচিহ্ন দর্শনে গোপীদের প্রজল্প ঃ

৮৬। এইরূপে গোপীগণের পূর্বের কৃষ্ণ-তাদাত্ম্য ভাব ভুল হয়ে গেল। ঐ ভাবদশাতে প্রাপ্ত কান্তিবিশেষ চলে গেল। তাদৃশ সরসতাও আর থাকল না। গোপীগণ পরম আগ্রহে ধৈর্যকে ধরে রাখলেও উহা নিজে নিজেই চলে গেল। তাঁরা হয়ে পড়লেন কৃত্রিম ধৈর্যে ব্যাকুল নয়না। এমত অবস্থায় ক্ষণকাল মধ্যেই তাঁদের লক্ষ্য পড়ে গেল শ্রীকৃষ্ণচরণকমল চিহ্নের উপর। এ যেন বায়ুবেগে বিগলিত বসনা পৃথিবীর

কিংবা কমলজাদিভিরুপাসনার্থং বিলিখ্য রক্ষিতানি যানি, তান্যেব সপদি দিবো বিচ্যুতানি, কিংবা সরণিলতায়াঃ পার্শ্বদ্বয়বর্তীনি বিচিত্রাণি নবীনপত্রাণি শ্রীকৃষ্ণচরণকমললক্ষ্মাণি লক্ষয়াঞ্চক্রুঃ ॥

৮৭। লক্ষয়িত্বা চ ত্বাচমুদ্ধর্ষমুদ্ধর্ষয়ন্ত্যো ঝটিতি ঘটিতানন্দচমৎকারাঃ পরস্পরমূচুরিদম্, —'অহো মহোদয়োঽয়মস্মাকমতিসৌভাগ্যস্য, যতঃ,

ইতো ব্যাতন্বন্তি ধ্বজ-কমল-বজ্রাঙ্কুশময়ী-র্লসল্লেখালক্ষ্মীঃ পুরু পুরুষরত্নপ্রণয়িনীঃ।
করৈরামৃষ্টানি প্রকৃতিমধুরৈঃ শীতমহসা, পদানি ব্যক্তান্যাকলয়ত হরেঃ পঙ্কজদৃশঃ ॥

৮৮। কিঞ্চ নিম্না পার্শ্বে কিয়দিব শিখাস্বঙ্গুলীনাং চ কিঞ্চি-
ন্মধ্যোত্তানা ললিতসিকতাকোমলায়াং পদব্যাম্।
চিত্রাম্ভোজাদিভিরিহ হরের্ভাতি পাদাঙ্কলেখা
সীমন্তস্য ক্ষিতিমৃগদৃশো বালপাশ্যালতেব ॥

বেগেনৈব নির্বাসসি বিগলিতবসনে পত্রাঙ্কুরাণীতি পৃথ্ব্যাস্তাদৃশসৌভাগ্যোদয়েন শ্লাঘাবিবক্ষয়া। তাসামেবেতি তদানীং যত্র যত্র নেত্রাণি পতিতানি, তত্র তত্রৈব চিহ্নানীতি তেষাং বৈভববিবক্ষয়া, বিপিনলক্ষ্মেতি তেষাং সুবলিতত্ব সৌন্দর্যয়োর্বিবক্ষয়া, কমলজাদীতি তেষাং মাহাত্ম্যবিবক্ষয়া, বিচ্যুতানীতি তাসাং বৈকল্যদর্শনব্যাকুলানাং তেষাং তত্রাসাবধানত্বাদিতি ভাবঃ। সরণীতি তেষামন্যসৌন্দর্যসম্পাদকত্ববিবক্ষয়োৎপ্রেক্ষা ॥

৮৭। ত্বাচং ত্বক্সম্বন্ধিনমুদ্ধর্ষং রোমাঞ্চমিত্যর্থঃ, উদ্ধর্ষয়ন্ত্যা উচ্চৈঃ প্রগল্‌ভয়ন্ত্যাঃ; 'ঞিধৃষা প্রাগল্‌ভ্যে' ণ্যন্তঃ। শীতমহসা চন্দ্রেণ কর্ত্রা করৈঃ কিরণৈঃ প্রদীপৈরিবামৃষ্টানি সম্যগুজ্জ্বলীকৃতানীত্যর্থঃ। কীদৃশানি ? ধ্বজাদিময়ীর্লসদ্রেখাসম্পত্তীর্ব্যাতন্বন্তি বিখ্যাপয়ন্তি। পুরু যথা স্যাত্তথা কলয়ত ॥

৮৮। পার্শ্বে অঙ্গুলীনাং শিখাসু চ কিয়দিব নিম্না; কিঞ্চিন্মধ্যপ্রদেশে উত্তানা। ননু তর্হি তত্রত্যানামঙ্কানাং কথং ব্যক্তিরত আহ—সিকতা ইতি। তথাপি সিকতাসু প্রায়োঽবগাঢ়তয়া তদ্ব্যক্তিরিতি ভাবঃ। পাদাঙ্কলেখা চরণ-

---

বক্ষো মধ্যে প্রকাশিত পত্রাঙ্কুর শ্রেণী, কিম্বা যা তাঁদের হৃদয়মধ্যে লুক্কায়িত ছিল তাই নয়নছিদ্র পথে বিগলিত হয়ে ভূমিতলে নিপতিত, কিম্বা বনলক্ষ্মীরই স্বকরকমলের লেখা, কিম্বা ব্রহ্মাদি দেবতাগণ উপাসনার জন্য যা অঙ্কিত করে রেখেছিল তাই সহসা আকাশ থেকে বিচ্যুত, কিম্বা পথলতার পার্শ্বদ্বয়বর্তী বিচিত্র নবীন পত্রাবলী।

৮৭। এই চরণচিহ্ন লক্ষ্য করে গোপীগণ আনন্দচমৎকার লাভ করলেন। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গে রোমাঞ্চ ধারণ করে উচ্চ প্রগল্‌ভ বাক্যে পরস্পর এইরূপ বলাবলি করতে লাগলেন—

'অহো এ আমাদের অতি সৌভাগ্যের মহান্ উদয়। কারণ এই তো এখানে চন্দ্র-বিকিরিত স্বভাব মধুর কিরণে হরির চরণচিহ্ন অতি উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশিত হয়ে আছে। এ বিশেষভাবে প্রকাশ করছে ভক্ত শিরোমণিগণের প্রীতির বস্তু ধ্বজ-কমল বজ্রাঙ্কুশময়ী দীপ্ত রেখা সম্পত্তি। হে পঙ্কজনয়নাগণ ! এই সুস্পষ্ট চরণকমলচিহ্ন প্রাণভরে দেখে নেও।

৮৮। আরও, এ চরণচিহ্ন ললিত কোমল বালুকাময় পথে পড়ে গোঁড়ালী-ডগাতে একটু নীচু, আর পদতলের মধ্যভাগে একটু যেন উঁচু মনে হচ্ছে। এই স্থানে এই বিচিত্র কমলাদির দ্বারা ধরণীদেবীর কেশ-

৮৯। যত্র হি— ধ্বজঃ সর্বোৎকর্ষে কমলমবনীং শীতলয়িতুং
পবির্নোহত্যর্থং হৃদয়খননায়াঙ্কুশমিদম্।
অথৈষামন্যোন্যং বিসদৃশগুণানামপি সহ-
স্থিতিঃ শোভাং ধত্তে হরতি চ মনো লোচনবতাম্॥

৯০। কিঞ্চ, অহো মাধুর্য্যাণামহহ মহিমা তচ্চরণয়ো-
র্যদঙ্কেঽপি ক্ষৌণ্যামপতদিহ মুগ্ধো মধুকরঃ।
প্রসূনানাং ধূলৌ ভবতি বিমুখো নাস্য তদয়ং
মহাভাগো মন্যে জয়তি পরমো ভাগবতবৎ॥

৯১। ধন্যা ধূলিরিয়ং ধুনোতি ধরণেদুঃখং ধুনীতেতরাং
ধীরাণাং ধুরমংহসো ধৃতিমতাং ধৈর্য্যাধ্বরধ্বংসিনী।
শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দতলয়োর্যামিন্দিরা-সুন্দরী
নন্দীশোঽপ্যরবিন্দজোঽপি দিবিষদ্বৃন্দৈঃ সমং বন্দতে॥

৯২। তদ্বয়মপি চোরসি রসিকশেখরস্য রস্যতমামিমামিদানীমতিদুরন্ত-সন্তত-সন্তাপতাপহারকৃতে

চিহ্নশ্রেণী॥

৮৯। ধ্বজ ইতি মহাগর্ববত্ত্বম্, কমলমিতি কৃপালুত্বম্; পবিরিতি নির্দয়ত্বম্, অঙ্কুশমিতি তত্রাপ্যতিক্রৌর্যম্। তস্য পাত্রভেদে কয়াচিদ্বামপ্রখরয়া সমর্থিতম্। কিঞ্চৈতদত্যাশ্চর্যমিতি দক্ষিণপ্রখরা আহুঃ—অথৈষামিতি॥

৯০। তদুপবিষ্টং কমপি ভ্রমরমালক্ষ্যাহুঃ—অহো ইতি॥

৯১। ধীরাণামংহসো দুঃখস্য ধুরং ভারং ধুনীতে খণ্ডয়তি। ধৃতিমতাং ধৃতিং দিধীর্ষতামিত্যর্থঃ॥

৯২। রস্যতমামিমাং ধূলীমুরসি বিদধামঃ। অতিদুরন্তঃ সন্ততঃ সন্তাপো যাসাং তাসাং ভাবস্তত্তা, তস্যা অপহারকৃতে দূরীকরণার্থম্॥

পাশ-সিঁথির মতিলহরের শোভা যেন সৃজিত হয়েছে।

৮৯। যত্র হি—এই চরণচিহ্নের মধ্যে পতাকা সর্বোৎকর্ষে, কমল অবনীকে শীতল করতে, বজ্র হত্যার্থে, আর অঙ্কুশ হৃদয় খননে নিয়োজিত। অতঃপর বলবার কথা এই যে এরা পরস্পর বিরুদ্ধ গুণ ধারণ করলেও এদের সহবাস কিন্তু শোভাই ধারণ করছে এবং চক্ষুষ্মানগণের মন হরণও করছে।

৯০। আরও, অহো এই চরণমাধুর্যের অহহ কি অদ্ভুত মহিমা। এর চিহ্নেও মধুকর মুগ্ধ হয়ে এই ধূলিতে পড়ে আছে। পুষ্পের রেণুতে কখনও যদি-বা এরা বিমুখ হয়, কিন্তু এই ধরণীর ধূলিতে হচ্ছে না। তাই মনে হয় এ-মধুকর মহাভাগ্যবান,—পরম ভাগবতের মতো সর্বোৎকর্ষে বিরাজমান।

৯১। শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দ তলের এই ধূলি ধন্য। এ ধরণীর দুঃখ দূর করে, ধৈর্যশালী ব্যক্তিগণের ধৈর্য যজ্ঞ ভঙ্গ করে। লক্ষ্মীদেবী-শিব-ব্রহ্মাও দেবতাগণের সঙ্গে এর বন্দনা করেন।

৯২। অতএব ইদানীং অতি দুরন্ত হয়ে উঠা; সদা লেগে থাকা দুঃখতাপ দূর করবার জন্য আমরাও

বিদধামো ধূলিম্' ইতি কয়াচিদুক্তে কাচিদপরা পরামর্শবতী নিজগাদ ॥

৯৩। 'ধূলিগ্রহণতো বিরম্যতাম্, রম্যতাং মাস্যাঃ পদপদব্যা বিলোপয়ন্তভবত্যঃ, একৈকশঃ পরামর্শেন বিলোচনতো বিলোচনতোষকারীণ্যেব সন্তিমানি, মা নিলোড়য়ত করাভিঘাতেন' ইতি তান্যেব নিভালয়ন্ত্যঃ সহ নীতায়া নীতায়ামিসৌভাগ্যরসায়া রসায়া দিবোঽপি দুরাপায়াঃ কস্যাশ্চিৎ প্রিয়তমায়া মায়ারহিতহিতসৌহৃদায়া হৃদায়াত-বল্লভপ্রণয়সৌলভ্যলভ্যমানমানায়াঃ সহজপ্রণয়সুখারাধায়া রাধায়াশ্চরণলাঞ্ছনানি লাঞ্ছনানি সৌভাগ্য-বিশেষস্যেব বিলোক্যাহুঃ ॥

৯৪। 'অহো কিমিদম্—

একস্যামিব লতিকামতল্লিকায়াং, বৈজাত্যং কিসলয়সন্ততের্যদেতৎ।

ভাবিন্যাঃ প্রিয়পদলাঞ্ছনানি যদ্বৈ দৃশ্যন্তে প্রিয়পদলাঞ্ছনাঙ্কিতানি ॥

৯৫। কিঞ্চ, যথাস্যাঃ পাদাব্জপ্রতিকৃতিততিঃ কৃষ্ণপদয়োঃ

পদৈঃ সার্দ্ধং শ্রেণীভবনরুচিরেয়ং বিলসতি।

৯৩। পদপদব্যাশ্চরণচিহ্নপথস্য রম্যতাং মা বিলোপয়ন্ত, একৈকশো ভবতীনাং সর্বাসাং মধ্যে একৈকশঃ প্রত্যেক-মেব পরামর্শেন বিলোচনতঃ 'ধ্বজোঽয়ম্, অঙ্কুশঃ খল্বয়ম্' ইতি বিচারেণাবলোকাদিত্যর্থঃ। নিলোড়নং বিলায়নম্। নীতঃ প্রাপ্তঃ, আযামী সৌভাগ্যরসো যয়া তস্যা হৃদি স্ববক্ষসি আয়াতঃ সম্যক্ প্রাপ্তো যো বল্লভস্তস্য প্রণয়সৌলভ্যেন লভ্য-মানঃ প্রাপ্যমাণো মানো গর্বো যয়া তস্যাঃ ॥

৯৪। লতিকামতল্লিকায়াং প্রশস্তলতায়াং সরণ্যামিত্যর্থঃ। কিসলয়সন্ততেঃ পল্লবকুলস্য বৈজাত্যং বামদক্ষিণতো বিজাতীয়াকারত্বম্ ॥

রসিকশেখরের অতি আস্বাদনীয় এই ধূলি বক্ষস্থলে ধারণ করব।' এরূপ কেউ বললে অন্য কোনও একজন বিচার-শক্তি সম্পন্না গোপী বললেন—

রাধাচরণচিহ্ন দর্শনে গোপীদের প্রজল্প ঃ

৯৩। 'আরে থামো, ধূলি গ্রহণ রাখ। এ-চরণচিহ্নপথের রমণীয়তা মুছে দিও না। প্রত্যেকেরই এক এক করে পুঙ্খানুপুঙ্খ দর্শন থেকে এ-চরণচিহ্ন হয়ে উঠুক তোমাদের সকলের নয়ন সন্তোষকারী। হাতের দাপাদাপিতে একে তছনছ করে দিও না।' এই কথা মতো পথের দিকে নয়ন মেলে চলতে চলতে তাঁরা এক স্থানে দেখতে পেলেন, কৃষ্ণ সঙ্গে নীতা-উচ্ছলিত সৌভাগ্যরস প্রাপ্তা-স্বর্গেও দুষ্প্রাপ্য মঙ্গলময় সৌহার্দে বদ্ধা-স্ববক্ষে সম্যক্ প্রাপ্ত বল্লভের প্রণয় সুলভে প্রাপ্তি হেতু গর্বিতা এবং সহজ প্রণয়ে সুখে কৃষ্ণারাধন রতা রাধার চরণচিহ্ন কলঙ্কিতকারী এক চরণচিহ্ন, যাকে সৌভাগ্যবিশেষরূপ দর্শন করেই বলে উঠলেন—

৯৪। 'অহো এ কি—এ যেন একই প্রশস্ত লতাতে পল্লবচয় বিপরীত ভাবে বিন্যস্ত। এ যে দেখা যাচ্ছে, হায় হায়, এক সুন্দরীর প্রীতিজনক পদচিহ্ন তার প্রিয়তমের পদচিহ্নের সহিত মিলেমিশে সহবাসে আছে।

৯৫। যে ভাবে রাধার পদকমলচিহ্নশ্রেণী শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্নের সহিত শ্রেণীকৃত ভাবে রমণীয় হয়ে

তথা মন্যে প্রেয়োভুজশিরসি দত্ত্বা ভুজলতাং
কৃতালম্বাঽয়াসীদিব মদগজেনোন্মদগজী ॥

৯৬। তদিয়মেব কেবলং বলং বহতি সৌভাগ্যস্য যদয়মদয়মতিরপহায় হা যতমানা মানাপহারেণাপি তদনুগভয়ে নস্তামেকামেব কামে বদ্ধমতিরপহ্নুত্য রমতে ॥'

৯৭। ক্ষণং বিচিন্ত্য পুনরুচিরেঽর্চিরেণ—

'ধন্যেয়ং জগতীগতোন্নতবধূরত্নেষু রত্নোত্তমং
সৌভাগ্যোৎসবভূঃ প্রভূতসুকৃতা রাধৈব নির্দ্ধারিতা।
জ্যোৎস্না চন্দ্রমসং বিনা পিকগিরাং লক্ষ্মীর্বসন্তং বিনা
বিদ্যুদ্বারিধরং বিনা ন ভবিতুং সম্ভাবনামর্হতি ॥'

৯৮। ইতি নিশ্চিতে চন্দ্রাবলী-সখী মুখবিজিতপদ্মা পদ্মা গুণশ্যামাং শ্যামাং প্রাহ,—'অয়ি শ্যামে! স্বপক্ষপক্ষপাতিতা পাতিতা খলু তয়া, যতস্তদেকমাত্রজীবনাং বনান্তরে ভবতীং নির্মাল্যমিব বিহায় হা যযৌ

৯৫। শ্রেণীভবনরুচিরা শ্রেণীভাবেন রুচিরা, ভুজলতাং দক্ষিণভুজম্ ॥

৯৬। তদনুগতয়ে তস্যা এবানুগতিং প্রাপ্তুং নোঽস্মান্ মানাপহারেণ নিরাদরেণাপি অপহায় পরিত্যজ্য যতমানা-স্তৎপ্রাপ্ত্যর্থং যত্নবতীরপ্যস্মানিত্যানেন তামযতমানামপীতি ব্যঞ্জিতম্; যদ্বা, মানাপহারেণাপি তদনুগতয়ে নিজাদরালাভে-নাপি তদনুগতার্থমিত্যর্থঃ। তামপহ্নুত্য চোরয়িত্বা ॥

৯৭। প্রভূতসুকৃতা প্রচুরপুণ্যা জ্যোৎস্নেতি তেন বয়ং কদাচিত্তৎসঙ্গবত্যোঽপি জ্যোৎস্নাদ্যুপমানযোগ্যা ন ভবিতুং প্রভবাম ইতি ভাবঃ। জ্যোৎস্নাদিভির্বিনা চন্দ্রাদীনামপি ন সাফল্যমিতি তয়া বিনা নৈব তস্য শোভেতি চ ভাবঃ। তত্র জ্যোৎস্নাচন্দ্রাভ্যাং তয়োর্মাধুর্যম্, পিকগীর্বসন্তাভ্যাং সাদ্গুণ্যং বিদ্যুদ্বারিধরাভ্যাং সৌরূপ্যঞ্চ বর্ণিতম্ ॥

৯৮। ইতি নিশ্চিতে সুহৃৎপক্ষে সৌভাগ্যাতিশয়ে নির্দ্ধারিতে সতীত্যর্থঃ। সপক্ষস্য পক্ষপাতিতাঽনুকূল্যং পাতিতা

শোভা পাচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে রাধা প্রিয়ের স্কন্ধে দক্ষিণ ভুজলতা ধারণ করে মদমত্ত গজের সহিত মদমত্ত-গজীর মতো চলছিলো।

৯৬। অতএব কেবল রাধাই একমাত্র সৌভাগ্যের সার ধারণ করে থাকে। কারণ কৃষ্ণ তারই আনু-গত্য পাওয়ার জন্য নিষ্করুণ কামে বদ্ধমতি হয়ে কৃষ্ণলাভে যত্নবতী মাদৃশ জনদের অনাদরে ফেলে রেখে একা তাঁকেই চুরি করে নিয়ে গিয়ে বিহার করে বেড়াচ্ছে।

৯৭। ক্ষণভর চিন্তা করে পুনরায় পট্ করে বলতে লাগলেন—'এই রাধা ধন্যা। এই সংসারে উচ্চ-কোটি বধূরত্নের মধ্যে সৌভাগ্যোৎসব স্থলী ও অতি সুকৃতিসম্পন্না রাধাই রত্নোত্তম বলে নির্দ্ধারিতা। চন্দ্রমা বিনা জ্যোৎস্না, বসন্ত বিনা পিকনাদ শোভা এবং জলধর বিনা বিদ্যুৎ থাকার সম্ভাবনা যুক্তিযুক্ত নয়। তেমনই কৃষ্ণচন্দ্র বিনা রাধার থাকাও কল্পনা করা যায় না।

৯৮। এইরূপে সুহৃদ্পক্ষের দ্বারা রাধার সৌভাগ্যাতিশয় নির্দ্ধারিত হয়ে গেলে চন্দ্রাবলীর সখী মুখ-সৌন্দর্যে পদ্মজয়ী পদ্মা গুণশ্যামা শ্যামাকে বললেন—

সর্বদয়িতং দয়িতং তমপহৃত্য স্বয়মেকৈব রন্তুমহো ত্বয়ি তৎসৌহৃদং হৃদন্তরগামি ন ভবতি ॥'

৯৯। শ্যামাহ,—'পদ্মে সহজমৎসরমতে সর মতেরকৌশল্যাৎ শৃণু তাবৎ—

সা কৃষ্ণপ্রণয়োৎসবামৃতরসস্রোতস্বতীস্রোতসী
ক্ষিপ্তাঙ্গী শিশুতাবধি স্ববপুষি স্বাচ্ছন্দ্যহীনা বপুঃ।
যত্র ক্বাপি মহারয়েণ মহতা তচ্ছ্রোতসা নীয়তে
তস্মাদ্বারয়িতুং ন পারয়তি সা শৈবালবদ্ভাসতে ॥

১০০। তদিয়ং নাক্ষেপণীয়া পণীয়া হি সর্বতোভাবেন —

জাতং সহৈব বপুষা সহ বর্দ্ধমান-মৈক্যেন নো পৃথগিতি প্রতিপদ্যমানম্।
আসাদ্য কালমুপকোষমসৌ ত্যজন্তী, নৈবাপরাধ্যতি হি গন্ধফলী কদাপি ॥

খণ্ডিতা, তয়া ত্বৎসুহৃদা রাধয়া। সর্বা এব দয়িতা বল্লভা যস্য তম্। দয়িতমিতি পরমদক্ষিণনায়কস্য তস্যানভিপ্রেতাচরণাদ্বিপ্রিয়ৈব সেত্যপি সূচিতম্। একৈব রন্তুমেবেত্যনেন তস্যাস্তস্মিন্ কাম এব, ন তু প্রেমেত্যপি ধ্বনিতম্। অহো আশ্চর্যমেতৎ কামমাহাত্ম্যং যতস্তস্যাঃ সৌহৃদং ত্বয়ি হৃদন্তরগামি মনোঽন্তর্বর্তি ন ভবতি, কিন্তু বাহ্যমেবেত্যর্থঃ ॥

৯৯। সহজৈব মৎসরমতির্যস্যা হে তথাভূতে ! সর মৎসাম্মুখ্যাদপসর। তত্র হেতুঃ-মতেরকৌশলস্যাদিতি তব মতিরমঙ্গলা দুষ্টৈবেত্যর্থঃ। শৃণু তাবদিত্যয়মর্থঃ-তস্যাঃ স্বচেষ্টিতস্য সর্বস্য স্ববুদ্ধিপূর্বকত্বে সতি তদুক্তং সম্ভবেদপি, তস্যাস্তু স্বপ্রেমাধীন প্রিয়তম-পরতন্ত্রায়াস্তথা কিমপি নৈবেত্যত আহ—সা ইতি। স্বাচ্ছন্দ্যহীনেতি কৃষ্ণবশমেব তদ্বপুরিতি ভাবঃ ॥

১০০। পনীয়া স্তব্যা। গন্ধফলী চম্পকঃ, উপকোষং কোষবহির্বর্তি পুটকম্। তৎপুষ্টিপ্রাপণায় উপকোষ এব

'অয়ি শ্যামে ! স্বপক্ষ তোমাদের প্রতি আনুকূল্য করা একেবারেই ছেড়ে দিলো যে রাধা। যেহেতু তদেকমমাত্র জীবন তোমাদিকে নির্মাল্যের মতো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হায় হায় বনান্তরে চলে গেলো সকলেই যার বল্লভা সেই দয়িতকে চুরি করে স্বয়ম্ একাই রমণ করবার জন্য। অহো কি আশ্চর্য ! তোমাদিগেতে রাধার যে সৌহার্দ্য, তা তাঁর অন্তরের ব্যাপার নয়, লোক দেখানো মাত্র।'

৯৯। শ্যামা বললেন—'পদ্মে, ওগো সহজমৎসরমতে ! বুদ্ধির চাতুর্যহীনতা থেকে বেরিয়ে এস। সব কিছু শোন—

রাধিকা কৃষ্ণপ্রণয়োৎসবামৃতরসরূপ নদীর প্রবাহে নিজ দেহ শিশুকাল থেকেই নিক্ষেপ করে রেখেছে। নিজদেহ সম্বন্ধে সে স্বাতন্ত্র্যহীনা। তাই ঐ নদীর মহান্ স্রোতে তাঁর দেহ মহাবেগে যে কোন স্থানেই ভাসিয়ে নিয়ে যাক্ তার থেকে নিজেকে ধরে রাখতে সমর্থা নয় সে। শৈবালের মতো ভাসতে থাকে।

১০০। তাই বলছি, রাধা নিন্দার যোগ্যা নয়। এ সর্বতোভাবেই স্তব্যা।—

গন্ধফলী আর তার উপকোষ একই সঙ্গে জন্মেছে, একই সঙ্গে বেড়ে উঠেছে এরা যে পৃথক নয় এ নির্ধারিত সত্য। সময় এসে গেলে গন্ধফলী উপকোষ ছেড়ে দেয় এতে সে কখনও অপরাধ লিপ্ত হয় না। (একথার ধ্বনি, গন্ধফলিকে পুষ্টি পাওয়াবার জন্য উপকোষ নিজেই খুলে পড়ে যায়—এতে গন্ধফলীর কি দোষ। কাজেই রাধার দোষ কোথায় ?)

১০১। তেন সময়ে প্রাণতুল্যা অপি সখীস্ত্যজন্ত্যা ন খলু রসবত্যা সৌহার্দতো হীয়তে ॥

১০২। অন্যা আহুঃ,— 'শ্যামে ! সপক্ষা হি সপক্ষাঙ্গিতং কদাপি নেক্ষন্তে, তেন ত্বয়া ত্বযাতযামপ্রণয়-য়েদমুক্তং যুক্তম্। বস্তুতস্তু তস্যাঃ প্রধানতয়া নেদমধ্যবসিতং সিতম্। যতো নিষ্কৃপেয়ং পেয়ং সর্বগোপরমণী-মণীনাং কৃষ্ণস্য তমধরমধরয়ন্তী চকোরীং স্বয়মেকৈব পিবতি। তদিমানি মা নিতান্তসন্তোষকারীণি তস্যাঃ পদ-চিহ্নানি' ইতি তানি নয়নসুখাস্পদানি পদানি বিলোকয়ন্ত্যো যন্ত্যো ভাবশাবল্যং ভাবশাবল্যং তদনুসারেণ ললিতং চলন্ত্যঃ কিয়দ্দূরেঽদূরেণুষু দৃষ্টিম্ ॥

১০৩। দত্তদৃষ্টয়স্তত্র তা বধূপদানি ধূপ-দানি নালোক্য বিতর্কয়ামাসুঃ,—

'অহো কিমিদম্—

আলোক্যতে ন রমণীপদলক্ষ্মলক্ষ্মী, রম্যাণি ভান্তি পরমত্র হরেঃ পদানি।
আং জ্ঞাতমাং খরতৃণাঙ্কুরখিন্নপাদা-,মুন্নীয় বক্ষসি বধূময়মত্র যাতঃ ॥

ততো নিষ্পততি, তস্যাঃ কো দোষ ইতি ভাবঃ। ততশ্চাস্মাকমেব সুখসম্পত্তিরিয়মিতি সূচিতম্।।

১০১। সময়ে সুরতসম্বন্ধিনীতি ভাবঃ ।।

১০২। অন্যা ইতি চন্দ্রাবলীসপক্ষাঃ, তেন হেতুনা ত্বয়া ত্বযাতযামোঽজীর্ণঃ প্রণয়ো যস্যাস্তয়া সিতং বদ্ধম্, অধ-রয়ন্তী পানপরিপাট্যা ন্যক্কুর্বতী। ইতি তানীতি রাধাসপক্ষা এবেতি জ্ঞেয়ম্। ভাবশাবল্যং হর্ষ গর্ব-প্রণয়-কোপ-দৈন্যাদি-ভাবসম্মর্দং যন্ত্যঃ প্রাপ্নুবত্যঃ, অতএব তাদৃশসঞ্চারিভাবানাং ভা-বশেন প্রকাশবশেনাবল্যং তদযথা স্যাত্তথা, তেষাং চরণ-চিহ্নানামনুসারেণ চলন্ত্যো রেণুষু দৃষ্টিমদুঃ ।।

১০৩। ধূপদানি সন্তাপখণ্ডকানি, 'তপ ধূপ সন্তাপে'। রমণীপদলক্ষ্মলক্ষ্মীর্নালোক্যতে ।।

১০১। অতএব প্রাণতুল্যা হলেও সময়ে সখীগণকে ত্যাগ করলেও রসবতী রাধা কখনও সৌহার্দ থেকে চ্যুতা হয় না।

১০২। চন্দ্রাবলীর অন্য এক সখী বললেন—'শ্যামে। স্বপক্ষা কখনও স্বপক্ষার দোষ দেখে না। সেই হেতু তোমাদের মতো নিত্যনবপ্রণয়বতীদের পক্ষে এরূপ বলা যুক্তিযুক্তই। বস্তুতস্তু সেই মুখ্যার পক্ষে এরূপ ব্যবহার ঠিক নয়। কারণ নিষ্করুণ এ সর্বগোপরমণীদের পেয় কৃষ্ণ অধরামৃত স্বয়ম্ একাই পান করছে— এমন পরিপাটিতে যে চকোরীও ধিক্কৃত হয়ে যাচ্ছে। তাই রাধার এই পদচিহ্ন সকল একেবারেই হর্ষপ্রদ নয় আমা-দের চোখে'—এ কথার পর রাধা-সপক্ষাগণ নয়নসুখাস্পদ চরণচিহ্ন দেখতে দেখতে হর্ষগর্বাদি ভাবশাবল্য প্রাপ্ত হতে হতে তদনুসারে আগত সঞ্চারিভাবের প্রকাশবশে শিথিল দেহে ললিত গতিতে চলতে চলতে কিছুদূরে ধূলিতে দৃষ্টি দিলেন।

১০৩। তাকিয়ে তাকিয়ে সন্তাপদূরকারী বধূ পদচিহ্ন তথায় দেখতে না পেয়ে তাঁরা বিচার করতে লাগলেন—'অহো এ কি—

রমণীপদচিহ্ন দেখা যাচ্ছে না তো, হরির পরমরমণীয় পদচিহ্নশ্রেণীমাত্র শোভা পাচ্ছে এখানে। অহো বুঝলাম— তীক্ষ্ণ তৃণাঙ্কুরে খিন্নপাদা বধূকে বক্ষে উঠিয়ে নিয়ে চলেছেন এখানে হরি।

১০৪। নিশ্চিতমেবৈতৎ—

উরসা সরসায়িতেন রামাং, বহতস্তত্তরতো বতেশ্বরস্য।

পদপঙ্কজলক্ষণানি নিম্না-,ন্যবনৌ কোমলবালুকাচিতায়াম্ ॥

১০৫। তদয়ি দয়িতে কৃষ্ণস্য অনুভবানুভবার্জিতসুকৃতকৃতসৌভাগ্যগরিমাণং মধুরিমাণং মধুকরীব মদকরিবরারূঢ়া রূঢ়ানুরাগতোঽগতোৎসবাসি সর্বদা সর্বদাতরি প্রিয়ে পিপ্রিয়েঽপি সৌভাগ্যবতী ভবতী ॥

১০৬। সহায়াতং দৃষ্টঃ সহ স হরিরশ্রাবি চ সমং
তদালাপো রূক্ষস্তদনু সহ লব্ধো রতিরসঃ।
ইদানীং কৃষ্ণস্ত্বাং বহতি তৃণকল্পাংস্ত্যজতি নঃ
ফলেনৈব ব্যক্তং ভবতি সুকৃতং দুষ্কৃতমপি ॥

১০৭। তদহো তব পদানামবলোকতোঽনবলোকনমেব নো দুঃখাকরমভূৎ ॥'

১০৪। ঈশ্বরস্য বোঢ়ুং সমর্থস্য ॥

১০৫। অয়ি কৃষ্ণস্য দয়িতে ! অনুভবং প্রতিজন্ম অর্জিতৈঃ সুকৃতৈঃ কৃতং নিষ্পাদিতং সৌভাগ্যগরিমাণমনুভব উপলভস্ব। রূঢ়াদনুরাগতো হেতারগতোৎসবা ত্বমসি প্রিয়ে বিষয়ে ভবতী পিপ্রিয়ে অপীত্যেতদেব সম্ভাব্যতে ইত্যর্থঃ ॥ (১০৬)

১০৭। অবলোকতঃ সকাশাদনবলোকনমিতি তত্র ততোঽপি সৌভাগ্যপ্রাকট্যোপলব্ধেরিতি ভাবঃ। দুঃখাকরমিতি চন্দ্রাবল্যাদি-মুখম্লানিমালক্ষ্য স্বেষাং তদৈক্যমারোপয়িতুং তটস্থানামুক্তিঃ। ইবেত্যুৎপ্রেক্ষায়াম্,বস্তুতঃ শ্রমভাব ইত্যর্থঃ। বক্ষস্থলস্থাং লক্ষ্মীং পরিভবিতুং শীলং যস্যাঃ সা ॥

১০৪। হ্যাঁ হ্যাঁ এ কথাই ঠিক, তাঁর দ্বারাই রসায়িত বক্ষে তাঁকে বহন করে নিয়ে চলেছে। অহো ঐ তো সেই ভারে ঈশ্বরের পদপঙ্কজশ্রেণী কোমল বালুকাময় ভূমিতলে ঢুকে ঢুকে গিয়েছে।

১০৫। তাই বলছি, হে কৃষ্ণদয়িতে ! জন্মে জন্মে অর্জিত সুকৃতিদ্বারা সম্পাদিত সৌভাগ্য গৌরবের অনুভব তুমি তেমনই পেয়েছ, যেমন পেয়ে থাকে মদমত্ত গজেন্দ্রারূঢ়া ভ্রমরী মধুরিমার আস্বাদন। আরও, রূঢ়ানুরাগ থেকে আগত উৎসবে তুমি সদা মত্ত আছ নিশ্চয়ই, আরও এরূপ সম্ভাবনাও করা যায়, সব কিছু দানকারী প্রিয়তম সম্বন্ধে সৌভাগ্যবতী তুমি পরমতৃপ্তা হয়ে গিয়েছ।'
(চন্দ্রাবলীর মুখে ম্লানিমা দেখে তাঁর সঙ্গে ঐক্য আরোপ করার ইচ্ছায় তটস্থাদের উক্তি –)

১০৬। এক সঙ্গে এলাম, একসঙ্গে সেই হরিকে দর্শন করলাম, একসঙ্গে তাঁর সেই রূঢ় আলাপ শুনলাম এবং তৎপর একসঙ্গে রতিরস লাভ করলাম। ইদানীং সে তোমাকে বক্ষে করে নিয়ে বেড়াচ্ছে, আর আমাদের তৃণকল্প ত্যাগ করেছে। সুকৃতি দুষ্কৃতি ফলের দ্বারাই প্রকাশ পায়।

১০৭। তাই বলছি, অহো তোমার শ্রীচরণকমলচিহ্ন দর্শন থেকে অদর্শনই আমাদের বেশী দুঃখের আকর হল।

১০৮। ইতি পুনঃ কিয়দ্দূরং গত্বা পুনর্নির্বর্ণ্য 'অহো তদ্ভরবহনাসহনাসন্নপরিশ্রমেণেব বক্ষঃস্থলস্থ-লক্ষ্মীপরিভাবিনী ভাবিনী সেহ সমুত্তারিতা। উত্তার্য্য চ শ্রান্ত ইব তামভিমুখীকৃত্য তস্থৌ, পশ্যত পশ্যত—

অন্যোন্যাভিমুখস্থিতে সুভগয়োর্দ্বে দ্বে পদোর্লক্ষ্মণী
দৃশ্যেতে যদহো রহস্যকথানাসক্তে ইবেত্যাহিতম্।
অন্যোন্যাংসবিষক্ত-বাহুগমনক্ষোভাদিব শ্রান্তয়ো-
লীলালস্যবয়স্যভাবপিশুনং নির্বূঢ়মালিঙ্গনম্॥'

১০৯। ইতি তর্কয়ন্ত্যো বিপক্ষপক্ষপাতিন্যঃ প্রসূয়াসূয়ামিব নির্হেতু-বরতুবর-ভাব কঠোরতাপন্নমনসো বভূবুঃ॥

১১০। সপক্ষপক্ষপাতিন্যস্তু সহজসৌহৃদহৃদয়ালুতয়া তস্যাঃ সৌভাগ্যবিশেষবিলোকনতঃ কনতঃ সক্ষণাঃ ক্ষণাদেব নির্বাণবাণবেধসদৃশবিরহানলা ন লাঘবমাত্মনো বিদুঃ প্রত্যুত নিবিড়মোদমেদুরতারতা এব বভূবুঃ॥

১০৮। শ্রান্তয়োরিবেত্যুৎপ্রেক্ষৈব, অতএব লীলয়ৈব যদালস্যং তস্মিন্ সতি সখ্যসূচকমালিঙ্গনং নির্ব্যূঢ়ম্॥

১০৯। তুবরভাবো বৈরস্যম্; "তুবরস্তু কষায়োহস্ত্রী" ইত্যমরঃ॥

১১০। হৃদয়ালুতয়া সহৃদয়তয়া। কনতঃ প্রদীপ্তাৎ সুস্পষ্টাদিতি যাবৎ। নির্বাণঃ শান্তো বাণবেধসদৃশো বিরহানলো যাসাং তাঃ॥

১০৮। অতঃপর কিছুদূর গিয়ে পুনরায় পদচিহ্নের অবস্থান দেখে বিপক্ষপক্ষপাতী গোপীগণ বলতে লাগলেন—

'অহো তাঁর ভার বহনের অসমর্থতায় আগতপ্রায় পরিশ্রমেই বক্ষস্থলে স্থিতা ও সৌন্দর্যে লক্ষ্মীদেবীকে পরাভূতকারিণী পরমাসুন্দরী রাধাকে এখানে বক্ষ থেকে নামিয়ে দিয়েছিলো দেখ্‌ছি। নামিয়ে দিয়ে তাঁকে সম্মুখে করে পরিশ্রান্তের মতো দাঁড়িয়েছিলো মনে হচ্ছে। দেখ দেখ,

পরস্পর সামনা সামনি দাঁড়ানো প্রিয় প্রিয়ার দু-দু পদচিহ্ন যেরূপ দেখা যাচ্ছে, অহো তাতে মনে হচ্ছে যেন দুজনে রহস্যকথায় আসক্ত হয়ে পড়েছিল। আরও ঐ দেখ পরস্পর ভুজযুগলে কাঁধ ধরাধরি করে চলন-ক্ষোভে শ্রান্তপ্রায় দুজনের লীলা-আলস্য বয়স্যভাবসূচক আলিঙ্গন যে হয়েছিল, তা প্রমানের দ্বারাই স্থিরীকৃত হয়ে আছে।'

১০৯। এরূপ বিচারপরায়ণা বিপক্ষপক্ষপাতী গোপীগণ বিনা কারণে দ্রুত বেড়ে-উঠা অসূয়ার মতো বিনা কারনে অতি বিরসতায় কাঠিন্যপ্রাপ্ত মনা হলেন।

১১০। সহজ সখীভাবে রসজ্ঞা হওয়ার দরুণ রাধার সৌভাগ্যবিশেষ অবলোকন হেতু সুস্পষ্টভাবে আমোদযুক্তা ও সহসাই শান্ত-বানবেধের মতো নিভে যাওয়া বিরহানল যুক্তা সপক্ষপক্ষপাতীগণ কিন্তু নিজেদের দীনা বলে জানলেন না। পরন্তু নিবিড় আনন্দ স্নিগ্ধতায় ডুবে গেলেন।

১১১। ইত্যেবং পুনঃ সম্ভুয় ভূয় এব তানি তানি চরণলক্ষ্মাণি লক্ষ্মীকৃত্য চলন্ত্যো নাতিদূরে নিরূপ্য রূপ্যসলিলসেচনকাসেচনকায়মানে শশধরকরনিকরনিতান্তকান্তে ভূরসি রসিকশেখরস্য খরস্যন্দরহিতং গমনমনন্তরং বিতর্কয়ামাসুঃ ॥

১১২।　　'নেক্ষ্যন্তেঽঙ্কুশ-কেতু-বজ্রকমলাকারাণি লক্ষ্মাণ্যহো
ব্যক্তং কেবলমঙ্গুলীদলশিখালক্ষ্মৈব তন্মন্মহে।
উত্তৎপার্ষ্ণি পদাগ্রজাগ্রদবনি প্রোন্নীয় দোর্মণ্ডলীং
শাখাগ্রং নময়ন্ প্রসূনমচিনোদস্মিন্ প্রিয়ার্থং প্রিয়ঃ ॥

১১৩। ইতি পুনশ্চরণচিহ্নানি তানানুসরন্ত্যো বিগতবিঘ্নমুপপন্নমুপসন্নং লক্ষ্মান্তরং বিলোক্য বিতর্কয়াঞ্চক্রিরে ॥

১১৪। 'অহো পশ্যত পশ্যত—
কর্পূরোপমবালুকে পথি পদোর্ন্যস্তয়োঃ পার্শ্বয়ো-
রেবাঙ্কোঽয়মভীক্ষ্যতে সুললিতঃ সূক্ষ্মান্তরীয়স্য চ।

১১১। অনন্তরমতিদূরে রসিকশেখরস্য ভূরসি ভুবো বক্ষঃস্থলরূপে পুলিনে গমনং ন নিরূপ্য বিতর্কয়ামাসুরিত্যন্বয়ঃ। কথম্ভূতে? রূপ্যসলিলেনেব যৎ সেচনং তেন যৎ কং সুখং তেনাসেচনকায়মানে; "তদাসেচনকং তৃপ্তের্নাস্ত্যন্তো যস্য দর্শনাৎ" ইত্যমরঃ ॥

১১২। পদাগ্রমেব জাগ্রৎ সাবাধনতয়া সংলগ্নমবনৌ যত্র তদ্‌যথা স্যাত্তথা প্রোন্নীয় ॥

১১৩। উপপন্নমাশ্রয়ম্; উপসন্নং প্রাপ্তবৎ ॥

১১৪। যদ্‌যস্মাৎ পার্শ্বয়োঃ পার্শ্বদ্বয়ে ন্যস্তয়োঃ পদোঃ কৃষ্ণপদয়োরেবাঙ্কোঽভীক্ষ্যতে তথা তস্যৈব সূক্ষ্মং যদন্তরীয়ং তস্য চ ॥

১১১। এইরূপ পরিস্থিতিতে গোপীগণ পুনরায় মিলিত হয়ে পর পর সেই চরণচিহ্নের দিকে দৃষ্টি রেখে চলতে চলতে অনতিদূরে চন্দ্রকরে রৌপ্যজলে যেন ধোঁয়া, দর্শন-সুখময় এবং অন্তহীন তৃপ্তিতে ভরা ধরণীর বক্ষোস্থলরূপ এক পুলিনে এসে রসিকশেখরের মন্থর চলার চিহ্ন আর ধরতে না পেরে বিচার করতে লাগলেন—

'অহো, অঙ্কুশ-কেতু-বজ্র-কমলাকার চিহ্ন তো আর দেখা যাচ্ছে না। ব্যক্ত হয়ে আছে শুধু অঙ্গুলদল-শিখার শোভা। তাই মনে হচ্ছে পায়ের গোড়ালি উঠিয়ে ডগার দিকে মাটিতে সাবধানতায় বসিয়ে দু হাত সটান উর্ধ্ব উঠিয়ে ডালের আগা নামিয়ে এনে কুসুমচয়ন করেছে এখানে প্রিয় প্রিয়ার জন্য।'

১১৩। এইরূপ বিচার করবার পর পুনরায় সেই চরণচিহ্ন অনুসরণ করে চলতে চলতে বিগতবিঘ্ন-আশ্রয় পেলে যেমন হয় তেমনই এক বিশেষ রকম চরণচিহ্ন লক্ষ্য করে মনে মনে বিচার করতে লাগলেন—

১১৪। 'অহো দেখ দেখ—কর্পূরের মতো শুভ্র বালুকাময় পথে দু পার্শ্বে চরণচিহ্ন ও সুললিত সূক্ষ্ম অধোবাসের চিহ্ন যা দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে রাধার তো কিছুই নেই। তাই মনে হচ্ছে কৃষ্ণ রাধাকে কোলে করে নিঃশঙ্কে এখানে বসে কুসুমে তার কেশপাশ বিন্যাস করে দিয়েছে।'

নো তস্যাঃ কিমপীতি তাং গময়তা স্বাঙ্কং নিরাতঙ্কত-

স্তেনাস্মিন্ প্রবিশ্য তৎকবরিকাবন্ধঃ প্রসূনৈঃ কৃতঃ ॥'

১১ । তত্রৈব ক্বচন দৃষ্টিং নিক্ষিপ্য, 'অহো চিত্রম্—

পাদাঘাতেন তস্যা রসকুতুকহঠাৎ কিঙ্কিরাতং পুরস্তাৎ

তৎকালাদপ্যকালে কুসুমভরভৃতং কেশরং চাস্যমদ্যৈঃ ।

দ্রষ্টুং জাতেঽভিলাষেঽনুনয়বিনয়তঃ কারিতে তৎপ্রয়োগে

সদ্যস্তত্তৎপ্রসূনাবচয়নরভসাত্তং চ তং চারুরোহ ॥

১১৬। পশ্যত কিঙ্কিরাতস্য মূলে নবপল্লবোদ্গম ইব তৎপাদযাবকাঙ্কঃ, কেসরস্য চ রস্যচমৎকারকারীণি কুসুমান্যপি পরিহরতামলীনাং সন্নিপাতঃ, মূল এব যত্র তস্যা মুখমদিরাগণ্ডূষনিক্ষেপঃ, অনয়োরশেষেণৈব লক্ষ্যতে তয়োঃ সবিধবর্তিতা, তেনৈবাত্র তৌ বিচিন্ম' ইতি তথা বিচিক্যুঃ॥

১১৭। অথ যামাদায় দায়লব্ধং ধনমিব তিরোবভূব, তয়া সহ স হরিরতিরতিরাগপরভাগোঽপরভাগোত্তমায় 'কামী দীনঃ, স্ত্রী চ দুরাত্মা, নাহং কামিত্বেঽপি দীনো লীলাকামিত্বাৎ, নৈতা অপি সামান্যস্ত্রীবৎ,

---

১১৫। তস্যাঃ পাদাঘাতেন কিঙ্কিরাতমশোকং তথা তস্যা এব আস্যমদ্যৈর্মুখমদ্যজলৈঃ কেশরং বকুলঞ্চ কুসুমভরভৃতং দ্রষ্টুং রসকৌতুকে যো হঠস্তস্মাদেব অভিলাষে জাতে সতি, ততশ্চানুনয়বিনয়াভ্যাং তৎপ্রয়োগে কারিতে সতি তঞ্চ তঞ্চ কিঙ্কিরাতঞ্চাশোকঞ্চ ॥

১১৬। অনয়োর্যাচকরসমুখমদগণ্ডূষয়োরশেষেণাবিলম্বভবত্ত্বদশুষ্কত্বেন সবিধবর্তিতা এতন্নিকট এব স্থিতিঃ ॥

১১৭। তিরোবভূব; পক্ষে, নিরপেক্ষো বভূবেত্যর্থঃ। দায়লব্ধধনত্বেনোপমানাৎ সর্বাকর্ষণানুরঞ্জনসম্ভোগাদিকমপ্যেতল্লাভাপেক্ষয়েতি দ্যোতিতম্। অতিশয়ো রতৌ রাগস্তেনৈব পরভাগ উৎকর্ষো যস্য সঃ। অপরভাগোত্তমায় অপরমপি-ভাগোত্তমমুৎকৃষ্টং রতিভাগং লব্ধুং রেমে। এতৎপ্রসঙ্গ এব (ভা০১০।৩০।৩৫) "রেমে তয়া স্বাত্মরত আত্মারামোঽপ্য-

---

১১৫। ওখানেই কোনও দিকেদৃষ্টি নিক্ষেপ করে— 'অহো কি আশ্চর্য। মনে হচ্ছে যেন—

পদাঘাতে অশোক তথা মুখমদজলে বকুলের সময় ছাড়া অকালেই চোখের সামনে দেখতে দেখতে কুসুমভারে পূর্ণ-হয়ে-উঠারূপ রসকৌতুক দেখবার জন্য অভিলাষ হলে কৃষ্ণ রাধাকে অনুনয় বিনয় করতে লাগলেন। তার অনুনয়ে রাধা সেই সেই কৌশল প্রয়োগ করলে সদ্য ফোটা সেই সেই প্রসূন চয়নের ইচ্ছাবেগে সেই সেই বৃক্ষে কৃষ্ণ চড়ে গেলেন।

১১৬। এই দেখ-না অশোকমূলে নবপল্লব উদ্গমের মতো রাধার পায়ের আলতার চিহ্ন লেগে রয়েছে। আর এমন যে বকুলের আস্বাদনীয় চমৎকারকারী কুসুম, তাও পরিত্যাগ করে ভ্রমর আবেশের সহিত বসে আছে ওর মূলে, যেখানে রাধার মুখমদিরা-কুল্লি নিক্ষেপিত হয়েছে। এ-সব অশেষ ভাবেই জানিয়ে দিচ্ছে, এই নিকটেই তাঁদের অবস্থিতি। অতএব এখানেই তাঁদের খুজে দেখি।'—এই বলে খুঁজতে লাগলেন—

১১৭। (এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের 'রেমে তয়া স্বাত্মরত' শ্লোকের বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা দূর করবার জন্য প্রকৃত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করছেন, যথা—) 'সাধারণ কামুক পুরুষ দীন, আর স্ত্রী দুরাত্মা। আমি কামুক হয়েও

মদঙ্গসঙ্গমঙ্গলবত্ত্বাৎ; তেন মদ্ব্যতিরিক্তঃ কামী দীন এব, এতদ্ব্যতিরিক্তাঃ স্ত্রিয়ো দুরাত্মানঃ' ইতি কামিনাং দৈন্যং স্ত্রীণাং চ দুরাত্মতাং দর্শয়ন্ 'আত্মতুল্যাঃ স্ব রমতে' ইতি আত্মারামোঽপ্যখণ্ডপ্রণয়ঃ সন্ রেমে ॥

১১৮। অথ সা পরমকোমলহৃদয়া হৃদয়ালুতমানামগ্রণীঃ শুভগানাং সুভগানাং সুচিরদুরাপতাকা পতাকেব কেবলমাত্মনিষ্ঠয়া রতনিষ্ঠয়ারতমানসা বিচারয়ামাস॥

১১৯। 　'ময্যেকস্যামতিশয়রতিঃ প্রাণনাথো মদাল্য-
স্তা বিচ্ছেদাদহহ দধতে হা কথং প্রাণযোগম্।
তস্মাদ্বাম্যং কিমপি করবৈ যেন নেতো বিদূরং
গচ্ছেদেষ ক্রমত ইহ তাস্তাশ্চ সর্বা মিলন্তু॥'

খণ্ডিতঃ। কামিনাং দর্শয়ন্ দৈন্যং স্ত্রীণাঞ্চৈব দুরাত্মতাম্॥" ইত্যেতৎ পদ্যং বিরুদ্ধব্যাখ্যানান্তর বারণায় ব্যাচষ্টে, কামী ইত্যাদি লীলয়ৈব, ন তু জীববৎ কর্মপারতন্ত্র্যেণ যৎ কামিত্বং তস্মাৎ॥

১১৮। সা রাধা শুভং মঙ্গলং গচ্ছন্তি প্রাপ্নুবন্তীতি তাসাং সুভগানাং সৌভাগ্যবতীনামপি সুচিরা দুরাপতা দুর্লভতা যস্যাঃ সা 'কপ্ সমাসান্তঃ'। পতাকা বৈজয়ন্তীরূপা আত্মনিষ্ঠয়াত্মবর্তিন্যা রতনিষ্ঠয়া সুরতনিষ্ঠয়া অরতং ন সম্যক্ মুদিতং মানসং যস্যাঃ সা, স্বপ্রাণতুল্যাসু সখীষু তাদৃশবিলাসালাভ-ভাবনয়েত্যর্থঃ॥

১১৯। ময্যেকস্যামিত্যত্রায়মাশয়ঃ—যদীদং মৎসৌভাগ্য-সুখং চেত্তাভিঃ স্বনয়নবিষয়ীক্রিয়তে, তদৈব সফলং তাসাং সুখঞ্চ তাস্বপ্যেতাদৃশবিলাসঃ সিধ্যতি চেৎ মম সুখম্, অন্যথা প্রত্যুত বিচ্ছেদদুঃখমেব সমজনীতি। মদাল্যো ললিতা

দীন নই। কারণ আমি জীববৎ কর্ম পারতন্ত্রে কামুক নই, জীব হিতার্থে লীলায় কামুকের ভাব দেখাই। এ গোপীগণও সামান্য স্ত্রীদের মতো নয়, যেহেতু এরা আমার অঙ্গসঙ্গ মঙ্গল লাভে ধন্যা। অতএব আমি ছাড়া অন্য কামীই দীন, আর এরা ছাড়া অন্য স্ত্রীই দুরাত্মা।' এই সিদ্ধান্তানুসারেই শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—'কামুকদের দৈন্য আর স্ত্রীদের দুরাত্মতা দেখিয়ে নিজ প্রাণতুল্যা গোপীদের সহিত ক্রীড়া করছেন কৃষ্ণ।'(সিদ্ধান্ত বলবার পর প্রস্তুত বিষয় বলা হচ্ছে এবার—) এইরূপে অতঃপর যাঁকে দয়ালব্ধ ধনের মতো সঙ্গে নিয়ে তিরোধান করেছিলেন তাঁর সঙ্গে সেই আত্মারাম রতিরাগে শ্রেষ্ঠ হরি আরও অপর রতিভাগ পাওয়ার জন্য অখণ্ড প্রণয়যুক্ত হয়ে রমণ করতে লাগলেন।

সখীদের বিরহ দুঃখ দূরীকরণে রাধার কুটিলভাব ও কৃষ্ণের অন্তর্ধান ঃ

১১৮। অতঃপর সেই পরমকোমল হৃদয়া, অতিশয় উদারাগ্রনী এবং মঙ্গলে-পাওয়া সৌভাগ্যবতীদেরও সুচির-দুর্লভা পতাকারূপা রাধা সখীদের তাদৃশ বিলাস-অভাব ভাবনায় মনে পুরোপুরি আনন্দ লাভ করলেন না, শুধু কেবল নিজেতেই স্থিত সুরত-নিষ্ঠায়। তিনি মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন—

১১৯। 'আমার প্রাণনাথ একমাত্র আমাতেই অতিশয় রতি বহন করে থাকে। হায় হায় আমার সখী ললিতা বিশাখাদি ওর বিরহে প্রাণের সম্বন্ধ কি করে ধারণ করবে? অতএব কোনও একটা কুটিলভাব অবশ্য প্রকাশ করবো, যাতে এখান থেকে বহুদূর না যায় প্রিয়তম। এতে আমার সেই সখী সকল এখানে এসে মিলতে পারবে আমাদের সাথে।'

১২০। ইতি বিচার্য্যচার্য্যচরিতা নিজগাদ,—'হন্ত নিরুপমপ্রণয়রসাকূপার পারয়ে নাহং গন্তুমপরম্, পরং হি মে শ্রমবৈকল্যং জাতম্ চলনসামগ্রী ন দৃশ্যতে, কথমহং যামি, যামিনীয়মায়াসিনী ভবতি, রসিক! সিকতাস্বম্বুষু ক্ষণমিহোপবিশ্যতাম্॥'

১২১। ইত্যুক্তঃ স চ সচমৎকারমিব তস্যাস্তদিদমুদিতং দিতং কুর্ব্বাণো বাণোপমমিব বহির্মত্বা তস্যাঃ সহজমপ্যমদং তু দন্তুরং সমদমিব বহির্জানন্, অন্তস্তু 'স্বায়ত্তকান্তায়াঃ কান্তায়াঃ সমুচিতমেব মদং মদন্তরং প্রমদয়ন্তমেতমেতস্যামপি তিরোধানে তৌর্থং করোমি' ইতি বিচারয়ন্ বহির্মদাপনোদ-বিনোদবিশেষদারুণভাবোঽরুণভাবোধিতকমলনয়নো নয়নোদকং কিমপি জগাদ॥

১২২। 'চলনসামগ্রী যদি ন দৃশ্যতে তদা মদীয়মিমমংসমংসল লাবণ্যলক্ষ্মীকং কৃতার্থীকুরুষ্বারোহেণ'

বিশাখাখ্যা: ॥

১২০। অকূপারঃ সমুদ্রঃ॥

১২১। ইদমুদিতং বাক্যং দিতং কুর্ব্বাণঃ খণ্ডিতং কর্তুম্। বাণোপমমিবেতি ইদমপি ভবত্যা নিদেশং প্রতিপালয়িতুমর্হামীতি নর্মণৈব কৃত্রিমাসহিষ্ণুতাং প্রকাশ্যেত্যর্থঃ। অতএব ইব-বহিঃশব্দৌ। তথৈব সহজমমদং গর্বরহিতমপি তস্যা উদিতং সমদম্, অতএব দন্তুরমিব বহির্জানন্, তুকারোঽপ্যর্থে। স্বাধীনভর্তৃকায়া নায়িকায়া মদন্তরং মম ধীরললিতস্যানুকূলনায়কস্য মনঃ কর্ম প্রমদয়ন্তং সুখয়ন্তমপি, এতৎ মদমেতস্যাপি বিষয়ে তৌর্থং হেতুং মদাপনোদো গর্বখণ্ডনমেব বিনোদবিশেষস্তেনৈব দারুণো ভাবোঽমর্ষাখ্যো যস্য সঃ! কৃত্রিমস্তু তদনুভাবোঽপি প্রকটিত ইত্যাহ—অরুণভয়া শোণকান্ত্যা বোধিতে জ্ঞাপিততত্ত্বে কমলয়নয়নে যস্য সঃ। নয়নোদকং নীতিখণ্ডকম্॥

১২২। অংসলা প্রবলা লাবণ্যলক্ষ্মীর্যত্র তম্। অত্রেদং চতুরশিরোমণিনা বিচারিতং যদ্ যস্যা মতমনুরুদ্ধতা ময়া

১২০। এরূপ বিচার করে সুচরিতা রাধা বললেন—'হে নিরুপম প্রণয়রসনিধি! হায় হায়, এর আগে আমি আর চলতে পারছি না। কেন-কি আমার অতিশয় শ্রমবৈকল্য এসে গিয়েছে। চলার জন্য কোন যানও চোখে পড়ছে না। কি করে আমি যাবো। রাতও বেশী হয়ে পড়ছে। তাই বলছি হে রসিক! এই পুলিনে ক্ষণকাল বসো।'

১২১। এইরূপ বলা হলে সেই রসিকশেখর যেন অতি সুন্দর ভাবে ঐ কথা খণ্ডন করবার জন্য বাইরে বাণ সম তীক্ষ্ণ মনে করলেন উহাকে। কথাগুলি স্বাভাবিক ও গর্বরহিত হলেও যেন গর্বযুক্ত,সুতরাং বৃহৎ দন্তযুক্ত, এরূপ জেনে নিলেন বাইরে। কিন্তু মনে মনে বিচার করলেন, স্বাধীনভর্তৃকা নায়িকার এ গর্ব সমুচিতই। আমার অন্তঃকরণ এ প্রসন্নই করছে। তবুও এর নিকট অন্তর্ধান হওয়ার বিষয়ে এই কৃত্রিম গর্বকেই অবলম্বন করে নিচ্ছি, এইরূপ বিচার করে গর্বখণ্ডনরূপ কেলি বিশেষের উপযোগী (কৃত্রিম) কঠোর ভাব ধারণ করে নিলেন— কমলনয়নে তাঁর রহস্যব্যঞ্জক ভাব ফুটে উঠলো রক্তিমায়। এই ভাবে নীতি খণ্ডক কিছু কথা বললেন, যথা—

১২২। 'চলন সামগ্রী যান যদি দেখাই যাচ্ছে না, তবে উচ্ছলিত লাবণ্যশোভাবিশিষ্ট মদীয় এই

ইতি বদন্ দৃশ্যমান এব তত্রৈব বর্ত্তমান এব তদক্ষিগোচরতাং বিজহৌ ॥

১২৩। তস্যাস্তু তদা তদন্তর্ধানে সতি সা বাগ্বৈদগ্ধী সুখাবগাহকৃতে বসুধাসুধাতরঙ্গিণী বিষয়তরঙ্গিণীত্ব মাগতেব অনুলেপনার্থমানীতং সুগন্ধসারগন্ধসারপঙ্কং জ্বলদঙ্গারতামিব সমুপগতং নয়নভূষণার্থমাহৃতং সিদ্ধকজ্জলং কজ্জলংবিষদূষিতমিব সম্পন্নম্ ॥

১২৪। কণ্ঠাভরণীকর্তুমুপহৃতো মুক্তাহারো ভোগীব লেলিহানতামাসসাদ, মুখসারস্যকারণমাস্বাদিতং

অনয়া সহ সিকতাসুপবেষ্টবাং তদাস্যাঃ সখীভিঃ সত্ত্বৈব চন্দ্রা-বল্যাদিষ্বপি মিলিতাসু হর্ষগর্বরোষের্ষ্যাস্থয়ামানাদিদুর্বারভাব-সৈন্যপরাক্রমঃ সহসা সমাধাতুমশক্যঃ। মাস্তু সমাধানমেতস্যাঃ, সৌভাগ্যগর্বপর্বত এব পিনষ্টু সর্বমিতি চেৎ প্রারিপ্সিতা মহারাসলীলা সর্বৈকমত্যা বিনা ন সিধ্যেৎ, যদি পুনরনয়া সহ বিহরতা পর্যটিতব্যম্, তদাপ্যুদ্‌গতসখীবিচ্ছেদবেদনাতু রায়ামস্যাং সম্প্রতি ন তত্র সারস্যম্। তাসাং বিচ্ছেদানলজ্বালাপি ন চিরং রক্ষিতুমর্হা,—দশম্যা অপি দশায়াঃ সমুদ্গম-সম্ভবাৎ। তস্মাদিতোঽপ্যন্তর্ধায়াস্যাঃ সম্ভোগ রসচমৎকারমিব বিপ্রলম্ভরসচমৎকারমপি মিলিতবতীস্তাঃ সর্বাঃ সর্বতো বিলক্ষণানুভাবসাক্ষাৎকারেণানুভাব্য তাসামপি মুখৈরেতৎপ্রেমাণমসমোর্দ্ধতয়া শ্রাবয়িত্বা তাভির্মিলিতায়াঃ পুনরস্যা বিচিত্রবিলাপং স্বকর্ণগোচরীকৃত্য তেনৈব কৃপাবিক্লিন্নদন্তরীভূয় স্বকঠোরতাং ধর্ত্তুমসমর্থঃ সহসৈব স্বদর্শনামৃতবৃষ্ট্যা সর্বা এব সঞ্জীব্য স্বয়মপি অস্যাস্তাসাঞ্চ তদা সমুচ্ছলিত-বিবিধভাবামৃতসিন্ধৌ সম্মজ্জ্য কৃতার্থীভূয় বিরহমহাবিপদুত্তীর্ণতয়া লব্ধ পুনর্জনুষামিব সর্বাসামাসাং ত্যক্তমিথঃপ্রাতিলোম্যানাং প্রাপ্তে কমত্যানাং বৃন্দেন মহারাসং সম্পাদয়িষ্য ইতি। অত্র যদ্যপি (নায়কভেদ-প্র০২৬) "তদালোকে কদাপ্যস্য নান্যাসঙ্গঃ স্মৃতিং ব্রজেদ্" ইতি উজ্জ্বলনীলমণ্যুক্তেঃ শ্রীরাধাসঙ্গিনোঽস্য মনসি নৈতাদৃশবিচারঃ সম্ভাবনীয়স্তদপি রাসলীলাসিদ্ধার্থং তদীয়-লীলাশক্ত্যৈব বিচারিতমিদং তস্মিন্নুপচরিতম্। তস্য তু তর্হ্যয়ং বিচারঃ—ইয়ং কৃত্রিমমিব মদমুপন্যস্যতি চেৎ, অহমপি কৃত্রিমমেব সনর্মৈবান্তর্ধাস্যে, ততশ্চ সর্বসম্মেলনরূপে অন্তরায়ে আপতিতে সতি কৌতুকং দ্রক্ষ্যামি,—কিং ভবেদিতি ॥

১২৩। সা বাগ্বৈদগ্ধী "সিচয়মুদঞ্চয় হৃদয়াদল্পং, বিলিখাম্যদ্ভুতমকরাকল্পম্" ইত্যাদি-স্বাধীনকান্তোচিতা সুখাবগা-হার্থং বসুধায়াং পৃথিব্যামপি সুধাতরঙ্গিণী তদন্তর্ধানে সতি সাম্ভর্বমাণা বিষতরঙ্গিণীত্বমাগতেব স্বকুচয়োরনুলেপনার্থমানী-তম্। স্বাধীনেন তেন কান্তেনৈবেত্যর্থঃ। কজ্জলং কুৎসিতং জলম্ ॥

স্কন্ধে চড়ে বসে আমাকে কৃতার্থ করে দেও।' এরূপ বলতে বলতেই সেখানেই দৃশ্যমানের মতো ও উপস্থিতের মতো থেকেই রাধার নয়ন থেকে অন্তর্হিত হলেন।

অদ্ভুত বিরহ-জ্বরে রাধার বিলাপঃ

১২৩। শ্রীকৃষ্ণ যদি অন্তর্ধান হয়ে গেলেন তখন রাধার নিকট এতক্ষণের এই সোহাগভরা বাক্-বেদগ্ধী, বসুধার যা সুখাবগাহন যোগ্য সুধা-তরঙ্গিণী ছিল—তা যেন বিষ-তরঙ্গিণীত্ব প্রাপ্ত হয়ে গেল, অনুলেপনের জন্য আনিত সুগন্ধশ্রেষ্ঠ মলয়চন্দনপঙ্ক যেন জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো ভাব প্রাপ্ত হল এবং নয়ন ভূষণের জন্য আহৃত সিদ্ধকজ্জল যেন বিষদূষিত নোংড়া জলের ভাব প্রাপ্ত হল।

১২৪। তখন রাধার নিকট কণ্ঠাভরণ করবার জন্য সংগৃহীত মুক্তাহার সর্পের মতো লেলিহান ভাব

নাগবল্লীদলং নাগবল্লীদলং বভূব, অঙ্গভূষণায় ভূষণায়তনতা তৎকালকালকূটকূটকৌটিল্যায়িতেব যদি সমজনি, তদা সগদগদগদনরোচিষা গলত্তুষ্মনকজ্জল জলধারয়া মসীমলীমসীভূত-সূত্রনিপাতলেখয়েব খরতরসন্তাপকরপত্র-করণকবিদারণ-বিদা রণরণকসূত্রধারেণ টঙ্কিতা তত্তুরঃস্থলী সমজনি ॥

১২৫। ততশ্চ মুক্তকণ্ঠং সা বিললাপ —

'হা নাথ হা রমণ হা প্রণয়ৈকসিন্ধো, ক্বাসি প্রিয় প্রকটয় স্ববিলোকনং মে।
আং বেদ্মি যদ্যপি ভবন্তমিহৈব সন্তং, দূরে দৃশোরিতি তথাপ্যসুভির্হ্নোমি ॥'

১২৬। 'যাবন্ন জীবিতমিদং বহিরেতি লোলং, তাবদ্বিমুচ্য রুষমক্ষিপথং প্রযাহি।
নো চেদজীবিতমিদং বপুরস্মদীয়ং বোঢ়াসি সত্যমহহাংসতটেন সত্যম্ ॥

১২৪। ভূষণেষু হারমেখলাদিষু আ সম্যক্ যততে গ্রন্থনাদিযত্নপরো ভবতীতি ভূষণায়তনস্তস্য ভাবস্তত্তা। রণরণকং কান্তবিয়োগচিন্তাবিশেষস্তদেব সূত্রধারস্তক্ষা তেন, কথম্ভূতেন ? খরতরঃ সন্তাপ এব করপত্রং ক্রকচাস্ত্রং তৎকরণকং বিদারণং বেত্তি জানাতীতি স তথা তেন ॥

১২৫। ত্বাং বিনা গত্যন্তরং মে নাস্তীত্যাহ—হা নাথেতি। তথাত্বমপি ন সম্বন্ধসামান্যেনেত্যাহ—রমণেতি। তথাভূতত্বমপি ন কামেনেত্যাহ—প্রণয়েতি। তাদৃশত্বমপি নাস্মদনুরোধবশাদিত্যাহ—প্রিয়েতি। প্রীণাসি প্রীতিং প্রাপ্নোষ্যেব, করোষ্যেব বেত্যর্থঃ। নন্বহং নর্মণৈবান্তর্ধায় ত্বৎসমীপ এবাস্মি ? তত্রাহ—আমিতি। তথাপি দৃশোর্দূরে ভবসীতি হেতোরসুভির্হ্নোমি, প্রাণহেতুকৈব মম পীড়েত্যর্থঃ। ত্বৎপ্রাপ্ত্যাশয়া প্রাণান্ হাতুং ত্বদ্বিচ্ছেদেন চ ধর্তুঞ্চ ন শক্নোমীতি ভাবঃ ॥

১২৬। তদপি তয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে ত্বদ্বিচ্ছেদস্যৈব প্রাবল্যাত্তেনৈব ছিন্নাশাশৃঙ্খলাঃ প্রাণা নিষ্ক্রমিষ্যন্তোবেত্যাহ—যাবদিতি। তদপি মদপেক্ষয়া ধৃতিমালম্ব্য ক্ষণং স্থাস্যতীতি মম জীবিতং মা বিশ্বসীরিত্যাহ—লোলমিতি। নন্বু নিষ্ক্রামত্বু জীবিতম্, মম কা ক্ষতিরিতি চেন্মৈবং ব্রবীঃ। ত্বমপি ময়ি বিষয়ে পরমপ্রেমবানেবানুভূতো মদ্বিয়োগদুঃখং প্রাপ্স্যস্যেবে-

---

প্রাপ্ত করে নিল, আস্বাদনে মুখের সরসতা দায়ী তাম্বুলখিলি বিষলতাপত্রের ভাব ধারণ করে নিল, তথা অঙ্গ-সাঁজাবার হারমেখলাদি বিষয়ে শিল্পকলার সহিত গ্রন্থনাদি যত্নপরতার ভাব তৎকালে তীব্র বিষস্তূপের কুটিলতা-ভাব ধারণ করে নিল। তখন সগদগদ কথার দীপ্তিতে ও বক্ষে কালো কালি মাখানো সুতায় টানা রেখার মতো গলদ্‌কজ্জল মিশ্রিত উষ্ম জল ধারাতে প্রতীতি হল, যেন খরতর সন্তাপরূপ করাতে বিদারণবেত্তা কান্তবিয়োগ-চিন্তারূপ ছুতারের দ্বারা খণ্ডিতা হচ্ছে রাধার বক্ষোস্থল।

১২৫। অতঃপর রাধা মুক্তকণ্ঠে বিলাপ করতে লাগলেন—

'হা নাথ! হা রমণ! হা প্রণয়ৈক সিন্ধো! তুমি কই। হে প্রিয়! আমার সম্মুখে নিজ দর্শন প্রকট কর। হাঁ, যদ্যপি জানি তুমি এখানেই আছ, তথাপি নয়নের দূরে তো। এই হেতু প্রাণ সম্বন্ধেই আমার পীড়া। (অক্ষম হয়ে পড়েছি—তোমার প্রাপ্তির আশায় প্রাণ ছাড়তে, আর বিচ্ছেদ হেতু প্রাণ ধরতে।)

১২৬। (তথাপি দুয়ের মধ্যে তোমার বিচ্ছেদেরই প্রাবল্য। তাই আশাশৃঙ্খল ছিন্ন হয়ে যাওয়াতে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। তাই বলা হচ্ছে—) যতক্ষণ-না এ-চঞ্চল প্রাণ বের হয়ে যায়, ততক্ষণ ক্রোধ ছেড়ে দিয়ে

১২৭। নৈবাপরাদ্ধমিহ কিঞ্চন গর্বহেতো-,র্নৈবোদিতং বচ ইদং রুষিতোঽসি যেন।
তাসাং সমাগমনমূলবিলম্বহেতো-,র্নো পারয়ে চলিতুমিত্যবদং ন গর্বাৎ॥

১২৮। আগত্য তাভিরিহ হন্ত বিপদ্দশেয়ং, নো দৃশ্যতে সুভগ যাবদহো প্রিয়ায়াঃ।
তাবদ্বিভাসয় বিভো বদনেন্দুবিম্বং, নো গর্হ্যতে প্রণয়িতা তব যাবদাভিঃ॥

ত্যাহ—নো চেদিতি। অহহ খেদে, অজীবিতং গতপ্রাণং বপুরংসতটেন বোঢ়াসি, সত্যং সত্যম্, অবশ্যমেবেত্যর্থঃ। হন্ত হন্ত প্রিয়তমামহং কিমিতি নাবহম্, ক্ষণিক্যাপি মদুপেক্ষয়া যয়া প্রাণা এব ত্যক্তা ইতি শোকেন মদ্দেহং বহন্ বনে বনে পর্যটিষ্যসীতি যাতে ভাবিনী পীড়া সৈব মমাসহ্যকষ্টম্। ত্বদ্বিচ্ছেদঃ প্রাণত্যাগশ্চেতি দ্বয়ং ত্বকিঞ্চিৎকরমেবেতি ভাবঃ॥

১২৭। নন্বু মদন্তর্ধানকারণং ভবত্যৈব 'ন পারয়ে গন্তুম্' ইত্যাত্তগর্বয়োপস্থাপিতম্, মম কো দোষঃ? তত্রাহ—নৈবাপরাদ্ধমিত্যাদি। রুষিতোঽসি যেনেতি ফলতো রোষ এবায়ম্। তেন নর্মেতি তদনৌচিত্যং সূচিতম্॥

১২৮। কিঞ্চ, প্রেমপরিপাটীবিদো মহারসিকেন্দ্রস্য তবেয়মপ্যবিমৃশ্যকারিতা দৈবাদ্যদ্যভূৎ, তদপি সা লোকে মা প্রকটীভবতু, তৎপ্রাকট্যে চ সতি তদ্ভবদপূর্যশ এব মমাসহ্যং কষ্টমতোঽধুনৈব প্রত্যক্ষীভূয় তৎ সমাধৎস্বেত্যাহ—আগত্যেতি। হে সুভগ! তব প্রিয়ায়াস্ত্বদ্দত্তসৌভাগ্যায়া অপীত্যর্থঃ। কিঞ্চ, নো দৃশ্যতে যাবদিতি মৎপ্রাণসখ্যস্তা ঈদৃশমদ্দশাদর্শনমাত্রাদেব শোকাৎ প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যান্তি, তা অপি মা ঘাতয়েতি ভাবঃ। তব প্রণয়িতা নো গর্হ্যতে যাবদিতি ত্বৎপ্রেমণি গর্হিতে সতি তৎসমাধানায় ন মে বাগবসরোঽপ্যস্তীতি ভাবঃ॥

আমার নয়ন-পথে এসো।

('তোমার প্রাণ বের হয় তো হতে দাও, তাতে আমার কি?'—এ কথা তুমি বলতে পার না, কেননা তুমি যে আমাতে প্রেমবান্, আমার বিয়োগ সহ্য করতে পারবে না—তাই বলা হচ্ছে) যদি দেখা না দেও তবে পরে প্রাণ রহিত আমার এ দেহ কাঁধে বয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াতে হবে তোমার। এ কথা সত্য সত্য পরম সত্য।

১২৭। (যদি বলা যায়, আমার অন্তর্ধানের কারণ তো তোমার দাম্ভিক কথা। আমার কি দোষ? এর উত্তরেই যেন বলা হচ্ছে—) এ ব্যাপারে আমার কোনই অপরাধ নেই। যার জন্য রাগ করেছ, তা গর্ব হেতু বলা হয় নি। সখী-সমাগমের সময় পর্যন্ত দেরী করাবার জন্যই এরূপ বলেছি, গর্ব হেতু নয়।

১২৮। (প্রেমপরিপাটি বিজ্ঞ তোমার এরূপ কার্য প্রকাশ হয়ে পড়লে নিন্দায় পড়ে যাবে-যে। আর তোমার নিন্দা অসহ্য কষ্টে-যে ফেলবে আমাকে। তাই বলছি—)

'হায় হায় সখীগণ এখানে এসে যতক্ষণ-না অহো সৌভাগ্যবতী তোমার প্রিয়ার এ-বিপদদশা দেখতে পায় ততক্ষণ হে বিভো তোমার মুখচন্দ্রমণ্ডল উদিত করাও। (আমার এ অবস্থা দেখলে তারা প্রাণে মরে যাবে। তাদের প্রাণে মেরো না)। আর যতক্ষণ-না অহো তারা তোমার প্রেমের নিন্দা করে তার পূর্বেই দেখা দেও। (কারণ এ-নিন্দার উত্তর দেওয়ার কোনও পথও দেখতে পাচ্ছি না)।

১২৯। একাকিনীমিহ বনে কিমহো বিহাতুং, হা হন্ত সাহসমিদং ভবতা ব্যধায়ি।
অন্যোন্যসঙ্গসুখতঃ কিল তা ন তাদৃক্, খিদ্যন্তি যাতি বিরতিং কথিতো হি বাষ্পঃ॥

১৩০। ধিগ্ যামিনীং ন রমতে যদি যামিনীশো, ধিক্ পদ্মিনীং যদি ন পশ্যতি পদ্মিনীশঃ।
ধিগ্ জীবিতং যদবহেলতি জীবিতেশো, ভুক্তঃ প্রিয়েণ হি গুণো গুণতামুপৈতি॥'

১৩১। ইতি মনসি সরসমসৃণতানাবিলে বিলেশয়মিব প্রবিষ্টং তৎকালোদয়িতদয়িতবিয়োগখেদং খেদংদহ্যমাননিদাঘনিদাঘধামানমিব সমুত্তপন্তং তমসহমানা সহ মানাভিযোগেন নশ্যদবস্থাবস্থানম্লানচেতনা তনাবুপ-

---

১২৯। ননু তা অপি যথা ত্যক্তাস্তথা ত্বমপি ত্যক্তা ঐকধর্ম্যাপাদনার্থমিতি চেন্নৈবং বাদীরিত্যাহ—একাকিনীমিতি। সাহসমিতি তাসাং দুঃখদানমাত্রার্থমেব মম তু বধার্থমেব ফলতো ব্যবসায়াবগতেরিতি ভাবঃ। তত্র হেতুং স্বস্য মহানুরাগবত্ত্বং দৈন্যাদপলপ্য বাহ্যমেব হেত্বন্তরমাহ—অন্যোন্যেতি। "ন দুঃখং পঞ্চভিঃ সহ" ইতি ন্যায়াৎ কথিতে হি বাষ্প ইতি পরস্পরকথনে পরস্পরসান্ত্বনমপি স্যাদিতি ভাবঃ॥

১৩০। ননু সৌন্দর্য-মাধুর্য ধৈর্য-গাম্ভীর্যাদ্যখিলগুণনিকায়ং কায়ং কিমিতি সহসৈব জিহাসসীত্যত আহ—ধিগিতি। যামিনীশং বিনা ধিক্কৃতায়া অপি যামিন্যাঃ স্বগুণোদ্গারোঽতিধিক্কার ইতি, ততঃ কিঞ্চিদুত্তমাং পদ্মিনীং নিজেশং বিনা স্বগুণমনুদ্গারয়ন্তীমালক্ষ্য স্বমতে তদ্দ্বয়স্য সত্ত্বেব ধিক্কারাস্পদমিত্যাহ—ধিগ্ জীবিতমিতি। ভুক্তঃ প্রিয়েণেতি তদ্ভোগং বিনা গুণানাং বৈফল্যাৎ তথা সতি কায়স্যাপি বৈয়র্থ্যমিতি ভাবঃ॥

১৩১। সরসমসৃণতানাবিলে সারস্যমার্দবাভ্যাং নির্দূষণেঽপীত্যর্থঃ। নিদাঘস্য গ্রীষ্মর্তোর্নিদাঘধামানং সূর্যম্। মানে তদভিপ্রায়জ্ঞানেঽভিযোগ উদ্যমস্তেন সহ নশ্যন্তী উপরমন্তী যা অবস্থা দশমী দশেত্যর্থঃ। তস্যা অবস্থানেন আসন্নতয়া

১২৯। (তাঁরা যেমন ত্যক্তা হয়েছিল, তুমিও তেমনই হলে। এক যাত্রায় পৃথক ফল হয় না। সমতা বিধানে এ-ত্যাগ। এর উত্তরেই বলা হচ্ছে—অহো, ওরূপ কথা বলতে পার না—)

একাকিনী এ-বনে ছাড়বার জন্য অহো তুমি এ-সাহসের বিধান হায় হায় কেন করলে। তাদের ছাড়াটা ছিলো শুধু দুঃখ দানের জন্য। আমাকে ছাড়া তো বধের জন্য! নিজেদের মধ্যে পরস্পর সঙ্গসুখ হেতু তারা তেমন দুঃখ পায় নি যেমন একলা হওয়াতে আমি পাচ্ছি। বলা হয়ে থাকে—অশ্রুপ্রবাহ বিরমিত হয় পরস্পর সান্ত্বনা বাক্যে।

১৩০। (সৌন্দর্য মাধুর্যাদি গুণের আধার এ-দেহ কেন সহসা ছাড়তে চাচ্ছ। এর উত্তরেই যেন বলা হচ্ছে —)

ধিক্ নিশায় যদি-না নিশাপতি বিহার করে। ধিক্ পদ্মিনীকে যদি-না পদ্মিনীস্বামী (সূর্য) চেয়ে দেখে, ধিক্ তার জীবনে জীবনস্বামী যাকে অবহেলা করে। প্রিয়ের দ্বারা ভুক্ত হয়েই গুণ গুণতা প্রাপ্ত হয়।'

১৩১। হৃদয়গুহাটি রাধার সরসতা কোমলতাদ্বারা দোষরহিত হলেও তৎকালোদিত দয়িত-বিয়োগ-খেদ তাতে সর্পের মতো প্রবিষ্ট হয়ে এইরূপে আকাশ দগ্ধানো গ্রীষ্মকালিন সূর্যের মতো বিশেষভাবে সন্তপ্ত করতে লাগলো। খেদ সহ্য করতে অক্ষমা, কৃষ্ণের অভিপ্রায় জানবার প্রয়াসের সহিত উপস্থিত দশমীদশা

চিতযাতনা তৎক্ষণমসময়সুহৃদেব গুরুতরমূর্চ্ছয়া মূর্চ্ছয়া ব্যানশে ॥

১৩২। ততশ্চ, প্রেমপ্রবাদভয়তো জনলজ্জয়া চ, শ্বাসোঽপি নো বহিরিয়ায় সরোরুহাক্ষ্যাঃ।
ম্লানা মৃণাললতিকেব তনূরমুষ্যা, হা হন্ত হন্ত সিকতাপতিতা বভূব॥

১৩৩। ততশ্চ, বল্ল্যঃ পুষ্পরসৈঃ সহৈব সিষিচুর্ভৃঙ্গ্যো ভৃশং বীজয়া-
ঞ্চক্রুঃ পক্ষবিধূননৈঃ খগঘটা হা হেতি নাদং ব্যধুঃ।
সারঙ্গ্যো গলদশ্রুকাতরদৃশঃ সাশঙ্কমাবব্রিরে
বন্যৈরেব সমাদধে পরিজনৈঃ কালোচিতং সেবনম্ ॥

১৩৪। কিঞ্চ, স্বচ্ছায়ৈব সরোজিনী-দলময়ী শয্যেব তস্যা অভূজ্-
জ্যোৎস্নৈবাজনি গন্ধসার-সলিলাসেকঃ শরীরোপরি।
বাহূ এব মৃণালবল্লিবলয়স্তস্যা বিয়োগজ্বরে
মূর্চ্ছৈবাভবদুত্তমা প্রিয়সখী দুঃখানুভূতিচ্ছিদে॥

ম্লানা চেতনা যস্যাঃ সা। গুরুতরো মূর্চ্ছাবিস্তারো যস্যাস্তয়া ব্যানশে অব্রিয়ত, মূর্চ্ছা মোহসমুচ্ছ্রায়য়োঃ।।

১৩২। শ্বাসো ন বহিরিয়ায়, কিন্তু অন্তরেব কিঞ্চিচ্চলতি স্মেত্যর্থঃ। তত্র হেতুদ্বয়ম্—প্রেমেত্যাদি। অয়মর্থঃ—শ্বাসো যদি বহিঃ প্রসরেদেব, তদা অহো প্রিয়তমেনোপেক্ষিতায়া অপ্যস্যা জীবনমস্তীতি লোকনিন্দাতো লজ্জা স্যাৎ, যদি চান্তরপি ন প্রসরেত্তদা ময়ি শান্তায়াং মৎপ্রিয়তমো মদ্‌বিয়োগশোকপীড়াং প্রাপ্স্যতীতি তদ্দুঃখমগণয়িত্বৈব স্বদুঃখাসহিষ্ণুতয়া প্রাণানহমত্যাজমিতি স্বস্য প্রেমবতীত্বভাবনয়া প্রেম্ণঃ প্রবাদতঃ প্রসিদ্ধের্ভয়ং স্যাদিতি ।।

১৩৩। তৎকালোচিতোপচারশ্চ স্বয়মেব প্রাবর্ততেত্যাহ— বল্ল্য ইতি। তত্র বল্ল্যাদীনাং ত্রয়াণাং তত্তৎপ্রেক্ষয়াপি ভবেৎ, সারঙ্গীণাং তু সাহজিকমেবেতি ভেদঃ ।।

১৩৪। গন্ধসারসলিলং চন্দনদ্রবঃ ।।

নিকটবর্তী হেতু ম্লান-চেতনা এবং অতি যাতনাময় দেহা রাধা সেই সময়ে অসময়ের বন্ধুর মতো আগত গুরুতর বিস্তারিত মূর্চ্ছায় আবৃত হয়ে পড়লেন।

১৩২। প্রেমপ্রসিদ্ধি ও লোক-লজ্জার ভয়ে কমলনয়নী রাধার শ্বাস বাইরে বের হল না, ভিতরেই কিছু কিছু চলতে লাগল। ম্লানা মৃণাললতিকার মতো ওঁর তনু হায় হায় বালুকাময় ভূমিতলে পতিত হল। (প্রিয়তমের উপেক্ষায় বেঁচে থাকা লোক-নিন্দা – এ লজ্জার কথা, তাই শ্বাসের গোপন। রাধাপ্রেমের প্রসিদ্ধিই হল প্রিয়তমের সুখের ভাবনা – মরে গেলে প্রিয়তমের দুঃখ হবে তাই প্রেমপ্রসিদ্ধি ভয়ে মরা চলে না, শ্বাসের ভিতরে ভিতরে চলন।)

১৩৩। তখন বৃন্দাবনের লতাবলী সকলে মিলে একই সাথে পুষ্পরসের ঝাপটা দিতে লাগলো। ভ্রমরকুল পক্ষকম্পনে বাতাস দিতে লাগলো পুনঃ পুনঃ। পাখীসব হাহাকার করতে লাগলো। হরিণগণ গলদশ্রু-কাতর নয়নে সাশঙ্কভাবে ঘিরে ধরলো। এইরূপে বন্যপরিজনরাই রাধার কালোচিত সেবার সমাধান করল।

১৩৪। আরও, তখন এই বিরহ-জ্বরে নিজের ছায়াই যেন হল তাঁর কমলদল বিছানো শয্যা, শরীরো-

১৩৫। ততশ্চ, কিশলয়কুলৈর্লোলৈর্বক্ষঃ করৈরিব তাড়য়ন্
বিহগবিরুতৈস্তারৈরার্তস্বরৈরিব বিক্রুশন্।
কুসুমমধুনঃ স্যন্দৈঃ কুর্বন্নিবাশ্রু-বিমোক্ষণং
প্রিয়পরিজনব্রাতপ্রায়ো বভূব লতাগণঃ॥

১৩৬। এবং তথা স্থিতায়ামেতস্যাং চরণলক্ষ্মণানুসারসারস্যেন তত ইতো বিচিন্বত্যস্তা এব মৃগনয়না নয়নান্তৈরকস্মাদেব নাতিদূরে তৎক্ষণাদেব নভসঃ পতিতাং নির্জলদাং সৌদামিনীমিব গুরুতয়া ভুবি নিপতিতাং কৌমুদীনাং সারপটলীমিব, ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যা মুকুটকোটিতো বিচ্যুতাং কনকরত্নমালামিব, ধরয়ৈব সমুদ্গীর্ণাং নিজ-সৌভাগ্যকনকসম্পত্তিমিব, স্বয়মুদ্ভিন্নাং কুঙ্কুমবাটিকামিব বিপিনলক্ষ্ম্যোবাঙ্কপালীকৃতাং কামপি হিরণ্ময়ীং স্থলকম-লিনীমিব, কুসুমধনুষশ্চ্যুতাং চম্পকমালামিব, ভুব এব গোরোচনাতিলকলেখামিব, কাননলক্ষ্মীগৃহস্য কিমতৈল-পূরিতাং দীপকলিকামিব, কৃতশয়নাং জ্বলন্তীং দিব্যৌষধিলতিকামিব, তামেকাকিনীং গোচরীকৃত্য,—অহো

১৩৫। তৎপরিজনেষু ভাবিনং তচ্ছোকানুভাবং তদানীং তত্রত্যা লতা এব প্রথমমভ্যনৈষুরিত্যাহ—কিশলয়েতি॥

১৩৬। ততশ্চ তা মৃগনয়না অকস্মাদেব নাতিদূরে নয়নান্তৈস্তামেকাকিনীং গোচরীকৃত্য পুনরপি সংশেরতে স্মেত্যম্বয়ঃ।সৌদামিনীমিতি সৌন্দর্যং বর্ণিতম্, কৌমুদীতি মাধুর্যম্, ত্রৈলোক্যেতি তাভ্যামসমোর্ধ্বত্বম্। ধরয়েত্যনর্ঘ-মহারত্নভূতত্বেন সৌভাগ্যম্, কুঙ্কুমেতি সৌরূপ্য সৌরভ্যে। স্থলকমলিনীমিতি স্বভাবতঃ শৈত্য সৌগন্ধ্য-মার্দবানি। এব-মুপর্যধোমধ্যত আগমনসম্ভাবনা বিকল্পিতা। কুসুমধনুষ ইতি কান্তবশীকারি-কেলিকলাবৈদগ্ধ্যম্, গোরোচনাতিলকেতি পরমাদরার্হত্বম্। দীপকলিকেতি বস্তন্তরস্যাপি প্রকাশকস্বরূপত্বম্, তত্রাতৈলপূরিতামিতি বিরহবৈকল্যবশাৎ ক্ষণক্ষণতস্তে-জোহ্রাসঃ। কাননলক্ষ্মীগৃহস্যেতি তাং বিনা তস্য বৈফল্যঞ্চ। তথাত্বে তৈক্ষ্ণ্যং প্রসক্তমিতি তদ্বারণার্থং দিব্যৌষধীলতামিতি।

পরি জ্যোৎস্নাপাতই যেন হল চন্দনদ্রব সেক, বাহুই যেন হল তার মৃণাললতা বেষ্টন এবং মূর্চ্ছাই হল দুঃখানু-ভূতি ছেদনকারী উত্তমা প্রিয়সখী।

১৩৫। (তদানীং তত্রত্য লতাগণ প্রথমে অভিনয় করে দেখাতে লাগলেন রাধার সখীগণের অন্তরস্থ ভাবী শোকানুভাব—) লতাচয় যেন প্রিয় পরিজনদের ভাবে ভাবিত হয়ে পড়ল—তাঁদের পল্লবচয় দোলনে যেন হাতে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে পাখীসব উচ্চস্বরে যেন আর্তকণ্ঠে ক্রন্দন করতে করতে এবং কুসুমের মধুক্ষরণে যেন অশ্রু বিসর্জন করতে করতে।

গোপীদের রাধাদর্শন ও তাঁর এ-অবস্থা বিষয়ে বিচারঃ

১৩৬। এ-অবস্থায় রাধা তথায় পড়ে থাকলে সেই মৃগনয়নাগণ চরণচিহ্ন অনুসারে সরসভাবে ইত-স্ততঃ এদিক ওদিক খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ নিকটেই নয়নকোণে তাঁকে একাকিনী দেখতে পেলেন—সেই ক্ষণেই আকাশ থেকে পতিত বিনা-মেঘে বিদ্যুতের মতো, ভারী হওয়ার দরুণ ধরণীতলে পতিত উজ্জ্বল জ্যোৎস্না-প্রবাহের মতো, ত্রৈলোক্য শোভার মুকুটের চূড়া থেকে বিচ্যুত কনকরত্নমালার মতো, পৃথিবী থেকে বেগে উদ্গীর্ণ নিজ সৌভাগ্যরূপ কনক সম্পত্তির মতো, স্বয়ম্ অঙ্কুরিত কুঙ্কুম বাটিকার মতো, বৃন্দাবিপিন-লক্ষ্মীরই ক্রোড়স্থিত কোনও অনির্বচনীয় স্বর্ণময়ী স্থল কমলিনীর মতো, কন্দর্পের ধনু থেকে নিক্ষেপিত চম্পকমালার

কিমিদম্, সৈবেয়ং যামস্মান্ বিহায় বিদ্যুতমিব জলদশ্চন্দ্রিকামিব চন্দ্রঃ, প্রভামিব মণিবরো গৃহীত্বান্তরধাদ্‌গোকুল-রাজতনয়োঽনয়োদয়েন দারুণো দারুণোঽপি ॥

১৩৭। ভবতি, চেৎ সৈব কথমেকা খরমঞ্জরী মঞ্জরীকর্কশচেতসা তেনৈব কিমেষাপি নিঃসহায়া হা যাপিতা বিরহবেদনাম্, কিংবা চিরসুরতবিহরণরণপরিশ্রমেণ নিদ্রায়ামস্যাঃ স চাত্রৈব কুত্রাপি বর্ত্ততে, নাস্মাকং স্বাকম্পমানমানসানাং বিরহরহস্যাতঙ্কেন দুর্ভগাণাং নয়নবিষয়ীভবতি, অস্যাঃ পুনঃ সমীপ এব বর্ত্ততে ॥

১৩৮। অথবাস্মাকমেব সংসরণধ্বনিমধ্বনি মন্দমপি সমাকর্ণ্যাপসসার সারস্য-হীনতয়া; তথা সতি স তিলকো রসিকানাং পুরেব রে বহুমতামিমাং সহ সহজপ্রিয়াং কিমিব নানৈষীৎ। অহোস্বিদস্যা এব কমপি

অহো কিমিত্যাদি শ্যামলাদীনাং বাক্যম্। বিদ্যুতং বিনাপি জলদো নাতিনিঃশোভো ভবতীত্যত আহুঃ—চন্দ্রিকামিতি। চন্দ্রিকাং বিনা তু চন্দ্রো দিনে ভ্রষ্টশোভ এব ভবতীতি ভাবঃ। তথাপি তত্তদ্‌বিনাভূতয়োস্তয়োঃ সত্তামালক্ষ্যাবিনাভাবেনো-পমিমীতে—প্রভামিবেতি। দারুণ কাষ্ঠাদপি॥

১৩৭। ভবতি চেদিতি ললিতাদ্যাঃ সগদ্‌গদমাহুঃ—খরমঞ্জরী অপামার্গঃ। অতিসুভগায়াস্ত্যাগো ন সম্ভবতীত্যত আহুর্মঙ্গলাদ্যাঃ—কিং বেতি নিদ্রায়াং বৃত্তায়ামিত্যর্থঃ। বিরহরহসি বিচ্ছেদতত্ত্বে আতঙ্কেন আ সম্যক্ কম্পমানমানসানাম্; "রহস্তত্ত্বে রতৌ গুহ্যে" ইতি মেদিনী ॥

১৩৮। সমীপে চেদ্‌বর্ত্ততে, তর্হি গাত্রসৌরভ্যাদিনাপ্যুপলভ্যেতাসাবিত্যত আহুর্ভদ্রাদ্যাঃ—তাঃ প্রতি পুনঃ

মতো, ধরণীদেবীর ললাটের গোরচনা তিলকের মতো, অহো আশ্চর্য কাননলক্ষ্মীর গৃহের বিনা-তেলভরা দীপ শিখার মতো, ভূমিতলে পতিতা জ্বলন্ত দিব্যৌষধি লতিকার মতো। একাকিনী তাঁকে পড়ে থাকতে দেখে তাঁদের মনে নানা বিচারের উদ্ভব হল। তাঁরা বলতে লাগলেন— অহো এ কি! এ দেখছি সেই, যাঁকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের ত্যাগ করত পক্ষপাতরূপ অন্যায়হেতু কাষ্ঠকঠিন ব্রজরাজ তনয় অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছিলেন— যেমন না-কি অন্তর্হিত হয় মেঘ বিদ্যুৎ সহ চন্দ্র জ্যোৎস্না সহ, মণিশ্রেষ্ঠ প্রভাসহ।'

১৩৭। ললিতাদি সগদ্‌গদ্ বললেন—'তাই যদি হয় তবে কি করেই বা ধানের মঞ্জরী সম কর্কশ-চেতা সেই ব্রজরাজনন্দন গুল্মসম কোমলা, একা, তাও আবার নিঃসহায়া একে হায় বিরহবেদনায় ফেললো। (অতি সৌভাগ্যবতী একে ত্যাগ তো সম্ভব নয়, তাই পুনরায় তর্ক করছেন—) কিম্বা বোধ হয় দীর্ঘ সুরত-বিহাররণ পরিশ্রমে সখী আমাদের নিদ্রা গেলে সে এখানেই কোথাও অপেক্ষা করছে। বিচ্ছেদ-তত্ত্ব বিষয়ে আতঙ্কহেতু অতিশয় কম্পমান মনা দুর্ভাগ্যবতী আমাদের নয়নবিষয়ীভূত হচ্ছে না বটে, কিন্তু এঁর নিকটেই আছে।'

১৩৮। (কাছেই যদি কোথাও থাকতো তবে গাত্র-সৌরভাদি দ্বারা তাঁর সন্ধান পাওয়া যেত নাকি, এরূপ বিচার করে ভদ্রাদি বলতে লাগলেন—

'অথবা আমাদের পথ-চলার শব্দ মন্দ হলেও তা শুনে প্রিয়তম ওর সরসতা হীনতা হেতু এখান থেকে ভেগে গিয়েছেন।' (তাঁদের প্রতি পুনরায় শ্যামাদি বললেন—)'আরে শোন, এরূপ যদি হতো তবে রসিক-তিলক প্রিয়তম পূর্বের মতো সম্মানিতা সহজপ্রিয়া একে সঙ্গে কেন-না নিয়ে যাবেন?' (রাধার দোষদর্শিনী

মদমদক্ষিণতাং কাঙ্ক্ষিদালোক্য সহজমানী মা নীতবানিমামপি সঙ্গে, নাপ্যেবং যতো ন তস্য তথেয়মবৈদগ্ধী দগ্ধীকৃত্য বিরহদবদহনেনৈনামতদর্হামেকামেকান্তকঠোরতয়া স্বয়মন্তর্ধাস্যতি ॥

১৩৯। 'সৈবেয়ং বা ন ভবতি যতো দৃশ্যতে নাত্র কৃষ্ণঃ
সৈবৈষেতি প্রতিফলতি যত্তদ্ধি নো ভ্রান্তিরেব।
সর্বাসাং নো মদবিহতয়ে মাধুরী নাম দেবী
কাচিন্মূর্ত্তা জয়তি জগতীমোহমুৎপাদয়ন্তী ॥'

১৪০। ইতি নিকটমুপসর্পন্ত্যঃ পুনরপি সংশেরতে স্ম। নাপ্যেবং যতঃ—

'ম্লানা মৃণালীব নিপত্য বর্ত্ততে, স্পন্দো ন মন্দোঽপি চ লক্ষ্যতে ততঃ।
ইয়ং হি মূর্ত্তিঃ করুণস্য কিং ন বা, মূর্চ্ছৈব কিংবা প্রিয়বিপ্রয়োগজ ॥'

ইতি নিকটতরমুপসর্পন্তি স্ম ॥

১৪১। ততশ্চ তাসামাগমনমাকলয্য প্রসূয়াসূয়ামিব সা তস্যা মূর্চ্ছাসখী তাং তত্যাজ ॥

শ্যামাদ্যা আহুঃ—তথা সতীতি। তত্র দোষদর্শিন্যশ্চন্দ্রাবল্যাদ্যা আহুঃ—আহোস্বিদিতি। তাঃ প্রতি পুনঃ শ্যামাদ্যা আহুঃ—নাপ্যেবমিতি ॥

১৩৯। ইতি তস্যাস্তাদৃগবস্থত্বে সর্বানেব বিতর্কান্ খণ্ডিতবত্যো বিতর্কান্তরমসম্ভাবয়ন্ত্যস্তস্যামেব সংশয়ানা এব সর্বত উৎকর্ষমানয়ন্ত্যঃ শ্যামাদ্যা আহুঃ—সৈবেয়মিতি। তর্হি কেয়মিত্যত আহুঃ—সর্বাসামিতি ॥

১৪০। ললিতাদ্যাঃ সখেদমাহুঃ—ম্লানেতি। করুণস্য করুণরসস্য কিংবা মূর্চ্ছৈবেতি মূর্তিধারিণীত্যর্থঃ ॥

১৪১। অসূয়াং প্রসূয় উৎপাদ্য কৃত্বেত্যর্থঃ, সম্প্রত্যেতা এব সখ্য আসতাম্, কিং ময়া বিপৎকালমাত্রসহায়য়েতি

চন্দ্রাবল্যাদি বললেন—) 'রাধিকারই কোনও অহঙ্কার বা অসৌজন্য দেখে সহজমানী-জন আমাদের প্রিয়তম বোধ হয় একে সঙ্গে নিয়ে যান নি।' (এই কথার উত্তরে শ্যামাদি বললেন—) 'এও হতে পারে না, কারণ প্রিয়তমের এরূপ অরসজ্ঞতা হতে পারে না, যাতে দগ্ধানোর অযোগ্য নিঃসঙ্গ একে একান্ত কঠোরভাবে বিরহ-দাবাগ্নি দহনে দগ্ধিয়ে নিজে ভেগে যাবে।'

১৩৯। (রাধার এ-অবস্থার বিষয়ে সকল বিতর্কের অবসান সংঘটনকারিণী, অন্য বিতর্কের অসম্ভাবনা ভাবনাকারিনী শ্যামাদি সখীগণ এ স্থানে রাধার অস্তিত্ব বিষয়েই সংশয়ান্বিতা হয়ে বললেন—)

'অহো বোধ হয় রাধাই নয়, কারণ এখানে তো কৃষ্ণকে দেখা যাচ্ছে না। এই যে আমাদের রাধা-প্রতীতি, এ নিশ্চয়ই ভ্রান্তি। আসলে আমাদের গর্ব-খণ্ডন করাবার জন্য মাধুরী নামক কোনও দেবী মূর্তিমতি হয়ে জগদ্ব্যাপি মোহ উদ্পাদন করতে করতে সর্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করছেন।'

১৪০। এরূপ বলতে বলতে নিকটে গিয়ে পুনরায় বিতর্ক করতে লাগলেন—'উহু তাও তো নয়, কারণ ম্লানা মৃণালের মতো পড়ে আছে-যে। এর হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন মন্দ মন্দও লক্ষিত হচ্ছে না। এ কি করুণ-রসের মূর্তি নয়? কিম্বা প্রিয়বিরহজাত মূর্চ্ছা দেবীই নয়?' এই বলে আরও নিকটে গেলেন।

১৪১ অতঃপর তাঁদের আসা দেখে রাধার সেই মূর্চ্ছা সখী যেন অসূয়া বশতঃ তাঁকে পরিত্যাগ

১৪২। গতায়ং তস্যাং সা সুপ্তপ্রবুদ্ধেব 'হা নাথ ক্বাসি' ইতি কলকোমলগদ্গদগদনপরা ন পরাপরবিবেকবতী বিবর্ত্তমানাস্তাঃ প্রতি নাতিদূরে যদি নয়নে ব্যাপারয়ামাস, তদা তা অপি 'সৈবেয়ম্' ইতি সহর্ষবিষাদ বিস্ময়-সম্ভ্রমৌৎকণ্ঠ্যমুপকণ্ঠমুপসর্পন্ত্যঃ কনককমলিনীমূলং নিষ্কলহং কলহংসবধ্ব ইব সুরসরিতং সরিদন্তরাণীব, স্থায়িতাং প্রাপ্তবতীং রতিং সর্বভাবানাং শ্রেণয় ইব, স্বরসপ্তকসম্পদং সর্বাঃ শ্রুতয় ইব, সুকবিকবিতাং রসভাব-গুণালঙ্কারসম্পদ ইব, উপমালঙ্কৃতিং রূপকাদ্যলঙ্কৃতয় ইব, অমৃতকরকিরণকন্দলীং চকোরললনা ইব, নবোদ্যানলক্ষ্মীং নানাবিধবিহগবধ্ব ইব, কমলাকরসম্পদং কমলিনীবিততয় ইব, সকলাঃ পরিতঃ পরিবব্রুঃ, পরিবৃত্য চ,—

কাচিদ্বীজয়তি স্ম পল্লবকুলৈঃ কাচিৎ কচানাং ততিং
বধ্নাতি স্ম চকার কাচন করেণাস্যাম্বুজোন্মার্জনম্।
ঊচে কাচন 'মদ্বিধেব ভবতী হা হন্ত কষ্টাং দশা-
মেতাং প্রাপ্তবতী কথং ক্ব স তব প্রাণাধিনাথঃ শঠঃ॥

বিভাব্যেতি ভাবঃ।

১৪২। বিবর্তমানা পার্শ্বং পরিবর্তয়ন্তী; আবর্তমানা আবৃত্য তিষ্ঠন্তীঃ প্রতি, নয়নে নেত্রযুগম্। সহর্ষেতি তৎপ্রেমবৈয়গ্র্যদর্শনেন চন্দ্রাবল্যাদীনামপি সাহজিকসৌহার্দোদয়াৎ তৎপরিচয়ে হর্ষঃ, তাদৃগবস্থাদর্শনে বিষাদঃ, মহাসুভগায়া অপি তথাভূতত্বে বিস্ময়ঃ, সংবাদেন তদ্বার্তাজ্ঞানার্থমৌৎকণ্ঠ্যম্, অতএব সম্ভ্রমঃ, কমলিনীত্ব কলহংসীত্বাভ্যাং তস্যাং তাসাং সর্বাসামপি সাহজিক ইব সৌহার্দোদয় উক্তঃ। অতএব সুরনদীত্ব নদ্যন্তরত্বাভ্যাং তদানীং বাহ্যাভ্যন্তরমেলনমাশ্রয়াশ্রয়িভাবশ্চ। তত্র হেতুপ্রদর্শনার্থং সর্বভাবত্ব-স্থায়িরতিত্বাভ্যামংশাংশিভাবঃ, সর্বভাবানাং বিভাবানুভাব-সাত্ত্বিক-সঞ্চারিণাং স্বরত্ব-শ্রুতিত্বাভ্যাং সর্বসম্পূর্ণগুণবত্ত্বতদ্গুণৈকদেশবত্ত্বে। রসাদিত্বকবিতাত্বাভ্যাং প্রকাশ্যপ্রকাশকভাবো নিত্যসংযোগশ্চ। রূপকাদিত্বোপমাত্বাভ্যাং ব্যাপ্য-ব্যাপকভাবঃ। চকোরত্ব সুধাকরত্বাভ্যাং পোষ্য-পোষকভাবঃ। দৃষ্টান্তোঽয়ং তস্যাঃ সখীরালক্ষ্যোতাবসীয়তে। বিহগত্বোদ্যানত্বাভ্যামাকৃষ্যাকর্ষকভাবঃ। তটস্থপক্ষপ্রতিপক্ষানপ্যালক্ষ্যায়মুপন্যস্তঃ। নলিনীত্ব-কমলাকরত্বাভ্যামাধার্যাধারকভাবঃ। সুহৃৎপক্ষানালক্ষ্যায়ং পরস্পরম্লিষ্টতয়া। কাচিদিত্যত্র বীজনাদিকর্ত্র্যো বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠ্যো নিজসখ্য এব জ্ঞেয়াঃ। ঊচে কাচনেতীয়ং চন্দ্রাবলী॥

করলেন। (সম্প্রতি এই সব সখী এসে পড়েছে। বিপৎকালের-মাত্র সহায় আমার আর কি প্রয়োজন—এই মনে করে চলে গেলেন।)

১৪২। মূর্চ্ছাদেবী চলে গেলে ঘুম থেকে উঠ জনের মতো 'হা নাথ কোথায় তুমি' এইরূপে কল-কোমল-গদ্গদভাষণপরা পর-অপর বিবেকহীনা রাধা যদি তার পার্শ্বে আগমনপরা ও তাঁকে ঘিরে নিকটে আগতা সখীদের প্রতি চোখ তুলে তাকালেন, তখন 'অহো এ-যে দেখছি সেই রাধাই' এ-বলে সহর্ষবিষাদ-বিস্ময়-সম্ভ্রম-উৎকণ্ঠার সহিত তাঁরা সকলে তাঁকে ঘিরে দাঁড়ালেন—কনককমলিনী মূল ঘিরে যেমন কলহহীনা কলহংস-বধু দাঁড়ায়, গঙ্গায় যেমন অন্যসব নদী এসে মিলিত হয়, স্থায়িত্ব প্রাপ্তা রতিতে যেমন বিভাব অনুভাবাদি সমূহ এসে মিলিত হয়, সপ্তস্বরসম্পদে যেমন সকল শ্রুতি এসে মিলিত হয়, সুকবির কবিতায় যেমন রস ভাব-গুণ-অলঙ্কারসম্পদ এসে মিলিত হয় উপমা অলঙ্কারে যেমন রূপকাদি অলঙ্কার সমূহ এসে মিলিত হয়, চন্দ্রজ্যোস্না-

১৪৩। অস্মান্ বিহায় ভবতীং যদসাবহার্ষী-,ত্তেনৈব হি প্রশমিতো বিরহজ্বরো নঃ।
সোহয়ং পুনর্দ্বিগুণ এব বভূব ধিঙ্নো, যদ্বীক্ষ্যতে তব দশেয়মভূতপূর্ব্বা॥

১৪৪। ন কশ্চিত্তে দোষঃ সুমুখি মনসো বাথ বচসো
জগত্যেব খ্যাতা ত্বমসি গুণরত্নাবলিখনিঃ।
ত্বয়ি প্রেমা তস্য প্রথিত ইতি সর্বস্য বিষয়ঃ
কুতো জাতা তস্য ব্যবদিতিরিয়ং হন্ত কঠিনা॥

১৪৫। এতেন তে সুমুখি কষ্টতরেণ দুঃখে-,নাস্মাকমন্তরগামি দুঃখম্।
ভৈষজ্যমাত্রপরিভূতিকৃতো বিষস্য, বীর্য্যং হি নশ্যতি মহাবিষসঙ্গমেন॥

১৪৬। তৎ কথয় ভাবিনি! কিং বীজমিদং তে বৈশসম্।' তত্রৈব কাচিদন্যাহ,—'কিং পৃচ্ছত ভোঃ সখ্যঃ! তস্যৈব প্রেম্ণ এবায়ং স্বভাবঃ।

১৪৩। অস্মান্ বিহায়েত্যপি বাক্যং প্রায়ঃ প্রতিপক্ষতটস্থপক্ষাণামেব শুদ্ধসৌহার্দ্যপ্রকাশনময়ম্॥
১৪৪। ন কশ্চিদিতি বিপক্ষসখীবিতর্ক্যমাণ-তদ্দোষবারণপরাণাং সুহৃৎপক্ষাণাং বাক্যম্॥
১৪৫। এতেনেতি বয়সা ন্যূনানাং প্রায়ো ধন্যাদিকন্যানামুক্তিঃ॥

ধারায় যেমন চকোরীগণ এসে মিলিত হয় নবোদ্যান শোভায় যেমন নানাবিহগবধূ এসে মিলিত হয়, সরোবর বৈভবে যেমন কমলিনী সমূহ প্রস্ফুটিত হয়ে উঠে। ঘিরে দাঁড়িয়ে—

ললিতাদি কোনও সখী নবীন পত্রগুচ্ছের দ্বারা বীজন করতে লাগলেন, কেউ কেশকলাপ বেঁধে দিলেন, কেউ করপল্লবের দ্বারা মুখ মুছিয়ে দিলেন কোনও গোপী (চন্দ্রাবলী) বললেন—'মদ্বিধ জনের মতো তুমিও হায় হায় কি করে এরূপ কষ্টদশায় পতিত হলে। কোথায় সেই তোমার প্রাণাধিনাথ শঠ।'

১৪৩। (প্রতিপক্ষপ্রায় তটস্থপক্ষের শুদ্ধ সৌহার্দ প্রকাশপর বাক্য—)

আমাদের ত্যাগ করে যে কারণে (কারণ—রাধার সর্বমুখ্যতা) তোমাকে চুরি করে নিয়ে এসেছিল তার দ্বারাই প্রশমিত হয়েছিল আমাদের বিরহজ্বর। এখন সেই বিরহজ্বরই পুনরায় দ্বিগুণ হয়ে উঠল। ধিক্ আমাদের, যেহেতু তোমার এমন অভূতপূর্ব দশা আমাদের দেখতে হল।'

১৪৪। (সুহৃৎপক্ষের উক্তি—)হে সুমুখি! তোমার তো কোন দোষ নেই, না-মনের, না-বাক্যের। বিশ্বব্যাপি খ্যাতি, তুমি গুণরত্নাবলি খনি। তোমাতে যে তার প্রেম বিখ্যাত, তা সবারই জানা ব্যাপার।

১৪৫। (ধন্যাদি কন্যাগণের উক্তি)—'হে সুমুখি! তোমার এ দুঃখের দ্বারা আমাদের অন্তরস্থ দুঃখ ঢেকে গিয়েছে। ঔষধ মাত্রকে পরাভূতকারী বিষের বীর্য মহাবিষ-মিলনে নাশ প্রাপ্ত হয়ে যায়—এ কথা প্রসিদ্ধ।

১৪৬। তাই বলছি হে ভাবিনি! তোমার এ-কষ্টের মূল কারণ কি?' সেখানে উপস্থিত সখীর মধ্যে অন্য একজন (শ্যামা) বললেন—'ভো ভো সখীগণ! রাধাকে আর কি জিজ্ঞাসা করছো, তার প্রেমেরই এরূপ স্বভাব।

তৎ প্রেম কো বত বিভাবয়িতুং সমর্থ-,স্তুল্যং বিষেণ সুধয়াঽপ্যনুরাগিণীষু ।
সন্তাপয়ন্তি রসয়ন্তি বিমূর্চ্ছয়ন্তি, সংজীবয়ন্তি যুগপদ্বত যস্য ভাবাঃ ॥'

১৪৭। ইতি তস্যা বচনাবসানে সানেকপ্রযত্নেনামূষাং মূষাং প্রেমহেমাবর্ত্তিনীমিব হৃদয়বৃত্তিমুদ্‌ঘাট্য সবাষ্পোষ্ণং সকলং কলং সমুজ্জগার যদি, তদা তদাকর্ণনেন বিস্মিতবিস্মিতমুখ্যস্তামগ্রতঃ কৃত্বা সমবেতীভূয় ভূয় এব তমিতস্ততো গবেষয়িতুং বেষয়িতুং চ নিজনিজমনোজ্বরং দিশি বিদিশি বিহিতসঞ্চারা ঘনতরবিটপবিতানচ্ছাদিতহিমকরকরনিকরতয়া তমোবহুলং বনপ্রদেশং সমাসাদ্য ভগ্নপ্রক্রমাস্ততো নিববৃতিরে ॥

১৪৮। নিবৃত্য চ তরণি-দুহিতুঃ কূলমনুকূলমনুসৃত্য মসৃণতরঘনসারধূলিধবলবলমান-সৌভাগ্যপরভাগ-পুলিনোপরি সমুপবিশ্য তন্মনস্কা মনস্কারারোপিত-তদ্‌গুণা বচসা চ সাধিত-তদ্‌গানাস্তদবেক্ষণক্ষণসঙ্কল্পাকল্পাঃ কলকোমলগদ্‌গদগদনমুৎকণ্ঠমত্যুৎকণ্ঠং রুদন্মুখা মুখামোদমিলিতাভিঃ কলঝঙ্কারকলয়ানুরুদতীভিরিব মধুকরবধূভিঃ প্রতিপাল্যমানাঃ ক্ষণং গময়ামাসুঃ ॥

১৪৬। বৈশসং কষ্টম্। কাচিদন্যেতি তজ্জাতীয়প্রেমানুভাবিনী প্রখরেয়ং শ্যামৈব। সন্তাপয়ন্তীত্যাদিনা তাপন-হ্লাদনয়োর্মরণ-জীবনয়োশ্চ বিরুদ্ধধর্মত্বম্, তত্রাপি যৌগপদ্যমিত্যবিচিন্ত্যত্বম্।।

১৪৭। সা রাধা, অমূষামনেকপ্রযত্নেন প্রেমৈব হেম তদাবর্ত্তয়িতুং শীলং যস্যাস্তাং মূষাং পুটপাকম্ 'মুস' ইতি খ্যাতামুদ্‌ঘাট্য তাস্তথাত্বেন প্রত্যায্যেত্যর্থঃ। সকলং সমস্তবৃত্তম্। বিস্মিতং বিস্ময়যুক্তম্, বিস্মিতং বিগতস্মিতঞ্চ মুখং যাসাং তাঃ। গবেষয়িতুমন্বেষ্টুম্। নিজমনঃ কর্ম জ্বরং বেষয়িতুং ব্যাপয়িতুম্। গবেষণেন প্রত্যুত জ্বরবৃদ্ধিরেব ভবিষ্যতীতি তা ন জানন্তীতি ভাবঃ ।।

হায় হায় সেই প্রেম বুঝবার শক্তি কার ? অনুরাগিনিদের নিকট এ বিষ ও অমৃত তুল্য হায় হায়, এ যুগপৎ তাঁদের সন্তাপিত করে তোলে রসে উন্মজ্জিত করে দেয়, মূর্চ্ছায় আচ্ছন্ন করে দেয়, আবার সঞ্জীবিত করে তোলে।'

গোপীদের সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ, রাধাসহ পুলিনে গমন ও কৃষ্ণগান ঃ

১৪৭। তাঁর এরূপ কথা শেষ হলে রাধা ঐ সখীদের অনেক প্রযত্নবশে যদি প্রেমসোনা গালাবার পাত্ররূপ তাঁর হৃদয়বৃত্তি উদ্‌ঘাটন করে সমস্ত ব্যাপার মৃদুমধুর ভাবে উষ্ণ অশ্রুপাত করতে করতে পুরোপুরি বললেন, তখন তা শুনে বিস্মিত ও হাস্যরহিত মুখী তাঁরা রাধাকে অগ্রে করে সমবেত ভাবে পুনরায় শ্রীকৃষ্ণকে চতুর্দিকে খুঁজবার জন্য এবং নিজ নিজ মনোজ্বর দিগ্‌বিদিগে ছরিয়ে দেওয়ার জন্য ঘুরতে ঘুরতে অতিঘনশাখা চাদোয়ায় ব্যবহিতজ্যোৎস্নাঘনান্ধকার বনপ্রদেশ প্রাপ্ত হয়ে নিরুদ্যম হওয়ত সেখান থেকে নিবৃত্ত হলেন।

১৪৮। সেখান থেকে নিবৃত্ত হয়ে তদ্‌গতমনা, চিন্তায় তাঁর গুণই আরোপকারিণী, কণ্ঠে তাঁরই গান কীর্তনকারিণী, তারই পরিদর্শনের সঙ্কল্প রচনাকারিণী, কলকোমল-গদ্‌গদ কণ্ঠে আলাপাচরিণী, কাঁদো-কাঁদো-মুখী এবং মুখগন্ধে মিলিতা ও পশ্চাৎপশ্চাৎ কলঝঙ্কারে যেন ক্রন্দনরতা মধুকরবধূদ্বারা প্রবোধিতা গোপীগণ অনুকূল যমুনাকূল ধরে চলতে চলতে অতিমসৃন কর্পূরধূলি শুভ্রতায় উজ্জ্বল এবং সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত পুলিনোপরি পৌঁছে স্থির হয়ে বসে ক্ষণকাল কাটিয়ে দিলেন।

১৪৯। তদ্‌গানমাধুর্য্যং বিপ্রলম্ভরসস্য হৃদয়মিবহৃদয়মিব দম্ভোলেরপি দ্রাবয়ৎ, গিরিতরুলতানামন্তঃ-করণমিবাকর্ষৎ যদভূৎ, তদনুবর্ণনে কঃ ক্ষমতাম্, মতান্তরে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠতয়া গিরাং দেবী চ নানুকথয়িতুমীষ্টে। তথাপি শ্রীশুক-কথিতানুসারেণ শুককথিতানুসারেণ কথ্যতে ॥

ইত্যানন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলালতাবিস্তারে রাসক্রীড়ায়াং কৃষ্ণান্তর্ধানং নামাষ্টাদশঃ স্তবকঃ ॥ ১৮ ॥

—•★•—

১৪৮। মনস্কারেণ চিন্তয়া আরোপিতাস্তস্য গুণা এব, ন তু দোষা যাভিস্তাঃ। কলকোমলেত্যাদিত্রয়ং রোদন-ক্রিয়াবিশেষণম্ ॥

১৪৯। হৃদয়মিব সারভাগ ইবেত্যর্থঃ। মতান্তরে চ অনুবর্ণনসামর্থ্যে চ; পক্ষে অস্য বর্ণয়িতুঃ। শ্রীশুকে বৈয়াসকি-স্তস্য কথিতম্, (ভা° ১০।৩১।১) "জয়তি তেঽধিকম ইত্যাদি তদনুসারেণ। তত্রাপি শ্রীশুককথিতানুসারেণ শুকো যথা স্বপাঠয়িতৃবচনমনুকথয়তি, অর্থাদিকং কিমপি ন বেত্তি, তথৈব ময়েত্যর্থঃ ॥

ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবন-টীকায়াং শ্রীসুখবর্ত্তিন্যামষ্টাদশস্তবকসঙ্গমনম্ ॥ ১৮ ॥

১৪৯। সেই গানমাধুর্য বিপ্রলম্ভরসের সারভাগের মতো, বজ্রের হৃদয়ও গালিয়ে দেবার মতো এবং গিরি-তরু লতাদের অন্তঃকরণ আকর্ষণ করার মতো যা হল, তা অনুবর্ণনের ক্ষমতা কার হবে? মতান্তরে অনু-বর্ণনের সামর্থ্য হলেও কণ্ঠ বাষ্পে রুদ্ধ হয়ে যাওয়াতে বাগ্‌দেবীও অনুকথনে সমর্থ হন না। তথাপি শুকপাখী যেমন অর্থাদি কিছু না বুঝেও পাঠ-করানো জনের কথা নকল করে (অর্থাদি কিছু না বুঝলেও) সেইরূপ আমিও শুকদেবের ভাগবতীয় কথানুসারে বলছি।

ইতি আনন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলালতাবিস্তারে
রাসক্রীড়ার কৃষ্ণান্তর্ধান নামক
অষ্টাদশ স্তবক

—★•★—

একোনবিংশঃ স্তবকঃ

১। অথ কোমলমঞ্জুলস্বরং, যদরোদীদবলাগণস্তদা।
তদভূদ্‌মৃগপক্ষিসংসদাং, শ্রুতিরম্যং হৃদয়স্য দাহকম্‌॥
২। সুদৃশাং প্রিয়কীর্ত্তিকীর্ত্তনৈঃ, করুণক্রন্দনকণ্ঠনিস্বনঃ।
স্থিরজঙ্গমচিত্তকর্ষণে, ললিতং গানমিব ব্যরাজত॥
৩। বিরহো রস এব মূর্ত্তিমান্‌, যদভূৎ কোমলরোদনস্বনঃ।
তমথ স্বরতালমূর্চ্ছনা-, শ্রুতয়স্তুল্যশুচোঽনুভেজিরে॥

একোনবিংশঃ স্তবকঃ

একোনবিংশে গোপীনাং বিলাপঃ কৃষ্ণদর্শনম্‌।
নানাভাবপ্রকটনং সপ্রশ্নোত্তরকৌতুকম্‌॥
স্বান্তঃস্বান্তপ্রান্তরে ক্লান্তকান্তাসন্তাপোক্তীঃ পান্থতাং সংরচয্য।
শর্মাস্পৃষ্টো ধ্বস্তধর্মা স মেনে তাঃ সন্দর্শ্যাত্মানমানন্দসিন্ধুম্‌॥

১। প্রথমং তাসাং বিলাপস্য স্বরূপং নিরূপয়তি ত্রিভিঃ। তদ্‌ রোদনং শ্রুতিরম্যং কর্ণসুখদং সৌস্বর্য্যাৎ, হৃদয় দাহকং সন্তাপময়ত্বাৎ॥

২। গানমিবেতি তাস্তু ন গানত্বেনানুসন্দধুরিত্যর্থঃ॥

৩। তর্হি কথং তস্য গানায়মানত্বম্‌? অত আহ—বিরহ ইত্যাদি। স্বরাদ্যা এব তদনুবর্ত্তিত্বাৎ তুল্যদুঃখাঃ সন্তস্তং স্বনমনুভেজিরে, তদন্তঃপ্রবিশ্যানুবদন্তস্তং গানাকারং চক্রুরিত্যর্থঃ॥

ঊনবিংশতি স্তবক

গোপীগীত ঃ

১। (প্রথম তিনশ্লোকে গোপীদের বিলাপের স্বরূপ বর্ণন করা হচ্ছে—)

অতঃপর কোমল মঞ্জুল স্বরে অবলাগণ যে রোদন করলেন তখন, তা মৃগপক্ষিসভার শ্রুতিরম্যও হল, আবার হৃদয় দাহকও হল।

২। সুন্দরীদের প্রিয়যশোকীর্ত্তনে যে করুণ ক্রন্দন-কণ্ঠধ্বনি হল, তা স্থাবর-জঙ্গমের চিত্ত আকর্ষণ বিষয়ে ললিত গানের মতো দীপ্তি পেতে লাগল।

৩। কোমল রোদন ধ্বনি যা হল, তা যেন মূর্তিমান্‌ হয়ে উঠা বিরহরসই। অতঃপর স্বর-তাল-মূর্চ্ছনা-শ্রুতিগণ ঐ ধ্বনির তুল্য দুঃখময় হয়ে তার অন্তরে প্রবেশ করত তাকে দিল গানের আকার।

৪। জয়তি প্রিয় তেঽবতারতো, ব্রজ এব শ্রয়তে যমিন্দিরা।
বত তত্র বসন্নয়ং জনঃ, কথমেবং লভতে পরাভবম্ ॥

৫। অনুরাগিণ ঙ্গনাগণং, বনভূমাবপহায় তাবকম্।
কথমন্তরধাঃ কৃপানিধে প্রিয় দৃশ্যো ভব তস্য চক্ষুষাম্॥

৬। অনুকাননকুঞ্জমন্দিরং, প্রতিবর্ত্ম প্রতি ক্ষ-বীরুধম্।
তব মার্গণখিন্নচেতসঃ, স্বজনানন্দয় দৃশ্যতাং গতঃ ॥

৭। নিশিতেন দৃগঞ্চলেন হে সবিষেণেব শরেণ নো মনঃ।
বিনিকৃন্তসি হন্ত যোষিতাং, তদয়ং কি বত নৈব নো বধঃ॥

৪। যং ব্রজম্, ইন্দিরা লক্ষ্মীঃ তত্রেতি ব্রজবাসিজনমাত্র এব তদারভ্য সুখপূর্ণে বৃত্তে সত্যপি অয়মস্মল্লক্ষণে জন এব কথং দুঃখীতি ভাবঃ ॥

৫। উক্তন্যায়েন জয়ে প্রাপ্তব্যে, প্রত্যুত পরাভবপ্রাপ্তিরেবাস্মাকমভূৎ। নন্ন মৎপ্রাতিকূল্যাচরণহেতুকৈব সাপ্যাস্তামিতি চেৎ, সত্যম্, তত্তু ন স্বেষু বয়ং লক্ষয়াম ইত্যাহুঃ—অনুরাগিণমিতি। তব নির্দয়ত্বে চ সম্ভবেৎ, তদপি ন লক্ষিতপূর্বমিত্যাহুঃ—কৃপানিধে ইতি। ন কেবলমন্যজনেষ্বিব, অস্মাস্বপি কৃপানিধিত্বমাত্রম্, যতো হে প্রিয়েতি। নন্ন তর্হি কেন প্রকারেণৈতদ্দুঃখং শময়েয়মত আহুঃ—দৃশ্যো ভবেতি। নন্ন ভাবনাভরতঃ সদা সর্বত্র পশ্যথৈব মাম্? অত আহুঃ—চক্ষুষামিতি ॥

৬। নম্বত্র বন এবাস্মি, ভবত্য এব মামন্বিষ্য বলাৎ কিমিতি ন পশ্যন্তীত্যত আহুঃ—অনুকাননমিতি। দৃশ্যতাং দৃশ্যত্বং প্রাপ্তঃ সন্। অনেন জয়তি প্রিয়েতি পদ্যত্রয়েণ (ভাং ১০।৩১।১) "জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ" ইতি মূলপদ্যমনুস্থতম্ ॥

৭। নন্ন কিং ময়া পূর্বং বিপ্রকৃতম্, যতো ভবতীনাম্যেতৎ কষ্টং সমজনি? ইত্যত আহুঃ—নিশিতেনেতি। বিনি-

---

৪। হে প্রিয়তম, তোমার আবির্ভাবের দিন থেকে যাকে লক্ষ্মীদেবী আশ্রয় করেছে সেই ব্রজ সার্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজমান। ব্রজবাসিজন মাত্রেই যেখানে সেই সময় থেকে সুখপূর্ণ হয়ে উঠ্ছে সেখানে বাসকারিণী তোমার এই দয়িতাজন হায় হায় কি করে এরূপ নির্যাতন লাভ করছে।

৫। তোমার নিজজন এই অনুরাগিনী অবলাগণকে এই বনভূমিতে ত্যাগ করে হে কৃপানিধে কেন তুমি অন্তর্ধান করলে? হে প্রিয়তম। কৃপা করে এই অবলাগণের চক্ষুর দৃশ্য হও।

৬। (তোমরা নিজেরাই খুঁজে নিয়ে বলাৎকারে দেখে নেও-না কেন, এর উত্তরে—) প্রতি কানন· কুঞ্জমন্দিরে, প্রতি পথে এবং প্রতি বৃক্ষলতায় তোমার অনুসন্ধান করতে করতে আমরা অবসাদগ্রস্ত-মনা হয়ে গিয়েছি। অতএব তুমি নিজেই দৃষ্টিগোচর হয়ে এই নিজজনদের আনন্দ দান কর।

৭। (আমি এমন কি উপদ্রব করেছি, যার থেকে তোমাদের এত দুঃখ হল, এর উত্তরেই —)

হে প্রিয়তম! খুরধার কটাক্ষশরে এ-যোষিৎগণের মন হায় হায় সদা অশেষে বিশেষে কেটে খণ্ড খণ্ড করে দিচ্ছ। (অহো, বিদগ্ধজন তো যোষিৎদের উপরই কটাক্ষহেনে থাকে, এতে আর কি হয়েছে? আমাদের

৮। অথ নো বধ এব তে মতো, যদি হা হন্ত বৃথা স্ম রক্ষিতাঃ।
বিষ-বারি-দবানলাদিতো, ঘনবর্ষাকরকাদি-পাততঃ॥

৯। অথবা সকলাবনেঽবিতা, বত যূয়ং চ দৈবেতি ভাষসে।
পরুষৈরুদিতৈর্বিনাশ্য কিং, পুনরস্মাকমসূনপালয়ঃ॥

১০। ন তবেহিতহেতুরীক্ষ্যতে, পরমস্বেচ্ছ কুতূহলাৎ পরঃ।
ন বত ব্যতিরিক্তমিষ্যতে, মৃতসঞ্জীবনতঃ কুতূহলম্॥

কুন্তসীতি তব সার্বদিকং শীলমেবৈতদিতি বর্তমানকালত্বম্, যোষিতামিতি ন হি যোষিৎসু শরক্ষেপ উচিত ইতি ভাবঃ। নন্ন ভো নীতিতন্ত্রেপদেষ্টৈ্র্যোষিৎস্বেব কটাক্ষশরো নিক্ষেপ্তুমুচিতো বিদগ্ধস্য নান্যেষু? সত্যম্, ত্বং কৌতুকেনোপহসসি, অস্মাকন্তু প্রাণত্যাগ ইত্যাহুঃ— তদয়মিতি। নোঽস্মাকময়ং কিং নৈব বধঃ? অপি তু বধ এব। অয়ং ভাবঃ— কটাক্ষশরং প্রহৃত্য যথা যোষিতো ন ম্রিয়ন্তে, তথা তদুত্তরং তৎসমুচিতং সন্ধুক্ষণমপি বিদগ্ধজনঃ করোতি, ত্বং তু ন তথা করোষীতি। ত্বয়ি স্ত্রীবধ এব ফলিষ্যতীতি ভাবঃ॥

৮। ওমিতি ব্রুবন্তং তমাহুঃ—অথেতি। মতোঽভিপ্রেতঃ, করকা বর্ষোপলঃ, বৃথা রক্ষিতা বয়মিতি নোপেক্ষ্যতে, বধ্যো জনো ন পুষ্যতে ইতি নীতেঃ। প্রতিপালিতজনবধে চ হত্যাবৈশিষ্ট্যমিতি ভাবঃ॥

৯। সকলানাং সর্বব্রজবাসিনামবনে পালনে কর্তব্যে যূয়ঞ্চ তদন্তঃপাতিত্বোঽবিতা দৈবাদ্রক্ষিতা অভূত, অন্য-জনাসংপৃক্ততয়া যদি প্রাপ্তা অভবিষ্যত, তদা ত্বহনিষ্যমেবেতি ভাবঃ। ইতি ভাষসে চেৎ, তদা পরুষৈরুদিতৈর্বাক্যৈঃ; (ভাঃ ১০।২৯।২২) "তদ্ যাত মা চিরং ঘোষম্" ইত্যাদিভিরস্মাকমেকত্রৈব পৃথক্ প্রাপ্তানামসূন্ প্রাণান্ বিনাশ্য পুনর্মন্দ-হসিতপ্রদর্শনৌষধেন কিং কিমর্থমপালয়ঃ, রক্ষিতবানসি॥

১০। তত্র তূষ্ণীং স্থিতমিবালক্ষ্য স্বয়মেব তৎকারণমাহুঃ—ন তবেতি। ঈহিতস্য তাদৃশচেষ্টিতস্য হেতুঃ কুতূহলাৎ পরোঽন্যো ন লক্ষ্যতে, যতঃ পরমা স্বেচ্ছৈব যস্য হে তাদৃশ! কুতূহলস্যাপি বৈবিধ্যে মৃতসঞ্জীবনতো ব্যতিরিক্তম্। অন্যৎ কুতূহলং নেষ্যতে, যুক্ত্যা ন লভ্যতে; আদৌ জন্তুর্মৃতঃ ক্রিয়তে, পশ্চাৎ সংজীব্যতে, পুনরপি মার্যতে, পুনশ্চ সংজীব্যতে, ইত্যেবং লক্ষণমেব কুতূহলম্, তথৈবোপলম্ভাৎ॥

প্রাণ বেড়িয়ে যাচ্ছে, আর তুমি উপহাস করছো?) হায় হায় এ কি আমাদের বধ নয়?

৮। অতঃপর বলার কথা, আমাদের বধই যদি তোমার অভিপ্রেত, তবে হায় হায়, বৃথাই রক্ষিতা হয়েছিলাম, বিষ-বারি-দাবানল, তথা ঘনবর্ষাকরকাদি বর্ষণ থেকে।

৯। অথবা সকল ব্রজবাসিদের পালনের অন্তর্গত ভাবেই অহো তোমরা দৈব থেকে রক্ষিতা হয়েছ, এরূপ যদি বল তার উত্তরে শোন—ঘরে ফিরে যাও এরূপ কঠোর বাক্যে বিনাশ করে পুনরায় কিসের জন্য মন্দমধুরহাসিরূপ ঔষধে আমাদের প্রাণ রক্ষা করেছ?

১০। হে পরমস্বেচ্ছাময় প্রভো! আমোদ করা ছাড়া তাদৃশ চেষ্টার অন্য কোনও হেতু দেখা যাচ্ছে না। আর হায় হায়, বার বার মারণ-জিয়ানো খেলামোদ ছাড়া অন্য কোনও আমোদও যুক্তি দ্বারা পাওয়া যাচ্ছে না।

১১। ন হি জীবয়িতুং পরিশ্রম-,স্তব দুরস্থিত-জীবিতা হি নঃ।
তব দর্শন এব তন্ত্রবে-,ত্ত্বদৃতে নো ন হি জীবিতং পরম্॥

১২। ন হি বল্লববংশজো ভবান্, গতভীর্বল্লবযোষিতাং বধে।
সহবাসসগোত্রসম্পদে, বত যঃ কোঽপি ভবেদনুগ্রহী॥

১৩। দ্রুহিণেন ন বিশ্বগুপ্তয়ে, ত্বমিভিষ্টুত্য ভুবি প্রকাশিতঃ।
অথ বিশ্বগতা হি মাদৃশী ,র্বত গোপায়সি কিং ন মুহ্যতীঃ॥

১৪। ভবভীতিজুষাং কৃতাভয়ং, রতিভাজামভিলাষবর্ষুকম্।
কমলাকরলালিতং প্রভো, কুরু নঃ শীর্ষণি পাণিপল্লবম্॥

১১। ননু মারণং সুকরমেব, মৃতস্য সঞ্জীবনন্তু দুষ্করমিত্যত আহুঃ—ন হীতি। দূরে স্থিতং জীবিতং যাসাং তা অস্মান্। তৎ জীবনং ভবেৎ, যতস্ত্বদৃতে ত্বাং বিনা পরমন্যৎ জীবিতং ন হি, অতঃ স্বস্য দর্শনাদর্শনে এব দত্ত্বাস্মাকং জীবন-মরণে করোষীত্যর্থঃ॥

১২। হংহো তৎকৌতূহলঞ্চ মহামদদুর্লীলরাজপুত্রাণাং জাত্যন্তর এব শ্রুতম্, ন তু স্বজাতিমাত্র এব, তব তু স্বপ্রিয়বন্ধুবর্গেঽপি তদিত্যাহুঃ—ন হীতি। ন হি গতভীঃ, অপি তু গতভীরেবেত্যর্থঃ। যঃ কোঽপি, সর্বোঽপীত্যর্থঃ। সত্তমস্তু পরেষামপি সম্পদে অনুগ্রহী ভবেৎ, ভবাংস্তু স্বেষাং বিপদে নিগ্রহী ভবেরিত্যনুপমোঽসীতি ভাবঃ। অনেন 'নিশিতেন' ইত্যাদিনা পদ্যষট্কেন (ভা০ ১০।৩১।২) "শরদুদাশয়ে" ইতি, (ভা০ ১০।৩১।৩) "বিষজলাপ্যয়াৎ" ইতি মূল-পদ্যদ্বয়মনুসৃতম্॥

১৩। ননু ব্রহ্মপ্রার্থনয়া পরমেশ্বর এবাবতীর্ণোঽস্মি, নাহং কস্যাপি বংশজ ইতি চেৎ, মাস্মাসু মৃষা স্বমাহাত্ম্যং

১১। (আর যদি বল মারা তো সহজ কিন্তু জিয়ানো কঠিন, এর উত্তরে বলছি শোন—)

তোমার পক্ষে কাউকে জিয়িয়ে তোলা পরিশ্রম কিছু নয়। যারা মরমর হয়ে আছে সেই আমাদের জীবন তোমার দর্শনই। এই দর্শন বিনা অন্য কোনও জীবন নেই আমাদের। (অতএব নিজের দর্শন-অদর্শনের দ্বারাই জিয়ানো-মারণ খেলা কর।)

১২। অহো, এ এক আশ্চর্য, গোপবংশ জাত হয়েও তুমি গোপীবধে একেবারে নিঃশঙ্ক। সহবাসী ও সগোত্রজনের সম্পত্তি সম্বন্ধে যে কোনও সাধারণ জনও তো আনুকূল্য করে থাকে।

১৩। (যদি বল আমি তো পরমেশ্বররূপে বিনা দ্বারেই ব্রহ্মার প্রার্থনায় অবতীর্ণ, আমি কোনও বংশে জন্মিনি—এর উত্তরে বলছি শোন, আমাদের সামনে নিজের মিথ্যা মাহাত্ম্য কেন প্রকাশ করছ—) বিশ্বের রক্ষার জন্য ব্রহ্মা প্রার্থনা করে তোমাকে প্রকাশিত করে নি। যদি তা হতো হায় হায়, তবে বিশ্বগত মাদৃশী-জনদের কেন-না রক্ষা করছ? এঁরা যে বিরহে মুহ্যমান্ হয়ে আছে।

১৪। (তোমার মাহাত্ম্য যদি সত্য হয় তবে তোমাকে বলছি শোন—)

হে প্রভো! ভবভয়ে ভীত জনের অভয়দায়ী, প্রীতিমৎ-জনের অভিলাষ বর্ষণকারী এবং লক্ষ্মীদেবীর কর-লালিত তোমার পাণিপল্লব আমাদের মস্তকে অর্পণ কর।

১৫। স্বজন-স্ময়-খণ্ডনপ্রিয়, ব্রজদুঃখক্ষয়বীর ধীর নঃ।
ভজ নির্গত-শঙ্ক কিঙ্করী-,মুখচন্দ্রং দ্রুতমেব দর্শয় ॥

১৬। ভজতামঘখণ্ডনং গবা-,মনুগং শ্রীভরভূরিলাঞ্ছনম্।
ফণিমৌলিমণিপ্রভাঞ্চিতং, স্তনয়োরর্পয় নঃ পদাম্বুজম্ ॥

১৭। বচসা মধুনোঽপি মঞ্জুনা, মধুরার্থেন সুকোমলেন নঃ।
চিরকালমুপোষিতে ইব, শ্রবণে জীবিতনাথ তর্পয় ॥

১৮। দর-হাসসুধানুধাবিনা, মধুরেণাধরবিম্বশীধুনা।
ত্বদদর্শনশোকশোষিণা, দয়িতাপ্যায়য়িতুং ত্বমর্হসি ॥

প্রকাশয়েত্যাহুঃ—দ্রুহিণেতি। দ্রুহিণেনব্রহ্মণা ত্বং ন প্রকাশিতঃ, যতোঽথেত্যাদি। অনেন (ভা০১০।৩১।৪) "ন খলু গোপিকানন্দনঃ" ইতি ॥

১৪। তন্মাহাত্ম্যং চেৎ সত্যম্, তর্হ্যেবং ত্বাং ব্রূম ইত্যাহুঃ—ভবেতি। অনেন (ভা০ ১০।৩১।৫) "বিরচিতাভয়ং বৃষ্ণিধূর্য" ইতি ॥

১৫। অথ তথৈব দৈন্যোদয়েন তত্র দোষমনারোপয়ন্ত্যোঽস্মাকং গর্বখণ্ডনার্থমেবমাচরিতং ত্বয়েত্যাহুঃ—স্বজনস্ময় ইতি। স্ময়ো গর্বঃ, ব্রজদুঃখক্ষয়ে বীর সমর্থ! হে দয়াবীরেত্যর্থঃ। নির্গতা শঙ্কা যস্যেতি অধুনাপ্যস্মদ্গর্বশেষোঽস্তীতি মা শঙ্কিষ্ঠা ইতি ভাবঃ। অতএব হে ধীর! পরমবিচারজ্ঞ পণ্ডিত! অনেন (ভা০ ১০।৩১।৬) "ব্রজজনার্তিহন্ বীর যোষিতাম্"ইতি ॥

১৬। এবঞ্চ নয়নসন্তাপং নির্বাপ্য হৃদয়সন্তাপমপি নির্বাপয়েত্যাহুঃ—ভজতামিতি কৃতজ্ঞত্বম্, গবামিতি নিরুপধি-কৃপালুত্বম্, শ্রীভরেতি স্বসৌন্দর্যেণ স্বত এব সর্বাকর্ষকত্বম্, ফণিমৌলীতি মহাপ্রভাবত্বেন সদৈবাম্লানত্বং চোক্তম্। তেনাস্মাকং ভজনমভজনং বা ভবতু, তথাপি পরমকৃপাময়ং সর্বাকর্ষকং ত্বচ্চরণাব্জং স্বপ্রভাবেনৈব তপ্তকুচাবপি শীতলীকৃত্য তত্র স্থাতুমর্হত্যেবেতি দ্যোতিতম্। অনেন (ভা০ ১০।৩১।৭) "প্রণতদেহিনাং পাপকর্ষণম্" ইতি ॥

১৭। ততশ্চ সন্তপ্তৌ কর্ণাবপি কৃতার্থীকুর্বিত্যাহুঃ,—বচসেতি। মধুনোঽপীত্যাদি-বিশেষণত্রয়েণ স্বরার্থশব্দানাং সুখদত্বং ব্যঞ্জিতম্ ॥

১৮। অথ ক্রমপ্রাপ্তং রসনেন্দ্রিয়সুখমপ্যাশাসানাস্তত্রৈব শেষামসাধারণ্যং ব্যঞ্জয়ন্তি—দরহাসেতি সুধয়াপ্যনুধাবনং

১৫। হে স্বজনগর্ব-খণ্ডনপ্রিয়, ব্রজদুঃখক্ষয়বীর, হে ধীর! আমাদের এখনও গর্ব আছে, এ-শঙ্কা কর না। আমাদিকে ভজনা কর। এই কিঙ্করীদিগকে অতি সত্বর তোমার মুখচন্দ্র দর্শন করাও।

১৬। ভজনশীল জনের পাপনাশন, গোপশ্চ দ্গামী, সৌন্দর্যনির্ভর ভুরি চিহ্নযুক্ত এবং কালিয়শিরের মণিপ্রভায় পূজিত তোমার পদাম্বুজ আমাদের স্তনে অর্পণ কর।

১৭। হে প্রাণনাথ! শ্রবণে মধুর হতেও মধুর, অর্থেও মধুর এবং সুকোমল তোমার কথামৃতের দ্বারা চিরোপসিতের মতো আমাদের ক্ষুধার্ত কর্ণকে তর্পণ কর।

১৮। হে দয়িত! মন্দমন্দ হাসসুধায় প্রক্ষালিত, তোমার অদর্শন-শোকশোষণ এবং মধুর অধরবিম্ব-মধুদ্বারা আমাদিকে অপ্যায়িত করতে তুমি যোগ্য।

১৯। অঘহন্তৃ নুতং কবীশ্বরৈঃ, শ্রুতিকান্তং বত তপ্তজীবনম্।
কথয়ন্তি ভবৎকথামৃতং, মৃতসঞ্জীবনমন্বহং বুধাঃ॥

২০। অনুরাগবতাং তু চেতসা-,মমৃতং বা কিমু বা হলাহলঃ;
সুখদং চ সুদুঃখদঞ্চ ত- ন্নহি বিদ্মস্তব কীদৃশং বচঃ॥

২১। অমৃতেন নিষেবিতং বহিঃ, ক্ষুরসারোদ্ধত-ধারমন্তরে।
চরিতং চ বচশ্চ তে সমং রতিমন্তো হি বিদন্তি তত্ত্বতঃ॥

প্রক্ষালনং তদ্বতেতি যমুনোঽপ্যত্র বৈলক্ষণ্যমুক্তম্। হে দয়িতেতি নিজভাবব্যঞ্জনা। পদ্যদ্বয়েনানেন (ভাং ১০।৩১।৮) "মধুরয়া গিরা" ইতি॥

১৯। কিঞ্চ, তদ্বিয়োগমহাব্যাধেঃ প্রসিদ্ধং যদৌষধং সদ্ভিঃ সেব্যতে, তৎ প্রত্যুত সেবিতমস্মাকং তং দ্বিগুণীচকারৈবেত্যাহুস্ত্রিভিঃ। 'অঘহন্তৃ' ইত্যুত্তরপদ্যার্থমনুসৃত্য। বয়ন্তু দুঃখবর্ধকমপি কথয়ামঃ। তথা নুতঞ্চ নিন্দিতঞ্চ শ্রুতিকান্তঞ্চ শ্রুতিতাপকঞ্চ তপ্তজীবনঞ্চ জীবনসন্তাপকঞ্চ মৃতসঞ্জীবনঞ্চ জীবন মারকঞ্চ॥

২০। অমৃতং বা হলাহলো বেতি। আস্বাদনতৃষ্ণয়োর্যুগপদেবাতিবর্ধনাদিতি ভাবঃ। বিরহে তু তদতিস্মারকত্বেনাপ্রাপ্ত্যা তৃষ্ণাধিক্যেন সুতরামেব দুঃখদত্বম্॥

২১। ননু "নিন্দামি চ পিবামি চ" ইতি ন্যায়েন তর্হি কিং তদেব মুহুরনুশীল্যতে? তত্রাহুঃ—অমৃতেনেতি। উক্তার্থমেব চরিতঞ্চ বচশ্চেতি। যথা তব চরিত্রমধ্যে বয়ং পতিতাস্তথা বচস্যপীতি ভাবঃ। 'অঘহন্তৃ' ইতি পদ্যত্রয়েণ (ভাং ১০।৩১।৯) "তব কথামৃতম্" ইতি॥

১৯। (আরও, সেই বিয়োগ মহাব্যাধির যে প্রসিদ্ধ ঔষধ সাধুগণ সেবা করে তারই সেবায় আমাদের ব্যধি তো উল্টা দ্বিগুনীতই হয়ে উঠলো এ-কথাই ৯,২০,২১ শ্লোকে বলা হচ্ছে—)

বুধজন প্রতিদিন বলে থাকে, তোমার কথামৃত পাপ-নাশন, কবীশ্বরগণের দ্বারা স্তুত, কর্ণরম্য, হায় হায় ত্রিতাপ সন্তপ্ত জনের জীবন এবং মৃতসঞ্জীবন স্বরূপ। (আমাদের এ-ও আবার মনে হয়, তোমার কথামৃত দুঃখবর্ধক, নিন্দিত, কর্ণের তাপদায়ক, জীবনসন্তাপক এবং জীবনমারক। যথা)

২০। তোমাতে অনুরাগবহনকারিজনের পক্ষে তোমার কথা যুগপৎ সুখদায়ক ও দুঃখদায়ক। অহো এ কি অমৃত কি হলাহল। তোমার কথা যে কি, তা বুঝে উঠতে পারছি না।

২১। (নিন্দাও করছো, আবার পানও করছো। আমার কথা যদি এমনই, তবে পানই বা করছো কেন? এর উত্তরেই বলা হচ্ছে—)

বাইরে অমিয় মাখা, ভিতরে ক্ষুরশ্রেষ্ঠের মতো অতি তীক্ষ্ণ ধার—তোমার লীলা ও কথা দুই-ই সমান। প্রণয়িজনেরা ইহা যথার্থরূপেই জানে। (জানা সত্ত্বেও যেমন তোমার লীলা প্রবাহে পড়ে গিয়েছে তেমনই পড়ে গিয়েছে তোমার কথা প্রবাহে।)

২২। হসিতং প্রণয়ার্দ্রমীক্ষিতং, কিমপি ধ্যেয়মপীহিতং তব।
নিভৃতাশ্চ হৃদিস্পৃশঃ কথাঃ, কিতব ক্ষোভয়তেঽখিলং হি নঃ॥

২৩। অণুমাত্রমপীহ বর্ত্ততে, নতরাং প্রেম হি মাদৃশীষু বঃ।
তিলমাত্রমপীহ তে ক্লমং, ন সমর্থা বয়মীক্ষিতুং তব॥

২৪। ব্রজতি ব্রজতো গবাং ব্রজং, বিপিনে চারয়িতুং যদা ভবান্।
চরণৌ তব খিদ্যতস্তৃণৈ-,রিতি নঃ খিদ্যতি মানসং তদা॥

২৫। নবপদ্মপলাশকোমলং, ক্ব তব শ্রীময়মঙ্ঘ্রিযুগ্মকম্।
ক্ব স তীক্ষ্ণতরস্তৃণাঙ্কুরঃ, স্মরণং তন্মরণায় নো ভবেৎ॥

২২। কিঞ্চ; ত্বচ্চেষ্টিতং সর্বমপি পূর্বং সুখদমপি দুঃখোদর্কমেবেত্যধুনৈবাবগতমিত্যাহুঃ—হসিতমিতি। অনেন (ভা° ১০।৩১।১০) "প্রহসিতম্" ইতি॥

২৩। কিঞ্চ, প্রেমশূন্যো ভবানেব সুখী, প্রেমবত্যো বয়ং ত্বৎকৃতে সদৈব দুঃখিন্য ইত্যাহুঃ—অণুমাত্রপীতি॥

২৪। তদেব প্রপঞ্চয়ন্তি—ব্রজতীতি॥

২৫। ননু পর্যটতাং জগজ্জনানাং মধ্যে মমৈব চরণৌ তৃণৈঃ খিদ্যত ইতি কথমবগতম্? কথং বা তয়োঃ খেদো যুষ্মন্মানসে এব সংক্রান্তঃ? তত্রাহুঃ—নবপদ্মেতি। যুগ্মকমিত্যনুকম্পায়াং কন্। স্মরণমিত্যনুমানাদেবেতি ভাবঃ। ততশ্চ তথা শ্রবণদর্শনয়োস্তু তিকৈমুত্যমানীতম্। অনেন শ্লোকত্রয়েণ (ভা° ১০।৩১।১১) "চলসি যদ্ব্রজাৎ" ইতি॥

২২। (তোমার লীলা সব কিছুই প্রথমে সুখদ হলেও পরিণামে দুঃখদ—তা অধুনা জানলাম—তাই বলছি—)

তোমার প্রেমার্দ্র নয়নের চাউনি, যা-কিছু লীলা এবং হৃদয়স্পর্শী রহোকথা সব কিছুই হে শঠ! আমাদিগকে দুঃখে আকুল করে তুলছে।

২৩। (আরও, প্রেমশূন্য তুমিই সুখী প্রেমবতী আমরা তোমার ব্যবহারে সদাই দুঃখী—)

মাদৃশী প্রেমবতী এই গোপীদের প্রতি তোমার অনুমাত্রও প্রেম নেই। থাকতো যদি আমাদের দুঃখ দেখতে পারতে কি? এদিকে আমরা তো তোমার দুঃখ তিলমাত্রও দেখতে সমর্থ নই।

২৪। যখন তুমি নন্দগাঁ থেকে বনে যাও ধেনু চরাতে তখন চরণ-তোমার তৃণে ব্যথিত হয়। সে ব্যথা কি আমাদের প্রাণে বাজে না।

২৫। (এ বনপথে কত কত জনই তো যায়। শুধু যে আমার চরণেই ব্যথা লাগে, এ জানলে কি করে? আর কি করেই বা এ-ব্যথা তোমাদের মনে গিয়ে বাজলো? এর উত্তরেই বলা হচ্ছে—)

কোথায় তোমার নবপদ্মপত্র কোমল শোভাময় পদযুগল, আর কোথায় অতি তীক্ষ্ণ তৃণাঙ্কুর—এ চিন্তাই আমাদের মরণের কারণ হয়ে যায়, দর্শন শ্রবণ তো দূরের কথা।

২৬। সকলং দিনমেবমেব হে, রমণ ত্বদ্বনখেদচিন্তয়া।
অথ মর্মণি মর্মণি ভ্রমন্, ব্যথয়ত্যেব স কোঽপি হৃদ্‌ব্রণঃ॥

২৭। অথ যদ্দিবসাবসানতো, বিপিনান্তাদ্‌ব্রজমধ্যমাবিশন্।
ঘনগোখুরধূলিধূসরৈ-,রলকৈশ্চারুমুখং চ দর্শয়ন্॥

২৮। হৃদয়ে মনসোঽপ্যগোচরং, কুসুমেষুং সহসা প্রবেশয়ন্।
বিবিধৈরভিলাষকল্পনৈঃ, কলিলং নাথ করোষি নো মনঃ॥

২৯। অয়মেষ্যতি নোঽস্য মন্দিরং, রজনাবিত্যভিলাষরংহসা।
সকলাং রজনিং প্রজাগরৈ,রতিখেদ দগময়ামহে বয়ম্॥

৩০। ইতি নৈব কদাপি নো ভবান্ সুখদোঽভূদনুভূতসৌহৃদঃ।
অকরোৎ প্রিয়মস্য যৎ ক্ষণং, বত তস্মিন্ পরিণাম ঈদৃশঃ॥

২৬। ন চ তৎ স্মরণং ক্ষণিকম্, নাপি সা মনোব্যথা একদেশবর্তিনী, নাপ্যুপশমনবতীত্যাহুঃ—সকলমিতি। অথেত্যত্র এবার্থে শ্লোকাদৌ যোজ্যম্॥

২৭। অথ তদনন্তরম্॥

২৮। সহসা দর্শনসমকালমেবেত্যর্থঃ, কলিলং ব্যামিশ্রম্॥

২৯। কীদৃশমভিলাষকল্পনমত আহুঃ—অয়মেষ্যতীতি॥

৩০। অনুভূতং সৌহৃদং যস্য সঃ। শ্লোকপঞ্চকেন (ভা° ১০।৩১।১২) "দিনপরিক্ষয়ে" ইতি॥

২৬। (সেই চিন্তা ক্ষণিকেরও নয়, আর এক দেশবর্তিনীও নয়, আর এর উপশমও হবার নয়, তাই বলা হচ্ছে—) হে রমণ! আমাদের সমস্ত দিন তোমার বনদুঃখ চিন্তাতেই কাটে, আর সেই কোনও অনির্বচনীয় হৃদব্রণ মর্মে মর্মে ঘুর ঘুর করে আমাদের ব্যথায় জর্জরিত করে তোলে।

২৭, ২৮। অতঃপর ঐ দিবসাবসানে বনপ্রান্ত থেকে গোকুল মধ্যে প্রবেশ করত ঘন গোখুরধূলি-ধূসরিত অলকে মনোরম তোমার মুখকমল আমাদের নয়ন সম্মুখে তুলে ধর। এতে মনেরও অগোচর কন্দর্প সহসাই আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়ে হে নাথ, আমাদের পাগল করে তোল বিবিধ অভিলাষ কল্পনা মনে উদয় করিয়ে।

২৯। (কি প্রকার কল্পনা, তাই বলা হচ্ছে—)

আজ রজনীযোগে আমাদের মন্দিরে প্রিয়তম অবশ্য আসবে—এই অভিলাষ-কল্পানাবেগে সারারাত আমাদের যায় জাগরণে অতি দুঃখে।

৩০। এইরূপে কখনও-ই তুমি সুখদ হও না। ওহে বঁধুয়া! তোমার বন্ধুত্ব আমাদের অনুভূত বটে, কিন্তু দেখ আজও যে ক্ষণকাল আমাদের প্রীতিজনক কার্য করলে হায় হায়, তাতেও পরিণাম ঈদৃশ দুঃখদই হয়ে দাঁড়াল।

৩১। প্রণতাভিমতপ্রদং বিধে-,রপি বন্দ্যং ধরণীবিভূষণম্।
স্মৃতিমাত্রবিপদ্বিশোষণং, পদপদ্মং স্তনয়োর্বিধেহি নঃ॥

৩২। দরঘর্মপয়োমধুদ্রবং, নখচন্দ্রদ্যুতিবৃন্দকেশরম্।
লসতাচ্চলদঙ্গুলীদলং, পদপদ্মং স্তনপূর্ণকুম্ভয়োঃ॥

৩৩। রতিবর্দ্ধনমর্দনং শুচাং, মুরলী-চুম্বন লব্ধসৌভগম্।
বিষয়ান্তররাগনাশনং, মধুরং পায়য় নোঽধরামৃতম্॥

৩৪। মুরলীকৃতপানমাননং, ন হি বঃ পেয়মিতি স্ম মাভিধাঃ।
ন মধু জ্বরদাহনাশনং সরঘোচ্ছিষ্টমিতীহ হীয়তে॥

৩৫। অটতো বিপিনে দিনে, তব, স্মিতপীযূষ-সুপেশলং মুখম্।
ন দৃশাং বিষয়ো যদা ভবেৎ, ত্রুটিরেকাপি তদা যুগায়তে॥

৩১। অথেত্থং দোষারোপেণ বিমুখীভূয়াপগতং রুষ্যন্তমিব কান্তং মত্বা কৃতানুতাপাঃ পুনরনুরঞ্জয়ন্ত্য আহুঃ—প্রণতেতি॥

৩২। চরণস্য পদ্মত্বমুপপাদয়ন্তি—দরঘর্মেতি। শ্লোকদ্বয়েন (ভা° ১০।৩১।১৩) "প্রণতকামদম্" ইতি॥

৩৩। অথ তথৈব দত্তাঙ্গসঙ্গমিব তং মত্বা জাতস্মরোন্মাদাঃ সুরতধার্ষ্ট্যমর্থয়ন্তে—রতিবর্ধনমিতি॥

৩৪। তস্যৌষধত্ব ব্যাজেন নিজাতিলোভ্যত্বমেব ব্যঞ্জয়ন্ত্য আহুঃ – মুরলীতি। নিষ্প্রাণায়া অপি মুরল্যা লোভধার্ষ্ট্যমুৎপাদয়ন্তি, কিমুতাস্মাকমিত্যপি দ্যোতিতম্। সরঘা মধুমক্ষিকা, ন হীয়তে ন ত্যজ্যতে শ্লোকদ্বয়েন (ভা° ১০।৩১।১৪)

৩১। (উক্ত দোষারোপে বিমুখ হয়ে কান্ত চলে গেল বুঝি রাগ করে—এরূপ মনে করে অনুতপ্ত হয়ে প্রিয়তমের সন্তোষবিধানার্থে পুনরায় বলতে লাগলেন—)

প্রণতজনের বাঞ্ছিত ধন, ব্রহ্মার বন্দনীয়, পৃথিবীর অলঙ্কার এবং স্মরণমাত্র বিপদ-শোষণ তোমার পাদপদ্ম আমাদের কুচোপরি অর্পণ কর।

৩২। বিন্দু বিন্দু ঘর্মজলরূপ মধুদ্রবে ব্যাপ্ত, নখচন্দ্ররূপ কেশরে দীপ্ত এবং চঞ্চল অঙ্গুলীরূপ পাপড়িতে ললিত তোমার পদপদ্ম আমাদের স্তনরূপ পূর্ণঘটোপরি শোভা পেতে থাকুক।

৩৩। (অতঃপর প্রিয় যেন এরূপ অঙ্গসঙ্গ দান করছেন, এরূপ মনে করে কামবেগে উন্মাদ গোপীগণ সুরত-ঔদ্ধত্য প্রকাশ করছেন—)

রতিবর্ধন, শোকনাশন, মুরলী-চুম্বন-লব্ধ কীর্তিতে মহান্ এবং বিষয়ান্তর-রাগনাশন তোমার মধুর অধরামৃত আমাদের পান করাও।

৩৪। মুরলীর উচ্ছিষ্ট আনন তোমাদের পানের যোগ্য নয়, এরূপ বলো না। কেন-না মধুমক্ষিকার উচ্ছিষ্ট বলে জ্বরদাহ-নাশন মধু এ-জগতে কখনও-ই ত্যক্ত হয় না।

৩৫। (ব্যতিরেক ভাবে দুঃখের দুঃসহত্ব বলা হচ্ছে—)

দিবাভাগে বনবিহারকালে তোমার হাস্য মধুভরা সুচারু বদনকমল যখন আমাদের নয়নের বিষয় হয়, তখন একটি ক্ষণের সূক্ষ্মতম অংশও একটি যুগের মতো মনে হয়।

৩৬। বিষয়োঽপি দৃশাং যদা ভবে-,দ্বদনং তে কমলেন্দুনিন্দকম্।
নয়নস্য নিমেষ এব নো, ব্যথয়ত্যেব মনো যুগান্তবৎ ॥

৩৭। অথ পতিভির্নিরুধ্যমানা মানাপগমে যা গুণদেহং দেহং বিহায় কৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গ-সমুচিতং দেহমাসাদিতাস্তা এব সাভিমানমাক্রোশন্ত্য উচুঃ ॥

৩৮। 'পতি-পুত্র-সুহৃৎ-সহোদরান্, তৃণকল্পানতিমুচ্য তেঽন্তিকম।
কিতবোপগতাঃ পুনঃ কথং, বিপিনে নো নিশি কষ্টমত্যজঃ ॥'

৩৯। পুনঃ সকলা এব সকলা এবমূচুঃ,—
'হসিতং মৃদু চারু বীক্ষিতং, রহসি প্রেমবচঃ স্মরোদয়ম্।
ভুজয়োরুরসশ্চ রম্যতাং, বিমৃশন্নো হৃদয়ং বিমুহ্যতি ॥

"সুরতবর্ধনং শোকনাশনম্" ইতি ॥

৩৫। ব্যতিরেকেণ তু দুঃখস্য দুঃসহত্বমাহুঃ—অটত ইতি ॥

৩৬। যুগান্তবৎ প্রলয় ইব নিমেষো মনঃ কর্ম ব্যথয়তি। ক্ষণস্য কল্পতা নিমেষাসহতেতি মহাভাবানুভাবৌ। শ্লোকদ্বয়েন (ভা° ১০।৩১।১৫) "অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননম্" ইতি ॥

৩৭। মানস্য জ্ঞানস্যাপগমে মূর্চ্ছায়াং সত্যামিত্যর্থঃ। গুণদেহং সত্ত্বাদিগুণলিপ্তম্ ॥

৩৮। পতিপুত্রেতি জনিষ্যমাণ-পুত্রশোকত্যাগ এব পুত্রত্যাগঃ। কিতবেতি পুনরপি ত্যাজয়িতুং প্রযতস ইতি ভাবঃ। অনেন (ভা° ১০।৩১।১৬) "পতিসুতান্বয়" ইতি। তত্র চ "গতিবিদঃ" ইতি পদস্যাস্মদ্দেহ-ত্যাগরূপাং গতিং জানত এব তবান্তিকমিতি ব্যাখ্যান বশাত্তদ্বর্গমাত্রগামিত্বং পদ্যস্যোন্নীতম্ ॥

৩৯। এবমূচুরিত্যহো ত্বন্মোহনতয়া সর্বা এব বয়মতিচতুরা অপি নিগীর্ণা নৈকস্যা অপি রক্ষেতি। মোহনবস্তুন্যেব গণয়ন্তি—হসিতমিতি। এবং ব্যস্ততয়া যদ্বেব, সমস্ততয়া তু নিজ-ভুজ-বক্ষঃসমীক্ষণ পূর্বক-হসিতপুরঃসরাস্মদবলোকন-মিক্ষিতং সপ্রেম কামকলাময়ং বচনমেবমেব মহামোহনমিতি বিমৃশদ্বিচারেণাস্বাদয়ৎ সদিত্যর্থঃ। অনেন (ভা° ১০।৩১।১৭)

৩৬। কমল ও চাঁদ তুচ্ছকারী তোমার বদন যখন নয়নের বিষয় হয়, তখন আমাদের নয়নের একটি নিমেষও প্রলয়ের মতো আমাদের মনকে ব্যথিত করে তোলে।

৩৭। অতঃপর পতিগণের দ্বারা অবরুদ্ধা গোপীগণ যাঁরা মূর্চ্ছাগত অবস্থায় সত্ত্বাদিগুণ-লিপ্ত দেহ ত্যাগ করে কৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গ সমুচিত দেহ লাভ করেছিল, তারা অভিমানের সহিত অভিযোগ করতে করতে বললেন—

৩৮। হে শঠ! পতি পুত্র-সুহৃদ্-সহোদরগণকে তৃণের মতো ত্যাগ করে আমরা তোমার নিকট এসেছি। হা কষ্ট তুমি এই বনে, তাও আবার রাত্রিকালে কি করে ত্যাগ করলে আমাদের।

৩৯। পুনরায় সকল গোপী মিলে কলাপূর্বক এইরূপ বললেন—(অহো তোমার মোহনতায় অতি-চতুর হলেও আমরা সকলেই গলাধঃকৃত হয়েছি। একজনও রক্ষা পাইনি—ভঙ্গী করে এরূপ বলবার পর সেই মোহন বস্তুগুলির নাম ধরে ধরে বলা হচ্ছে—)তোমার মৃদুহাসি,চারু ঈক্ষণ,রহোস্থানে প্রেমালাপ, কামোদয় এবং বাহুযুগলের, তথা বক্ষের রম্যতা বিচার করে করে আস্বাদনে আমাদের হৃদয় বিমোহিত হয়ে পড়ছে।

৪০। ব্রজ-কাননবাসিনাং মুদে, ভবতো খ্যাতিরিতীয়তীং প্রথাম্।
ব্যভিচারবতীং স্ম মা কৃথাঃ, প্রথয়াস্মন্মনসো রুজাং ক্ষয়ম্॥

৪১। তব তচ্চরণাম্বুজং বিভো, কঠিনেষু স্তনমণ্ডলেষু যৎ।
সভয়ং বিভৃমো বনেঽমুনা, বিচরন্নো তুনুষে তৃণাঙ্কুরৈঃ॥

৪২। কঠিনাঃ কুচমণ্ডলা হি বো, মৃদবঃ স্যান' মমাঙ্ঘ্রিসঙ্গতঃ।
ইতরে তৃণশর্করাদয়ো, হ্যপি মেদ্যন্তি ন তৈর্মম ব্যথা॥

৪৩। ইতি চেদৃতমেব নো মৃষা, কুলিশং যদ্দ্রবতি ত্বদীক্ষণাৎ।
কুলিশাদপি নিষ্ঠুরাত্মনাং, কিমুরোজাঃ কঠিনা ন সন্তু নঃ॥ (যুগ্মকম্)

৪৪। কুসুমাদপি কোমলং মন-,স্তব যৎ প্রৈতি মহাকঠোরতাম্।
তদপি হ্যতিদারুণাত্মনাং, বত যাদৃচ্ছিক-সঙ্গতো হি নঃ॥

"রহসি সংবিদম্" ইতি॥

৪০। কৃতমস্মদপেক্ষয়া, স্বযশোনৈর্মল্যরক্ষণানুরোধেনাপ্যস্মাংস্ত্রায়স্বেত্যাহুঃ—ব্রজেতি। অনেন (ভাং ১০।৩১।১৮) "ব্রজবনৌকসাম্" ইতি॥

৪১। অহো চিত্রমস্মান্ বিহায় স্বকষ্টমপ্যঙ্গীকুরুষে, তেনাপ্যস্মান্ পুনর্দুঃখয়িতুমিত্যাহুঃ—তবেতি। সভয়ং বিভৃম ইতি স্তনস্পর্শেন তস্য সুখমস্তীত্যনুসন্ধায়ৈব বিভ্রত্যোঽপি কাঠিন্যং বিমৃশ্য সভয়মেব বিভৃম ইত্যর্থঃ। অমুনা চরণাম্বুজেন নোঽস্মানেব তুনুষে, তুদন্ সন্নিতি ভাবঃ॥

৪২। মেদ্যন্তি অঙ্ঘ্রিসঙ্গতো দ্রবন্তি, কোমলায়ন্তে ইত্যর্থঃ। 'ঞিমিদা স্নেহনে'॥

৪৩। ঋতমেব সত্যমেব, নৈতন্মৃষা বদসীত্যর্থঃ। নিষ্ঠুরাত্মনামিতি ত্বদ্বিচ্ছেদেঽপ্যাত্মনামনিষ্ক্রমণাদিতি ভাবঃ॥

৪৪। হন্ত কিং বক্তব্যমস্মৎকাঠিন্যগৌরবম্, যেন ত্বমপি কঠিনীকৃতোঽভূরিত্যাহুঃ—কুসুমাদপীতি। যদ্বা, বচনভঙ্গ্যা

৪০। (আচ্ছা যাক্ আমাদের খাতিরে যা করবার তো করেছ, এবার নিজের যশোনৈর্মল্য রক্ষার খাতিরেও তো আমাদের এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পার— এই আশয়েই বলা হচ্ছে—)

ব্রজকাননবাসিগণের আনন্দদানের জন্য তোমার অবতার, এতাবৎ খ্যাতির অন্যথাচরণ করোনা। আমাদের মনোপীড়া নাশ করে দেও।

৪১। (অহো কি আশ্চর্য নিজের কষ্ট স্বীকার করে নিয়েও আমাদের ত্যাগ করেছ, হ্যা এও পুনরায় আমাদের দুঃখ দেওয়ার জন্যই — এই আশয়ে বলা হচ্ছে —)

হে বিভো! তোমার যে চরণকমল কঠিন স্তনমণ্ডলে সভয়ে ধারণ করেছি আমরা তা কি এই বন-বিহার-কালে তৃণাঙ্কুরের দ্বারা ব্যথিত হয় না?

৪২, ৪৩। (পূর্বপক্ষ কল্পনা) আমার চরণমিলনে তোমাদের কঠিন কুচমণ্ডল কি কোমলতা প্রাপ্ত হয় না? তুচ্ছ তৃণশর্করাদি কিন্তু কোমল হয়ে যায়। এদের দ্বারা আমার ব্যথা হয় না (গোপীগণের উত্তর—) এরূপ যদি হে প্রিয়তম তুমি বল, তবে তা সত্যই, মিথ্যা নয়। যেহেতু তোমার ঈক্ষণে বজ্রও গলে যায়, কিন্তু

৪৫। অসমঞ্জসমেতদুচ্চকৈ-,র্যুগপদ্ভূরিবধূবধস্তব।
ইতি নো বিতথা মতির্বৃথা, ব্রজতোঽসূন্ প্রসভং রুণৎসি নঃ॥

৪৬। অথবা কুহকৈক কৌতুকী, হৃদয়ে নঃ প্রকটং পরিস্ফুরন্।
নিরুণৎসি বহির্বিনির্যতো, বত নোঽসূনিতি তেঽতিকৌতুকম্॥

৪৭। ন বয়ং বহুভির্গবেষণৈ-,রহহ ত্বামবলোকিতুং ক্ষমাঃ।
ইতি নাথ ভবদ্গবেষণে, স্বয়মেব প্রসরন্তি নোঽসবঃ॥

তস্য স্বাভাবিকমেব নৈষ্ঠুর্যং স্বেষান্তু নৈসর্গিকমেব সারল্যং ব্যাজস্তুত্যা দ্রঢ়য়ন্ত্য আহুঃ—কঠিনা কুচমণ্ডলা ইত্যাদি। এতৎপদ্যচতুষ্টয়েন (ভাং ১০।৩১।১৯) "যত্তে সুজাত চরণাম্বুরুহম্" ইতি॥

৪৫। তথৈব ব্যাজস্তুত্যা তস্য নিষ্কৃপত্বমাহুঃ—অসমঞ্জসমিতি। ব্রজতোঽপি প্রাণান্ বলাদেব রুণৎসি, অহে কৃপালুত্বমিতি ভাবঃ। বস্তুতস্তু নির্যান্তোঽপি প্রাণাস্তদাশয়ৈব পীড়োদ্রেকলিপ্সয়ৈব ন নির্যান্তি, অতো মারণাদপ্যধিকদুঃখদোঽসীতি ভাবঃ॥

৪৬। কিঞ্চ, আশাবন্ধতোঽপ্যপর্যাপ্তাঃ প্রাণাস্ত্বৎস্ফূর্ত্যৈব রক্ষ্যন্তে, ইত্যাহুঃ—অথবেতি। বহিরন্তর্ধায় অসূন্ যাপয়সি, পুনর্হৃদয়ে পরিস্ফুরন্ নিরুণৎসি, ইতি নিষ্ক্রমণনিরোধনময়ং তবৈতদতিকৌতুকমিতি॥

বজ্র হতেও নিষ্ঠুর যে আমাদের মন। আমাদের কুচযুগল কেন না কঠিন হবে?

৪৪। (হায় হায় আমাদের কাঠিন্যগৌরবের কথা আর বলবার কি আছে, যার সংসর্গে তোমাকেও কঠিন করে দিয়েছে—এই আশয়ে বলা হচ্ছে)

তোমার মন তো কুসুমাদপি কোমলই বটে, কিন্তু এখন যে মহা কঠোরতা প্রাপ্ত করে নিয়েছ, তাও অতি দারুণ মনা আমাদের হায় হায় যাদৃচ্ছিক সঙ্গ থেকেই।

৪৫। (পূর্বের মতোই ব্যাজস্তুতিতে প্রিয়ের কৃপাহীনতা বলা হচ্ছে—)

যুগপৎ তোমার বহুস্ত্রী বধ, এ এক মহান্ অযুক্তিযুক্ত কথা—এরূপ কারণশূন্য বিচারের বড় দুরবস্থা। বরঞ্চ বেরিয়ে যাচ্ছে, এরূপ প্রাণকেও বলপূর্বক আটকে দেও তুমি, অহো কি কৃপা! (মরণাধিক দুঃখদ তুমি, তাই দগ্ধিয়ে দগ্ধিয়ে মারতে চাও।)

৪৬। (আরও, আশাবন্ধেও মরমর প্রাণকে স্ফূর্তিই রক্ষা করে—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—)

অথবা ইন্দ্রজালিকশ্রেষ্ঠ-কৌতুকী তুমি আমাদের হৃদয়মধ্যে স্পষ্টভাবে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হয়ে হায় হায় আমাদের বহির্চলমান প্রাণ আটকে দেও, এ তোমার অতি কৌতুক। (বাইরে অন্তর্ধান করে প্রাণ বের করার উপক্রম কর, আবার তখনই হৃদয়ে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হয়ে ওকে আটকে দেও, এরূপ নিষ্ক্রামন-নিরোধনময় তোমার এক অতিকৌতুক।)

৪৭। (আরও, এরূপ হলেও অতঃপর তুমিও আর আমাদের প্রাণ ধরে রাখতে পারবে না—উৎপ্রেক্ষার সহিত ইহাই বলা হচ্ছে—)

হে নাথ! বহু অনুসন্ধান করেও অহহ, আমরা তোমাকে বের করতে সমর্থ হলাম না, তাই রাগ

৪৮। মম লব্ধিরহো মদিচ্ছয়া, ন বিনা তেন কৃতং সমুদ্যমৈঃ।
ইতি চেন্মনসি স্ফুরদ্দশাং, ত্যজ গচ্ছন্তু বহির্বতাসবঃ ॥

৪৯। অয়ি জীবিতনাথ জীবিতৈ-,র্ভবদন্বেষকৃতে বহির্গতৈঃ।
ত্বমবশ্যমবেক্ষ্যসেঽচিরা-,ন্ন হি ভৃত্যেষু পরাঙ্মুখঃ প্রভুঃ ॥'

৫০। ইতি রোদন-রীতি কোমলঃ, কলকণ্ঠীকুল-কণ্ঠনিস্বনঃ।
মৃগ-পক্ষি-বধূররোদয়-,ত্তরু-বল্লী-হৃদয়ান্যদারয়ৎ ॥

৫১। নিকটস্থিত এব তত্র স, প্রণয়ী গোকুলরাজনন্দনঃ।
কৃতকং কঠিনত্বমাবহ-ন্নপি সোঢ়ুং প্রবভুব নাপরম্ ॥

৫২। পুনরপি বিলপন্ত্যো মুক্তকণ্ঠং রুদত্যঃ, প্রিয়গুণগণমুচ্চৈঃ কোমলং কীর্ত্তয়ন্ত্যঃ।
তমথ সময়মীয়ুঃ প্রাণনির্যাণতো বা, সুখদমবধিভূতং প্রাণনাথাগমাদ্বা ॥

৪৭। কিঞ্চ, তদপ্যতঃপরং নিরোদ্ধুমসূন্ ন পারয়িষ্যসি, ইত্যংপ্রেক্ষণেনাহুঃ—ন বয়মিতি। স্বয়মেবেতি যদি যূয়ং শ্রান্তাস্তর্হি বয়মেবান্বেষ্টুমিতো নিঃসরাম ইত্যস্মভ্যং প্রকুপ্যেবেত্যর্থঃ ॥

৪৮। ইতি চেদিতি। তবেচ্ছা তু নৈব ভবিষ্যতীতি বয়ং জানীম এবেতি ভাবঃ ॥

৪৯। বিলাপগীতমুপসংহরন্ত্যঃ সন্যায়মাহুঃ—অয়ি জীবিতেতি ॥

৫০। মৃগেতি। অধিরূঢ়ভাবস্যানুভাবোঽয়ম্; যদুক্তং তিরশ্চামপি রোদনমিতি ॥

৫১। কৃতকং কৃত্রিমম্ ॥

৫২। তং সময়ম্; অবধিভূতঃ সন্তং সুখদম্। ঈয়ুরিষ্টবত্যঃ। তস্যাবধিভূতত্বেন সুখদত্বে হেতুদ্বয়ং প্রাণনির্যাণতো

করে আমাদের প্রাণ নিজেই তোমার অন্বেষণে বের হয়ে যাচ্ছে।

৪৮। অহো আমার প্রাপ্তি তো আমার ইচ্ছা বিনা হয় না, কাজেই চেষ্টা করার কি প্রয়োজন। বেশ মেনে নিলাম তোমার কথা, আর এ-ও ভালমতো জানি তোমার ইচ্ছাও হবে না, তাই বলছি, আমাদের মনে স্ফূর্তি প্রাপ্ত দশা ত্যাগ কর, আমাদের প্রাণ বের হয়ে যাক্ তোমার অনুসন্ধানে।

৪৯। (বিলাপ-গীত উপসংহার করতে গিয়ে যুক্তির সহিত বলছেন —)

অয়ি প্রাণনাথ! বহিরাগত প্রাণ তোমার অন্বেষণ করতে থাকলে অবশ্যই শীঘ্র তোমাকে বের করে ফেলবে। এ তো প্রসিদ্ধই আছে, নাথ কখনও-ই দাসের উপর বিমুখ হয় না।

৫০। এইরূপ রোদনগুণে কোমল, পিককুল নিন্দিত কণ্ঠধ্বনি মৃগপক্ষিবধূদের কাঁদালো এবং তরু-লতার হৃদয়বিদারক হল।

৫১। সেখানেই নিকটেই বিরাজিত সেই প্রণয়ী গোকুলরাজনন্দন মিথ্যা কাঠিন্য ধারণ করে থাকলেও অতঃপর আর সহ্য করতে পারলেন না।

৫২। এদিকে পুনরায় বিলাপ করতে করতে মুক্তকণ্ঠে রোদনপরায়ণা এবং প্রিয়ের গুণাবলী উচ্চস্বরে কোমল কণ্ঠে কীর্তনপরায়ণা গোপীগণ অতঃপর তাঁদের হাতের সেই মুহূর্তমাত্র সময়টিকে সর্বসম্মতিক্রমে

৫৩। এবং সতি স তিরোভাবতো ভাবতোষেণোপরতো রতোৎসব ইব মূর্ত্তঃ সকরুণারুণাপাঙ্গেষুণা তাসামন্তঃক্লান্তিলতাং সমূলমুন্মূলয়ন্নিব, স্মিতচন্দ্রিকয়া কয়াচন মনোরুগন্ধকারং বিদ্রাবয়ন্নিব, মধুরিমগরিমগভীরতয়া মুহুরুদিতরুদিতক্রমাদিকং কদাপি নানুভূতমিতি মিতিরহিতাং সম্বিদং প্রতিফলয়ন্নিব, তদেব প্রথমং প্রথমঙ্গলমঙ্গলক্ষ্মীসৌভাগ্যং দর্শিতমিব প্রতিবোধয়ন্ বিরহরংহসা যদিতস্ততো গবেষিতং তদপি স্বপ্নবিলসিতমিবানুভাবয়ন্, প্রমদমদনানন্দরসেন তাসাং হৃদয়ং সুহৃদয়ং সুক্ষালয়ন্নিব, বপুরপি বিরহকৃশানুকৃশানুতপ্তং তৎকালমেব তৃপ্ত শীতলতয়া স্তবপুরং বপুরন্তরতাং প্রাপয়ন্নিব, নিষ্ক্রম্য গতং জীবিতং পুনরপি স্থানস্থিতং কারয়ন্নিব, বিরহ ইতি নামধেয়ং কদাপি শ্রবণয়োর্ন জাতমিতি ভাবং ভাবন্দিতং কুর্বন্নিব, এক এব যুগপদেব সর্বা এব সমালিঙ্গ-

বা প্রাণনাথাগমাদ্বেতি ! অয়মর্থঃ—সর্বাভিঃ সম্মত্যা সম্ভূয়ায়ং ক্ষণাত্মকঃ সময় এবাবধিত্বেন ব্যবস্থাপিতঃ। যদ্যত্র স নায়াতি, তদা প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা সুখিন্যঃ স্যাম; যদ্যায়াতি, তদা প্রাণবত্য এব সুখিন্যঃ স্যাম, ইত্যুভয়থাপ্যয়ং সময়ঃ সুখদোঽস্ত্বিতি তা নিরনৈষুরিতি ॥

৫৩। এবং সতি স কৃষ্ণস্তিরোভাবত উপরতঃ প্রাদুরাসীদিত্যন্বয়ঃ। অন্তঃক্লান্তীতি মনঃপীড়ায়া এব কৃপাকটাক্ষেষুণা নিবর্ত্যত্বে লতাত্বম্, ততোঽপ্যতিশয়েন স্মিতচন্দ্রিকয়া চান্ধকারত্বঞ্চোৎপ্রেক্ষিতম্, ন তু বস্তুভেদস্য। মধুরিম্ণো গরিমা গৌরবং তস্য গভীরতয়া গাম্ভীর্যেণ মিতিরহিতামপরিমিতাং সংবিদং জ্ঞানম্। প্রথং খ্যাতং মঙ্গলং যত্র তৎ, অঙ্গলক্ষ্মীসৌভাগ্যং প্রথমমেব দর্শিতমিত্যভিসারান্তমারভ্যৈতাবন্তং কালমভিব্যাপ্যৈব দর্শিতমিতি জ্ঞাপয়ন্, ন তু বিলাপান্তে ইদানীমিত্যর্থঃ। ততশ্চ বিরহেতি স্বপ্নেতি তৎসঙ্গবিচ্ছেদস্যানুভবলোপাদিতি ভাবঃ। অয়ং সুহৃদ্বিরহকৃশানুনা কৃশঞ্চানুতপ্তঞ্চ তথাভূতং বপুঃ স্তবপুরং স্তবস্য প্রশংসায়াঃ পুরং বাসস্থানম্; যদ্বা, বপুরন্তরতামিত্যস্য বিশেষণমেতৎ। স্তবং পিপর্তীতি স্তবপূস্তাম্। ভা কান্তিস্তয়া বন্দিতং প্রদীপ্তং ভাবান্তরালুপ্তমিত্যর্থঃ। সমালিঙ্গন্নিবেতি তদ্দর্শনমপ্যালিঙ্গনজন্যসুখদায়ক-

সীমারূপে নির্ধারণ করে নিলেন সুখ প্রাপ্তির যদি এ-মুহূর্তে প্রিয়তম না আসে তবে প্রাণ-ত্যাগে সুখী হবো, আর যদি আসে তবে প্রাণ-প্রাচুর্যে সুখী হবো এইরূপে উভয়থা এই মুহূর্তটি সুখদরূপে নির্ধারিত হল।

৫৩। এইরূপ যখন পরিস্থিতি তখন কৃষ্ণের প্রস্তুত ভাবের নিবৃত্তি হল। তিনি মূর্তিমান্ রতি-উৎসবের মতো আবির্ভূত হলেন গোপীসভা মধ্যে—যেন করুণা মাখানো অরুণ কটাক্ষ প্রাপ্তেচ্ছু গোপীদের মনোপীড়া সমূলে উৎপাটিত করতে করতে, যেন কোনও অনির্বচনীয় মৃদু হাস জ্যোৎস্নায় গোপীমনোরাগ-অন্ধকার বিতাড়িত করতে করতে, মধুরিমা-গৌরব-গাম্ভীর্যের দ্বারা গোপীচিত্তে মুহুঃমুর্হুঃ উদিত রোদন-খেদাদি কখনও-ই যেন অনুভূত হয় নি—এরূপ অসীম জ্ঞান প্রতিফলন করাতে করাতে, অভিসারের পর থেকে এতাবৎকাল পর্যন্ত নিরন্তরই যেন তাঁর প্রসিদ্ধ মঙ্গলময় অঙ্গশোভা-সৌভাগ্য তাঁদের নয়নগোচরে রাখা হয়েছে—এরূপ বুদ্ধির উদয় করিয়ে এবং বিরহবেগে যদি ইতস্ততো অন্বেষণ করা হয়েছে তাও স্বপ্নবিলাসের মতো অনুভব করিয়ে প্রমত্ত কামনানন্দ রসে হৃদয় যেন তাঁদের ধুইয়ে দিতে দিতে, বিরহাগ্নির দ্বারা কৃশ ও অনুতপ্ত তাঁদের শরীরকে সেই সময়েই তৃপ্ত-শীতলতায় প্রশংসিত অন্য একটি শরীর যেন প্রাপ্ত করিয়ে দিতে দিতে, বেরিয়ে যাওয়া প্রাণকে যেন পুনরায় যথাস্থানে স্থাপন করতে করতে, 'বিরহ'নামক কোনও কিছু কদাপি কর্ণকুহরে যেন প্রবেশই করেনি এরূপ ভাবকে প্রদীপ্ত করে তুলতে তুলতে, একক তিনিই যেন যুগপদ্ই সকলকে আলিঙ্গন করতে করতে

ন্নিব, গরিমমধুরামধুরাধরসংযোগং বিনাপি যুগপদেব সকলানামেব বিলসৎকপোলচুম্বন-চাতুরীমুরীকুর্বন্নিব, তত্রৈব স্থিতোঽপি কুতশ্চিদিবাগতঃ সাক্ষান্মন্মথমন্মথ ইব, পীতাংশুকাংশুকান্তো বিলোল-বনমালস্তাসাং হৃদয়াকাশাদিবাবনিতলাদিব, বনান্তরাদিব, ন কুতোঽপীবাগতস্তত্রৈব স্থিত ইব প্রাদুরাসীৎ ॥

৫৪। অকস্মাৎ কস্মাৎ কারণাদিব সমুদ্গতং পূর্ণসুধাকরমিব কুমুদিন্যঃ, দুরবগ্রহাবগ্রহাবসানে তৎকালোদিতং নবধারাধরমিব চাতকযুবতয়ঃ, অভিতো বনং সমুজ্জ্বলজ্জ্বলন-সন্তাপদহ্যমানা নির্মেঘমাসারং সারঙ্গরমণ্য ইব, পরপুরপ্রবেশমারচয্য চিরান্নিবর্তমানমাত্মানং সদ্যস্তনবস্তনব ইব তমালোক্য যুগপদেব সমুল্লসিতা বভূবুরসিতাপাঙ্গ্যঃ, তৎসমকালমেব প্রমোদেন সহ সমুত্তস্থুঃ, বপুষা সহ সকলসন্তাপং বিসস্মরুঃ, উৎকণ্ঠয়া সহ সমীপমভিসস্রুঃ ॥

৫৫। ততশ্চ,

কাচিৎ করাম্বুরুহমঞ্জলিনা স্ম ধত্তে, কাপাংসসীমনি ভুজং মদরূষিতায়াম্।
তাম্বুলচর্বিতমমুষ্য দধার কাচিৎ, পাণৌ হিরণ্ময়পতদ্গ্রহকান্তিক স্তে ॥

মিত্যর্থঃ। গরিমধুরয়া গৌরবাতিশয়েন মধুরস্যাধরস্য সংযোগং বিনাপীতি চুম্বনসুখমপি দর্শনাদেবোপলব্ধমিত্যর্থঃ ॥

৫৪। কুমুদিন্য ইতি তং বিনা বস্ত্বন্তরেণ প্রফুল্লতানবাপ্তেঃ। চাতক্য ইতি তং বিনা তৃষ্ণোত্থবিলাপানপগমাৎ, সারঙ্গরমণ্য ইতি তং বিনা বাহ্যাভ্যন্তর-সন্তাপাশান্তেঃ; তনব ইতি তং বিনা স্বসত্তায়া অপ্যনবাপ্তেঃ! তত্র দুরবগ্রহঃ স্বদর্শনাদানপ্রৌঢ়িঃ, স এবাবগ্রহো বৃষ্টিপ্রতিবন্ধস্তদন্তে। পরপুরপ্রবেশং পরলোকগমনং কৃত্বা সদ্যস্তৎক্ষণাদেব তনবো দেহাঃ তনবোঽতিকৃশাঃ ॥

৫৫। অঞ্জলিনা স্ম ধত্ত ইতি বিনয়বতী দক্ষিণমৃদ্বীয়ম্, অংসসীমনীতি দক্ষিণপ্রখরেয়ম্, তাম্বুলচর্বিতেতি দক্ষিণ-

---

এবং গৌরবাতিশয়ে মধুর অধর সংযোগ বিনাও যুগপদ্ তাঁদের সকলের গালে চুম্বনদান চাতুরী যেন প্রকাশ করতে করতে সেই স্থানেই স্থিত হয়েও কোথাও থেকে যেন আগত সাক্ষান্মন্মথমন্মথের মতো, পীতাম্বরের কিরণে মনোহর এবং দোলায়িত বনমালাধারী গোপীপ্রিয়বন্ধু আবির্ভূত হলেন যেন তাঁদের হৃদয়াকাশ থেকে যেন ভূগর্ভ থেকে, যেন বনান্তর থেকে অথবা যেন কোথাও থেকেই আগত হয়ে নয়, তত্রস্থ অবস্থিতি থেকেই।

৫৪। তাঁকে দেখে তৎক্ষণাৎ কাজলকাল নয়নকোনবিশিষ্টা গোপীগণ যুগপদ্ই সকলে সমুল্লসিত হয়ে উঠলেন—কোনও কারণে অকস্মাৎ পূর্ণচন্দ্রের উদয়ে কুমুদিনীর মতো, বৃষ্টিপ্রতিবন্ধের অন্তে তৎকালোদিত নবজলধর দর্শনে চাতকযুবতীগণের মতো, চতুর্দিকে সমুজ্জ্বল অগ্নিশিখার সন্তাপে দহ্যমান বনে নির্মেঘধারাসম্পাত দর্শনে হরিণরমণীর মতো এবং পরলোকে গমন করত বহুকাল পর সেখান থেকে ফিরে আসা জীবাত্মার দর্শনে হড্ডোসার শরীরের মতো। সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দের সহিত তাঁরা উঠে দাঁড়ালেন, নিজের শরীরের সহিত সকল সন্তাপ ভুলে গেলেন এবং উৎকণ্ঠার সহিত প্রিয়ের নিকট গেলেন।

গোপীদের সম্ভোগ প্রার্থনা সূচক বিবিধ ভাবোৎসব ঃ

৫৫। অতঃপর বিনয়িনী দক্ষিণমৃদ্বী কেউ প্রিয়ের করকমল অঞ্জলিতে গ্রহণ করলেন, দক্ষিণপ্রখরা কেউ কস্তুরী লেপিত তাঁর কাঁধে প্রিয়ের ভুজদণ্ড উঠিয়ে নিলেন, দক্ষিণ-মৃদ্বী সেবাপরা কেউ প্রিয়ের চর্বিত

৫৬। কাচিত্তপ্তস্তনমুকুলয়োস্তৎপদাজং নিধায়, প্রত্যগ্রোগুন্নবকিসলয়াচ্ছাগ্যমানাননস্য।
ভাবিক্রীড়োৎসবরসসমারম্ভ-সংসূচকস্য, স্বাঙ্গে শোভামধিত সুতনুঃ স্বর্ণকুম্ভদ্বয়স্য॥

৫৭। কাচিন্তালে ভ্রুকুটিকুটিলে তন্বতী ভ্রূতরঙ্গান্, চঞ্চৎকোণৈররুণতরুণৈরঞ্জনাক্তৈরপাঙ্গৈঃ।
কন্দর্পস্য প্রমদগরলেনেব দিগ্ধৈঃ পৃষৎকৈ- র্নিঘ্নত্যালোকত কুতুকিনী দন্তদষ্টাধরশ্রীঃ॥

৫৮। অনিশমনিমিষাভ্যাং লোচনাভ্যামথৈকা, মুখকমলমধূলীমাপিবৎ প্রাণবন্ধোঃ।
অলভত ন পিপাসাপারমেষা তদাসী- দিয়মপি চ নিতান্তং পীয়মানাপি পূর্ণা॥

৫৯। তং কাপি লোচনপথেন নিবেশ্য চিত্তে, তেনৈব নির্গমন-শঙ্কনতো নতাক্ষী।
তৎকালমেব বিনিমীলিতলোচনৈব, রোমাঞ্চিতা বিধুমুখী চিরমালিলিঙ্গ॥

মৃদ্বী সেবাপরেয়ম্; পতদ্‌গ্রহ আলবাটীতি পীকদানীতি বা খ্যাতঃ।।

৫৬। কাচিত্তপ্তেতি দক্ষিণপ্রখরেয়ম্। প্রত্যগ্রেণাভিনবেনোগুতা নবকিশলয়েনাচ্ছাগ্যমানমাননং যস্য তত্তথা, তস্য স্বর্ণকুম্ভদ্বয়স্য শোভাং স্বাঙ্গে অধিত।।

৫৭। কাচিদ্‌ভাল ইতি রোষাবেশেনৈব কুটিলভাবোদ্‌গারপ্রাখর্যেহপি মধ্যেবেয়ম্, পূর্ববদ্‌বাহুধারণাদি-প্রাগল্‌ভ্য-প্রকাশনাদ্‌বামা চ। প্রকৃষ্টো মদ এব গরলং তেন; পৃষৎকৈর্বাণৈঃ। নিঘ্নতীতি করাম্বুরুহধারণ্যাদিকান্তাভিঃ সংপৃক্তমপি তং দূরস্থিতৈব সতীয়ং ক্ষোভয়তীতি সৌভাগ্যোদ্রেকঃ সূচিতঃ।কুতুকিনী বিলাসবতীত্যন্তরুল্লাসেন, বস্তুতঃ কোপাভাবশ্চ।।

৫৮। এষা গোপী, ইয়মপি মুখকমলমধূলীমিতি তদঙ্গস্পর্শনাত্যকরণাদ্‌বামেয়ং পূর্বস্যাস্তাদৃশ-কটাক্ষশরাঘাত-জাতক্ষোভস্য তস্য সন্তপ্তমুখকমল-মধূল্যাঃ পানজনিতহর্ষেণ বিস্মৃত-স্বপ্রাখর্যা তদানীং মধ্যায়মানৈব তৎসখীয়ং বামা।।

৫৯। তেনৈব লোচনপথেনৈব পুনর্নির্গমনং ততঃ শঙ্কনত এব হেতোস্তৎকালমেব বিশেষেণ নিমীলিতে লোচনে যয়া সা। নতাক্ষী কুটিলাক্ষীতি এষাপি বামা মধ্যা চ জ্ঞেয়া। বৈষ্ণবতোষণীব্যাখ্যানুসারেণ করাম্বুরুহধারিণ্যাদ্যা এতাঃ

তাম্বুল তাঁর স্বর্ণপীকদানির কান্তি থেকে দীপ্ত হাতে ধারণ করলেন।

৫৬। দক্ষিণপ্রখরা সুতনু কেউ তাঁর বিরহতপ্ত স্তন-মুকুলোপরি প্রিয়ের পদকমল স্থাপন করত অভিনব নবপল্লবে আচ্ছাদিত মুখযুক্ত ও ভাবি রাসক্রীড়োৎসবরসের সমারম্ভ-সূচক স্বর্ণঘটযুগলের শোভা নিজ অঙ্গে ধারণ করলেন।

৫৭। দন্তদষ্ট অধরশোভাবিশিষ্টা বিলাসবতী কোনও মধ্যাবামা ভ্রূকুটি-কুটিল কপালে অন্তর-উল্লাসে ভ্রূতরঙ্গ বিস্তার করতে করতে অরুণ-তরুণ-অঞ্জনাক্ত চঞ্চল নয়নকোণের দ্বারা কামের উগ্র গর্বগরল-লিপ্ত বাণের মতো কটাক্ষে আঘাত হেনে দূর থেকে দেখতে লাগলেন।

৫৮। তখন উপযুক্ত মধ্যাবামার কোনও সখী নিমেষরহিত নয়নে প্রাণবন্ধুর মুখকমলমধু নিরন্তর পান করতে লাগলেন, এততেও পিপাসা কিন্তু মিটলো না এঁর। এ-ই কিন্তু আবার একান্ত পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে গেলেন কৃষ্ণের দ্বারা নয়নপথেই পীয়মান হয়ে।

৫৯। কোনও নতাক্ষি বিধুমুখী প্রিয়তমকে নয়নপথে হৃদয়মন্দিরে প্রবেশ করিয়ে নির্গমন-শঙ্কায় সঙ্গে সঙ্গেই নয়ন মুদ্রিত করে বহুক্ষণ ধরে আলিঙ্গনে বদ্ধ রেখে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন।

৬০। ততশ্চ, কাচিৎ কাঞ্চনমঞ্জরীব বিনমদ্‌গাত্রী মনোরাগজৈ-
রাবেগৈঃ পৃথুবেপথুর্বিকুরুচে কৃষ্ণং বিলোক্যাগ্রতঃ।
সংগ্রামোৎসব-কৌতুকোৎসুকতয়া সদ্যঃ প্রসূনায়ুধো
গর্বেণৈব চকার চম্পকধনুঃকম্পস্য সম্পাদকম্‌॥

৬১। ততশ্চ, অভ্যুন্নীয় পরস্পরাঙ্গুলিদলব্যাসঙ্গি পাণিদ্বয়ং
লীলালস্যবিলুপ্তয়ে তনুলতামুল্লাসয়ন্তী তিরঃ।
মূর্দ্ধ্নঃ সীমনি মণ্ডলীকৃতমতিস্মেরস্য হর্ষোদয়া-
দ্বক্ত্রেন্দোঃ পরিধীচকার ভুজয়োর্যুগ্মং চকোরেক্ষণা॥

৬২। ততশ্চ, বামা বামকরাঙ্গুলীদলযুগেনাতন্বতী ছোটিকাং
নির্যাহীতি হ্রিয়োপসারণবিধেঃ সঙ্কেতমুদ্রামিব।
ঈষন্নিঃসরতেব দন্তমহসা সার্দ্ধং বহির্নিঃসৃতৌ
তস্যা এব হি বর্ত্মকল্পনকৃতারম্ভেব জম্ভাং ব্যধাৎ॥

ক্রমেণ চন্দ্রাবলী-শ্যামলা-শৈব্যা-পদ্মা-রাধা-ললিতা-বিশাখাঃ সপ্ত ব্যাখ্যাতাঃ। ব্যাখ্যাস্যমানাস্তদিতরাস্তা অপি স্বাভিযোগবত্যস্তত্তদ্‌গুণযোগাদিভ্যস্তা জ্ঞেয়াঃ, তত্র তত্র বাম্যা প্রাখর্য্যাদি স্বয়মূহ্যম্‌॥

৬০। বিনমদ্‌গাত্রীতি লজ্জয়া হস্তযুগোন্নমনং বিনৈব গাত্রং মোটয়ন্তীত্যর্থঃ॥

৬১। অভ্যুন্নীয়েতি প্রাখর্য্যাৎ কান্তং মোহয়িতুমিব। হস্তযুগোন্নমনমস্যাঃ পূর্বতো বিশেষঃ। পরিধির্মণ্ডলম্‌॥

৬২। বামা বাম্যভাববিশেষবতী নায়িকা। বামকরাঙ্গুলীদলযুগেন বামাঙ্গুষ্ঠমধ্যমাভ্যামিত্যর্থঃ, ছোটিকাং তদুত্থধ্বনিম্‌;তস্যা হ্রিয়ঃ,সার্দ্ধং বহির্নিঃসৃতৌ বহির্নিঃসরণনিমিত্তং দন্তমহসা রত্নদীপকেনৈব বর্ত্মকল্পনার্থং কৃত আরম্ভো যয়া সা।

৬০। কৃষ্ণকে সম্মুখে দেখে কাঞ্চনমঞ্জরার মতো কোনও গোপী লজ্জায় বাহুযুগল না উঠিয়েই গা-মোড়ামোড়ি দিতে লাগলেন এবং মনোরাগজ আবেগে থর থর করে কাঁপতে লাগলেন। দূরে দাঁড়িয়ে মদনদেব সংগ্রামোৎসব-কৌতুক দর্শনের উৎসুকতায় তৎকালোৎপন্ন গর্বে তাঁর চম্পক ধনুর পরিচালক করে দিলেন কৃষ্ণকে।

৬১। চকোরনয়না কোনও গোপী কান্তকে যেন মোহিত করবার জন্য পরস্পর সংবদ্ধ অঙ্গুলিদলযুক্ত পাণিদ্বয় ঊর্ধ্বে উঠিয়ে ধরে লীলা-আলস্য দূর করবার জন্য তনুলতা তেরছা ভাবে উল্লসিত করে উঠিয়ে এবং ভুজযুগল মস্তকসীমায় মণ্ডলী পাকিয়ে ধরে হর্ষোদয় বশে অমিত মন্দ হাস্যযুক্ত মুখচন্দ্রের ছটামণ্ডল রচনা করলেন।

৬২। অতঃপর এক বামা যেন লজ্জা-অপসারণ বিধির সঙ্কেতমুদ্রা বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ মধ্যমা যোগে বেরোও বেরোও, এরূপ তুড়ি মারতে মারতে এবং নিঃসরণোন্মুখ লজ্জার সহিতই যেন বাইরে যাওয়ার জন্য ঈষৎ বেরিয়ে আসা রত্নদীপকস্বরূপ দন্তদ্যুতির দ্বারা এই নির্গমন পথ নির্মাণ কর্মের আরম্ভক হয়ে হাই তুলতে লাগলেন।

৬৩। আনীয় কাচ্যুরসি পাণিদলেন বেণী-,মেণীদৃগুন্নতপয়োধরয়োর্নিবেশ্য।
দোর্ভ্যাং নিপীড্য নিবিড়ং বিনিমীলিতাক্ষী, রোমাঞ্চকঞ্চুকতনূশ্চিরমালিলিঙ্গ॥

৬৪। কিঞ্চ, আঘ্রায় ধূনিতশিরঃ সরসং চ বীক্ষ্য, ব্যাধুন্বতী মধুকরীং পুরতঃ পতন্তীম্।
স্বিদ্যৎকপোলফলকা পুলকাঙ্কুরেণ, লীলারবিন্দমরবিন্দমুখী চুচুম্ব॥

৬৫। কাচিচ্চকোরনয়না নয়নাঞ্চলেন, লীলালসেন দয়িতাননমীক্ষমাণা।
আলীজনাংসতটবেল্লিত-বাহুবল্লি- মূর্ত্তেব সৌভগমহাধনমত্ততাভূৎ॥

৬৬। দোর্ভ্যাং লসৎকনককঙ্কণঝঙ্কৃতাভ্যা মামোচ্য কাপি কবরীং পুনরাববন্ধ।
ধ্বান্তভ্রমাদিহ নিলীয় কিমস্তি মানো, নো বেত্তি তং নিরসিতুং তমিবান্বিয়েষ॥

৬৩। উরসি বেণীমানীয়েতি সম্ভোগপ্রার্থনাভিযোগঃ॥

৬৪। ধূনিতশিরো যথা স্যাত্তথা আঘ্রায়; শিরোধুননমতিমাধুর্যানুভবোত্থবিস্ময়াভিনয়ঃ। সরসং সোল্লাসং ভাববিশেষসহিতঞ্চ। ব্যাধুন্বতী তিরস্কুর্বতী দক্ষিণপাণিনেত্যর্থঃ। অয়ং স্ববিপক্ষপক্ষাক্ষেপাভিনয়ঃ। অরবিন্দমুখীতি "যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে" ইতি মুখচুম্বনাভিযোগে ন্যায়ো ব্যঞ্জিতঃ॥

৬৫। দয়িতাননমীক্ষমাণেতি তদ্ব্যাপারে লজ্জাসঙ্কোচয়োরভিনয়েচ্ছা প্রকটা, তদবধানেচ্ছা তু বাস্তবী। আলীজনেত্যালিঙ্গনাভিযোগঃ॥

৬৬। আমোচ্য পুনরাবন্ধেত্যনুভাবজ্ঞাপিত-সুরতান্তাভিযোগঃ, ধ্বান্তেত্যুৎপ্রেক্ষয়া বাম্যাপগমাত্তত্রাতিধার্ষ্ট্যমপি দ্যোতিতম্॥

৬৩। মৃগনয়না কোনও গোপী পাণিদলের দ্বারা বেণী বুকের উপর টেনে নিয়ে এসে উন্নত পয়োধর যুগলের মধ্যে সংস্থাপন করত ভুজযুগলে সজোরে চেপে ধরে নয়ন মুদ্রিত করে অঙ্গে রোমাঞ্চ ধারণ করে বহুক্ষণ পর্যন্ত ওটিকে আলিঙ্গন করতে লাগলেন। (সম্ভোগ প্রার্থনা অভিযোগ)।

৬৪। আরও, পুলক-সঞ্চারের দ্বারা ঘর্মাচ্ছন্না কপোলফলকা কোনও কমলমুখী একটি লীলাকমল মাথা হেলিয়ে শুঁকে, উল্লাস ও ভাববিশেষের সহিত চেয়ে দেখে এবং সম্মুখে উড়ে এসে বসতে উন্মুখ ভ্রমরীকে দক্ষিণহাতে তাড়াতে তাড়াতে চুম্বন করলেন। (অতি মাধুর্যানুভব জনিত বিস্ময়, স্ববিপক্ষ-পক্ষকে আক্ষেপ অভিনয় এবং মুখচুম্বন অভিযোগ প্রকাশ হচ্ছে এ শ্লোকে)।

৬৫। কোনও চকোর-নয়না বাহুলতায় সখীজনের স্কন্ধতট জড়িয়ে ধরে লীলা-আলসে নয়নকোণে দয়িতানন দেখতে দেখতে যেন হয়ে উঠলেন মূর্তিমতী সৌভাগ্যধনমত্ততা। (নয়ন কোনে দেখায় লজ্জা সঙ্কোচের অভিনয়েচ্ছা বাইরে প্রকাশ হচ্ছে, যদিও দেখবার ইচ্ছাটাও বাস্তব। স্কন্ধতট জড়িয়ে যেন আলিঙ্গনের আবেদন জানাচ্ছেন)।

৬৬। কোনও গোপী উজ্জ্বল স্বর্ণকঙ্কণে ঝঙ্কার উঠিয়ে বাহুলতার দ্বারা খোঁপা খুলে পুনরায় বাঁধলেন। অন্ধকার ভ্রমে ঐ খোঁপায় তাঁদের মান লুকিয়ে আছে কি নেই, এরূপ বিচার করে যেন তাঁকে ওখানে খুঁজতে লাগলেন তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য। (সুরতান্ত অভিযোগ ও বাম্য চলে যাওয়াতে অতি প্রগল্‌ভতা ব্যঞ্জিত হচ্ছে)।

৬৭। ভুজায়া বামায়াঃ কলমধুরঝঙ্কারিবলয়ং, সলীলং ধূত্রায়াঃ করদলকনীয়োঽঙ্গুলিকয়া।
বিতন্বানা বামশ্রুতিকুহরকণ্ডূমথ পরা, ব্যধাৎ, কামক্রীড়াসমরজয়ঘণ্টাধ্বনিমিব ॥

৬৮। করেণাসব্যেন প্রচলবলয়ালিধ্বনিভৃতা, ব্যধূনাত্তন্বঙ্গী ললিতমথ লীলাসরসিজম্।
তদাসীদেতস্যাঃ কুসুমশরসংগ্রামবিজয়ী মহানেবাবর্ত্তো নভসি নবলাবণ্যসরিতঃ ॥

৬৯। মুদিতমদনমোদামর্ষঘর্মাম্বুসিক্তং, নিজবপুরথ কাচিৎ স্বোত্তরীয়াঞ্চলেন।
ব্যজয়ত কৃতহেলং লীলয়া বীজয়ন্তী, স্মরসমরপতাকা মারুতেনাধূতেব ॥

৭০। অন্তঃপ্রফুল্লদভিলাষলতাততীনা-,মৌৎসুক্যমারুতজবেন বহির্বিধূতৈঃ।
পুষ্পৈরিব স্মিতভরৈর্বিদধে বিদগ্ধা, কৃষ্ণাবলোকন-মহোৎসবপুষ্পবর্ষম্ ॥

৭১। কিঞ্চ, আনন্দজৈর্বকুরঙ্গবিলোচনায়া, বাষ্পাম্বুভির্নয়নযুগ্মকমাপুপূরে।
কৃষ্ণং বিলোকয়সি ধন্যমসীতি গাঢ়ং প্রেম্ণা দ্রুতেন মনসেব তদালিলিঙ্গে ॥

৬৭। করস্য দলভূতা কনীয়সী যা অঙ্গুলিস্তয়া ॥

৬৮। তদ্বিধুননমেবাবর্ত আসীদভবদিত্যন্বয়ঃ। কুসুমশরসংগ্রামে বিজয়ঃ সূচ্যত্বেন বর্ততে যস্য সঃ ॥

৬৯। মুদিতাহ্লাসিতান্মদনাদ্ধেতোর্মোদঃ কান্তদর্শনজানন্দঃ, অমর্ষস্তদীয়কৈতবানুসন্ধানজো রোষস্তদনুভাবরূপং যদ্ঘর্মাম্বু তেন সিক্তম্ ॥

৭০। কৃষ্ণাবলোকনরূপো যো মহোৎসবস্তত্র করণীয়ং পুষ্পবর্ষং স্মিতভরৈরেব বিদধে। কৈরিব ? অন্তঃপ্রফুল্লন্তীনামভিলাষলতাততীনাং পুষ্পৈরিব, তেন চ তাসামঙ্কুরিতত্বপল্লবিতত্ব পুষ্পিতত্বেষু জাতেষু ফলিতত্বমপি নেদিষ্ঠমেবেতি দ্যোতিতম্ ॥

৬৭। অতঃপর কোনও গোপী সলীলায় বামবাহু কাঁপিয়ে করদলভূতা কনিষ্ঠ অঙ্গুলিদ্বারা বামকর্ণ-কুহর চুলকাতে চুলকাতে বলয়ে এমন কলমধুর ঝঙ্কার উঠালেন মনে হতে লাগল, যেন কামক্রীড়াযুদ্ধের জয়ঘণ্টা-ধ্বনি হচ্ছে।

৬৮। অতঃপর কৃশাঙ্গী কোনও গোপী চঞ্চল বলয়শ্রেণীতে ধ্বনি উঠিয়ে দক্ষিণহস্তে ললিত লীলা-কমল শূন্যে ঘুরাতে লাগলেন। এই ঘুরানো তখন প্রতীতি জন্মাল, এ যেন তাঁর নবলাবণ্য নদীর এক মহান্ ঘূর্ণিপাক, যা ঘোষণা করছে কামযুদ্ধের বিজয়বার্তা।

৬৯। অতঃপর উল্লসিত কামজ আনন্দের ও তদীয় শঠতা অনুসন্ধানজ রোষের অনুভাবরূপ ঘর্মজলে সিক্ত বপু কোনও গোপী বাতাসে কম্পিত ও কামযুদ্ধপতাকার মতো স্বীয় উত্তরীয় অঞ্চল আলস লীলায় দুলিয়ে হাওয়া করতে করতে বিজয়িনীর ভাবে দীপ্তি পেতে লাগলেন।

৭০। কোনও বিদগ্ধা গোপী কৃষ্ণাবলোকন-মহোৎসবের করণীয় পুষ্পবর্ষণ করলেন, ভিতরে ভিতরে প্রফুল্লিত অভিলাষরূপ লতাবলীর ঔৎসুক্যরূপ বায়ুবেগে ঝড়ে পড়া কুসুমের মতো মৃদু হাসির ঝলকের দ্বারাই।

৭১। হরিণনয়না কোনও নব বয়সী গোপীর কৃষ্ণদর্শনানন্দ জনিত অশ্রুভরে নয়নযুগল ছাপাছাপি হয়ে উঠল। তাঁর মন যেন বলছে, 'হে নয়নযুগল কৃষ্ণ দর্শন করছো, বেশ। কর্ণাদি ইন্দ্রিয় দ্বারে কৃষ্ণানুভব

৭২। কিঞ্চ, একাঞ্চ কাঞ্চনময়প্রতিমায়মানাং, স্তম্ভঃ প্রিয়েক্ষণকৃতঃ সহসা ব্যধত্ত।
তামেব কিং ত্রিজগতীললনাললাম- সৌভাগ্যভারগরিমৈব পরাবভূব ॥

৭৩। কিঞ্চ, আমূলতো মুকুলিতেব কদম্বশাখা, কাচিদ্বভূব, বিপুলৈঃ পুলকৈঃ কিমস্যাঃ।
বাণান্ স্মরস্য বিরহে হৃদি সম্প্রবিষ্টান্, শ্রীকৃষ্ণচুম্বকমণির্বহিরাচকর্ষ ॥

৭৪। কিঞ্চ, অন্তঃ-কণাকুলিতকাঞ্চনপদ্মিনীব, সিষেদ কাচন চিরায় চমূরুনেত্রা।
প্রাণাধিনাথমুখচন্দ্রবিলোকনেঽস্যা যৎ স্যন্দতে স্ম বত মানস-চন্দ্রকান্তঃ ॥

৭৫। কিঞ্চ কৃষ্ণং বিলোক্য চলচারুচকোরনেত্রা, সঞ্চারিচম্পকলতেব চিরং চকম্পে।
অস্যাঃ প্রবিশ্য বপুষ স্মরসিন্ধুরেন্দ্রো, হৃদ্‌ভূমিকম্পমিব মত্ততয়া ব্যধত্ত ॥

৭৬। কাচিদ্বিকস্বরপিকস্বরসারতোঽপি, চারুস্বরা বিধুমুখী স্বরভঙ্গমাপ।
বীণা স্বভাবকলকোমলনিক্কণাপি, স্নিগ্ধা ঘনাম্বুভিরপস্বরমেব ধত্তে ॥

৭১। কৃষ্ণং বিলোকয়সীতি। অয়মর্থঃ—কর্ণেন্দ্রিয়াদিদ্বারা কৃষ্ণমনুভবতোঽপি মম ন তাদৃশং সুখং যথা ত্বদ্‌দ্বারেতি। ত্বমেব ধন্যমসীত্যুক্ত্বা প্রেম্ণা দ্রুতেন প্রেমহেতুকদ্রববতা মনসা কর্ত্রা তন্নয়নযুগ্মকমাশ্লিলিঙ্গে ইব, অতএব তদ্দ্রব এব নয়নযুগ্মান্নিঃসৃতোঽয়মিত্যুৎপ্রেক্ষা ব্যঞ্জিতেতি। তদানীং নয়নতাদাত্ম্যং মনসা প্রাপ্তমিতি পর্যবসিতো ভাবঃ ॥

৭২। ব্যধত্ত কৃতবান্; ললামং তিলকম্; ভারগরিমৈবেতি, অতএবাস্যাঃ স্পন্দনসামর্থ্যং নাস্তীবেতি ॥

৭৩। বিপুলৈঃ পুলকৈঃ কদম্বশাখা তদ্রূপৈব বভূব। বিরহে কৃষ্ণবিচ্ছেদকালে ॥

৭৪। স্যন্দতে স্ম, সুস্রাব ॥ (৭৫)

৭৬। বিকস্বরো যঃ পিকানাং স্বরসারস্ততোঽপি ঘনাম্বুভিরিতি, দার্ষ্টান্তিক পক্ষে কৃষ্ণদর্শনামৃতৈঃ ॥

তেমন সুখের না, যেমন হচ্ছে তোমার দ্বারে তাই বলছি তোমরাই ধন্য।' এ বলে প্রেমে দ্রবীভূত মন যেন নয়নযুগলকে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরলো, (তাই এমন জলের ছাপাছাপি)।

৭২। প্রিয়দর্শনজাত স্তম্ভ কোনও এক গোপীকে সহসাই করে দিল কাঞ্চনপ্রতিমার মতো। অহো ত্রিজগতের লালনাশ্রেষ্ঠের সৌভাগ্যাধিক্যের গরিমাই কি তাকে করে দিল পরাভূত।

৭৩। কোনও গোপী বিপুল পুলকে আমূল মুকুলিত কদম্বশাখার মতো রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন। অহো মদনের শর, যা কৃষ্ণবিচ্ছেদকালে হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়েছিল তাই কি শ্রীকৃষ্ণচুম্বকমণি বাইরে টেনে বের করে আনলো।

৭৪। জলবিন্দুভরা স্বর্ণকমলিনীর মতো কোনও মৃগনয়নী সর্বাঙ্গ থেকে স্বেদবিন্দু ত্যাগ করতে লাগলেন। দেখে মনে হল হায় হায়, প্রাণাধিনাথের মুখচন্দ্র দর্শনে মানসচন্দ্রকান্তমণি যেন এঁর দ্রবীভূত হয়ে চুয়াতে লাগলো।

৭৫। চঞ্চল চারুচকোরনেত্রা কোনও গোপী কৃষ্ণদর্শনে সঞ্চরণশীলা চম্পকলতার মতো বহুক্ষণ ধরে কাঁপতে লাগলেন। কামগজেন্দ্র যেন এঁর অঙ্গে প্রবেশ করে মত্ততায় হৃদ্‌ভূমিকম্প ঘটালো।

৭৬। কোকিলের স্পষ্ট স্বরশ্রেষ্ঠের থেকেও চারুস্বরা কোনও চন্দ্রমুখীর স্বরভঙ্গ হয়ে গেল কৃষ্ণমেঘ

৭৭। বেণীং বিমুচ্য কুটিলাং নিজবাহুমূলে, কাচিৎ কুরঙ্গনয়না ভুজগীভ্রমেণ।
বিত্রাসবিক্ষুভিতনেত্রমরালিতভ্রূঃ ক্ষিপ্ত্বোত্তরীয়সহিতামপসর্পমীয়ে॥

৭৮। অভিমুখমবলোক্য কাপি ভৃঙ্গং, করকমলেন সলীলমুদ্ধুনানা।
সললিতমবগুণ্ঠনাঞ্চলেন, ব্যধিত বধূরধরোষ্ঠ-সংপিধানম্॥

৭৯। কাচিন্নোপসসার নান্তরমুদং ব্যানঞ্জ কঞ্জেক্ষণা
নোচে কিঞ্চন কিন্তু কান্তবদনং দৃষ্ট্বা শিরো ধুন্বতী।
লীলাকুণিতকোণশোণনয়নং হেলাভ্রমদ্ভ্রূলতং
সীমন্তোপরি বদ্ধপাণিপুটকং সাসূয়মেবানমৎ॥

৮০। কাচিৎ কৃষ্ণমুখং সকৃৎ কুটিলিতাপাঙ্গেন হেলালসং
দৃষ্ট্বা বামভুজালতাং সহচরীস্কন্ধান্তিকে বিভ্রতী।

৭৭। উত্তরীয়সহিতামেব বেণীং ক্ষিপ্ত্বা অপসর্পং পলায়নমীয়ে প্রাপ, স্বীচকারেত্যর্থঃ। নিজস্কন্ধে কৃষ্ণবাহুস্পর্শাভিযোগোঽয়ম্॥

৭৮। অধরোষ্ঠসংপিধানমিতি কৃষ্ণকর্তৃক স্বাধরপানাভিযোগঃ॥

৭৯। শিরো ধুন্বতীতি ভদ্রেণ ময়া ত্বং জ্ঞাতোঽসীতি ভাবঃ। কুণিতকোণেতি তাদৃশকষ্টদাতরি ত্বয়ি দৃষ্টিমাধাতুমহং লজ্জে ইতি ভাবঃ। শোণিতে তদপি মাং পুনরপি দুঃখয়িতুমধুনা কিমিতি সন্নিধৎসে ইতি রোষঃ। হেলেতি তেন কিং মম, যদহমতঃপরং বিজ্ঞা অভবমিত্যবজ্ঞা। সাসূয়মেবানমদিতি, অতঃপরং ত্বৎসমীপমপি ময়া ত্যক্তমেবেতি ভাবঃ॥

৮০। স্কন্ধান্তিকে, ন তু স্কন্ধোপরীতি কৃষ্ণেন তর্কয়িষ্যমাণ-স্বাভিযোগশঙ্কয়েতি ভাবঃ। কুটিলিতাপাঙ্গেনেত্যমর্ষঃ,

---

দর্শনে, যেমন না-কি বীণা স্বভাবকলকোমল ধ্বনিযুক্তা হয়েও মেঘের জলো হাওয়ায় মন্দস্বরা হয়ে পড়ে।

৭৭। কোনও হরিণনয়না কুটিলবেণী নিজস্কন্ধে খুলে দিয়ে সর্পভ্রমে অতি ত্রাসে চঞ্চলনেত্রা ও বাঁকা ভ্রূ হয়ে উত্তরীয় সহিত ঐ বেণী পিছনে ছুঁড়ে দিয়ে ছুটে পালাতে লাগলেন। (এ তাঁর কৃষ্ণবাহুলতা স্কন্ধে পাওয়ার আবেদন-সূচক ভঙ্গী।)

৭৮। ভ্রমরকে নিজের অভিমুখে আসতে দেখে লীলাপূর্বক করকমলের দ্বারা ওকে তাড়াতে এস্তা কোনও গোপী আপন কমনীয়তা বিস্তার পূর্বক ঘোমটার আঁচলের দ্বারা অধরোষ্ঠ ঢেকে ফেললেন। (কৃষ্ণ কর্তৃক নিজের অধর পানের অভিলাষ জ্ঞাপন)।

৭৯। কান্তবদন দর্শন করে কোনও কমলনয়না গোপী দূরে সরে গেলেন না, অন্তরের আনন্দও বাইরে প্রকাশ করলেন না এবং কিছু বললেনও না। কিন্তু সাধু তোমাকে চিনে নিয়েছি, এরূপ ভঙ্গীতে মস্তক হেলালেন। কিহে আবার দুঃখ দিতে এলে, এভাবে রোষে আরক্ত নয়ন লীলায় কুঞ্চিত করলেন। তোমার সান্নিধ্যও ত্যাগ করবো, এভাবে মস্তকোপরি অঞ্জলি ধরে অসূয়ার সহিত প্রণাম করলেন।

৮০। কোনও গোপী কৃষ্ণমুখ একবার কুটিল নয়নকোণে অবজ্ঞাভরে দর্শন করে বামবাহুলতা সহচরীর স্কন্ধের নিকট ধরলেন (নিকটে ধরলেন, 'উপরে' নয়, যাতে কৃষ্ণ তার অভিলাষ ভাল বুঝতে না পেরে তর্কের

আমন্দস্মিতমুৎসবাল্লসলসদ্‌ভ্রূভঙ্গমল্লাক্ষরং
জল্পন্তী প্রতিপাদ্য শূন্যমপি তদ্বহ্বর্থমেবামনৎ ॥

৮১। স্বীয়োত্তরীয়শকলেন সলীলমন্যা, পাণ্যম্বুজেন কলকঙ্কণঝঙ্কৃতেন।
প্রাণেশ্বরং প্রণয়তঃ পরিবীজয়ন্তী, স্রস্তেঽপি তত্র করধূননমেব চক্রে ॥

৮২। ভ্রান্তং মুহুর্বনরুহোদরসোদরেণ, হা হন্ত পাদযুগলেন কথং ত্বনেন।
ইত্যেকয়া স্বকরপঙ্কজকোরকাভ্যাং সম্বাহনং ব্যধিত পাদযুগস্য শৌরেঃ ॥

৮৩। এবং সহজসমুল্লসদলাবলালাবণ্যসুধাসরসীসরসীভবদবয়বানামপি তৎকালোদয়িতদয়িত বিলোকনকনদেবংবিধ-বিবিধবিশিষ্টপ্রভাবভাবশবল-বলমানমাননীয়মাধুরীধুরীণতয়া তদা যদবিরামরামণীয়কমাসামাসামাস,

হেলালসমিতি গর্বঃ, মন্দস্মিতমিতি হর্ষঃ, উৎসবেতি ঔৎসুক্যম্, অল্লাক্ষরং জল্পন্তীতি—'সখি! অখণ্ডশ্রীখণ্ডালম্বিনী নীলোৎপলমালা স্পৃহণীয়া ভবাদৃশীভিঃ' ইতি। বহ্বর্থং বাচ্যব্যঙ্গ্যবস্তুবাহুল্যযুক্তম্; আমনদভ্যস্তবতী ॥

৮১, ৮২। দাসীনাং চেষ্টিতমাহ দ্বাভ্যাম্—স্বীয়েতি। তত্র উত্তরীয়শকলে স্রস্তে সতীতি ভাববৈবশ্যাদিতি ভাবঃ।

৮৩। তদেবমাসাং কেচিদনুভাবরূপাঃ স্তম্ভকম্পাদয়ঃ, কেচিন্নায়কমনোমোহনার্থাঃ কর্ণকণ্ডূয়ন-গাত্রমোটদাদয়ঃ, কেচিৎ সম্ভোগবিশেষস্পৃহাসূচনার্থা লীলাকমলাঘ্রাণ বেণীপরিরম্ভাদয়ঃ, সর্ব এব ভাবাঃ সাহজিকলাবণ্যময়া এবেত্যুপসংহরতি—এবমিতি। বিশিষ্টাঃ প্রভাবাঃ কৃষ্ণবশীকাররূপা যেষাম্; যদ্বা, বিশিষ্টাং প্রভামবন্তীতি তথা তেষাং ভাবানাং শবলেন বৈচিত্র্যা বলমানা চ মাননীয়া চ যা মাধুরী তস্যা ধুরীণতয়া আসামাস, আস্তে স্ম; (পা° ৩।১।৩৭) "দয়ায়াসশ্চ"

মধ্যে পড়েন)। একটু মুচকি হেসে উৎসবরসে দীপ্ত ভ্রূভঙ্গের সহিত অল্পাক্ষরে বিড়বিড় করতে লাগলেন—শূন্য হলেও যেন সেই কথা বহু অর্থ পুনঃ পুনঃ প্রকাশ করতে লাগলো। (অমর্ষ, গর্ব, হর্ষ ও ঔৎসুক্য প্রভৃতি ভাব প্রকাশিত হচ্ছে এখানে)।

৮১। কোনও এক গোপী দাসীভাবে কঙ্কণে কলঝঙ্কার তুলে নিজের উত্তরীয় আঁচলে প্রাণেশ্বরকে আদরের সহিত নানাভাবোদগার-ভঙ্গীপূর্বক বাতাস করতে লাগলেন—ভাবাবেগে আঁচল হাত থেকে খসে পড়ে গেলেও খালি হাতই ঘুরাতে লাগলেন।

৮২। কমলগর্ভসম কোমল পদযুগলে হায় হায়, প্রাণনাথ কি করে মুহুর্মুহুঃ বনপ্রদেশে ঘুরে বেড়িয়েছে—এ বলে কোন এক গোপী নিজ করকমলকলিকার দ্বারা শৌরী শ্রীকৃষ্ণের পদযুগল সম্বাহন করতে লাগলেন।

৮৩। (এইরূপ গোপীদের কারোর অনুভাবরূপা স্তম্ভ কম্পাদি, কারোর কর্ণকণ্ডূয়ণ গাত্রমোটনাদি, কারোর সম্ভোগেচ্ছা সূচক লীলাকমল আঘ্রাণাদি, কারোর বেণী আলিঙ্গনাদি—এ সব কিছু ভাবই সহজলাবণ্যময় হল—এই কথার উপসংহার করতে গিয়ে কবি বলছেন, এবমিতি)।

সমুল্লসিত ও অবিচ্ছিন্ন লাবণ্যসরসীতে নিমজ্জিত থাকা হেতু গোপীগণ অতি সহজমাধুর্যময়ী দেহধারিণী হলেও তৎকালে দয়িতের বিলোকনে দীপ্ত হয়ে উঠা এবংবিধ কৃষ্ণবশীকাররূপা বিবিধ বিশিষ্ট ভাবসমূহের চিত্রবিচিত্রা, বলবতী, মাননীয়া এবং উচ্ছলিতা মাধুরীর ভারে তখন যে নিরবচ্ছিন্ন মনোহরতা প্রকাশিত

তদনুবদিতুং কা বাণী বাণীয়সী মন্দধিষণো ধিষণো বা কো বরাকঃ ॥

৮৪। ততশ্চ ততশ্চরমণীয়তাপরিপাকেন কেনচিন্মধুরিম্ণা ব্রজরাজতনয়ো রাজতনয়োপপন্নেন মধুরিম্ণা পরস্পরাবিসদৃশাভ্যাং হিমকিরণকিরণকন্দলীমৃদুলমেদুরদুরবসেয়সিকতানিচয়াভ্যাং লোচনলোভনীয়মুপর্য্যুপরি পরিমল-লালসালসালিকুল-কোলাহল-কাহল-কান্তধ্বনি-ধ্বনিতং কুবলয়বলয় হল্লকহল্লীশকশিক্ষাদক্ষেণ দক্ষিণমরুতা চারুতাচারং তপনতনয়াপুলিনমাসাদ্য পুরুতরশোভাবলিভাবলিবলিতো যামিনীনাথ ইব প্রমদমদন-মোদ প্রসর-সরসমানসমানসর্ব্বস্বাভিঃ স্বাভিঃ শক্তিভিরিবানন্দময়ীভিরাভিরাভিরাম্যাবধিভূতাভির্ব্রজরমণীমণীভিবিরুরুচে ॥

৮৫। স্বকাম্মিতরমিতরহস্যলাভাসন্নতয়া শ্রুতয়ো গন্ধতদনুরূপরূপসম্পদ্বিশিষ্টতনবো নবোদিতভাগ্যবশাদ্‌যথা মনোরথসিদ্ধিমবাপুস্তথা নিত্যসিদ্ধা অপি তদা তদালোকাহ্লাদবিধুতাহিং স্বমহিমানমজানত্য ইব

ইতি আম্। বাণী সরস্বতী বা কা অনীয়সী অতিক্ষুদ্রেত্যর্থঃ। বিষণো বৃহস্পতিঃ ॥

৮৪। ব্রজরাজতনয়স্তপনতনয়াপুলিমাসাদ্য ব্রজরমণীমণীভিঃ সহ বিরুরুচে ইত্যন্বয়ঃ। ততো বিস্তৃতঃ। রাজতস্য রজতবিকারস্যেব নয়ো নীতিঃ স্বাভাব্যং তেনোপপন্নেন। হিমকিরণস্য চন্দ্রস্য কিরণকন্দলী চ মৃদুলঃ কোমলো মেদুরো নিবিড়ো দুরবসেয়ঃ, ছবিবাহুল্যেন দুঃশকনিশ্চয়ো যঃ সিকতানিচয়স্তাভ্যাম্। পরিমললালসাভির্লসতীতি তস্যালিকুলস্য কোলাহল এব কাহলস্য বাদ্যভেদস্য কান্তো ধ্বনিস্তেন ধ্বনিতম্। হল্লীশকং মণ্ডলনৃত্যম্; চারুতামাচরতীতি তথা তৎ। ভাবলিবলিতো নক্ষত্রশ্রেণ্যা বিরাজিতঃ। প্রকৃষ্টো নবযৌবনাখ্যো মদশ্চ মদনশ্চ মোদপ্রসরশ্চ তৈঃ সরসং মানসং যাসাং তাশ্চ মান এব সর্বস্বং যাসাং তাশ্চ তথা তাভিঃ ॥

৮৫। নিত্যসিদ্ধাঃ শ্রীরাধাদ্যাঃ। তস্মিত্যসঙ্গিত্বেঽপি তাসাং কদাচিৎ স্বানুভবসাধিতমস্তীতি ভাবঃ ॥

হচ্ছিল, তা বর্ণনা করতে সরস্বতীদেবীও কি অতিক্ষুদ্র হয়ে যাবেন না? এখানে মন্দবুদ্ধি দীন বৃহস্পতির কথা আর কি বলবার আছে?

৮৪। অতঃপর ব্রজরাজতনয় চরমরমণীয়তার পরিপাক হেতু প্রাপ্ত কোনও অনির্বচনীয় মধুরিমায় চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লেন। গলিত রৌপ্যের স্বাভাবিক শুভ্রতাগুণে সিদ্ধ মধুরিমাদ্বারা পরস্পর একইরূপ রম্য জ্যোৎস্নাপ্রবাহ ও কোমলঘন-চাকচিক্যে চোখধাঁধানো বালুকারাশিদ্বারা নয়ন-লোভা যমুনাপুলিনে প্রবেশ করলেন মাধুর্যধুর্য নায়কশিরোমণি কৃষ্ণ। এই পুলিন তখন অলিকুলের কোলাহল-কাহলের ললিত ধ্বনিতে ঝঙ্কৃত হচ্ছিল। আর নীলপদ্ম ও রক্তকৈরবকে হল্লীশক (নৃত্য) শিক্ষাদানে দক্ষ দক্ষিণা বায়ুর প্রবাহে মনোরম হয়ে উঠেছিল। যমুনা পুলিন প্রাপ্ত হয়ে ব্রজরাজতনয় অতিশয় শোভাবলী বিশিষ্ট নক্ষত্রশ্রেণী পরিবেষ্টিত যামিনীনাথের মতো নবযৌবনোত্থ গর্ব কাম-হর্ষপ্রবাহাদি দ্বারা সরসমানসা, মানসর্বস্বা, নিজশক্তির প্রতিকৃতি স্বরূপা আনন্দময়ী এবং রমণীয়তার অধিকরূপা ব্রজরমণীমণী সকলে পরিবেষ্টিত হয়ে সর্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজমান হলেন।

৮৫। স্ববাঞ্ছিত রমণরহস্য-লাভ আসন্ন হেতু শ্রুতিচরীগণ যেরূপ তদুপযোগী রূপসম্পত্তি সম্পন্ন দেহধারিণী হয়ে নবোদিত ভাগ্যবশে মনোরথসিদ্ধি প্রাপ্ত হলেন, সেইরূপ নিত্যসিদ্ধা রাধিকাদিও তখন নিজমহিমা

স্বাত্মানমভিমন্যন্তে স্ম ॥

৮৬। ততশ্চ তস্মিন্নেব পুলিনেঽলিনেতৃপরিশীলিত-বিবিধোৎপলপলৎপলপলাশপেশলসমীরসমীরণ-শীতলে বিলসৎকামহেলা মহেলাবিততয়ো বিততযোযুজ্যমানকুচকুঙ্কুমারুণসুগন্ধিভিরুত্তরীয়ৈরুপর্য্যুপরি পরিপাতিতৈর্ম্মৃদুহসিত-সিত-দশনমরীচিবীচি বিকাশপুরঃসরমিহোপবিশ্যতামিতি ত্রিভুবন-কমনীয়াসনমাসনমাকল্পয়ামাসুঃ ॥

৮৭। ততশ্চ, তত্র প্রীত্যোপবিশ্য ব্যজয়ত স যথা কামমুদ্দামধামা
যোগীন্দ্রাণাং ন তদ্বদ্বিমলতমমনঃপুণ্ডরীকাসনেঽপি।
নাপি ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীকৃতললিত-মহারত্নসিংহাসনান্ত-
র্নাপ্যেবাধারশক্তিপ্রভৃতিভৃতমহাযোগপীঠোদরেঽপি ॥

৮৮। কিঞ্চ, তস্মিন্ কান্তাকদম্বস্তনকলশলসৎকুঙ্কুমামোদমুগ্ধ-
স্নিগ্ধে দুগ্ধেন্দুকুন্দদ্যুতিপুলিনগতে চারুচেলাসনে সঃ।
আসীনঃ পীনবক্ষাস্ত্রিভুবনরমণীরত্নসম্মোহলীলা-
রাজ্যে ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যা গমিত ইব বভৌ যৌবরাজ্যাভিষেকম্ ॥

৮৬। অলয় এব নেতারো নায়কাস্তৈঃ পরিশীলিতানাং বিবিধোৎপলানাং পলৎপলানি চলদংশানি পলাশানি পত্রাণি যতস্তথাভূতো যঃ পেশলঃ সমীরস্তস্য সম্যগীরণেন শীতলে; ত্রিভুবনকমনীয়মসনং দীপ্তির্যস্য তৎ ॥

৮৭। আধারশক্তিপ্রভৃতিভিঃ শেষ কমঠাদ্যৈর্ভৃতং ধৃতম্ ॥

৮৮। গমিতঃ প্রাপিতঃ ॥

যেন জানেন না, এ ভাবে নিজ আত্মাকে মনে করতে লাগলেন— কৃষ্ণদর্শন অ হ্লাদে একান্তভাবে মুক্ত বলে।

৮৬। অতঃপর ভ্রমররূপ নায়িকাদ্বারা আলিঙ্গিত উৎপল-দল দোলানো চতুর বায়ুর মন্দ মন্দ প্রবাহে শীতল সেই পুলিনে কামখেলায় বিলাসকারিণী মহিলাগণ, পাটখুলে বিস্তারপূর্ব্বক অঙ্গে জড়িয়ে পরাতে কুচ-কুঙ্কুম-দাগে অরুণিমা ও সুগন্ধ প্রাপ্ত উত্তরীয় একের উপর আর পুরু করে পেতে দিয়ে শুভ্র দশনদ্যুতিমালা মৃদুহাসিতে বিকাশ পূর্ব্বক বললেন, এখানে বসতে আজ্ঞা হোক—এভাবে ত্রিভুবন-কমনীয় উজ্জ্বল আসন নিবেদন করলেন তাঁরা।

৮৭। অতঃপর, সেই আসনে প্রীতিপূর্ব্বক উপবেশন করত যথেচ্ছ উদ্দাম তেজে দীপ্ত কৃষ্ণ যেরূপ উচ্চ জয় জয় কার প্রাপ্ত হচ্ছিলেন, সেরূপ হন না—যোগীন্দ্রগণের বিমলতম মনোপদ্মাসনে, ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীকৃত ললিত মহারত্ন সিংহাসনে এবং এমন কি শেষকমঠাদি আধারশক্তি প্রভৃতি ধৃত মহাযোগপীঠ উদরেও।

৮৮। আরও কান্তাগণের স্তনকলশের উজ্জ্বল কুঙ্কুম আমোদে মুগ্ধস্নিগ্ধ ও দুগ্ধেন্দুকুন্দদ্যুতির মতো শুভ্র পুলিনে বিছানো সেই বস্ত্রাসনে সমাসীন পীনবক্ষদেশা কৃষ্ণ ত্রিভুবনরমণীরত্নের সম্মোহনলীলা রাজ্যে ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীর দ্বারা যেন যৌবরাজ্যে অভিষেক প্রাপ্ত হলেন।

৮৯। অথ তথোপবিষ্টবতি ভগবতি ভগণপরিবৃতে চন্দ্রমসীব মসীবদসিতপয়সো যমুনায়াঃ পুলিন-পরিসরে পরিতঃ পরিতস্থুষীষু রমণীমণীষু কাশ্চন সরসচাতুরীতুরীয়দশাকুশলাঃ সুরসতর-মৃদুলমেদুরদুরবগাহ-মনোরাগখেদস্বেদসলিলকণমঞ্জুলেন করকমলদলেন কৃতকরচরণসম্বাহনাঃ সাদরদরমদরমদরাজ্যমানমানসং মৃদুমধুরেণ বচসা চ সাকূতেন হৃদ্‌গতং কিমপি পিপৃচ্ছিষবঃ প্রথমং প্রথমঞ্জসা প্রাসঙ্গিকত্বেন প্রশ্নোত্তরসমাদিবচনরচনা-বিশেষং নির্মিমতে স্ম॥

৯০। তত্র প্রশ্নোত্তরসমং যথা—প্রশ্নঃ সীমন্তিনীনাম্, উত্তরং কৃষ্ণস্যেতি প্রথমঃ ক্রমঃ।—

কোঽমলধীঃ কোমলধীঃ কা মোহিতা হন্ত কামহিতা।
কোঽপচয়ঃ কোপচয়ো, মধুরা কা পশ্য মধুরাকা॥

৯১। কিঞ্চ, কে বলভাজঃ কেবল-ভাজঃ কে সন্ত এব কে সন্তঃ।
কা সাররসবিলাসা, বিলসতি কাসাররসবিলাসৈব॥

৮৯। মনোরাগহেতুকো যঃ খেদস্তত এব স্বেদসলিলম্; সাদরদরং সগৌরবং সভয়ঞ্চ অদরমদেনানল্পমত্তত্বয়া রজ্যমানমাক্রম্যমাণং মানসমেব যত্র তদ্‌যথা স্যাদেবম্। মৃদুমধুরেণেত্যবহিত্থয়া কৃত্রিমহর্ষপ্রকাশনম্॥

৯০। অমলধীঃ কঃ, মহিতা শ্রেষ্ঠা কা, অপচয়ঃ কঃ, মধুরা মাধুর্যবতী কা—ইতি তাসাং প্রশ্নচতুষ্টয়ে তথৈব প্রযুক্তবতী শ্রীকৃষ্ণে হংহো ভবানেব কঠোরধীঃ; বয়ং তু কামে হিতা ভবাম এব, কোপসমূহোঽপি (ভা° ১০।৩০।৩৮) "ন পারয়েঽহং চলিতুম্" ইত্যুক্তিমাত্র এব ভবতা কৃতঃ, বসন্তরাকাতোঽপ্যতিমধুরা অদ্যতনী শারদী রাকা দুঃখদানেন বিরসীকৃতৈবেতি স্ববচনেনৈব বদ্ধো ভবানিতি তাসাং কটাক্ষকূণনং জ্ঞেয়ম্॥

৯১। 'বলভাজো বলবন্তঃ কে?'—ইতি প্রশ্নে 'কে বলভাজঃ কেবলং যে ভজন্তি তে' ইতি উত্তরে তথাভূতা

৮৯। অতঃপর সেইভাবে নক্ষত্র পরিবেষ্টিত চন্দ্রের মতো ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র কালির মতো কালো জলবিশিষ্টা যমুনার পুলিনে বসে গেলে এবং তাঁকে ঘিরে রমণীমণীগণও বসে গেলে সরসচাতুরীর তুরীয়দশায় নিপুণা কোনও একদল গোপী অতি সুরস-মৃদুল-স্নিগ্ধ এবং দুর্বোধ্য মনোরাগজনিত দুঃখের আঘাতে উদ্গত ঘর্মবিন্দুতে মঞ্জুল করকমলদলে দয়িতের করচরণ সম্বাহন করতে লাগলেন। এই পাদ সম্বাহন সেবা করতে করতে তাঁরা সগৌরবে, সভয়ে এবং অতিমত্ততাদ্বারা আক্রান্ত চিত্তের ভাবে প্রাণের আকূতির সহিত মৃদমধুর বাক্যে হৃদ্গত কোনও কিছু জিজ্ঞাসার ইচ্ছায় প্রথমেই প্রাসঙ্গিকতায় বিখ্যাত 'প্রশ্নোত্তরসম' প্রমুখ বচনের রচনাবিশেষ অনায়াসে নির্মাণ করতে আরম্ভ করলেন—

গোপীকৃষ্ণে পরস্পর কথার মারপেঁচ :

৯০। সেই রাসস্থলীতে 'প্রশ্নোত্তরসম' (যে বাক্যে প্রশ্ন-উত্তরের বর্ণশ্রুতির একরূপতা থাকে) যথা—সিমন্তীদের প্রশ্ন আর কৃষ্ণের উত্তর, এইটি প্রথম ক্রম।—প্র° কে অমলবুদ্ধি, উ° যে কোমলবুদ্ধি। প্র° কে মহিতা (শ্রেষ্ঠা), উ° হায় হায় যে কামহিতা (কামে শ্রেষ্ঠা)। প্র° কি অপচয়, উ° কোপচয়। প্র° মধুরা কি, উ° মধুরাকা (বাসন্তী পূর্ণিমা)।

(শ্রীকৃষ্ণ প্রশ্নানুসারে এইরূপ উত্তর করলে গোপীগণের চক্ষু কুঞ্চনে এরূপ ভাব প্রকাশ পেল, যথা—

৯২ এবং কৃষ্ণস্য প্রশ্নে উত্তরং তাসাং যথা —

ক উপাস্যো যো রসবান্, কঃ সরসো যঃ পদং প্রেম্ণঃ।
কিঃ প্রেম যদবিয়োগং, কঃ স বিয়োগো ন যেন জীবন্তি ॥

৯৩। কিং দুঃখং প্রিয়বিরহঃ কিং প্রিয়মতিদুর্লভং যদিহ।
কিং দুর্লভং প্রকারৈ-,রাখিলৈঃপি লভ্যতে নহি যৎ ॥

গোপ্য এবেত্যায়াতম্। 'সন্তঃ পণ্ডিতাঃ কে ?' ইতি প্রশ্নে 'কে সুখে সন্তঃ বর্ত্তমানাঃ কেনাপ্যুদ্বেজয়িতুমশক্যাঃ' ইত্যুত্তরে গোপ্যো বয়ং মুগ্ধাস্ত্বয়োদ্বেজিতা ভবেমৈবেত্যপণ্ডিতা ইতি স্বাভিমতম্। 'সারে রসে বিলাসো যস্যাঃ সা কা' ইতি প্রশ্নে 'কাসারস্য তড়াগস্য রসে জলে বিলাসো যস্যাঃ সা পদ্মিনী' ইত্যুত্তরে গোপ্যঃ পদ্মিনীজাতয় এবেতি স্বেষামেব পূর্ববজ্জয় ইতি ॥

৯২। পদমাশ্রয়ঃ। ন যেন জীবন্তীত্যস্মদ্‌বিয়োগেঽপি তব দুঃখলেশাভাবলিঙ্গেন প্রেমশূন্যত্বপ্রসক্ত্যা ত্বৎপ্রশ্নেনৈব তবারসবত্ত্বং স্ফুটীকৃতমিতি তাসাং তস্মিন্ পূর্ববদক্ষিনিকোচঃ ॥

৯৩। অতিদুর্লভমিতি স্পৃহণীয়মথ চাতিদুর্লভমিত্যর্থঃ। লব্ধ্‌মশক্যমিত্যুক্তৌ স্পৃহায়ামন্তর্ভাবাবগমাত্ততশ্চ দ্বীপান্ত-

---

হো হো তোমার উত্তরেই তো প্রকাশিত হয়ে পড়লো তুমিই কঠোরধী,আমরা তো কাম-মোহিতা 'কোপচয়' যে তোমারই, তা-তো তোমার ব্যবহারেই দেখা গেছে— রাধা কি-একটু বলেছিলো, আর তুমি অমনই পালিয়ে গেলে। বসন্ত পূর্ণিমা থেকে অতি মধুরা আজকের শারদী পূর্ণিমা রাত্রিকে একেবারে মাটি করে দিলে। অহো নিজের কথাতেই নিজে আটকে গেলে)।

৯১। আরও পূর্ববৎ গোপীগণের প্রশ্নে কৃষ্ণের উত্তর—

প্র০ (কে বলভাজঃ) বলবান্ কে, উ০ (কেবল-ভাজঃ) যে শুধু ভজনই করে। প্র০ (কে সন্ত এব) পণ্ডিত কে, উ০ (কে সন্তঃ) যারা সদা সুখে থাকে উদ্বেগগ্রস্ত হয় না। প্র০ (কা সাররসবিলাসা বিলসতি) সারময় রসে যাঁর বিলাস সে কে, উ০ সে হল পদ্মিনী যার বিলাস সরোবর জলে। (কৃষ্ণের প্রথম প্রশ্নের উত্তরে গোপীদেরই পাওয়া যাচ্ছে, দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে গোপীদের অভিমতই প্রকাশিত হচ্ছে, যথা মুগ্ধা আমরা তোমার দ্বারা উদ্বেগগ্রস্তা কাজেই অপণ্ডিত, তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে গোপীদেরকেই পাওয়া যাচ্ছে, তারাই তো পদ্মিনী– কাজেই পূর্ববৎ গেপীদেরই জয় হল, কৃষ্ণের উত্তরে।)

৯২। আরও, কৃষ্ণের প্রশ্নে গোপীদের উত্তর যথা—

প্র০ উপাস্য কে, উ০ যে রসস্বরূপ। প্র০ সরস কে, উ০ যে প্রেমের আশ্রয়। প্র০ প্রেম কি, উ০ যা বিয়োগ রহিত। প্র০ সেই বিয়োগ কি, উ০ যাতে জীবন থাকে না। (আমাদের বিয়োগে তোমার দুঃখাভাব চিহ্নের দ্বারা তোমার প্রেমশূন্যতা বোঝা যাচ্ছে তাই প্রেমশূন্যতা আবরণ হেতু তোমার প্রশ্নেই তুমি যে অরসিক, তা প্রকাশিত হচ্ছে। এই ভাবে পূর্ববৎ গোপীদের অক্ষিকুঞ্চন প্রকাশিত হল।)

৯৩। আরও প্র০ প্রিয়বস্তু কি, উ০ এই সংসারে যা স্পৃহণীয়, অথচ অতি দুর্লভ তাই প্রিয়। প্র০ দুর্লভবস্তু কি, উ০ অখিল প্রকার সাধনেও যা লভ্য নয়, তাই দুর্লভ। (সর্বপ্রকারে দুর্লভবস্তু কৃষ্ণের বিরহেই

৯৪। এবমিতরেতরতরতমভাবেন শব্দার্থবৈচিত্র্যেণ প্রশ্নোত্তরচাতুরীতুরীনিঃক্ষেপেণ বিলসৎকপটং পটং বর্ণময়মিব রচয়িত্বা পুনঃ প্রকৃতমেব মনোগতমগতমদা মনসীষৎকুপিতা অপি তা অতিসরসতরং বহিরবহিতমনসো হি তমনসো ভঞ্জকমূচুঃ॥

৯৫। 'আকর্ণয় নো নয়নোৎসব সবহুবিতর্কং কিমপি—

কেচিদ্ভজন্তি ভজতোঽভজতোঽপি হন্ত, কেচিদ্ভজন্তি ভজতোঽভজতোঽপি নৈব।

কেচিদ্ভজন্তি তদিদং বদ নো বিবিচ্য, পীতাম্বর ত্বমখিলস্য বিদাং বরোঽসি॥'

৯৬। অথ রমণী-মণী-সভা-সভাজন-ভাজনন-চমৎকারকার এষ ব্রজপুরপুরন্দরনন্দনস্তমিমং প্রিয়তমায়ত্তমানপিশুনং প্রশ্নমাত্মনিষ্ঠপ্রণয়াসূয়াসূযাতযামং বিদিত্বা মধুমধুরতরং তরঙ্গিণা নয়নকমলাঞ্চলেন নিরীক্ষমাণো

রস্তৃণশর্করাদিবস্তুনি নাতিব্যাপ্তিঃ। ততশ্চ সর্বপ্রকারৈর্দুর্লভস্য কৃষ্ণস্য বিয়োগেনৈব তা দুঃখিন্য এব গোপ্য ইতি ভাবঃ॥

৯৪। ইতরেতরং পরস্পরং তারতম্যেন যা প্রশ্নোত্তরচাতুরী সৈব তুরী 'মাকু' ইতি খ্যাতা। প্রথমে শ্লোকে কৃষ্ণস্য দোষাঃ স্বেষাং গুণাঃ, দ্বিতীয়ে স্বেষাং গুণা এব, তৃতীয়ে কৃষ্ণস্যানুপাস্যত্বপ্রকত্যা দোষাধিক্যমেব, চতুর্থে তু তস্য দুঃখদত্বেন তদতীব ব্যঞ্জিতমিতি তারতম্যং তেন তত্র প্রথময়োঃ শব্দবৈচিত্র্যং চরময়োরর্থবৈচিত্র্যম্, তেন বিলসৎ প্রকাশমানমেব যৎ কপটং তদেব বর্ণময়ং পটং বস্ত্রং রচয়িত্বা। অবহিতমনসঃ সাবধানাঃ, হি এবার্থে; তং শ্রীকৃষ্ণম্, অনসঃ শকটস্য ভঞ্জকম্॥

৯৫। কেচিদ্ভজতো ভজন্তি, ন ত্বভজত ইত্যর্থঃ। তদন্যে কেচিদভজতোঽপি ভজন্তি, কিং পুনর্ভজত ইত্যর্থঃ। তদন্যে কেচিদ্ভজতোঽপি নৈব ভজন্তি, অভজতোঽপি নৈব—ইতি ত্রিবিধা জনাস্তে কে ইতি প্রশ্নঃ॥

৯৬। ভা কান্তিস্তস্যা জননেন চমৎকারকারঃ। প্রিয়তমানামায়ত্তস্য মানস্য পিশুনং সূচকম্। আত্মনিষ্ঠেন

এই গোপীগণ দুঃখি - শ্লোকে এই ভাব।।

৯৪। এইরূপে পরস্পর তারতম্যভাবে শব্দার্থ-বৈচিত্রের দ্বারা প্রশ্নোত্তর-চাতুরীরূপ মাকু চালিয়ে যেন উজ্জ্বল বর্ণবৈচিত্রময় মায়া-বস্ত্র রচনা করলেন গোপীগণ। অতঃপর তাঁরা মনে মনে মদরহিতা না হলেও, ঈষৎ কুপিতা থাকলেও পুনরায় মনোগত প্রস্তুত বিষয়ে অতি সরস ভাবে সাবধানতা পূর্বক সেই শকটভঞ্জককে বললেন -

৯৫। 'হে আমাদের নয়নোৎসব! বহু বিতর্কযুক্ত কোনও একটি বিষয় বর্ণপাত কর—

(১) কেউ ভজনকারীকে ভজনা করে, ভজন না-করা জনকে করে না। (২) কেউ হায় হায় ভজন না-করা জনকেও ভজনা করে, ভজনকারীজনের কথা আর বলবার কি আছে। (৩) কেউ আবার ভজনকারী এবং ভজন না-করা জন কাকেও ভজন করে না। এই ত্রিবিধ জনের মধ্যে কে কান্টি? হে পীতাম্বর, তুমি অখিল চরাচরের জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ, অতএব বিচার করে আমাদিকে এর উত্তর দেও।

৯৬। অতঃপর রমণীমনীসভার সম্মানের দ্বারা এবং শোভার ঔজ্জ্বল্য চমৎকারকারী ব্রজপুরপুরন্দরনন্দন বুঝলেন প্রিয়াদের এই প্রশ্ন তাঁদের লম্ব-চওড়া মানেরই সূচক ও আত্মনিষ্ঠপ্রণয়োত্থ অসূয়া থেকে উদ্ভুত, তাই কঠোর। এরূপ জ্ঞানে তিনি তরঙ্গময় নয়নকোণে অতি মধুর মধুর ভাবে তাঁদের দেখতে দেখতে

মৃদুহসিতামৃতমৃতসঞ্জীবনরসবিশেষেণ সরসয়ন্নুবাচ ॥

৯৭। প্রিয়াঃ প্রতিভজন্তি যে ভজত এব তেষামহো
ঋণস্য পরিশোধনপ্রতিমমেব তৎ কেবলম্।
ভজন্ত্যভজতোঽপি যে সহজজন্তুমাত্রস্নিহো
ভবন্তি পিতরাবিব স্বতনয়েষু তে বৎসলাঃ ॥

৯৮। এবং প্রশ্নদ্বয়স্যোত্তরং দত্ত্বা তৃতীয়প্রশ্নস্য সমুচিতমুত্তরং মৃত্তরঙ্গভঙ্গ্যাহ,—
'ভজন্তি ভজতে ন যে ত্বভজতঃ কথং তে ভজ-
ন্ত্বহো বত ভবন্তি তে ভুবি চতুর্বিধাঃ সুভ্রুবঃ।
পরাত্মনি সমন্বিয়ো নিজসুখেন পূর্ণান্তরাঃ
কৃতোপকৃতিবিদ্রুহঃ সুকঠিনাঃ কৃতঘ্না অপি ॥'

৯৯। এবমুত্তমত্বেন দ্বৌ অধমত্বেন দ্বাবিত্যুক্তে সস্মিতকুণিতাপাঙ্গ পাঙ্গবা-চটুলমিতরেতরমালোকয়ন্তী-রালোক্য দয়িতা দয়িতাক্ষরং পুনরুবাচ ॥

প্রণয়েন অসূয়ায়াঃ স্ফুরদ্বক্ত্রয়া কান্তস্বামং বিরসং কঠোরমিত্যর্থঃ।

৯৭। ভজতো জনান্। তৎ প্রতিভজনম্।

৯৮। পর আত্মনীত্যাত্মারামাঃ। নিজসুখেনেত্যাপ্তকামাঃ। কৃতা উপকৃতির্যেন তস্মৈ দ্রুহ্যন্তি, ন ভজন্তি, প্রত্যুত পীড়য়ন্তীত্যর্থঃ। অতএব সুকঠিনা ইত্যাস্যৈব বিশেষণং কৃতঘ্নাঃ কৃতমুপকারং ঘ্নন্তি, ন মন্যন্ত ইত্যর্থঃ ॥

৯৯। এবমুত্তমত্বেনেতি। চতুর্দ্ধমীষু দ্বিশ এবোত্তমত্বাধমত্বাভ্যাং যথাপূর্বমাধিক্যং বোধ্যম্। সস্মিতং কুণিতো

এবং মৃদু হাস্যামৃতরূপ মৃতসঞ্জিবনী রসবিশেষের দ্বারা তাঁদের সরস করে তুলতে তুলতে বললেন—

৯৭। হে প্রিয়াগণ! (১) ভজনকারী জনকে যে প্রতিভজন করে তাদের তো অহো, কেবল ঋণ প্রতিশোধ সদৃশ ব্যাপার (এঁরা স্বার্থপর)।

(২) জীব মাত্রেই স্বাভাবিক স্নেহপ্রবণ যে ব্যক্তি ভজন না-করা জনকেও ভজন করে, সে তো স্বতনয়-বৎসল পিতামাতা সদৃশ (এঁরা লৌকিক কৃপালু)।

৯৮। এইরূপে প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর দিয়ে তৃতীয় প্রশ্নের সমুচিত উত্তর হর্ষতরঙ্গ ভঙ্গীতে দিচ্ছেন—

হে সুভ্রূগণ! যে ব্যক্তি ভজনকারী জনকেই ভজন করে না, সে আর অহো কি করে ভজন না-করা জনকে ভজন করবে! সংসারে এরূপ ব্যক্তি চতুর্বিধ যথা—

(১)। আত্মারাম—পরমাত্মাতে রমণকারীজন,(২)আপ্তকাম নিজসুখে পূর্ণাত্মা জন,(৩)গুরুদ্রোহী—উপকারীর প্রতি বিদ্বেষী, অতএব সুকঠিন, (৪) কৃতঘ্ন—পরকৃত উপকার অস্বীকারকারী।

৯৯। এইরূপে উত্তমকক্ষায় অবস্থিত(১,২)এই দু প্রকারের এবং অধম কক্ষায় অবস্থিত (৩,৪) এই দু প্রকারের কথা বলে হাসি হাসি কুঞ্চিত নয়নকোণের পঙ্গুতা হেতু শ্রীকৃষ্ণমুখাভিমুখে গমনে অসমর্থ্যতা বশতঃ চঞ্চল ভাবে পরস্পর চাওয়া-চাওই কারিণী প্রেয়সীগণকে দেখে প্রিয়বাক্যে পুনরায় বললেন—

১০০। 'কিমহো মহোন্নতধিয়ঃ সুহৃদা হৃদা পরস্পরং পরং তর্কমীহধ্বে; প্রশ্নত্রয়েণাপি বো নাহমপরাধ্যামি। তথা হি—

ভবতীর্ন ভজামি যদ্ভজন্তী-,রভজন্তীর্ভবতীশ্চ নো ভজামি।

অতএব গতং ভবদ্বিধানা-,মহহ প্রশ্নযুগং চমূরুনেত্রাঃ॥

১০১। তৃতীয়প্রশ্নেঽপি যচ্চ তুর্বিধ্যং তত্রাপ্যহমতিচত্ব এব, যতোঽহং নাত্মারামো যদ্ভবতীনাং করুণালাপেনাকৃষ্টোঽস্মি, নাপি নিজসুখেনৈব, পূর্ণঃ পূর্বোক্তযুক্তেরেব নাপি কৃতোপকারধ্রুক্ কঠিনস্তেনৈব হেতুনা, নাপি কৃতঘ্নস্তস্মৈব হেতোঃ, তর্হি কথমেবং ভজন্তীরস্মান্ন ভজসীতি চেদুচ্যতে তদাকর্ণয়ন্ত নির্ণয়ন্ত নির্ভরমস্মদুদিতম্॥

১০২। অহমনুভজতো ভজামি নো যৎ, তদিহ তদুৎকলিকাবিবৃদ্ধিহেতোঃ।

উপনতধনগা নতো যথায়ং, ভবতি জনস্তদনুস্মৃতৌ নিমগ্নঃ॥'

যোঽপাঙ্গস্তস্য পাঙ্গব্যেন পঙ্গুতয়া শ্রীকৃষ্ণমুখাভিমুখগমনাশক্তিমত্যা চটুলং চঞ্চলং যথা স্যাদেবং পরস্পরমেবালোকয়ন্তীর্দয়িতাঃ প্রেয়সীরালোক্য। অয়ং ভাবঃ—অস্য কৃতঘ্নত্বাপাদনার্থমস্মাভির্গূঢমন্যুতয়া পৃষ্টোঽয়ং ততোঽপ্যধিকং স্বান্তর্ধানেনাস্মদ্দ্রোহাচরণাদ্ভজজ্জনবিদ্রোহিত্বং স্বমুখেনৈবাঙ্গীকুরুতে স্ম, অতঃ স্বজয়েন হর্ষবোধকং স্মিতম্, হন্ত স্বীকৃতনিজাগসি প্রেষ্ঠে কিমিতি মন্যুঃ কৃত ইতি লজ্জয়া অপাঙ্গস্য কূননম্, অতোঽস্মিন্ সম্প্রতি প্রসাদ এবোচিতঃ, তমকৃতবতীনাং লজ্জয়ৈবাপাঙ্গস্য তস্মিন্ পঙ্গুতা॥

১০০। প্রশ্নযুগং গতম্, ময়ি ন কলিতমিত্যর্থঃ। তেন নাহং স্বার্থপরঃ, নাপি লৌকিককৃপালুরিতি ব্যঞ্জিতম্॥

১০১। অতিচত্বাঃ—চতুষ্ক এবৈতানতিক্রম্য বর্ত্তমান ইত্যর্থঃ। পূর্বোক্তযুক্তেরিতি করুণালাপেনাকৃষ্টোঽস্মীত্যতঃ। এবং সর্বত্র। অস্মদুদিতং মদ্বাক্যম্। নির্ণয়ন্ত নিঃশেষেণ নয়ন্ত ভবত্যঃ॥

১০২। অনুভজতোঽনুবৃত্ত্যা ভজতো জনান্॥

১০০। অহো মহোন্নতধী! সখীভাবে পূর্ণহৃদয়া তোমরা পরস্পর কি উল্টা তর্ক করছো। প্রশ্নত্রয়ের দ্বারাও অহো আমি অপরাধী গণ্য হই না। তথ হি —

'হে মৃগনয়না গোপীগণ! যেহেতু আমি ভজনকারী জনদেরও ভজন করি না এবং ভজন না করা জনদেরও ভজন করি না, কাজেই তোমাদের মতো চতুর সুন্দরীদের প্রশ্নযুগল (৯৫।১২) অহো আমাতে টিকলো না। (এতে বাঞ্জিত হল - আমি না-স্বার্থপর, না-লৌকিক কৃপালু)।

১০১। তৃতীয় প্রশ্নও (১৫।৩) যা চতুর্বিধ, তাও অতিক্রম করে আমি অবস্থিত। কারণ আমি তো আত্মারাম নই—তোমাদের করুণালাপে আকৃষ্ট হয়ে পড়ি যে। পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসারেই আমি নিজসুখে পূর্ণ আপ্তকামও নই। ঐ পূর্বোক্ত করণেই আমি (গুরুদ্রোহী) উপকারীর শত্রু হেতু কঠোরও নই ঐ একই কারণে আমি কৃতঘ্নও নই। তা হলে কেন ভজনকারী আমাদের ভজনা করছো না, এরূপ যদি বল তার উত্তর দেওয়া হচ্ছে। আমার বাক্য মন দিয়ে শোন ও নিঃশেষে হৃদয়ে গেঁথে নেও।

১০২। আমি নিরন্তর ভজনকারী জনকেও যে ভজন করি না —দর্শন দেই না এ সংসারে, তা তাঁদের

১০৩ ইত্যুক্তেঽপি বিম্লানকমলা কমলাকরলক্ষ্মীপরিষদিব দিবসনাথসমক্ষং বিপ্রসন্নবদনা বদনালক্ষিত-হৃদয়মালিন্যা বনমালিন্যা বদ্ধ নয়ন-নলিনদামা যদি সমজনি বধূরাজী, রাজীবনয়নোঽপি স তদা পুনরূচে ॥

১০৪। 'ইদং যত্তুদিতং তৎ সামান্যাশ্রয়ম্, মান্যাশ্রয়ং তু নৈতৎ; যতঃ,—

ন পরমমহতঃ পরাস্তি বৃদ্ধি- র্ন ভগবতঃ পরতঃ পরাৎ পরোঽস্তি।
নহি ভবতি রতেরিতোঽতিভূমি-,শ্চরমদশা ন দশান্তরং প্রযাতি ॥

১০৫। কিঞ্চ, অয়মবধিমিয়ায় বোঽনুরাগঃ, কমপরমেতু মৃগেক্ষণাঃ প্রকর্ষম্।
উপরি পরিচিতঃ সিতোপলায়া, ভবতি ন হীক্ষুরসস্য কোঽপি পাকঃ ॥

১০৬। কিঞ্চ, স্থিতমনুভজতৈব বঃ সমীপে, নয়নপথান্তরিতেন মাদৃশেন।
অথ কিমপরথা যিযাসবো বঃ, পরমসবো ন নিবারিতা বভূবুঃ ॥

১০৩। দিবসনাথসমক্ষমিতি ন হি দিবসনাথঃ কমলানি ম্লাপয়িতুমর্হতীতি ভাবঃ।

১০৪। মান্যা আদরণীয়াঃ শ্রেষ্ঠা ভবদ্‌বিধা ইত্যর্থঃ। তদাশ্রয়ং তু ন। অতিভূমিরুৎকর্ষঃ ॥

১০৫। অবধিং মহাভাবপর্যন্তম্ ॥

১০৬। নয়নপথান্তরিতেন যুষ্মন্নেত্রপথমাত্রব্যবহিতেন; যুষ্মাংস্তু স্পষ্টমবলোকয়তৈব সতেত্যর্থঃ। এতৎ মদ্বাক্যং স্বানুভবেনাপি প্রমাণীকর্তুমর্হথেত্যাহ—অথ কিমিতি ॥

উৎকণ্ঠা বাড়িয়ে তুলবার জন্যই। এই সব জন আমার স্মৃতিতে নিমগ্ন হয়ে যায়, প্রাপ্তধন হারা ব্যক্তির মতো।

১০৩। এরূপ বলবার পরও, সরোবর লক্ষ্মীর সভাসদ কমল যেমন সূর্যের সম্মুখে মলিন হতে জানে না, তেমনই কৃষ্ণের সম্মুখে যাঁরা মলিন হতে জানে না সেই অমলিন বদনা বধূরাজী হৃদয় বেদনার লেশমাত্রও মুখে ফুটে না-বেরোনো অবস্থায় প্রসন্ন মুখে বনমালীর দিকে নয়নকমলশ্রেণী নিবদ্ধ করে যদি দাঁড়িয়ে রইলেন, তখন সেই কমলনয়ন কৃষ্ণ পুনরায় বললেন –

১০৪। 'এই যা বলা হল, তা সাধারণ পাত্রকে লক্ষ্য করে, তোমাদের মতো আদরনীয় শ্রেষ্ঠ পাত্রকে লক্ষ্য করে নয়। কারণ—

চরম বড় যে, তার আর বৃদ্ধি নেই। ভগবান্ থেকে পরাৎপর বস্তু কিছু নেই, আর তোমাদের প্রেম থেকেও উন্নত কক্ষার প্রেম কিছু নেই। চরমদশা দশান্তর প্রাপ্ত হয় না।

১০৫। আরও, হে মৃগনয়না গোপীগণ ! তোমাদের এ-অনুরাগ চরম দশা প্রাপ্ত হয়েছে উৎকর্ষতা এর বেশী আর কি হতে পারে ? মিছরির উপর ইক্ষুরসের আর কোনও জানিত পাক নেই।

১০৬। আরও, তোমাদের থেকে নেত্রপথমাত্র ব্যবহিত হয়ে নিরন্তর তোমাদিকে ভজনা করতে করতে নিকটেই এতক্ষণ অবস্থিত ছিলাম আমি। হাঁ হাঁ তাই বটে, এ যদি না হতো তবে দেহ ছেড়ে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছুক তোমাদের প্রাণ নিরস্ত হতো না।

১০৭। তদপি যদতিসাহসং ময়ৈতৎ. কৃতমিহ তৎ সুদৃশো মম ক্ষমধ্বম্।
ক্বচন চ সময়ে হ্যসেবমানং, ন ঘনমসূয়তি বিদ্যুতাং সমাজঃ ॥

১০৮। কিঞ্চ, দয়িতরচিতমুচ্চৈঃ প্রাতিকূল্যং চ কালে, জনয়তি দয়িতানামানুকূল্যপ্রকারম্।
অতিমুদমভিতাপো মর্মমর্মপ্রসক্তাং, রচয়তি নলিনীনাং ঘর্মজো ঘর্মভাসঃ ॥

১০৯। কিন্তু, অয়ি ময়ি ভবতীভির্যঃ ক্ষণেনানুরাগঃ, সমতনি ন ময়াসৌ হন্ত দেবায়ুষাপি।
প্রতিবিধিমুপনেতুং শক্যতে তেন যূয়ং, স্বয়মুপকৃতভাবং স্বৈর্গুণৈঃ সম্প্রযাত ॥'

ইত্যানন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলালতাবিস্তারে রাসলীলায়াং প্রাদুর্ভাবভাবুকো
নামোনবিংশ স্তবকঃ ॥ ১৯ ॥

॥★০★॥

১০৭। ন ঘনং ন মেঘম্; পরস্পরিতশ্লেষেণ ন নিবিড়ং নাতিশয়মিত্যর্থঃ। অতঃ সম্প্রত্যপি প্রসীদতেতি ভাবঃ॥

১০৮। ঘর্মভাসঃ সূর্যস্য ঘর্মজোঽভিতাপো মর্মণি মর্মণি প্রসক্তামতিমুদং রচয়তি॥

১০৯। উক্তলক্ষণং সর্বমিদং বাক্‌চাতুর্যমাত্রং ময়া স্বপরাজয়াপহ্নবায়ৈবোপনীতম্, পরমার্থং তু শৃণুতেতি সগদ্গদমাহ—কিং ত্বিতি। অসাবনুরাগঃ প্রতিবিধিমুপনেতুং প্রাপয়িতুং ন শক্যতে,তৎপ্রতিরূপো মম নাস্ত্যেবানুরাগ ইতি ভাবঃ। উপকৃতভাবমুপকৃতত্বমুপকারমিত্যর্থঃ। সংপ্রযাত প্রাপ্নুত। অনেনোপকৃতমিতি স্বয়মেবাঙ্গীকুরুতেত্যর্থঃ॥

ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবন-টীকায়াং শ্রীসুখবর্ত্তিন্যামেকোনবিংশস্তবকসঙ্গমনম্॥ ১৯ ॥

—＝★＝—

১০৭। সুতরাং এই যা অতি সাহস করে ফেলেছি, সেই অপরাধ আমার, হে সুলোচনাগণ! ক্ষমা করে দেও। কোনও সময়ে মেঘ যদি বিজলীকে সেবা না করে অর্থাৎ না-জড়িয়ে থাকে, তবে কি বিজলী-সমাজ মেঘকে অনাদর করে।

১০৮। আরও, কোনও কোনও সময় দয়িত-রচিত অতিশয় প্রাতিকূল্যও দয়িতাগণকে কোনও এক নূতন ধরণের আনুকূল্য এনে দেয়। সূর্যের ঘাম-ঝরানো প্রখর তাপ কমলকুলের মর্মেমর্মে সতত অতিশয় আনন্দ জন্মিয়ে থাকে।

১০৯। (উপরে যা কিছু বলা হলো. তা সব বাক্‌চাতুর্যমাত্র। নিজের পরাজয় ঢাকবার জন্যই এদের এনে উপস্থিত করা হয়েছে কিন্তু পরমার্থ তো হল এই, শোন, এই বলে সগদ্গদ বললেন—)

কিন্তু অয়ি গোপীগণ, তোমরা ক্ষণকাল সময়ে আমাতে যা অনুরাগ বিস্তার করেছ, আমি হায় হায়, দেবপরিমাণ আয়ু পেলেও তা পরিশোধ করতে পারবো না। অতএব তোমরা নিজেদের গুণেই নিজেরা উপকার-প্রাপ্তির ভাবসম্পন্ন হয়ে যাও।

ইতি আনন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলালতা বিস্তারে
রাসলীলাতে প্রাদুর্ভাবভাবুক নামক উনবিংশ স্তবক।

—০★০—

বিংশঃ স্তবকঃ

১। অথ প্রাণপ্রেয়া প্রাণপ্রিয়াননচন্দ্রগলিতেন ললিতেন লপিতসুধারসেন নির্বাপিতহৃদয়তাপানলা পানলালিত্যমন্তরেণাপি মত্তেব যদি সমুজ্জৃম্ভমাণে মধুরিমণি রমণিরত্নসভাসভাজিতা সতী বিজয়তে স্ম জয়তে স্মরকোটিলাবণ্যং দয়িতস্য তস্য নয়নোৎসবপুষে বপুষে স্পৃহাবতী চ বভূব ভূবলয়স্য সৌভাগ্যবতী ॥

২। তদনন্তরং তরঙ্গিতকৌতুকেন কেনচিদপি ক্বচন চ ন চমৎকারকারিণাপি নটেনাবিষ্কৃতং শুভরতেন ভরতেন মুনিনা নিনায়িতং হল্লীশকতয়ৈব যত্তদেব তদা তালবন্ধমণ্ডলভেদেন স্বয়মেব রাসত্বেন সৃজ্যমানমানন্দ-কন্দকমনাবিলাসলাস্যবিশেষং বিধিৎসুনাধিৎসুনা চ তাসাং মনসি চমৎকারং কমপি নিজগদে জগদেকবিস্মাপকেন তেন রমণীয়মণীযশঃ-পতাকানিকর ইব দয়িতাসমাজঃ ॥

বিংশঃ স্তবকঃ

হল্লীশকভ্রমণ-হস্তকতালরাগ-বাদ্যস্বরোদ্ঘটন-নর্তন-তদ্বিরামম্ ।

সম্ভিঃ পুনর্নটনরত্যমলাম্বুখেলা-মাধ্বীকপান-শয়নং বিবৃতানি বিংশে ॥

১। অথ যদি রমণীরত্নসভা লপিতসুধারসেন সভাজিতা সতী বিজয়তে স্ম, তদনন্তরং তস্য বপুষে স্পৃহাবতী চ বভূব, তদা তেন কান্তেন স দয়িতাসমাজঃ কিমপি নিজগদে ইত্যন্বয়ঃ। প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়স্য শ্রীকৃষ্ণস্যাননচন্দ্রগলিতেন। প্রাণপ্রিয়া কৃষ্ণপ্রাণতুল্যা। জয়তে তিরস্কুর্বতে ॥

২। কেনচিদপি নটেন যন্নাবিষ্কৃতম্, অশক্তেরিতি ভাবঃ। ন চাদ্ভুতচরত্বেন নির্মূলত্বাদপ্রামাণ্যং শঙ্কনীয়মিত্যাহ—শুভরতেনেতি। নিনায়িতং নিতরামভিনায়িতম্। হল্লীশকতয়েতি যদুক্তম্- "বহুস্ত্রীকর্তৃকং নৃত্যং হল্লীশকমিতি স্মৃতম্" ইতি। ন আবিলস্য দোষস্য আসঃ স্থিতির্যত্র স চাসৌ লাস্যবিশেষশ্চেতি তম্। রমণীয়ানাং মণীনাং মাল্যাবয়বানাং যানি যশাংসি শ্লাঘাস্তেষাং পতাকানিকর ইব কনক মণিমালা-তুল্যাকার ইত্যর্থঃ ॥

বিংশ স্তবক

রাসবিলাসঃ

১, ২। অতঃপর কৃষ্ণপ্রাণতুল্যা, নির্বাপিত-হৃদয়তাপানলা, কৃষ্ণের সুদীপ্ত মাধুর্য পানলালিত্য উন্মজ্জনে মত্তপ্রায়া এবং ভূমণ্ডলের শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্যবতী এই রমণীরত্নসভা যদি প্রাণপ্রিয় কৃষ্ণের মুখচন্দ্র বিগলিত এই ললিত বাক্যসুধারসে সম্মানিত হয়ে সর্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজমানা হয়ে গেলেন এবং তদন্তর দয়িতের কোটিকন্দর্পলাবণ্যতিরস্কারী ও নয়নোৎসবপালনকারী শ্রীঅঙ্গের প্রতি স্পৃহাবতী হলেন, তখন গোপীদের মনে অনির্বচনীয় আনন্দ জন্মাতে সম্মত জগদেক বিস্মাপক কৃষ্ণ আনন্দকন্দা ও নির্দোষ মণ্ডলাকার নৃত্যবিশেষ রচনা করতে ইচ্ছুক হলেন—যা তালবন্ধমণ্ডল-বিলক্ষণতায় নিজে নিজেই রাসের আকারে পরিণত লাভ করতে থাকে এবং যা কোনও চিত্তচমৎকারকারী নটও তরঙ্গিত কৌতুকেও আবিষ্কার করে নি। তবে হ্যাঁ, একজন করেছে। লোককল্যাণে রত ভরতমুনি হল্লীশক নৃত্য বলে বিখ্যাত এই নৃত্য অভিনয় করে দেখিয়েছেন। এই ইচ্ছা বশে

৩। 'শৃণু তাবদয়ি দয়িতামণ্ডল মণ্ডলতয়া স্বীয়তামাস্বীয়তামানন্দকারিণি মদুদিতে ইদমতিপ্রকৃষ্ট-কৃষ্টমদীকৃতঘনসারসার-কেদারসদৃশমতিবিসারিতং সারিতরংহসা রামণীয়কেন যমুনয়ানয়া নয়াদিব প্রকাশিতং নিরঙ্কুশকুশলময়ং স্বহৃদয়মিব পুলিনমবলোক্য মণ্ডলীভূয় ভূয়সীষু ভবতীষু স্থিতবতীষু স্থিতমস্য বিলোকয়িতুং যুজ্যতে ভবতীনাং পরিমণ্ডলোঽত্র মাতি ন বা' ইতি॥

৪। তত উচিরেঽচিরেণৈব তাঃ—'প্রভাপ্রভাবজিতকুবলয়! বলয়সদৃশাবস্থানেন স্থানেন ভবতি ভবদ্-দূরবর্ত্তিত্বম্, অস্মাকং স্মাকম্পতে হৃদয়ম্ নাপরং দূরীভবিতুমুৎসহামহে, সহামহে নাপরং দুঃখম্' ইতি॥

৫। স পুনরুবাচ,—'পশ্যত মে শিক্ষাকৌশলং কৌশলন্তু কে তদ্‌যদহমন্তরালবর্ত্তমানোঽপি সরস-খেলাবিভ্রমভ্রমণলাঘবেন সর্ব্বাসামেব বো জনং জনং রঞ্জয়ন্ প্রকটমেব সদা নিকটবর্ত্তী ভবামি' ইতি তথা গদিতেন দিতেন সন্দেহেন তদদ্ভুতাবলোকন-কনৎকৌতুকতয়া চ কৃষ্ণমভিতোঽভিতোষেণ পরস্পরকরকমলদলকলিতবন্ধানু-বন্ধানুক্রমেণ ক্রমেণ মণ্ডলীভাব-ভাবনয়াপসর্পন্তীনাং তন্নুভিঃ সন্তুয় ভূয়স্তয়া পুলিনমেব বিসারিতরং তরঙ্গপটলা-ভিরিব চন্দ্রিকান্তোনিধেরানশে॥

৩। আস্বীয়তাং বিশ্বস্যতাম্। অতিপ্রকৃষ্টং যথা স্যাত্তথা কৃষ্টঃ কর্ষণেন দূরীকৃতো মদঃ কাঠিন্যভাগো যস্য তথা ভূতীকৃতং ঘনসারসারং শ্রেষ্ঠকর্পূরময়ং যৎ কেদারং ক্ষেত্রং তৎসদৃশম। সারিতং বিস্তারিতং রংহো যেন তাদৃশেন রামণীয়কেন॥

৪। স্মেতি যমকার্থমনধিকার্থম্। হৃদয়মাকম্পতে॥

৫। শলন্তু প্রাপ্নুবন্তু; আনশে ব্যাপ্তম॥

কৃষ্ণ রমণীয় মণিমাল্য-সৌষ্ঠবপতাকা সম দয়িতা সমাজকে কিছু বললেন—

৩। অয়ি দয়িতাগণ! তোমরা যত আছ সকলে আনন্দকারিণী আমার কথা শ্রদ্ধা পূর্ব্বক শোন — এই যে সম্মুখে যমুনার নিজ হৃদ্‌দেশের মতো কর্পূরকান্তি, বার বার কর্ষণে দূরীকৃত-কঙ্করা কৃষিক্ষেত্র সদৃশ, উচ্ছলিত রমণীয়তায় অতি বিস্তার প্রাপ্ত, যমুনার দ্বারা স্বাভাবিক ভাবেই উজ্জ্বলীকৃত এবং নিরঙ্কুশ মঙ্গলময় পুলিন, একে দেখে নিয়ে মণ্ডলাকারে দাঁড়িয়ে যাও। দেখতে হবে, সংখ্যায় বহু তোমরা মণ্ডলী হয়ে দাঁড়ালে, এর যা জায়গা তাতে কুলায় কি, না-কুলায়।

৪। একথা শুনে গোপীগণ সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলেন—ওহে প্রভাপ্রভাবজিতপদ্ম! মণ্ডলাকারে দাঁড়ালে তোমার থেকে দূরে পড়ে যাবো যে। এ কথাটা-যে মনে হতেই আমাদের সমস্ত হৃদয় কেঁপে উঠ্‌ছে। আরবার দূরে সরে যেতে উৎসাহ বোধ করছি না। পুনরায় আর দুঃখ সইতে পারবো না।

৫। কৃষ্ণ পুনরায় বললেন—'অহো আমার শিক্ষাকৌশল দেখ-না একবার। এ-জগতে কে তা আয়ত্ত করতে পারবে। কারণ আমি কেন্দ্রস্থলে থেকেও সরস খেলাবিলাসে প্রচণ্ডবেগে ঘূরণ কৌশলে তোমাদের সকলকে রঞ্জিত করতে করতে প্রকাশ্যে সদা নিকটেই থাকবো।' এরূপ কথায় সন্দেহ-ভঞ্জন হলে সেই অদ্ভুত মজা দেখার লোভে দীপ্ত কৌতুকে দয়িতের চতুর্দিকে অতিশয় আনন্দে পরস্পর যথাক্রম-পদ্ধতিতে হাত ধরাধরি করত চক্র রচনার ইচ্ছায় পিছু হটে যেতে লাগলেন গোপীগণ। এতে তাঁদের তনু একাকার প্রাপ্ত হয়ে অতি

৬। ততশ্চ তৎকৃষ্ণমনোরথতরোর্মহামূলস্য লস্যমানপ্রণয়সুধাসেকসলিলনির্গমনিবারি কনকালবালমিব, কৃষ্ণ মহামদ-কলভ বন্দীকরণায় বিলাসরসসম্রাজ্ঞা বিতানিতং কনকবাগুরা বলয়মিব, কৃষ্ণমনোমীনগ্রহাগ্রহাকুলেন কুসুমশরজালিকেন বিস্তারিতং কুচকোরক-তুম্বীফল-ফলিতলালিত্যং বলয়াকৃতি কাঞ্চনজালমিব, কৃষ্ণদুর্গমতাকারি বদনতুহিনকিরণবিম্বনিকরকনককুম্ভবিশেষশোভমানং চপলবেণিদণ্ডতিমিরপতাকাকুলাকুলায়মানং কৌমুদী-দুর্গমিব, ভূবিলাস লক্ষ্ম্যা বিলাসকনকমহাতাটঙ্কমণ্ডলমিব, মিহিরদুহিতৃপুলিনলক্ষ্ম বক্ষসো বলয়াকারং চম্পক-মাল্যমিব কৃষ্ণরত্নসানুমভিতঃ কনকময়মানসোত্তরগিরিবরবলয়মিব, সম্পূর্ণমহসঃ কৃষ্ণকলানিধের্মহাপরিধিরিব, রতিরসকলাকলাপকুলালস্য লালস্যমানননটনঘটঘটনাচক্রমিব, যমুনাপুলিনকর্পূরকেদারতলতো নির্বীজমেব তৎ-সময়সমুদ্ভিন্নং পরস্পরশাখাগ্রসংশ্লেষবিশেষদর্শনীয়ং হিমকণগণগুণিতশোভং বলয়াকারং কনককল্পলতানিকুরম্বমিব, চিত্রকাব্যমিব, সদা সুকরসর্বতোভদ্রং প্রতিলোমানুলোমপাদক্রমং চ একাক্ষরচরণং চ সুললিতভাষাসমং চ, শব্দা-

---

৬। লসমানঃ কাম্যমানঃ প্রণয়ঃ প্রেমৈব সুধাভিষেকস্তৎসম্বন্ধি-সলিলানাং নির্গমং নিবারয়িতুং শীলমস্যেতি। অনেন তাসাং তথাভূতানাং কৃষ্ণাভিলাষ-পোষক-নিশ্চল-প্রেমবত্ত্বং ব্যঞ্জিতম্। কৃষ্ণমহামদকলভেতি তদীয়ভাব-হাব-হেলা-দীনাং চেষ্টানামপি কৃষ্ণবশীকারিত্বম্। কৃষ্ণমনোমীনেতি তদীয়াঙ্গদত্তসাম্রাজ্যস্য কন্দর্পস্যাপি কৃষ্ণমনোব্যাকুলীকারি বিক্রমত্বম্। কুচকোরকা এব তুম্বীফলানি জাতিভেদেন বর্তুলাকারাণি তানি জ্ঞেয়ানি। অতএব কোরকৈঃ প্রথমমুপমা কৃষ্ণস্য দুর্গমতা নিঃসরণাসামর্থ্যমিত্যর্থঃ। বদনান্যেব চন্দ্রবিম্বসমূহা উপরিভাগে যেষাং তথাভূতৈঃ কনককুম্ভবিশেষৈঃ শোভমানম্, কৌমুদী-দুর্গমিবেতি—পূর্বোক্তয়োর্বশীকরণোপমানয়োর্বাগুরাজালয়োর্বশীকার্যকষ্টদায়িত্বরূপো দোষঃ প্রসক্ত আসীদিতি তদ্বারণার্থমুৎপ্রেক্ষেয়ম্। ভূবলয়েত্যূর্ধ্বাধোবর্তিসমস্তলোকেভ্যোঽপি ভূর্লোকস্য তদানীং সৌভাগ্যং সূচি-তম্। মিহিরেতি, তত্রাপি যমুনাপুলিনপ্রদেশস্য নিতরাম্। তাদৃশাকারকান্তাগণবেষ্টিতং নৃত্যোচিতস্থানবিমর্শার্থং ক্ষণং স্থিরতয়া তিষ্ঠন্তমুৎপ্রেক্ষতে—কৃষ্ণরত্নসানুমিতি। রত্নসানুঃ সুমেরুঃ; ততশ্চ বিচারিতস্থানং প্রতি তথাভূততয়ৈব মন্দং মন্দং গচ্ছন্তমুৎপ্রেক্ষতে—সম্পূর্ণমহস ইতি। গত্বা চ তত্র প্রথমং চক্রভ্রমিনাট্যমারভমাণমুৎপ্রেক্ষতে—রতিরসেতি। ততশ্চ নাট্যমানসমাপ্তৌ বিশ্রামার্থং ক্ষণং তথাভূততয়া তিষ্ঠন্তমুৎপ্রেক্ষতে—যমুনাপুলিনেতি। হিমকণগণেতি শ্রমবিন্দুনামুপমা।

বিশাল পুলিন ছেয়ে ফেললো, জ্যোৎস্নাসমুদ্রের তরঙ্গমালায় ছেয়ে যাওয়ার মতো।

৬। তখন ঐ রমণীমণ্ডল দীপ্তি পেতে লাগলেন—কৃষ্ণমনমীন ধরার জন্য আগ্রহাকুল মদনজেলের দ্বারা বিস্তারিত সোনার জালের মতো, যা কুচকোরকরূপ তুম্বীফলের ফলন-লালিত্যে মনোহরা। উপরে বদন-চন্দ্রবিম্বসমূহের দ্বারা উজ্জ্বলীকৃত, কনককুম্ভ বিশেষে শোভমান ও চঞ্চল বেণিদণ্ডরূপ কালো পতাকাচয়ে উথলিত জ্যোৎস্না-দুর্গের মতো। ভূবিলাসলক্ষ্মীর কর্ণে লীলায় পরিহিত বিশাল কানবালার মতো। কৃষ্ণরূপ সুমেরু পর্বতের চতুর্দিকে কনকময় মানসোত্তর গিরিরাজবলয়ের মতো। পূর্ণজ্যোতিরূপ কৃষ্ণচন্দ্রের মহাবলয়ের মতো। রতিরসকলাপ্রবাহরূপ কুম্ভকারের দেদীপ্যমান নটন ঘট-ঘটনাচক্রের মতো। যমুনা পুলিনের কর্পূরধবল ভূমিতল থেকে বিনা বীজে তৎকালে উৎপন্ন, পরস্পর জড়াজড়ি করে থাকায বিশেষ দর্শনীয়, বিন্দু বিন্দু ঘর্মরূপ ওসে গুণিত শোভনা এবং বলয়াকারা কনককল্পলতাচয়ের মতো। (আরও উৎপ্রেক্ষা হচ্ছে—) চিত্রকাব্য যেমন সদা অনায়াস-সাধ্য 'সর্বতোভদ্র' নামক সন্দর্ভবিশেষযুক্ত তেমনই সর্বতোভাবে সুখ-আকর, চিত্রকাব্য যেমন অক্ষরের

লঙ্করণমিব সদাশ্লেষং ছেকবৃত্ত্যনুপ্রাসং পুনরুক্তবদাভাসভাস্বরম্, নয়নমিব মধ্যকৃষ্ণম্, ছন্দ ইব সদা বিষমসমভাব-রমণীয়ভাবং রমণীমণ্ডলমাভাতি স্ম ॥

৭। তস্মিন্নেব সময়ে দেব্যা যোগমায়য়া তৎসময়োচিতবেষভূষাভির্যদলঙ্কৃতং তন্ন তাসাং গোচর আসীদপি তু কৃষ্ণস্যাতিমনোহরমভূদহো তস্যাঃ কৃষ্ণহৃদয়ানুরঞ্জকত্বম্,তত্র প্রথমমেব রমণীমণীভাবেনাসামান্যতয়া মান্যতয়া চ সর্বানুমত্যা কৃষ্ণেন সহৈব মধ্যমধ্যবস্থিতা বৃষভানুপুত্রী চিত্রীভূতা সতীব পরিতোষবতীং রমণীমণ্ডলীমালোকয়াঞ্চকার ॥

সর্বতোভদ্রং তন্নামা সন্দর্ভবিশেষঃ; পক্ষে সুকরং সর্বত এব ভদ্রং সুখং যত্র তৎ। প্রতিলোমানুলোমাভ্যাং পাদক্রমো যত্র তৎ। যত্র শ্লোকে তেষামেবাক্ষরাণাং প্রতিলোমপাঠেনৈকশ্চরণস্তেষামেবানুলোমপাঠেনান্যশ্চরণ ইত্যর্থঃ। পক্ষে, কদাচিৎ প্রতিলোমেন কদাচিদনুলোমেন চ নৃত্যবশাৎ পাদক্রমো যত্র তৎ। একৈরেবাক্ষরৈশ্চরণঃ পাদো যত্র তৎ; পক্ষে, একং তুল্যমেবাক্ষরং স্খলনহীনং চলনং গতির্যত্র তৎ। সুললিতাভ্যাং ভাষাভ্যাং প্রাকৃতসংস্কৃতময়ীভ্যাং সমং তুল্যম্; পক্ষে, ভাষা উক্তিপ্রত্যুক্তিময়ী বাণী তয়া সমং শোভনম্; "সর্বসাধুসমানেষু সমং স্যাদভিধেয়বৎ" ইতি মেদিনী। সদৈব শ্লেষঃ; পক্ষে, সন্ আশ্লেষ আলিঙ্গনং যত্র তৎ। ছেক ইতি বৃত্তিরিতি অনুপ্রাসো যত্র তৎ; যদুক্তম্—"বর্ণসাম্যমনুপ্রাসশ্ছেকবৃত্তিগতো দ্বিধা" ইতি; পক্ষে, ছেকো বিদগ্ধো বৃত্তেঃ করচরণাদিচালন ব্যাপারস্য অনু অনুকূলঃ প্রাসঃ প্রকৃষ্টবিন্যাসো যত্র তৎ। পুনরুক্তবদাভাসনাম্না অলঙ্কারেণ ভাস্বরং দীপ্তম্; পক্ষে, পুনরুক্তবদাভাসতে তথা তচ্চ ভাস্বরঞ্চ তৎ; একস্যাপি তন্মণ্ডলস্য গতিলাঘবেন দ্বিত্বত্রিত্বয়বত্তদা ভানমভূদিত্যর্থঃ। বিষমভাবেন ভিন্নচিহ্নচতুষ্পাদত্বেন সমভাবেন তুল্যমাত্রাকচতুষ্পাদত্বেন চ রমণীয়ো ভাবঃ সত্তা যস্য তৎ; পক্ষে, গতিভেদেন মণ্ডলস্য কদাচিদ্বৈষম্যং কদাচিৎ সাম্যঞ্চেতি।।

উল্টাপাঠে প্রথমচরণ ও সোজা পাঠে দ্বিতীয় চরণ পাওয়া যায় তেমনই নৃত্যবশে কখনও উল্টা কখনও সোজা চরণ-সঞ্চালনযুক্ত, চিত্রকাব্যে যেমন সমান (এক) অক্ষরেই চরণের রচনা তেমনই সমান স্খলনহীন গতিযুক্ত, চিত্রকাব্য যেমন সুললিত প্রাকৃত ও সংস্কৃতময়ী ভাষায় সমান ভাবে বিরচিত তেমনই সুললিত উক্তি-প্রত্যুক্তিতে ঝঙ্কৃত এবং শব্দালঙ্কার যেমন সদা শ্লেষ নামক অলঙ্কারযুক্ত তেমনই দৃঢ় আলিঙ্গনবদ্ধ, শব্দালঙ্কার যেমন 'ছেক' নামক অনুপ্রাস ও 'বৃত্ত' নামক অনুপ্রাসযুক্ত তেমনই বিদগ্ধ করচরণ-সঞ্চালনাদি ব্যাপারের অনুকূল প্রকৃষ্ট বেশবিন্যাসে সজ্জিত, শব্দালঙ্কার যেমন 'পুনরুক্তবদাভাস' নামক অলঙ্কারে সমৃদ্ধ তেমনই পুনরুক্তির মতো একই বহু বলে প্রতীতি প্রাপ্ত ও দীপ্ত এবং নেত্র যেমন মধ্যস্থলে কৃষ্ণতারাযুক্ত তেমনই মধ্যস্থলে দয়িত কৃষ্ণযুক্ত তথা 'ছন্দ' যেমন সদা ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন চতুষ্পাদের দ্বারা ও তুল্যমাত্রাক চতুষ্পাদের দ্বারা রমণীয়ভাবে অবস্থিত তেমনই গতিভেদে কদাচিৎ বৈষম্য-কদাচিৎ সাম্য প্রাপ্ত রমণীমণ্ডল দীপ্তি পেতে লাগলেন।

৭। সেই সময়ে দেবীযোগমায়া তৎসময়োচিত বেশভূষায় রমণীদের সাজিয়ে দিলেন। এ তাঁদের লক্ষ্যের মধ্যে না এলেও কৃষ্ণের অতি চিত্তাকর্ষক হল। অহো যোগমায়ার কি অদ্ভুত কৃষ্ণহৃদয় অনুরঞ্জন করবার কৌশল! এই খেলা বিলাসের আরম্ভে রমণীকুলে উৎকর্ষতায় অসামান্যতার ও মান্যতার আসনে প্রতিষ্ঠিতা বৃষভানুপুত্রী সর্বানুমতি ক্রমে কৃষ্ণের সঙ্গে কেন্দ্রস্থলে পটে আঁকা ছবির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আহ্লাদে ডগমগ ঐ রমণীকুলকে দেখতে লাগলেন।

৮। তদনু সা মণ্ডলী বহুবিস্তারভিয়াঽভিযাতশঙ্কা পরস্পরসংসক্ততয়া কবিতাগতশিথিলবন্ধদোষমিব দূরীচিকীর্ষুর্গাঢ়বন্ধমঙ্গীকর্তুমিতরেতরেষামংসবিন্যস্তবাহুমূলং স্থিতবতী রাজতি স্ম ॥

৯। তত্র মধ্যমধ্যবস্থিতস্য তস্য রসিকশেখরস্য সারস্যদেন স্যদেন প্রবেশসমকালমেব মুক্তপরস্পরাংশ-তটয়োর্দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে পুরঃপশ্চাদ্ভাবেন প্রবিশ্য কণ্ঠতটং ভুজবলয়াভ্যামবগৃহ্য বিভ্রমতো ভ্রমতোঽলাতচক্রমিব তদ্ভ্রমণং চিত্রকাব্যমিব গোমূত্রিকাবন্ধপ্রায়ং প্রতিলোমানুলোমক্রমেণ ভবদত্যদ্ভুতং তদাসীৎ; যেন তং সকলাঃ সকলা এব স্বস্বনিকটস্থমেব মন্যন্তে স্ম, এবমেব তস্য ভ্রমণলাঘবম্ ॥

১০। তেন চ,— একস্যা দক্ষিণাংসে বরভুজবলয়ং বামমন্যং পরস্যা
বামাংসে ন্যস্য গাঢ়ং যুগপদভিমুখে দ্বে সমাশ্লিষ্য কান্তে।

৭। রমণীষু মণীভাবেন শ্রেষ্ঠত্বেনেত্যর্থঃ ॥

৮। অংসে স্কন্ধে বিন্যস্তং বাহুমূলং যত্র তদ্যথা স্যাত্তথা ॥

৯। পুরঃপশ্চাদ্ভাবেন প্রবিশ্যেতি মণ্ডলমধ্যস্থাং রাধিকাং পরিত্যজ্যৈবাতিলাঘবেন মণ্ডলস্থয়োর্দ্বয়োর্দ্বয়োরেকং মধ্যং তয়োঃ পুরোভাবেন প্রবিশ্য তৎপৃষ্ঠতঃ পরাবৃত্যান্যং মধ্যং পশ্চাদ্ভাবেন তয়োঃ প্রবিশ্য তদনন্তরঞ্চ তদগ্রতঃ পরাবৃত্য অপরং মধ্যং পুনঃ পুরোভাবেন প্রবিশ্য পুনরপি তৎপৃষ্ঠতঃ পরাবৃত্যাপরঞ্চ মধ্যং পশ্চাদ্ভাবেনেত্যেবং সম্পূর্ণমণ্ডলভ্রমণা-নন্তরং মণ্ডলমধ্যস্থ-রাধিকাংসং বাম ভুজেনাশ্লিষ্য পুনর্মণ্ডলস্থানামুক্তন্যায়েন মধ্যমধ্যপ্রবেশ ইত্যেবমগ্রিমশ্লোকে স্পষ্টং ভাবি। বিভ্রমতো বিলাসেনেত্যর্থঃ। গোমূত্রিকাবন্ধ ইতি স যথা অক্ষরপংক্তেঃ প্রত্যক্ষরং প্রতিমধ্যমেব পুরঃ পশ্চাৎ পরি-বর্তনবেষ্টনরেখাবিন্যাসেন ভবতি, তথৈবেত্যর্থঃ। সকলা এব কলাবত্য এব স্বনিকটস্থমেবেতি পূর্বমণ্ডলমধ্যে তস্য রাধা-সাহিত্যাদর্শনাৎ, কথঞ্চিৎ প্রসক্তায়া ঈর্ষ্যায়া অপাপগমঃ সূচিতঃ ॥

৮। অতঃপর সেই মণ্ডলী বহুবিস্তার ভয়ে শঙ্কাকুল হয়ে পরস্পর সেটে দাঁড়িয়ে কবিতাগত 'শিথিল বন্ধ' দোষের মতো তাঁদের শিথিল বন্ধনদোষ দূর করবার ইচ্ছায় একে অন্যের কাঁধে বাহুমূল বিন্যস্ত করে দাঁড়িয়ে দীপ্তি পেতে লাগলেন।

৯। এই খেলাবিলাসে কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত সেই রসিকশেখর অতি দ্রুত বেগে প্রতি রমণীযুগলের মধ্যে প্রবেশ করতে গেলেই অমনি তাঁদের স্কন্ধদেশ ধরা বাহুবন্ধন খুলে খুলে যেতে লাগল আর সেই প্রতি রমণীযুগলের মধ্যে প্রথমে বলয়ের সম্মুখ দিয়ে পরে পৃষ্ঠদেশ দিয়ে ঢুকে গিয়ে গিয়ে বাহুর বেষ্টনে রমণীদের কণ্ঠ-তট ধারণ করে করে ভ্রমণ করতে লাগলেন। এর থেকে এক অদ্ভুত ব্যাপারের সৃষ্টি হল – আলাতচক্রের মতো সেই ভ্রমণ সোজা-উল্টা ভাবে চলতে থাকায় 'গোমুত্রিকাবন্ধ'প্রায় চিত্রকাব্যের সৃজন হয়ে গেল তৎকালে। শ্রীকৃষ্ণের ভ্রমণবেগ এমনই বিচিত্র হল যে কলাবতী রমণীগণ সকলেই তাঁকে নিজ নিজ নিকটস্থ বলেই মনে করতে লাগলেন।

১০। এই ঘুরুনি বেগেই—এক গোপীর দক্ষিণস্কন্ধে ও অন্য গোপীর বামস্কন্ধে শ্রেষ্ঠভুজবলয় দৃঢ়ভাবে

তাভ্যাং দত্তপ্রবেশস্ত্বরিতমনুগতঃ পৃষ্ঠমেকাং বিমুঞ্চ-
ন্নন্যাং গৃহ্ণন্ পুরস্তাৎ স পুনরুপসরত্যেবমেব ক্রমেণ ॥

১১। এবং প্রতিলোমানুলোমাভ্যাং স্পষ্টমেব গোমূত্রিকাবন্ধমুপপাদয়তা প্রত্যেকমেব তাসাং পুরঃ পশ্চাদ্ভাগ-পরিষ্বঙ্গেণ লাঘবকৌশলেন ভ্রমতা তাসাং তস্যাশ্চ মধ্যগতয়া মুখ্যায়াঃ পরমকৌতুকমাততান ॥

১২। এতস্মিন্নেব সময়ে সুখাবলোকনাশয়া নিকটমালম্বিতং জ্যোতিশ্চক্রমিব বিমানশ্রেণিসঙ্কুলমপি নির্বিমানং লেখাবলিবলিতমপি নির্লেখং সদা সদার-চারণ কিন্নর-সিদ্ধ-সাধ্য-গন্ধর্ব-বিদ্যাধর-প্রভৃতিভৃতনিরন্তর-সমাজং বিভ্রদম্বরতলং ররাজ ॥

১৩। ততশ্চ চিত্রকাব্যমিব ললিতমুরজবন্ধম্ পার্থিবশঙ্করকদম্বমিব নির্দোষমৃদঙ্গম্, ক্রয়বিক্রয়শীলন-

---

১০। পুনঃ পুরস্তাদুপসরতীত্যগ্রদেশং গত্বা বিবৃত্যেতি জ্ঞেয়ম্ ॥

১১। উক্তমেবার্থমুক্তপোষন্যায়েনাহ—এবমিতি ॥

১২। নিঃশেষেণ বিগতং মানং পরিমাণং যত্র তৎ; লেখাবলির্দেবশ্রেণী; নির্লেখং নির্গতো লেখ ইয়ত্তা যতস্তৎ ॥

১৩। মুরজবন্ধো মুরজাকৃতিঘটিতশ্লোকাক্ষরঃ; পক্ষে, ললিতো মুরজস্য বন্ধো বাদ্যপ্রবন্ধো যত্র তৎ। নির্দোষাভিঃ

ন্যস্ত করে কৃষ্ণ যুগপদ্ দুই কান্তাকে আলিঙ্গন করলেন সম্মুখদেশে। আলিঙ্গিত কান্তাদ্বয় তাঁদের মাঝে জায়গা করে দিলে ঝটিতি পিছনে গিয়ে একজন থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে অন্য একজনের স্কন্ধে দিয়ে পুনরায় সম্মুখে এসে ঘুরে গেলেন—এইরূপ ভাবেই খেলা চলতে লাগল পরপর।

১১। এইরূপে উল্টা-সোজা চলনের দ্বারা অতি স্পষ্ট 'গোমূত্রিকাবন্ধ' চিত্রকাব্য রচনা করতে করতে তাঁদের প্রত্যেককে সম্মুখে ও পৃষ্ঠদেশে আলিঙ্গনের সহিত বেগকৌশলে ভ্রাম্যমান্ কৃষ্ণ মণ্ডলস্থা রমণীদের ও মধ্য-গতা মুখ্যের পরমকৌতুক বিস্তার করলেন।

১২। (সেই সময়ে আকাশের যে শোভা হয়েছিল, তার বর্ণন হচ্ছে—)

সুখে অবলোকন আশায় নিকটে ঝুলে থাকা গ্রহমণ্ডলের মতো সুন্দর বিমানে বিমানে সমাকীর্ণ হয়েও 'নির্বিমানম্' অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্থানাভাবযুক্ত, (লেখাবলিবলিতমপি) দেবশ্রেণী সমাকীর্ণ হয়েও এবং (নির্লেখম্) অসীম হয়েও সীমার মধ্যে আগত এবং সদা স্ত্রীগণের সহিত বিরাজমান চারণ-কিন্নর-সিদ্ধসাধ্য-গন্ধর্ব বিদ্যাধর প্রভৃতির দ্বারা পরিপূর্ণ জমাট সভাপ্রাঙ্গনস্বরূপ আকাশতল অতিশয় শোভা পেতে লাগল তৎকালে।

১৩। অতঃপর এই রাসে দেবতাদের প্রশংসিত যে বাদ্য বেজে উঠল তার বর্ণনা হচ্ছে, শব্দসাম্য উপমামুখে—

(১) চিত্রকাব্য যেমন 'ললিতমুরজবন্ধম্' অর্থাৎ ললিত মুরজাকৃতিতে লিখিত শ্লোকাক্ষরময় এ-রাস-বাদ্য তেমনই 'ললিত মুরজবন্ধম্' অর্থাৎ ললিত মুরজ নামক বাদ্য-সঙ্গত। (২) নয়নানন্দ মাটির কদমফুল যেমন 'নির্দোষমৃদঙ্গম' অর্থাৎ কঙ্কর-তুষাদিরহিত নির্দোষ মাটিতে নির্মিত তেমনই এ-রাসবাদ্য নির্দোষমৃদঙ্গম' অর্থাৎ

মিব পণবাহিতম্, বন্ধুজনবপুরিব ললিতালিঙ্গ্যম্, নাটকমিব বিলসদঙ্ক্যম্, যদুকুলমিব শ্লাঘ্যতমানকদুন্দুভি, গগনমিব বিততম্, বর্ষানভ ইব সুঘনম্, সূচীমূলমিব সশুষিরম্, মহারত্নমিব সদানদ্ধম্, দেবতাভিবাদ্যং বাদ্যং নদতি স্ম ॥

১৪। নন্দনবনবনদেবতাভিরেব তাভিরেবমনবরতং বৃষ্যমাণানি সমধুকরাণি দিবঃ সাঞ্জনহর্ষনয়নজলবিন্দুনিকুরম্বাণীব নিপতন্তি স্ম কুসুমানি, যশো যশোদানন্দনস্য তস্য ললিতকলস্বরং স্বরঙ্গনাভিঃ সহ সহর্ষং গন্ধর্বাশ্চ গায়ন্তি স্ম। ততশ্চ,

মুখরনূপুরকঙ্কণকিঙ্কিণী -কলকলঃ সুদৃশাং চ হরেশ্চ সঃ
সমকিরদ্রসনারসনাশনঃ, শ্রবণয়োরমৃতান্যমৃতান্ধসাম্ ॥

শর্করাতুষাদিরহিতাভির্মৃদ্ভিরঙ্গং যস্য তৎ; পক্ষে স্পষ্টম্; পণৈর্মূল্যৈর্বাহিতম্; পক্ষে, পণবেনাহিতম্। ললিতং যথা স্যাত্তথা আলিঙ্গ্যমালিঙ্গনার্হম্; পক্ষে, ললিত আলিঙ্গ্যো মৃদঙ্গভেদো যত্র তত্র। বিলসতঃ শোভনানঙ্কানর্হতীতি তৎ; পক্ষে, অঙ্ক্যোঽপি মৃদঙ্গভেদঃ; যদুক্তম্—"হরীতক্যাকৃতি স্ত্বঙ্ক্যো যবমধ্যস্তথোর্ধ্বকঃ। গোপুচ্ছাকৃতিরালিঙ্গ্যো মধ্যদক্ষিণবামগাঃ ॥ ইতি। আনকদুন্দুভির্বসুদেবঃ; পক্ষে, আনকদুন্দুভী বাদ্যভেদৌ। গগনমিত্যাদি স্পষ্টম্; পক্ষে, "ততং বীণাদিকং বাদ্যমানদ্ধং মুরজাদিকম্। বংশ্যাদিকং তু শুষিরং কাংস্যতালাদিকং ঘনম্ ॥" ইত্যমরঃ ॥

১৪। অমৃতান্ধসামমৃতভোজিনাং দেবানাং শ্রবণয়োঃ কর্ণদ্বয়েঽমৃতানি সমকিরন্নিচিক্ষেপ। রসনয়া জিহ্বয়া যো রস আস্বাদস্তং নাশয়তীতি সঃ, অতঃপরং ন তেঽরোচকম্। অমৃতমাস্বাদয়িষ্যন্তীতি ভাবঃ ॥

নির্দোষ মৃদঙ্গ নামক বাদ্যযন্ত্র-সঙ্গত। (৩) ক্রয়বিক্রয় পরম্পরা যেমন 'পণবাহিতম্' অর্থাৎ মূল্যের বিনিময়ে প্রচলিত তেমনই এ-রাসবাদ্য 'পণবাহিতম্' অর্থাৎ পণব নামক বাদ্যযন্ত্র-সঙ্গত। বন্ধু জনের বপু যেমন 'ললিতাঙ্গ্যম্' অর্থাৎ ললিত আলিঙ্গন যোগ্য তেমনই এ রাসবাদ্য ললিত আলিঙ্গ্য-সঙ্গত। নাটক যেমন 'বিলসদঙ্কম্' অর্থাৎ অঙ্ক সমূহে বিভক্ত তেমনই এ-রাসবাদ্য বিলসদঙ্কম্' অর্থাৎ 'অঙ্ক্য'-সঙ্গত। যদুকুল যেমন 'শ্লাঘ্যতম আনকদুন্দুভি' অতি প্রশংসনীয় বসুদেবের দ্বারা অলঙ্কৃত তেমনই এ-রাসবাদ্য অতি প্রশংসনীয় 'আনকদুন্দুভি'-সঙ্গত। আকাশ যেমন 'বিততম্' বিস্তার প্রাপ্ত তেমনই এ-রাসবাদ্য 'বিততম্' বীণাদি-সঙ্গত। বর্ষার আকাশ যেমন 'সুঘনম্' অর্থাৎ সুন্দর মেঘযুক্ত তেমনই এ-রাসবাদ্য 'সুঘনম্' অর্থাৎ কাঁসর-সঙ্গত। সূচীমূল যেমন 'সশুষিরম্' অর্থাৎ ছিদ্রযুক্ত তেমনই এ রাসবাদ্য 'সশুষিরম্' অর্থাৎ বাঁশিসঙ্গত। মহারত্ন যেমন 'সদানদ্ধম্' অর্থাৎ সদা গ্রথিত তেমনই এ-রাসবাদ্য 'সদানদ্ধম্' অর্থাৎ 'আনদ্ধ'-সঙ্গত।

১৪। এই সব বাদ্যযন্ত্রের প্রশংসারত সেই নন্দনবনদেবতাগণের দ্বারা অনবরত বর্ষমান কুসুম নিপতিত হচ্ছিল ভ্রমরচুম্বিত অবস্থাতেই, এ ভ্রমরনিচয় দেখে মনে হচ্ছিল, এ যেন স্বর্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর অঞ্জনাক্ত আনন্দাশ্রুবিন্দু। আর গন্ধর্বগণ স্বর্গের দেবীগণের সহিত পুলকে আকুল হয়ে ললিত কলকণ্ঠে যশোদানন্দনের যশো কীর্তন করছিলেন। অতঃপর সুনয়নীদের এবং কৃষ্ণের মুখর নূপুর ও কঙ্কণ-কিঙ্কিণীর যে কল কল শব্দ উঠল, তা অমৃতভোজী দেবতাদের কর্ণদ্বয়ে রসনারসাস্বাদন নাশন অমৃত বর্ষণ করতে লাগলেন।

১৫। ততশ্চ, তস্মিন্নেবং ভ্রমতো জবেন সুদৃশাং দ্বে দ্বে সমালিঙ্গতো
মধ্যং মধ্যমনুপ্রবিশ্য বপুষা তেনৈব সা মণ্ডলী।
কিং জ্যোৎস্নাতিমিরৈঃ কিমু স্থিরতড়িন্মেঘৈরথো চম্পক-
শ্যামাব্জৈরুত কাঞ্চনেন্দ্রমণিভিঃ কৢপ্তামজৈষীৎ স্রজম্॥

১৬। কদাচিদপি তথাবিধ-গোমূত্রিকাবন্ধং বিহায় স্বচ্ছভূমাবেব চক্রাকার চিত্রকাব্যমিব নর্ত্তনমাবর্ত্তয়তি। তদ্যথা—

বল্গদ্বল্গুবতংসমংসবিলসন্মন্দারমালং নদৎ-
কাঞ্চীকিঙ্কিণিকঙ্কণাদি বিগলৎসংব্যানকং ভ্রাম্যতি।
বিশ্বদ্রীচি-মরীচিবীচিনিচয়ে জীমূতচক্রাকৃতৌ
সর্বাঃ পুপ্লুবিরে স্থিরা নবতড়িন্মালা ইবৈণীদৃশঃ॥

১৭। ততশ্চাতিচিত্রম্—
হ্রস্বাবর্ত্তে সরতি সরসং রাধিকামন্তরস্থাং, দীর্ঘাবর্ত্তে নিকটময়তে মণ্ডলীস্থপ্রিয়াণাম্।
নুন্নো বেগাদ্মরকতময়ঃ সূত্রবন্ধপ্রমুক্তো, লীলাচক্রীপুট ইব হরির্বিভ্রমী বংভ্রমীতি॥

১৫। তেনৈব একেনৈব বপুষা সা মণ্ডলী জ্যোৎস্নাতিমিরাদিভিঃ কৢপ্তামপি স্রজমজৈষীৎ। জ্যোৎস্নাতিমিরয়োঃ কান্তিতারল্যং পরস্পরবৈরঞ্চেতি, অতস্তড়িন্মেঘয়োঃ কান্তিনৈবিড্যেন পরস্পরসৌখ্যেন চোৎকর্ষঃ, কিন্তু তড়িতা মেঘকান্ত্যাচ্ছাদনরূপো দোষ ইতি চম্পকশ্যামাব্জাভ্যামুপমা পুনরপি নিবিড়াশ্লেষলক্ষণসখ্যপ্রাপ্ত্যর্থং কাঞ্চনেন্দ্রমণিভ্যামিতি॥

১৬। বল্গদিত্যাদি ক্রিয়াবিশেষণচতুষ্টয়ম্। ভ্রাম্যতি শ্রীকৃষ্ণে॥

১৭। তচ্চ চক্রভ্রমি-নাট্যমন্তর্বহির্নীলমণিমণ্ডলদ্বয়নির্মাপকমিব জাতমিত্যাহ— হ্রস্বাবর্ত ইতি। অন্তরস্থাং মধ্যস্থিতাং

১৫। অতঃপর এমত আনন্দ পরিবেশে দ্রুতবেগে ঘুরতে ঘুরতে দু-দু গোপীর মধ্যে মধ্যে প্রবেশ করে দু-দু সুনয়নীদের একত্রে আলিঙ্গন করতে করতে বিরাজমান্ কৃষ্ণের সেই একই শ্যাম অঙ্গের সহিত মিলিত সেই মণ্ডলী কি জ্যোৎস্নাতিমিরে রচিত মালিকাকে, কি স্থিরবিজলী-মেঘে রচিত মালিকাকে, কি চম্পক-নীলপদ্ম মালিকাকে অথবা কি কাঞ্চন-ইন্দ্রনীলমণি মালিকাকে জয় করতে লেগে গেল?

১৬। কখনও আবার তথাবিধ 'গোমূত্রিকাবন্ধ' ত্যাগ করে চক্রাকার চিত্রকাব্যের মতো নৃত্যে ঘুরপাকখেতে লাগলেন যথা,—

সুমনোহর কুণ্ডল লম্ফ দিয়ে দিয়ে উঠ্ছে। স্কন্ধে মন্দার মালা খেলা করে বেড়াচ্ছে। কাঞ্চী-কিঙ্কিণী কঙ্কণাদি ঝণঝণাৎ বাজ্ছে। উত্তরীয় খসে খসে পড়ে যাচ্ছে—এইরূপ তাণ্ডবনৃত্যে ঘুরপাক খাওনে রত কৃষ্ণরূপ মেঘচক্রাকৃতি বিশ্বব্যাপিনী কিরণতরঙ্গমালায় মৃগনয়নীগণ সকলে যেন স্থিরা নবতড়িৎমালার মতো চমকাতে লাগলেন।

১৭। অতঃপর এক অতি আশ্চর্য ব্যাপার চলতে লাগল - ছোট পাকে চক্রাকারে সরস ভাবে পরিক্রমা করতে লাগলেন কেন্দ্রস্থলস্থ রাধাকে ঘিরে, আর দীর্ঘ পাকে আসতে লাগলেন চক্রঘেরস্থ প্রিয়া-

১৮। ততস্তদবেক্ষণেন ক্ষণেন তাসামপি মনসি সমুদ্দিসমুদিতায়াং নিনর্ত্তিষায়াং তৎক্ষণাদেব দেবতাভিস্তৌর্য্যত্রিকাধিষ্ঠাত্রীভিস্তনুমতীভিরুপতস্থে ॥

১৯ তথা সতি নৃত্য-গীত-বাদ্যাধ্যায়োপাধ্যায়োপাসিতচরণাস্তাঃ পূর্ব্বপূর্ব্বতর সুচিরাভ্যাসাভ্যাসাদিতকৌশলমিবাত্মানং প্রত্যেকমেব মন্যম না ন্যমানানন্দবৃত্তিমাসাদ্য ধনিকমণিকমনীয়গৃহপটলীমিব ললিতপতাকাম্, হোমধূমাবলীমিব সত্রিপতাকাম্, মৃণালবল্লীমিব হংসাস্যলুলিতাম্, দ্বিতীয়চন্দ্রলেখামিব কর্ত্তরীমুখশোভাম্,

রাধিকাং কনকমণিকণিকামিব সরতি, মণ্ডলীভাবেন পরিক্রাময়তি। দীর্ঘাবর্ত্ত ইতি পুনশ্চ বৃহন্মণ্ডলীভাবেন তাসাং নিকটেঽপি ভ্রাময়তি। এবঞ্চ যুগপদেব নীলমণিমণ্ডলদ্বয়ী ভাব ইত্যতিচিত্রতা,প্রকাশভেদস্বীকারে সা ন স্যাদিতি লাঘবকলাতিকৌশলমেবাত্র ব্যবস্থাপিতম্, তচ্চান্তর্মণ্ডলে ভ্রমণানন্তরমপি তদীয়ময়ূখপরিধিস্তদাকারো যাবন্ন বিরমতি, তাবদেব বহির্মণ্ডলে পরিভ্রম্যৈবান্তর্মণ্ডলে তত্র প্রবিশ্যৈব পুনর্ভ্রমণং তস্যৈবমেব বহির্মণ্ডলে পুনরপীতি পরামৃশ্যম্ ॥

১৮। তৌর্যত্রিকং নৃত্য-গীত-বাদ্যম্, উপতস্থে উপস্থিতম্; তত্রাগতমিত্যর্থঃ ॥

১৯। তথা সতি তা অধিষ্ঠাত্র্যো দেবতা হস্তাধ্যায়দেবতামনুগৃহ্য গানদেবতাং রাগ-রাগিণীগণদেবতাদিঞ্চ স্বয়মাগতামনুজগৃহুরিত্যন্বয়ঃ। নিতরামমানামপরিমিতামানন্দবৃত্তিম্। ললিতপতাকামিত্যাদিষু পতাকাদয়োঽর্দ্ধচন্দ্রান্তাঃ সংযুতা-

গণের নিকট।—এই রূপে লীলাময় হরি পাকখেতে লাগলেন বাঁধন ছিঁড়ে ছুটে যাওয়া নীলমণি-লীলাচক্রৌপুটের (কর্ণোর্ধ্বের ভূষণ যুগলের) মতো।

১৮। অতঃপর সেই নৃত্য দর্শনোৎসব বেগে রমণীদের আহ্লাদিত মনেও নাচনের ইচ্ছা সমুদিত হতেই তৎক্ষণাৎ নৃত্যগীতবাদ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ মূর্তিমতী হয়ে এসে উপস্থিত হলেন সেই রাসস্থলীতে।

১৯। এরূপ হলে নৃত্যগীতবাদ্য-অধ্যয়নের অধ্যাপিকাগণের দ্বারা উপাসিত-চরণা এবং পূর্বপূর্বতর সুদীর্ঘকালের অভ্যাসে যেন নৃত্যগীতাদিতে নিপুণতা প্রাপ্তা বলে প্রত্যেকে নিজেকে মাননাকারিণী সেই অধিষ্ঠাত্রীদেবীগণ অসীম আনন্দবৃত্তি প্রাপ্ত হয়ে হস্তাধ্যায় দেবতাকে অনুগ্রহ করতে লাগলেন—(মূলের 'পতাকাদি' থেকে 'অর্ধচন্দ্র' পর্যন্ত সংযুত-অসংযুত নৃত্যভেদে ত্রিবিধ হস্তকের (নৃত্যে হাতের মুদ্রা-হস্তক) মধ্যে অসংযুত আদি হস্তকভেদ সমূহ সঙ্গীত শাস্ত্র থেকে জেনে নিতে হবে যথা ('নর্তনে রতিজনকঃ' ইত্যাদি) যে নৃত্যে অনুরাগ জনক, পদার্থাকৃতি-কারক হস্তের অঙ্গুলি বিন্যাস হয় তাকে হস্তক বলা হয় এ হল হস্তক সামান্যের লক্ষণ। যেখানে এক হস্ত বিন্যাসে অর্থ প্রকাশ হয়, তাকে 'অসংযুত হস্তক' বলা হয় হস্তদ্বয় বিন্যাসে যেখানে অর্থ প্রকাশ হয় তাকে 'সংযুত হস্তক' বলা হয় যখানে দুহাত বিযুক্ত অর্থাৎ আলাদা আলাদা বিন্যাসে অর্থ প্রকাশ হয় তাকে 'নৃত্যহস্তক' বলা হয়। এখানে নৃত্যহস্তকের উল্লেখ না থাকলেও উপলক্ষণে বলা হয়েছে—'কিং বহুনা' বাক্যের পর 'বিশুদ্ধসহস্রহস্তাং' বাক্যে)।

অধিষ্ঠাত্রীদেবীগণ যাঁকে অনুগ্রহ করতে লাগলেন সেই হস্তাধ্যায় দেবতা কিরূপ, তারই উত্তরে শব্দসাম্য উপমাদ্বারা তাঁকে বিশেষিত করা হচ্ছে,যথা—(১) ধনিশ্রেষ্ঠের কমনীয় অট্টালিকাশ্রেণী যেমন 'ললিত পতাকাম্' সুন্দর পতাকাযুক্ত তেমনই 'পতাকা' নামক ললিত হস্তকধারী (পতাকার লক্ষণ—কুঞ্চিত বুড়ো আঙ্গুল দৃঢ় ভাবে তর্জনীমূল আশ্রিত এবং অন্যান্য আঙ্গুল সম্পূর্ণ প্রসারিত)। (২) হোমের ধূমশ্রেণীই যেমন 'সত্রিপতাকাম্'

পলাশকুসুমশ্রেণীমিব শুকতুণ্ডাভাম্, তপ্তসুবর্ণাদি-সূত্রাবলিমিব সন্দংশাকৃষ্টাম্ হরমূর্ত্তিমিব বিলসৎখটকামুখাম, মধুকরশ্রেণীমিব পদ্মকোশোৎকণ্ঠিতাম্ আহিতুণ্ডিকব্যবসিতিমিব খেল্যমানাহিতুণ্ডাম্, সীবনশিল্পকলামিব

সংযুতনৃত্যভেদেন ত্রিবিধেষু হস্তকেষসংযুত হস্তকভেদাঃ সঙ্গীতশাস্ত্রতো জ্ঞেয়াঃ। যদুক্তম্—"নর্তনে রক্তিজনকঃ পদার্থাকৃতিকারকঃ। পদেতরাঙ্গুলিন্যাসবিশেষো হস্তকঃ স্মৃতঃ॥" ইতি হস্তকসামান্যলক্ষণম্; "যত্রৈকহস্ততশ্চার্থপ্রকাশঃ স্যাদসংযুতঃ" ইত্যসংযুত-হস্তকলক্ষণম্; "হস্তদ্বয়যুতেরর্থপ্রকাশে সংযুতো ভবেৎ" ইতি সংযুক্তহস্তক লক্ষণম্; "হস্তাভ্যাং বিপ্রযুক্তাভ্যাং ক্রিয়য়া নৃত্যহস্তকঃ" ইতি নৃত্যহস্তকলক্ষণম্। অত্র সংযুতনৃত্যহস্তকা অনুল্লিখিতা অপি বিশুদ্ধসহস্রহস্তা ইত্যনেনোপলক্ষয়িষ্যন্তে। ধনিকা ধনিনঃ; অন্যৎ স্পষ্টম্। পক্ষে, ললিতঃ পতাকো হস্তকভেদো যত্র তাম্; "কুঞ্চিতাঙ্গুষ্ঠকঃ সম্যক্ তর্জনীমূলমাশ্রিতঃ। পতাকো যত্র সুহিত-প্রসারিতকরাঙ্গুলিঃ॥" ইতি। সত্রিপতাকাং সত্রিণাং যাজ্ঞিকানাং পতাকাতুল্যাম্; পক্ষে, ত্রিপতাকেন সহিতাম্; "ত্রিপতাকঃ পতাকস্তু বক্রিতানামিকাঙ্গুলিঃ" ইতি। হংসাস্যেন লুলিতাং মর্দিতাং মৃদুলীকৃতাঞ্চ; "তর্জনীমধ্যমাঙ্গুষ্ঠামিলিতাগ্রাঃ পরে পুনঃ। অঙ্গুলীবিরলে চোর্ধ্বে হংসাস্যো হস্তকস্তু সঃ॥" ইতি। কর্তর্যাং মুখস্য শোভেব শোভা যস্যাস্তাম; পক্ষে, কর্তরীমুখনামা হস্তকঃ; "তর্জনীমধ্যমে ভিন্নে বক্রিতানামিকা পুনঃ। পতাকস্য যদা স স্যাৎ কর্তরীমুখহস্তকঃ॥" ইতি। পলাশেতি স্পষ্টম্। "তর্জন্যনামিকাঙ্গুষ্ঠা বক্রা মধ্যা প্রসারিতা। পতাকস্য যদা তু স্যাচ্ছুকতুণ্ডক হস্তকঃ॥" ইতি। সন্দংশঃ সাঁড়াশীতি খ্যাতা, পক্ষে, হস্তকভেদঃ "তর্জন্যঙ্গুষ্ঠকৌ চৈব মিলিতাগ্রাল্পকুঞ্চিতৌ। বিরলোর্ধ্বাঃ পরাঙ্গুল্যঃ সন্দংশঃ স তু কথ্যতে॥" খটকা বাদ্যভেদঃ; পক্ষে খটকামুখো হস্তকঃ "বক্রিতে মধ্যমাঙ্গুল্যৌ বিরলোর্ধ্বে পরে পুনঃ। তর্জন্যঙ্গুষ্ঠকৌ চাগ্রে মিলিতৌ খটকামুখঃ॥" ইতি। মধুকরেতি স্পষ্টম্; "ধনুর্লতাগ্রমীলিতাঙ্গুলীকঃ পদ্মকোশকঃ ইতি। আহিতুণ্ডিকো ব্যালগ্রাহী; "পতাকো নিম্নমধ্যো যঃ স তু স্যাদাহিতুণ্ডিকঃ" ইতি। সীব-

---

যাজ্ঞিকগণের পতাকা তেমনই 'সত্রিপতাকাম্' ত্রিপতাকা হস্তকধারী (অনামিকা বক্র অন্য অঙ্গুলী সোজা)। (৩) মৃণাললতা যেমন 'হংসাস্যলুলিতাম্' হংসমুখে মর্দিত তেমনই 'হংসাস্যলুলিতাম্' 'হংসাস্য' নামক হস্তকে কোমলতাপ্রাপ্ত (তর্জনী-মধ্যমা অঙ্গুষ্ঠের ডগা মিলিত, অন্যান্য অঙ্গুলী পৃথকভাবে উপরে ধৃত)। (৪) দ্বিতীয়ার চন্দ্ররেখা যেমন 'কর্তরীমুখ শোভাম্' কাটারির মুখের মতো শোভন তেমনই 'কর্তরীমুখ শোভাম্' কর্তরীমুখ নামক হস্তকের শোভায় রম্য (পতাকার অঙ্গুলী বিন্যাসে যখন তর্জনী ও মধ্যমার মধ্যে ফাঁক ও অনামিকা বক্র)। (৫) পলাশ কুসুমশ্রেণী যেমন 'শুকতুণ্ডাভাম্' শুকতুণ্ডের বর্ণ তেমনই 'শুকতুণ্ডাভাম্' শুকতুণ্ড নামক হস্তকে শোভিত (পতাকা হস্তকের তর্জনী-অনামিকা-অঙ্গুষ্ঠ বক্র আর মধ্য প্রসারিত)। (৬) তপ্ত সুবর্ণাদি সূত্রচয় যেমন 'সন্দংশাকৃষ্টাম্' সাড়াশীদ্বারা টেনে আনা হয় তেমনই 'সন্দংশাকৃষ্টাম্' সন্দংশ নামক হস্তকদ্বারা মুগ্ধ -(তর্জনী-অঙ্গুষ্ঠ এ দুয়ের ডগা মিলিত হয়ে কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত, বাকী অঙ্গুলী পৃথক পৃথক ভাবে উর্ধ্বে প্রসারিত)। (৭) শিবমূর্তি যেমন 'বিলসৎখটকামুখাম্' খটকা নামক বাদ্যে শোভিত আননবিশিষ্ট তেমনই 'বিলসৎখটকামুখাম্' খটকামুখ নামক হস্তকে শোভিত, —(মধ্যাঙ্গুলী বক্রীভূত, অনামিকা-কনিষ্ঠা অসম্মিলিত অবস্থায় কিঞ্চিৎ উত্তোলিত থেকে তর্জনী-অঙ্গুষ্ঠের অগ্র ভাগে মিলিত)। (৮) মধুকরশ্রেণী যেমন 'পদ্মকোশোৎকণ্ঠিতাম্' পদ্মকোশর জন্য উৎকণ্ঠিতা তেমনই পদ্মকোশ হস্তকের জন্য উৎকণ্ঠিত, —(অঙ্গুষ্ঠাদি অঙ্গুলীসমূহ মিলিত অবস্থায় কুঞ্চিত হয়ে ধনুর আকার ধারণ) (৯) সাপুড়েদের কাজই যেমন 'খেল্যমানাহিতুণ্ডাম্' সাপের মুখ

সদোপযুক্তস্চীমুখাম্, মার্গশীর্ষপূর্ণিমামিব মৃগশীর্ষযুক্তাম্, অষ্টমীতিথিমিব বিলসদর্দ্ধচন্দ্রাম্, কিং বহুনা ? কার্ত্তবীর্য্যমূর্ত্তিমিব বিশুদ্ধসহস্রহস্তাং হস্তাধ্যায়দেবতামনুগৃহ্য তদনুগামিনীং চচ্চৎপুট চাচপুট-হংসলীল-গজলীল-সিংহনন্দনাদি-মহাতালৈরাদিতালৈকতালীরূপক প্রতিমণ্ঠনিসারুযতিত্রিপুটাড্ডুক প্রভৃতিভিরপরৈশ্চ-তদিতরৈর্হরিবিলাস-স্বরার্থাদিস্বরূপাঠবিরুদাদিবলিত-নানাপ্রবন্ধ ধ্রুবগানদেবতাং দ্রবিড়-তৈলঙ্গ-পাশ্চাত্ত্যাদিদেশীয়-গানদেবতাং চ

নেতি স্পষ্টম; "অঙ্গুষ্ঠমধ্যমে সংযুক্তাগ্রে চোর্ধ্বাথ তর্জনী। কনিষ্ঠানামিকে চোর্ধ্বে সূচীমুখ ইতি স্মৃতঃ॥" ইতি। মার্গেতি স্পষ্টম্। "অঙ্গুষ্ঠানামিকামধ্যা মিলিতাগ্রাঃ পরেঽঙ্গুলী। উর্ধ্বে যত্র পুনঃ স্যাতাং মৃগশীর্ষঃ স হস্তকঃ॥" ইতি অষ্টমীতি স্পষ্টম্। "পতাকাঙ্গুষ্ঠকং চেত্তু স্যাদাকৃষ্টোঽন্যতঃ পুনঃ। অর্দ্ধচন্দ্র ইতি প্রোক্তো ভরতাদিমুনীশ্বরৈঃ॥" ইত্যর্ধচন্দ্রলক্ষণম্।

তদনুগামিনীং প্রবন্ধধ্রুবগানদেবতামিতি সম্বন্ধঃ। তদিতরৈর্মহাতালেতরৈঃ ক্ষুদ্রতালৈরিত্যর্থঃ। চচ্চৎপুট-চাচপুটৌ মার্গতালৌ; হংসলীল-গজলীল-সিংহনন্দনাস্ত্রয়ো দেশীতালাঃ। আদি শব্দাৎ ষট্পিতাপুত্রকসম্পক্কেষ্টকোদ্ঘট্টাস্ত্রয়োঽন্যে মার্গতালাশ্চ জ্ঞেয়াঃ। আদিতালাদয়োঽষ্টৌ অল্পমাত্রাকা দেশীতালাঃ। এতেষাং লক্ষণানি "গুরুদ্বয়ং লঘুশ্চৈকঃ প্লুতশ্চচ্চৎপুটো মতঃ" "গুরুরেকো লঘূ মধ্যে গুরুশ্চাচপুটো মতঃ"; "হংসলীলে বিরামান্তং লঘুদ্বয়মুদাহৃতম্"; "চত্বারো লঘবো যত্র গজলীলঃ স উচ্যতে"; "গুরুদ্বয়ং লঘুশ্চৈকঃ প্লুতো লশ্চ গুরুস্তথা। দ্রুতৌ গুরূ লপ্লুতৌ চ লপ্লুতৌ গুরুরেককঃ॥ লঘু পুনশ্চ চত্বারো নিঃশব্দা লঘবো যদা। তদা তালোঽয়মাখ্যাতঃ সিংহনন্দনসংজ্ঞকঃ॥"; "লঘুনৈকেনাদিতালঃ" ইতি; "একো দ্রুতশ্চৈকতালী" ইতি; "দ্রুতৌ লো রূপকঃ স্মৃতঃ" ইতি; লঘুগুর্ব্বর্লঘুশ্চৈকঃ প্রতিমণ্ঠঃ প্রকীর্তিতঃ" ইতি; "লঘুদ্বয়ং বিরামান্ত নিসারো পরিকীর্তিতম্" ইতি; "দ্রুতদ্বয়ং লঘুশ্চৈব যতিতালঃ প্রকীর্তিতঃ" ইতি; "দ্রুতত্রয়ং বিরামান্তং ত্রিপুটঃ

ধরে খেলে বেড়ানো তেমনই 'খেলামানাহিতুণ্ডাম্ অহিতুণ্ড হস্তক ধারণ করে খেলতে খেলতে আগমনপর;—(পতাকা হস্তকের মধ্যভাগ নীচু)। (১০) সূচিশিল্প যেমন 'সদোপযুক্ত সূচামুখাম্' সদা উপযুক্ত সূচীমুখযুক্ত তেমনই 'সদোপযুক্ত-সূচীমুখাম্' সদা সূচীমুখ হস্তক ধারণে সমর্থ,—অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমার অগ্রভাগ সংযুক্ত হয়ে অন্যান্য অঙ্গুলী উর্ধ্ব দিকে প্রসারিত)। (১১) অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমা যেমন মৃগশীর্ষযুক্তম্' মৃগশিরা নক্ষত্রযুক্ত তেমনই 'মৃগশীর্ষযুক্তম্' মৃগশীর্ষ হস্তকযুক্ত,—(অঙ্গুষ্ঠ-অনামিকা-মধ্যমার অগ্রভাগ মিলিত অন্য দুটি অঙ্গুলী উর্ধ্বে অবস্থিত)। (১২) অষ্টমীতিথি যেমন অর্ধ চন্দ্রমাদ্বারা সুশোভিত হয় তেমনই অর্ধচন্দ্র নামক হস্তকের দ্বারা সুশোভিত,—(পাতাকা নামক হস্তকেই যদি অঙ্গুষ্ঠার অন্যদিকে আকর্ষণ হয়)। আর বেশী বলবার কি আছে কার্তবীর্যের শরীর যেমন বিশুদ্ধ সহস্র হস্ত বিশিষ্ট তেমনই সহস্রপ্রকার বিশুদ্ধ হস্তকে অলঙ্কৃত হস্ত দেবতাকে অনুগ্রহ করলেন।

এ হস্তাধ্যায় দেবতাকে অনুগ্রহ করে স্বয়ম্ আগত তার অনুগামী গানদেবতা ও রাগরাগিণী দেবতাদিকে অনুগ্রহ করতে লাগলেন নৃত্যগীতবাদ্যের অধিষ্ঠাত্রীদেবীগণ। এখন এই দেবতাদের কথা বলা হচ্ছে—

(১) প্রবন্ধ-ধ্রুবগানদেবতা : চচ্চৎপুট-চাচপুট হংসলীল-গজলীল-সিংহনন্দনাদি মহাতালের সহিত আদি তালের সহিত, একতালী-রূপক-প্রতিমণ্ঠ-নিসারু-যতি-ত্রিপুট-অড্ডুক প্রভৃতির সহিত তথা এতদ্ব্যতীত অন্যান্য তালের সহিত এবং স্বরপাঠ বিরুদাদি সমন্বিত হরিবিলাস ও স্বরার্থ নামক যে নানাপ্রবন্ধ ও ধ্রুব আছে, তৎসম্বন্ধীয় গানদেবতাকে, আরও দ্রবির-তৈলঙ্গ-পাশ্চাত্যাদি দেশীয় গানদেবতাকে অনুগ্রহ করলেন।

মালব-মল্লার-ভৈরব-কেদার-সারঙ্গ-নট কর্ণাট-কামোদ-সাম-দেশাগ-গান্ধার-বঙ্গাল-বসন্তাদি-রাগনিকর-গুজ্জরীবহুল-গুজ্জরী-বারাটি-দেশিকা-ভৈরবী-বেলাবলীরামকিরী-ধন্নাসিকা-শ্রী—পালী-গৌরী—তোড়ী-গোণ্ডকিরী—কল্যাণিকা-পৌরবী-সৈন্ধবী-শোভনবত্যাশাবরী-দেশবরাড়ী-গোড়া-পঠমঞ্জরী-ললিতা-দেবক্রী-মাগধী-কৌশিকী-প্রভৃতিরাগিণী-গণদেবতাং চ সপ্তস্বরৈকবিংশতিমূর্ছনাগ্রামত্রয়-জাত্যষ্টাদশকশ্রুতিদ্বাবিংশতিকমাতুধাতুদেবতাং চেতি গানাধ্যায়-

---

পরিকীর্তিতঃ" ইতি; "দ্রুতৌ লঘূ ভবেতাং চেৎ তদাসাবড়ুতালকঃ" ইতি। হরিবিলাসস্বরার্থৌ প্রবন্ধভেদৌ, তদাদয়ো যে স্বরপাঠবিরুদাদিভির্বলিতা নানাপ্রবন্ধা ধ্রুবাশ্চ তদীয়গানদেবতাম্। "যত্রৈকখণ্ড উদ্‌গ্রাহস্তথৈব ধ্রুবসংজ্ঞকঃ। রচিতাঙ্গপদাভোগঃ স স্যাদ্ধরিবিলাসকঃ।।;"যত্র সপ্তাক্ষরৈরেব ষড়্জাদিস্বরবাচকৈঃ। ক্রমব্যুৎক্রমব্যস্তৈশ্চ সমস্তৈর্বাঞ্ছিতার্থকৈঃ। উদ্‌গ্রাহধ্রুবকৌ স্যাতামাভোগোঽন্যপদৈঃ পুনঃ। স্বরার্থঃ স্যাদিষ্টতালো মোক্ষ উদ্‌গ্রাহকে ভবেৎ।।" ইতি। স্বরপাঠ-বিরুদাদীনি প্রবন্ধাঙ্গানি ষট্। "স্বরঃ সরিগমেত্যাদির্বিরুদং গুণকীর্তনম্। শৌর্যদান-দ্বয়স্যাপি পদং তদিতরৎ স্মৃতম্।।" "তেনকন্তেন তেনেতি পাঠো বাদ্যাক্ষরোৎকরঃ। তালশ্চচ্চৎপুটাদিঃ স্যাদিতি জ্ঞেয়ং মনীষিভিঃ।।" ইতি তল্লক্ষণানি। প্রবন্ধোঽতিক্ষুদ্রো দ্রবিড়ভাষাবদ্ধ 'শিন্দু' নামা যথা যথা চ তৈলঙ্গভাষাবদ্ধো 'ধরু'-নামা, তথৈব পাশ্চাত্যব্রজাদিভাষাবদ্ধো 'ধ্রুব-বিষ্ণুপদ'সংজ্ঞঃ।

সপ্ত স্বরাঃ ষড়্জাদয়ঃ। যদুক্তম্ "ষড়্জর্ষভৌ চ গান্ধারো মধ্যমঃ পঞ্চমস্তথা। ধৈবতশ্চ নিষাদশ্চ স্বরাঃ স্যুঃ শ্রুতিসম্ভবাঃ।। ময়ূর-চাতক-ছাগ ক্রৌঞ্চ কোকিল-দর্দুরাঃ। মাতঙ্গশ্চ স্বরানাহুঃ ক্রমেণৈতান্ সুদুর্গমান্।।" ইতি। এক-বিংশতিমূর্ছনাঃ স্বরারোহাবরোহরূপাঃ; যদুক্তম্—"ক্রমাৎ স্বরাণাং সপ্তানামারোহশ্চাবরোহণম্। মূর্ছনেত্যুচ্যতে গ্রামত্রয়ে তাঃ সপ্ত সপ্ত চ।।" ইতি। গ্রামত্রয়ং ষড়্জগ্রাম মধ্যমগ্রাম-গান্ধারগ্রামাঃ। তদুক্তম—"স্বরাণাং সূচ্যবস্থানাং সমূহো গ্রাম উচ্যতে। ষড়্জগ্রামঃ পঞ্চমে স্বচতুর্থশ্রুতিসংস্থিতে। স্বোপান্ত্যঃ শ্রুতিসংস্থেঽস্মিন্ মধ্যমগ্রাম ইষ্যতে।। রিময়োঃ শ্রুতিমেকৈকাং গান্ধারশ্চেৎ সমাশ্রিতঃ। পশ্রুতিং ধোনিষাদস্তু ধশ্রুতিং সশ্রুতিং শ্রিতঃ। গান্ধারগ্রামমাচষ্ট তদা তন্নারদো মুনিঃ।।" ইতি। "গান্ধারঃ সপরিবারো গ্রামস্তু দিবি গীয়তে" ইতি চ। জাতয়োঽষ্টাদশ। যদুক্তম্—"যাভ্যো রাগাঃ সম্ভবন্তি জাতয়স্তাঃ সমীরিতাঃ। তাঃ সপ্ত শুদ্ধা বিকৃতা একাদশ উদাহৃতাঃ।।" ইতি। শ্রুতয়ো দ্বাবিংশতিঃ; যদুক্তম্—"পঞ্চস্থানোদ্ভবো নাদো বিভক্তো মারুতাহতঃ। দ্বাবিংশতিঃ স্যুঃ শ্রুতয়ঃ শ্রবণাচ্ছ্রুতয়ো মতাঃ।।" ইতি। তত্র ষড়্জস্য চতস্রঃ শ্রুতয়ঃ, ঋষভস্য তিস্রঃ, গান্ধারস্য দ্বে, মধ্যমস্য চতস্রঃ, পঞ্চমস্যাপি চতস্রঃ, ধৈবতস্য তিস্রঃ, নিষাদস্য দ্বে; এবং দ্বাবিংশতিঃ। পদানি বাক্যানি চ তালাদিনিবদ্ধানি চেন্মাতুঃ, তত্র নিবদ্ধো রাগস্তু ধাতুঃ; যদুক্তম—"বাঙ্‌মাতুরুচ্যতে গেয়ং ধাতুরিত্য-

---

(২) রাগরাগিণী দেবতাঃ মালাব-মল্লার-ভৈরব-কেদার-নট-কর্ণাট-কামোদ-সাম-দেশাগ-গান্ধার-বঙ্গাল-বসন্তাদি রাগসমূহের ও গুজ্জরী-বহুলগুজ্জরী-বারাটি-দেশিকা-ভৈরবী-বেলাবলী-রামকিরী-ধন্নাসিকা-শ্রী-পালী-গোরী-তোড়ী-গোণ্ডকিরী-কল্যাণিকা প্রভৃতি রাগিণীদেবতাকে অনুগ্রহ করলেন।

আরও অনুগ্রহ করলেন সপ্তস্বর-বিংশতি মূর্চ্ছনা-গ্রামত্রয়-অষ্টাদশ জাতি-দ্বাবিংশতি শ্রুতি এবং মাতুধাতুদেবতাকে এবং মূর্তিমতী গানাধ্যায় লক্ষ্মীকে।

লক্ষ্মীং মূর্ত্তিমতীং চানুকম্প্য বংশী-মুরলিকা-পাবিকোপাঙ্গাদি-বিবিধ-শুষিরং বীণা-মহতীকবিলাসিকা-বিপঞ্চী-স্বরমণ্ডলিকা-কচ্ছপী-রুদ্রবীণা-কিন্নরীপ্রভৃতিতত-বিততিমৃতুমৃদঙ্গ-ডমরু-ডম্ফাদি-বিবিধানদ্ধং মন্দিরাদিঘনং চেতি চতুর্বিধবাদ্যাধ্যায়দেবতাং চ, দ্রুতবিলম্বিত-মধ্যালয়-লক্ষ্মীমঙ্গহারশ্রিয়ং চ স্বয়মাগতামনুজগৃহুঃ ॥

২০। ততশ্চ তাসামেব মধ্যে—

স্বরমণ্ডলিকাং বিপঞ্চিকাং, মহতীং রূপবতীং চ তুম্বুরীম্।
কবিলাসিকয়া সমং সমা-,দধ্বতীভিঃ কিয়তীভিরুদ্‌যযে ॥

২১। ততশ্চ, মূর্ত্তাঃ সঙ্গীতশাস্ত্রোপনিষদ ইব তাশ্চিত্রমেবাবিরাস-
ন্নাসন্নে রাসলীলারহসি সহসিত-শ্রীমুখাম্ভোজকোশাঃ।
বৈণিক্যো বৈণবিক্যঃ সরস মুদভবন্মৌরজিক্যা সমেতা
গায়ন্ত্যস্তালধারিণ্যপি করকলিতোপাঙ্গমৌপাঙ্গিকী চ ॥

ভিধীয়তে” ইতি। বংশ্যাদয়ো লোকত এব প্রসিদ্ধা ইতি ন লক্ষিতাঃ। দ্রুত-বিলম্বিত-মধ্যভেদেন ত্রিবিধো লয়ঃ; যদুক্তম— “ক্রিয়ানন্তরবিশ্রান্তির্লয়ঃ স ত্রিবিধো মতঃ। দ্রুতো মধ্যো বিলম্বশ্চ দ্রুতঃ শীঘ্রতমো মতঃ ॥ দ্বিগুণদ্বিগুণৌ জ্ঞেয়ৌ তস্মান্মধ্য বিলম্বিতৌ ॥” ইতি; “অঙ্গহারোঽঙ্গবিক্ষেপবিশেষঃ পরিকীর্তিত ॥” ইতি ॥

২০। কিয়তীভির্বৈণিকীভিরুদ্‌যযে উদ্গতম্, তত্রোদ্ভূতমিতি যাবৎ ॥

২১। সহসিতং সহাসং শ্রীযুক্তং মুখমেবাম্বুজকোশো যাসাং তাঃ, বৈণিক্যা বীণাধারিণ্যঃ, বৈণবিক্যো বেণুবাদিন্যঃ, করকলিতোপাঙ্গং যথা স্যাত্তথা ঔপাঙ্গিকী চ ॥

বাদ্যাধ্যায় দেবতা ঃ আরও অনুগ্রহ করলেন – বংশী-মুরলিকা-পাবিকা-উপাঙ্গাদি অনেক প্রকার ফুঁদিয়ে বাজাবার বাদ্য, বীণা-মহতী-কবিলাসিকা-বিপঞ্চী-স্বর-মণ্ডলিকা-কচ্ছপী-রুদ্রবীণা-কিন্নরী প্রভৃতি ‘তত’ নামক বাদ্যসমূহ এবং মৃতু-মৃদঙ্গ-ডমরু-ডম্ফাদি বিবিধ আনদ্ধ নামক বাদ্য তথা মন্দিরাদি ঘন—এই রূপ চতুর্বিধ বাদ্যাধ্যায় দেবতাকে।

লয় ও অঙ্গহারলক্ষ্মী ঃ আরও অনুগ্রহ করলেন—দ্রুত-বিলম্বিত-মধ্য নামক মূর্তিমতী লয় শোভাকে এবং নৃত্যের অঙ্গ বিক্ষেপ শোভাকে।

২০। অতঃপর সেই অধিষ্ঠাত্রী দেবীগণের মধ্যে—

কবিলাসিকার সহিত স্বরমণ্ডলিকা-বিপঞ্চিকা-মহতী-রূপবতী এবং তুম্বুরী ধারিণী কতিপয়দেবী প্রকট হলেন।

২১। অতঃপর উৎফুল্লভাবে প্রকট হলেন বীণা-বেণুধারিণীগণ, মৃদঙ্গবাদিকাদের সহিত গায়িকাগণ, তালধারিণীগণ এবং হাতে ঝাজ করতালাদি নিয়ে ঔপাঙ্গিকদেবীগণ। রাসলীলা আসন্ন হলে হাসি হাসি মুখী শোভন মুখকমলকোষা এবং মূর্তিমতী সঙ্গীতশাস্ত্র উপনিষদের মতো এই সব দেবীগণ যেন আশ্চর্য হয়ে এসে আবির্ভূত হলেন।

২২। বাগ্‌গেয়কারকগুণৈরুপলক্ষিতানাং, সঙ্গীততন্ত্ররহসামপি পারগাণাম্‌।
শুদ্ধাঙ্গশুদ্ধতরকর্কশমার্গলাস্য-,নেত্রী ব্যরোচত ততীর্বরনর্ত্তকীনাম্‌॥

২৩। তত্র চ,— গীতং দ্বেধা মার্গদেশীয়ভেদাৎ, ত্রিংশচ্চত্বারশ্চ মার্গপ্রভেদাঃ।
তেষাং তালাঃ পঞ্চ চচ্চৎপুটাদ্যা-,শ্চত্বারিশদ্দ্বৌ চ দেশ্যাং প্রসিদ্ধাঃ॥

২৪। ততশ্চ তালপাঠঃ স্বয়মুল্ললাস—
থৈয়া তথতথথৈয়া, তথতথথৈয়া তথত্তিতথথৈয়া।
থৈয়া তথতথথৈয়া, থগথগথগতত্তিথদিগণথৈঃ॥

২৫। ততশ্চৈ ং শব্দং গৃহীত্বা—
স্বরং লঘুগুরুপ্লুতদ্রুতবিরামমাত্রাবিধৌ, সশব্দকমশব্দকং কলিতাংস্যতালোত্তমম্‌।
করাব্জমপসব্যসব্যত উপর্য্যধো নিক্ষিপ-,ন্ত্যথষ্টমমুপারটৎ কিমপি তালধারিণ্যসৌ॥

২২। বাগ্‌গেয়েতি; তদুক্তম্‌—"বাচং গেয়ঞ্চ কুরুতে যঃ স বাগ্‌গেয়কারকঃ" ইতি তস্য গুণৈঃ॥

২৩। গীতং দ্বেধেতি গান বাদ্য নৃত্যেষু ব্রহ্মবিরচিতনিয়মযুক্তং যৎ তন্মার্গসংজ্ঞকম্‌। তত্তদ্দেশপ্রিয়ত্বাৎ তত্তদ্দেশ-রীত্যা কল্পিতং যৎ তৎ দেশীনামকম্‌। 'চচ্চৎপুটাদ্যাশ্চচ্চৎপুটচাচপুট ষট্‌পিতাপুত্রক-সংপক্কেষ্টকোদ্‌ঘট্টাঃ' ইতি পঞ্চ প্রসিদ্ধাঃ সঙ্গীতশাস্ত্রত এবেত্যর্থঃ॥ (২৪)

২৫। তালধারণী কলিতকাংস্যতালোত্তমং গৃহীতকাংস্যময়-করতালং করাব্জমপসব্যসব্যতো দক্ষিণবামত উপর্যধো নিক্ষিপন্তী সতী কিমপ্যনির্বচনীয়ং যথা স্যাত্তথা অষ্টমং স্বরমুপারটৎ; ষড়্‌জাদ্যাঃ সপ্ত স্বরা ইব তস্যাস্তালোঽপ্যেকঃ স্বর এবাভবদিত্যর্থঃ। কীদৃশম্‌? লঘ্বাদিবিধৌ সশব্দকমশব্দকঞ্চ; যদুক্তম্‌—"পঞ্চলঘ্বক্ষরোচ্চারমিতা মাত্রেহ কথ্যতে। একমাত্রো লঘুর্জ্ঞেয়ো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে॥ ত্রিমাত্রস্তু প্লুতো জ্ঞেয়ো মাত্রার্ধং দ্রুতমুচ্যতে। লঘুদ্রুতদ্বয়ার্ধন্তু বিরামঃ

২২। যে ব্যক্তি কথামাত্রকে গানের যোগ্য বানাতে পারে তাঁর গুণে অনুমান বিষয়ীভূতা, সঙ্গীত-শাস্ত্রের রহস্য পারঙ্গতা এবং শুদ্ধাঙ্গশুদ্ধতর কর্কশমার্গের নৃত্যলক্ষ্মী শ্রেষ্ঠনর্তকীশ্রেণী দীপ্তি পেতে লাগলেন।

২৩। এ বিষয়ে আরও বলবার কথা হল—মার্গ (অর্থাৎ গানবাদ্যনৃত্যে যা ব্রহ্মাবিরচিত নিয়মে চলে) ও দেশীয় ভেদে গীত দু প্রকার। মার্গে চৌত্রিশ প্রকার ভেদ। আবার সঙ্গীতশাস্ত্রে এদের তাল চঞ্চপুটাদি পাঁচ প্রকার প্রসিদ্ধ। আর দেশীয় গীতে বেয়াল্লিশ প্রকার ভেদপ্রসিদ্ধ।

২৪। অতঃপর তালপাঠ স্বয়ং উল্লসিত হয়ে উঠল—
থৈয়া তথ-তথ-থৈয়া, তথ-তথ-থৈয়া-তথত্তি-তথ-থৈয়া।
থৈয়া তথ-তথ-থৈয়া, থগ-থগ-থগ-তত্তিথ-দিগণথৈ॥

২৫। অতঃপর তালপাঠের ঐ বোল অনুসারে সেই তালধারিণীদেবী কাঁসার করতাল হাতে নিয়ে ডানে-বায়ে-উপরে-নীচে ছুঁড়ে ছুঁড়ে কোনও অনির্বচনীয় অষ্টম স্বর ('সারেগামার' মতো এক নূতন স্বর) ঘোষণা করতে লাগলেন, যা লঘু-গুরু-প্লুত-দ্রুত-বিরাম-মাত্রা ক্রমে কখনও বোলের সহিত কখনও এমনই চলতে লাগলো।

২৬। ততশ্চ, শব্দাস্তে মৌরজিক্যা মুরজবরমুখে পাণিনোদ্‌ঘাট্যমানা
ঔপাঙ্গিক্যাপ্যুপাঙ্গং স্ফুরদধরদলং নিন্যিরে কম্প্রকণ্ঠম্।
গায়ন্ত্যো রাগরাজীঃ সময়সমুচিতা হুংক্রিয়াভিঃ কলাভি-
র্যন্ত্রে ঝঙ্কারয়ন্ত্যোঽখিলরবমিলনে দত্তকর্ণা বিরেজুঃ ॥

২৭। সপ্ত স্বরাঃ সদনুবাদিবিবাদিবাদি-,সম্বাদিনঃ স্থলবশেন চতুর্বিভেদাঃ।
তাশ্চৈকবিংশতিরপি শ্রুতয়ো যথাস্বং, গ্রামাস্ত্রয়ঃ শ্রুতিসমা অথ মূর্ছনাশ্চ ॥

২৮। ত্রিলক্ষী তানানাং নবশতযুতৈঃ সপ্তদশভিঃ, সহস্রৈর্যুক্তাষ্টাদশ পরিচিতা জাতিরপি চ।
ত্রিধা রাগাঃ পঞ্চাশদথ পরিপূর্ণাদিভিদয়া, বিশুদ্ধাঃ সঙ্কীর্ণা অপি বহুবিধাঃ প্রাদুরভবন্ ॥

পরিকীর্তিতঃ ।।" ইতি। "ক্রিয়া তু দ্বিবিধা প্রোক্তা নিঃশব্দা চ সশব্দিকা" ইতি ॥

২৬। মৌরজিক্যা মুরজবাদিন্যা পাণিনৈবোদ্‌ঘাট্যমানাঃ শব্দাঃ, উপাঙ্গধারিণ্যা উপাঙ্গং নিন্যিরে, উপাঙ্গমুদ্‌ঘাটয়ামাসিরে ইত্যর্থঃ। স্ফুরদধরদলং কম্প্রকণ্ঠমিত্যুপাঙ্গবিশেষণং ক্রিয়াবিশেষণং বা ॥

২৭। সপ্তস্বরা ইত্যস্যানন্তরশ্লোকস্থেন প্রাদুরভবন্নিত্যনেনান্বয়ঃ। সন্তশ্চ তে অনুবাদ্যাদয়শ্চেতি তথা তৈঃ জহুক্তম্—"চতুর্বিধাঃ স্বরা বাদী সংবাদী চ বিবাদ্যপি। অনুবাদী চ বাদী তু প্রয়োগে বহুলঃ স্বরঃ। রাজরূপঃ স বিজ্ঞেয়োঽনুবাদী ভৃত্যসম্মতঃ। বিবাদী শত্রুবজ্‌জ্ঞেয়ো রাগভঙ্গকরো মতঃ ॥ সংবাদী মন্ত্রিবৎ প্রোক্তঃ স্বরশাস্ত্রবিশারদৈঃ ॥" ইতি। শ্রুতিসমাস্তত্তচ্ছ্রুত্যাচিতা গ্রামাঃ ॥

২৮। তানানামেকোনপঞ্চাশৎসংখ্যত্বেন প্রসিদ্ধানামপি ত্রিলক্ষীতি। তদুক্তম্—"মূর্ছনা এব তানাঃ স্যুঃ শুদ্ধা

২৬। অতঃপর মৃদঙ্গশ্রেষ্ঠেরমুখে মৃদঙ্গীর হাতের চাঁটিতে ধ্বনিত শব্দতরঙ্গ ঝাজাদি-বাদিকাগণ ঝাজাদি বাদ্যে উঠিয়ে নিলেন—তখন তাঁদের অধরদল দীপ্ত হয়ে উঠ্‌ছিল এবং কণ্ঠ কম্পিত হচ্ছিল। আর এদিকে গায়িকাগণ সময়োচিত নিপুণতায় হুঙ্কারধ্বনিদ্বারা রাগরাজি যন্ত্রে ঝঙ্কারিত করাতে করাতে অখিল ধ্বনির এক তানতার দিকে কান ফেলে দীপ্তি পেতে লাগলেন।

২৭। 'সারেগামা' সপ্তস্বর স্থানবিশেষের বশীভূত হয়ে চতুর্বিধ উৎকৃষ্ট বিভিন্নতায় প্রকাশিত হয় যথা—অনুবাদী, বিবাদী, বাদী এবং সম্বাদী। (যে স্বর কার্যকালে প্রচুর ব্যবহার হয় ও রাগের স্বরূপ নিরূপণ করে তাই বাদী, এ রাজার তুল্য। পঞ্চমের তুল্য শ্রুতিবিশিষ্ট স্বর—সম্বাদী, এ পাত্র। গান্ধারাদি চারিস্বর—বিবাদী, এ শত্রু। এদ্ব্যতীত স্বর সমুদয় অনুবাদী, এ রাজপাত্রের অনুচর।

স্বরের অবয়ব শ্রুতি ২২ প্রকার – তীব্রা, কুমুদ্বতী ইত্যাদী। আর এই সব শ্রুতির উচিত তিনটি গ্রাম আছে; যথা ষড়্‌জ, মধ্যম এবং গান্ধার। গ্রামের সপ্তমভাগের নামই মূর্ছনা; স্বর সংমূর্ছিত হয়ে রাগত্ব প্রাপ্তি করে, এ আবার গ্রাম থেকে উৎপন্ন হয়। প্রত্যেক গ্রামের সাতটি করে মূর্ছনা, মোট মূর্ছনা ২১টি—ললিতা, পঞ্চমা, রৌদ্রী ইত্যাদি। এরা সব প্রকটিত হয়ে গেল।

২৮। স্বরের আরোহন মুখে মূর্ছনা সকলই তান হয়। তান সংখ্যা ৪৯ হলেও তান থেকে কূটতানের উদয় হয় বলে এর সম্যক্ গণনা সম্ভব নয়। এই রাসে তিন লক্ষ তান প্রকট হল।(জাতি—রাগের আকর স্থান।

২৯। তত্র— শ্রুতিজাতিমূর্ছনানাং, গমকানাং চাপি পঞ্চদশকানাম্।
ব্যক্তির্ন কণ্ঠতট ইতি বিধিনা বিহিতে চলাচলে বীণে॥

৩০। চিত্রং চিত্রমগো মহ,দিহ রাসারম্ভলীলায়াম্।
কণ্ঠৈরেব হি তাসাং, তয়োঃ পরীক্ষা পরস্পরং চক্রে॥

৩১। ততশ্চ, আদির্যতির্নিসারু,স্তথাড়ু তালস্তথা ত্রিপুটসংজ্ঞঃ।
রূপকঝম্পকমঠা,স্তথৈকতালী চ রঞ্জকঃ সূড়ঃ॥

আরোহণং শ্রিতাঃ। তেষাং ভূরিতরা ভেদাঃ কস্তান্ কার্ৎস্ন্যেন বক্ষ্যতি॥" ইতি। পরিপূর্ণাদি-ভিদয়া রাগাঃ পঞ্চাশৎ মুখ্যাঃ, ত্রিধা প্রথমং ত্রিবিধাঃ, ততশ্চ বিশুদ্ধাঃ সঙ্কীর্ণাঃ, অপিকারাৎ সালগাশ্চেতি বহুবিধাঃ। যদুক্তম্—"স চ রাগস্ত্রিধা পূর্ণষাড়বৌড়বভেদতঃ। তত্র সপ্তস্বরঃ পূর্ণঃ ষট্স্বরৈঃ ষাড়বো মতঃ॥ পঞ্চস্বরৈরৌড়বঃ স্যাৎ প্রত্যেকং ত্রিবিধস্ত সঃ। শুদ্ধ-সালগ সঙ্কীর্ণভেদৈর্ভরতসম্মতঃ॥ অন্যোপজীবিতা-শূন্যঃ শুদ্ধোঽন্যস্যোপজীবনাৎ। সালগঃ স তু বিজ্ঞেয়ঃ সঙ্কীর্ণো দ্বয়-জীবনাৎ॥" ইতি॥

২৯। গমকানাং স্বরকম্পনানাম্; যদুক্তম্—"স্বরস্য কম্পো গমকঃ" ইতি। চলাচলে ইতি; যদুক্তম্—"স্বরাণাং চালনাদ্বীণা চলবীণেতি কথ্যতে। অচলা শুদ্ধবিকৃতস্বরৈর্যুক্তাত্র সম্মতা॥"ইতি। তয়োরেব শ্রুত্যাদীনাং ব্যক্তিরিত্যর্থঃ।

৩০। তয়োর্বীণয়োঃ, চলবীণায়ামচলবীণায়াঞ্চ তাসাং শ্রুত্যাদীনাং পরীক্ষা কণ্ঠৈরেব কর্তৃভিশ্চক্রে কৃত্বা কণ্ঠো-ন্নীতশ্রুত্যাদিদৃষ্ট্যৈব তে বীণে প্রমাণীক্রিয়েতে ইত্যর্থঃ। পরস্পরমিতি কদাচিত্তাভ্যামপি স্বপ্রামাণ্যং প্রৌঢ্যা সংস্থাপ্য কণ্ঠেষু পরীক্ষা চক্রে ইতি বিধিঃ। সর্গদূরবর্তিত্বস্তু গোপ্য ইতি ভাবঃ॥

৩১। অথ তত্র প্রবন্ধগানমনুকথয়িষ্যন্ সূড়াখ্য প্রবন্ধলক্ষণস্য মতভেদেন বৈবিধ্যাত্ত' স্বয়মেব লক্ষয়ন্তি—আদি-

---

শুদ্ধ জাতি ৭ এবং বিকৃত জাতি ১১=মোট জাতি ১৮। শুদ্ধজাতি ষাড়জী আর্ষভী ইত্যাদী। বিকৃত জাতি ষড়্জ কৈশিকী, রক্তগান্ধারী ইত্যাদি।) পরিচিতা জাতি অষ্টাদশ হলেও এই রাসে ১৭ হাজার ৯ শত জাতি প্রকট হল। আরও তিন প্রকার রাগ পরিপূর্ণাদি ভেদে পঞ্চাশ রূপে এবং পরে বিশুদ্ধা ও সঙ্কীর্ণা ভেদে বহুত প্রকারে প্রকটিত হয়ে গেল এই রাসে। (রাগ—উনবিংশতি স্বর ও বর্ণে অলঙ্কৃত চিত্তরঞ্জক ধ্বনি। শ্রী, বসন্তাদি ছয় রাগ। রাগভার্যা—মালশ্রী, তোড়ী ইত্যাদি ছত্রিশ রাগিণী। আবার এদের মিশ্রণে অনন্ত মিশ্র রাগ রাগিণীর উৎপত্তি হয়)।

২৯। এর মধ্যে শ্রুতি জাতি-মূর্ছনার এবং পঞ্চদশ গমকের (স্বর কম্পনের) যে প্রকাশ, তা কণ্ঠতটে হতে পারে না, তাই ব্রহ্মা চল ও অচল দু প্রকার বীণার প্রবর্তন করলেন।

৩০। তথাপি অহো, এখানে রাসারম্ভ লীলায় আশ্চর্য মহান্ আশ্চর্য এই যে চল-অচল বীণার উঠ্তিমুখী শ্রুতি আদির পরীক্ষা গোপীদের কণ্ঠের উপরই করে নিচ্ছেন পরীক্ষকজন অর্থাৎ কণ্ঠোন্নীত শ্রুত্যা-দির দৃষ্টিতেই নির্দ্ধারণ করে নিচ্ছেন, চল-অচল বীণা ঠিক ঠিক বাজছে কি না। কদাচিৎ এই বীণাদ্বয়ও গর্ব-পূর্বক নিজেদের প্রামানিকতার বিষয়টি উঠিয়ে ধরে গোপীদের কণ্ঠের সঙ্গে যাচাই করে দেখে নিচ্ছেন।

৩১। (অতঃপর এখানে প্রবন্ধ-গানের কথা বলতে গিয়ে মহাকবি নিজেই সূড় নামক প্রবন্ধের

৩২। ধ্রুবলক্ষণমণ্ঠলক্ষণা, বথ সূড়াবপি শুদ্ধসালগৌ।
বিবিধা বিষমা গতিস্তয়ো-,স্তত এতাবপি রেজতুস্তদা॥

৩৩। ততশ্চ প্রবন্ধগানানুবন্ধে—
থৈথৈথৈথৈ তিগড়তিগথৈ থেতি পাঠানুকৃত্যা-,বিন্যস্যন্ত্যো ভুবি পদতলং দোল'তামন্তরিক্ষে।
বামাবর্ত্তে সকৃদথ সকৃদ্দক্ষিণাবর্ত্ত এবং, নৃত্যন্ত্যস্তা সরসমধুরং মণ্ডলস্থা বিরেজুঃ॥

৩৪। বক্ত্রে গানং তদভিনয়নং পাণিপদ্মে পদাব্জে
তালো গ্রীবাভুবি বিধুবনং দোলনং নেত্রযুগ্মে।
বামাবামস্খলনবলনা তারকায়াং দৃগন্তঃ
কৃষ্ণে প্রেমা মনসি যুগপত্তুল্যমাসামথাসীৎ॥

রিতি। আদিতালঃ, তদাদিভিরেব তাল্যস্তৈর্নবভিস্তালৈঃ সূড়ো ভবতি। রঞ্জয়তীতি রঞ্জকঃ॥

৩২। ধ্রুবস্য লক্ষণং যত্র, মণ্ঠস্য লক্ষণং যত্র, স চ স চ তাবপি শুদ্ধসালগৌ সূড়ৌ, ততঃ কণ্ঠত এব রেজতুঃ। অথ তয়োঃ সূড়য়োর্বিবিধা গতিরপি ররাজেতি বচনবিপরিণামেন সম্বন্ধঃ। "এলাকরণঢেক্কীভির্বর্তন্যা গোবড়েন চ। লম্ভরাসৈকতালীভিরষ্টভিঃ সূড় উচ্যতে॥" ইতি শুদ্ধসূড়লক্ষণম্। "আদ্যো ধ্রুবস্ততো মণ্ঠঃ প্রতিমণ্ঠো নিষারুকঃ। অড্ডুতালস্ততো রাস একতালীতি সপ্ত তে॥" ইতি সালগসূড়লক্ষণঞ্চ রত্নাকরাদ্যুক্তং গ্রন্থকৃতাং ন সম্মতমিত্যবসীয়তে॥

৩৩। সকৃদেকবারং বামাবর্তে, অথ তথৈবৈকবারং দক্ষিণাবর্তে চেত্যেবম্॥

৩৪। নৃত্যাঙ্গভূতানাং গানাভিনয়াদীনাং পৃথক্ পৃথগবস্থিতিপরিপাটীমাহ—বক্ত্র ইতি। গ্রীবাভুবি গ্রীবাপ্রদেশে বিধূবনং বাদ্যাদের্গীতার্থস্য বাস্বাদনসূচকং কম্পনম্। নেত্রয়োর্দোলনং সভ্যকৃতাস্বাদন-তারতম্যাবধানার্থম্। বামাবাময়োঃ সব্যদক্ষিণয়োঃ স্খলনস্য গতিলাঘবানুকূলপরিবর্ত্তনস্য বলনা সুবলিতত্বম্॥

লক্ষণ করছেন,—মতভেদে এর লক্ষণ বহু প্রকার পাওয়া যায়, সেই কারণে)। 'সূড়' নয় প্রকার যথা—আদি, যতি, নিসারু, অড্ড, ত্রিপুট, ঝম্পক, মণ্ঠক ও একতালী। এ শ্রোতার মনকে রঞ্জিত করে।

৩২। অতঃপর তখন ধ্রুবলক্ষণযুক্ত এবং মণ্ঠলক্ষণযুক্ত দুইটি শুদ্ধ 'সালগ সূড়' এবং তৎপর তাদের বিবিধ বিষম গতিও অতিশয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল গোপীদের কণ্ঠে।

৩৩। অতঃপর প্রবন্ধ-গান আরম্ভে—

'থৈ থৈ থৈ থৈ-তিগড় তিগথৈ-থ', এইরূপ বোল আবৃত্তি অনুসারে ভূমিতলে পদবিন্যাস করতে করতে আর বাহুলতা আকাশে ছুঁড়তে ছুঁড়তে একবার বা পাকে একবার ডানপাকে সরস মধুর ভাবে নাচতে নাচতে গোপীগণ চক্রের পরিধিতে চলে গিয়ে শোভা পেতে লাগলেন।

৩৪। (নৃত্যাঙ্গভূত গান ও অভিনয়াদির পৃথক পৃথক অবস্থিতি পরিপাটি বলা হচ্ছে—)

অতঃপর চলতে লাগল যুগপৎ সমানভাবে মুখে গান, করকমলে তদভিনয় (বাদ্যাদি গীতার্থের আস্বাদন সূচক), গ্রীবাপ্রদেশে কম্পন (সভাসদগণ কৃত আস্বাদন তারতম্য বুঝবার জন্য), নয়নে দোলন আর নয়নতারায় (গতিলাঘব অনুকূল) বামে দক্ষিণে পিছ্‌লনের সুবলিততা, কৃষ্ণে কটাক্ষ এবং মনে প্রেমা।

৩৫।　　জানূৎক্ষেপভুজাবধূননপদন্যাসৈঃ সগর্ভভ্রমৈ-
রত্যুল্লাসবশাদ্দ্রুতেপি নটনে সা সুভ্রুবাং মণ্ডলী।
অন্তর্বর্তিমুকুন্দকান্তিলহরীসূত্রেষ্বিবাগুম্ফিতা
নো ভুগ্না চ বক্রতামুপগতা সব্যাপসব্যক্রমৈঃ !

৩৬।　　পাদন্যাসৈঃ সশব্দৈর্মৃদুমুখরমণীনূপুরধ্বানরম্যৈ-
র্ধীধীধীধীতধীধীত্যনুপমমধুরৈস্তালপাঠৈশ্চ মিশ্রৈঃ।
সব্যাসব্যাঙ্গদোলৈঃ স্খলিতকুচপটং মধ্যভঙ্গাপশঙ্কং
ধুন্বানা বাহুবল্লীং ননৃতুরতিমুদাবর্তয়োরেব তুল্যম্॥

৩৭।　　বৈপিক্যো বৈণবিক্যো মৃদু মৃদু ননৃতুঃ পাদবিন্যাসমাত্রৈ-
র্গায়ন্ত্যস্তালধারিণ্যপি কিমপি তথা গীততালানুকৃত্যা।
শব্দানুদ্ঘাটয়ন্ত্যো বিদধুরথ তথা মৌরজিক্যোঽপি নৃত্যং
দেহং কিংস্বেকসূত্রগ্রথিতমিব দধুস্তাঃ সমং নর্তকীভিঃ॥

৩৮। এবং সব্যাপসব্যভ্রমণকৌতুকে—
　　বামাবর্তেন কৃষ্ণো ভ্রমতি যদি তদা দক্ষিণাবর্তরীত্যা
　　তন্বঙ্গ্যো মণ্ডলস্থা বিদধতি নটনং সম্মুখীনাঃ ক্রমেণ।

৩৫। সগর্ভভ্রমৈর্গর্ভেঽন্তরান্তরা ভ্রমো ঘূর্ণনং তৎসহিতৈঃ। নো ভুগ্না ন ভঙ্গং প্রাপ্তা॥

৩৬। মধ্যস্যাতিকার্শ্যাদ্ভঙ্গ ইবাপ্যগতা শঙ্কা যত্র তদ্যথা স্যাত্তথা ননৃতুঃ। আবর্তয়োর্বামদক্ষিণয়োঃ॥

৩৭। নৃত্যানুরোধবশান্নর্তকীরনুসৃত্য ভ্রমন্তীনাং বৈণিক্যাদীনামপি দৈবাত্তথৈব নৃত্যমেবাভূদিত্যাহ—বৈণিক্য ইতি। উপলক্ষণমেতৎ। শ্রমাপনোদনার্থং ব্যজনধারিণীনাং তাম্বূলাদিসমর্পিকাণাং চানুচরীণামপি॥

৩৫। অতি উল্লাস বশে অন্তরে অন্তরে ঘূর্ণনের সহিত জানু ঊর্ধ্বে ছুঁড়ে ছুঁড়ে বাহুবলয় কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে পদবিন্যাসে দ্রুত নাচলেও সেই সুনয়নামণ্ডলী ভেঙ্গেও পড়ল না, বক্রতাও প্রাপ্ত হল না ডানে বাঁয়ে পদক্ষেপে, ভিতরের মুকুন্দকান্তি লহরী-সূত্রে গাঁথা থাকায়।

৩৬। কোমল শব্দায়মান মণিনূপুরের ধ্বনিতে রমণীয় সশব্দ পদবিন্যাস এবং 'ধী-ধী-ধী-ধীত-ধীধী' এরূপ মধুর বোল আবৃত্তি—এ দুয়ের মিশ্র শব্দের সহিত এবং ডানে বাঁয়ে অঙ্গদোলনের সহিত কুচবস্ত্রের স্খলিত অবস্থায় ও কটি অতি কৃশ বলে যেন ভেঙ্গে পড়ছে, এরূপ হলেও শঙ্কারহিত অবস্থায় বাহুলতা আন্দোলিত করতে করতে অতি হর্ষে নাচতে লাগলেন ডান-বাঁ পাকে সমান ভাবে রমণীমণ্ডলী।

৩৭। বীণাধারিণীগণ ও বেণুবাদিনীগণ শুধু পাদবিন্যাস করে ধীরে ধীরে নাচতে লাগলেন। গায়িকা-গণ ও তালধারিণীগণও সেইরূপ একই ভাবে নাচতে লাগলেন, গান ও তাল অনুসরণে। মৃদঙ্গবাদিকাগণ মৃদঙ্গে উচ্চ ধ্বনি তুলে সেইরূপ একইভাবে নাচতে লাগলেন—তখন মনে হচ্ছিল যেন এঁরা সবাই নর্তকীদের সঙ্গে এঁদের দেহ একই সূত্রে গেঁথে নিয়েছেন।

ইত্থং তাঃ সোঽপি শশ্বৎসরসসকুতুকং প্রাতিলোম্যানুলোম্য-
স্বীকারেণৈব নৈব ভ্রমিনটনকলাকেলিপারং স্ম গাতে ॥

৩৯। দীপালোকে প্রসরতি যথা বামভাগে পুরস্তাদ্-
ধ্বান্তস্তোমঃ সরতি সহসা দক্ষিণেনৈব পশ্চাৎ।
ইত্যন্যোন্যং প্রকটমুভয়োর্ব্যত্যয়ে ব্যত্যয়ঃ স্যা-
ত্তাসাং তস্যাপি চ তনুমহঃপূরয়োস্তদ্বদাসীৎ ॥

৪০। বাদ্যাদি মণ্ডলবিলাসি বিলাসিনীনাং, নৃত্যানুগং চ হরিনৃত্যসহায়মাসীৎ।
গানং তু ভিন্নমভবৎ সুদৃশো জগুস্তং, চন্দ্রাদিকং স তু জগৌ ললিতানি চাসাম্ ॥

৩৮। তম্বঙ্গ্যঃ কথম্ভূতাঃ? কৃষ্ণস্য সম্মুখীনাঃ। ক্রমেণেতি যদি দক্ষিণাবর্তেন কৃষ্ণো ভ্রমতি, তদা তা বামাবর্তরীত্যেত্যর্থঃ। নৈব গাতে স্ম, নৈব প্রাপুঃ, তত্তৎকৌশলোদ্গামস্যাবিরামাদিতি ভাবঃ ॥

৩৯। পুরস্তাদগ্রপ্রদেশে বামভাগে প্রসরতি সতি দীপালোকে ধ্বান্তস্তোমস্তচ্ছায়ারূপঃ, তৎপশ্চাৎপ্রদেশ এব তদ্-দক্ষিণভাগ এব সরতি যথা তদ্বৎ ॥

৪০। মণ্ডলবিলাসি মণ্ডলস্থং বাদ্যাদি হরিনৃত্যসহায়ং সৎ বিলাসিনীনাং নৃত্যানুগঞ্চাসীৎ। সুদৃশঃ স্ত্রিয়স্তং শ্রীকৃষ্ণং জগুঃ। স তু শ্রীকৃষ্ণঃ, চন্দ্রাদিকম্। তচ্চ ক্বচিৎ শ্লেষেণ, ক্বচিৎ দ্বিত্রাক্ষরপরিবর্তেন চ সহ গানং জ্ঞেয়ম্। যথা—(ভ০ র০ সি০ ১।১।১) "অখিলরসামৃতমূর্তিঃ, প্রসৃমররুচিরুদ্ধতারকাপালিঃ। কলিতশ্যামাললিতো, রাধাপ্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি ॥" "যামিনীকৃতরুচিঃ শুচিকান্তি-,শ্চন্দ্রিকাবলিবিভাবি কচশ্রীঃ। ষট্পদালিকলিতৈঃ কলগীতৈঃ, পশ্য ভাতি কুমুদাকর এষঃ ॥" ইতি। আসাং ললিতানি চেতি, যথা—"বদনং মধুরিমসদনং, চলনং দলনং করীন্দ্রকীর্তীনাম্। হসিতং দৃগভিলষিতং, তব সবয়ো বর্ণ্যতাং কেন ॥" ইতি।

৩৮। অতঃপর ডান-বাঁ পাকে ঘূর্ণিনৃত্যকৌতুকে— কৃষ্ণ যদি বাঁ পাকে ঘুরপাক খেতে লাগলেন তখন মণ্ডলস্থা সুন্দরীগণ কৃষ্ণের সম্মুখীন হয়ে ডান পাকে ঘুরপাক খেতে লাগলেন, আবার কৃষ্ণ যদি ডান পাকে তখন এঁরা বা পাকে—এরূপে নৃত্য চলতে লাগল।

৩৯। দীপালোক বামভাগে সম্মুখে সরে সরে গেলে যেমন দক্ষিণ ভাগের ছায়ারূপ অন্ধকাররাশি সরে সরে আসে, আবার কখনও এইরূপ পরস্পর উভয়ে উল্টাপাল্টা ভাবে প্রকাশিত হয় তেমনই ভাবে গোপীদের এবং কৃষ্ণের পরস্পর উল্টাপাল্ট চলনে তাঁদের তনুর পীতশ্যাম জ্যোতিপুঞ্জ উল্টাপাল্টা ভাবে চলছিল যথা দীপ স্বরূপ গোপীগণ বামভাগে সম্মুখে সরে সরে গেলে তাঁদের ছায়ার মতো কৃষ্ণ রূপ অন্ধকার তাঁদের কাছে সরে সরে আসছিল, আবার এর উল্টাও হচ্ছিল।

৪০। চক্রবেড়ে অবস্থিত বাদ্যাদি হরির নৃত্যের সহায় হওত বিলাসিনী গোপীগণের নৃত্যানুযায়ী হচ্ছিল। গান কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ হচ্ছিল—সুনয়নী রমণীগণ গাইছিল শ্রীকৃষ্ণমাধুরী, 'অখিলরসামৃতমূর্তি' ইত্যাদি; আর কৃষ্ণ গাইছিল চন্দ্রের মাধুরী, 'যামিনীকৃতরুচি' ইত্যাদি। গোপীগণ আবার কখনও ললিত রাগিনীতে গাইছিল 'বদনং মধুরিমসদনং' ইত্যাদি।

৪১। তাসাং তালবিমোক্ষ-নির্ভরহতিক্ষোভেণ নিঃসারিণা
পাদাম্ভোরুহ-শীধুনেব পুলিনং তৎ সিক্তমাসীদিব।
যত্তাদৃশ্যতিমাত্রচিত্রনটনাবেগেঽপি নৈকং রজো
ধূতং কিং নু রজাংসি তান্যপি তদানন্দেন জাড্যং যযুঃ॥

৪২। কিঞ্চ, প্রত্যেকং সুদৃশাং কপোলফলকে বিম্বোদগতং নৃত্যতঃ
শ্রীকৃষ্ণস্য বপুঃ সনৃত্যমপি তদ্ব্রূতে স্ম তং কিঞ্চন।
তাসামাননপদ্মধূননবিধি-ব্যাধূতমাসাং যথা
না না না সুরসা তথাত্র ভবতো নৃত্যস্য লক্ষ্মীরিতি॥

৪৩। নৃত্যন্ত্যঃ কতিচিৎ সরোরুহদৃশঃ প্রারব্ধনৃত্যান্তরে
কৃষ্ণালিঙ্গনমঙ্গলোৎসবনবপ্রোদ্ভূতরোমোদ্গমঃ।
জাতোৎকণ্ঠমকুণ্ঠকণ্ঠকুহরং প্রোন্নীয় রাগান্তরং
গায়ন্তি স্ম নিশম্য যৎ প্রমুমুহুঃ সঙ্গীতদেব্যোঽপি চ॥

৪৪। অসংকীর্ণান্ জাতিশ্রুতিগমকবর্গেণ সরসান্, সগান্ধারগ্রামান্ বিশকলিতভেদান স্বরগণান্।
সমুন্নিন্যে কাচিৎ সমমঘভিদা তেন চ মুহুঃ, পুপূজে সা সাধ্বিত্যনুপমমুদা মোদিতহৃদা॥

৪১। শীধুনেতি প্রস্বেদরূপ-মধুনেত্যর্থঃ॥

৪২। বিম্বোদ্গতং প্রতিবিম্বিতমিতার্থঃ। তৎ কৃষ্ণস্য সনৃত্যং বপুঃ কর্তৃ তং শ্রীকৃষ্ণং নৃত্যন্তং কিঞ্চন ব্রূতে স্ম। আসাং যথা নৃত্যস্য লক্ষ্মীঃ সুরসা তথা ভবতঃ। না না না ইতি প্রৌঢ্যা নিষেধত্রয়ম্॥

৪৩। উৎসবেন নবং নবং যথা স্যাত্তথা, প্রোদ্ভূতো রোমোদ্গমো যাসাং তাঃ॥

৪১। গোপীদের তাল-উঠানোর অতিশয় চাপরূপ মন্থনে নিংড়ানো পাদকমলের ঘর্মরূপ মধুতে সেই পুলিন যেন ভিজে গিয়েছিল। যেহেতু তাদৃশী অতিমাত্র আশ্চর্য নটনবেগেও একটি ধূলিকণাও সেখানকার উড়তে আরম্ভ করে নি। অহো এই রাসানন্দে ধূলিকণাগুলিও কি জাড্য প্রাপ্ত হয়ে গেল।

৪২। আরও, প্রত্যেক সুনয়নীদের কপোলফলকে সনৃত্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতিবিম্ব পড়েছিল, যা আন্দোলিত হচ্ছিল গোপীদের মুখ-দুলানোর তালে তালে। সেই নাচুনি প্রতিবিম্ব নৃত্যপরায়ণ কৃষ্ণকে যেন কিছু বলছিল, ওগো নটনপণ্ডিত, এ-রাসমণ্ডলে গোপীদের নৃত্যের যেমন শোভা তেমন সুরসা শোভা তোমার নৃত্যে হয় না হয় না হয় না।

৪৩। নৃত্যপরায়ণ কোনও কোনও কমলনয়নী আরব্ধ নৃত্যের শেষে কৃষ্ণালিঙ্গন-উৎসবে নবনব ভাবে বিপুল রোমাঞ্চ ধারণ করে, উৎকণ্ঠায় আকুল হয়ে উদার কণ্ঠকুহরে অন্য এক রাগ গাইতে লাগলেন, যা শুনে সঙ্গীতদেবীগণও একেবারে মূর্ছাগত হয়ে পড়লেন।

৪৪। কোনও গোপী অঘনাশন কৃষ্ণের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে উদার, জাতি-শ্রুতি-গমকবর্গের দ্বারা সরসীকৃত, গান্ধার নামক গ্রামযুক্ত এবং সম্পূর্ণ ভেদবিশিষ্ট স্বরনিকর ঠিক ঠিক কণ্ঠে তুলে নিলেন। এতে কৃষ্ণ

৪৫। সগরিমপধনিষু সকলা-,লঙ্কৃতিমণিভিঃ সুমঞ্জুলশ্রুতিষু।
স্বরসমুদয়েষু তাসাং, ধামসু চ প্রীতিমাযযৌ কৃষ্ণঃ ॥

৪৬। তা ধিক্ তা ধিগিতি ননাদ যন্মৃদঙ্গ-,স্তচ্ছ্রুত্বা সুরপুরনর্ত্তকীসমাজঃ।
আশ্বাসং সমলভত স্বকীয়নিন্দা-,বাদোঽপি শ্রবণরসায়নঃ স তাসাম্ ॥

৪৭। এবং স্বাতন্ত্র্যেণ নর্ত্তিত্বা সমনন্তরমনন্তরসোঽন্তরসোষ্যমাণমদমদনানন্দো মুকুন্দো নৃত্যন্তীষু বাদয়ন্তীষু মণ্ডলস্থাষু রমণীমণীষু,—

বৈদগ্ধ্যোবাস্ত দেব্যা স্বয়মিব রচিতাং সর্বখেদাপনুত্ত্যৈ
সৌহিত্যোপায়সিদ্ধৌষধিমিব সরসাং প্রেমপীযূষবর্ষৈঃ।
দোর্ভ্যামালিঙ্গ্য রাধাং সতড়িদিব ঘনো হেমবল্ল্যেব রুদ্ধ-
স্তাপিঞ্ছঃ পিঞ্ছমৌলিঃ সহ নটনকলাকৌতুকেনাননর্ত্ত ॥

৪৪। বিশকলিতা অখণ্ডিতাঃ সম্পূর্ণা এব ভেদা যেষাং তান্ ॥

৪৫। তাসাং রসমুদয়েষু ধামসু রূপেষু চ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রীতিমাযযৌ প্রাপ্তঃ। দ্বয়েষু কথম্ভূতেষু ? সগরিমপধনিষু ষড়্জ গান্ধার-ঋষভ মধ্যম পঞ্চম-ধৈবত-নিষাদেষু; পক্ষে, স ইতি কৃষ্ণবিশেষণম্; গরিমাণং গৌরবং পাতি রক্ষতি যদ্ধনং লাবণ্যমাধুর্যাদি তদ্বৎসু। সকলাঃ কলসহিতাঃ সকৌশলা বা অলঙ্কৃতিমণয় আলপ্ত্যঙ্গভূত মুখ্যালঙ্কারাস্তৈঃ সুমঞ্জুলাঃ শ্রুতয়ো দ্বাবিংশতি র্যেষাং তেষু, পক্ষে স্পষ্টম্। শ্রুতিঃ শ্রোত্রং খ্যাতিঃ শ্রবণং বা ॥

৪৬। তা নর্তকীর্ধিক্ ॥

৪৭। এবং তন্ত্র্যেণ নর্তিত্বা দোর্ভ্যাঃ রাধামালিঙ্গ্য ননর্ত। কীদৃশীম্ ? অস্ত শ্রীকৃষ্ণস্য সর্বখেদাপনুত্ত্যৈ বৈদগ্ধ্যা দেব্যৈব স্বয়ং রচিতাম্। সৌহিত্যং তৃপ্তিঃ। সতড়িদিত্যাদিদৃষ্টান্তদ্বয়েন সৌন্দর্য সুবলিতত্বে উক্তে ॥

অনুপম হর্ষে উৎফুল্ল হয়ে বার বার ঐ গোপীকে 'সাধু সাধু' বলে সম্মান দেখালেন।

৪৫। ঐ গোপীদের মধুর ধ্বনিযুক্ত আলাপচারীর অঙ্গভূত মুখ্য অলঙ্কারে সমঞ্জুল বাইশ শ্রুতি-সমন্বিত 'সগরিমপধনি' সপ্ত স্বর সমুদয় শ্রবণে এবং তাঁদের গৌরবের পালক লাবণ্য-মাধুর্যাদি ধনে মণ্ডিত ও সমস্ত অলঙ্কারের মণিদ্বারা পরম সুন্দর কর্ণ থেকে উদ্গত রূপের ছটা দর্শনে প্রীতি প্রাপ্ত হলেন কৃষ্ণ।

৪৬। 'তা-ধিক্-তা-ধিক্' মৃদঙ্গ বাজছিল, তা শুনে স্বর্গীয় নর্তকী সমাজ অতিশয় প্রবোধনই লাভ করছিল। কারণ এ তাদের নিন্দাবাদ হলেও কর্ণরসায়ণ হচ্ছিল যে।

৪৭। এইরূপে রাসমণ্ডলস্থ রমণীমণিগণ নৃত্য করতে থাকলে এবং মৃদঙ্গাদি সকল বাদ্যনিচয় বাজতে থাকলে ক্রমবর্ধমান কাম-গর্ব-কামানন্দে পূর্ণহৃদয়, অনন্তরসস্বরূপ মুকুন্দ স্বাধীন ভাবে নাচবার পর—

সর্বখেদ অপনোদনের জন্য বৈদগ্ধীদেবী কর্তৃক স্বয়ং রচিতা, তৃপ্তির উপায় সিদ্ধৌষধির মতো এবং প্রেমপীযুষ-বর্ষণে সরসা রাধাকে ভুজযুগলে আলিঙ্গন-বদ্ধ করে বিজলি-বিজড়িত মেঘের মতো বা স্বর্ণলতা জড়িত তমালবৃক্ষের মতো পিঞ্ছমৌলি মুকুন্দ নটন কলা কৌতুকে নাচতে লাগলেন।

৪৮। ভগ্নাবস্থিতমন্মথেষু কলিকাকৃষ্টৈর্মণিশ্চুম্বকো
রাধা তেন সমং ননর্ত্ত যদিদং তদ্বীক্ষ্য তাঃ সুভ্রুবঃ।
তস্যা লাস্যকলানুকূল্যকলনে জাতস্পৃহা অপ্যমু-
গাতুং বাদয়িতুং তথানুনটিতুং নৈশ্বর্য্যমাপেদিরে ॥

৪৯। গুণসম্প্রসারণ-বিকার-দীর্ঘ-হ্রস্বভাবাঃ কিল যে অভ্যাসধর্মাস্তে কিল ন সর্বত্রেতি নৈতদাশ্চর্য্যম্,—অভ্যাসমন্তরেণাপি তস্যাস্তদ্‌গুণানাং স্বভাবসিদ্ধত্বাৎ ॥

৫০। যদালোক্য উর্বশী বশীভূতা অপরা অপ্সরসঃ সরসত্রপাময়স্য পয়োঽবললম্বির ইব গতাশ্চারণ্যশ্চারণ্যসীমানং মানং জহুঃ, সিদ্ধনার্য্যো নার্য্যোচিতচরিতা গন্ধর্ব্যো দেব-মুনিবধ্বশ্চ কেবলং কুসুমানি কিরন্তি স্ম, স্মরন্তি স্ম স্মরগরিমসৌভাগ্যম্ ॥

৪৮। ঐশ্বর্যং নাপেদিরে, ন শক্তা বভূবুরিত্যর্থঃ ॥

৪৯। বোভূয়তে, বিদিদ্যুতে, চকার, দদৌ, পাপচ্যতে—ইত্যাদিষু ক্রমেণ যে (পা০ ৭।৪।৮২) "গুণো যঙ্‌লুকোঃ ইত্যাদিলক্ষণৈর্গুণাদয়োঽভ্যাসধর্মা দ্বিরুক্তস্য পূর্বোঽভ্যাসস্তদীয়া ধর্মাস্তেন সর্বত্র ন সার্বত্রিকাঃ ক্বচিদব্যভিচরন্ত্যপীত্যর্থঃ যদুক্তম্,—"অভ্যাস বিকারেষ্বপবাদা নোৎসর্গান্ বাধন্তে" ইতি। পক্ষে, গুণানাং নৃত্য-গীত-পাণ্ডিত্যাদিনাং সম্যক্ প্রসারণমাবিষ্করণং তচ্চ বিকারাণামৌৎসুক্য-মদ-চাপল্যাবেগাদীনাং মনোবিকারাণাং দীর্ঘহ্রস্বস্বভাবা দৈর্ঘ্যহ্রস্বত্বানি কদাচিদ্‌বহুত্বং কদাচিদল্পত্বমিত্যর্থঃ। তে চ তে তথা অভ্যাসঃ পৌনঃপুন্যেনানুশীলনং তদ্ধর্মাঃ, তত্র ভবা ইত্যর্থঃ। তথাভূতা অপি ন সর্বত্র ন হি সর্বেষু জনেষ্বেবাভ্যাসমাত্রেণৈব তে ভবন্তীত্যর্থঃ। তস্যা রাধায়াঃ; তদ্‌গুণানাং তেষাং গুণানাং স্বভাবসিদ্ধত্বাদভ্যাসং বিনাপি নিত্যং সত্তা বর্তত এবেত্যর্থঃ ॥

৫০। যৎস্বভাবসিদ্ধত্বমালোক্য পর্যালোচ্যেত্যর্থঃ। ত্রপাময়স্য সরসস্তড়াগস্য পয়োঽবললম্বিরে, ত্রপামগ্না বভূবুরিত্যর্থঃ। চারণ্যশ্চারণস্ত্রিয়ঃ; অরণ্যসীমানং লজ্জয়া বনান্তম্; কুসুমানি কিরন্তি স্মেতি, তত্র বর্ষণার্থমিতি ভাবঃ ॥

৪৮। কামদেব ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়লে তার ধনুকের চূর্ণ-অংশ আকর্ষণ করে যিনি নাম ধরলেন চুম্বকমণি সেই তাঁর সহিত রাধা যদি নটনকলা কৌতুকে নাচতে লাগলেন, তখন তা দেখে সেই সুভ্রূগণ রাধার লাস্যকলার আনুকূল্য করবার জন্য জাতস্পৃহ হলেও রাধার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেইরূপ গাইতে বাজাতে নাচতে সমর্থ হলেন না।

৪৯। নৃত্যগীত পাণ্ডিত্যাদি গুণের সম্যক্ প্রকাশ এবং ঔৎসুক্য-মদ-চাপল্যাদি মনোবিকারের অল্পবিস্তর স্বাভাবিকতা প্রাপ্তি পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের দ্বারা জন্মে ঠিকই, তবে সকল জনেই যে অভ্যাসমাত্রে জন্মে, তাও নয়। রাধার গুণের স্বভাবসিদ্ধতা হেতু তাতে কিন্তু এসব বিনা অভ্যাসেই নিত্য বর্তমান।

৫০। এই স্বভাবসিদ্ধতা পর্যালোচনা করে—উর্বশী রাধার বশীভূতা হয়ে পড়লেন, অপর অপ্সরাগণ সরস লজ্জাময় জলাশয় যেন আশ্রয় করে লুকিয়ে পড়লেন, চারণ-স্ত্রীগণ বনপ্রান্তে সরে পড়লেন, সিদ্ধগণের স্ত্রীরা গর্ব ত্যাগ করলেন, গন্ধর্ব-স্ত্রীগণ আর্যোচিত চরিত্র থেকে বিচ্যুত হয়ে গেলেন এবং দেব-মুনিবধূগণ কেবল পুষ্পবর্ষণ করতে লাগলেন, আর কামগৌরব-সৌভাগ্য স্মরণ করতে লাগলেন।

৫১। রাধাকৃষ্ণৌ স্বরৌঘং গরিমনিরিগমং ধৈবতাংশগ্রহাভ্যা-
মারোহেণাবরোহেণ চ গমকময়ং রম্যমুল্লাসয়ন্তৌ।
তেনাতেনেতি নানারসমথ নটনং গানমপ্যূঢ়রাগৌ
তেনাতে নেতিলোকং সরভসকুতুকোল্লাসমন্যোন্যজিষ্ণূ॥

৫২। তালাবসানসময়ে করপদ্মকোশ-,ন্যাসং হরিঃ প্রিয়তমোরসি সংবিধত্তে।
বামেন পাণিসরসীরুহকোরকেণ, সাপি প্রিয়স্য বিনিরস্যতি বাহুদণ্ডম্॥

৫৩। এবং চ বঞ্চনরহিত-প্রণয়োন্মুখেন মুখেন নিখিলসুন্দরীহৃদয়দরীহৃদয়মতিসহৃদয়ো হৃদয়োদিত-মদনমোদামোদাতিলালসোঽলসোঽপি ক্ষণমপি তাভির্মণ্ডলগতাভিরাভীরভীরুভিঃ সার্দ্ধং ক্ষণমপি মধ্যস্থিতয়া সমং নিঃসমং নটতি॥

৫৪। এবমাহিতবলয়সলয়-সরসনৃত্যবিলাসেন রুচিরং চিরং সময়ং গময়িত্বা প্রতিব্যক্তি ব্যক্তিমাপৎস্য-

---

৫১। ধৈবতস্যাংশশ্চ গ্রহশ্চ তাভ্যাং সহ; তদুক্তম্—"অংশস্তু ব্যঞ্জকো গেয়ে যস্য সর্বেঽনুগামিনঃ। যঃ স্বয়ংগ্রহতাং যাতো ব্যাসাদীনাং প্রয়োগতঃ॥" ইতি। "গ্রহ আগ্রহ ইত্যুক্তো যো গীতাদৌ সমর্পিতঃ" ইতি; "ন্যাসঃ স্বরস্তু স প্রোক্তো যো গীতস্য সমাপ্তিকৃৎ" ইতি। তেনা তেনা ইত্যালাপে মঙ্গলসূচকম্; তেনাতে বিস্তৃতবন্তৌ, ন ইতি লোকং লৌকিক-প্রকাশরহিতং যথা স্যাত্তথেত্যর্থঃ। শব্দপ্রাদুর্ভাবেঽব্যয়ীভাবঃ॥

৫২। তয়োর্নাট্যাঙ্গসম্পাদনেনৈব শৃঙ্গারবিলাসচাতুরীমাহ—তালাবসানেতি॥

৫৩। হৃদয়দরীং হরতীতি ক্বিপ্। অয়ং শ্রীকৃষ্ণোঽতিসহৃদয়ঃ॥

৫৪। আহিতোঽর্পিতো বলয়ে রাসমণ্ডলে সলয়ঃ সরসশ্চ যো নৃত্যবিলাসস্তেন প্রতিব্যক্তি জনে জনে ব্যক্তিং

৫১। এরই মধ্যে হর্ষমিশ্রিত কৌতুক-উল্লাসে একে অন্যকে জয়ের ইচ্ছা বিশিষ্ট ও প্রগাঢ় রাগময় রাধাকৃষ্ণ ধৈবত-অংশ (সপ্তস্বরের একটি) ও গ্রহ (গীতের প্রারম্ভিক স্বর) সহ আরোহ-অবরোহের দ্বারা গমক-ময় 'গরিমণিবিগম' স্বরসমূহ (গান্ধারাদি সপ্তস্বর) রমণীয়ভাবে প্রকাশ করতে করতে 'তেন তেন' এরূপ মঙ্গল সূচক আলাপে নানারস এবং তৎপর নাচগান উল্লসিত করে উঠালেন, লৌকিক প্রকাশ রহিত ভাবে।

৫২। (তাঁদের দুজনের নাট্যাঙ্গ সমাপনে শৃঙ্গারবিলাসচাতুরী বলা হচ্ছে—)

তাল-অবসান সময়ে শ্রীহরি নিজ উদ্দেশ্য সাধনে করপদ্মকোশরূপ 'ন্যাস' (গীতের সমাপ্তির সূচক স্বর) প্রিয়তমার বক্ষোপরি ধরতে থাকলেন, রাধা বামপাণিপদ্মকোরকের দ্বারা প্রিয়ের বাহুদণ্ড এক ঝট্‌কায় দূরে সরিয়ে দিতে লাগলেন।

৫৩। এইরূপে আরও, বঞ্চনরহিত-প্রণয়োন্মুখ মুখের মাধুর্যে নিখিল সুন্দরীগণের চিত্তহারী ও অতি সহৃদয় কৃষ্ণ হৃদয়োত্থ কামানন্দের আমোদে অতি লালস-অলস হলেও ক্ষণকাল সেই রাসচক্রের ঘেরে অবস্থিত আভীর স্ত্রীগণের সঙ্গে এবং ক্ষণকাল কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত রাধার সঙ্গে নিঃসম ভাবে (মস্তক দুলিয়ে দুলিয়ে) নাচতে লাগলেন।

৫৪। এইরূপে সুবিন্যস্ত রাসমণ্ডলে লয়ের সহিত সরস নৃত্যবিলাসে মনোজ্ঞ দীর্ঘ সময় কাটিয়ে

মানং পৃথক্ পৃথক্ তরতমভাবেন ভাবেন চাঙ্গিকেন সুকোমলকরকমলকমনীয়ামলাস্যং লাস্যং দিদৃক্ষুরুবাচ ॥

৫৫। 'অয়ে ক্ষণমধুনা বিরম্যতাম্, রম্যতাং পুনরালোকয়িষ্যে, তদুচিতং বিশ্রমণম্' ইতি সর্বাসু হিমবালুকাসমহিমবালুকাসমবেতে পুলিনোদরে দরেহিতালস্যলস্যমানতয়া সলীলমুপবিষ্টাসু তাসু তস্মিন্নপি সময়কোবিদা বিদামগ্রণীঃ সপরিজনবৃন্দা বৃন্দা বৃন্দাবনদেবতা যোগমায়া চ যাচমানা তস্য চ তাসাং চ প্রীতিবিশেষমশেষমতিমনোহরং মণিময়-চষক তিরস্কারি-পলাশ-পলাশ-পুটক-পটলোপনীতমতিশীতমতিমধুরফলফলরসকুসুমরসাদিকং রসাদিতমপরিমিতমিতরানির্বাহ্যমতিরম্যতাম্বুলমাল্যানুলেপসহিতং হিতং তৎসময়স্য সমুপনিন্যতুঃ ॥

৫৬। তদবলোক্য বয়স্যগণৈঃ সহ কৃতং পুলিনজেমনমনবরতানন্দতুন্দিলেন বয়স্যাজনৈঃ সহ করিষ্যমাণপুলিনজেমনমনসা মনসা বিস্মারয়তেব তেন তাভিঃ সগ্ধিবৈদগ্ধিকয়া কমপি সময়ং গময়িতুমারম্ভে বিধীয়মানে দিবি দিবিষদো ভাবিকৌতুক-দিদৃক্ষয়াঽক্ষয়াভিলাষা নাপসস্পৃঃ, নাপি সাপরাধতয়া তৎ পুনরহো রহোজেমনং

প্রাকট্যমাপৎস্যমানং প্রাপ্স্যমানং সুকোমলাভ্যাং করকমলাভ্যাং কমনীয়ঞ্চ তদমলমাস্যং যত্র তচ্চেতি তথা তৎ ॥

৫৫। হিমবালুকা কর্পূরঃ; লস্যমানতয়া কাম্যমানত্বেন; তস্মিন্নপ্যুপবিষ্টে সতি। পলাশস্য কিংশুকবৃক্ষস্য পলাশপুটকানাং দলপুটকানাম্; অতিমধুরং ফলং পরিণামো যস্য তাদৃশং ফলরসং রসাদিতং রসৈঃ স্বাদৈরদিতম্; অখণ্ডিতমতিরস্কৃতমিত্যর্থঃ ॥

৫৬। বয়স্যগণৈঃ সহ কৃতং পুলিনজেমনং বিস্মারয়তেব মনসা করণেন তেন কৃষ্ণেন কর্ত্রা সগ্ধিবৈদগ্ধিকয়া সহভোজনবৈদগ্ধ্যেন সময়ং গময়িতুমারম্ভে ক্রিয়মাণে সতি। তেন কথম্ভূতেন ? বয়স্যাজনৈঃ সহ করিষ্যমাণে পুলিনজেমনে

দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের লাস্য (স্ত্রীনৃত্য) দেখবার ইচ্ছায় তাঁদের প্রতিজনের নিকট তার কিছু বক্তব্য পেশ করলেন, চিত্তগত ভাবের বিষয়ে পৃথক্ পৃথক্ ও তরতম ভাবে, আর নিজের আঙ্গিক সৌন্দর্য বিষয়ে সুকোমল করকমল যুগলের কমনীয়তা ও অমল মুখচন্দ্রের উজ্জ্বলতা তাঁদের সম্মুখে তুলে ধরে।

৫৫। 'হে প্রিয়তমাগণ ! এখন ক্ষণকাল জিরিয়ে নেও। আমাদের রুচিকর কিছু পুনরায় পরে দেখবো। তদুচিত বিশ্রাম তো চাই।' একথার পর কৃষ্ণ ও গোপীগণ কর্পূর কোমল শীতল বালুকাময় পুলিনের মাঝে কিঞ্চিৎ লীলা-আলস্যে কমনীয় ভাবে বসে গেলেন। সেই সময়ে প্রার্থয়মানা, সময়াভিজ্ঞা, বুদ্ধিমতীর অগ্রণী যোগমায়া ও পরিজনবর্গের সহিত বৃন্দাবনাধিষ্ঠাত্রী বৃন্দাদেবী এসে উপস্থিত হলেন—এই রমণ রমণীদের প্রীতিবিশেষদায়ী, সময়োপযোগী, অপর্যাপ্ত এবং অতি মনোহর উপায়ন নিয়ে। যথা—মণিময় পানপাত্রতিরস্কারী পলাশপত্রের দোনায় ধরা অতি শীতল, অতি মধুর, পরিনামে হিতকারক ফলের রস এবং পুষ্পমধু প্রভৃতি। স্বাদে নিখুঁত, অপর্যাপ্ত, সাধারণ জন বানাতে পারে না এমন অতি রমণীয় তাম্বুল মাল্য-অনুলেপন।

৫৬। এই সব দর্শন করে সখাগণের সঙ্গে কৃত পুলিনভোজন লীলা ভুল হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হল কৃষ্ণের। মন ভরে উঠল তখন শুধু সম্মুখের এই সখীজনের সঙ্গে যে পুলিন ভোজন লীলা এই এক্ষণ-ই সম্পাদিত হবে, তাতেই অজস্র আনন্দ পূর্ণ মনে সহভোজন বৈদগ্ধীতে সময় কাটতে লাগলো। এদিকে আকাশে ব্রহ্মাদি দেবগণ ভাবিকৌতুক দেখবার জন্য অক্ষয় অভিলাষ যুক্ত হওয়াতে অন্যত্র সরে যেতেও পারলেন না,

চ দদৃশুরপি তু স্বস্বপটৈরেব তিরস্করিণীং বিস্তারয়ামাসুঃ ॥

৫৭। এবমতিকৌতুকেন কেনচিদ্রহসি হসিতোপহসিতাদিনা মদন-মদনটনতরসা রসান্তরপ্রাপ্তাবিব বিবর্জিত-হ্রীসঙ্কোচে বলবত্তরতরঙ্গে প্রেমানন্দসরস্বতি স্বতিসহজে সহ-জেমনং ফলফলরসপানকাদের্বিধায় বনদেবতাভিরপিহিতাদরাভিরাভিরাম্যতঃ সমুপনীত-শীতসলিলমাচম্য ঘনসারসারস্থ-মুলতাম্বুলবীটিকামিতরেতরতরলতর-কৌতুকোপনীয়মানামাস্বাদ্য তরণিতনয়য়া নয়যাপিতেন কুমুদগন্ধিনা মরুতা রুতানি দীর্ঘীকুর্বতা মদকলকলহংস-সারসানাং মৃদুমধুরেণ মন্দমন্দমুপবীজ্যমানোঽজ্যমানোঽতিসারস্যেন পুনরপি বীরপানানন্তরং কামসংগ্রামকলামিব লাস্যলীলামারভমাণো লীলোপবেশমপহায় সমুত্তস্থৌ ॥

৫৮। উত্থায় চ—

পূর্বং গানাদ্যকৃত যদহো হন্ত তস্যাতিরিক্তং রাগং বংশ্যা স্বয়মথ জগৌ দুর্গমং গীতবিদ্ভিঃ।

গ্রামং গান্ধারকমুপনয়ন্নেষ তস্যানুগানে, গায়ন্ত্যস্তাঃ পুনরনুযযুর্মৌরজিক্যাদিযুক্তাঃ ॥

মনো যস্য তেন; তিরস্করিণী অন্তঃপটম্;—"প্রতিসীরা জবনিকা স্যাত্তিরস্করিণী চ সা" ইত্যমরঃ ।।

৫৭। প্রেমানন্দ এব সরস্বান্ সমুদ্রস্তস্মিন্ বলবত্তরতরঙ্গে সতি। কথম্ভূতে? সুষ্ঠু অতিসহজে নিরুপাধিকে ইত্যর্থঃ। মদনমদেনৈব নটনতরো নাট্যবেগস্তেন রসান্তরপ্রাপ্তাবিব সত্যাং বিবর্জিতো হ্রীসঙ্কোচো যত্র তস্মিন। অপিহিতাদরাভিরনাচ্ছাদিত সম্মানাভিঃ। অভিরামস্য ভাব অভিরাম্যম্। তরণীতনয়য়া, নয়েন নীত্যা, যাপিতেন প্রস্থাপিতেন। স্পষ্টম্ ॥ (৫৮)।

আবার পূর্বে সখাসঙ্গে পুলিন ভোজন কালে অপরাধ করে ফেলেছিলেন বলে এই রহো ভোজন দর্শন করতেও সাহস পেলেন না, তাই নিজ নিজ বস্ত্র উঠিয়ে পর্দা দিয়ে দিলেন।

৫৭। এইরূপে নির্জনে অতি কৌতুকে কোনও অনির্বচনীয় হাস্য পরিহাসাদি মদনমত্ত রূপে নাট্যবেগে রাসরসিকে যেন রসান্তর প্রাপ্তি হল। রাসমণ্ডলস্থ প্রেমানন্দ সমুদ্রে তখন লজ্জা-সঙ্কোচ বিবর্জিত নিরুপাধি উত্তাল তরঙ্গ উঠলো। এমত অবস্থায় গোপীনাথ ফল এবং ফলের রসের পানীয় প্রভৃতি দ্বারা সহভোজন নির্বাহ করে নিয়ে খোলাখুলি সম্মানের সহিত বনদেবতাদের দ্বারা অভিরাম ভাবে সম্মুখে আনীত শীতল জলে আচমনীয় করলেন। অতঃপর তিনি পরস্পর অতি তরল কৌতুকে মুখের সম্মুখে ধরা কর্পূর-পদ্মমূলে সাঁজা তাম্বুল বীটিকা আস্বাদন করতে লাগলেন। এমন সময় যমুনাদ্বারা ন্যায়সঙ্গতভাবেই প্রেরিত, কলহংস-সারস-কুলের আনন্দ কলধ্বনি বহনকারী কুমুদগন্ধী বায়ু কৃষ্ণকে হাওয়া করতে লাগল ধীরে ধীরে মৃদুমধুর ভাবে। অতঃপর বীরপান (যুদ্ধে যাওয়ার পূর্বের মদপান) করবার পর কৃষ্ণ দীপ্ত হয়ে উঠে কামসংগ্রামকলা সম নৃত্য-লীলা আরম্ভ করবার ইচ্ছায় লীলা উপবেশন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন।

৫৮। উঠে দাঁড়িয়েই—

গান্ধার নামক গ্রাম (স্বর-সংঘাত) মূর্ত করে উঠাতে উঠাতে বংশীতে স্বয়ং যে রাগ গাইলেন, তা অহো পূর্বে গাওয়া গানের থেকে হায় হায় অতিরিক্ত এবং সঙ্গীত শাস্ত্রে পণ্ডিতগণেরও দুর্গম। এর পিছু দোহারিতে গায়িকা দেবীগণ পুনরায় গাইতে লেগে গেলেন মৃদঙ্গবাদিকাদের সঙ্গতে।

৫৯। তন্ত্রীকণ্ঠাদি-সর্বস্বরমিলনবিধৌ চারু সম্পন্নমাত্রে
পঙ্‌ক্তীভূয় স্থিতানাং কনকদলরুচাং গায়নীনাং পুরস্তাৎ।
স্থিত্বা তালাবসানে ঝটিতি ঝণঝণৎকারি সঙ্গীতবিদ্যো-
দগীর্ণং ধামেব কাচিন্নটনরসকলাচার্য্যবর্য্যাবিরাসীৎ ॥

৬০। আকুঞ্চজ্জানু কৃত্বা পৃথুনি কটিতটে বামমর্দ্ধেন্দুমন্যদ্-
ব্যাকোশং পদ্মকোশং মৃদুললিতমথোন্নীয় কুঞ্চৎকফোণি।
ক্ষীণক্ষীণাববলগ্নং হ্রসিতবলি সমুচ্ছ্রূনবক্ষোজভারং
তস্থৌ সব্যাপসব্য-স্খলদলসলসত্তারকৈর্দৃষ্টিপাতৈঃ ॥

৬১। অঙ্গৈঃ প্রস্বেদমেদ্যজ্জতুভিরিব নবৈরঙ্গমঙ্গং স্পৃশদ্ভি-
র্দুঃসাধাং নৃত্যকৃদ্ভির্বিষমগতিভিদাং হেলয়োল্লাসয়ন্তী।
লীলোৎসর্পাপসর্পক্রমবিধুতভুজা সারণাকুঞ্চনাভ্যাং
হস্তৈর্হংসাস্যমুখ্যৈরভিনয়কুশলা মন্দমন্দং ননর্ত্ত ॥

৫৯। তাসাং পরঃসহস্রাণাং পরস্পরবৈলক্ষণ্যেন প্রত্যেকমেব পর্যায়েণ নৃত্যং কার্ৎস্ন্যেন বর্ণয়িতুমশক্নুবন্ দিগ্‌দর্শনার্থমেকস্যা কস্যাশ্চন রাধাসখ্যা নৃত্যং বর্ণয়তি—তন্ত্রীত্যাদিনা। 'কনকদলরুচাম্' ইত্যনেন তাসাং মণ্ডলীভাবমভিব্যজ্য তন্মধ্যে সঙ্গীতবিদ্যোদগীর্ণং ধামেবেত্যনেনাস্যাঃ কর্ণিকায়মানত্বং ব্যঞ্জিতম্।।

৬০। বামং জানু অর্দ্ধেন্দুম্, অর্দ্ধেন্দুমিবাকুঞ্চৎ কৃত্বা অন্যদ্দক্ষিণং জানু ব্যাকোশং প্রফুল্লং পদ্মকোশমিব কৃত্বা তস্থৌ। যদ্বা, অর্দ্ধেন্দুপদ্মকোশৌ হস্তকবিশেষৌ। বামদক্ষিণাভ্যাং পাণিভ্যামুন্নীয়াভিনীয়েত্যর্থঃ। ললিতমিত্যাদীনি পঞ্চ ক্রিয়াবিশেষণানি ॥

৬১। প্রকৃষ্টেন স্বেদেন মেদ্যদ্ভিঃ ক্লিশ্যদ্ভির্জতুভিরিবেত্যনেন কটি-ললাট গ্রীবা-জান্বাদ্যঙ্গানামাকুঞ্চনেনান্যোন্য স্পর্শা-

---

৫৯। (অসংখ্য অসংখ্য গোপীদের প্রত্যেকের পরস্পর বিলক্ষণতা হেতু পর্যায়ক্রমে প্রত্যেকের নৃত্য বর্ণনা করতে অসমর্থতা বশতঃ দিগ্‌দর্শনার্থ রাধার কোনও এক সখীর নৃত্য বর্ণনা করা হচ্ছে—)

বীণা কণ্ঠাদি সর্বস্বর মিলনবিধি যেই সুচারুরূপে সম্পন্ন হল, অমনই কোনও এক নটনরসকলাচার্যবর্য সার বেঁধে মণ্ডলীকারে স্থিতা স্বর্ণদলকান্তিবতী গায়িকাদের মাঝখানে কর্ণিকার মতো দাঁড়িয়ে থেকে তালাবসানে হঠাৎ সঙ্গীত-বিদ্যা থেকে ঝণঝণাৎকারে উদগীর্ণ মূর্তির মতো আবির্ভূত হলেন।

৬০। অতঃপর হাটু কুঞ্চিত করত অর্ধেন্দু ও পদ্মকোশ হস্তক (মুদ্রা) বাম দক্ষিণ পাণিদ্বারা অভিনয় করে মৃদুল ললিত ভাবে দাঁড়িয়ে গেলেন—কটিতট ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হলো, বলিরেখা হ্রস্বতা আর কুচভার অতিস্ফিতি প্রাপ্ত হল এবং দক্ষিণে-বামে ঘূর্ণয়মান-অলসতায় শোভমান্ নয়ন তারায় কটাক্ষ চলতে লাগল।

৬১। অত্যন্ত ঘামে ভিজে গালার মতো নরম হওয়াতে দুমড়ে পরস্পর স্পর্শকারী কটি-ললাট-গ্রীবা-জানু প্রভৃতি অঙ্গের দ্বারা নর্তকীদেরও দুঃসাধ্য বিষম গতিভেদ হেলায় উল্লসিত করে উঠাতে উঠাতে এবং চতুর্দিকে সঞ্চালন-বিধিতে কম্পিত হস্তের বিস্তার ও আকুঞ্চের দ্বারা 'হংসাস্য' প্রমুখ মুদ্রা নিপুণ ভাবে অভিনয় করতে

৬২। ক্ষীণক্ষীণোদরমতিশয়স্ফারবক্ষোজভারং
পার্ষ্ণিদ্বন্দ্বোপরি পরিলুঠদ্বেণি শাম্যদ্বলীকম্।
পৃষ্ঠে ভুগ্না ব্যজয়ত করৌ ধুন্বতী তালমোক্ষে
স্মারং সজ্জীকৃতমিব ধনুশ্চাম্পকং ব্যুৎক্রমেণ॥

৬৩। সা জানুভ্যাং ক্ষিতিতলমবষ্টভ্য বিস্ফার্য্য বাহূ, বক্ত্রামোদভ্রমদলিকুলং লোলহারাবতংসম্।
রাজত্তেজঃ-পরিধি ঝণিতালঙ্কৃতি ব্যাজুঘূর্ণে, বেগক্ষিপ্তা কুসুমধনুষঃ কাঞ্চনী চক্রিকেব॥

৬৪। পাদাঙ্গুল্যাবলম্ব্য ক্ষিতিতলমলঘুস্ফারবক্ষোজজানুঃ
পার্ষ্ণিদ্বন্দ্বোপবিষ্ট হ্রসিতবলি নমন্নীবি বিস্তীর্ণবক্ষাঃ।
অঙ্গুষ্ঠৌ বদ্ধমুষ্ট্যোঃ কুচভুবি করয়োর্ন্যস্য তালানুকৃত্যা
লঙ্কারান্ কূজয়ন্তী গদতি তথতথৈ থৈতথৈ থৈতথেতি॥

সম্ভাব্যং তস্যা নাস্তীতি দ্যোতিতম্। হস্তৈর্হস্তকৈর্হংসাস্যকর্ত্তরীমুখ-পদ্মকোশাদিভিঃ॥

৬২। ক্ষীণাদপি ক্ষীণমুদরং যত্র তদ্ যথা স্যাত্তথেতি পূরকশ্বাসেন পৃষ্ঠবক্রিম্ণা তথাভাবাৎ। শাম্যদ্বলীকমিতি তথাভাবে ত্রিবলিবিলোপাৎ॥

৬৩। বক্ত্রামোদেত্যাদীনি ব্যাজুঘূর্ণে ইতি ক্রিয়াবিশেষণানি চত্বারি; ভ্রমদলীতি মুখস্য চতুর্দিক্ষু ভ্রমতোঽনুগমনাৎ। রাজন্তস্তেজসাং কান্তীনাং গাত্রগৌরিম-হারাদিশ্বেতিমবিম্বাধরারুণিম-ভ্রমরাদিশ্যামলিম্নাং পরিধয়ো মণ্ডলানি যতস্তদ্‌যথা স্যাত্তথা॥

৬৪। পার্ষ্ণিদ্বন্দ্বে উন্নতীকৃতে উপবিষ্টা কৃতোপবেশা আসজ্জিতশ্রোণিদেশেত্যর্থঃ। হ্রসিতবলীতি বক্ষস উন্নমনে

করতে সেই গোপী নাচতে লাগলেন ধীরে ধীরে।

৬২ এমন নাচতে লাগলেন উদর ক্ষীণ হতেও ক্ষীণ হয়ে পড়ল, কুচভার অতিশয় স্ফারতা প্রাপ্ত হল বেণি গোড়ালিদ্বয়োপরি লুটোপুটি খেতে লাগল এবং ত্রিবলিরেখার বিলোপ সাধন হল। তাল সমাপ্তি কালে হাতে ঝাকুনি দিয়ে পিঠ বাঁকিয়ে কামদেবের সাজানো চম্পকধনুকে জয় করলেন, চিৎ-উপর উভয় ভাবে।

৬৩ সেই গোপী জানুতে মাটি ভর করে বাহুযুগল দু দিকে মেলে ধরে মদন কুম্ভকারের দ্বারা সজোরে চালিত কনক চাকের মতো বন্ বন্ করে ঘুরতে লাগলেন। তাঁর মুখের সুগন্ধে অলিকুল মুখের চতুর্দিকে পাক খেতে থাকলো এবং গলার হার ও কর্ণভূষণ দুলতে লাগলো। গায়ের গৌরবর্ণ-হারাদির শ্বেতিমা-বিম্বাধরের অরুণিমা ও অলিকুলের শ্যামলিমার মিশ্রনে দীপ্ত হয়ে উঠল এক অপূর্ব জ্যোতির্মণ্ডল। আর অলঙ্কার সকল ঝন্ ঝন্ শব্দ করতে লাগল।

৬৪। হ্রসিত বলিরেখা, নমিত নীবি এবং বিশাল বক্ষদেশা সেই গোপী পদাঙ্গুলীতে মাটি ভর করত কুচ ও জানু অতি বিস্ফারিত করে পায়ের গোড়ালীযুগল উঠিয়ে ধরে তার উপর বসে বদ্ধমুষ্টি করতলের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কুচপ্রদেশে তাল অনুসারে ঠুকে ঠুকে 'তথতথৈ থৈতথৈ থৈতথ' এইরূপ বোল আওড়াতে লাগলেন অলঙ্কার

৬৫। যুক্তানাং কণ্ঠতন্ত্রীচয়-শুষিরঘনানদ্ধ-বাদ্যৈকতায়াং
পশ্চাৎ সখ্যং সরাজদ্ভুজলতমদতী চারু তাম্বূলবীটীম্।
ভ্রশ্যন্মঞ্জীরবন্ধে প্রণয়িপরিজনোপান্তপাদা সমন্তা-
দঞ্চল্যা বীজ্যমানা শ্বসিতচলকুচা সা বিশশ্রাম রামা ॥

৬৬। বিশ্রম্য চ ক্ষণং পুনর্গায়ন্ত্যাদিষু গীতান্তরাবতারমেলনালাপলালিত্যং সম্পাদয়ন্তীষু প্রবিশ্য অভিরূপজ্যেষ্ঠা জ্যেষ্ঠা, মদনগর্বতর্জনী তর্জনী, ভুবনসৌরূপ্যসারমধ্যমা মধ্যমা, রতিমদনামিকানামিকা বৈচিত্র্যৈ-কনিষ্ঠা কনিষ্ঠা চেতি ললিতকরশাখামধুরিমা করাভ্যাং করাভ্যাং দর্শিতগীতপদার্থা পদার্থাবলীব মনোভবস্য মনো ভবস্য চ নিনর্ত্তিষাপরং কুর্বতীব নর্ত্তিতুমারেভে ॥

ত্রিবলিহ্রাসাৎ। 'নমন্নীবি' ইতি পূরকশ্বাসেন নীব্যাঃ কিঞ্চিৎ শৈথিল্যাৎ। বদ্ধমুষ্টোঃ করয়োরঙ্গুষ্ঠৌ কুচভুবি কুচাগ্রে বিন্যস্য ॥

৬৫। ততশ্চ গানসমাপ্তৌ সহসৈব মণ্ডলমধ্যাদন্তর্ধায় তৎপশ্চাৎপ্রদেশে তিষ্ঠন্ত্যাস্তস্যা বিশ্রামপ্রকারমাহ—যুক্তানামিতি। কণ্ঠেন সহ তন্ত্র্যাদি-বাদ্যানামেকতায়ামেকীভাবে যুক্তানামুদ্যুক্তানাং গায়ন্ত্যাদীনাং পশ্চাৎ পৃষ্ঠদেশে স্থিত্বা। চলকুচেতি কুচ শব্দেন কঞ্চুলিকা লক্ষিতা ॥

৬৬। অভিরূপমাভিরূপ্যম্। ভুবনেষু যৎ সৌরূপ্যসারং শ্রেষ্ঠসৌন্দর্যং তস্যাপি মধ্যে মা শোভা যস্যাঃ সা। রতেঃ কামপত্ন্যা অপি মদং নময়তীতি তথা সা। ইতি হেতোর্ললিতঃ করশাখানাং বর্ণিতবৈশিষ্ট্যানাং জ্যেষ্ঠাদীনাং মধুরিমা যস্যাঃ সা। ভবস্য মহাদেবস্যাপি মনশ্চেতঃ ॥

সমূহে কূজন উঠিয়ে।

৬৫। (অতঃপর গান সমাপ্তিতে সহসাই মণ্ডল মধ্য থেকে অন্তর্ধান করে তৎপশ্চাৎদেশে অবস্থিত হয়ে ঐ গোপী কি ভাবে বিশ্রাম করলেন তাই বলা হচ্ছে —)

কণ্ঠ-বীণাচয়-বেণু-করতাল-মৃদঙ্গ বাদ্যসমূহ একতানতা প্রাপ্ত হলে গান-বাজনাদারদের পিছে অবস্থিত হয়ে দীপ্ত ভুজলতা সখীর স্কন্ধে ধারণ করে চারু তাম্বুলখিলি খেতে খেতে নূপুরের ডোর খুলে যাওয়াতে প্রণয়ী পরিজনের নিকট চরণখানি প্রসারিত করে দিলেন, চতুর্দিক থেকে সখীগণ বস্ত্রাঞ্চলের দ্বারা বাতাস করতে লাগলেন। এই ভাবে দীর্ঘশ্বাসে কম্পমানা এবং কঞ্চুলিকায় শোভমানা সেই গোপী বিশ্রাম করতে লাগলেন।

৬৬। কিছুকাল বিশ্রাম করবার পর গায়িকাগণ অন্য গীতের অবতরণ-মেলন-আলাপের লালিত্য সম্পাদন করতে থাকলে সেই গোপী পুনরায় রাসমণ্ডলে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করেই ললিত অঙ্গুলীমাধুর্য-বিশিষ্টা ও মূর্তিমতী কামের মতো সেই গোপী করযুগলের মুদ্রায় গানের বিষয় দেখিয়ে শিবের মনকে যেন তাণ্ডবেচ্ছাপর করতে করতে নৃত্য আরম্ভ করে দিলেন। সকল রমণীয়তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ, মদনদর্প তিরস্কারিণী তর্জনী, জগতের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যের মধ্যে সুচারু মধ্যমা, কামপত্নীর গর্বকেও নীচুকারিণী অনামিকা এবং বৈচিত্রীতে নিষ্ঠাযুক্ত কনিষ্ঠা তাঁর দীপ্তি পেতে লাগল।

৬৭। তির্য্যক্‌কৃত্যোন্নমিতনমিত-স্ফারবক্ষোরুহস্ফিক্
ঝংকুর্ব্বদ্ভিঃ কনকবলয়ৈর্ধূন্বতী পাণিপদ্মে।
তত্তা তথৈ তিকিড়তিকিথৈ তালমুত্থাপয়ন্তী
পর্য্যায়েণোৎক্ষিপতি সুদতী জানুনী দোর্লতে চ॥

৬৮। উর্ধ্বোর্ধ্বভ্রমিভিরুপর্য্যুপর্য্যুদীর্ণৈ-,র্গৌরিম্ণাং পরিধিভিরুল্ললাস গৌরী।
গায়ন্ত্যাদিক-নলিনীবনাদিবোচ্চৈ-,র্বাত্যাভিঃ কিমপি ধুতা পরাগরাজী॥

৬৯। তেজোবল্লীমিব তনুলতামন্তরিক্ষে ধুনানা
সেয়ং নানাগতিমতিতরাং দুষ্করাং ব্যাততান।
নেদং শিক্ষাপ্রকটনমহো কিন্তু লাবণ্যদেব্যাঃ
পাদাবস্থা ভুবি ন পততঃ কেবলং হেলয়ৈব॥

৭০। কিঞ্চ, বিদ্যুদ্‌বল্লী যদি চিরতরস্থেয়সী নিষ্পয়োদা
হস্তপ্রাপ্যা মৃদুলমরুতা তাদৃশং ধূয়মানা।
তালোল্লাসধ্বননমুখরা জায়তে দৈবযোগা-
ত্তর্হ্যেবাসৌ নটনবিদুষী সোপমত্বং বিভর্ত্তি॥

৬৭। তির্যক্‌কৃত্য তিরশ্চীনীকৃত্য উন্নমিতৌ আরোহণমার্গেণোত্তুঙ্গীকৃতৌ নমিতৌ পুনস্তত এবাবরোহণমার্গেণ নম্রীকৃতৌ স্ফারৌ বক্ষোরুহৌ স্ফিচৌ চ যয়া সা॥

৬৮। উর্ধ্বোর্ধ্বভ্রমিভিরিত্যুপবেশমারভ্যাতিশনৈঃ শনৈঃ সামান্য লক্ষিতেন দেহোন্নমনেনোর্ধ্বাবস্থিতি পর্যন্তং ভ্রমণৈরিত্যর্থঃ; অতএবোদীর্ণৈরূর্দ্ধগতীভূতৈঃ পরিধিভির্মণ্ডলৈঃ॥ (৬৯)।

৬৭। সুদতী সেই গোপী স্থূল স্তনযুগল ও নিতম্বযুগল আরোহণ-অবরোহণ মার্গে তেরছা করে উন্নমিত-নমিত করতে করতে কনকবলয়ে ঝঙ্কার শব্দ উঠিয়ে পাণিপদ্ম আন্দোলিত করতে করতে, 'তত্তা-তথৈ-তিকিড়-তিকিথৈ' এরূপ তাল উঠাতে উঠাতে জানুদ্বয় ও ভুজদ্বয় পর্যায়ক্রমে উপরের দিকে ছুড়তে লাগলেন।

৬৮। উর্ধ্বে উর্ধ্বে ঘুরপাক খাওয়ার ফলে উর্ধ্বগতিভূত গৌরবর্ণচ্ছটামণ্ডলীর দ্বারা দেদীপ্যমান হয়ে উঠলেন ঐ গৌরবর্ণা গোপী। অহো এ যেন গায়িকা বাদিকারূপ কমলবন থেকে প্রবল ঝটিকায় উত্থিত কোনও অনির্বচনীয় পরাগরাজী।

৬৯। তেজোবল্লী সম তনুলতা আকাশে দোল খাওয়াতে খাওয়াতে সেই গোপী অতিদুষ্কর বিবিধ-গতি বিস্তার করলেন। অহো, এ কিছু শিক্ষা থেকে অভিব্যক্তি নয়; কিন্তু লাবণ্যদেবীরূপা এঁর পা মাটিতে পড়ছিল না কেবল অবহেলা বশে।

৭০। আরও, মেঘহীনা-হস্তপ্রাপ্যা বিদ্যুৎবল্লী যদি অতি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, ধীর সমীরে তাদৃশ দোল খায় এবং দৈবযোগে 'তত্তা-তথৈ' ইত্যাদি তাল উঠাতে উঠাতে গর্জনমুখরা হয় তবেই সেই নটন বিদুষীর তুলনা চলতে পারে (অর্থাৎ সে নিরুপমা)।

৭১। নর্ত্তিত্বৈবং লঘুলঘুপদং দোলয়ন্তী নিতান্তং
তালোপান্তে কুচভরধুরা ত্বুর্বহং পূর্বকায়ম্।
বাত্যাবর্তৈরিব কমলিনী হন্ত হা হন্ত মধ্যে
ভুগ্না মা ভূদিতি পরিজনৈঃ সব্যথং সা শশঙ্কে ॥

৭২। এবং লঘু-গুরু-প্লুত-দ্রুত-দ্রুতার্দ্ধ-দ্রুতপাদভেদেন তালসমং চরণকমলং চালয়ন্তী নটনকৌতুকা-তুলা তুলাকোটিবিবরবরকনককলাপনিকরেষু লঘ্বাদিক্রমেণ নিনদৎসু কদাচিৎ সর্বেষামেব, কদাচিৎ কিয়তামেব, কদাচিদ্দ্বিত্রাণামেব, কদাচিন্নৈকস্যাপি নিনদো যথা ভবতি তথা নৃত্যন্তী সাধু সাধ্বিতি প্রীয়মাণেন কৃষ্ণেন রাধয়া চ পরিরেভে, বিয়তি বিয়তি গর্বে সর্বেষামপ্সরঃসদসাং স্বঃ-সদাং চ বিস্ময়ঃ স্ময়বান্ বভূব ॥

৭৩। এবং প্রত্যেকমেব নৃত্যমালোক্য পুনঃ সকলাভিঃ কলাভিঃ পরীতঃ সকলাভিরেব তাভিঃ সহ প্রকীর্ণনটনক্রমমারভমাণঃ সরসতরতরঙ্গিতমানসো নৃত্যতি নর্ত্তয়তি গায়তি গোপয়তি স্মেত্যাযামিনীং যামিনীং নিমেষমাত্রমিব যাপয়ন্ ক্রীড়তি স্ম। ততঃ প্রকীর্ণকনৃত্যে কদাচিদেকীভূয় কদাচিন্মণ্ডলীভূয় কদাচিৎ সম্ভূয় চ নৃত্যন্তীনাং গায়ন্তীনাঞ্চ তাসাং কাচিৎ কৃষ্ণেন সমং গায়তি নৃত্যতি স্ম চ। ততঃ,—

সহনর্ত্তনগানতৎপরা, শ্রমজালস্থ-সুরস্থ-বিগ্রহা।
শ্লথমানকুচাংশুকা হরেঃ, পৃথুমংসং ভুজয়া সমগ্রহীৎ ॥

৭০। তালানাং 'তত্তাথৈয়া' ইত্যাদীনামুল্লাসপূর্বকধ্বননেন মুখরা। নটনবিদুষী নৃত্যপণ্ডিতা ॥
৭১। পূর্বকায়ং কায়স্য পূর্বভাগং দোলয়ন্তী ॥
৭২। বিয়তি আকাশে, বিয়তি নশ্যতি সতীত্যর্থঃ ॥

৭১। এইরূপে লঘু লঘু পদে নাচবার পর তালসমাপ্তির সময় কুচভারবাহী সেই গোপী তাঁর দুর্বহ-দেহের উর্ধ্বভাগ সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পূর্বক দোলাতে দোলাতে পরিজনদের মনে এরূপ ব্যথা-জড়িত আশঙ্কা জন্মাচ্ছিলেন, হায় হায় এঁর কৃশকটি-না ঘূর্ণীতে পড়া কমলের মতো ভেঙ্গে যায়।

৭২। আরও চরণের নূপুরের সুন্দর ছিদ্রযুক্ত কনক ঘুঙুর সমূহ লঘু আদি বাজতে থাকলে লঘু-গুরু-প্লুত-দ্রুত-দ্রুততার্ধ-দ্রুতপাদ ভেদে তালে তালে চরণকমল সঞ্চালন কারিণী, অতুলনীয়া, নটনকৌতুকী ঐ গোপী এমন ভাবে নাচতে লাগলেন যাতে কখনও ঘুঙুরের সবগুলিরই, কখনও কয়েকটির, কখনও দু-তিনটির আবার কখনও না-একটিরও শব্দ হয়। এইরূপ নাচুনীকে 'সাধু সাধু' বলে প্রসন্ন রাধাকৃষ্ণ আলিঙ্গন করলেন। আকাশে সকল অপ্সরা সভাসদগণের এবং দেবলোকবাসিগণের বিস্ময় উচ্ছলিত হয়ে উঠল।

৭৩। এইরূপে যত গোপী ছিল তাঁদের প্রত্যেকের নৃত্য দেখবার পর সকল কলায় পারঙ্গম, গোপী-সকলের সঙ্গে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে নটনানুষ্ঠান আরভমান এবং সরসতর তরঙ্গিত মনা নটনপণ্ডিত কৃষ্ণ নাচতে লাগলেন, গাইতে লাগলেন এবং গাওয়াতে লাগলেন। এইরূপে ব্রহ্মরাত্রি সম দীর্ঘরাত্রি নিমেষমাত্রের মতো যাপন করতে করতে বিহার করতে লাগলেন। অতঃপর এই বিক্ষিপ্ত নৃত্যে কখনও একা পৃথক্ হয়ে, কখনও মণ্ডলী হয়ে, কখনও এক এক করে পর্যায় ক্রমে আবার কখনও সম্মিলিত হয়ে নাচুনী গাওনীদের মধ্যে কোনও

৭৪। ততশ্চ, তমালস্য স্কন্ধে শ্লথপতিতশাখেব পবন-
ক্লমাৎ খিন্না হৈমী ব্রততিরিব সাঽশোভত ভৃশম্।
বপুষ্মত্যা রত্যা লসদলসভাবোপহতয়া
পরিষ্বক্তো মূর্ত্তঃ সমঘটত শৃঙ্গার ইব সঃ॥

৭৫। কাচিৎ কূজিতকাঞ্চিকিঙ্কিণিরণন্মঞ্জীরমান্দোলিতা
হারেণ শ্রবণোৎপলেন ললিতা চীনাঞ্চলেনাপি চ।
কৃষ্ণাংসে কৃতবামবাহুবলয়া লীলাবিলাসালসং
গায়ন্তী নটতি স্ম তামনুনটন্ কৃষ্ণস্তদেবাজগৌ॥

৭৬। কৃষ্ণস্য পীতবসনাঞ্চলমম্বুজাক্ষী, বামেন পদ্মললিতেন করেণ ধৃত্বা।
শশ্বৎ প্রসর্পমপসর্পমপীহমানা, নৃত্যন্ত্যহো তমপি নর্ত্তয়তি স্ম কাচিৎ॥

৭৭। কাচিত্তু,—কৃষ্ণপ্রণীতমুরলীকলগানরীত্যা, হেলাবশেন লয়তালসমং নটন্তী।
লীলাকৃতং স্খলনমস্য দৃশাক্ষিপন্তী, স্বং তালভঙ্গমথ সংবরয়াম্বভূব॥

৭৩। অংসং ভুজয়া সমগ্রহীদিতি সুসখ্যামিদং স্খলনবারণার্থম্॥

৭৪। তমালস্যেতি দৃষ্টান্তদ্বয়েন বাহ্যাভ্যন্তর শোভাবিলাস পরাবধিত্বং দর্শিতম্। রত্যা স্থায়িভাবরূপয়া, শৃঙ্গার আদ্যো রসঃ॥

৭৫। কৃষ্ণাংসে কৃতবামবাহুবলয়েত্যনেন শৃঙ্গারে ইব নাট্যেঽপ্যস্যাঃ পুরুষায়িত্বং সূচিতম্॥ (৭৬)।

গোপী কৃষ্ণের সঙ্গে মিলে দ্বৈত নৃত্যগীত আরম্ভ করলেন।

অতঃপর দ্বৈত নৃত্যগীতপরা ঐ গোপী পরিশ্রমে অলস ও অতি আস্বাদনীয় বিগ্রহা হয়ে কাচুলি খুলে খুলে পড়ে যাচ্ছে এ অবস্থায় হরির বিশাল স্কন্ধ বাহুতে জড়িয়ে ধরলেন।

৭৪। অতঃপর তমালের স্কন্ধে এলিয়ে পড়া শাখার মতো অথবা পবনবেগে দলিত স্বর্ণলতার মতো সেই গোপী অতি শোভা পেতে লাগলেন। আর অতিশয় অলসতায় অভিভূতা ঐ গোপীদ্বারা আলিঙ্গিতা কৃষ্ণ মূর্তিমতী রতিদ্বারা আলিঙ্গিতা মূর্তিমান্ শৃঙ্গার রসের মতো দীপ্তি পেতে লাগলেন।

৭৫। দোলায়িত হারে, কর্ণোৎপলে ও বস্ত্রাঞ্চলে ললিতা কোনও এক গোপী (সম্মিলিত হয়ে নাচুনী গাওনীদের মধ্যে কোনও এক) কৃষ্ণস্কন্ধে বামবাহুবলয় ধরে লীলাবিলাস-আলসে গাইতে নাচতে লাগলেন, ঘন্টি মেখলায় কূজন ও নূপুরের রুণুঝুণু আওয়াজ তুলে। কৃষ্ণ এঁর পিছে পিছে নৃত্য করতে করতে দোহারী করতে লাগলেন।

৭৬। আবার কোনও এক কমলনয়নী গোপী কৃষ্ণের পীত বসনাঞ্চল তাঁর পদ্মললিত করে ধারণ করে আগে পাছে গমনাগমন রূপ নাচ অহো নাচতে লাগলেন, কৃষ্ণকেও নাচাতে লাগলেন।

৭৭। অতঃপর কোনও গোপী কৃষ্ণপ্রণীত মুরলী-কলগানের নিয়ম অনুসারে লয় তালের সহিত ভাবাবেগে নাচতে নাচতে কৌতুক বশগ কৃষ্ণের ইচ্ছাকৃত তালভঙ্গ দৃষ্টিদ্বারা তিরস্কার করতে করতে নিজের

৭৮। কাঞ্চিদ্বীণাং মধুরমৃদুলং বাদয়ন্তীং সলীলং, গায়ং গায়ং হরিমতিমুদা সস্ময়ং নর্ত্তয়ন্তীম্।
নান্যৈর্গম্যাং গতিমথ চলন্ কৌতুকাদেব বাদ্য-,ভ্রংশে সম্তালনবহুতর-ব্যগ্রচিত্তাং চকার ॥

৭৯। শ্লিষ্যতি কাঞ্চন চুম্বতি, কাঞ্চন কস্যাশ্চনাধরং পিবতি।
নৃত্যন্নেব হি কৃষ্ণো, রময়াঞ্চক্রে বধূরখিলাঃ ॥

৮০। আসীন্ন সা তত্র ননর্ত্ত নো যা, নৃত্যং চ তন্নো যদকৃষ্ণদৃষ্টম্।
কৃষ্ণস্য দৃষ্টিশ্চ ন সা ন যস্যা-,মেকৈকশঃ শ্লেষণচুম্বনাদি ॥

৮১। ততশ্চ, মুক্তাবলীমিব জুগুম্ফ ললাটমূলে ঘর্মাঙ্কুরান্ সহচরীব সমস্তমঙ্গম্।
মাধ্বীকপীতিরিব সালসয়াঞ্চকার শ্রান্তিঃ কুরঙ্গকদৃশং শ্রিয়মাপুপোষ ॥

৭৭। লীলয়া কৌতুকেন কৃতং বুদ্ধিপূর্বকমেব স্খলনং গানস্য তালভঙ্গরূপং দৃশা দৃষ্ট্যা আক্ষিপন্তী মামবমন্তং মন্নৃত্যতালভঙ্গায় যতমানো ভবান্ স্বগানতালভঙ্গমপি করোতীতি ভদ্রেণ ময়া জ্ঞাতম্, তদপি মৎস্খলনং ত্বয়া কর্তুং দুঃশকমেবেতি সংজ্ঞয়া জ্ঞাপয়ন্তী সতীত্যর্থঃ ॥

৭৮। অথ তদীয় বাদ্যানুসারেণ ক্ষণং নর্তিত্বেত্যর্থঃ। অন্যৈর্ন গম্যাং দুর্জ্ঞেয়াং গতিং চলন্ সন্ কৌতুকাৎ তদ্বাদ্যশিক্ষাপরীক্ষণার্থমিতি ভাবঃ। বাদ্যভ্রংশে সম্যগ্ তালনং মদ্বাদ্যভ্রংশো হন্তাত্র মা ভূদিত্যেবং তত্র বহুতরং ব্যগ্রং চিত্তং যস্যাস্তথাভূতাম্ ॥ (৭৯)।

৮০। অখিলা ইত্যনেনোক্তমর্থং বিবৃণ্বান আহ—আসীদিতি। তেন যূথেশ্বরী সখী-তৎপরিবারবৃন্দানাং সর্বাসামেব সাঙ্গরাসপ্রাপ্তিরভূদিতি দর্শিতম্ ॥

তালভঙ্গ সম্বরণ করে নিলেন। (তিরস্কার—অহো আমাকে অপমানে ফেলবার জন্য নিজের তাল কেটেও আমার তাল ভঙ্গ করাতে চাও—তোমার এসব চাতুরী আমার জানা আছে—ভঙ্গ করাতে পারলে কি, ইসারায় এরূপ জানালেন)।

৭৮। কৃষ্ণের মুরলীগান অনুসারে ক্ষণকাল নাচবার পর কোনও গোপী সলীলায় মধুর কোমল ভাবে বীণা বাজাতে বাজাতে অতি আনন্দে গাইতে গাইতে গর্বভরে হরিকে নাচাতে লাগলেন। এই নাচের মধ্যে কৌতুকবশে কৃষ্ণ অন্যের দুর্জ্ঞেয় বিষম গতিতে চলতে চলতে ঐ গোপীকে অত্যন্ত ব্যগ্র চিন্তা করে তুললেন, আমার বীণায় যেন তাল ভঙ্গ না হয়, এই ভাবনায়।

৭৯। এইরূপে নাচতে নাচতে অখিল বধূগণকে রমণ করাচ্ছিলেন কৃষ্ণ, কাউকে আলিঙ্গন, কাউকে চুম্বন, আবার কারুর অধর পান করে।

৮০। এই রাসমণ্ডলে এমন একজনও ছিল না যে নাচছিল না, নাচও একটি এমন ছিল না যা কৃষ্ণের নজর কেড়ে নেয় নি, কৃষ্ণের নজরও এমন একটি ছিল না যাতে গোপীদের এক এক করে প্রতি জনে আলিঙ্গন চুম্বনাদি ছিল না। (যূথেশ্বরী, সখী এবং তৎপরিকরবৃন্দ সকলেরই সাঙ্গরাসপ্রাপ্তি হয়েছিল-এ-ই দেখান হল)।

৮১। তৎকালে শ্রমক্লান্তি সহচরীর মতো ললাটমূলে ঘর্মাঙ্কুর নিকর মুক্তাবলীর মতো গুম্ফন করল এবং মাধ্বীক পানের মতো আলসযুক্ত করল সমস্ত অঙ্গ। এইরূপে শ্রমক্লান্তি হরিণনয়নাদের শোভা উচ্ছলিত

৮২। ততঃ, দধানা দোর্যুগ্মং ভুজশিরসি পার্শ্বে বিলসতো
হরের্লীলালস্যাদকৃত তনুবল্লীবিবলনাম্।
ধ্রুবং সৌভাগ্যানাং ভরমসহমানেব কতমা
ক্ষণং বিশ্রামায় ব্যধিত দয়িতস্যোপরি বধূঃ ॥

৮৩। তত্র তত্রপে ন কাপি কাপিশায়নমত্তেব তেবমানা মানাধিক্যবতী ললিতলাবণ্যাশ্রমেণ শ্রমেণ বিলুলিতা কৃষ্ণেন ভুজশিরসি রসিকভাবেন বিন্যস্তং ন্যস্তং রত্নদণ্ডমিব ভুজদণ্ডং লসৎপরিমলমলয়জরসালিপ্তমহো মহোৎপলসৌরভরভসং স্বভাবতো ভাবতোষতরঙ্গেণ রঙ্গেণ সমাঘ্রায় তদনুলোমলোমহর্ষোৎকর্ষোৎকমনাশ্চুম্বনেনোপভুক্তবতী ॥

৮৪। কৃষ্ণোঽপি কস্যাশ্চন সালস্যলাস্যলাবণ্যচলন্মণিকুণ্ডলতাণ্ডবপ্রতিকৃতিকৃতিকৃতিনি গণ্ডে শ্রম-

---

৮১। শ্রান্তিঃ কর্ত্রী শ্রিয়ং শোভামাপুপোষ। শ্রান্তিমেব দ্বিধোপমিমানঃ শোভাং স্পষ্টয়তি। সহচরী সখী ইব ললাটে ঘর্মাঙ্কুরান্ মুক্তাবলীমিব জুগুম্ফ। মাধ্বীকপীতিরিব সমস্তমঙ্গমলসয়াঞ্চকারেতি ॥

৮২। বিলসতো হরের্ভুজশিরসি একস্মিন্নেব স্কন্ধে দোর্যুগ্মং বাহুযুগলং দধানা সতী লীলয়া যদালস্যং তস্মাদ্ধেতো-স্তনুবল্লীবিবলনাং স্বগাত্রলতামোটনমকৃত অকরোৎ। ততশ্চ তস্যা অতিসুখখ্যামৃত-সিক্তঃ শ্রীকৃষ্ণঃ স্বং কৃতার্থং মন্যতে স্মেত্যাহ —ধ্রুবমিত্যাদিনা ব্যক্তয়া উৎপ্রেক্ষয়া ॥

৮৩। কাপিশায়নং মধু তেন মত্তা ইব তত্র ন তত্রপে, ন লজ্জতে স্ম। তেবমানা ক্রীড়ন্তী 'তেবৃ দেবনে'; অতএব ক্রীড়াভরোত্থেন শ্রমেণ বিলুলিতা। কথম্ভূতেন ? ললিতং যল্লাবণ্যং তস্যাশ্রমভূতেনাতিশোভাসম্পাদকেনেত্যর্থঃ। রসিক-ভাবেন রসিকতয়া কৃষ্ণেন বিন্যস্তং ভুজশিরসি স্কন্ধে ভুজদণ্ডং ন্যস্তং ন্যাসরূপেণ স্থাপিতম্; "পুমানুপনিধির্ন্যাসঃ" ইত্যমরঃ। চুম্বনেনোপভুক্তবতী ॥

করে তুলল।

৮২। অতঃপর কোনও এক বধূ পার্শ্বস্থিত রাসবিলাস-মত্ত শ্রীহরির স্কন্ধোপরি ভুজদ্বয় ধারণ করত লীলা জনিত আলস্যবশে নিজ অঙ্গলতা মোচড়াতে লাগলেন, এরূপে তাঁর সৌভাগ্যের পর্বত-প্রমাণ ভার যেন সহ্য করতে না পেরে দয়িতের স্কন্ধোপরি অর্পণ করলেন, কিছুকাল বিশ্রাম নেওয়ার জন্য।

৮৩। তথা কোনও গোপী মধুপানে মত্তের মতো সব লজ্জা জলাঞ্জলি দিয়ে দিলেন। অলজ্জ ভাবে ক্রীড়ামত্তা, সোহাগে উচ্ছ্বসিতা ও অতি শোভা-সম্পাদক ক্রীড়াভরোত্থ শ্রমে বিলুলিতা সেই গোপী স্নিগ্ধ পরিমল ভরা চন্দনরসে প্রলিপ্ত এবং অহো মহোৎপল সৌরভবেগযুক্ত রত্নদণ্ড সম ভুজদণ্ড কৃষ্ণের দ্বারা রসিকতায় তাঁর স্কন্ধে ন্যাসমুদ্রায় স্থাপিত হলে বার বার ঘ্রাণ নিতে লাগলেন, নিজ ভাব বশে ও ভাবের সন্তোষতরঙ্গ রঙ্গে। অতঃপর তদনুকূলে বিপুল রোমাঞ্চ ধারণ করে উৎকণ্ঠিতমনা হয়ে ঐ ভুজদণ্ড চুম্বনের দ্বারা উপভোগ করতে লাগলেন।

৮৪। আলস্য জড়িত নৃত্য-লাবণ্যের সহিত দোলায়মান্ মণিকুণ্ডলের তাণ্ডব-প্রতিবিম্ব নির্মাণে নিপুণ

জনিতালস্যলস্যমানতয়া গণ্ডং নিধায় বর্ত্তমানায়া মানায়ামবত্যা বদনচন্দ্রমসমসমোর্ধ্বমালোক্য চিবুকমুন্নময্য মধু-মধুরিমধরেঽধরে তাম্বূলচর্বিতং বিতন্দ্রচন্দ্রাননো বিততার ॥

৮৫। কাচন সৌভগভগবত্তাপরিমলানটন্তী নটন্তী গায়ন্তী শ্রান্তাঽশ্রান্তাভিরামা রামা—

দীর্ঘোচ্ছাসপ্রচলসিচয়ে হারহিল্লোললীলাং
হেলাং বিভ্রত্যুরসি কুচয়োঃ কৃষ্ণপাণিং ন্যধত্ত।
তাবপ্যেকাম্বুরুহপিহিত স্বর্ণকুম্ভাবিবাস্তা-
মত্যাসক্তেঃ ফলমিদমহো যন্ন পার্থক্যমেতি ॥

৮৬। এবং তাসাং শ্রমজলকণক্লিন্ন-কর্ণোৎপলানাং
মান্দ্যং যাতে কুবলয়দৃশাং নৃত্যবেগে ক্রমেণ।
তূষ্ণীকত্বং যযুরথ মণীকিঙ্কিণী-নূপুরাদ্যা
মন্যে তেষামপি সমজনি শ্রেয়সী শ্রান্তিবাধা ॥

৮৪। কস্যাশ্চন বদনচন্দ্রমসমালোক্য চিবুকমুন্নময্য তস্যা অধরে তাম্বূলচর্বিতং বিততার, দদৌ। কথম্ভূতায়াঃ ? গণ্ডে কৃষ্ণগণ্ডে গণ্ডং নিধায় বর্তমানায়া মানস্যাদরস্য আযামবত্যাঃ। গণ্ডে কীদৃশে ? আলস্যলাস্যয়োর্লাবণ্যেন সহিতে চলন্তী যে মণিকুণ্ডলে তয়োস্তাণ্ডবস্য প্রতিকৃতে প্রতিমায়াঃ কৃতৌ নির্মাণে কৃতিনি নিপুণে ॥

৮৫। সৌভগমেব ভগবত্তা ঐশ্বর্য্যং তস্যাঃ পরিমলান্ বিখ্যাতীরটন্তী প্রাপ্নবতী উরসি বক্ষসি দ্বয়োরপি কুচয়ো-রেকং কৃষ্ণপাণিং ন্যধত্ত, তাবপি কুচাবপি, অত্যাসক্তেরত্যাসন্নতায়াঃ ॥

৮৬। শ্রেয়সী অত্যধিকা ॥

কৃষ্ণগণ্ডে গণ্ড রেখে বিরাজমানা হলেন কোনও এক গোপী—শ্রমজনিত আলস্যভরে তন্দ্রালু হওয়াতে। আদ-রের পুটলী এঁর অসমোর্ধ্ব বদনচন্দ্র দেখে চিবুক তুলে ধরে মধু হতেও মধুমাখা অধরে তাঁর চর্বিত তাম্বুল অর্পণ করলেন নিদ্রালসশূন্য চন্দ্রানন কৃষ্ণ।

৮৫। পরিশ্রান্ত অবস্থাতেও অতিশয় অভিরামা কোনও গোপরামা সৌভাগ্যরূপ পরিমলনিচয়কে বিখ্যাতি পাইয়ে নাচ গান করতে লাগলেন। এতে দীর্ঘশ্বাসবেগে বক্ষের কাঁচুলি তাঁর আন্দোলিত হতে থাকল। কুচস্ফুরণাদি হারহিল্লোল লীলা ও হেলা নামক শৃঙ্গার ভাবজক্রিয়া দীপ্ত হয়ে উঠল। এইরূপ নাচতে নাচতে তাঁর কুচযুগল জুড়ে কৃষ্ণের একটি হাত তুলে নিয়ে স্থাপন করলেন, দেখতে হল একটি কমলে ঢাকা স্বর্ণকুম্ভ যুগলের মতো। অতি ঘেঁষাঘেঁষি থাকার ফল এ-ই, অহো এতে প্রাপ্তির পার্থক্য হয় না।

৮৬। এইরূপে নাচগানের শ্রমজনিত ঘর্মবিন্দুতে ভিজে উঠল সেই কমলনয়নাদের কর্ণোৎপল। ক্রমে ক্রমে কমে এল এঁদের নৃত্যবেগ। অতঃপর মণিকিঙ্কিণী নূপুরাদিও মূকত্ব প্রাপ্ত হল। মনে হলো যেন এই নূপুরাদিরও শ্রমবিঘ্ন অত্যাধিক হয়ে পড়েছে।

৮৭। তথাপি তেষাং মন্দমন্দকলকোমলঝঙ্কারকলকাকলিকয়া সবিভ্রমভ্রমণেন গানেন চ সচমৎকারং কাশ্চন কৃষ্ণেন সমং ননৃতুঃ॥

৮৮। আযামবতী যামবতী সা বরং ব্যরংসীৎ, ন পুনরাসাং রাসান্তরঙ্গতরঙ্গলীলা ইতি স্থিতে—

আশ্লেষাধরপান-চুম্বনরসালাপস্মিতালোকনৈ-
রাসাং রাসবিলাসকৌতুকজুষাং যূথৈঃ সযূথাধিপৈঃ।
স্বচ্ছায়াবলিভিঃ স্বচেষ্টিতকলানৈপুণ্যভাগ্ ভির্যথা
বালঃ শ্রীরমণোত্তমোঽপ্যরমত প্রেম্ণা স মুগ্ধো হরিঃ॥

৮৯। কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গসুখমগ্নধিয়স্তদিচ্ছা-স্রোতোনিবেশিত-তনূলতিকা মৃগাক্ষ্যঃ।
নৈবাম্বরাণি কুচকঞ্চুলিকাশ্চ কেশ-,পাশাংশ্চ হন্ত বিবিদুঃ স্খলিতানি তানি॥

৮৭। তেষাং কিঙ্কিণীনূপুরাদীনাম্॥

৮৮। যামবতী যামিনী। আনন্দিনীভিঃ সমং স্বাভিঃ শক্তিভিরিত্যগ্রেতন বাক্যেন স্বরূপভূতশক্তিত্বেন নিরূপয়িষ্যমাণামপি তাসাং স্বচ্ছায়াবলিভিরুপমানম্। (ভা° ১০।৩৩।১৬) "রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভি-,র্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ" ইতি মূলবাক্যানুরোধেনৈব; তচ্চ অন্তর্ধ্বর তন্নৃত্যগীতাদিবিলাসবত্ত্বাংশস্যৈব বিবক্ষয়েত্যত আহ—স্বচেষ্টিতেতি। তথৈব কৃষ্ণস্য মুগ্ধেন বালেনোপমানং তৎপ্রেমমাধুর্যতিরোধাপি মহৈশ্বর্যকত্বাংশস্য বিবক্ষয়েত্যত আহ-শ্রীরমণেতি। শ্রীরমণোত্তমঃ শ্রীপতেরংশ্যপি মুগ্ধো বাল ইতি ব্যঞ্জিতেন তাসাং মাহাত্ম্যেন ভঙ্গ্যা ছায়াত্বং নিষিধ্য স্বরূপশক্তিত্বমেবোপস্থাপিতমিতি॥

৮৯। তদেবমপি তাভিঃ প্রেমসুখময়ঃ সর্বো বিলাসঃ স্বেচ্ছাময় এবেত্যাহ—কৃষ্ণেতি॥

৮৭। এরূপ হলেও কিঙ্কিণী নূপুরাদির মন্দমন্দ কলকোমল ঝঙ্কাররূপ কলকাকলীর সহিত সবিলাস ভ্রমণ ও গানের সহিত কোনও কোনও গোপী চমৎকার ভাবে নাচতে লাগলেন কৃষ্ণের সঙ্গে।

৮৮। ব্রহ্মারাত্রি সম দীর্ঘরাত্রি, সেও বরং অতিবাহিত হয়ে গেল; কিন্তু এঁদের রাসের অন্তরঙ্গ তরঙ্গলীলা শেষের দিকে গেল না।—

রাসবিলাসকৌতুক সেবনকারিণী, নিজছায়ারূপা এবং স্বচেষ্টিত কলানৈপুণ্যের অংশরূপা এঁদের সযূথাধিপ যূথের সহিত মুগ্ধ বালকের মতো ক্রীড়া করতে লাগলেন সেই হরি, নারায়ণের অংশী হয়েও—আলিঙ্গন-অধরপান চুম্বন রসালাপ ও হাসিতে উজ্জ্বল দৃষ্টি দ্বারা।

৮৯। (এরূপ হলেও গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের যা কিছু প্রেমসুখময় বিলাস তা সবই তাঁর ইচ্ছা-নির্মিত, তাই বলা হচ্ছে—)

কৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গসুখমগ্ন চিত্তা এবং কৃষ্ণেচ্ছাস্রোত-নিবেশিত তনুলতিকা মৃগনয়নাগণ হায় হায় তাঁদের বস্ত্র-কুচকঞ্চুলিকা ও কেশপাশ যে খুলে খুলে পড়ে যাচ্ছে, তা জানতে পারছেন না।

৯০। এবং বিহরতো হরতো নিখিলভুবনবনজাক্ষীণাং মনাংসি তস্য নিখিলসৌভগবতো ভগবতো ব্রজরাজপুত্রস্য বিক্রীড়িতমীড়িতমীশ্বরৈরপি সমালোক্য দিবি দিবিষদ্বধ্বো মুমুহুর্মুহুরহো রহো নিরুপগতদধিকরণকরণরণকপরাহতধিয়ঃ সমনোরথাবতারাণাং তারাণাং ততয়শ্চ হরি হরি হরিণাঙ্কোঽপি রাসারম্ভমারভ্য গতি-বৈক্লব্যেন নিস্পন্দ এবাভবদতএবোচিতমাযামিনী যামিনীতি ॥

৯১। ততশ্চ, যাবত্যো যা মদনমদতঃ সুভ্রুবো রাগবত্যঃ
শ্রীকৃষ্ণেন স্বয়মপি তথা তাবতা রাগিণৈব।
সম্পূর্ণার্থাঃ প্রতিজনমহো কারয়ামাসিরে তা
মর্য্যাদা হি প্রণয়রহসাং সৈব সন্নায়কস্য ॥

৯২। শ্রান্তানাং রমণকলাভিরঙ্গনানাং, স্বেদান্তঃ স্মিতসুভগান্মুখেন্দুবিম্বাৎ।
প্রেমার্দ্রঃ করকমলেন কোমলেন, প্রত্যেকং হরিরপসারয়াঞ্চকার ॥

৯৩। স্পর্শেন পাণিকমলস্য পুনঃ প্রকামং স্বিদ্যৎসু বক্ত্রকমলেষু মৃগেক্ষণানাম্।
স্বেদাপনোদকুশলো যদি নৈষ আসী- ত্তা এব চেলশকলৈর্মমৃজুর্মুখানি ॥

৯০। রহো গূঢ়মেব; মনোরথস্যাবতারঃ প্রাদুর্ভাবস্তৎসহিতানাম্; আযামিনী দৈর্ঘ্যবতী ॥

৯১। ততশ্চ পরঃসহস্রেষু নিভৃতনিকুঞ্জেষু প্রত্যেকমেব তাঃ সম্প্রয়োগাদিলীলয়া রময়ামাসেত্যাহ—যাবত্য ইতি। মদনমদতো হেতোঃ সম্পূর্ণার্থাঃ কারয়ামাসিরে; 'রামো রাজ্যমকারয়ৎ' ইতিবচ্চক্রিরে ইত্যর্থঃ ॥ (৯২)।

৯৩। পুনঃ স্বিদ্যৎসু তৎস্পর্শোত্থহর্ষেণেতি ভাবঃ ॥

৯০। এইরূপে বিহারকারী এবং নিখিল ভুবনের পদ্মাক্ষীগণের মন হরণকারী এই নিখিল সৌভাগ্যবান্ ভগবান্ ব্রজরাজপুত্রের এই বিবিধ বিলাস শিবব্রহ্মাদি দেবতাগণ প্রশংসা করতে লাগলেন। আকাশে দেববধূগণ নিরীক্ষণ করে বার বার মূর্ছিত হতে লাগলেন। অহো কি আশ্চর্য দুর্জ্ঞের লীলা। নিরুপম এই লীলাক্ষেত্রে কামসম্বন্ধিনী চিন্তা আবর্তে পড়ে বুদ্ধির পরাস্ততায় মনস্কামনার উদয় সংযুক্তা তারাশ্রেণীও মূর্ছিতা হয়ে পড়ল। হরি হরি চন্দ্রও রাসারম্ভের আরম্ভ থেকেই গতি-বৈক্লব্যে নিস্পন্দের মতো হয়ে গেয়েছিল। রাত্রি যে ব্রহ্মরাত্রি তুল্য দীর্ঘতা প্রাপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তা সমুচিতই হয়েছিল।

৯১। (অতঃপর অসংখ্য নিভৃত নিকুঞ্জে গোপীদের প্রত্যেককে সম্প্রয়োগাদি লীলায় রমণ করালেন কৃষ্ণ)

মদনমদ হেতু যে সুন্দরী যতটা রাগবতী হয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ নিজেও ততটাই রাগবান্ হয়ে প্রতিজনের অভিলাষ পূর্তি করিয়ে দিলেন পরিপূর্ণ ভাবে। সৎনায়কের প্রণয় সংসর্গের গৌরব এরূপই হয়ে থাকে।

৯২। বহুপ্রকার রমণকলায় শ্রান্তা অঙ্গনাদের প্রত্যেকের হাসি হাসি নয়নাভিরাম মুখেন্দু-মণ্ডল থেকে ঘর্মবিন্দু প্রেমার্দ্র হরি কোমল করকমলে মুছিয়ে দিলেন।

৯৩। মৃগনয়নাদের বদনকমল পাণিকমলের স্পর্শসুখে পুনরায় যথেচ্ছ ঘর্মোদগম হলে সেই হরি যদি তা মুছিয়ে দিতে কুশলী হলেন না, তখন তাঁরা নিজেরাই বস্ত্রখণ্ডর দ্বারা যাঁর যাঁর মুখ মুছে নিলেন।

৯৪। লাবণ্যসারসরসানি বিলাসলাস্য-,বৈদগ্ধ্যমুগ্ধমধুরাণি তদীহিতানি।
কারুণ্যমাত্রপিশুনানি জগুঃ সুগীত-,বন্ধেন তা নিজনিজপ্রতিভাকৃতেন॥

৯৫। এবং শ্রমহতীরতিমহতী রতিকলাকলাপজনিতা নিতান্তালস্যদস্যদভাজঃ সলিললীলয়া লয়াবাপ্তি-বিরতাঃ কারয়িতুং তাভিঃ ক্ষিপ্রমদাভিঃ প্রমদাভিঃ সমং সমন্ততো মৃদু মধুরং মধুরজ্ঞিভির্মধুকরগাথকৈঃ সহ গায়ন্তীভির্বিমলকুমুদকমলা কমলাকরবন্ধুনন্দিনীধারা ধারাধরমহসা মহসানন্দেন তেন চিরপুলিনখেলাবিলসৎকরে-ণুভিঃ করেণুভিঃ সহ মদকলকলভেনেব সমবজগাহে॥

৯৬। ততশ্চ, বক্তৈ্র রম্ভোরুহবরবনং দোর্লতাভির্মৃণালী-
শ্রেণির্বক্ষোরুহকলশকৈশ্চক্রনাম্নাং সমাজঃ।
গত্যা হংসীততিরতিতরাং হন্ত জিগ্যে বধূভি-
র্ভাস্বৎকন্যাসলিলমলসং লম্বমানাভিরাভিঃ॥

৯৭। বক্তৈ্রঃ স্বর্ণসরোজমণ্ডলময়ং নীরোপরিষ্টান্নভো
বক্ষোজৈর্মদচক্রবাকমিথুনশ্রেণীজুষো বীচয়ঃ।

৯৪। কারুণ্যমাত্রপিশুনানীতি লাবণ্যবিলাসাদিবিশিষ্টানাং তদীহিতানাং প্রকাশিকা তৎকৃপৈব, অতস্তামেব তানি পিশুনয়ন্তি সূচয়ন্তীত্যর্থঃ॥

৯৫। শ্রমহতী; শ্রমবাধা লয়াবাপ্ত্যা বিরতাঃ কারয়িতুং তাভিস্তেন কৃষ্ণেন কমলাকরবন্ধুনন্দিনীধারা সমবজ-গাহে। শ্রমহতীঃ কথম্ভূতাঃ? নিতান্তমালস্যং দদাতি যঃ স্যদো বেগস্তং ভজন্তী ধারয়ন্তীতি তথা তাঃ। ধারা কীদৃশী? বিমলানি কুমুদানি যস্মিস্তথাভূতং কমলং জলং যস্যাং সা। ধারাধরমহসা মেঘরুচিনা কৃষ্ণেন মহে উৎসবে সানন্দেন চিরং-পুলিনখেলাভির্বিলসন্তঃ কে মস্তকে রেণবো যাসাং তাভিঃ॥

৯৪। শ্রেষ্ঠ সরস লাবণ্যযুক্ত, বিলাস-নৃত্যবৈদগ্ধীময়, মুগ্ধ মধুর এবং কারুণ্যমাত্রসূচক সেই লীলা-বলী তাঁরা গাইতে লাগলেন, নিজ নিজ প্রতিভাকৃত সুগীত বন্ধনে।

৯৫। অতঃপর অতিমহতী রতিকলাচয় জনিত এবং নিতান্ত আলস্যদায়ী ও বেগধারী শ্রমপীড়া জল-ক্রীড়ায় লয় পাইয়ে শান্ত করবার জন্য কৃষ্ণ চতুর্দিকে মধুরজ্ঞি মধুকর গায়কের সঙ্গে মৃদুমধুর গায়নী, কৃষ্ণসঙ্গে দ্রুত হৃষ্ট হওয়ার স্বভাবা এবং মেঘরুচি তার সঙ্গে দীর্ঘ সময় পুলিন মধ্যে খেলাবিলাস হেতু ধূলিধূষরিতা রমণীগণকে সঙ্গে নিয়ে বিমল কুমুদাকর জলে ভরা যমুনার ধারায় প্রবল উচ্ছাসে ডুবা ডুবি করতে লাগলেন, হস্তিনীর সঙ্গে মিলিত মদমত্ত হস্তীশাবকের মতে।

৯৬। বদনকমলশ্রেণী দ্বারা শ্রেষ্ঠ কমলবনকে, ভুজবল্লীশ্রেণী দ্বারা মৃণাল শ্রেণীকে, স্তনকুম্ভশ্রেণীদ্বারা চক্রবাক সমাজকে এবং চলনভঙ্গী দ্বারা হংসীশ্রেণীকে সম্পূর্ণভাবে জয় করলেন যমুনা জলে অলস ভাবে লম্বা হয়ে ভাসমান্ সেই বধূগণ

৯৭। বধূবৃন্দ উদর-ডোবা যমুনা জলে গেলে তাঁদের বদনকমলের দ্বারা জলোপরি আকাশ হয়ে উঠল স্বর্ণকমলমণ্ডলময়, উচ্ছলিত তরঙ্গমালা স্তনকুম্ভচয়কে স্পর্শ করে হয়ে উঠল মত্তচক্রবাক-চক্রবাকী যুগল-

দোর্ভিশ্চারুমৃণালবল্লিবলিতা আপস্তদাসন্ বধূ-
বৃন্দে গচ্ছতি চিত্রভানুদুহিতুস্তৎকুক্ষিদঘ্নং পয়ঃ ॥

৯৮। ততশ্চ,   লব্ধ্বা তাসাং তনুপরিমলান্ পদ্মিনীঃ প্রোজ্ঝ্য ভৃঙ্গৈ-
রভ্যুদ্যাতৈস্তরণিতনয়ৈবাদরাদুজ্জগাম।
হংসৈস্তল্যোড্ডয়নচপলৈশ্চামরত্বং প্রযাতৈঃ
শ্রান্তাঃ সর্বাঃ প্রণয়রভসাদ্বীজয়ামাস সৈব ॥

৯৯   ভৃঙ্গৈস্তাসামুপরি পরিতো মণ্ডলীভূয় সদ্ভি-
স্তৎপর্যন্তেষ্বপি দিবিষদাং পুষ্পবর্ষৈঃ পতদ্ভিঃ।
নীলং বাতাবধুতমভিতঃ সারিমুক্তাবলীকং
শোভাহেতোরতনুত কিমু ব্যোমলক্ষ্মীর্বিতানম্ ॥

১০০। ততশ্চ, অন্যোন্যাত্তৈঃ করসরসিজৈস্তাড়য়ন্তীষু তোয়ং, মধ্যে কৃত্বা দয়িতমভিতো মণ্ডলত্বং গতাসু।
তাসূদ্ভূতাস্তরণিদুহিতু রোমহর্ষা ইব শ্রী-,কৃষ্ণস্যোরঃ-পরিসরময়ুস্তোকতুঙ্গাস্তরঙ্গাঃ ॥

১০১।   অন্যোন্যগ্রথিতাঙ্গুলীকলিকয়োঃ কৃত্বাম্বুপাণ্যোঃ সমা-
পীড্যোচ্চৈর্জলযন্ত্রবৎ করভয়োঃ প্রান্তেন নিক্ষিপ্যতা।

৯৬। কলশকৈরিত্যল্পার্থে কঃ ॥

৯৭। চক্রবাকজুষো বীচয় ইতি কুক্ষিদঘ্নেঽপি জলে তরঙ্গাণামুচ্ছ্‌নত্বেন স্তনপর্যন্তস্পর্শাদিতি ভাবঃ ॥

৯৮। উজ্জগাম অভ্যুত্থিতবতী ॥

৯৯। সারিণ্যো মুক্তা এব বলীকং পটলপ্রাপ্তং যত্র তৎ ॥ (১০০)।

শ্রেণীর সেবাকারিণী এবং বাহুলতাশ্রেণী দ্বারা যমুনার জল হয়ে উঠল মৃণাললতাময়।

৯৮। অতঃপর তনুপরিমল লাভ করে পদ্মিনীকে ছেড়ে কাল কাল ভ্রমরকুল তাঁদের দিকে যেতে থাকলে মনে হল যেন কাল যমুনাই আদরের সহিত অভ্যর্থনা করবার জন্য তাঁদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। তথা উড়ন চপল হংসসমূহ চামরের ভাব প্রকাশ করলে মনে হল যেন যমুনাই শ্রান্তা গোপীগণকে প্রণয়বেগে বীজন করছেন।

৯৯। কাল কাল ভ্রমরনিকর তাঁদের উপর মণ্ডলী হয়ে ছেয়ে থাকলে এবং এর নিকট দেবতাগণের বর্ষিত শুভ্রপুষ্পসমূহ পড়তে থাকলে সৃজিত হল, বাতাসে কম্পিত একটি নীল জমিনের চতুর্দিকে মুক্তাবলীর ঝালরের দৃশ্য। অহো একি শোভা সৃজনের জন্য আকাশলক্ষ্মীর টানানো চাঁদোয়া।

১০০। কেন্দ্রস্থলে প্রিয়তমকে রেখে মণ্ডলী আকারে দাঁড়িয়ে গিয়ে গোপীগণ পরস্পর ধরাধরিকরা করকমলের দ্বারা জলে আঘাত করতে লাগলেন। সেই আঘাতে যমুনা থেকে উত্থিত রোমাঞ্চের মতো ছোট ছোট বীচিমালা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষোদেশ প্রাপ্ত হল।

১০১। পরস্পর গ্রথিত অঙ্গুলী কলিকাযুক্তা পাণিদ্বয়ে জল ভরে নিয়ে পীচকারীর মতো জোরে

ধারাভির্মুহুরায়তাভিরবলাবৃন্দেন সিক্তো হরি-
র্মন্যে মন্মথবারুণাস্ত্রমহসা মূর্ত্তেন বিদ্ধো বভৌ ॥

১০২। ততশ্চ, নিঃসংহারং তদিদমতনোর্বারুণাস্ত্রং বিদিত্বা
শক্তোঽপ্যস্য প্রতিকৃতিবিধৌ লীলয়া বারিমগ্নঃ।
নীবীদাম্নাং হরণকুতুকী তদ্ধৃতিব্যগ্রহস্তং
ভগ্নাঃ সর্বাঃ পুনরতিতরামেক এবাসিষেচ ॥

১০৩। ততশ্চ, প্রত্যেকং তাঃ সপদি পয়সো দ্বন্দ্বযুদ্ধেন জিত্বা
কৃষ্ণেনাস্মিন্ পণিতমখিলং হারমাকৃষ্য নীতম্।
পৃষ্ঠং যাতা লঘুলঘুতরাং পীড়য়িত্বাস্য বাহূ
রাধা সর্বং যদি হৃতবতী তামধাবত্তদাসৌ ॥

১০৪। আচিন্বানাং কমলমমলং ক্বাপি গাধেঽপি নীরে
গম্ভীরত্বাভিনয়চকিতাং শঙ্কয়া পঙ্কিলাক্ষীম্।

১০১। অবলাবৃন্দেন কর্তৃভূতেন পাণ্যোরম্বু কৃত্বা উচ্চৈঃ সমাপীড্য জলযন্ত্র ইব জলযন্ত্রেণেব নিক্ষিপ্যতা নিক্ষেপকেন করভয়োঃ প্রান্তেন নিমিত্তেন সতীভির্ধারাভিঃ সিক্তঃ; ক্ষিপতের্দৈবাদিকস্য শত্রা রূপম্; "মণিবন্ধাদাকনিষ্ঠং করস্য করভো বহিঃ" ইত্যমরঃ ॥

১০২। তস্যা নীবের্ধৃতৌ ব্যগ্রহস্তং যথা স্যাত্তথা; ভগ্না বিদ্রুতাঃ ॥

১০৩। আকৃষ্য নীতং স্বকক্ষদেশে স্থাপিতমখিলমেব হারং পৃষ্ঠং যাতা সতী হৃতবতী। কথমিত্যত আহ—অস্য বাহূ পীড়য়িত্বা মৃণাল্যা বা অঙ্গুল্যা বারিরেখাং কনকরূপেণ পীড়নেন কণ্ডূতিমুৎপাদ্য কক্ষমুদ্রায়ামুদ্ঘাটিতায়াং সত্যাং স্বয়মকস্মা-

---

চাপ দিয়ে করভের (মণিবন্ধ থেকে কনিষ্ঠাঙ্গুলী পর্যন্ত করের বহির্ভাগ) সাহায্যে মোটা মোটা ধারায় ছুড়ে তার ঝাপটায় হরিকে বার বার ভিজিয়ে দিতে লাগলেন অবলাগণ। মনে হতে লাগল যেন কামদেবের বরুণাস্ত্রের মূর্ত তেজে বিদ্ধ হলেন হরি।

১০২। অতঃপর এ-কে কামদেবের সংহার-অযোগ্য বরুণাস্ত্র জেনে হরি এর প্রতিকার বিধানে সমর্থ হয়েও লীলায় ডুব দিলেন জলে। নীবিদাম হরণ কৌতুকী তাঁর হাত ব্যগ্র হয়ে উঠল গোপীগণের নীবিধারণে। গোপীগণ সকলে ভীতচকিত ভাবে ঝাপাঝাপি করে পালাতে আরম্ভ করলে পুনরায় কৃষ্ণ একাই সকলকে যথেচ্ছ ভাবে জলের ঝাপটা মারতে লাগলে-।

১০৩। অতঃপর তাঁদের প্রত্যেককে জল-দ্বন্দ্বযুদ্ধে জয় করে চট্ পট্ এতে পণরাখা যত কিছু হার, সব নিয়ে নিয়ে বগল তলায় পুরে দিলেন কৃষ্ণ। রাধা পিছন দিক্ থেকে ধীরে ধীরে গিয়ে কাতুকুতু দিয়ে কৃষ্ণের হাত ঢিলে করত সব হার যদি কেড়ে নিলেন, তখন কৃষ্ণ তাঁর পিছে পিছে তাড়া করলেন।

১০৪। কোনও স্থানে অমল কমল চয়ন করতে করতে জল অগভীর হলেও সম্মুখের জল হয়তো বা গভীর হবে, কি করে অহো ওখান থেকে উঠে আসবো, এরূপ নিজ অঙ্গভঙ্গীতে রাধা চকিতের ভাব প্রকাশ

দোর্ভ্যাং বক্ষোভুবি সুনিবিড়াপীড়মুত্থাপ্যমানাং
কান্তেনৈনাং সরসকুতুকং তাঃ সমীক্ষাম্বভূবুঃ ॥

১০৫। ততশ্চ কদাচন— রাধাদেব্যা চপলশফরীঘট্টনাশঙ্কিতাক্ষ্যা
কণ্ঠগ্রাহং ভয়চকিতয়া গাঢ়মাশ্লিষ্যমাণঃ।
প্রত্যাশ্লিষন্নুপধি মুহুঃ শ্লাঘমানঃ শফর্য্যা-
স্তৎসৌহৃদ্যং হরিরতিতরাং সিস্মিয়ে মোদমানঃ ॥

১০৬। এবং চ কদাচন— পদ্মৈঃ পদ্মৈঃ স্বয়মবচিতৈস্তন্মৃণালৈর্মৃণালৈ-
র্লীলাযুদ্ধং যদজনি মিথস্তত্র যোষিন্মণীনাম্।
তাসাং তস্মিন্নজনি কুতুকং পশ্যতস্তৎপ্রমোদাৎ
কৃষ্ণস্যৈব প্রহরণবশেনেব রুগ্নং মনোহভূৎ ॥

দেব জলে পতিতমিত্যর্থঃ ॥

১০৪। গাধেহপি নীরে গম্ভীরত্বস্যাভিনয়েনাগ্রেতনং নীরমিদং নূনমগাধমেব ভবিষ্যতি, কথমিতো বিদ্রবামীতি স্বাঙ্গচেষ্টয়া চকিতাং স্বাকর্ষণার্থমনুধাবন্তং কৃষ্ণমালোক্য শঙ্কয়া পঙ্কিলাক্ষীং ব্যাকুলিতনেত্রাম্ ॥

১০৫। ততশ্চ কদাচনেতি তদাকর্ষণ-পরিরম্ভাদি নির্বাহান্তে সামঞ্জস্যেন দ্বয়োশ্চলনে বৃত্তে সতীত্যর্থঃ। ঘট্টনা ফরফরাৎকারেণোচ্ছলিতত্বম্। অনুপধি উপাধিশূন্যং সৌহৃদ্যম্॥

১০৬। মিথস্তাসামেব পরস্পরং যদ্যুদ্ধমজনি, তস্মিন্ যুদ্ধে তাসাং কুতুকমেবাজনি, ন তু পীড়া, তৎ পশ্যতঃ কৃষ্ণস্যৈব মনো রুগ্ণং কামপীড়িতমাসীৎ। প্রহরণবশেনেত্যুৎপ্রেক্ষা ॥

করলে তাকে টেনে তুলবার জন্য কৃষ্ণ পিছনে ছুটে এলেন ত দেখে শঙ্কায় ব্যাকুল নেত্রা হয়ে উঠলেন রাধা। দু হাতে রাধার বক্ষোদেশ সুনিবিড় ভাবে চেপে ধরে কৃষ্ণ যখন তাঁকে টেনে উঠাচ্ছিলেন, তখন গোপীগণ সরস কৌতুকে নিরীক্ষণ করছিলেন।

১০৫। অতঃপর কখনও—(সেই আকর্ষণ-আলিঙ্গনাদি সমাপনান্তে দুজনে মিলেমিশে চলতে আরম্ভ করলেন—)

চপল শফরীমাছ ফর ফর করে উঠলে শঙ্কিত নয়। রাধাদেবী ভয়চকিতভাবে কৃষ্ণের কণ্ঠ জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করলেন। কৃষ্ণ প্রতি আলিঙ্গন দান করতে করতে সেই শফরীর নিরুপাধি সৌহার্দকে মুহুর্মুহু প্রশংসা করতে লাগলেন. আর খুব হাসতে লাগলেন।

১০৬। এইরূপে কখনও স্ত্রীরত্নদের মধ্যে পরস্পর যদি নিজ হাতে চয়িত পদ্মে-পদ্মে মৃণালে-মৃণালে লীলাযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল, তখন সেই যুদ্ধে রমণীদের কৌতুকই হল, পীড়া নয়। এদিকে কিন্তু ঐ লীলার দ্রষ্টা শ্রীকৃষ্ণের সেই দর্শনজ আনন্দ থেকে জাত হল কামপীড়া, প্রহার বশে মুগ্ধের মতো।

১০৭। কদাচন – কৃষ্ণে কর্ষতি কোকযুগ্মমবলা দোর্ভ্যাং ব্যধুঃ স্বস্তিকং
কণ্ঠে চারুমৃণালমর্পয়তি তাশ্চক্রুর্ভুজান্ ভঙ্গুরান্।
পদ্মং জিঘ্রতি পাণিভিঃ পিদধিরে বক্ত্রং জলক্রীড়নে
তাভিস্তস্য বভূব সৌরতরসঃ কোঽপীঙ্গিতৈরিঙ্গিতৈঃ ॥

১০৮। ততশ্চ, নির্লেপঃ কুচমণ্ডলো মৃগদৃশং হারাবলী নির্গুণা
নেত্রাম্ভোরুহমঞ্জনেন রহিতং নীরাগমোষ্ঠাধরম্।
নিগ্রন্থির্মণিমেখলা কচততির্মোক্ষং গতা কাচন
শ্রীরাসীদ্দ্বিগুণৈব সা ঘনরসে মগ্নস্য যোগ্যং হি তৎ ॥

১০৯। পদ্মৈঃ কেশাভরণমমলৈরুৎপলৈঃ কর্ণভূষাং
হারং কৃত্বা বিস-লতিকয়া মেখলাং শৈবলেন।
ক্রীড়োপান্তে মণিময়শিরোভূষণাদীনি তানি
প্রেম্ণা নার্য্যো দিনমণিভুবে প্রীতিদেয়ানি চক্রুঃ ॥

১০৭। পাণিভ্যাং কোকযুগ্মং কর্ষতীতি স্তনালভনসূচনম্; স্বস্তিকমিতি তদ্বারণার্থং বক্ষসি আসনমুদ্রা হস্তধারণম্। এবমেব কণ্ঠে ইত্যাদিনা ব্যঞ্জিতয়োঃ পরিরম্ভাধরপানয়োর্বারণার্থং ভঙ্গুরানিত্যাদি ॥

১০৮। ঘনরসে জলে; পক্ষে, সম্ভোগাত্মক শৃঙ্গাররসে ॥

১০৯। সম্ভোগান্তে তাসাং স্বাধীনভর্তৃকাভাবেন প্রসাধনমাহ—পদ্মৈরিতি। নন্বু তাভিঃ পূর্বসিদ্ধানি মণিময়মণ্ডনানি ক ধারিতানীত্যত আহ—ক্রীড়োপান্তে ইত্যাদি। দিনমণিভুবে যমুনায়ৈ ॥

---

১০৭ কখনও—কৃষ্ণ স্তন ধারণসূচক চক্রবাক পক্ষীযুগলকে ধরে টান দিলে অবলাগণ দুহাতে স্বস্তিক রচনা করলেন কণ্ঠে আলিঙ্গনাদি সূচক চারু মৃণাল অর্পণ করলে বাহুযুগল তেরছা করে ধরলেন। পদ্ম শুঁকতে থাকলে পাণিযুগলে মুখকমল ঢাকলেন।—এইরূপ ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে কোনও অনির্বচনীয় সৌরতরস উচ্ছলিত হয়ে উঠল, গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের জলখেলায়।

১০৮। অতঃপর, হরিণনয়নাদের কুচমণ্ডল হয়ে পড়ল কুঙ্কুমাদি বিলেপনহীন, হারাবলী গাথুনী সুতাহীন, নয়নকমল অঞ্জনরহিত, ওষ্ঠাধর রক্তিমারহিত, মণিমেখলা গ্রন্থিরহিত, আর কেশপাশ বন্ধনহীন—এতে শোভা দ্বিগুণিতই হয়ে উঠল ও কোনও অনির্বচনীয়তা প্রাপ্ত করে নিল। (সাধারণ পক্ষে) জলমগ্ন বা (গোপী পক্ষে) সম্ভোগাত্মক শৃঙ্গাররসমগ্ন জনের পক্ষে এ যোগ্যই বটে।

১০৯। (সম্ভোগান্তে স্বাধীনভর্তৃকা ভাবে গোপীদের যে প্রসাদন তার কথা বলা হচ্ছে –)

পদ্মে কেশাভরণ অমল উৎপলে কর্ণভূষা, মৃণাললতায় হার, আর শৈবালে মেখলা করে গোপীগণ তাঁদের অঙ্গের মণিশিরোভূষণাদি খুলে প্রেমের সহিত যমুনাকে দিয়ে দিলেন প্রীতি উপহার রূপে।

১১০। উল্লাস্য বামকরবারিরুহেণ বারি, ঝঙ্কারিকঙ্কণকলেন চ দক্ষিণেন।
সন্তাড্য চারু জলমণ্ডুকবাদ্যলীলা-,মাতেনুরুৎসবসমাপ্তিফলামিবৈতাং॥

১১১। স্নানোত্তীর্ণাঃ কনকনলিনীস্পর্ধিভাসো নিতম্বং
ক্রান্ত্বা স্রস্তৈরবিরতপয়োবিন্দুনিষ্যন্দভাগ্‌ভিঃ।
রেজুঃ কেশৈরথ হঠহৃতৈরশ্রু মুঞ্চদ্ভিরুচ্চৈ-
র্ধ্বান্তৈঃ পৃষ্ঠানুসরণপরৈরংশুমালা ইবেন্দোঃ॥

১১২। অথ সময়সম্মুখমানসেবাতৎপরয়া রয়াপাদিতাদরয়া যোগমায়য়াগমায়য়া সমুপাহৃতানি তৎকালোচিতলোচিতরমণীয়ানি যানি বসনালঙ্কারানুলেপনাদীনি স্বপ্নোপলব্ধানীব তানি সেবিত্বা'হবিত্বা সকলসুন্দরতা দরতাণ্ডবিতকুণ্ডলাঃ সরসকলাবলাবণ্যশ্রিয় ইব মূর্ত্তিমত্যো মত্যোঢ়মহামহাধৌতা ইব মাধুর্য্যো ধুর্য্যোত্তমাঃ প্রণয়ভরস্য রস্যতমত্বিষো ললিতোপবনকুঞ্জবরাজিরেষু রাজিরেষু মদকলকলহংসকারণ্ডবাদিবাদিবর্গস্য মণ্ডলীভূয় ভূয় এব রসিকঘটামুকুটালঙ্কারনীলমণিবরেণ কৌস্তুভেন বিলসদুরসা রসাম্বুধিনাধিনাথেন সহ সহর্ষমুপবিবিশুর্গোপ-

---

১১০। উল্লাস্যেতি নির্বাণসময়ে বাদ্যং সমুচিতমেবেতি ভাবঃ॥

১১১। স্নানোত্তীর্ণাঃ—অভ্যঙ্গোদ্বর্তনাদি পূর্বক-স্নানান্তরমুত্তীর্ণাঃ॥

১১২। অথ গাত্রজলাপসারণাদনন্তরং বসনালঙ্কারাদীনি সেবিত্বা ভূয় এবাধিনাথেন সহ ললিতোপবনকুঞ্জবরাণামজিরেষু প্রাঙ্গণেষু উপবিবিশুরিত্যন্বয়ঃ। অগমো দুর্লক্ষ্যোঽয়ঃ শুভাবহো বিধির্যস্যাস্তয়া। লোচিতং দৃষ্টিস্তস্যা রমণীয়ানি; সরসকলামবন্তি রক্ষন্তীতি তাঃ। মত্যা ঊঢ়েন মহামহেন মহোৎসবেন আ সম্যক্ ধৌতাঃ ক্ষালিতা ইব মাধুর্য্যো মধুরতা মূর্তিধারিণ্যো ধুর্যোত্তমাঃ; শ্রেষ্ঠাধারাঃ; রাজিং শ্রেণীং রান্তীতি তথা তেষু॥

১১০। বাম করকমলে জল উছলিত করে এবং ঝঙ্কারি কঙ্কণের কোমল ধ্বনিযুক্ত দক্ষিণ করকমলে জল থাপড়িয়ে চারু জলমণ্ডুকবাদ্য লীলা বিস্তার করলেন গোপীগণ উৎসব সমাপ্তির ফল স্বরূপে।

১১১। অতঃপর অভ্যঙ্গোদ্বর্তনাদি পূর্বক স্নানের পর উপরে উঠে এসে স্বর্ণকমল স্পর্দ্ধী কান্তিময়ী গোপীগণ নিতম্ব ছাড়িয়ে এলানো এবং অবিরত জলবিন্দু-ঝরানো কেশের সৌন্দর্যে দীপ্তি পেতে লাগলেন, যেমন না-কি দীপ্তি পায় চন্দ্রমার কিরণমালা বলাৎকারে হটে যাওয়া, (অতএব) অশ্রু মোচন করতে করতে পিছে পিছে অনুসরণপর ঘন অন্ধকার দ্বারা।

১১২। সময়োচিত এবং সম্মুখে উপস্থিত সেবায় তৎপরা দুর্লক্ষ্য শুভাবহ আচারপরায়ণ যোগমায়াদ্বারা অত্যাদরে তৎকালোচিত ও দৃষ্টিরম্য যে সকল বসন-অলঙ্কার-অনুলেপনাদি স্বপ্নে পাওয়ার মতো অনায়াসে সংগৃহীত হল, তা গোপীগণ ধারণ করলেন অঙ্গ মুছবার পর। ঈষৎ তাণ্ডবিত কুণ্ডল সরস কলার পালয়িতা, লাবণ্যলক্ষ্মীসম, বুদ্ধিদ্বারা অঙ্গীকৃত মহোৎসবের দ্বারা যেন সম্যক্ ক্ষালিত মূর্তিমতী মাধুর্য শ্রেষ্ঠা, প্রেমের আশ্রয়-শ্রেষ্ঠা এবং অতি আস্বাদনীয় কান্তি গোপরমণীযূথসমূহ তখন সকল সৌন্দর্যে দীপ্তা হয়ে উঠলেন। অতঃপর তাঁরা সকলে রসিককুল মুকুটালঙ্কারশ্রেষ্ঠ নীলমণি স্বরূপ, কৌস্তুভে দীপ্ত বক্ষ রসসাগর প্রাণাধিদেবতাকে

রমণীমণীশ্রেণয়ঃ ॥

১১৩। তত্রানিম্নে মণিময়ঘটৈর্দেবতাভির্বনীনাং
স্বাদুঃ স্বচ্ছঃ পুরুপরিমলঃ কৌসুমঃ শীধুপূরঃ।
যদ্‌গন্ধান্ধৈর্মধুপনিকরৈ সর্বতো ঘূর্ণ্যমানৈ-
র্জ্যোৎস্নাজালেঽপ্যুপচিত ইব ব্যোম্নি গাঢ়ান্ধকারঃ ॥

১১৪। রজতজলবজ্জ্যোৎস্নাজালোজ্জ্বলে পুলিনোদরে, স্ফটিকচষকশ্রেণ্যস্তাসাং পুরঃ পরিরেজিরে।
নয়নবিষয়ীভাবং হিত্বা পরস্পর-সত্বিষঃ, করকিশলয়স্পর্শেনৈব স্ববোধবিভাবিকাঃ ॥

১১৫। তামেতাং মধুপানসামগ্রীমগ্রীয়াং সামগ্রীমিব মনোভবামোদক-মোদকদম্বস্য সমালোকমানো মানোন্নতধীঃ সরসমনা রসমনায়াসসিদ্ধং তং বহুমানয়ন্ নয়ন্নপি তত্র লালসাং সালসাং সাধীয়সীং মদমাধুরী-মাধুরীণাং চিত্তবিভ্রমৈর্বিভ্রমৈরুপচিতাং চালোকয়িতুং মধূনি ॥

১১৩। বনীনাং ক্ষুদ্রবনানাম্ ॥

১১৪। পরস্পরসত্বিষো জ্যোৎস্নাস্ফটিকচষকশ্রেণ্যোস্তুল্যকান্তিত্বাৎ, অতএব পার্থক্যেনানুপলব্ধের্হেতোর্নয়নবিষয়ী-ভাবং নেত্রেন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বং ত্যক্ত্বা ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্যান্তা অভবন্নিত্যাহ—করকিসলয়েতি। করকিসলয়ানাং স্পর্শেনৈব স্ববোধং স্ফটিকচষকশ্রেণ্য এবৈতা ন জ্যোৎস্না ইতি স্ববিষয়কজ্ঞানং বিশেষেণ ভাবয়ন্ত্যুৎপাদয়ন্তীতি তাঃ ॥

১১৫। মনোভবামোদকস্য কামোদ্দীপকস্য মোদকদম্বস্য হর্ষসমূহস্য সামগ্রীমিব সমগ্রতামিব সম্পূর্ণতামিবেত্যর্থঃ। চিত্তস্য বিবিধো ভ্রমো যেষু তথা তৈর্বিভ্রমৈরুপচিতাং মদসা মত্ততায়া মাধুরীং দ্রষ্টুম্ ॥

ঘিরে মণ্ডলাকারে মিলিত হয়ে আনন্দ কলরবকারী রাজহংস-বালিহংসাদি জলচর পক্ষিরাজি সমাকুল ললিত উপবনস্থ কুঞ্জশ্রেষ্ঠের প্রাঙ্গণে গিয়ে প্রবেশ করলেন সহর্ষে।

১১৩। উপবন দেবতাগণ মণিময় ঘটে স্বাদু-স্বচ্ছ-অতি সুগন্ধী বহু পুষ্পমদ এনে উপস্থিত করলেন সেখানে, যার গন্ধে ভ্রমরকুল চতুর্দিকে ঘুর ঘুর করতে লাগল। এদের ছায়ায় আকাশ যেন গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে গেল, জ্যোৎস্না ধারায় প্লাবিত হয়েও।

১১৪। রৌপ্যজলের মতো জ্যোৎস্নাজালোজ্জ্বল পুলিনের মধ্যে গোপীগণের সম্মুখে স্ফটিক পানপাত্র-শ্রেণী অতিশয় শোভা পেতে লাগল। জ্যোৎস্ন ধারা ও স্ফটিক পাত্রশ্রেণী তুল্য কান্তি হওয়াতে দুয়ের পার্থক্যের অনুপলব্ধিতে স্ফটিক পাত্রশ্রেণী নেত্রেন্দ্রিয় গ্রাহ্যত্ব ত্যাগ করে শুধুমাত্র ত্বকেন্দ্রিয় গ্রাহ্য হল তৎকালে। এরা যে স্ফটিকপাত্র তা একমাত্র হাতের স্পর্শই জানাতে লাগল।

১১৫। গোপীদের অগ্রে স্থিত এই মধুপানের সরঞ্জামকে কামোদ্দীপক প্রসন্নতাপুঞ্জের পরিপূর্ণতার মতো দেখতে দেখতে সমাদরে প্রশান্তবুদ্ধি সরসমনা কৃষ্ণ অনায়াসসিদ্ধ সেই রসকে বহুমানন করতে করতে তাতে লালসাযুক্ত হয়েও অতিশ্রেষ্ঠ মত্ততার উচ্ছল মাধুরী, যা চিত্তের বিবিধ ভ্রম উৎপাদক বিভ্রমের দ্বারা সমৃদ্ধ, তা দেখবার জন্য ঐ গোপীদের প্রিয় সহচরীদিকে কৌতুকপূর্বক এইরূপ বললেন—

১১৬। একৈকস্যৈ স্ফটিকচষকৈঃ পূরয়িত্বা প্রদাতুং
স্বেচ্ছাপূর্বং নয়ত সুদৃশো যূথপায়ৈ বিভজ্য।
ইত্যেতাসাং প্রিয়সহচরীঃ কৌতুকাৎ প্রাহ কৃষ্ণ-
স্তাস্তস্যাংশং তদভিমুখতো ন্যস্য চক্রুস্তথৈব ॥

১১৭। এবং সতি— কর্পূরাভে কিরণসুধয়া প্রোক্ষিতে শীতধাম্নঃ
প্রত্যামৃষ্টে কমলকুমুদ-মোদিনা মারুতেন।
প্রাদুর্ভূতঃ স খলু শুশুভে সৈকতে ভানুপুত্র্যাঃ
প্রত্যাসন্নে সুরতসমরে বীরপানপ্রমোদঃ ॥

১১৮। প্রতিচষকং প্রতিবিম্বিত-,শশিবিম্বং বিলসদুৎপলামোদম্।
উপরিভ্রমদলিললিতং, পুরতস্তাসাং ররাজ মাধ্বীকম্ ॥

১১৯। আদৌ পানে নয়নযুগয়োঃ শোণিমানং দ্বিতীয়ে
বাচ্যেবজ্যং ব্যধিকরণতাং হাসভীত্যোস্তৃতীয়ে।
দ্রষ্টুং পশ্চাদ্বিহসিতুমপি প্রাণনাথং তথান্যাঃ
পানক্রীড়াপরিষদি দধে পাতুমিচ্ছাং ন কাচিৎ ॥

১১৬। হে সুদৃশঃ ! একৈকস্যৈ যূথাপায়ৈ বিভজ্য প্রদাতুং স্ফটিকচষকৈঃ পূরয়িত্বা মধূনি নয়ত ॥

১১৭। সৈকতে সিকতাময়পুলিনে ॥

১১৮। উপরি ভ্রমন্তোঽলয়ো যত্র তৎ ॥

১১৯। কাচিন্মাধ্বীকং পাতুমিচ্ছাং ন দধে। কিমর্থম্ ? আদৌ প্রথমে পানে নয়নয়োঃ শোণিমানং দ্রষ্টুং হাস-ভীত্যোর্ব্যধিকরণতাং হাসোৎপাদকে বস্তুনি বিষয়ে ভীতিং ভীত্যুৎপাদকে হাসং দ্রষ্টুং পশ্চাদ্‌বিহসিতুং পরিহসিতুমিতি। এতৎ সুখং পানসুখতোঽপ্যধিকমিতি মত্বানেত্যর্থঃ। অপিকারাদ্ব্যজনাদ্যৈঃ পরিচরিতুম্ ॥

১১৬। 'হে সুনয়নীগণ ! এক এক যূথেশ্বরীকে ভাগ করে দেওয়ার জন্য স্বেচ্ছা মতো মধু নিয়ে নেও, স্ফটিকপাত্র ভরতি করে।' সহচরীগণ কৃষ্ণের ভাগ তাঁর সম্মুখে ধরে সেইরূপই করলেন।

১১৭। সুরত সমর নিকটবর্তী হয়ে গেলে চন্দ্রমার কিরণসুধায় ধৌত কমলকুমুদগন্ধী বায়ুতে পরি-মার্জিত যমুনার পুলিনে প্রকটিভূত সেই বীরপান-প্রমোদ অতিশয় শোভা পেতে লাগল।

১১৮। প্রতি পানপাত্রে প্রতিবিম্বিত শশিবিম্বযুক্ত, প্রফুল্ল উৎপল গন্ধে আমোদিত এবং উপরে ঘূর্ণয়মান্ অলিতে ললিত মাধ্বিক শোভা পাচ্ছে।

১১৯। প্রথমপানে নয়ন যুগলে শোণিমা, দ্বিতীয় পানে বাক্যে জড়িমা এবং তৃতীয় পানে হাস্যোৎ-পাদক বস্তু বিষয়ে ভয় ও ভয়োৎপাদক বস্তু বিষয়ে হাসি—এত সব দেখবার জন্য, তথা পরে প্রাণনাথকে পরি-হাস করবার জন্য কোনও এক গোপী এই পানক্রীড়া সভাতে মধু পান করবার ইচ্ছা করছিলেন না।

১২০। আতন্বানে অমৃতমধুনোর্ব্যত্যয়েনৈব মৈত্রীং
চন্দ্রাম্ভোজে ইব বদনয়োর্মণ্ডলে কারয়ন্তৌ।
অন্যোন্য-শ্রীবদনচষকোপাত্তমন্যোন্যদত্তং
রাধাকৃষ্ণৌ সমমপিবতাং সাধরোষ্ঠোপদংশম্ ॥

১২১। এবং প্রবৃত্তে পানমহে মহেভ্যো মধুরিমমণিভিঃ সম্মদসিন্ধুরসৌ মদসিন্ধুরসৌভাগ্যঃ সিন্ধুরীভিরিব তাভির্মধুমদমদনমদতোঽনমদতোদমনা মত্তলীলালীলাবিতধীরধীর ইব সন্নপি সন্নপিপাসানাং পূর্বপানেনৈব ক্ষিপ্রমদানাং প্রমদানাং মদাবিলবিলসিতাং সখীভিঃ সহ বাচং বাচংযম ইব শুশ্রাব ॥

১২২। আলীন্দুর্মে পিবতি মধু কিং পীয়তামালি সার্দ্ধং
স্তেনোঽহ ং যত্তব মুখরুচাং কণ্ঠলগ্নেন ভাব্যম্।

১২০। কৌসুমমধুপানান্তরমাধরমধুপানপৌনঃপুন্যমাহ—আতন্বানে ইতি। শ্রীবদনমেব চষকং পাত্রং তত্রোপাত্তং ধারিতম্। অধরোষ্ঠাবেব উপদংশো বিদংশস্তদন্তরাস্বাদনীয়ং বস্তু তৎসহিতম্। কিং কুর্বন্তৌ? চন্দ্রাম্ভোজে চন্দ্রকমল রূপে বদনয়োর্মণ্ডলে অমৃত-মধুনোর্ব্যত্যয়েনৈব মৈত্রীমাতন্বানে কারয়ন্তৌ। অয়মর্থঃ—রাধামুখং চন্দ্রঃ, কৃষ্ণমুখং কমলম্, অতস্তয়োঃ পরস্পরাধরপানতশ্চন্দ্রস্যামৃতং কমলে প্রবিশতি, কমলস্য মধু চন্দ্রে প্রবিশতি; মধুমাংশ্চন্দ্রোঽমৃতময়ং কমলমিতি পরস্পরমৈত্র্যা ধর্মবিপর্যাসঃ ॥

১২১। মহেভ্যোমহাঢ্যঃ, "ইভ্য আঢ্যো ধনী" ইত্যমরঃ। মদসিন্ধুরস্য মত্তহস্তিন ইব সৌভাগ্যং যস্য সঃ। অনমদনশ্রীভবং, অতএবাতোদং নিরঙ্কুশং মনো যস্য সঃ। মত্তস্যেব যা লীলালী তয়া লবিতা ছেদিতা ধীর্বিচারো যস্য সঃ। সন্নপিপাসানাং বিগততৃষ্ণানাম্ ॥

১২২। মধুচষকে প্রতিবিম্বিতং চন্দ্রমালোক্যাহ—আলীন্দুরিতি। অপীতমাধ্বীকা সখী তামুপহসন্তী প্রত্যাহ—হে আলি! তর্হি ইন্দুনা সার্ধমেব পীয়তাম্, যদ্ যস্মাদয়মিন্দুস্তব মুখরুচাং স্তেনশ্চোরঃ। পুনঃ সা প্রাহ—কণ্ঠেতি। সা সখী

১২০। চন্দ্রমা ও কমলের পরস্পর অমৃত-মধুর বদলাবদলির মতো রাধার মুখচন্দ্রের অমৃত ও কৃষ্ণের মুখকমলের মধুর পরস্পর বদলাবদলিতে এবং এদের দুয়ের সহযোগে যে অপূর্ব মিক্‌চার তৈরী হল, তা পরস্পর সুন্দর বদনপাত্রে পরস্পর স্থাপন ও পরস্পর ধারণ করত অধরোষ্ঠ রূপ চাটের (পানের মাঝে মাঝে যে চর্ববস্তু খাওয়া হয়) সহিত পান করতে লাগলেন উভয়ে।

১২১। এইরূপে পানোৎসব চলতে থাকলে মাধুর্য মণিতে মহাধনী, নিত্য আনন্দসিন্ধু, মত্ত হস্তীর মতো সৌভাগ্যবান্ মধুমদমদনগর্বে অনম্রী হওয়াতে নিরঙ্কুশমনা কৃষ্ণ গোপীসঙ্গে লীলা সমূহে মত্তের মতো বিচারশক্তির লোপে মিলনের জন্য অধীরের মতো হলেও মৌনীর মতো চুপচাপ শুনতে লাগলেন—প্রথমপানেই বিগত-তৃষ্ণ, চট্ জলদি নেশা লাগা এবং মদঘোরে বিলাসিনী প্রমদাগণের সখীসঙ্গে আলাপ।

১২২। মধুপাত্রে প্রতিবিম্বিত চন্দ্র দেখে কোনও গোপী মদঘোরে বলছেন, হে সখি! চাঁদ কি আমার মধু পান করে নিচ্ছে? বীজনসেবা তৎপরা সখী উত্তর দিলেন, একে শুদ্ধুই পান করে নেও, এ তোমার মুখকান্তি

দন্তচ্ছেদ্যোঽমৃতময়তয়া সত্যমস্যাবশিষ্টং
নো পাস্যামীত্যথ মধুমতী পাণিনা মধ্বপাস্যৎ ॥

১২৩। হা কষ্টং দ্যৌঃ পপততি কথং হন্ত ঘূঘূর্ণতে ভূ-
র্নাথ ত্বং মাং ধধর পপতা কম্প মে গাত্রযষ্টিঃ।
ইত্থং বৃদ্ধস্খলিতহ্রসিতৈরক্ষরৈর্ব্যাহরন্তী
ত্রাসাৎ কাচিদ্ভুজলতিকয়া কৃষ্ণকণ্ঠং দধার ॥

১২৪। ভ্রাম্যতামুপরি ভৃঙ্গগণানাং, বীক্ষ্য বিম্বমথ কল্কবিকল্পাৎ।
বল্লভায় দদতী মধু নিন্যে, স্বাঞ্চলেন চষকাচ্চষকান্তঃ ॥

১২৫। এবং মধুমদাধিকা রাধিকা রামণীয়কাধিকারা মত্তলীলাং প্রথয়তাযত্তানন্দেন সহ বনমালিনালি-নাম্না সম্বোধিতেন তেন চ তদনুবদতা কিঞ্চিদবাদীৎ ॥

প্রত্যাহ—তর্হি দন্তৈশ্ছেদ্যঃ। সা প্রাহ—অস্যাবশিষ্টমুচ্ছিষ্টম্ ॥

১২৩। বৃদ্ধঞ্চ স্খলিতঞ্চ হ্রসিতঞ্চেতি তথাভূতৈরক্ষরৈঃ। পপততীতি বাক্যত্রয়েঽক্ষরবৃদ্ধিঃ। মে মম গাত্র-যষ্টিঃ পতিতেত্যর্থঃ। পপতা—অত্র বিপর্যাসরূপমক্ষরস্খলনম্। কম্পতে ইতি বক্তব্যে কম্প ইত্যক্ষরহ্রাসঃ ॥

১২৪। বিম্বং মধুনি প্রতিবিম্বং কল্কবিকল্পাৎ, মধুনঃ কল্কোঽয়ং ভবিষ্যতীতি সন্দেহাদ্ধেতোর্বল্লভায় মধু দদতী দাতুং চষকাদেকস্মাৎ চষকাৎ চষকান্তঃ, অন্যস্য চষকস্য মধ্যং স্বাঞ্চলেন সংশোধ্য নিন্যে ॥

১২৫। মধুমদেনাধিকা রাধিকা আলিনাম্না সখ্যা এব নাম্না সম্বোধিতেন তেন বনমালিনা সহ কিঞ্চিদবাদীৎ। রমণীয়কেঽধিকারো যস্যাঃ সা ॥

চোর। গলায় ঠেকে যাবে যে। দাঁতে কেটে ফেলো', অমৃতময় ব.ল ওটাকে দাঁতে কাটাই সমীচীন। ঠিক ঠিক, এর উচ্ছিষ্ট পান করব না, এই বলে মধু হাতে ধরা সেই গোপী মধু ছুঁড়ে .ফলে দিলেন।

১২৩। হা কষ্ট, কি করে আকাশ প....পড়ে যাচ্ছে। হায় হায় কি করে পৃথিবী ঘু....ঘুরছে। হে নাথ, তুমি আমাকে ধ....ধর, আমার গা কাঁপ (ছে) প....পড়ে যাব—এইরূপে অক্ষরের বৃদ্ধি, স্খলন এবং হ্রাসে কথা বলতে বলতে কোনও গোপী ভয়ে কৃষ্ণের গলা জাপটে ধরলেন।

১২৪। মধুর উপর ভ্রাম্যমান ভ্রমরগণের প্রতিবিম্ব দেখে নেশার ঘোরে 'এ মধুর কাইট', এ..প সন্দেহ বশতঃ এক পাত্র থেকে মধু অন্যপাত্রে ছেঁকে পরিষ্কার করে নিয়ে চললেন বল্লভকে দেওয়ার জন্য রাধিকা।

১২৫। এইরূপে মধুপানের মত্ততায়ও অধিকা এবং মনোহরত্বে অধিকার প্রাপ্তা রাধিকা কথার পুনরুক্তিকারী ও পরিপূর্ণ আনন্দের সহিত মত্তের মতো লীলা বিস্তারকারী বনমালীর সহিত হে সখি বলে সম্বোধন করে, এইরূপ আলাপ করতে আরম্ভ করলেন।

১২৬। আলি প্রেয়ন্ হরিরসি শঠঃ কৃষ্ণ মে সম্প্রসীদ
শ্যামে স ত্বামভিসরতি কিং নাথ মে ত্বং হ্যুপাস্যঃ।
ইত্যন্যোন্য-প্রকৃতিবিকৃতীভাবতোঽনন্বিতার্থং
ব্যাজল্পন্তৌ কুসুমধনুষং নিন্যতুর্মূঢ়ভাবম্ ॥

১২৭। পাকং যাতে মধুমদরসে প্রাপ্তসংস্কারশেষে
বৃদ্ধিং যাতি স্মরভুজবলে চোভয়োর্মিশ্রভাবাৎ।
রম্যা রামাবিততিরসকৌ প্রাণনাথেন সাকং
দীর্ঘোদ্রেকাং সুরতকলয়া যাপয়ামাস রাত্রিম্ ॥

১২৬। হে আলি! হে সখি! ইতি প্রথমং রাধয়া সম্বোধিতঃ কৃষ্ণঃ, ততঃ 'হে প্রেয়ন্' ইতি কৃষ্ণেন সম্বোধিতা রাধা; ততশ্চ হরতি চোরয়তীতি হরিঃ, স্ত্রীচোরস্ত্বমালি শঠোঽসীতি মানাভাসমালম্ব্য রাধয়োক্তম্, ততো হে রাধে! ত্বং প্রসীদেতি বক্তব্যে কৃষ্ণ! মে সংপ্রসীদেতি কৃষ্ণেনোক্তম্, ততো রুষ্যন্ত্যা রাধয়া হে শ্যাম! সা ত্বামভিসরতি কিমিতি বক্তব্যে শ্যামে, স ত্বামভিসরতি কিমিত্যুক্তম্। ততঃ কৃষ্ণেন 'হে নাথে! ত্বমেব মে উপাস্যা নান্যা' ইতি বক্তব্যে নাথ, মে ত্বং হ্যুপাস্য ইত্যুক্তম্। নাথ! দাসী তবাস্মীতি অলঙ্কারকৌস্তভে পাঠঃ। মূঢ়ভাবং নিন্যতুঃ, মোহয়ামাসতুরিত্যর্থঃ ॥

১২৭। পাকং যাতে জীর্ণে সতীত্যর্থঃ। তথাপি প্রাপ্তঃ সংস্কারশেষো যত্র তথাভূতে যাথার্থ্যেন স্বপরপ্রত্যভিজ্ঞায়াং বৃত্তায়ামপি সম্যঙ্ মত্ততানপগম এবেত্যর্থঃ। অতএব স্মরস্য ভুজবলে বৃদ্ধিং যাতি গচ্ছতি সতি পূর্বমতিমধূন্মাদ-ঘূর্ণালস্যাদিভিঃ স্মরবিলাসো বৈদগ্ধীরহিতঃ শিথিল এবাসীদিতি ভাবঃ। উভয়োর্মধুমদশেষকামাবেশয়োঃ ॥

১২৬। (রাধা) হে সখি। (কৃষ্ণ) হে প্রাণনাথ। (মানাভাস অবলম্বন করে রাধা:) তুমি তো স্ত্রীলোক হরণ করে নাম ধরেছ হরি, তুমি শঠ। (হে রাধে, তুমি প্রসন্ন হও, এরূপ সমুচিত উত্তর না দিয়ে কৃষ্ণ:) হে কৃষ্ণ, আমার উপর প্রসন্ন হও। অতঃপর রাগত রাধা (হে শ্যাম, আমার সখী তোমার নিকট অভিসার করেছে কি, এরূপ বলবার পরিবর্তে বললেন—) হে সখি শ্যামে, কৃষ্ণ তোমার নিকট অভিসার করেছে কি? (অতঃপর হে স্বামিনী রাধে। তুমিই আমার উপাস্যা, অন্য কেহ নহে, এরূপ বলবার পরিবর্তে কৃষ্ণ বললেন—) হে নাথ! আমার উপাস্য তো তুমিই, অন্য কেহ নহে।

এইরূপে স্বভাবের বিকৃতি ভাব হেতু উভয়ে পরস্পর অসংলগ্ন অভিযোগ করতে করতে কামদেবকে মোহিত করে দিলেন।

১২৭। মধুপানের মত্ততা-রস জীর্ণ হয়ে গেল, তথাপি মত্ততা গেল না। তবে যথার্থ ভাবে স্বরূপ অনুসন্ধান জ্ঞান জাত হল। এমত অবস্থায় কামের ভুজবল বর্ধিত হয়ে উঠলে (পূর্বে অতিশয় মধু পানে উন্মাদ ঘূর্ণা-আলস্যাদিতে কামবিলাস বৈদগ্ধী রহিত হওয়ত শিথিল হয়ে পড়েছিল) মধুমত্ততার অবশেষ ও কামের আবেশ, এই উভয়ের মিশ্র ভাবে পরমরমণীয় গোপাঙ্গনাশ্রেণী প্রাণনাথের সঙ্গে ব্রহ্মরাত্রিসম দীর্ঘ হয়ে উঠা রাত্রি সুরতকলায় যাপন করলেন।

১২৮। সান্দ্রানন্দকলেবরেণ রসিকেনানন্দিনীভিঃ সমং
স্বাভিঃ শক্তিভিরাত্মিরেব পরিতো গোপাঙ্গনানামভিঃ।
ইত্থং কাব্যকথাযথার্থবিধয়ে মাধ্বীকপানাদিকাং
সাধ্বীহাং সুরতোৎসবং চ দধতা কামঃ কৃতার্থীকৃতঃ॥

১২৯। অথ গগনবিটঙ্কপারাবতেনেব পীযূষদীধিতিনা ভুক্তাবশিষ্টাসু কতিপয়থীষু লাজাস্বিব দিবিষদ্বধূভিঃ কুসুমধিয়া কুসুমৈঃ সহ বৃষ্টপরিশিষ্টাসু রজনিরমণ্যা রজনি-রমণেন ত্রোটিতস্য দেবচ্ছন্দস্য নিপত্য বিস্মরাণাং মুক্তানাং পুনর্গ্রথনায় সমাহৃতানাং শেষভূতাসু কিয়তীষু মুক্তাস্বিব পরিমেয়তাং গতাসু তারাসু দ্বীপাৎ দ্বীপান্তরং চলতা কলধৌতময়েন গগনপয়োধিমধ্যে চলনপ্রাতিকূল্যকারিণা মরুতেব তেন রাসবিলাসেন চিরং বিলম্বয্য রক্ষিতেন চন্দ্রমঃপোতেন চিরাৎ পুনশ্চলতা প্রতীচীদিগ্দ্বীপনিকটে সমাসাদ্যমানে সতি বিভাবরী বরী-

---

১২৮। সাঙ্গোপাঙ্গাং রাসক্রীড়ামুপসংহরতি—সান্দ্রেতি। স্বাভিঃ স্বরূপভূতাভিরানন্দিনীভির্হ্লাদিনীত্যভিধানাভিঃ (বি° পু° ৬।৭।৬১) "বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা" ইতি, (বি° পু° ১।১২।৬৯) "হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্বসংশ্রয়ে" ইতি, (ব্রহ্ম-সং° ৫।৩৭) "আনন্দচিন্ময়রস-প্রতিভাবিতাভিঃ" ইতি, "হ্লাদিনী যা মহাশক্তিঃ সর্বশক্তিবরীয়সী" ইতি বিষ্ণুপুরাণ-ব্রহ্মসংহিতা তন্ত্রাদি-প্রামাণ্যাদেবেতি ভাবঃ। কাব্যেষু বিবিধকবিকৃতেষু কথাঃ প্রাকৃতনায়কালম্বনত্বেন তেষ্বসম্ভাবিতত্বেন চ ব্যর্থা এব যাস্তাসামপি যাথার্থীকৃতয়ে তা যথার্থীকর্তুং তাসাং স্বয়মেবালম্বনীভূয়েতি ভাবঃ॥

১২৯। রাত্রিবিরামং বর্ণয়তি। তারাসু পরিমেয়তাং গতাসু সতীষু বিভাবরীশরীরপরিত্যাগায় কৃতোদ্যমেব যদা সমজনিষ্ট, তদা খে আকাশে দেববধূততিরপি অতি অতিশয়েন রোপিতহৃদয়শল্যেব তিরোবভূব, অন্তরধাদিত্যন্বয়ঃ। তারাসু কাস্বিব? কুসুমৈঃ সহ বৃষ্টপরিশিষ্টাসু কতিপয়থীষু কতিপয়ানাং পূরণীষু লাজাস্বিব। তর্হি অপরা বহ্ব্যো লাজাঃ ক্ব গতা ইত্যত আহ—গগনমেব বিটঙ্কঃ কপোতপালিকা তস্য পারাবতেন শ্বেতকপোতেনৈব চন্দ্রেন ভুক্তাবশিষ্টাসু।

১২৮। (সাঙ্গোপাঙ্গ বিশিষ্ট রাসক্রীড়া উপসংহার করতে গিয়ে বলছেন—) গোপাঙ্গনা নামধারিণী হ্লাদিনী নামক স্বরূপশক্তিবর্গের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে সান্দ্রানন্দ কলেবর রসিকেন্দ্রচূড়ামণি কৃষ্ণ এইরূপে মাধ্বীক পানাদি সাধু লীলাময় সুরতোৎসব ফলাও করে উঠালেন—প্রাকৃত নায়ক-নায়িকা আশ্রয়ে রচিত যে কাব্যকথা রসসৃষ্টির অভাবে এতদিন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছিল, তাকে সার্থক করে তুলবার জন্য। আর এতে কামদেবও কৃতার্থ হয়ে গেলেন।

১২৯। (রাসরাত্রির বিরাম বর্ণনা করা হচ্ছে—) অতঃপর দেববধূদ্বারা কুসুম বুদ্ধিতে কুসুমের সঙ্গে বর্ষণের অবশেষ অপর যা কিছু বহু তারকা আকাশে ছিল তাও চন্দ্রদেবের আহারকালে ভুক্তাবশেষ কতিপয় খৈয়ের মতো গণনার মধ্যে এসে গেল—বিহার বশ্যতা হেতু রজণিরমণ চন্দ্রের দ্বারা ছিঁড়ে ফেলা রজনী রমণীর হারের ছিটিয়ে পড়া যে মুক্তাগুলি রজনী কুড়িয়ে নিচ্ছিল পুনরায় গাঁথবার জন্যে, সেই চয়মান্ মুক্তাগুলির মধ্যে অবশেষ কতিপয় মুক্তার মতো কমতে কমতে। এবং আকাশরূপ সমুদ্র বক্ষে দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে চলমান্ চন্দ্ররূপ রূপার জাহাজ, যা চলন-প্রাতিকূল্যকারী বায়ুসম রাসবিলাসের দ্বারা দীর্ঘ সময় ধরে বাঁধা প্রাপ্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তা রাসবিলাস সমাপ্তির পর পুনরায় বহু সময় পর চলতে আরম্ভ করে পশ্চিম দিকের দ্বীপের

য়সা ভবিষ্যদ্ভগবদ্বিরহদুঃখেনেব শরীরপরিত্যাগায় কৃতোদ্যমেব যদ্যজনিষ্ট, তদা তদাকলনখেদেব খে দেববধূততিরপি তিরোহতিরোপিতহৃদয়শল্যেব বভূব ॥

১৩০। এবং বিলাসবিরতৌ, নিশোঽবসানেঽতিদীর্ঘদীর্ঘায়াঃ।
সপদি পতিম্মন্যানাং, পুনরগমন্ যোষিতঃ সদনম্ ॥

১৩১। তেঽপি চ ন পতিম্মন্যা-,স্তাঃ সুদৃশঃ স্মাভ্যসূয়ন্তি।
ছায়ারূপতয়া তাঃ, পার্শ্বস্থা ইত্যমংসতাবিরতম্ ॥

১৩২ পরপুরুষত্বং তস্য ন, পরনারীত্বং চ নো তাসাম্।
পরপুরুষত্বং তস্মিন্, পরনারীত্বং চ তাস্বেব ॥

তেজস্বিত্বমালক্ষ্যোৎপ্রেক্ষতে—রজনীতি। রজনিরমণ্যা ইতি ষষ্ঠ্যন্তং তৃতীয়ান্তঞ্চ; রজনিরেব রমণী তস্যাঃ; দেবচ্ছন্দস্য হারবিশেষস্য রজনিরমণেন চন্দ্রেন বিহারবশাৎ ত্রোটিতস্য মুক্তানাং পুনর্গ্রথনায় তয়া সমাহৃতানাং মধ্যে কিয়তীষু; "দেবচ্ছন্দোঽসৌ শতযষ্টিকঃ" ইত্যমরঃ। কলধৌতময়েন রৌপ্যময়েন; চন্দ্রমা এব পোতো মণ্ডলাকারো নৌকাবিশেষস্তেন পুনঃ রাসবিলাসে সমাপ্তে সতি চলতা সতা প্রতীচীদিগ্দ্বীপস্য নিকটে প্রাপ্যমাণে সতি বরীয়সা অতিবৃহতা তদাকলনেন তদ্দর্শনেন খেদো যস্যাঃ ॥

১৩০। সপদি তৎক্ষণাদেব, (ব্র০ সূ০ ২।১।৩৩) "লোকবল্লীলাকৈবল্যাৎ" ইতি ন্যায়েন প্রভাতাগমচকিতা ইতি ভাবঃ ॥ (১৩১)।

১৩২। লোকদৃষ্ট্যা প্রসক্তং বৈধর্ম্যং সিদ্ধান্তরীত্যা নিরস্যন্ তস্য প্রয়োজনভূতাং রসপুষ্টিঞ্চ ব্যঞ্জয়ন্নাহ—পরপুরুষত্বমিতি। তস্য শক্তিমত্ত্বাৎ, তাসাঞ্চ হ্লাদিন্যাখ্যস্বরূপশক্তিত্বাৎ পরত্বমেব তাবন্নাস্তীতি ভাবঃ। লীলারসপুষ্টিময্যা লোকরীত্যা তু তস্মিন্নেব পরপুরুষত্বং তাস্বেব পরনারীত্বমিত্যেবকারস্যোভয়ত্রান্বয়াদ্দ্বারকানাথ বৈকুণ্ঠনাথাদিস্বরূপেষু রুক্মিণী-

---

নিকট পৌঁছে গেল। আকাশে চন্দ্রতারার যখন এই অবস্থা, তখন সেই অতি দীর্ঘরাত্রি ভাবী ভগবৎবিরহ দুঃখে শরীর পরিত্যাগের জন্য যদি উদ্যম প্রকাশ করল, তখন আকাশে দেববধূশ্রেণীও যেন হৃৎশল্য অতিশয় রূপে গ্রথিত হয়ে গিয়েছে সেই ভাবে বেদনায় অন্তর্ধান করলেন।

১৩০। এইরূপে ব্রহ্মরাত্রিসম অতিদীর্ঘ হতেও দীর্ঘরাত্রির অবসানে রাসবিলাস সমাপ্ত হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ রমণীগণ পুনরায় পতিম্মণ্যদের ঘরে ফিরে গেলেন।

১৩১। সেই পতিম্মণ্যগণও এই সুন্দরীদের উপর কোনও দোষারোপ করলেন না যোগমায়া-সৃষ্ট ছায়ারূপা গোপীতে তাদের এইরূপ মনে হতে লাগল, আসল গোপীগণই সবসময় পাশে শুয়ে আছে।

১৩২। (লোক দৃষ্টিতে অতি ধর্মহীনতা সিদ্ধান্তানুসারে নিরসনপূর্বক কৃষ্ণের প্রয়োজনভূত রসের পুষ্টি প্রকাশ করতে করতে বলছেন—'পরপুরুষত্বমিতি'।)

শক্তিমান্ বলে কৃষ্ণের এবং তাঁরই হ্লাদিনী নামক স্বরূপশক্তি বলে গোপীদের পরত্ব বলে একেবারেই কিছু নেই। কিন্তু লীলারসপুষ্টিময়ী লোকরীতিতে সেই কৃষ্ণেতেই পরপুরুষত্ব আর গোপীদিকেতেই পরনারীত্ব দৃষ্ট হয়।

১৩৩। বিক্রীড়িতমিদমমলং, তস্য চ তাসাং চ সর্বদা সিদ্ধম্।
লোকানুগ্রহহেতোঃ, কেবলমবনৌ প্রকাশমায়াতম্॥

১৩৪। আকর্ণয়তি য এতৎ, কর্ণযুতঃ কর্ণরমণীয়ম্।
যো বর্ণয়তি চ ন তয়োঃ, সৌভাগ্যং স্যাদ্বচোবিষয়ঃ॥

ইত্যানন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলালতাবিস্তারে রাসবিলাসো
নাম বিংশঃ স্তবকঃ॥ ২০॥

লক্ষ্ম্যাদি-হ্লাদিন্যংশেষু চ নিরুপধি-গাঢ়রাগানভিব্যক্তের্বশীকারাভাবদর্শনাচ্চ স্বীয়াত্ব পতিত্ব-লীলাবিষ্কারেণ ন তথা রস-পুষ্টিরিতি সূচিতম্। অতএবোক্তম্—(উং নীং শ্রীহরিপ্রিয়াপ্রং ২১) "যত্র নিষেধবিশেষঃ, সুদুর্লভত্বঞ্চ যন্মৃগাক্ষীণাম্। তত্রৈব নাগরাণাং, নির্ভরমাসজ্জতে হৃদয়ম্॥" ইতি। যত্তু পরকীয়ায়ামধর্মহেতুকত্বেনানৌচিত্যাদ্রসাভাসত্বমুক্তম্, তৎ প্রাকৃতনায়কমালস্যৈব, ন তু ধর্মাধর্মাভ্যাং নিয়ন্তুমশক্যং নিয়ন্তৃচূড়ামণীন্দ্রং শ্রীকৃষ্ণম্। যদুক্তম্ (উং নীং নায়কভেদ-প্রং ২১) "লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং তত্তু প্রাকৃতনায়কে" ইতি, (উং নীং নায়িকাভেদ-প্রং ৩) "নেষ্টা যদঙ্গিনি রসে কবিভিঃ পরোঢ়া-,স্তদগোকুলাম্বুজদৃশাং কুলমন্তরেণ" ইতি॥

১৩৩। ন চৈষা রীতিঃ প্রকটপ্রকাশ এব কেবলং কিন্তু অপ্রকটপ্রকাশেঽপ্যেষৈব লীলা নিত্যসিদ্ধেবেত্যাহ—বিক্রীড়িতমিতি॥

১৩৪। অনির্বাচ্যং সৌভাগ্যং স্যাদিত্যনেন বল্লবীজনবল্লভত্বং স্বাতিসৌভাগ্যাস্পদে নিবেশয়তীতি দ্যোতিতম্॥ বাঙ্ময়েষু মধুরা হরিগাথা-,স্তাসু কৃষ্ণচরিতান্যমৃতানি। তেষ্বপি প্রমদদিব্যধুনীং মে, রাসকেলিমনু মজ্জতু চেতঃ॥

ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবন টীকায়াং শ্রীসুখবর্ত্তিন্যাং বিংশস্তবকসঙ্গমনম্॥ ২০॥

(এই শ্লোকে 'তস্মিন্' ও 'তাসু' উভয়ের সঙ্গে 'এব' কার দেওয়াতে এইরূপ ইঙ্গিত করা হচ্ছে এখানে—দ্বারকানাথ ও বৈকুণ্ঠনাথ স্বরূপে এবং রুক্মিণী-লক্ষ্মী আদি হ্লাদিনীর অংশে নিরুপাধি গাঢ় রাগের প্রকাশ হয় না। তাই স্বীয়াত্ব-পতিত্ব লীলা আবিষ্কারের দ্বারা সেরূপ রসপুষ্টি হয় না।)

১৩৩। এইরূপে পরকীয়া ভাবের রীতি যে কেবল প্রকট প্রকাশে, তা নয়। কিন্তু অপ্রকট প্রকা-শেও এই পরকীয়া ভাবের লীলা যে নিত্যসিদ্ধ, তাই বলা হচ্ছে –'বিক্রীড়িতম্' কৃষ্ণ ও গোপীদের এই রাসলীলা নির্মল এবং নিত্যসিদ্ধ। লোকানুগ্রহ হেতু প্রকাশ মাত্র হয় এ-জগতে।

১৩৪। কর্ণবান্ যে জন এই কর্ণ রমণীয় রাসলীলা শ্রবণ করে এবং যে জন বর্ণন করে, এ দুয়ের সৌভাগ্য বাক্যের বিষয় হতে পারে না অর্থাৎ তাঁদের সৌভাগ্য অনির্বচনীয়।

(বাঙ্ময় গ্রন্থের মধ্যে হরিগাথা মধুর, আবার শ্রীহরির যত কথা আছে তার মধ্যে কৃষ্ণচরিত পরম অমৃতস্বরূপ। এই কৃষ্ণ চরিতের মধ্যে আবার এই রাসলীলা আনন্দময়ী গঙ্গাস্বরূপ—এতেই আমার মন ডুবে থাক্, এটাই প্রার্থনা।)

ইতি শ্রীআনন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলালতাবিস্তারে
রাসবিলাস নামক বিংশ স্তবক।

—=★∘★=—

একবিংশঃ স্তবকঃ

১। অথ লোকাচারচারবোপপন্নমহোলা হোলাকা নাম খেলা খেলালসৈর্দিবিষদ্ভিরপি বিলোকয়িতু-মাকাঙ্ক্ষণীয়া ক্ষণীয়া ব্রজবলয়ে জবলয়েন যদি কদাচন ববলে নববলে, তদা তস্মিন্নুৎসবে স বেণুপাণিঃ কুতূহলী হলী চানুবৃন্দাবনমহি মহিম্না তস্য মহস্য বিগতত্রপে তত্র পেশলতাশলতা বৈদগ্ধ্যেন মুগ্ধে তাদৃশাং সুদৃশাং সুভগানাং মণ্ডলে মণ্ডলেপেনেব চিক্কণে কৌতুকপীযূষযূষস্য স্বস্বানুরাগবতীজনেন পৃথক্ পৃথগুপগীয়মানৌ মানৌচিত্যেন

একবিংশঃ স্তবকঃ

হোলাকেল্যনুরাগরাগনিকরপ্রোদ্গানকৌতূহলে রাসারামধৃতাবিরামরমণে রামে সরামে হরৌ।
বংশীচৌর্যমনু প্রহাসনপটৌ জল্পত্যনল্পং বটৌ দৈবাদাগত-শঙ্খচূড়মবধীদত্রৈকবিংশে হরিঃ ॥

১। শারদীং রাসলীলামুপবর্ণ্য তাদৃশীং বাসন্তীং হোলাকালীলামনুবর্ণয়তি—অথেতি। হোলাকা নাম খেলা যদি কদাচন ফাল্গুনাদিমাসে ববলে প্রাবর্তত, তদা স কৃষ্ণো বেণুপাণিঃ কুতূহলী হলী চ স্বস্বানুরাগবতীজনেন পৃথক্ পৃথগুপগীয়মানৌ বিলসতুরিত্যন্বয়ঃ। লোকাচারস্য চারবেণ চারুতয়োপপন্নং মহমুৎসবং লাতীতি তথ সা; "মহস্তূৎসব তেজসোঃ" ইতি নানার্থসান্তবর্গঃ। ব্রজমণ্ডলে ক্ষণীয়াঃ প্রতিক্ষণভবাঃ প্রাতর্মধ্যাহ্ন-প্রদোষ-নিশীথাদিকালনিয়মোঽপি তত্র

একবিংশ স্তবক

মুরলীচৌর্যবিলাস ঃ

হোলী খেলোৎসব ঃ

১। (শারদীয়া রাসলীলা পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণন করবার পর তাদৃশী অন্য এক লীলা, বসন্তকালীন হোলী-খেলার বর্ণনা করা হচ্ছে এখানে, যথা—)

অতঃপর কোনও একদিন শীঘ্রযোগে হোলিনামে এক খেলা, যা সকাল সন্ধ্যাদি যে কোনও সময়ে ব্রজমণ্ডলে অনুষ্ঠিত হওয়ার যোগ্য, তা বলদর্পে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। এই হোলিখেলা লোকাচারের চারুতায় আগত সফল উৎসবময়ী। খেলালস দেবতাগণও এ দেখতে আকাঙ্ক্ষা করেন। এই হোলিরঙ্গে চাতুর্যের প্রাচুর্যে ও বৈদগ্ধীতে মনোহরা সুনয়নী রমণীমণ্ডল মধ্যে নিজ নিজ অনুরাগবতী গোপীজনের দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে স্তূয়মান্ মালা-বসন-অলঙ্কারে চিত্তচমৎকারকারী বেণুপাণি কৃষ্ণ ও কুতূহলী হলধর প্রণয়ী সখাগণের সঙ্গে

পৃথক্ পৃথক্ বিহরন্তৌ হরন্তৌ নিজনিজরমণীমনো মনোরমালেপমালামালাবসনালঙ্কার-চমৎকৃতিকৃতিনৌ সরাগং রাগং কমপি চালপন্তৌ তৎস্বরগ্রামগ্রামমূর্চ্ছনর্চ্ছনাতিদক্ষতাক্ষতানন্দৌ দেশাচারবশতোঽবশতোষতয়া সহ সহচরৈরপি প্রণয়িভিঃ শ্রবণসুখকরকরতালিকাচলবলয়ঝঙ্কারানুকূলমধুরতাবাদিবাদিত্রসমসমদচর্চ্চর্চ্চরীদ্বিপদিকাদিকান্ত-গানপরৈরপরৈরপি পরিজনৈঃ সমং সমন্ততো মধুরজনিমধুরজনিশোভাতিশয়ে হিমকরকরনিপাত-শাতশাবল্যবল্য-সৌভগে তরুতরুণিমাবিরামরামণীয়কে কাননোদ্দেশে কেকাননোদ্দেশে চিরং বিললসতুঃ ॥

২ । তত্র চ— বারুণীমদবিঘূর্ণিতেক্ষণো, গণ্ডমণ্ডলচলৈককুণ্ডলঃ ।
স্বানুরাগিরমণীভিরাবভৌ, গান-নর্ত্তন-কুতূহলী হলী ॥

নাস্তীতি ভাবঃ। জবলয়েন শীঘ্রযোগেন ববলে, যদি প্রবলা বভুব। অনুবৃন্দাবনমহি বৃন্দাবনভূমিং লক্ষীকৃত্য সুদৃশাং মণ্ডলে পেশলতয়া সৌন্দর্যেণ চাতুর্যেণ বা শলতা প্রচুরতা বৈদগ্ধ্যেন মুগ্ধে মনোহরে কৌতুকমেব পীযূষং তস্য যূষস্য দ্রবস্য মণ্ডলেপেনৈব চিক্কণে। স্বরাণাং গ্রামাণাং গ্রামস্য সমূহস্য মূর্চ্ছনায়াশ্চ ঋচ্ছনে গতৌ অতিদক্ষতয়া অক্ষতানন্দৌ অনুপহতহর্ষৌ। অবশস্তোষো যেষাং তত্তয়া সহচরৈরপি সহাতিমহত্ত্বাৎ প্রাবল্যাচ্চ হর্ষো যেষাম্; ন বশীভূতঃ, অতএব হর্ষস্যৈব যে বশাস্তৈরিত্যর্থঃ। মধুরতয়া মধুরতাং বা বদিতুং শীলং যস্য তথাভূতং যদ্বাদিত্রং মৃদঙ্গাদিবাদ্যং তৎসমা তদনুরূপা মদচর্চ্চা কস্তূরীচর্চেব যা চর্চরী তথা সাহিতানাং দ্বিপদিকাদীনাং কান্তগানপরৈঃ। মধুরা জনিরুৎপত্তির্যস্যাস্তথাভূতা যা মধুরজনির্বসন্তরাত্রিস্তয়া শোভাতিশয়ো যস্মিংস্তথাভূতে কাননোদ্দেশে কেকানাং ময়ূরবাণীনামননোদ্দেশো জীবনোদ্দেশো যত্র তস্মিন্; হিমকরস্য করনিপাতেন শাতং সুখদং শাবল্যং বৈচিত্র্যং তেন বল্যং সৌভগং যস্য তস্মিন্ ॥ (২)।

৩। হিমগৌরাদ্বপুষঃ সকাশাদবিশ্লেষেণাতিশিতিনাতিশ্যামেন বাসসা অন্তরীয়েণোত্তরীয়েণ চার্ধমর্ধমুরসঃ

খেলায় মেতে উঠলেন। তাঁরা দুভাই নিজ নিজ সম্মানের ন্যায্যতানুসারে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিহার করতে করতে নিজ নিজ রমণীদের মন হরণ করছিলেন। তাঁরা অনুরাগের সহিত অনির্বচনীয় রাগ আলাপ করছিলেন এবং সেই রাগের স্বর গ্রামসমূহের মূর্চ্ছনার গতিতে অতি দক্ষতা হেতু অখণ্ড আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠ্‌ছিলেন। এই নববলদীপ্ত উৎসবে বৃন্দাবনভূমির গুণে ও উৎসব প্রভাবে সৌভাগ্যবতী রমণীগণ লজ্জায় জলাঞ্জলি দিলেন এবং কৌতুকামৃত দ্রবের মণ্ডলেপে চিক্কন হয়ে উঠলেন। আনন্দোচ্ছল সখাগণ অপর পরিজনদের সঙ্গে মিলিত হয়ে দেশচার অনুসারে শ্রবণসুখকর করতালিকা, চঞ্চল বলয়-ঝঙ্কারের পোষক মধুর ধ্বনিযুক্ত মৃদঙ্গাদি বাদ্য ও তদনুরূপ কস্তুরীচর্চের মতো চর্চরী তালের সঙ্গতে দ্বিপাদিকাদি কমনীয় গান গাইতে লাগলেন।

এইরূপে বহুকাল ধরে ক্রীড়া করে বেড়াতে লাগলেন শ্রীকৃষ্ণ বলরাম মধুরতার উদয়স্থলী বসন্ত-রাত্রিদ্বারা অতিশয় শোভিত চন্দ্রকিরণপাতে সুখদ বৈচিত্রীতে ও বর্ণ সৌন্দর্যে উচ্ছল, তরুশ্রেণীর তরুণিমার নৈরন্তর্যে রমণীয়তা প্রাপ্ত এবং যেখানে একমাত্র ময়ূরের কেকারবেই জীবনের চিহ্ন প্রকাশিত হচ্ছে এমন নির্জন কানন প্রদেশের চতুর্দিকে।

২। এ সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত ভাবে বলা হচ্ছে ক্রমশঃ—

বারুণীমদবিঘূর্ণিত নয়ন, গণ্ডমণ্ডলে নৃত্যশীল এক কুণ্ডলধারী গাননর্তন কুতূহলী হলধর নিজ অনু-রাগিণী রমণীদের সহিত শোভা পেতে লাগলেন।

৩ কিঞ্চ, বিশ্লেষেণ বপুষো হিমগৌরা-,দ্বাসসাতিশিতিনা কৃতশোভঃ।
অর্দ্ধমর্দ্ধমুরসঃ স্খলতেব, ভ্রাজতে স্ম তিমিরেণ শশাঙ্কঃ॥

৪। কিঞ্চ, ক্ষণং নটতি চর্চরী-দ্বিপদিকাদি গানক্রমে
বলঃ প্রমদবিহ্বলঃ স্বয়মভূন্মদো মূর্ত্তিমান্।
ক্ষণং হসতি গায়তি ক্ষণমপি প্রিয়াভিঃ সমং
রজঃ কিরতি কৌঙ্কুমং সুরভিকামসিন্দূরবৎ॥

৫। চন্দ্রাবলী নিজসখী-নিকরেণ রাধা, প্রাণপ্রিয়েণ ললিতাদি-সখীজনেন।
শ্যামা নিজালিনিচয়েন নিজেন ভদ্রা, স্বালীকুলেন নিবহৈঃ সহ যূথপানাম্॥

৬। অন্যোন্য-হাস-পরিহাস বিলাসপূর্বং, সৈন্দূর-কৌঙ্কুমরজোনিকরং কিরন্ত্যঃ।
বীণাদি-বাদনবিধানরসেন মুক্ত-,কণ্ঠং জগুর্দ্বিপদিকাং মদিরায়তাক্ষ্যঃ॥

৭। কৃষ্ণঃ কলেন মুরলী নিনদেন তাসাং, বিদ্রাবয়ন্ সুচিরসঞ্চিতগানগর্বম্।
কাশ্মীররেণুনিকরেণ সমং সমন্তা-,ত্তাভিঃ প্রমোদ রভসেন বিকীর্য্যতে স্ম॥

৮। অবাঙ্মুখতয়া বরং সহত এব মুগ্ধভ্রুবাং, সঝঙ্করণকঙ্কণং করতলেন কীর্ণং রজঃ।
মদাবিলকলাকুলঃ কলভরাজবন্নিশ্চলঃ, সমুজ্ঝতি ন চর্চরীরুচিরবেণুগানং হরিঃ॥

সকাশাং স্খলতেব॥
৪। স্পষ্টম্॥
৫। সপক্ষ সুহৃৎপক্ষ-তটস্থপক্ষ প্রতিপক্ষীত্বরূপ চাতুর্বিধ্যেঽপি তাসাং হোলোকোৎসবে মিথঃ সৌহার্দ্যমেবোদ-

---

৩। আরও, বলদেবের কর্পূরধবল বক্ষোদেশ থেকে গাঢ় নীল উত্তরীয় অর্ধ অর্ধ স্খলনে এক অপূব শোভার সৃজন হল, যেন অন্ধকারের গাঢ় কালিমা ভেদ করে শুভ্রচন্দ্রমার উদয় হচ্ছে।

৪। আরও, অতিশয় আনন্দবিহ্বল বলদেব ক্ষণকাল চর্চরী-দ্বিপকাদি গানের তালে তালে নাচ্ছেন, স্বয়ম্ আনন্দই যেন মূর্তিমান্ হয়ে উঠলো ক্ষণকাল হ সৃছেন গাইছেন, আবার ক্ষণকাল সুগন্ধী কুঙ্কুম আবির ছুড়ে ছুড়ে মারছেন প্রিয়াদের দিকে, যেন কামসিন্দুর পরিয়ে দিচ্ছেন তাঁদের ললাটে।

৫, ৬। নিজ সখীগণ সঙ্গে চন্দ্রাবলী, প্রাণপ্রিয় ললিতাদি সখীজন সঙ্গে রাধা, নিজ সখীগণ সঙ্গে শ্যামা এবং নিজগণ সঙ্গে ভদ্রা অগণিত যূথেশ্বরীদের সহিত মিলিত হয়ে খঞ্জননয়নী তাঁরা সকলে পরস্পর হাস-পরিহাস-বিলাসপূর্বক স্বচ্ছন্দে সিন্দুর ও কুঙ্কুমধূলি ছুড়তে ছুড়তে বীণাদি বাদন-রসের সহিত মুক্তকণ্ঠে দ্বিপদিকা গান গাইতে আরম্ভ করলেন।

৭। গোপীদের দীর্ঘকাল সঞ্চিত গানগর্ব কৃষ্ণ বিতাড়িত করে দিলেন, মধুর অস্ফুট মুরলীনিনাদে। গোপীগণ সকলে তাঁকে ঘিরে ধরে বিপুল আনন্দবেগে কুঙ্কুম আবিরের নিক্ষেপে নিক্ষেপে ছেয়ে ফেললেন।

৮। মদমত্ত কলাকুল করিশাবক শ্রেষ্ঠের মতো হরি বরঞ্চ অধোমুখে সইতে থাকলেন, মুগ্ধা সুন্দরী-দের কঙ্কণ ঝঙ্কারের সহিত ছুড়িত ঐসব আবির, তবুও চর্চরী তালের মনোহর বেণুগান বন্ধ করলেন না।

৯। এবং খেলাবিক্রম-ক্রমতঃ সবিভ্রম-ভ্রমণবশাৎ বলদেবালম্বিনীনাং নিতম্বিনীনাং নিতরামুন্মদানাং দানান্ধ্যবন্ধুরসিন্ধুরসিংহবৎ কুতূহলিনা হলিনা সহ তত্রৈব সান্নিধ্যে সতি—

গায়ন্ত্যো গাপয়ন্ত্যশ্চলবলয়করোত্তাল-তালানুকারং
নৃত্যন্ত্যো নর্ত্তয়ন্ত্যঃ পদকমললসন্মঞ্জুমঞ্জীরঘোষৈঃ।
রামা রামানুরক্তা ঋজুসরসদৃশো লৌকিকেনোপহাসে-
নাদূরাদ্দেবরাঙ্গে সকুতুকমকিরন্ কৌঙ্কুমীঃ কেলিধূলীঃ॥

১০। ততশ্চ, কৃষ্ণাপাঙ্গেঙ্গিতজ্ঞৈঃ সহচরনিকরৈর্লোহিত-শ্বেত-পীতান্
পিষ্টাতানুৎকিরদ্ভির্যুগপদুপচিতৈর্দ্রাব্যমাণাসু তাসু।
গাম্ভীর্য্যস্নিগ্ধমুগ্ধোল্লসিতবিহসিতঃ কূজিতেনৈব বেণোঃ
কৃষ্ণস্তাঃ পর্য্যহাসীদথ পরিজহসু সুস্বনং কৃষ্ণবধ্বঃ॥

১১। এবং করকিশলয়লয়ললিতোত্তালতালপুরঃসরং হো হো হী হীতি হাস-পরিহাস-পরিপাট্যা পরিতঃ পরিসরৎসু কৃষ্ণপরিজনেষু তৎকুতূহলহলহলাশব্দেন কুপিতো মদকলকলভ ইব মদমত্তপ্রবরো হি রোহিণী-

গাদিত্যাহ—চন্দ্রাবলীতি ॥ (৬)।

৭। তাভিঃ কর্ত্রীভিঃ কৃষ্ণো বিকীর্য্যতে স্মেত্যর্থঃ ॥

৮। কলভরাজপক্ষে, মদেনাবিলঃ কলেনাকুলশ্চেতি সঃ; হরিপক্ষে, মৃগমদরসলিপ্তো বৈদগ্ধীপূর্ণশ্চেতি সঃ ॥

৯। দানান্ধ্যেন বন্ধুরশ্চাসৌ সিন্ধুরসিংহো মত্তগজোত্তমশ্চেতি তথা তেনেব। ঋজুসরসদৃশ ইত্যনেন ভ্রাতৃজায়াত্বাভিব্যঞ্জনোচিতো ভাব এব তাসাং কৃষ্ণে দর্শিতঃ ॥

১০। পিষ্টাতান্ সুগন্ধধূলীঃ;—"পিষ্টাতঃ পটবাসকঃ" ইত্যমরঃ ॥

৯। যিনি তাঁর নিজ অতি মদমত্তা সুন্দরী প্রেয়সীবর্গের মধ্যে মদবারিতে শোভন মত্ত গজশ্রেষ্ঠের মতো দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন সেই কুতূহলী হলধরের সান্নিধ্যে যখন হরি এইরূপ খেলাবিক্রম-পদক্ষেপে সলীলায় চলতে চলতে এসে গেলেন তখন—

ভ্রাতৃজায়া ভাবের অভিব্যক্তিতে সহজ সরস নয়না হলধরানুরক্তা নারীগণ চঞ্চলবলয়যুক্ত হাত উপরে উঠিয়ে তালানুকরণ পূর্বক গান গাইতে গাইতে, পরস্পর গাওয়াতে গাওয়াতে এবং পদকমলে বিলসিত মঞ্জু মঞ্জীর-নাদের সহিত নাচতে নাচতে ও পরস্পর নাচাতে নাচাতে লৌকিক উপহাসের সহিত নিকট থেকে দেবরের অঙ্গে কৌতুক পূর্বক কুঙ্কুম কেলিধূলি নিক্ষেপ করতে লাগলেন।

১০। অতঃপর কৃষ্ণের চোখের ইসারা অভিজ্ঞ সখাগণ সকলে একসঙ্গে জড় হয়ে লাল-শাদা-পীত সুগন্ধী আবির বার বার ছুড়তে থাকলে বলদেব প্রিয়াগণ দৌড়ে পালাতে লাগলেন। ওঁদের অবস্থা দেখে গাম্ভির্যে স্নিগ্ধ-মুগ্ধ-উল্লসিত কৃষ্ণ স্মিত বদনে বেণুর কূজনেই তাঁদের পরিহাস করতে লাগলেন। অতঃপর কৃষ্ণবধূগণও তাঁদের সুস্বরে পরিহাস করতে লাগলেন।

১১। এইরূপে কৃষ্ণপরিজনগণও হাততালি দিয়ে ললিত উৎকট তাল বাজাতে বাজাতে 'হো হো

সুতঃ কেলীধূলীধূলীলয়া খেলাজিত্বরো জিত্বরো ভবন্নভিধাবতি স্ম ॥

১২। তদবসরে সিংহাবলোক-ন্যায়েন গতয়াপ্যাগতয়েব লজ্জয়া জয়াকাঙ্ক্ষিণ্যেব হতপ্রতিভাপ্রতিভানাস্বপস্হতাসু তাসু কৃষ্ণবনিতাসভাসু ভাসুরতয়া সমুপসর্পৎসু সহচরেষু স ভগবানেককুণ্ডলী কুণ্ডলীন্দ্রভোগভুজো ভুজোপপীড়ং হসন্নেব সহচরানাপীড্য কেলিধূলিভির্ধূসরয়ামাস ॥

১৩। তৈরথ চ রথচরণপাণিসহচরৈর্বলাৎ বলাৎ স্বং মোচয়িত্বা সংভূয় ভূয়ঃ সকলৈরেব যুগপদসাধ্বসং সাধ্বসংভ্রান্তঃ স খলু খেলাকৌতুকেন কেনচিদগণিতগৌরবৈ রবৈকমুখরমুখরম্যৈঃ সিন্দূরপাংশুভিরুদংশুভিরুদস্যমানৈঃ পর্য্যভাবি ॥

১৪। দরহসিতসিতদশনজ্যোৎস্নাস্নানসরসদশনবসনং স নন্দকুমারো মা রোচতেঽয়ং বোঽন্যায়ো মে যদেকাকিনমাযামনার্যামনাস্ত্ব.দৃশাং গণঃ সম্ভূয় পরিভবতীতি যদি নিবারয়ামাস, তদা কমলরাগরাগপরিষিক্তং হীর-

১১। করকিশলয়য়োর্লয়েন; শ্লেষেণ, ললিত উত্তাল উৎকটঃ শ্রেষ্ঠো বা যস্তালস্তৎপুরঃসরম্; "উত্তাল উৎকটে শ্রেষ্ঠে" ইতি মেদিনী। হি যতো মদেন মত্তপ্রবরঃ, অতঃ কুপিতঃ কেলিধূলীনাং ধূশ্চালনং তল্লীলয়া খেলৈব আজির্যুদ্ধং তত্র ত্বরা যস্যঃ সঃ ॥

১২। কুণ্ডলীন্দ্রভোগভুজঃ শেষনাগশরীরসদৃশ ভুজদ্বয়ঃ; ভুজোপপীড়ং ভুজাভ্যামুপপীড্য ॥

১৩। রথচরণপাণেঃ কৃষ্ণস্য সহচরৈঃ স বলদেবঃ সাধ্বসম্ভ্রান্তোঽপি পর্যভাবি অজীয়ত ॥

১৪। বো যুষ্মাকময়মন্যায়ো মে মহ্যং মা রোচতে। কমলরাগস্য রাগেণ রক্তিম্না পরিষিক্তমিত্যনেনাতিকোমলানাং

হী হী' এরূপ হাস পরিহাস পরিপাটিতে চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াতে থাকলে সেই কুতূহল হলাহল শব্দে ক্রুদ্ধ ও মত্ততা হেতু কলধ্বনিকারী, করিশাবকের মতো মদমত্তশ্রেষ্ঠ এবং খেলারণে চট্‌পটে রোহিণীসুত কেলীধূলি ছোড়নখেলায় জয়লাভ করে কৃষ্ণপরিজনদের পিছে পিছে দৌড়াতে লাগলেন।

১২। আর সেই অবসরে সিংহাবলোকন ন্যায়ে (শিকার বধের পর সিংহের দৃষ্টি যেমন আগে পাছে চলতে থাকে তেমনই) জয়াকাঙ্ক্ষীণী জনের মতো গিয়েও না-যাওয়ার ভাবে লজ্জায় উপস্থিত বুদ্ধির প্রকাশ হারা হয়ে সেই কৃষ্ণবনিতাসভা পালিয়ে গেলেন। অতঃপর কৃষ্ণসহচরগণ প্রদীপ্ত ভাবে সম্মুখে এগিয়ে এলে ভগবান্ এককুণ্ডলধারী ও শেষনাগশরীর সদৃশ ভুজযুগলে শোভন বলদেব হাসতে হাসতেই তাঁদিকে বাহুদণ্ডে খুব জোরে চেপে ধরে তাড়না করত কেলিধূলি দ্বারা একেবারে ধূসরিত করে দিলেন।

১৩ অতঃপর খেলাকৌতুকে বলদেবের প্রতি স্বাভাবিক গৌরববুদ্ধি হারা, হৈ-হুল্লোড় রবে মুখর মুখের শোভায় রম্য এবং উদ্দাম সেই কৃষ্ণসহচরগণও বলপূর্বক নিজদিকে বলদেবের হাত থেকে ছুটিয়ে নিয়ে পুনরায় সকলে একত্র মিলিত হয়ে নির্ভয়ে অতি উজ্জ্বল সিন্দুরধূলি ছুড়ে ছুড়ে বলদেবকে হারিয়ে দিলেন—তিনি সম্পূর্ণ ভয়চকিত ভাব শূন্য অবস্থায় থাকলেও।

১৪। মৃদু হাসিমাখা দশনজ্যোৎস্না-স্নানে সরস অধরা নন্দকুমার বললেন, এ তোমাদের অন্যায়। আমার তো ভাল লাগছে না। কারণ অভদ্রমনা তোমাদের মতো বহুজনে মিলে একক আমার ভাইকে অবমাননা করছ, এই বলে তাঁদের থামিয়ে দিলেন।

কস্তম্ভমিব,জবারুচিজবারুচিরং মহাস্ফটিকাঙ্কুরমিব,বালারুণারুণায়িতং সুমহিমহিমগিরিশিখরমিব,প্রচলকোককোকনদকাননাক্রান্তং পুণ্ডরীকখণ্ডমিব, সন্ধ্যারাগপরভাগপরভাস্বরং পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলমিব, সিন্দূররেণুরুষিতং মদকৌতুকশবলং বলং বিলোক্য তদ্বনিতা নিতান্তরাগিণ্যঃ পুনস্তমভিতোঽভিতোষেণ সহ নৃত্য-গীত-বাদ্যাভিবাদ্যাভিনয়েন বিহারবিক্রমতঃ ক্রমতঃ কিয়দন্তরিতা যদি বভূবুঃ, তদা তদারাৎ কৃষ্ণমহেলা কামহেলা কাপি কাপিশায়নপানমত্ততয়েব মহনীয়মহনীয়মানোৎকণ্ঠয়া সমুল্ললাস ॥

১৫। 'কথং হ্রিয়তেঽস্য বংশিকা বংশিকাসুরভের্ভুজাভোগতো গতোল্লাসশ্চ কথময়ং সম্পদ্যতে তদ্-

---

সিন্দুররেণূনাং কাঠিন্যং প্রসক্তমিত্যন্যথোপমিমীতে। জবানাং রুচিজবেন কান্তিবেগেন আ সম্যক্ রুচিরম্। তেনাপি স্ফটিকস্য স্বীয়বর্ণাতিলোপান্নাতিসারস্যমিত্যত আহ—বালারুণেন প্রাতরুদিতসূর্যেণারুণায়িতম্। অনেনাপ্যতিশীতলানাং তেষামৌষ্ণ্যং প্রসক্তমিত্যন্যথাহ—প্রচলাঃ কোকাশ্চক্রবাকা যত্র তদিত্যুপমানস্যৈব বিশেষণং প্রক্রান্তযমকভঙ্গভয়াভাবায়। অত্রাপি কোকনদবর্ণেনারুণীভাবো নাস্তি; পুণ্ডরীকস্যেত্যত আহ—সন্ধ্যারাগেতি। অত্র তেষাং মৃদুলত্বমনুষ্ণত্বং চন্দ্রস্য স্বরূপাতিরোধনঞ্চেতি সর্বং সমঞ্জসম্। পূর্বানুবৃত্তেনামর্ষেণ মদকৌতুকাভ্যাঞ্চ সঞ্চারিভ্যাং শবলং জাতশবলীভাবম্। নৃত্যগীতবাদ্যৈরভিবাদ্যেনাত্যাদরণীয়েনাভিনয়েন। কৃষ্ণেন সার্ধং যদি রামকান্তাঃ খেলন্ত্যে এবাচিরতো জিতাঃ স্যুঃ, কৃষ্ণং সকান্তং সসখিব্রজং হলী জিগীষুরাধাবতি, তর্হি মত্তঃ কৃষ্ণঃ সখীনেব নিযোধয়ন্ স্বয়ং তৈস্তং বিজিত্যৈব যদেতি দূরম্, তদা বলঃ খেলতি স্ব-প্রিয়াভিঃ কৃষ্ণস্তদা স্বাভিরিতি ব্যবস্থা। অতএব তদা তদারাদ্ দূরে শ্রীরাধাদিভির্নিজককান্তাভিঃ কৃষ্ণেন খেলায়াং প্রক্রম্যমাণায়াং সত্যামিত্যর্থঃ। কাপিশায়নং মধু। মহনীয়া শ্লাঘনীয়া চ মহে উৎসবে নীয়মানা চ যা উৎকণ্ঠা তয়া ॥

১৫। অস্য কৃষ্ণস্য ভুজায়া ভুজস্য সর্পতুল্যস্য ভোগঃ ফণতুল্যো যঃ; পাণিস্তস্মাৎ; বংশিকায়া অগুরোরিব সুরভি-

---

তখন কমলরাগের লালিমায় আলিঙ্গিত হীরকস্তম্ভের মতো, জবার কান্তিবেগে সমুজ্জ্বল মহাস্ফটিকাঙ্কুরের মতো, বালারুণে অরুণায়িত অতি গৌরবান্বিত তুষারগিরি-শিখরের মতো, চক্রবাক-অধ্যুষিত কমলবনের দ্বারা ঢাকা শ্বেতপদ্ম খণ্ডের মতো, (উপমাগুলি পর পর কোনটিই নিখুত না হওয়াতে একটি নিখুত উপমায় এসে মন শান্ত হল যথা—)অথবা, সন্ধ্যারাগের রমণীয় লালিমার আভায় সমুজ্জ্বল পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলের মতো, সিন্দুর-রেণু-লিপ্ত এবং ক্রোধ-গর্ব-কৌতুকমিশ্র সঞ্চারী ভাবে ভাবিত বলদেবকে দেখে অতিশয় রাগবতী তাঁর বনিতা-গণ পুনরায় তাঁকে ঘিরে নিয়ে অতি আনন্দের সহিত নৃত্যগীতবাদ্যের সঙ্গতে অতি আদরণীয় অভিনয় পূর্বক বিহারবিক্রমে ক্রমে ক্রমে কিছুদূর যদি চলে গেলেন, তখন কিছুদূরে কৃষ্ণের সঙ্গে বিরাজমানা শৃঙ্গারসূচক কোনও অনির্বচনীয় হাবভাবযুক্তা কৃষ্ণমহিলাগণ মধুপানমত্ততায় প্রশংসনীয় উৎসবে যা চিত্তে ভরে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেই উৎকণ্ঠায় সমুল্লসিত হয়ে উঠলেন।

গোপীদের বংশীচুরি-মন্ত্রণা ও তৎভয়ে বটুর মুরলীরক্ষণ-ভার গ্রহণঃ

১৫। কৃষ্ণপ্রেয়সীগণ পরস্পর মন্ত্রনা করতে লাগলেন—

অগুরু সুরভিক্ত সর্পশরীর তুল্য ওর বাহুদণ্ডের থেকে কি করে বংশী চুরি করা যায়? আর দেখি না

বিয়োগেন যোগেন যস্যাঃ কূজিতেনাস্মাকমেতাবতি গানকৌশল্যে শল্যেন বিদ্ধমিব বৈদগ্ধ্যং ভবতি; তদিয়মবশ্যং বংশী বশীভাবমাপাদনীয়া' ইতি পরস্পরং মন্ত্রণানৈপুণ্যপুণ্যতামুদ্ভাব্য—

ন সাক্ষাদাকৃষ্যা ভবতি মুরলী নাস্য করতো
বিরামোঽস্যা নাস্যাপ্যবতরতি বৈবশ্যসময়ঃ।
কথঙ্কারং ভূয়াদপহরণমস্যা ইতি দর-
স্মিতং কর্ণে কর্ণে নিভৃতমলগন্ পঙ্কজদৃশঃ॥

১৬। এবং নিভৃতভৃতযুক্তয়ো বিবশীকরিষ্যমাণপুরুষবৃষভা বৃষভানুপুত্রীমুপসৃত্য 'সুভগে যদি কৃষ্ণবংশী-বশীকরণলোভবতী ভবতী ভবতি, তদা কৃতকৃতকবাম্যা ক্ষণং ভবতু, তদা কৃষ্ণস্য বংশীবাদনপ্রগল্ভতা অপযাস্যতি, যাস্যতি নঃ সঙ্গীতমতিকৌশলন্' ইতি কথয়ন্তীষু নিভৃতং সর্বাসু কুসুমাসবস্তু বস্তুতো ন জানন্নপি সহজবাচাল-তালতাকুসুমপরিমলয়া প্রতিভয়া ভয়াভাবতঃ কৃষ্ণং জগাদ,—'বয়স্য! ইমাঃ খলু মুরলীগানানুরূপং সুরূপং সুষ্ঠু গাতুমসমর্থা মুরলীমপহর্তুং মন্ত্রয়ন্তে, তদিমাং ময়ি সমর্প্য কণ্ঠেনৈব গীয়তাম্। মম ব্রাহ্মণস্য প্রভা প্রভাবতো নিকটং প্রকটং প্রযাস্যন্তি নেমাঃ॥'

র্থস্য তস্মাৎ; "বংশিকাগুরুরাজার্হলোহক্রিমিজজোঙ্গকম্" ইত্যমরঃ। মন্ত্রাণাং নৈপুণ্যস্য পুণ্যতাং চারুতাম্; "পুণ্যং তু চার্বপি" ইত্যমরঃ। কথঙ্কারমিতি ন সাক্ষাদিত্যাদিনাঽপহরণস্য ত্রয়াণামুপায়ানামুক্তানাং মধ্যে কঃ খল্বত্র ফলিষ্যতীতি ভাবঃ॥

১৬। তত্র তৃতীয় এবোপায়ঃ প্রবলঃ সুকরশ্চ তাভির্নির্ণীত ইত্যাহ— এবমিতি। বিবশীকরিষ্যমাণঃ পুরুষো বৃষভঃ কৃষ্ণো যাভিস্তাঃ, কৃতং কৃতকং কৃত্রিমং বাম্যং মানলক্ষণং যয়া তথাভূতা ভবতী ভবতু। ততশ্চ ত্বৎপ্রসাদমনুপলভ্য বিবশী-ভবিষ্যতোঽস্য কৃষ্ণস্য বংশীং প্রত্যনবধানে সতি তাং সুখেন বয়ং চোরয়াম ইতি ভাবঃ। কিঞ্চ, তাভিরচিন্তনীয়ো দৈব-

---

এই বংশীর বিয়োগে কি করেই বা গতোল্লাস প্রিয়তম কার্যকুশল হয়? বংশী হাতে থাকলেই তো ওর কূজনে গানচাতুর্যে আমাদের এত যে বৈদগ্ধী তাও শল্যবিদ্ধের মতো হয়ে পড়ে। কাজেই অবশ্য এ-বংশী আমাদের হাতের মুঠায় নিয়ে আসতে হবে। এইরূপে পরস্পর মন্ত্রণা চাতুর্যের চারুতা উদ্ভাবন করবার পর কমলনয়নাগণ ঈষৎ হাস্য সহকারে কৃষ্ণকে একটু আড়াল করে কানাকানি করতে লাগলেন —

এ মুরলী এর চোখের সামনে কেড়ে নেওয়া যাবে না। হাত থেকে মুরলী কখ ও নামিয়ে রাখাও হয় না। এমন কি বিহ্বল অবস্থায়ও হাত থেকে ওটি খুলে পড়ে যায় না তা হলে বুঝে দেখ, উক্ত উপায় ত্রয়ের মধ্যে কোন্‌টাই বা কাজে লাগতে পারে এখানে।

১৬। (হাত থেকে খুলে পড়ে যাওয়া রূপ উপর্যুক্ত তৃতীয় উপায়টিকেই প্রবল এবং সুকর উপায় বলে নিশ্চয় করে নিলেন গোপীগণ। তাই বলা হচ্ছে —'এবমিতি'।)

এইরূপে নিভৃতে যুক্তি-পাকানো গোপীগণ কৃষ্ণকে বিহ্বল করার সচেষ্ট হয়ে বৃষভানুপুত্রীর নিকট গিয়ে বললেন—'হে সৌভাগ্যবতী রাধে! যদি তুমি কৃষ্ণ ংশী নিজ বশে আনবার জন্য লোভবতী হয়ে থাক, তবে ক্ষণকাল কৃত্রিম বাম্যভাব ধারণ করে বসে থাক। এতে কৃষ্ণের বংশীবাদন প্রগল্ভতা দূরে পালিয়ে যাবে। আর

১৭। কৃষ্ণ আহ,—'বয়স্য! ভবতো বসন্তোৎসব এব দৃষ্টা ব্রাহ্মণস্য প্রভাবাঃ প্রভাবাহুল্যং চ, তদদ্য মুরলীরক্ষণক্ষণক্ষমতা তব সাধীয়সী ভবিষ্যতীতি কঃ সন্দেহঃ ॥'

১৮। স আহ, 'ভো বয়স্য! যস্য মন্ত্রণতো ভবান্ সর্বোৎকর্ষশালী শালীনঃ, সোঽহং মুরলীং রক্ষিতুমেব সমর্থো ন ভবেয়ং ভবে যং কোঽপি দ্রষ্টুমপি নেষ্টে মেষ্টে ময়ি তত্রাবিশ্বাসং কার্ষীঃ ॥'

১৯। কৃষ্ণ আহ, –'যদি ভবৎকরতলতোঽতলতোষ মহোৎসব-সবহুমদাভিরাভিরাকৃষ্যতে মুরলী, তদা কিমধ্যবসেয়ম, সেয়ং বা কথং লপ্স্যতে ?'

২০। স আহ,– 'দৃশ্যতাং মত্তপঃপ্রভাবঃ' ইতি নিঃসাধ্বসং মুরলীমাকৃষ্য কক্ষে কৃত্বা 'বয়স্য! কণ্ঠেনৈব গীয়তাম্।' কৃষ্ণঃ –'যথা রুচিতং ভবতে' ইতি গাতুমুপক্রমতে ॥

ঘটিতঃ কোঽপ্যন্য এব বংশীহরণে উত্তম উপায়োঽভবদিত্যাহ—কুসুমাসবস্ত্বিত্যাদিনা প্রবন্ধেন ॥

১৭। প্রভাবাহুল্যঞ্চ দৃষ্টম্ ॥

১৮। শালীনঃ শ্রেষ্ঠঃ। ভবে সংসারে যং মাং কোঽপি জনঃ; শ্লেষেণ, কো ব্রহ্মাপি, দ্রষ্টুমপি কিং পুনর্ধর্তুং নেষ্টে, ন শক্নোতি, এতেন স্বস্যেশ্বরবন্মাহাত্ম্যম্, বস্তুতস্তু পলায়নবিদ্যাপাণ্ডিত্যমেব ধ্বনিতম্। তত্র ময়ি ইষ্টে প্রিয়ে সখ্যৌ অবিশ্বাসং মা কার্ষীঃ ॥

১৯। অতলো গম্ভীরস্তোষো যত্র তথাভূতে মহোৎসবে বহুমদসহিতাভিঃ ॥ (২০)।

এতেই আমাদের সঙ্গীতের নিপুণতা হয়ে উঠবে অতি উজ্জ্বল।' নিভৃতে সকলে এরূপ বলতে থাকলে কুসুমাসব বস্তুতঃ গোপীদের যুক্তিজাস্তা না হয়েও তাঁর সহজ বাচালতালতার কুসুমের পরিমলভরা প্রতিভায় নির্ভয়ে কৃষ্ণকে বললেন—'হে বয়স্য! শোন, এঁরা পাণ্ডিত্য ফলিয়ে তোমার মুরলীগানতুল্য সুন্দর গাইতে পারে না, তাই তোমার মুরলী চুরি করার মন্ত্রণা করছে। অতএব এটিকে আমার নিকট রেখে দিয়ে কণ্ঠেই তুমি গাও। ব্রহ্মতেজ প্রভাবে আমার নিকটেও আসবে না এঁরা। (গোপীরা বংশীচুরির তৃতীয় পন্থা ঠিক করে নিলেও দৈবযোগে অন্য একটি উপায় এসে গেল।)

১৭। কৃষ্ণ বললেন –'বয়স্য! তোমার বসন্তোৎসব লীলা অহো, খুব দেখা গিয়েছে, আর সেই সঙ্গে ব্রাহ্মণের তেজশালী প্রভাবাহুল্যও। তাই মনে হচ্ছে, অদ্য তোমার মুরলী রক্ষণোৎসব ক্ষমতা অতি উজ্জ্বল হয়েই দেখা দিবে, এতে আর সন্দেহ কি ?

১৮। বটু বললেন –'ভো বয়স্য! যার মন্ত্রশক্তিতে তুমি সর্বোৎকর্ষ-বিশিষ্ট শ্রেষ্ঠত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত সেই আমি মুরলীটি পর্যন্ত রক্ষা করতে পারবো না। এই সংসারে যাকে কেউ (বিশেষ অর্থে—ব্রহ্মাও) দেখতে পর্যন্ত পায় না (এই কথার ধ্বনি— দেখতেই পায় না তো ধরবার আর কথা কি ? ধ্বনির ধ্বনি, পালাতে যে বড় ওস্তাদ।) সেই আমার মতো প্রিয় সখাকে তুমি অবিশ্বাস করো না।

১৯। কৃষ্ণ বললেন—'যদি এই অথাই আনন্দ-মহোৎসবে ঘোর মাতাল গোপীগণ তোমার হাত থেকে মুরলী কেড়ে নিয়ে নেয়, তুমি করবে কি ? আর নিয়ে নিলে উদ্ধারই বা করবে কি করে ?

২০। বটু বললেন—'আমার তপপ্রভাব দেখেই নেও-না একবার, এ-বলে মুরলী টান মেরে বগল-

২১। ততশ্চ, কৃষ্ণে গায়তি চর্চরীমতিকলাং কণ্ঠেন বীণাজিতা
স্তভ্নাতি স্ম কলিন্দজা তরুলতাশ্রেণ্যোঽশ্রুবর্ষং দধুঃ।
শৃণ্বন্তঃ শ্রবণোপকণ্ঠগলিতং স্বেদাম্বু তন্মাধুরী-
ধারাস্যন্দধিয়া লিহন্তি রভসাদন্যোন্যমেণীগণাঃ॥

২২। তদা তদাশ্রুত্য শ্রুত্যতিসুখদং স্বরগ্রামগ্রাম-শ্রুতিজাতিজাতিকৌশলং কুসুমাসবঃ সবহুগর্বমাহ—'ভো ললিতে! ললিতেয়ং চর্চরীগীতিরুদ্গীতা প্রিয়বয়স্যেন, বয়স্যেনদগানকৌশলং ন শ্রুতম্। গর্ববত্যো ভবত্যো ভবিকবিকসদীদৃশং ন গাতুমর্হন্তি॥'

২৩। সঙ্গীতবিদ্যাহ,—'অয়ে বিগতচর্চ! চর্চরীমিতোঽপি সমীচীনাং চীনাংশুক-ধারিণীয়ং ললিতা যদি গাতুং ক্ষমতে তৎক্ষমতে, তদা মুরলীং হারয়সি। মতিকৃপণ! পণ এষ ক্রিয়তাম্॥'

২১। বীণাজিতা বীণাজয়িনা; শ্রবণয়োরুপকণ্ঠে নিকটে গলিতং স্বেদাম্বু হর্ষোত্থমন্যোন্যং লিহন্তি। তত্র কারণমুৎপ্রেক্ষতে—তস্য গানস্য মাধুরীধারায়াঃ স্যন্দঃ ক্ষরণম্। গানমাধুরী-ধারৈবেয়ং শ্রবণয়োঃ পূর্ণীভূয় তত্রামান্তী স্যন্দতে, তদেনাং লিহামেতীব বুদ্ধ্যেত্যর্থঃ॥

২২। শ্রুতিজাতিজঞ্চ তৎ, অতিকৌশলঞ্চেতি তৎ, বয়সি মধ্যে এনং এতদ্ভবিকং সুখং যথা স্যাত্তথা, বিকসৎ প্রকাশমানম্॥

২৩। বিগতচর্চ! হে গতবিচার! "চর্চা সংখ্যা বিচারণা" ইত্যমরঃ। তৎক্ষমতে! হে ক্রূরবুদ্ধে॥ (২৪)।

দাবা করে বললেন 'বয়স্য, কণ্ঠেই গান ধর।' কৃষ্ণ—'তোমার যেমন অভিরুচি'এ-বলে গাইতে আরম্ভ করলেন।

কৃষ্ণের কণ্ঠগীতি ঃ

২১। অতঃপর বীণাজয়ী কণ্ঠে কৃষ্ণ চর্চরী তালে অতি ওস্তাদির সহিত গাইতে থাকলে যমুনা জাড্য প্রাপ্ত হল, তরুলতাশ্রেণী অশ্রু বর্ষণ করতে লাগল। এই গান শুনতে শুনতে আনন্দবেগে হরিণরমণীগণ পরস্পরের কর্ণের নিকট ঝরা ঘর্মবিন্দু চাটতে লাগল—গানের মাধুরীধারা কান ভরে দিয়ে স্থানের অকুলানে বাইরে গড়িয়ে আসছে, এরূপ মনে করে।

২২। তখন অতি কর্ণ-সুখদ, সপ্তস্বরসজ্ঞযুক্ত এবং শ্রুতির জাতি থেকে উদিত সেই রাগ অতি ওস্তাদির সহিত গাইতে শুনে কুসুমাসব গর্বের সহিত বললেন—'ওগো ললিতে! প্রিয় বয়স্য এই যে চর্চরী তালের গান উদাত্ত স্বরে গাইতে লাগল, এরূপ গানের ওস্তাদি এতখানি বয়সের মধ্যে আমি কোন দিন শুনি নি। সুখদায়ী ভাবে আলাপ করতে করতে এমন গাইতে পারবে না গর্ববতী তোমরা।

মুরলী আর রাধায় পণ প্রতিপণে ললিতার কণ্ঠগীতি ঃ

২৩। সঙ্গীতবিদ্যা বললেন—ওহে অবিবেচক! রেশমী বস্ত্র পরা এই ললিতা যদি এর থেকেও ভাল গাইতে পারে, তবে হে ক্রূরমতী, পণ রাখ, মুরলী হারবে।

২৪। স আহ,—'সঙ্গীতবিদ্যে! সঙ্গীতবিদ্যেয়ং মদেকমাত্রবোধ্যা বোধ্যানুপথেঽপি দুর্গমেতি ময়া সময়াসন্নবোধেন সমীচীনমিতি যদি নিরুচ্যতে রুচ্যতেয়মস্যাস্তদৈব দৈবতযোগ্যা ভবতি॥'

২৫। সাহ,—'বিপ্রবটো! নেদং বেদগানং বেদগা নন্দন্তি, যেন তদস্য বোধে কো ভবান্।' কৃষ্ণঃ স্ময়মানো গায়ন্নেব কুসুমাসবং তাদৃশা দৃশা দদর্শ তদা তদাকূতজ্ঞতা যাদৃশা দৃশাস্য জায়তে॥

২৬। ততশ্চ বিদিতাকূতঃ পুনরাহ কুসুমাসবঃ,—'অয়ি সমদে! মদেকবোধ্যতাং সঙ্গীতস্য যদি ন প্রমাপয়সি, পয়সি স্তব্ধতা, অশ্রুজলাবিলতা লতাতরুষু, বিপুলপুলকতা খগমৃগাদিষু যদি বয়স্যগানবদ্ভবতীনামপি গানে ভবতি, তদা কথঞ্চিত সমতা মতা ভবতি। সমীচীনতা ন তাবৎ কুতোঽপি লভ্যতে। তদয়ং কৃত এব মুরলীপণঃ, যদি মানয়সি নয়সিদ্ধগানদ্যূতম্, তদা ত্বয়াপি প্রিয়সখীপণঃ ক্রিয়তাম্॥'

২৭। ললিতাহ,— কুমনীষ! কুমনীষদেব বিরসয়তি দুর্বিদগ্ধঃ, যতঃ সর্বমেব দ্যূতং প্রতি পণপ্রতিপণয়োঃ সমতৈব নিরুচ্যতে, ন খলু কাচ কাঞ্চনয়োঃ সমতা।' কুসুমাসব আহ,—'ভবতি! ভবতি হি প্রিয়-

---

২৫। যাদৃশা দৃশা দৃষ্ট্যা অস্য কুসুমাসবস্য তদাকূতজ্ঞতা কৃষ্ণাভিপ্রায়জ্ঞাতৃত্বং জায়তে, তাদৃশা দৃশা দদর্শ কৃষ্ণঃ। তরুলতাদীনামপি সাত্ত্বিকবিকারং মদ্গানোত্থাপিতং দর্শয়িত্বা প্রতিপণঞ্চ রাধাং কৃত্বা ললিতাং জয়েতি নেত্রসংজ্ঞয়া উক্তবানিতি ভাবঃ॥ (২৬)।

২৭। হে কুমনীষ! কুবুদ্ধে! কুং পৃথ্বীমনীষদনল্পমেব দুর্বিদগ্ধো বিরসয়তি, স তু ভবানেবেতি ভাবঃ। সর্বমেব দ্যূতং প্রতি সর্বস্মিন্নেব দ্যূতে ইত্যর্থঃ॥

২৪। বটু বললেন—'হে সঙ্গীতবিদ্যে! এই সঙ্গীতবিদ্যা একমাত্র আমারই জ্ঞানের বিষয়। ধ্যানধারণার পথেও সাধারণ জনের পক্ষে এ দুর্গম। আমি যথাসময়ে যদি শেষবিচার অনুসারে ঘোষণা করি, উত্তম উত্তম— তবেই এ সকলের রুচিকর এবং দেবতাগণেরও আস্বাদনযোগ্য হতে পারে।

২৫। সঙ্গীতবিদ্যা বললেন— হে বিপ্রবটো! এ বেদগান নয় যে বেদবিদ্‌ গণ আনন্দ পাবে। অতএব এর বিচারের তুমি কে হে। কৃষ্ণ তখন মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে গাইতে গাইতে চোখে এমন ভাবে ইসারা করলেন, যাতে কুসুমাসব এই ইসারা থেকেই তার মনের অভিপ্রায় বুঝে নিতে পারে।

২৬। অতঃপর কৃষ্ণের অভিপ্রায়বিদ্‌ কুসুমাসব পুনরায় বললেন—'অয়ি গরবিণি! সঙ্গীত বিষয়ে একমাত্র আমার জ্ঞানকেই যদি প্রমাণরূপে ধরতে রাজি না হও, তবে উভয় পক্ষের গান কথঞ্চিং সমতা আছে বলে সম্মত হওয়া যেতে পারে, যদি বয়স্যের গানের মতো তোমাদের গানেও যমুনাজলে স্তব্ধতা, লতাতরুতেও অশ্রু জলের আবিলতা এবং খগমৃগে বিপুল পুলকের উদ্গম হয়। এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত, আমার বয়স্যের গানের মতো ততটা সরসতা অন্য কোত্থেকেও পাওয়া যেতে পারে না। অতএব মুরলী পণ রাখলাম। যদি আইন-মাফিক গানে জুয়াখেলায় রাজি থাক, তবে তোমরাও প্রিয়সখী রাধাকে পণ রাখ।

২৭। ললিতা বললেন—'হে দুর্বুদ্ধে! মুর্খ ব্যক্তি পৃথিবীকে একটু নয়, বহুত বিরস করে তোলে। কারণ সকল দ্যুত ক্রীড়াতেই পণ-প্রতিপণের সমতাই নির্ধারিত হয়ে থাকে। কাচ-কাঞ্চনের সমতা কখনও-ই হয় না।'

বয়স্যস্য মুরলী কাচঃ সখী তে কাঞ্চনম্।' ললিতাহ,—'কোঽত্র সন্দেহঃ, সাম্যং চেদিচ্ছসি, তদা অক্ষোভবতা ভবতা বয়স্যঃ পণীক্রিয়তাম্।' কুসুমাসব আহ,— গীয়তাম্, এষ ময়াঽনাময়ানামগ্রণ্যা পণীকৃতো বয়স্যঃ ॥'

২৮। ললিতা গাতুমুপক্রমতে—

গান্ধারগ্রামসন্ধাপিত-গরিমধুরাধৃতগান্ধর্ব বিদ্যং
গন্ধর্বীগর্বখর্বীকরণপটু নটদ্ভ্রূলতং রক্তকণ্ঠি।
ত্রিস্থানস্পর্শি নানাবিধগমকগমং সাহসোৎসাহনশ্যদ্-
ব্রীড়াক্রীড়ারসেনালপদতিললিতোদারকেদাররাগম্॥

২৯। এবং সরাগং রাগং কেদারমালপ্য ভাষয়া শৌরসেন্যা রসে ন্যায়পেশলয়া লয়ান্বিতং গীতঞ্চ জগৌ ॥

৩০। সঅলকলামিঅমণ্ডলো, বড্‌ঢিঅপেম্মসমুদ্দও
পউমিণি-মুদ্দা-পণ্ডিও, রেহই সামলচন্দও ॥

[সকলকলামৃতমণ্ডলো বর্দ্ধিতপ্রেমসমুদ্রঃ। পদ্মিনীমুদ্রা-পণ্ডিতো রাজতে শ্যামলচন্দ্রঃ ॥]

২৮। গান্ধারগ্রামে সন্ধাপিতা সম্যগ্ ধারিতা যা গরিমধুরা গৌরবাধিক্যং তেন ধৃতা খণ্ডিতা গন্ধর্বকর্তৃকা গান-বিদ্যা যেন তদিতি। আলপদিতি ক্রিয়াবিশেষণম্। পক্ষে, গরিমধুরা গান্ধার-ঋষভ-মধ্যম-স্বরাতিশয়ঃ। ত্রীণি স্থানানি আরোহণাবরোহ-সমাখ্যানি ঊর্ধ্বাধোমধ্যানি। নানাবিধগমকং গময়তি ব্যঞ্জয়তীতি তৎ॥

২৯। স্পষ্টম্॥

৩০। সকলকলামৃতমণ্ডলো বর্ধিতপ্রেমসমুদ্রঃ। পদ্মিনীনাং মুদ্রা মুদাং রা দানং তত্র পণ্ডিতঃ; পক্ষে, স্পষ্টম্। রাজতে শ্যামলচন্দ্রঃ॥

কুসুমাসব বললেন—'হে পূজ্যে! আমার প্রিয় বয়স্যের মুরলী কাচ, আর তোমার সখী কাঞ্চন, এই তোমার বিচার না-কি?' ললিতা বললেন—'এতে সন্দেহ কি? পণের সমতা যদি ইচ্ছা কর তবে ক্ষোভ রহিত হয়ে তোমার বয়স্যকে পণ রাখ।' কুসুমাসব বললেন—'আচ্ছা বেশ, গাও। চিত্ত নির্মলতার অগ্রণী এই আমি বয়স্যকে পণ রাখলাম।'

২৮। সাহস ও উৎসাহে বিনষ্টলজ্জ রক্তকণ্ঠী ললিতা ভ্রূলতা নাচিয়ে খেলারসের সহিত গাইতে আরম্ভ করলেন, গন্ধর্ব গর্ব খর্বকরণে পটু, আরোহ-অবরোহ-সম নামক ত্রিস্থান স্পর্শী নানাবিধ গমক পরিস্ফুটকারী অতি ললিত-উদার কেদার রাগ, যা তুচ্ছিকৃত করে দিল গন্ধর্বগণের গানবিদ্যা—গান্ধারগ্রামে সম্যক্ ধারিত গৌরবাধিক্যে।

২৯। এইরূপে অনুরাগ পূর্বক কেদার রাগ আলাপ করবার পর গাইলেন শৌরসেনী (মহারাষ্ট্রী) ভাষায় ও রসনীতিতে অতি সুন্দর লয়যুক্ত এক গান। যথা—

৩০। 'সঅলকলামি অমণ্ডলো' ইত্যাদি, অর্থাৎ সকলকলামৃতমণ্ডল, প্রেমসমুদ্র বর্ধনকারী এবং পদ্মিনীগণকে আনন্দ দানে বিদগ্ধ শ্যামলচন্দ্র দীপ্তি পাচ্ছে।

৩১। চূঅঙ্কুরকিঅসেহরো, কুসুমাঅরপিঅখেলও।
রমণীমণিবচ্ছপাদও, রেহই বুন্দাবণপ্পিও ॥

[চূতাঙ্কুরকৃতশেখরঃ কুসুমাকরপ্রিয়খেলঃ। রমণীমণিপক্ষপাতো রাজতে বৃন্দাবনপ্রিয়ঃ ॥]

৩২। তদা তদাকর্ণ্য সগর্বমাহ কুসুমাসবঃ,—'হী হী পরাজিতং ভোঃ পরাজিতং ললিতয়া' ইতি বাহূ সমুদ্দম্য নৃত্যতস্তস্য কক্ষান্মুরলী পততি স্ম, তাং নিপতিতামালোক্য সত্বরয়া রয়াদেব সঙ্গীতবিদ্যয়া সায়াসাভাবেনৈব নিহ্নুত্য রক্ষিতা ক্ষিতাবেকোঽপি ন জানাতি স্ম, নাতিস্ময়বতী সা চ নিজবর্গে কস্যৈচিৎ কথিতবতীতি স্থিতে সৈব তমুবাচালং বাচালম্ —'ভোঃ কথমকাণ্ডে প্রহর্ষপ্রমত্তোঽসি কিমিতি মত্তবন্নরীনৃত্যতে, বিচারয়ন্তু রয়তুলিতকোটিদ্বয়স্তবৈব বয়স্যাঃ কস্য জয়ঃ' ইতি ॥

৩৩। স আহ,—'পণ্ডিতম্মন্যে! মন্যে সাক্ষাদেবায়ং ভবতীনামেব পরাজয়ঃ। যতশ্চর্চরীগানমুদ্দিশ্যৈব পণঃ কৃতঃ। ইয়ং তু দ্বিপদিকাখণ্ডমেব গায়তি স্মেতি। স্মেরমুখি! বিচার্য্যতাং পরাজয়ো ভবতি ন বা ইতি কথিতে সতি যৌগপদ্যেন পদ্যেন তে তং বিজহসতুঃ ॥

৩১। 'চূতাঙ্কুরকৃতশেখরঃ কুসুমাকরপ্রিয়খেলঃ। রমণীমণিপক্ষপাতো রাজতে বৃন্দাবনপ্রিয়ঃ ॥' কোকিলপক্ষে, চূতাঙ্কুরস্য কৃতপর্য্যাপ্তশেখরো যতঃ, তদ্ভক্ষণার্থং তস্য তদুপরিবর্তিত্বাৎ। রমণীমণয়ঃ সংভুক্তাঙ্গনাঃ; কুসুমাকরো বসন্তঃ; বনপ্রিয়ঃ কোকিলশ্চ ॥

৩২। সা মুরলী, আয়াসাভাবেনাযত্নেন ॥

৩৩। দ্বিপদিকাখণ্ডমেব গায়তি স্মেতি। চর্চরিকাগানাসামর্থ্যমেব পরাজয়ব্যঞ্জকমিতি ভাবঃ। তে ললিতা-সঙ্গীতবিদ্যে ॥ (৩৪)।

৩১। 'চূঅঙ্কুর কি অসেহরো' ইত্যাদি, অর্থাৎ আম্রমুকুলে রচিত মুকুটধারী, বসন্তে খেলাপ্রিয় এবং রমণীর প্রতি পক্ষপাতী বৃন্দাবনপ্রিয় কৃষ্ণ দীপ্তি পাচ্ছে।

দৈববশে মুরলী সঙ্গীত বিদ্যার হস্তগত ও জয়পরাজয় নিয়ে বিবাদ ঃ

৩২। এই গান শুনে কুসুমাসব গর্বের সহিত অমনি বলে উঠলেন—'হী হী পরাজয়, ভো ভো ললিতার পরাজয়। এই বলে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে নাচতে লাগলেন। আর এতে বগলতলা থেকে মুরলী খসে পড়লো মাটিতে। পড়তে দেখে ঝটিতি উঠিয়ে নিয়ে সঙ্গীতবিদ্যা মুরলীটি অনায়াসে লুকিয়ে রেখে দিলেন। এই বিশ্ব-সংসারে কেউ জানতে পারলো না। গর্বে ডগমগ তিনি নিজ পরিজনদের ভিতরেও কাউকে বললেন না। এই যখন অবস্থা, তখন সঙ্গীতবিদ্যা অতি বাচালকে বললেন—'ওহে শোন, যা মোটেই ঘটে নি, তাই নিয়ে কেন আনন্দ-উচ্ছলনে প্রমত্ত হচ্ছ আর পাগলের মতো ধেই ধেই করে নাচ্ছো। চঞ্চল নূপুরদ্বয়ে শোভন তোমার সখাই বিচার করুন-না কার জয়।

৩৩। বটু—'পাণ্ডিতম্মন্যে। আমার ধারণায়, এ পরাজয় যে তোমাদেরই, তা প্রত্যক্ষ। কারণ চর্চরী গানকে লক্ষ্য করেই বাজি রাখা হয়েছিল। আর এ সেখানে দ্বিপদিকার একটি টুকরাই-না মাত্র গাইল। হে স্মিতমুখি। বিচার কর, পরাজয় হল কি হল না। এরূপ বললে ললিতা ও সঙ্গীতবিদ্যা দুজনে যুগপৎ ছন্দবন্ধ

৩৪। অবিদগ্ধ চর্চরী বা, দ্বিপদী বা জম্ভলী বেতি।
নামনি কা বৈচিত্রী, গ্রাম-স্বর-মূর্চ্ছনাসু পরমেষা ॥

৩৫। পশ্যাস্যা গানমাধুর্য্যমহিমানম্—
অশ্মানো য ইমে মণীন্দ্রবপুষো বৃক্ষালবালাত্মকাঃ
সর্বে বিক্রুতিমাগতা যদবমন্নস্তুস্তদেতৎ পুনঃ।
জাতস্তস্তমলম্ভয়ৎ কঠিনতাং যেয়ং তয়া সর্বতো
বৃক্ষাণাং প্রতিমূলমেব নিবিড়া ব্যাতেনিরে বেদয়ঃ ॥

৩৬। অতঃ কালিন্দ্যা দেবতাত্মকত্বেন বৃন্দাবনতরুলতানামপি জ্ঞানবত্বেন খগমৃগাদীনামপি চেতনতয়া যুক্তমেব ভবদ্বয়স্য-গানেন তথা-তথাত্বম্। অস্যা গানে ত্বয়ং বিশেষঃ,—'যদমী অশ্মানোঽপ্যেবমাসন্নিতি জিতমস্মাভিরেব, তদয়ং ত্বয়া স্ববয়স্যঃ স্বয়মানীয় দীয়তাম্।' সুবল আহ,—'অয়ি সঙ্গীতবিদ্যেঽবিদ্যেব কথং জড়ীভাবমাপদ্যসেঽস্য সেব ন ভবসি, যদনেন, কথং কৃষ্ণো হার্য্যতাম্। হার্য্যতাং তাবদধীনস্যাধীনস্যামনন্তি ন কেঽপি' ইতি ॥

৩৫। পশ্যাস্যা ইত্যেকস্যাঃ সঙ্গীতবিদ্যায়া বচনম্॥

৩৬। অশ্মানো বিক্রুতিমাগতাঃ সন্তো যদভোঽবমন্, তদন্তঃ কর্মজাতস্তত্ সদ্ বা ললিতেয়ং কঠিনতামলম্ভয়ৎ, তয়া কঠিনতয়া বেদয়ো ব্যাতেনিরে, প্রকাশিতা নির্মিতা ইত্যর্থঃ। অধীনস্যায়ত্তস্যাপ্রধানস্যৈব হার্যতামামনন্তি। অধীনস্যাধিকস্য ইনস্য প্রভোঃ প্রধানস্য হার্যতাং কেঽপি ন আ মনন্তি। অয়মর্থঃ—অন্ততঃ পরাজিতেন প্রধানেন অপ্রধানভূতঃ

বাক্যে পরিহাস করতে লাগলেন। যথা—

৩৪। ওরে অরসিক! চর্চরী বা দ্বিপদি বা জম্ভলী এ সব নামে কি চমৎকারিতা। এর চমৎকারিতা শ্রেষ্ঠত্ব তো গ্রাম-স্বর-মূর্চ্ছনাতে।

৩৫। সঙ্গীতবিদ্যা বললেন—'ললিতার গান মাধুর্যের মহিমা একবার দেখতো, কি তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়ে দিচ্ছে—

মণিশ্রেষ্ঠে গঠিত এই যে সব বৃক্ষের আলুবাল প্রস্তর রয়েছে, তা এই গানের তোড়ে গলে জল হয়ে গেল। ঐ জল নিজ কর্মবশে দাঁড়িয়ে গেলে ওকে পুনরায় জমিয়ে বৃক্ষের চতুর্দিকে প্রতিমূল ঘিরে জমাট বেদি বানিয়ে দিল সখীর এ-গান।

৩৬। দেবতাত্মক বলে যমুনার, জ্ঞানবান্ বলে বৃন্দাবনের তরুলতার এবং চেতনা সম্পন্ন বলে খগমৃগাদির সেইরূপ সেইরূপ বিকার প্রাপ্তি তোমার সখার গানে যুক্তিযুক্তই বটে। কিন্তু আমাদের সখীর গানে বিশেষত্বতো এই যে, এ নিরেট পাথরকেও পর্যন্ত এরূপ বিকার প্রাপ্ত করিয়ে দিচ্ছে। কাজেই আমরাই জিতেছি। অতএব তোমার বয়স্যকে স্বয়ং নিয়ে এসে আমাদের হাতে দিয়ে দেও।'

সুবল বললেন—অয়ি সঙ্গীতবিদ্যে! কি করে তুমি আজ অজ্ঞানের মতো মূঢ়তায় আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছ। তুমি কি সেই বুদ্ধি দীপ্তা সঙ্গীতবিদ্যা নও? কারণ এটুকুও কি তোমার মাথায় ঢোকে না, এই বটু কি করে পণে হেরে কৃষ্ণকে দিয়ে দিতে পারে? যে অধীন, তাকেই পণে হারা যায়, এ ব্যবস্থাই সর্বজনমান্য। পণ রেখে

৩৭। কৃষ্ণ আহ,—'কুসুমাসব ! মা সবহুমানো ভবিতুমর্হসীদানীং যত উৎসবমদমত্তমত্তকাশিনীভির্জিতকাশিনীভির্জিতঃ। এবং ভবানাত্মানং মোচয়িতুমসমর্থোঽনর্থকারী তুরবস্থাবস্থানমেষ্যতি, তদধুনা দীয়তাং মে মুরলী, নো চেত্ত্বয়া সহসা সহ সাপি যাস্যতি।' কুসুমাসব আহ,—'বয়স্য ! ময়ৈব জিতম্, তত্ত্বৈতা প্রভবতা প্রহর্ষেণ সমানীয়তামাসাং প্রিয়সখী ॥'

৩৮। ললিতাহ,—'নিরপত্রপ পত্রপশো ! যদ্গানমূলঃ কিল বিচারক্রপণ ! পণ এষ কৃতঃ, স এব মজ্জয়ং বিখ্যাপয়তি ॥'

৩৯। কুসুমাসব আহ,—'বয়স্য ! চেদেবং জাতলোভ ! বদসি ভবদসিদ্ধান্তমর্যাদম্, তদা নীয়তাং তে মুরলী, পলায্যতে ময়া' ইতি মুরলীং বিচারয়ন্ননবলোক্য 'ভো বয়স্য ! মুরলী প্রথমমেব ভয়চপলা পলায়িতা-মৎকক্ষতলতোঽস্কৃতলতোত্থানাস্তরং মন্যে।' সর্বাঃ স্ময়ন্তে স্ম ॥

স্বাধীনো জনো হার্যতে, ন স্বপ্রধানেন। অধীনেন প্রধানভূতঃ প্রভুর্হারয়িতুং শক্যতে, তত্র তস্য স্বত্বাভাবাৎ, প্রত্যুত স্বামিত্বাৎ স্বয়মেব তেন স্বামিনা স হারিতঃ স্যাদিতি। তেন ত্বয়া পরাজিতঃ কুসুমাসবঃ প্রধানভূতং নায়কং কৃষ্ণং হারয়িতুং ন শক্নোতি, কিন্তু স্বজনকৃতাপরাধঃ স্বামিনি প্রতিফলতীতি ন্যায়েন কৃষ্ণ এব কুসুমাসবং হারয়িতুমর্হতি ॥

৩৭। মত্তকাশিনীভির্যুবতিভিঃ, "বরারোহা মত্তকাশিন্যুত্তমা বরবর্ণিনী" ইত্যমরঃ। জিতকাশিনীভির্বিজয়গর্বত্নীভিঃ; সাপি মুরল্যপি ॥

৩৮। পত্রপশো ! বাহনরূপপশো ! "পত্রং বাহনপক্ষয়োঃ" ইত্যমরঃ। উষ্ট্রাশ্ব হস্ত্যশ্বাদীনামেকতমতুল্যোত্যর্থঃ।

অধীশ্বরকে কেউ দিয়ে দিতে পারে না। [ধ্বনি-স্বজনকৃত অপরাধ স্বামীতে বর্তে, এই ন্যায় অনুসারে কৃষ্ণই কুসুমাসবকে দিয়ে দিতে পারে।]

৩৭। কৃষ্ণ বললেন—'কুসুমাসব ! এখন আর তুমি বহু সম্মানের আসনে থাকতে পারবে না। কারণ উৎসবমদেমত্ত বিজয় গর্বতী এই যুবতীগণের দ্বারা তুমি পরাজিত হয়েছ। এবার নিজেকে মুক্ত করতে অসমর্থ অনর্থকরী তুমি দুর্দশাপন্ন অবস্থার মধ্যে গিয়ে পড়বে। অতএব এখন আমার মুরলীটি দিয়ে দেও। নতুবা তোমার সঙ্গে সহসাই আমার মুরলীটিও যাবে।'

কুসুমাসব বললেন—'বয়স্য ! আমিই তো জিতেছি। অতএব তুমি নিজের ঐশ্বর্য প্রকাশ করে এদের প্রিয় সখীকে পরমানন্দে ছিনিয়ে নিয়ে এস।'

৩৮। ললিতা বললেন—'হে নির্লজ্য ! ভারবাহী গর্দভ ! হে বিচারশূন্য ! যে গানের উপর এই বাজি রাখলে সেই গানই নিশ্চয়রূপে আমার জয় ঘোষণা করছে।'

৩৯। কুসুমাসব বললেন—'বয়স্য ! হে জাতলোভ ! তোমার প্রতিষ্ঠিত গৌরবের বিঘাতক ভাবে তুমি নিজেই যখন কথা বলছো, তখন নিয়ে নেও তোমার এ-মুরলী, আমি পালাই।' এ বলে মুরলী খুঁজতে গিয়ে যদি পেলেন না, তখন বললেন—'ভো বয়স্য ! ভয়চপলা হয়ে মুরলী আগেভাগেই পালিয়ে গেছে আমার বগলতলা থেকে, মনে হয় কোনও নির্ভয় লতোত্থানে, যেখানে একটি লতায়ও আঁচড়টি পর্যন্ত পড়ে নি। এ কথা শুনে সকলের মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল।

৪০। ইতোঽথমবসরে কিয়দ্দূরতো নিবিড়খেলাভিরামাসু দয়িতরামাসু রামাসু সতীষু কশ্চিদ্ধনদানুজীবী জীবীভূতানাং মধ্যেঽধমতমো মতমোহস্তরুণতর মার্ত্তণ্ড মরীচিকাচাকচক্য চিক্কণকনকশিলাসু বিমল-সলিল-পরিপূর্ণ-তড়াগধিয়া প্রাংশুতর তরুশিখরতঃ খরতরনিদাঘতপ্ত: সবেগমুৎপ্লুত্য কৃতপ্রপাতো মূঢ় ইব সমুজ্জ্বলং জ্বলন্তীষু দহনশিখাসু দিব্যৌষধীবিপিনপিনদ্ধশোভালোভাদিব তদপহরণরণকৌতুকী পতঙ্গ ইব; ফণধরফণামণিজিহীর্ষয়া তদভিমুখমাপতন্মণ্ডুক ইব, কেশরিকেশরপটলীষু কার্ত্তস্বরভাস্বরাসু পরিপক্কশালিধিয়া বুভুক্ষুরুপসর্পন্ গবয় ইব, মৃত্যুনাহূত ইব, কশ্চন শঙ্খচূড়ো নাম রামরামারত্ন পজিহীর্ষয়া যক্ষাপসদঃ সমাপপাত ॥

৪১। তমতিকরালমালোক্য সমুপপন্নভয়বিস্তারাস্তা রামরমণ্যো মণ্যোত্তর্দ্ধামমূর্ধ্বাননং প্রবলতর-তরক্ষু-বীক্ষণ-ক্ষুভিত-ভীতি-চকিত চমূরুবাসা ইব 'ভো রাম! ভোঃ কৃষ্ণ! পাহি নঃ পাহি' ইতি সত্রাসং বিচুক্রুশুঃ ॥

হে বিচারকৃপণ! পরামর্শশূন্য ইত্যর্থঃ ॥

৩৯। হে জাতলোভ! ময়া দত্তাং বিজয়রূপাং স্বপ্রতিষ্ঠাং মহতীমপ্যনাদৃত্য কুতশ্চিল্লোভাদেবৈতাসামধীনতামঙ্গীকর্তুমিচ্ছসীত্যর্থঃ। ভবত এব ন সিদ্ধান্তমর্যাদা যত্র তদ্ যথা স্যাত্তথা চেদ্বদসি। ন ক্ষতাঃ খণ্ডিতা লতা যত্র তাদৃশমুদ্যানম্, ভয়রহিতস্থানমিতি ভাবঃ ॥

৪০। দয়িতো রামো যাসাং তাসু রামাসু খেলাভিরামাসু সতীষু ধনদানুজীবী কুবেরকিঙ্করঃ। মতে জ্ঞানে বিচাররূপে মোহো মূঢ়তা যস্য সঃ, নির্বুদ্ধিরিত্যর্থঃ। নির্বুদ্ধিত্বমেবোৎপ্রেক্ষাভির্ব্যঞ্জয়তি—তরুণতরেতি। ন কেবলং শিলাসংচূর্ণিতাঙ্গত্বেন তজ্জ্বালাতিতপ্তত্বেন চ তস্য তত্র দুঃখমাত্রস্যৈব লাভঃ, কিন্তু স্পর্শমাত্রেণৈব প্রাণনাশোঽপীত্যাহ—সমুজ্জ্বলমিতি। নাপি কেবলং প্রাণনাশ এব, কিন্তু ভয়বিদ্রবণবলাৎ কর্ষণভুজদণ্ড পীড়ানুভব পূর্বক এবেত্যাহ—ফণধরেতি। তদভিমুখে তস্য মুখং লক্ষীকৃত্য আ সম্যক্ উৎপ্লুত্য পতন্। কিঞ্চ, তস্য পামরস্য রামপেয়সীনাং স্পর্শযোগ্যতা ন সম্ভবতীতি

শঙ্খচূড় বধলীলা ঃ

৪০। এই অবসরে কিছুদূরে রাম যাঁদের দয়িত সেই রমণীগণ জমজমাট হোলীখেলায় অভিরাম হয়ে উঠলে প্রাণীজগতের মধ্যে অধমতম ও ভালমন্দ বিচারে বুদ্ধিহীন শঙ্খচূড় নামক কোনও এক কুবের কিঙ্কর অতি নীচ যক্ষ রামের স্ত্রীরত্ন অপহরণ করার ইচ্ছায় মৃত্যুর দ্বারা যেন আহুত হয়ে লম্ফ দিয়ে এসে তাঁদের সম্মুখে পড়ল—অতি তরুণ সূর্যের কিরণপাতে মরীচিকা সৃজনকারী চাকচিক্যযুক্ত মসৃন কনকশীলায় বিমল সলিল পূর্ণ তড়াগভ্রমে অতি লম্বা তরুশিখর থেকে খরতর নিদাঘ তাপে তপ্ত ব্যক্তির সবেগে ঝাপ দিয়ে পড়ার মতো, অতি উজ্জ্বলভাবে জ্বলিত অগ্নিশিখায় দিব্যৌষধি-বিপিনাবদ্ধ শোভা ভ্রমে তা অপহরণের জন্য গমন-কৌতুকী পতঙ্গের মতো, সর্প ফণার মণি হরণের ইচ্ছায় তার অভিমুখে ঝপাং করে গিয়ে পড়া ভেকের মতো, সিংহের জটাজালের সুবর্ণ দীপ্তিতে পাকা শালিধানের ভ্রমে খাওয়ার জন্য নিকটে আগত গবালের মতো।

৪১। মণিতে জমাট খচিত মস্তক ও উর্ধ্বমুখো সেই অতি ভয়ঙ্কর যক্ষকে নিকটে আগত দেখে সেই রামরমণীগণ অতিপ্রবল নেকড়ে বাঘ দেখে ক্ষুভিত-ভীত চকিত হরিণরমণীর মতো অত্যন্ত ভীত হয়ে ত্রাসের সহিত চিৎকার করতে লাগলেন—'ভো রাম, ভো কৃষ্ণ আমাদের রক্ষা কর রক্ষা কর।

৪২। তমার্তস্বরং স্বরংহসা প্রবলো বলো যাবন্ন শৃণোতি স্ম, তাবদেব তরস্বীতরস্বীকারবিমুখো মুখোদ্‌গীতমপি গীতমপহায় গিরিধরো ধরোপরিতঃ পদকমলমলগ্নয়ন্নিব দ্রুতদ্রুত এব তমম্বধাবৎ, ততোঽতিপ্রতিঘা প্রতিঘাতরুগ্নমানসো বলশ্চ ॥

৪৩। এবং বীরপ্রবরৌ হি রৌহিণেয়-কৃষ্ণৌ বিলোক্য বহুধাবমানৌ বহুধাবমানৌৎকট্যমাত্মনো মন্যমানঃ স পামরো রমণীমণীর্বিহায় বিহায়সেব ধাবন্ প্রাণপরীপ্সয়া মতৌ চপলায়াং পলায়াঞ্চক্রে ॥

৪৪। অথ স কেশরীশরীত্যা ধাবমানঃ পুন্নাগো নাগোত্তমমিব পলায়মানমপি তমধমং ধমত্তমতিপরুষং রুষং বহন্তমপি ক্ষোভয়তোভয়তো বেগেন নিষ্প্রতিভং প্রতিভঙ্গং যতমানং শ্যেন ইব বলিভুজং ভুজঙ্গমিব বিনতাসুতো বিনতাসুতোষকরঃ কচে গৃহীত্বা মুষ্টীকৃতেন কমলকোমলেনাপি করতলেন জরঠকমঠপৃষ্ঠকঠোরমপি তস্য মস্তকমস্তকল্যাণস্য বিনিপাট্য পরিপাট্যপরিমিতং চ তস্য মূর্ধচারিমণিমতিচারিমণি প্রথমানং প্রথমানন্দং

পূর্বাস্থৎপ্রেক্ষাসু প্রসক্তাং তাং বারয়ন্নাহ—কেশরীতি। উপসর্পন্ নিকটে গচ্ছন্; মৃত্যুনাহূত ইত্যত্র কৃষ্ণনিকটে মারণার্থমিত্যাক্ষেপলব্ধেন; শ্লেষেণ, মৃত্যোঃ কৃষ্ণবশীভূতত্বং তদাগমনস্য মরণ-প্রয়োজনকত্বঞ্চ ব্যঞ্জিতম্ ॥

৪১। মণিনা আ সম্যক্ উতো গ্রথিতো মূর্ধা যস্য তম্ ॥

২। তরস্বী ত্বরিতঃ; ইতরস্য ক্রীড়াদিকার্যস্য স্বীকারে বিমুখো। দ্রুতদ্রুতঃ শীঘ্রং গত এব, অতিপ্রতিঘা অতিকোপঃ ॥

৪৩। বহুধা বহুপ্রকারস্যাবমানস্য ঔৎকট্যম্; মতৌ বুদ্ধৌ চপলায়াং সত্যাম্ ॥

৪৪। নাগোত্তমং মহাহস্তিনং প্রতি। কেশরীশরীত্যা শ্রেষ্ঠসিংহরীত্যা পুন্নাগঃ পুরুষশ্রেষ্ঠঃ কৃষ্ণঃ ক্ষোভয়তা ক্ষোভং জনয়তা উভয়তো বেগেন স্বপলায়নবেগেন পৃষ্ঠাধাবি কৃষ্ণবেগেন চ ভঙ্গং প্রতি যতমানং বলিভুজং কাকং বলাদাব-

---

৪২। নিজ বেগে প্রবল বলরাম সেই আর্তস্বর যাবৎ শুনতেই পেলেন না তার মধ্যেই গিরিধারী ঝটিতি হোলীখেলাদি ব্যাপারেও বিমুখ হয়ে ও মুখে তৎকালে গাওয়া হচ্ছে, এমন গানও ছেড়ে দিয়ে চট্ জলদি পলায়নপর সেই যক্ষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হলেন, এমন বেগে যেন মাটিতে পা ই পড়ছিল না। অতঃপর অতি ক্রুদ্ধ ও বিঘ্নপীড়িত মনা বলরামও ধাবিত হলেন সেই দিকে।

৪৩। এইরূপে বীরশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণবলরামকে অতিক্রুত পশ্চাতে দৌড়াতে দেখে বহুপ্রকার অপমানের প্রচণ্ডতাস্বরূপ নিজেকে মাননাকারী সেই পামর রমণীমণীদের ছেড়ে দিয়ে প্রাণরক্ষার জন্য আকাশ-যানের মতো দ্রুতবেগে চপল মতিতে পালাতে লাগল।

৪৪। পলায়নের সময়েও গর্জনকারী এবং অতি কঠিন ক্রোধ বহন করতে থাকলেও ক্ষোভ জননকারী নিজের বেগ ও পিছনে পিছনে ধাবমান কৃষ্ণের বেগ, এই উভয় বেগ বশতঃ প্রতিভারহিত যক্ষকে চুলের মুঠিতে পাকড়াও করলেন প্রণতজনের পরিপূর্ণ সুখদায়ী পুরুষশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ—গজরাজের দিকে ধাবমান সিংহরাজের মতো, পলায়নে যত্নশীল কাকের পিছে ধাবমান্ বাজপাখীর মতো, সর্পের পিছে ধাবমান গরুড়ের মতো বেগে ধেয়ে গিয়ে। অতঃপর কমলকোমল হলেও মুষ্টিপাকানোতে দৃঢ় করতলের দ্বারা কঠিন কমঠপিঠের মতো কঠিন হলেও গতশুভ সেই যক্ষমস্তক বিচূর্ণ করে কারিগরিতে অপরিমিত এবং সুচারুতায় বিখ্যাত মস্তকচারী

বহংস্তমাদায় সমালোকমানানাং বনিতানাং পুরতো মহাবলায় বলায় জ্যায়সে সমুপজহার প্রমোদ-সমুদ্দামো দামোদরঃ ॥

৪৫। ততশ্চ অসমাপ্তমহোৎসবাবেশানাং রসবিলাসকলাচিন্তামণীনাং স্বরমণীনাং স্বরগ্রামগ্রামশ্রুতি-শ্রুতিমনোরম-গানজুষাং সজুষাং সহচরাণাং চ সন্নিধিমাসাদ্য সাদ্যমানং তমুৎসবং সবন্ধুরবিভ্রমোনির্বাপ্যমানং দীপং পুনরুজ্জ্বলয়ন্নিব শুষ্যমাণং সরঃ পুনরগাধয়ন্নিব ভগ্নং প্রাসাদং পুনর্জীর্ণোদ্ধারেণ নবীকুর্বন্নিব সমুজ্জৃম্ভয়ন্ননু-সন্ধীয়মানমুরলীকতয়ালীকতয়া 'চোরী ত্বং চোরী ত্বং চোরীকৃতমুরলীচৌর্য্যাসি' ইতি চন্দ্রাবলীসহচরীণাং মদন-মদনমদ্ধিয়াং বিলাসবিশেষালম্বিনীনাং নিতম্বিনীনাং নিতরাং জনং জনং বক্ষসোঽঞ্চলমুদ্ঘাট্য মুরলীং বিচায়ন্ যদি প্রজগল্ভে, তদা তাভিরভিরম্যপরিহাসহাসললিতং ভ্রূতরঙ্গরঙ্গভ্রূকুটিকুটিলাক্ষং ভর্ৎসয়ামাসে ॥

৪৬। 'অয় কুসুমাসবসহচর, তব সমুচিত এষ তাবদবিচারঃ।
ত্বৎকরতলতো মুরলী সংব্যানং নঃ কথং বিশতু ॥

রণে শ্যেন ইব, মারণে বিনতাসুতো গরুড় ইব বিনতানাং বিনম্রাণাম্ আ সম্যক্ সুষ্ঠু তোষকরঃ সুখদায়ী, অস্তকল্যাণস্য গতশুভস্যাতিচারিমণ্যতিচারুতায়াং প্রথমানং খ্যাতম্। প্রথং বিস্তৃতমানন্দং তং প্রসিদ্ধম্ ॥

৪৫। সজুষাং জুষ্ট প্রীতিস্তৎসহিতানাম্। সাদ্যমানমন্তরা শঙ্খচূড়াগমেন বিশীর্যমাণম্। উজ্জ্বলয়ন্নিতি পুনরধিক স্নেহদানেনেতি অগাধয়ন্নিত্যতিবিলাস রসবৃষ্ট্যেতি নবীকুর্বন্নিতি। তত্র নিজপ্রযত্নবিশেষেণাপীতি প্রেমবিলাসবিশেষা দর্শিতাঃ। উৎসবং সমুজ্জৃম্ভয়ন্নতিপ্রকাশয়ন্। অনুসন্ধীয়মানা মুরলী যেন তত্তয়া অলীকতয়া মিথ্যাপবাদেনৈব ত্বঞ্চ উত্তরী-

---

মণিশ্রেষ্ঠ উচ্ছলিত আনন্দের সহিত তার মস্তক থেকে তুলে এনে এই লীলাদর্শনকারিণী রামবনিতাদের সম্মুখে মহাবলবান্ অগ্রজকে উপহার দিলেন প্রমোদ-সমুদ্দাম দামোদর।

গোপী-অঙ্গে কৃষ্ণের মুরলী তল্লাশ ঃ

৪৫। মনোজ্ঞ বিলাসী কৃষ্ণ অতঃপর অসমাপ্ত মহোৎসবের আবেশযুক্ত, স্বরমণি, রসবিলাসকলা চিন্তামণি এবং স্বরগ্রাম সমূহে ও শ্রুতিতে কর্ণ মনোরম গানসেবী নিজরমণীমণীর, এই তিন মণির এবং প্রিয় সহচর-দের সান্নিধ্য লাভ করে সেই উৎসবকে পুনরায় অতি উজ্জ্বল করে উঠাতে লাগলেন—নীবু নীবু দীপকে তৈল-সংযোগে পুনরায় উজ্জ্বল করে উঠানোর মতো, শুখিয়ে উঠ্ছে এমন সরোবরকে বর্ষণে পুনরায় অগাধ জলময় করে তোলার মতো এবং ভগ্ন প্রাসাদকে পুনরায় জীর্ণোদ্ধার করে নূতন করে তোলার মতো। আর এই অবসরে মুরলী খোঁজার ভাবে মিথ্যা অপবাদের দ্বারা বলে চললেন—'আরে তুমি চোর, (অন্য এক জনের কাছে গিয়ে) আরে তুমি চোর—যে ধনি মুরলী চুরি করেছে, সে তুমিই'। এই বলে মদনমত্ততায় গলিত হৃদয়া ও বিলাস বিশেষ আশ্রয়িনী সুন্দরী চন্দ্রাবলী সহচরীদের পাশ ঘেষে গিয়ে প্রতিজনের বক্ষের আবরণ উদ্ঘাটিত করে করে মুরলী খুঁজতে খুঁজতে যদি উদ্ধত ভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, তখন তাঁরা অতি মনোজ্ঞ হাস্য পরিহাসের সুন্দরতা পূর্বক ভ্রূতরঙ্গরঙ্গযুক্ত ভ্রূকুটিকুটিল নয়নে তর্জন করে বললেন—

৪৬। 'ওহে কুসুমাসব সহচর! এই সমস্ত অবিচার তোমারই সমুচিত বটে। তোমার করতল থেকে মুরলী কি করে আমাদের উত্তরীয়ের ভিতর ঢুকবে।

৪৭। যদ্যস্মাভিরপাহারি হারিণী তে মুরলী, তদা নঃ সমুদ্দণ্ডো দণ্ডো ধ্রিয়তে, ন চেত্তব সকৌস্তুভ-কণ্ঠহারহারঃ ক্রিয়তে ॥'

৪৮। চন্দ্রাবলী বলীয়সা প্রাগল্‌ভ্যেনাহ,—'অয়ি বলাবলেপতোঽবলাবলেঽপতোদ ! কুসুমাসবেন তব করতলতো মুরলী প্রসভমাকৃষ্য অস্মাভির্হরণীয়েত্যাজহ্রে, তন্ন সংস্মরসি ?'

৪৯। কুসুমাসব আহ,—'অস্মাভির্হরণীয়েতি তে বচ এব তস্যা হরণে প্রমাণম্, ময়া প্রসভমাকৃষ্য হৃতেত্যত্র প্রমাণমুচ্যতাম্।' সাহ,—'সর্বা এব।' স আহ,—সর্বা এব মে বিপক্ষাঃ।' সাহ,—'ভবদ্বয়স্যঃ প্রমাণম্।' স আহ,—'নৈতদপি, তথা চেৎ কুতো বঃ সংব্যানং বিচারিতমনেনসানেন, সাধীয়সী তন্নূনং ভবতীভিরেবাপহৃতা মুরলী কালীকা তে ব্যাহৃতিঃ।'

৫০। ইতি তেনোদিতে নো দিতেন প্রতিভয়া ভয়াভাবস্ফুরদ্রূপেণ পুনঃ কৃষ্ণ উচে, – 'বয়স্য ! তব

কৃতং মুরলীচৌর্যং যয়া সা অসীতি ॥

৪৬। সংব্যানমুত্তরীয়ম্।

৪৭। ন চেৎ, যদি নাপাহারীত্যর্থঃ; তদা কৌস্তুভেন সহিতস্য কণ্ঠহারস্য হারো হরণং ক্রিয়তে—ইতি পণঃ ক্রিয়তামিতি ভাবঃ ॥

৪৮। বলাবলেপতো বলাহঙ্কারতঃ; অবলাবলে স্ত্রীসমূহে বিষয়ে; অপতোদয়তি পীড়য়তীতি হে তথাভূত ! যদ্বা, অপতোদ গতব্যথ নিঃশঙ্কেত্যর্থঃ ॥

৪৯। অনেনসা নির্দোষেণ; অনেন বয়স্যেন তে তব ব্যাহৃতিঃ কা কুৎসিতা অলীকা ॥

৫০। তেন কুসুমাসবেনেত্যাদিতে সতি পুনঃ কৃষ্ণ উচে। তেন কিম্ভূতেন ? প্রতিভয়া নো দিতেন ন খণ্ডিতেন

৪৭। চিতচোরা তোমার মুরলী যদি আমরা চুরি করে থাকি তবে আমাদিকে অতি উদ্দণ্ড দণ্ড দিও, আর যদি না হয়, তবে কৌস্তুভের সহিত তোমার কণ্ঠহার ছিনিয়ে নিব, এ-বাজি থাকলো।

৪৮। চন্দ্রাবলী অতিশয় প্রাগল্‌ভের সহিত বললেন,—'ওহে বলদর্পে স্ত্রীগণের পীড়াদায়ি। কুসুমাসব তোমার করতল থেকে আমাদের হরণযোগ্য মুরলী বলাৎকারে টান দিয়ে নিয়ে নিল, পিছে আমরা নিয়ে নি এই ভয়ে, তা কি মনে পড়ছে না ?'

৪৯। কুসুমাসব বললেন—'এই যে কথাটা বললে, আমাদের হরণযোগ্য—এটাই তো তোমার মুরলী হরণের প্রমাণ। আমি যে বলাৎকারে ছিনিয়ে নিয়েছি, তার প্রমাণ বল।' চন্দ্রাবলী : 'সাক্ষী এখানে উপস্থিত সবাই।' কুসু : 'এরা তো সব আমার বিপক্ষা।' চন্দ্রাবলী : 'তোমার বয়স্যই তো এক সাক্ষী।' কুসু : 'এ হতেই পারে না। হতো যদি, তবে পবিত্র বয়স্য আমার কেন তোমাদের উত্তরীয় তুলে তুলে খুঁজে বেড়াবে। কাজেই এটাই নিশ্চয় হল, অতিশ্রেষ্ঠ এ মুরলী তোমরাই চুরি করেছ। অতএব তোমার উক্তিও তাহা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হল।'

৫০। এইরূপ বলবার পর প্রতিভাশালী এবং ভয়াভাব হেতু চেহরায় জ্বলজ্বলে কুসুমাসব পুনরায়

করকমলসঙ্গী সঙ্গীতবিদ্যয়ৈবাপহৃতো বেণুর্নৈতাভিঃ' ইত্যাকর্ণ্য সঙ্গীতবিদ্যা বিদ্যাযাতযামা সচকিতকিতবনেত্রং লঘু লঘু চলনললিতা ললিতাকরে মুরলীমর্পয়ামাস ॥

৫১। ততস্তদাকারবিকারবিশেষমালোক্য পুনর্ভঙ্গুরিতাবটু বটু রাহ —'বয়স্য ! মুরলীতস্করা করালেয়ং স্বয়মেব ব্যক্তা, যতো ময়া সঙ্গীতবিদ্যয়েতি সঙ্গীতাগমাধিষ্ঠাতৃদেবতামুদ্দিশ্য পরিহসিতম্ তদাকর্ণ্য স্বং প্রতি প্রতিপন্নাশঙ্কা শং কারয়ামাস সঙ্কোচস্য, চৌরস্য লক্ষণমিদমেব' ইতি। সা তু ললিতাকরে মুরলীমাধায় সদর্পমুপসৃত্য সস্ময়স্ময়মানাহ,—'কিমাথ রে বটো হবটোহসি কপটস্য, মহোৎসবং সময়া ময়া খেলন্ত্যা কদা কথমপহৃতা মুরলী, তয়া হৃতয়াহহৃদয়ালো মম বা কিং প্রয়োজনম্, জনং মৃষা দূষয়তস্তব স্তবকিতমংহোরংহোহরং ভবিষ্যতি, রে বাচাল! বাচাহলমনয়াহনয়াস্পদয়া, দয়াবশান্ন তে শাস্তিঃ ক্রিয়তে ॥'

৫২। সর্বাঃ স্ময়স্তে স্ম। এবং মুরল্যপহরণ রণ-সাহস-হসদবলা-বলাৎকারতো রতোৎসবাদপ্যধিক-

---

প্রতিভাযুক্তৈনৈবেত্যর্থঃ। বিদ্যাস্বযাতযামা অতিনিপুণেত্যর্থঃ। সচকিতে কিতবে ইতরালক্ষ্যভাবত্বেন ধূর্তে চ নেত্রে যত্র তদ্যথা স্যাত্তথা ॥

৫১। সঙ্কোচস্য শং কল্যাণং কারয়ামাস। সঙ্কোচো যস্যাঃ প্রবলিতোহভূদিত্যর্থঃ। তেনৈব কিমায়াতমিত্যত আহ—চৌরস্যেতি। অবটো গর্তঃ; "গর্তাবটৌ ভুবি শ্বভ্রে ইত্যমরঃ। সময়া মধ্যে; "সময়ান্তিকমধ্যয়োঃ" ইত্যমরঃ। অংহসোহপরাধস্য রংহো বেগঃ। অরমতিশয়েন ॥

কৃষ্ণকে বললেন—'বয়স্য তোমার করকমলসঙ্গী বেণু সঙ্গীতবিদ্যা চুরি করেছে।' এ-গোপীগণ নয়। এ-কথা শুনে অতি চতুর সঙ্গীতবিদ্যা সচকিত ভাবে, অন্য কিছু যেন দেখছেন না এরূপ ধূর্ত নেত্রে এবং সুন্দরভঙ্গীতে ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে ললিতার হাতে মুরলী অর্পণ করলেন।

৫১। অতঃপর সঙ্গীতবিদ্যার চলাফেরা ধরণ-ধারণের বৈশিষ্ট্য দেখে বটু পুনরায় ঘাড় তেড়া করে বললেন—'বয়স্য! তোমার করকমল সঙ্গী মুরলী চোর খরতর এই সঙ্গীতবিদ্যা। এ নিজেই ধরা দিয়েছে। কারণ আমদের ভিতরে পরিহাসচ্ছলে সঙ্গীতবিদ্যা নাম উচ্চারিত হয়েছিল, সঙ্গীতশাস্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা প্রসিদ্ধ সঙ্গীতবিদ্যাকে লক্ষ্য করে, আর তা শুনে এ নিজের প্রতি দোষ নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছে, আশঙ্কা করে অতিশয় শঙ্কিত হয়ে উঠল। এটাই তো চোরের লক্ষণ।'

এই কথার অবসরে সঙ্গীতবিদ্যা ললিতার করে মুরলী রেখে সদর্পে সম্মুখে এসে স্মিত-বিস্মিত ভাবে বললেন—'আরে বটু! ব্যাপার কি? তুমিতো দেখছি, কপটতার এক বিশাল গহ্বর। হোলী মহোৎসবের মধ্যে খেলতে খেলতে কখন কি করে আমি মুরলী হরণ করলাম। আরে হৃদয়হীন, সেই মুরলী হরণে আমার কি প্রয়োজন। লোককে মিথ্যা দোষারোপ করলে তোমার পুঞ্জিভূত অপরাধের বোঝা ফেপে ফুলে উঠবে জেনো। আরে বাচাল, অনীতির আকর স্বরূপ! এরূপ অন্যায় কথার আবশ্যক কি বলতো। যাও, আজ দয়া বশতঃই তোমার শাস্তি করলাম না।'

৫২। সকলে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন এ-কথা শুনে। এইরূপে মুরলী অপহরণ-রণে হাসতে হাসতে

সরসমসমমামোদমুপলভমানো দুরবনমালীকো বনমালী কোমলমনাঃ ক্রমশো জনং জনং বিচার্য্য সমুজ্‌ঝিতাসু তাসু ললিতাং ললিতাম্বুজকরেণ যদি স্ম জিঘ্রতি স্ময়ানবহিত-নবহিত-সৌভাগ্য গর্বার্হিতা, তর্হি তাতল্যমান-কলাকলাপালক্ষিতমেব তমেব বেণুং সা বিদগ্ধভাববৃষভা বৃষভানুপুত্রীকরে নিঃক্ষিপ্য নিঃসাধ্বসং সাধ্বসঙ্কোচা সম্মুখমুপসৃত্য ব্যাহরতি স্ম ॥

৫৩। 'রতিস্ময়মত্ত ! মত্ত এব তে মদোদ্ধুরতা বিরতা বিশেষেণ ভবিষ্যতি যদি নিরঘামঘার্দন ! মাং সংস্প্রষ্টুমাকাঙ্ক্ষসি। পশ্যাহং নির্মুরলীকালীকা ন মে বাক্' ইতি সংব্যানং দুধাব, ধাবমানৈর্দশনকিরণৈঃ সিতদীধিতিং হসন্তী পুনরুচে,—'স্মর স্মরমদবিভ্রান্ত ! ধনদানুচরং ধাবতো বত্তোর্বীতলে বা পপাতাসৌ মুরলিকা। বৃথাবৃথা বরা বরারোহাণাং ততীরেতাঃ।' কুসুমাসব আহ,—'বয়স্য ! তর্হি বেণোরবাবরী বরীয়স্যেব॥'

৫৪। কৃষ্ণ আহ,— ভবতোবমেব মেদুরমতে পারিশেষ্যপ্রমাণেনৈতস্যামেব বর্ত্তমানাং তর্কয়ামো যামোঽপি বিচারয়িতুম্' ইত্যুপক্রামতি মতিমতাং বরে পীতাম্বরে পীতাসব ইব ঘূর্ণায়মাননয়নে নয়নেতৃতয়া তদগ্রজে-

---

৫২। দুরবনমা বাম্যবশাদেব নম্রীকর্তুমশক্যা আলাঃ সখ্যো যস্য সঃ; তথা স্বয়ং তু কোমলমনাঃ। জিঘ্রতি স্মেতি তস্যাঃ কমলিনীত্বম্, তস্য চ ভ্রমরত্বম্, স্পৃশতি স্মেত্যর্থঃ। স্ময়েন মদেনানবহিতমবধানমেব নাস্তি যস্যাঃ সা চাসৌ নবেন হিতসৌভাগ্যগর্বেণার্হিতা পূজিতা চেতি সা। তথা তাতল্য মানোঽতিশয়েন প্রতিষ্ঠাপ্যমানঃ কলানাং কলাপো যয়া সা, 'তল প্রতিষ্ঠায়াম্'। বিদগ্ধভাবেন বৈদগ্ধ্যেন বৃষভা শ্রেষ্ঠা॥

৫৩। নিরঘাং নিরপরাধাং মাং যদি স্প্রষ্টুমাকাঙ্ক্ষসি, তদা মত্তঃ সকাশাদেব তব মদোদ্ধুরতা বিরতা ভবিষ্যতি। দুধাব কম্পয়ামাস। ধনদানুচরং শঙ্খচূড়ম্, বৃথা ব্যর্থমেব আবৃথা আবৃতবানসি; অবাবরী চোরী, 'ওন্ অপনয়নে'। বরয়সী রাধা॥

সাহস পূর্বক অবল্য বলাৎকারের দ্বারা রতোৎসব থেকে অধিক সরস-অতুলনীয় আমোদ যিনি পাচ্ছেন, বাম্যবশহেতু কোমলভাব লাভেঅশক্যা সখীগণে পরিবেষ্টিত এবং নিজে যিনি কোমলমনা সেই বনমালী ক্রমে প্রতিজনকে খুঁজে ত্যাগ করে করে ললিতাকে তাঁর করকমলের দ্বারা স্পর্শ করলেন। গর্বে অবধান রহিতা, নবীন মঙ্গল সৌভাগ্য গর্বের দ্বারা পূজিতা এবং কলা সমূহকে অতিশয় ভাবে প্রতিষ্ঠাদায়িণী ললিতা অলক্ষিত ভাবে সেই বেণুবৈদগ্ধীতে শ্রেষ্ঠা বৃষভানুপুত্রীর হাতে নিক্ষেপ করত নির্ভয়ে অতি অসঙ্কোচিত ভাবে সম্মুখে গিয়ে বললেন—

৫৩। 'হে অঘনাশন। নিরপরাধ আমাকে যদি ছুঁতে বাসনা কর, তবে হে রতিগর্বমত্ত। আমার কাছ থেকেই গর্বজনিত ঔদ্ধত্ব তোমার বিশেষ ভাবে থেমে যাবে দেখ আমার কাছে মুরলী নেই। আমার কথা মিথ্যা নয়।' এই বলে উত্তরীয় ঝেড়ে দেখিয়ে দিলেন। দশনদ্যুতির ছটায় শুভ্র হাসির ঝলক উঠিয়ে পুনরায় ললিতা বললেন—'হে কামগর্ববিভ্রান্ত। স্মরণ কর তো দেখি, শঙ্খচূড়ের পিছনে যখন দৌড়াচ্ছিলে তখন তোমার মুরলী মাটিতে পড়ে গিয়েছে কি না। শ্রেষ্ঠ বরাঙ্গনাদের কুলে ঢের দেওয়াটা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে তোমার' কুসুমাসব বললেন—'বয়স্য তা হলে বোঝা যাচ্ছে, তোমার বেণু চোরা নিশ্চয়ই রাধা।'

৫৪। কৃষ্ণ : 'হে স্নিগ্ধমতে! এইরূপ হবে বলেই মনে হচ্ছে। রাধার নিকটেই এ-মুরলী আছে।

নোপঢৌকিতং তমেব মণিমণিমাত্মষ্টসিদ্ধিসিদ্ধিতোঽপি সুখরং সুখরঞ্জনমনুপমেন মহসা মহসারম্ভবতী কাচিৎ প্রিয়তালা তালাঙ্কস্য প্রিয়া সমানীয় 'হন্ত গুণভরাধিকে রাধিকে ! শৃণু যদ্দামো দামোদরাগ্রজেন তে সমুপঢৌকিতং মণিমাদাতুমর্হসি' ইত্যুবাচ ॥

৫৫। বাচমাকর্ণ্য তাং তরসাদরসাদখিন্নং করযুগলমুদ্যম্য মুদ্দম্যমানমানসায়াং তস্যাং তমাদদত্যাং সুদত্যাং সুতরাং শ্লথোত্তরীয়তয়া মুরলী যদি নিপতাত, তদা তদালোকেন মুখরো মুখরোচিরতিশয়ং বিতন্বতা তন্বতাদবস্থ্যং চ প্রকটয়তা কুসুমাসবেন সকরতালিকমুচ্চৈর্হসতা সহসহচরগণহীহীতিকোলাহলো ললিতামুপজহাস স হাসসরসতয়া ॥

৫৬। "ললিতে! সত্যমুক্তমক্ষোভবত্যা ভবত্যা—'ধনদানুচরং ধাবতো বতোর্বীতলে পতিতাসৌ মুরলী', কথমন্যথা বাৎসল্যকুতূহলিনা হলিনা কৃতপ্রসাদাদরাদরাদানে স্বাবহেলাবহে লালসে মানবতী নবতীব্র-

---

৫৪। এতস্যাং রাধায়াম্। নয়ে নীতিবিষয়ে নেতৃতয়া নায়কতয়া নীতিপ্রবীণতয়েত্যর্থঃ। সুখরং সুখদম্; খস্য স্বর্গস্যাপি রঞ্জনম্। প্রিয়তাং লাতীতি প্রিয়তালা প্রেমবতীত্যর্থঃ। তালাঙ্কস্য বলদেবস্য ॥

৫৫। তরসা বেগেনাদরস্তেন সাদো বিসরণম্, আবেগব্যঞ্জকং স্খলনমিত্যর্থঃ, তেন খিন্নম্। মুদা আনন্দেন দম্যমানং মানসং যস্যাস্তথাভূতায়ামিতি মুরল্যনবধানে হেতুরুক্তঃ। তস্যাং রাধায়াং তং মণিমাদদত্যাং শ্লথোত্তরীয়তয়া যদি মুরলী নিপপাত, তদা স কৃষ্ণো ললিতামুপজহাসেত্যন্বয়ঃ। তনোর্দেহস্য অতাদবস্থ্যং কক্ষবাদ্য গ্রীবোন্নমন-ভঙ্গুরগত্যাদিভির্বৈকৃত্যমিত্যর্থঃ। সহচরগণানাং হীহীতি কোলাহলেন সহ বর্তমানঃ ॥

৫৬। হলিনা কৃতস্য প্রসাদস্যাদরেণ অনল্পেন আদরেণ আদানে সতি স্বস্য অবহেলামবজ্ঞামাবহতি প্রাপয়তীতি তথাভূতে মণিবিষয়কে লালসে সতী মানবতী মানিনী ॥

ওখানেই এবার যাচ্ছি খুঁজতে। এই কথা বলে চতুরের শিরোমণি, মদমত্তের মতো ঘূর্ণায়মান নয়ন পীতাম্বর যখন রাধার গা তল্লাশের উপক্রম করলেন, ঠিক সেই সময়ে অনিমাদি অষ্টসিদ্ধির সিদ্ধাই থেকেও সুখদ এবং অনুপম তেজে স্বর্গেরও রঞ্জন সেই শঙ্খচূড়-মস্তক-মণি নীতি প্রবীণতা হেতু দামোদরাগ্রজ রাধাকে উপঢৌকন পাঠিয়ে দিলেন। উৎসবসরসতাবিশিষ্টা বলরামের কোনও প্রেমবতী প্রিয়া ঐ মণি নিয়ে এসে হর্ষ পূর্বক রাধাকে বললেন—'ওগো গুণভারে শ্রেষ্ঠা রাধিকে! আমার কথা শোন, দামোদরাগ্রজ এ-মণি তোমাকে উপহার দিয়েছেন। এটি স্বীকার করা সমুচিত।

মুরলী উদ্ধার ঃ

৫৫। এই কথা শুনে অতিশয় আবেগ বেগে অবসন্ন করযুগল উঠিয়ে আনন্দ-বিহ্বল মনা সুদতী রাধা মণিগ্রহণ করতে গেলে তাঁর উত্তরীয় ঢিলে হয়ে গেল। আর সেই ফাঁকে মুরলী যদি মাটিতে পড়ে গেল, তখন কুসুমাসব মুখ কান্তিতে অতিশয় ঝিল-ঝিলিয়ে উঠে বগল বাজানো-গ্রীবা ঝাকানি-বাঁকা গতি ইত্যাদি দেহের বিকৃতভাব প্রকাশ করতে করতে করতালির সহিত উচ্চকণ্ঠে হাসতে লাগলেন, আর হী হী কোলাহল কারী সহচরগণে পরিবেষ্টিত মুখর কৃষ্ণ হাসির সরসতা পূর্বক ললিতাকে উপহাস করতে লাগলেন।

৫৬। ওগো ললিতে! অক্ষোভাত্মা তুমি সত্যই বলেছ, শঙ্খচূড়ের পিছনে পিছনে দৌড়াবার সময়ই

তররোষবশতো ভুবীয়ং নিপতিষ্যতি ॥”

৫৭। কুসুমাসব আহ,—‘অহো নেদমাশ্চর্য্যং যা খলু ছিদ্ররহিতাং হিতাং প্রিয়বয়স্যস্য বয়স্যস্য ধিষণ-ধিষণয়াপি ন সুখাবগাহাং ধিয়ং চোরয়তি, সেয়ং বার্ষভানবী নবীনচৌর্য্যবিজ্ঞেব ছিদ্রবতীমহিতামখিলজনমনোঽব-গাহামিমাং মুরলীং চোরয়িষ্যতি যৎ তদ্বয়স্য ! নীয়তাং তে মুরলী, যা ময়াঽনীতে নীতেতি নিরণায়ি ভবতাপি তাপিঞ্ছরুচিনা ॥’

৫৮। ইতি তেনানীয় দত্তামাদত্তামদরেণ দামোদরোঽদরোল্লসদামোদরো মন্দমধুরমথ তাং বাদয়-মানো মহামহাবসানং হাবসানন্দাভিরাভিরাভিরাম্যবতীভিঃ কারয়ামাস ॥

ইত্যানন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলালতাবিস্তারে মুরলীচৌর্য্যবিলাসো

নামৈকবিংশঃ স্তবকঃ ॥ ২১ ॥

৫৭। যা বয়স্যস্য ধিয়ং চোরয়তি, সেয়ং মুরলীং যৎ চোরয়িষ্যতি, তদিদমহো নাশ্চর্যমিত্যন্বয়ঃ। ছিদ্ররহিতাং সান্দ্রাং ধিষণধিষণয়া বৃহস্পতিবুদ্ধ্যাপি কর্ত্র্যা আত্মনো বয়সি ন সুখাবগাহামবগাঢ়ুমশক্যামিত্যর্থঃ। যা ময়া নীতা ইতি ভবতাপি নিরণায়ি নির্ণীতা, কিং পুনরেতাভিরিত্যর্থঃ। হে অনীতে ! নীতিরহিত ! অবিশ্বাসিন্নিতি যাবৎ। তাপিঞ্ছ-স্তমালঃ ॥

৫৮। হাবেন হাবাখ্যভাবোদগমেন সানন্দাভির্যত্নক্রম্—(উ০ নী০ অনুভাব-প্র০ ৯) “গ্রীবারেচক-সংযুক্তো ভ্রূ-নেত্রাদিবিকাসকৃৎ। ভাবাদীষৎপ্রকাশো যঃ স হাব ইতি কথ্যতে ॥” ইতি ॥

ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবন-টীকায়াং শ্রীসুখবর্ত্তিন্যামেকবিংশস্তবকসঙ্গমনম্ ॥ ২১ ॥

মুরলীটি পড়ে গিয়েছিল দেখছি। নতুবা কি করে বাৎসল্য-কৌতুকী হলধরের দ্বারা প্রেরিত প্রসাদ বহু আদরে গ্রহণকালে মুরলী নিজের প্রতি অবহেলা প্রকাশী প্রসাদ-লালসা দেখে মানবতী হয়ে নবতীব্র রোষে মাটিতে খসে পড়লো।

৫৭। কুসুমাসব বললেন—‘বৃহস্পতীবুদ্ধিও নিজের বয়সে থৈ পায় না, এমন সূক্ষ্ম, ছিদ্র রহিতা এবং মঙ্গল স্বরূপা আমার বয়স্যের বুদ্ধি যে চুরি করে, সেই এই বার্ষভানবী অখিল জনমনো ডুবানো, ছিদ্রবতী এবং অমঙ্গল স্বরূপা এই মুরলী যে চুরি করবে, তাতে আর আশ্চর্য কি ? কিন্তু আশ্চর্য হল, এমন যে তমালরুচি তুমি, তুমিও কি-ন শেষে নিশ্চয় করে নিলে, আমিই মুরলী নিয়েছি। হে বয়স্য ! ধর, তোমার মুরলী তুমি নেও।

৫৮। এই বলে কুসুমাসব মুরলীটি কুড়িয়ে এনে দিলে অতি উচ্ছলিত আমোদে পূর্ণ দামোদর ওটিকে আদরে গ্রহণ করে মন্দমধুরভাবে বাজাতে বাজাতে মহোৎসব সমাপ্তি করালেন হাবাখ্য ভাবোদগমে আনন্দিতা অতি রমনীয়া গোপরমণীদের দ্বারা।

ইতি শ্রীআনন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলালতা বিস্তারে

মুরলীচৌর্য বিলাস নামক একবিংশ স্তবক।

—॥০★০॥—

দ্বাবিংশঃ স্তবকঃ

১। অথাশ্চর্য্যরঙ্গে ত্র্যরমণীগণগণনাতিরিক্তমোদমেদুরা দুরারাধা রাধারমণবিলাসা যে যে মধুরা মধুরাত্রিষু ত্রিষু ভুবনেষু দুরাসদা রাসদাঃ সমপদ্যন্ত, তেষাং মধ্যে যা ধ্যেয়াধিকং রসবাসনাদনাথানাং দোলোৎসব-লীলালী লাবণ্যবতীভিঃ সহ সহর্ষমসাবকারি বকারিণা সাধুনা সাধুনা প্রকারেণ বর্ণনীয়া ভবিতুমর্হতি ॥

২। তথা হি — শ্রীবৃন্দাবন এব কাপি বলতে দোলোৎসবস্য স্থলী

যৎপ্রান্তে সমরোপিতেব পরিতঃ কল্পদ্রুমাণাং ততিঃ।

শাখাগ্রৈরিতরেতরং সমপরিষ্বক্তেব লেখায়িতা

কাণ্ডানামৃজুদীর্ঘবৃত্তবপুষাং মধ্যেষু শূন্যান্তরা ॥

দ্বাবিংশঃ স্তবকঃ

দ্বাবিংশতিতমে দোলমণ্ডলোপরিমণ্ডিতঃ।

কৃষ্ণঃ স্বপ্রেয়সীর্হর্ষবর্ষিণীঃ সমখেলয়ৎ ॥

১। লীলালী লীলাশ্রেণী; লাবণ্যবতীভির্গোপীভিঃ ॥

২। সমং তুল্যকালমেব, রোপিতা ইবেতি সমপ্রমাণত্বং স্বতঃসিদ্ধত্বঞ্চ ব্যঞ্জিতম্। কাণ্ডানাং শাখাগ্রৈঃ সমং যথা স্যাত্তথা, পরিষ্বক্তেব লেখায়িতা শ্রেণীভূয় স্থিতা; শূন্যান্তরা শূন্যাবকাশা ॥

দ্বাবিংশ স্তবক

দোলোৎসব লীলা ঃ

দোলমঞ্চের বর্ণন ঃ

১। নানা আভরণে অলঙ্কৃত কৃষ্ণ হর্ষবর্ষিণী নিজ সহচরীদের সহিত স্বচ্ছন্দে খেলারসে মগ্ন হলেন দোলমঞ্চোপরি। দ্বাবিংশে এই লীলা বর্ণিত হচ্ছে।)

বসন্তহোলী-উৎসব মধ্যের মুরলীচৌর্যলীলার পর অন্যান্য দিনে রাধারমণের যে যে মধুর, আস্বাদনদায়ী, দেবাঙ্গনাগণেরও অগণনীয় এবং ত্রিভুবনের মধ্যে দুর্বিজ্ঞেয় বিলাস সম্পন্ন হয়েছিল, তার মধ্যে ভক্তিরসবাসনা-যুক্ত জনদের অধিক ভাবে ধ্যানের যোগ্য যে ঝুলন-উৎসবলীলাশ্রেণী বকারি কৃষ্ণ আনন্দপূর্বক সম্পন্ন করেছিলেন লাবণ্যবতী গোপীগণের সঙ্গে, তা এখন অতি সুন্দর ভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে।—

২। তথা হি— শ্রীবৃন্দাবনে কোনও এক অনির্বচনীয় দোলোৎসব স্থলী অতিশয় রূপে শোভা পাচ্ছে,

৩। কিঞ্চ, তেষামেব মহাহরিন্মণিচিতুঙ্গপ্রাচীরতাং গচ্ছতাং
চঞ্চচ্চামরচীন চেলশকল প্রালম্বমুক্তাস্রজাম্।
নানারত্ন-ফল প্রসূন-বিহগশ্রেণীজুষামন্তরে
প্রাংশুঃ কাচন কাঞ্চনেন রচিতা বেদিশ্চতুষ্কোণিকা ॥

৪। যৎকোণেষু চতুর্ষু চারুবিটপৈরন্যোন্য-সংসর্গিণ-
শ্চত্বারো হরিচন্দনাঃ প্রসবিনঃ সৌন্দর্য্যসারশ্রিয়াম্।
যৈঃ শাখাভিরকারি কশ্চন চতুর্দ্বারশ্চতুঃস্তম্ভবান্
ভাস্বদ্রত্নচতুশ্ছদিঃ প্রসৃমরস্তুঙ্গো মণীমণ্ডপঃ ॥

৫। যচ্ছাখাগ্রবিলম্বিনীভিরনতিস্থূলাভিরান্দোলিনী
বদ্ধা কাঞ্চনরজ্জুভির্বিজয়তে প্রেঙ্খোলখট্বা হরেঃ।
যা প্রাগ্দক্ষিণপশ্চিমোত্তরগতে তুল্যে সমস্তাঙ্গনে
সর্বাভির্মম সম্মুখীতি ককুভাং লক্ষ্মীভিরালোক্যতে ॥

৬। এবং পর্য্যন্তভুবো ভুবো মহামহাকারা যে দেবতরবো বত রবোত্তমানাং নববয়সাং বয়সাং কুলা-

---

৩। চঞ্চচ্চামরেতি চামরাদিকং তদুপরি স্থানে স্থানে বনদেবতাভির্বিন্যস্তমিতি জ্ঞেয়ম্। প্রাংশুরত্যুচ্চা ॥

৪। হরিচন্দনাঃ পারিজাতভেদাঃ; যৈর্হরিচন্দনৈঃ কর্তৃভিঃ শাখাভিঃ করণৈর্মণীমণ্ডপোঽকারি। কথম্ভূতঃ? চত্বারি দ্বারাণি যস্য সঃ ॥

৫। প্রাগাদিচতুর্দিগ্গতে সমস্তেঽঙ্গনে প্রাঙ্গণে তুল্যে তুল্যপ্রমাণকে, জাতাবেকত্বম্, সমস্তেষু চতুর্ষু প্রাঙ্গণেষিত্যর্থঃ। যা প্রেঙ্খোলখট্বা দিশাং লক্ষ্মীভিঃ সর্বাভিশ্চতস্থভির্মম সম্মুখী মমৈব সম্মুখং মুখমস্যা ইত্যালোক্যতে ॥

যার চতুর্দিকের সীমায় একই সময়ে রোপিতের মতো কল্পবৃক্ষশ্রেণী সরল-দীর্ঘ-গোলাকার কাণ্ডের শাখাগ্রের দ্বারা পরস্পর জড়াজড়ি করে শ্রেণীভূত ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, আর মধ্যভাগের ভূখণ্ড ফাঁকা পড়ে আছে।

৩। আরও এই কল্পবৃক্ষশ্রেণী চতুর্দিকে প্রকাণ্ড ইন্দ্রনীলমণিপ্রাচীরের ভাব প্রাপ্ত হয়ে গেলো। তদুপরি বনদেবতাগণের দ্বারা স্থানে স্থানে বিন্যস্ত হল—চঞ্চল চামর, রেশমী বস্ত্রখণ্ড, সোজা করে ঝুলানো মুক্তামালা, নানারত্ন এবং ফুল ফল। বিহগশ্রেণীদ্বারা অধ্যুষিত ও এইরূপ সজ্জিত কল্পবৃক্ষশ্রেণীর মধ্যভাগে অতি উচ্চ কোনও অনির্বচনীয় চতুষ্কোন কাঞ্চনবেদী শোভা পেতে লাগল।

৪। এর চারটি কোণে চারুশখায় পরস্পর জড়াজড়ি করা ও সৌন্দর্যসারের শোভা প্রসবকারী চারটি হরিচন্দন নিজ শাখাদ্বারা রচনা করেছে, চতুর্দ্বার ও চতুস্তম্ভযুক্ত দীপ্তরত্নের চারচালা চক্চকে উচ্চ মণিমণ্ডপ।

৫। এই হরিচন্দনের শাখাগ্রে ঝুলানো নাতিস্থূল কাঞ্চনরজ্জুদ্বারা বাঁধা হরির দুলদুলে ঝুলন-পালঙ্ক সর্বোৎকর্ষের সহিত শোভা পাচ্ছে। পূর্ব-দক্ষিণ-পশ্চিম-উত্তর দিকের একজাতীয় প্রাঙ্গন সকলে দিক্‌লক্ষ্মীগণ সকলেই পালঙ্কের মুখ নিজ নিজ দিকে দেখতে লাগলেন।

কুলা রামণীয়কচতুরচতুরস্রতয়া চতুর্হরিতাং হরিতাং দ্যুতিং কারয়ন্তো রয়ং তোষস্য চ নিষ্পাদয়ন্তো বর্ত্তন্তে স্ম, তেষামন্তরন্তরুভয়োরুভয়োর্বেদিমধ্যা বেদিমধ্যানাং দোলস্থলী ॥

৭। তস্যাম্— দ্বয়োর্দ্বয়োঃ স্কন্ধবিলম্বিনীভি-,র্বদ্ধা দৃঢ়ং কাঞ্চনশৃঙ্খলাভিঃ।
সমানরেখাবদনুচ্চনীচাঃ, প্রেঙ্খোলিকানাং ততয়শ্চতস্রঃ ॥

৮। মধ্যমণ্ডপমভিতোঽভিতোষসম্পাদন-সত্বরেষু চত্বরেষু চতুর্ষু চিন্তামণি-রুচিরেষু সমসমদবিস্মর-স্মরপালিপালিতেষু সমপরিসরেষু একৈকং কনকজালময়মুল্লোচমুল্লোচনদৃশ্যং দৃশ্যং দলদলিতবিদ্রুমাণাং দ্রুমাণাং মহোরাশি-খরেষু শিখরেষু তানিতং সমাসাদ্য তচ্ছায়ান্তরাপতিত-হিমকরকরখণ্ডখণ্ডনির্বাহিতকৌতুকোন্নতিলতিল-

---

৬। এবং দোল-মণ্ডপং মধ্যগতং রাধাকৃষ্ণয়োর্বর্ণয়িত্বা যূথেশ্বরীণামন্যাসামপি ব্যবস্থয়া দোলস্থলীং নিরূপয়তি—এবমিতি। রামণীয়কে চতুরং যচ্চতুরস্রং তত্তয়া যে দেবতরবো মধ্যগত-দোলমণ্ডপস্য পর্যন্তভুবো বর্তন্তে স্ম, তেষামেব উভয়োরুভয়োর্বৃক্ষয়োরন্তরন্তর্মধ্যে মধ্যে বেদিমধ্যা বেদিমধ্যগতা বেদিমধ্যানাং কৃশমধ্যানাং সুন্দরীণাং দোলস্থলী। পর্যন্তে দোলমণ্ডপস্য প্রাঙ্গণাগ্রদেশে ভূরুৎপত্তির্যেষাং তে। ভুবঃ পৃথিব্যা মহামহাকারা মহোৎসবরূপা রবোত্তমানামুত্তমকূজনবতাং নববয়সাং তরুণানাং বয়সাং পক্ষিণাং কুলৈঃ সমূহৈরাকুলা ব্যাপ্তাঃ। চতুর্হরিতাং চতুর্দিশাং হরিতাং হরিদ্বর্ণাং দ্যুতিং কারয়ন্তঃ ॥

৭। চতস্রস্ততয়ো মধ্যগদোলমণ্ডপচতুর্দ্বারাভিমুখাশ্চতস্রঃ শ্রেণ্যঃ ॥

৮। মধ্যমণ্ডপমভিতস্তচ্চতুর্দিক্ষু চিন্তামণিরুচি রুচিরেষু চতুর্ষু চত্বরেষু প্রাঙ্গণেষু দিগ্‌ভেদাদেব দেবানামপি কিং পুনর্মনুষ্যাণাং ভেদানাববোধঃ, ইদমন্যচ্চত্বরং দক্ষিণদিগ্‌বর্তিত্বাৎ, ইদঞ্চ ততোঽপ্যন্যৎ পশ্চিমদিগ্‌বর্তিত্বাৎ। ইত্যেতন্মাত্র-হেতুভেদেনাববোধঃ, ন তু তদাকারতঃ, তেষাং পরস্পরমাকারবৈলক্ষণ্যাভাবাদিতি। সমানাং সমদানাং বিস্মরাণাং ভ্রমণ-শীলানাং স্মরাণাং মৃগভেদানাং পালিভিঃ শ্রেণীভিঃ পালিতেষু তে তত্র সদা খেলন্তীত্যর্থঃ। তেষু চ একৈকং কনকজাল-ময়মুল্লোচং চন্দ্রাতপং দ্রুমাণাং শিখরেষু তানিতং গ্রথিতম্। দ্রুমাণাং কথম্ভূতানাম্? দলৈঃ পত্রৈস্তিরস্কৃতবিদ্রুমরত্নানাম্।

৬। (এইরূপে মধ্যগত রাধাকৃষ্ণের দোলমণ্ডপের কথা বর্ণনা করে এবার অন্য যূথেশ্বরীদের দোল-স্থলীর কথা বলা হচ্ছে, তাঁদের পৃথক্ পৃথক্ অবস্থান বর্ণনায়।)

মধ্যগত দোলমণ্ডপের প্রাঙ্গণের সমীপবর্তী স্থানে বিরাজ করছে চতুষ্কোন ভাবে জন্মানো, পৃথিবীর মহোৎসবরূপা, সুন্দর কূজনকারী তরুণ পক্ষিসমূহে অধ্যুষিত, চতুর্দিক্ হরিদ্বর্ণ দ্যুতিতে উজ্জ্বলকারী এবং হর্ষো-চ্ছলনকারী দেবতরুশ্রেণী। এদের দুই দুই বৃক্ষের মধ্যে মধ্যে বিরাজমান রয়েছে সুন্দরী গোপীদের বেদীমধ্যগতা দোলস্থলী।

৭। এই দোলস্থলীতে—বিরাজ করছে দুই দুই বৃক্ষের স্কন্ধাশ্রয়ী সোনার শিকলে দৃঢ়ভাবে বাঁধা এবং সমান রেখার মতো উচ্চনীচ রহিত এবং মধ্যস্থ দোলমণ্ডপের চতুর্দ্বার অভিমুখী হয়ে স্থিত অন্যান্য যূথেশ্বরীদের হিন্দোলার চারটি শ্রেণী।

৮। মধ্যমণ্ডপের চতুর্দিকে অবস্থিত, ঝটিতি অতিশয় আনন্দদায়ী, চিন্তামণির দ্যুতিতে উজ্জ্বল, আনন্দে লাফালাফি করে বেড়ানো একই জাতের মৃগের পালের দ্বারা অধ্যুষিত এবং সমপরিসর চত্বর চতুষ্টয়ের

তণ্ডুলনিকরধিয়াধিযাতহরিণাঙ্গনাগণাননাঘাতেষু দিগ্‌ভেদাদেব দেবতানামপি ভেদাববোধো ন তু তদা তদাকারতো ভবতি, যেষু চত্বারি ত্বারিপ্সি চদোলোৎসবশোভাবিতানানি বিতানানি বনদেবতাভিরেব নহ্যন্তে স্ম ॥

৯। যথা— বৃন্দারণ্যভুবঃ প্রণামবিধিনা দিক্‌সুভ্রুবাং বিশ্লথা
মুক্তাকঞ্চুলিকাঃ স্থিরেণ মরুতা ধার্য্যন্ত এতাঃ কিমু।
স্বস্বস্থানসমীপতঃ কিমথবা তদ্বন্দনার্থং মুদা
পৌর্বাপর্য্যমপাস্য সাদরমধস্তারাবলী লম্বতে ॥

১০। কিঞ্চ, যা বিতানাবলিঃ—
তদ্ভূরেণুলিলিক্ষয়েব নভসঃ শ্রীণাং রসজ্ঞাকুলৈ-
র্ন্যক্‌চচ্চঞ্চলচারুচীনশকলৈরান্দোলবদ্ভির্বৃতা।
মন্দস্পন্দি মরুদ্বিধূননমুহুঃপ্রেঙ্খোলমুক্তামণি-
প্রালম্বা চলকিঙ্কিণীকুলকলস্বানৈঃ শ্রবঃপ্রেয়সী ॥

শিখরেষু কিম্ভূতেষু? মহসাং রাশিভিঃ খরেষু তীক্ষ্ণেষু অন্যদুষ্প্রধর্ষেষ্বিত্যর্থঃ। উল্লোচং কীদৃশম্? উচ্চীকৃতাভ্যাং লোচনাভ্যাং দৃশ্যম্। দৃশ্যং দৃগ্‌ভ্যাং হিতং নেত্রসুখদমিত্যর্থঃ। তাদৃশমুল্লোচং সমাসাদ্য প্রাপ্য তচ্ছায়ায়া অন্তর্মধ্যে আপতিতৈর্হিমকরস্য করখণ্ডখণ্ডৈর্নির্বাহিতাং কৌতুকোন্নতিং লাতি স্বীকরোতি যা তিলতণ্ডুলনিকরধীস্তয়া অধিযাতানাং লোভাদাগতানাং হরিণাঙ্গনানাং গণস্যাননৈরাঘাতো যেভ্যস্তেষু। যেষু চত্বরেষু চত্বারি স্থপরাণ্যগ্রিমশ্লোকদৃষ্ট্যা মুক্তাজালময়ানীতি পূর্ববিতানশোভানপগমঃ। "অস্ত্রী বিতানমুল্লোচঃ" ইত্যমরঃ ॥

৯। মুক্তাকঞ্চুলিকাভিরখণ্ডিতা চতুরস্রতা ন ভবতীতি বিতানানাং তারাবল্যুপমা ॥

১০। তদ্ভুবো বৃন্দারণ্যভুবো রেণুনাং লিলিক্ষয়েব লেঢ়ুমিচ্ছয়েব নভসঃ শ্রীণামাকাশলক্ষ্মীণাং রসজ্ঞাকুলৈর্জিহ্বা-

---

বিদ্রুম তিরস্কারী বৃক্ষের তেজোরাশিতে মহাজ্যোতিষ্মান্ শিখরদেশে কনকজালময় নয়নসুখদ চন্দ্রাতপ টানিয়ে দেওয়া হল, প্রতি চত্বরে এক একটি করে এবং উর্ধ্বদৃষ্টিতেই মাত্র নজরে পড়ে এমন উচু ভাবে। তাদৃশ চন্দ্রাতপের উপর পতিত চন্দ্রকিরণ নীচের চন্দ্রাতপছায়ার ভিতরে উজ্জ্বল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডের আকারে পড়ে রচনা করল এক চিত্তচমৎকারী জনক সৌন্দর্য। এ-কে তিলতণ্ডুলচয় বলে ভ্রম করে হরিণাঙ্গনাগণ খুঁটে খেতে গিয়ে মুখে চোট লাগাচ্ছে কঠিন চত্বরে। এই চত্বরচতুষ্টয় আকৃতিতে এমনই অভেদ যে একমাত্র দক্ষিণপূর্বাদি দিগ্‌ভেদের দ্বারাই দেবতাগণের পর্যন্ত এতে ভিন্নতার জ্ঞান হচ্ছে, আকৃতির দ্বারা নয়। এই আঙ্গিনা চতুষ্টয়ে বনদেবতাগণও বাঞ্ছিত দোলোৎসব শোভা বিস্তারকারী এক চাঁদোয়া বুঝি টানিয়ে দিলেন।

৯। যথা—চাঁদোয়ার মত ওটি কি?

দিক্‌লক্ষ্মীর খুলেপড়া মুক্তার কঞ্চুলিকা কি স্থির বায়ুদ্বারা বিধৃত হয়ে রইল, বৃন্দারণ্যভূমিকে প্রণাম করতে গিয়ে। অথবা তারারাজিই কি স্বস্বস্থান থেকে আনন্দবিহ্বল হয়ে ও পূর্বাপর ভাব ত্যাগ করে নীচে নেমে এল, বৃন্দাবন ভূমিকে আদরের সহিত বন্দনা করবার জন্য।

১০ আরও, বৃন্দাবনভূমির রেণু লেহনের ইচ্ছায় যেন আকাশলক্ষ্মীদের ঝুলেপড়া জিহ্বানিবহের মতো

১১ কিঞ্চ, পর্যন্তেষু সমানচামরচয়ৈর্জ্যোৎস্নাতড়াগোদরা-
দুড্ডীনৈরিব হংসকৈর্গগনজৈঃ কিংবা সিতাম্ভোরুহৈঃ।
মালানামপি খণ্ডকৈস্তত ইতো নানাপ্রসূনোজ্জ্বলৈঃ
সশ্রদ্ধং বনদেবতাপরিষদা সঞ্চস্করে সা পুনঃ॥

১২। ধূপৈরাগুরবৈর্মহাসুরভিভিঃ সদ্ধূমলেখোল্লসৎ-
কর্পূরত্রসরেণুভির্দিগবলালোমাবলীসন্নিভৈঃ।
চ্যোতন্তির্মকরন্দবিন্দুনিকরৈঃ কল্পদ্রুমেভ্যো মুহুঃ
সৌরভ্যাতিশয়ং বিশিষ্য গমিতৈঃ সা ধূপিতাসীৎ স্থলী॥

১৩। ততশ্চ, দেব্যো দেবা অপি সরভসং চিত্রবাদিত্রবাদাঃ
সিদ্ধা বিদ্যাধরপরিষদশ্চারণাঃ কিন্নরাশ্চ।

সমূহৈরিব চীনশকলৈর্বিতানপর্যন্তস্থৈরিত্যর্থঃ। মন্দস্পন্দিনা মরুতা যদ্বিধুননং তেন মুহুঃ প্রেঙ্খোলো যেষাং তথাভূতা মুক্তা মণিময়াঃ প্রালম্বা যস্যাঃ সা॥

১১। হংসকৈরিতি শ্বেতিম-চাঞ্চল্যাদিভিঃ, সিতাম্ভোরুহৈরিতি সৌরভ্যমার্দব-সমমণ্ডলতাভিঃ সঞ্চস্করে, সংক্রিয়তে স্ম॥

১২। সতীষু ধূমলেখাসু উল্লসন্তঃ কর্পূরাণাং ত্রসরেণবো যত্র তৈঃ। পুনঃ কিম্ভূতৈঃ? কল্পদ্রুমেভ্যশ্চ্যোতদ্ভির্মকরন্দবিন্দুনিকরৈঃ কর্তৃভিঃ সৌরভ্যাতিশয়ং গমিতৈঃ প্রাপিতৈঃ॥

১৩। বীতমানৈরপরিমিতৈর্বিমানৈঃ সহ দেব্যাদয়ঃ প্রাগেব দোলনখেলনাৎ পূর্বমেব চিত্রবাদিত্রাণি বাদয়ন্ত

চঞ্চল চারু তুলতুলে রেশমীবস্ত্রখণ্ডের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে আছে এই চাঁদোয়াশ্রেণী। মন্দ মন্দ প্রবাহিত বায়ুর বেগে মৃদু মৃদু আন্দোলিত মুক্তামণির ঝালর সমন্বিত এই চাঁদোয়াগুলি চঞ্চল কিঙ্কিণীনিচয়ের মতো মৃদুমধুর ধ্বনিতে কর্ণসুখদ হচ্ছে।

১১। আরও, জ্যোৎস্না তড়াগমধ্য থেকে উড্ডীয়মান হংসের মতো শুভ্র চঞ্চল কিম্বা আকাশজ শ্বেত কমলের মতো সুগন্ধী কোমল সমান মাপের চামর-মালাখণ্ড এবং নানাবিধ উজ্জ্বল ফুল পাশ দিয়ে এখানে ওখানে পুনরায় শ্রদ্ধার সহিত টানিয়ে দিয়ে সেই বনদেবতাসভা এই চাঁদোয়াকে অলঙ্কৃত করলেন।

১২। সুন্দর ধূমলেখার ভিতর দীপ্ত ও দিক্‌বলয়ের লোমাবলীর মতো কর্পূরত্রসরেণুচয়ে এবং কল্পদ্রুম থেকে ক্ষরিত মকরন্দবিন্দু সমূহে বিশেষ ভাবে অতি সৌরভান্বিত সুগন্ধী অগুরুধূপের দ্বারা ধূপিতা হচ্ছিল সেই দোলস্থলী।

দেবদেবী ও পশুপক্ষীগণের ঝুলনোৎসবে যোগদান :

১৩। দেবাঙ্গনাগণ, দেবতাগণ, সিদ্ধগণ, বিদ্যাধর মণ্ডলী চারণগণ এবং কিন্নরগণ চমৎকার বাদ্যনিবহ

প্রাগেবাসন্নভসি পরিতো বীতমানৈর্বিমানৈ-
র্ন হ্যৌৎকণ্ঠ্যং ভবতি সময়াপেক্ষমুৎকণ্ঠিতানাম্ ॥

১৪। ততশ্চ, সর্বস্মাদ্বনাদেব তা দেবতা বনানামনানামতয়ো বিবিধমনাবিলবিলসত্তরমুৎসবোপকরণং সমাদায় মাদায়তনয়তয়ানতয়া চিত্তবৃত্ত্যা বৃন্দাবনাবনাবাগত্য নিস্তুলসৌহৃদহৃদয়ালুতাদিগুণবৃন্দয়া বৃন্দয়া সহ সহচরী-ভাবমাকল্প্য কল্পাশেষা দোলামণিতরুমণ্ডপাবল্যা বল্যাভিঃ কুসুমমালাভির্মণ্ডনিকা নিরুপমকমনীয়জালাকৃতী-র্বিদধতে স্ম ॥

১৫। অভিতোঽভিতোষেণাবলোকনরসবিকিরো বিকিরোৎকরাশ্চ সমন্ততঃ সমন্ততঃ সমাগত্য পরিতো দোলস্থলীস্থ লীলাতরুষু প্রতিশাখং প্রতিপল্লবমাসীনা জাতহৃদয়ান্দোলা দোলায়মান কৃষ্ণদিদৃক্ষাসদৃক্ষাসন্নসন্ন-বামোদতয়া তূষ্ণীকাঃ সন্তঃ কৃষ্ণগুণগণগণনামেব কুর্বতে স্ম ॥

১৬। তথা সকলা এব হরিণজাতয়ো জাতযোগেন পরমকৌতুকেন কেনচিদিতস্ততোঽস্ততোদেন মনসা প্রতিলতাকুঞ্জাজিরে ররাজিরে, রাজিরেষা চ তদা তাসাং বিচিত্রা চিত্রার্পিতেবাসীৎ ॥

আসন্ অভবন্, তত্র ন্যায়ো ন হ্যৌৎকণ্ঠ্যমিতি ॥

১৪। অনানামতয়ঃ সামঞ্জস্যেনৈকমতয়ঃ। মাদো হর্ষস্তস্যায়তনমাশ্রয়স্তত্তয়া। বৃন্দাবনাবনৌ বৃন্দাবনভূমৌ, বল্যাভিরুত্তমাভিঃ কুসুমমালাভিঃ। কল্পাশেষা মণ্ডনিকাঃ ॥

১৫। বিকিরাণাং পক্ষিণামুৎকরাঃ সমূহাঃ; "নগৌকোবাজিবিকিরপতৎপত্ত্ররথাণ্ডজাঃ" ইত্যমরঃ। অবলোকন-রসং বিকিরন্তীতি ক্বিপ্, তে তথা। সমন্ততঃ সর্বতঃ, সমং সহৈব ততো দোলায়মানস্য কৃষ্ণস্য দিদৃক্ষয়া সদৃক্ষঃ সদৃশ এব আসন্নঃ সন্নুত্তমো নব আমোদো যেষাং তত্তয়া ॥

বাজাতে বাজাতে অসংখ্য বিমানযোগে দোলখেলা আরম্ভের পূর্বেই আকাশে এসে উপস্থিত হলেন। উৎকণ্ঠিত জনের চিত্তচাঞ্চল্য সময়কে অপেক্ষা করে না, এটাই তো ন্যায় সঙ্গত।

১৪। অতঃপর সকল বন থেকেই সেই সেই বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ সকলে মিলেজিলে একমত হয়ে নির্মল অতি শোভন বিবিধ উৎসবোপকরণ হাতে নিয়ে হর্ষাবলম্বনে কোমলমনা হয়ে বৃন্দাবন এসে তুলনা-হীন সৌহার্দ ও সহৃদয়তাদি গুণে বৃন্দার সহিত সহচরী ভাব পাতিয়ে নিয়ে হিন্দোলার মণিময় তরুমণ্ডপে সজ্জার শেষ কাজ যা বাকী ছিল, তা সম্পন্ন করলেন উত্তম মালা দ্বারা নিরুপম কমনীয় জালাকৃতি তোড়ন রচনায়।

১৫। চতুর্দিক থেকে অতি আনন্দের সহিত ঝুলনোৎসব-দর্শনরস ছড়াতে ছড়াতে পক্ষিকুল ঝাঁকে ঝাঁকে এসে চতুর্দিকে দোলস্থলীস্থ লীলাতরুর প্রতি শাখায় প্রতি পল্লবে বসল। তাঁদের হৃদয় ঝুলনার ঝোঁকে ঝোঁকে দোল খেতে লাগল। দোলায়মান্ কৃষ্ণের দর্শনেচ্ছা দ্বারা আগত অনুরূপ উত্তম নব আমোদে পক্ষিসকল চুপচাপ বসে কৃষ্ণগুণগণ গণনা করতে লাগল।

১৬। তথা হরিণজাতি মাত্রে সকলেই কোনও অনির্বচনীয় পরমকৌতুকের উদয়ে গতব্যথ মনে প্রতি লতাকুঞ্জ-প্রাঙ্গণে এসে শোভা পেতে লাগল। তখন তাদের এই বিচিত্র যূথ পটে-আঁকা ছবির মতো নিষ্পন্দভাব ধারণ করল।

১৭। ততশ্চাকস্মাৎ— ন চাকৃষ্টা বেণোঃ ক্বণিতকলয়া নাপি ভবন-
ক্রিয়াং ত্যক্ত্বায়াতা ন চ গুরুবিরোধক্ষতধিয়ঃ।
কলাকেলিচিন্তামণয় ইব দিগ্‌ভ্যঃ কিমথবা
সমুদ্গীর্ণাঃ কল্পদ্রুভিরথ সমীয়ুর্মৃগদৃশঃ ॥

১৮। অন্তঃশ্রোণি বিরাজিতা মৃদুঘনৈশ্চণ্ডাতকৈঃ কৌঙ্কুমৈ-
স্তেষাং তূপরি সূক্ষ্মচীন-নিচয়ৈরাগুল্‌ফবিস্ফারিভিঃ।
চঞ্চৎকঞ্চুলিকাবিশেষবিলসদ্বক্ষোরুহা নির্ভরং
কাঞ্চীকল্পিতনীবিবন্ধবিধয়স্তুল্যশ্রিয়োঽমূর্বভুঃ ॥

১৯। কাশ্চিৎ কৌসুমচাপচাপললসৎস্কন্ধাঃ শরৈঃ কৌসুমৈঃ
কাঞ্চীদামগতৈঃ করাম্বুজকৃতৈঃ সৈন্দুরকৈঃ কন্দুকৈঃ।
তস্মিন্ কৌতুকদোলখেলনকলারঙ্গাজিরে রেজিরে
সংগ্রামোৎসবদেবতা ইব তনূমত্যো মনোজন্মনঃ ॥

১৬। জাতো যোগঃ সংযোগো যস্য তেন কৌতুকেনাস্ততোদেন গন্তব্যথেন মনসা। তাসাং রাজিঃ শ্রেণী ॥

১৭। ন চাকৃষ্টা ইত্যাদিনা দোলোৎসবাদিষু গুরুজনাদিবারণাসম্ভবাৎ স্বাচ্ছন্দ্যমেবেতি ব্যঞ্জিতম্। দিগ্‌ভ্য ইতি কল্পদ্রুভিরিত্যাভ্যাং কিং দূরাদাগতাঃ, কিংবা তত্র এবোদ্ভূতা ইতি সন্দেহো ব্যঞ্জিতঃ ॥

১৮। অন্তঃশ্রোণি নিতম্বাদিপ্রদেশে মৃদূনি কোমলানি চ ঘনানি চ তৈশ্চণ্ডাতকৈরর্ধোরুপর্যন্তপিধায়িভির্নৃত্য-গীতোৎসবাদ্যুপযোগিচালনেতিপ্রসিদ্ধবিচিত্রবস্ত্রৈর্বিরাজিতাঃ; "অধোরুকং বরস্ত্রীণাং স্যাচ্চণ্ডাতকমংশুকম্" ইত্যমরঃ। তদুপরি বিচিত্রান্তরীয়কৈস্তেষান্তু উপরি কৌঙ্কুমৈঃ কুঙ্কুমরসাক্তৈঃ ॥

১৯। কৌসুমানাং চাপানাং ধনুষাং চাপলেন চপলতয়া লসন্ স্কন্ধো যাসাং তাঃ ॥

দোলস্থলীতে গোপীগণের আগমন ঃ

১৭। বেণুধ্বনিকলায় আকৃষ্টা হয়ে নয় গৃহকর্ম ত্যাগ করে নয় এবং গুরুজনদের বিরোধে ভগ্নমতী হয়েও নয়— হঠাৎই মৃগনয়না গোপীগণ অতঃপর এসে উপস্থিত হলেন এদিক্-ওদিক্ থেকে কলিকলা-চিন্তামণির মতো কিম্বা কল্পদ্রুম থেকে বমিত হয়ে বেরিয়ে আসার মতো।

১৮। নিতম্বপ্রদেশে নাচের উপযুক্ত কুঙ্কুম রং-এ রঞ্জিত, কোমল, ঘন চণ্ডাতক বস্ত্র নিচয়ে আর তদুপরি পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত বিস্তারিত সূক্ষ্ম রেশমীবস্ত্রনিচয়ে সুদীপ্তা, চঞ্চল কঞ্চুলিকা বিশেষে শোভনস্তনী এবং ঘন্টিমেখলায় রচিত নিবিবন্ধসূত্রবিশিষ্টা গোপীগণ সকলে একই ভাবে শোভোচ্ছল হলেন।

১৯। ফুলধনুর আস্ফালনে দৃপ্ত স্কন্দদেশা কেঁউ কেঁউ কাঞ্চিদামগত কুসুম শরে আর করকমলে ধৃত সিন্দরকন্দুকে সেই কৌতুকদোলখেলা কলারঙ্গ-প্রাঙ্গণে শোভা পেতে লাগলেন, কামসংগ্রামোৎসবের দেবী মূর্তি-মতীর মতো।

২০। কাশ্চিৎ কৌঙ্কুমধূলিধোরণিভৃতাং বাসোঽঞ্চলীং লীলয়া
তির্য্যক্ কাঞ্চনকাঞ্চিসীম্নি জঘনে বদ্ধাং দধত্যো বভুঃ।
যাভির্যচ্চিরসঞ্চিতং রতিকলাবৈদগ্ধ্যবিদ্যাধনং
ক্রেতুং কৃষ্ণমনোমণিং তদিব তা গ্রন্থৌ নিধায়াগতাঃ॥

২১। শ্চ্যোতৈরাগুরবৈর্মহাসুরভিভিঃ কস্তূরিকাকর্দমৈঃ
কার্পূরৈরপি রেণুভির্মলয়জক্ষোদৈশ্চ সম্পূরিতাঃ।
বাষ্পচ্ছেদ্যতয়া মহামণিময়স্থাল্যন্তরস্থাপিতাঃ
কাশ্চিজ্জাতুষকূপিকাঃ করতলেনাদায় তত্রাযযুঃ॥

২২। কাশ্চিৎ কুঙ্কুমবারিভির্মলয়জাম্ভোভিশ্চ কস্তূরিকা-
পাথোভিঃ কুসুমদ্রবৈরপি পৃথক্ সম্পূরিতং পৌরটম্।
বিভ্রত্যো জলযন্ত্রজালমতুলং শিল্পেন নানাত্মনা
রেজুর্মন্মথযুদ্ধযান্ত্রিকততের্মূর্ত্তা ইবৌজঃশ্রিয়ঃ॥

২৩। এবং তাভিঃ স্ত্রীরত্নভূতাভিরভিভূতাভিরভিরাম মহোৎসবরসেনাতনুসেনাতনু সৌভাগ্যহারিণীভি-

---

২০। ক্রেতুমিত্যনেন তদ্বৈদগ্ধ্যবিদ্যাধনস্য কৃষ্ণবশীকারিত্বং ব্যঞ্জিতম্॥

২১। আগুরবৈরগুরুসম্বন্ধিভিঃ; শ্চ্যোতৈর্দ্রবৈঃ॥

২২। যান্ত্রিকততের্যন্ত্রধারিসমূহস্য তেজঃসম্পত্তয়ো মূর্তিমত্য ইব। অভিরামেণ মহোৎসবরসেনাভিভূতাভির্বশীকৃতাভিঃ, অতনুসেনায়াঃ কন্দর্পসৈন্যস্য অতনু সম্পূর্ণং সৌভাগ্যং হর্তুং শীলং যাসাং তাভিঃ। কশ্চন কলকলঃ—'এহি, আয়াতাস্মি, পশ্য, দর্শয়, দেহি, নয়, সংস্কুরু, আরোহয়, বধান্তীহি, পরিধাপয়' ইত্যাদ্যাত্মকঃ॥

২০। কেঁউ কেঁউ কুঙ্কুমধূলিচয় ভরা বস্ত্রথলী মুখবাঁধা অবস্থায় লীলায় তেরছা করে কাঞ্চনকাঞ্চিসীমায় কটিতে ধারণ করে নিয়ে এলেন, দেখে মনে হল যেন কৃষ্ণমনোমণি ক্রয়ের জন্য এঁদের দীর্ঘকালের সঞ্চিত রতি-কলাবৈদগ্ধীবিদ্যারূপ ধন গাঁটে বেঁধে নিয়ে এলেন।

২১। মহাসুরভিত অগুরুদ্রব, কস্তুরিকা কর্দম, কর্পূরধূলি এবং চন্দনচূর্ণ পরিপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাক্ষা কূপিকা, যা অতি কোমল হওয়ার দরুণ মুখের ভাপেই খণ্ডিত হওয়ার যোগ্য, তা করতলে ধরে সেখানে এলেন কেঁউ কেঁউ।

২২। কুঙ্কুমজল চন্দনজল-কস্তুরিকাজল-পুষ্প নির্যাস পৃথক পৃথক ভাবে ভরা, কারুকার্যে বিবিধ প্রকার ও অতুল সোনার পিচকারীধারিণী কেঁউ কেঁউ আবার সেখানে দীপ্ত হয়ে উঠলেন, কামযুদ্ধযন্ত্রধারী জন সমূহের শ্রেণীর মূর্তিমতী তেজসম্পত্তির মতো।

দোলস্থলীতে রাধাকৃষ্ণের আগমন ও হিন্দোলা আরোহণঃ

২৩-২৭। এইরূপ অভিরাম মহোৎসব-রসে অভিভূতা, কন্দর্পসৈন্যের নিঃশেষে সৌভাগ্যহারিণী, 'আমি

হারিণীভিরহংপূর্বিকয়াঽহপূর্বিকয়া পৌর্বাপর্য্য-পর্য্যবলোচনেনৈব খেলা সৌকর্য্যচতুরং চতুরঙ্গন-পরিসরং পরিসরস্ত্রী-ভির্যদি মদকলকলকণ্ঠকণ্ঠবিকস্বর-স্বরপরিহাসকঃ স কশ্চন কলকলঃ কলয়াঞ্চক্রে, তদৈব—

শ্রীরাধিকাংস-বিনিবেশিত-বামবাহু-,র্বংশীবিলাসবিলসত্তর-বামপাণিঃ।
চারুপ্রকোষ্ঠচল-কঙ্কণমন্দদোষ্ণা, লীলাসরোরুহ-বিধূনন-লব্ধলক্ষ্মীঃ ॥

২৪। অন্তঃস্থশোণকুসুমদ্যুতিবামি সামি-,বাসঃ কিরীটতটগুম্ফিত-বর্হিবর্হঃ ॥
মন্দভ্রমদ্ভ্রমরপক্ষমরুদ্বিলোল-,কর্ণোৎপলং মকরকুণ্ডলমাদধানঃ ॥

২৫। সুশ্লক্ষ্ণসূক্ষ্মতম-কঞ্চুকচুম্বিতাঙ্গঃ, কেয়ূরকঙ্কণমণীন্দ্ররুচা সুচারুঃ।
কণ্ঠোপকণ্ঠচলকৌস্তুভ-রশ্মিপূর- শোণায়মান-বরমৌক্তিকদামধামা ॥

২৬। লীলাবিলাসগমন-ক্রমমন্দমন্দ-,শব্দায়মান মণিনূপুরকিঙ্কিণীকঃ।
ওষ্ঠাধরে ললিতয়া ললিতোপনীতং, তাম্বূলপূলকমদন্ মদমত্তমূর্ত্তিঃ ॥

২৭। নীরধ্রাম্বররমণীমণীন্দ্রবীথীং, স্বাভাভির্মণিময়যষ্টিকোপমাভিঃ।
উৎসার্য্য প্রসভমিবাহিতপ্রবেশঃ, শ্রীকৃষ্ণো মণিতরুমণ্ডপং বিবেশ ॥

২৩। মন্দদোষ্ণা দক্ষিণহস্তেন চারুণি প্রকোষ্ঠে চলং কঙ্কণং যতস্তদ্যথা স্যাত্তথেতি বিধূননক্রিয়াবিশেষণম্। তরুমণ্ডপং বিবেশেত্যুত্তরেণান্বয়ঃ ॥

২৪। অন্তঃস্থস্য শোণকুসুমস্য দ্যুতিবমনশীলং যৎ সামিবাসঃ কিরীটং তিরশ্চীনোষ্ণীষং তস্য তটে গুম্ফিতং বর্হিবর্হং যেন সঃ ॥

২৫। কণ্ঠোপকণ্ঠে কণ্ঠনিকটে ॥

২৬। তাম্বূলস্য পূলকং বীটিকাম্ ॥

২৭। অম্বররমণ্যঃ স্বর্গাঙ্গনাঃ ॥

আগে ঝুলবো আমি আগে ঝুলবো' এরূপ অপূর্ব অহংপূর্বিকায় মনোহারিণী এবং পূর্বাপর বিচারের দ্বারা খেলার সুবিধা সমাধানকারী ঐ চারিটি অঙ্গনপ্রদেশের নিকটে আগমনপরা সেই স্ত্রীরত্নস্বরূপা গোপীগণ যদি মত্ততা হেতু কলকাকলীমুখরা কোকিলকণ্ঠের মুক্তস্বর-পরিহাসী কোনও অনির্বচনীয় কলকল ধ্বনি উঠালেন, ঠিক তখনই বামবাহু রাধিকার স্কন্ধে ধারণে আর বংশীর বিলাসে অতিশোভন, চারুপ্রকোষ্ঠের কঙ্কণে চঞ্চলতা জন্মিয়ে দক্ষিণহস্তে লীলাকমল বিঘূর্ণনে প্রাপ্ত শোভন, ভিতরের রক্তকুঙ্কুমদ্যুতি বমনশীল তেরছা উষ্ণীষতটে গুম্ফিত ময়ূরপুচ্ছে নয়নলোভন, মন্দমন্দ ঘুরে বেড়ানো ভ্রমরের পাখার বাতাসে দোলায়িত কর্ণোৎপল ও মকরকুণ্ডলে মনোরম, স্নিগ্ধ অতিসূক্ষ্ম পরিচ্ছদে চুম্বিতাঙ্গ, কেয়ূর-কঙ্কণমণীন্দ্র কান্তিতে সুচারু, কণ্ঠতটে দোলায়মান কৌস্তু-ভের রশ্মিচয়ে রক্তিমাপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ মৌক্তিক মালায় চিত্তহারী, লীলাবিলাসচলন-পাদক্ষেপে মন্দ মন্দ শব্দায়মান্ মণিনূপুর-কিঙ্কিণীতে রমণীয় এবং ওষ্ঠাধরে ললিতার ললিত করে গুঁজে দেওয়া তাম্বুলখিলি চিবানোতে নেশা-লাগা ঢুলুঢুলু মূর্তি শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত স্বর্গের দেবীদের অঙ্গের জমাট মণীন্দ্রচয়কে মণিময় যষ্টি উপম নিজ অঙ্গ-জ্যোতি দ্বারা দূর করে দিয়ে যেন হঠাৎ নিজ প্রবেশ প্রখ্যাপিত করত মণিতরু মণ্ডপে প্রবেশ করলেন।

২৮।   জয় জয় জয়েত্যুচ্চৈর্নাদাঃ খগৈরুপতেনিরে
           মুকুলপুলকৈরন্তর্মোদা দ্রুমৈরভিনিন্যিরে।
           অজনি সুমনঃশীধুস্যন্দৈর্লতাভিরুদশ্রুভিঃ
           সহ দয়িতয়া দোলাক্রীড়ং হরাবধিরোহতি ॥

২৯।   সতড়িতমিব স্নিগ্ধং ধারাধরং দ্রুমমণ্ডপো
           পরি পরিগতং দর্শং দর্শং প্রহর্ষবশং গতাঃ।
           পরিচিতমপি প্রেম্ণাপূর্বং বিদন্ত ইবোন্মদা-
           শ্চুকুবুরভিতঃ 'কেও কেও' ইতি প্রচলাকিনঃ ॥

৩০। **অথ নভসি ভ-সিতিম্না-তিম্নাতানি নন্দনবন-কুসুমানি সুমানিতানি মধুকর-নিকরেণ করেণ কিরন্তীভির্ললিত-সঞ্চার-চারণ-কিংপুরুষপুরুষনারীভির্মৃদুতর-কর-কিসলয়-সলয়-বিমর্দ মর্দল-সুপণ-পণববর-লম্পট পটহাদি-বাদিত্রবাদি-ত্রপারহিত সিদ্ধবধূ-নিচয়সমবেতাভিরতিভাসুরসুরতরঙ্গিণী-তরঙ্গরুচাহমরচামরনিচয়েন চুম্ব্যমানকরকমলাভিরমলাভিরমরনারীভিরুর্বশীবশীভূতাভিরপ্সরোভিরপি বিয়তি বিয়তি নিরবকাশতাং মথ্যমান-**

২৮। অধিরোহতি, আরোহতি সতি ॥

২৯। দর্শং দর্শং দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা; প্রচলাকিনো ময়ূরাঃ পরিচিতমপি তং প্রেম্ণা অনুরাগেণাপূর্বমিব 'কেও কেও' ইতি, 'কে যূয়ং ভোঃ কে যূয়ং ভোঃ' ইতি চুকুবুঃ। "ও সম্বোধন আহ্বানে স্মরণে চানুকম্পনে" ইতি মেদিনী। অপভ্রংশ ভাষাপীয়ং প্রাচ্যানাম্; 'কেহো কেহো' ইতি পাশ্চাত্যানামপি ॥

৩০। অথ নভসি নন্দনবনকুসুমানি কিরন্তীভিরমরনার্যাদিভির্হেতুভির্নিরবকাশতাং বিয়তি বিশেষেণ প্রাপ্নুবতি সতি ব্রজকুলকনন্দনঃ কৃষ্ণো দোলস্য পর্যঙ্কিকাং সমারোঢুং ব্রজতি স্মেত্যন্বয়ঃ। কুসুমানি কথম্ভূতানি ? ভস্য নক্ষত্রস্য সিতিম্না শ্বেতিম্না অতিম্নাতান্যত্যুজ্জ্বলিতানি সুষ্ঠু মানিতান্যতিসৌরভ্যাদ্ধেতোরাদৃতানি। করকিশলয়ানাং সলয়ো বিমর্দো

২৮। দয়িতার সহিত কৃষ্ণ ঝুলনক্রীড়ামঞ্চে আরোহণ করলে জয় জয় জয় জয় উচ্চনাদ বিস্তার করল পাখীসব, মুকুলরূপ পুলকে অন্তরের আনন্দ অভিনয় করে দেখাল বৃক্ষ সকল, আর পুষ্পমধুধারাচ্ছলে প্রেমাশ্রু-মোচন করতে লাগল লতাচয়।

২৯। তড়িত-জড়িত স্নিগ্ধ মেঘকে দ্রুমমণ্ডপের উপরে আগত জেনে তাকে দর্শন করতে করতে ময়ূর-কুল অতি আনন্দে বিহ্বল হয়ে গেল, পূর্বপরিচয় থাকলেও অনুরাগে অপূর্বের মতো অনুভব করে মত্তপ্রায় চতুর্দিকে 'কেও কেও' রব করতে লাগল।

৩০। অতঃপর ললিত সঞ্চরণশীল চারণ ও কিংপুরুষের পুরুষ-নারীদের সহিত এবং অতি মৃদু কর-পল্লবে বিমর্দিত মাদল-বহুমূল্য পণব-শ্রেষ্ঠ লম্পটপটহাদির বাজনাদার অলজ্জ সিদ্ধবধূগণের সহিত মিলিত পবিত্র স্বর্গীয় রমণীসকলের এবং উর্বশীর বশীভূতা অপ্সরাগণের দ্বারা আকাশ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে আচ্ছাদিত হয়ে গেল। স্বর্গীয় রমণী সকলের করকমল মন্দাকিনী তরঙ্গ-কান্তি স্বর্গীয় চামরে চুম্ব্যমান ছিল এবং তারা নক্ষত্রের শুভ্রতায় অতি উজ্জ্বল মধুকরাদৃত নন্দন কুসুমচয় বর্ষণ করছিলেন তৎকালে। এই পরিবেশের মধ্যে চক্ষুষ্মান্ গণের রূপ-

চন্দ্রিকা-ফেন-ধবল-বলমান-কশিপুনা পুনানেনেব নয়নবতাং নয়-নবতাং কৃতান্তরাং রুচিরুচিরোপবর্হামর্হামতিরামণীয়কস্য কস্যচিৎ সকলসৌন্দর্য্যোপর্য্যঙ্কিকাং পর্য্যঙ্কিকাং দোলস্য লম্বমানমানসতয়া সমারোঢ়ুং স্ম ব্রজতি ব্রজতিলকনন্দনঃ ॥

৩১। নীরাজিতো মধুরমঙ্গলগানপূর্বং, দীপৈর্মহামণিময়ৈর্বনদেবতাভিঃ।
ব্যাপারয়ন্নয়নমদ্ভুতদোলশিল্পে, শ্রীরাধয়া সহ বভৌ কুতুকী মুকুন্দঃ ॥

৩২। বামে বামবিলোচনাচয়মণী রাধা সলীলং হরে-
র্হস্তালম্বকরম্বিতেন রহসা সঞ্জাতরোমোৎসবা।
আরূঢ়স্য মণীন্দ্রদোলনমহপ্রোঙ্খোলিকাং কৌতুকা-
দুত্থায়োপবিবেশ তৎসহচরী-সঙ্ঘঃ সমন্তাদভূৎ ॥

৩৩। এবং চক্ষুষ্মতামতিমতিসুন্দরীদরীদৃশ্যমানেন রামণীয়কেন কেনচিদাহরন্তীং তাং দোলোৎসবপ্রোঙ্খোলিকাং ভগবতি সতি সমারূঢ়ে রূঢ়েন লাবণ্যামৃতস্রোতঃস্বতীস্রোতঃস্বতীবতরলেন মাধুর্য্যতরঙ্গ-

---

যত্র তথাভূতো মর্দলশ্চ সুপণো বহুমূল্যঃ পণবশ্চ, বরলম্পটঃ পটহশ্চ, তদাদি-বাদিত্রবাদিনীনাং ত্রপারহিতসিদ্ধবধূনাং নিচয়েন সমবেতাভিঃ সুরতরঙ্গিণ্যান্তরঙ্গস্যেব রুক্কান্তির্যস্য তথাভূতেনামরচামরনিচয়েন। কশিপুনা বস্ত্রেণ কৃতান্তরাম্—"কশিপু ত্বন্নমাচ্ছাদনং দ্বয়ম্" ইত্যমরঃ। কথভূতেন? নয়নবতাং চক্ষুষ্মতাং নয়স্য রূপগ্রহণস্য নবতাং নবীনত্ব পুনানেনেব পবিত্রীকুর্বতেব নবনবতয়া প্রাকৃতবস্তুরূপগ্রহণমপি পূর্বং যৎ কৃতং তদপি যদবলোকনমাহাত্ম্যাৎ পবিত্রং জাতমিত্যর্থঃ। সকলসৌন্দর্যমপি উপরি অঙ্কয়তি চিহ্নয়তীতি তাম্ ॥ (৩১)।

৩২। প্রেঙ্খোলিকামারূঢ়স্য হরের্বামে রাধা উপবিবেশ। বামবিলোচনাচয়স্য যুবতিসমূহস্য মণী রত্নরূপা হরের্হস্তাবলম্বেন স্কন্ধোপরি বামহস্তন্যাসেন করম্বিতং সংবদ্ধং যদ্রহঃ-স্মরবিলসিতং তেন হেতুনা সঞ্জাতো রোমোৎসবো যস্যাঃ সা; তস্যাঃ সহচরীসঙ্ঘঃ সমন্তাচ্চতুর্দিক্ষু ॥

গ্রহণের নবীনতাকে যেন নির্মল করে দেওয়ার মতো রমণীয়, মথ্যমানচন্দ্রিকা-ফেননিভ অতিশুভ্র চাঁদরে ঢাকা, কান্তিতে সুন্দর তাকিয়া সমম্বিত, কোনও অনির্বচনীয় অতিরমণীয়তা ভাবের অনুকূল এবং সকল সৌন্দর্যের শির্ষদেশে চিহ্নিত হয়ে থাকবার মতো সুদৃশ্য দোলপালঙ্কে অতি প্রসন্ন মনে আরোহণ করবার জন্য চললেন ব্রজতিলকনন্দন।

৩১। দেবতাগণের দ্বারা মধুর মঙ্গলগানপূর্বক মণিময় দীপে নিরাজিত শ্রীরাধাসহ মুকুন্দ অদ্ভুত দোলশী ল্প দৃষ্টি বিস্ফারিত করত চমৎকৃত হলেন।

৩২। হরির বামহস্ত লীলায় স্কন্ধোপরি স্থাপনে সংমিলিত স্মরচেষ্টা থেকে সঞ্জাত রোমাঞ্চে আকুলা যুবতীকুল ত্নরূপা রাধা কৌতুকপূর্বক ঝুলনোৎসবের মণীন্দ্রঝুলায় আরূঢ় হরির বামে উঠে আসন গ্রহণ করলেন, আর সহচরীগণ তাঁর চতুর্দিকে বিরাজমানা হলেন

৩৩। শ্রেষ্ঠ চক্ষুষ্মানগণের মতি সুন্দরীদ্বারা অতিশয়রূপে দৃশ্যমান্ কোনও অনির্বচনীয় রমণীয়তায় চিত্তাকর্ষক হিন্দোলায় ভগবান্ আরোহণ করলে লাবণ্যামৃত নদীর প্রবাহের মতো চঞ্চল প্রসিদ্ধ তাঁর মাধুর্য-

ভরেণ রেণব ইব সর্বেষাং ধৈর্য্যমর্য্যাদা যদি ক্ষালিতা বভূবুস্তদা তদালোকনকনত্‌ৎকণ্ঠাঃ কণ্ঠাগতপ্রাণা ইব দেবা দেবাঙ্গনাশ্চ বিহায় বিহায়সো মধ্যমধ্যবসিতদিদৃক্ষাসদৃক্ষাসন্নশ্রদ্ধাবশাৎ তদুচিতং নভোদেশং সমাশিশ্রিয়িরে ॥

৩৪। ততশ্চ প্রেঙ্খোলিকারোহরোহদদ্ভুতমহামধুরিমাণং তমালোক্য স্বস্বদোলপর্য্যঙ্কোপর্য্যঙ্কোঢ়-কেলিধূলয়ো লয়োত্তমেন মঙ্গলগানেন বিকস্বরস্বরপরিমলাঃ পরিতঃ প্রধানাঃ কমলদৃশোঽমূদৃশো মূর্ছিতানন্দাঃ সমারুরুহুঃ ॥

৩৫। তদ্‌যথা— চন্দ্রাবলীপ্রভৃতয়ঃ পুরতো মুরারে-,র্ভদ্রাদয়ঃ পরিজনৈঃ সহ দক্ষিণেঽন্যাঃ।
শ্যামাদয়ো নিজগণৈঃ সহ বামভাগে, ধন্যাদয়ঃ সহচরীভিরথাস্ত পশ্চাৎ ॥

৩৬। এবং বলিতপ্রত্যাশং প্রত্যাশং সমারূঢ়দোলপর্য্যঙ্কিকাসু তাসু সুতাসু গোদুহাং কৃষ্ণদোল-সমোচ্ছ্রায়লব্ধশোভাসু ভাসুরতয়ানারতয়া নানাবিধয়া তদা তদাত্যন্তিকমাশ্চর্যমাসীৎ ॥

৩৩। চক্ষুষ্মতামতিশয়েন মতিরেব সুন্দরী রমণী তয়া দরীদৃশ্যমানেনাতিশয়েন দৃশ্যমানেন রামণীয়কেন কেনচিদনির্বচনীয়েন তামতিসুন্দরীমাহরন্তীমাকর্ষন্তীং প্রেঙ্খোলিকাং সমারূঢ়ে সতি ভগবতি। লাবণ্যামৃতস্য স্রোতস্বতী নদী তস্যাঃ স্রোতঃস্বতীব চপলেন ॥

৩৪। স্বস্বদোলপর্যঙ্কোপরি। অঙ্কে কাঞ্চীবন্ধপ্রদেশে ঊঢ়াঃ কেলিধূলয়ো যাভিস্তাঃ॥

৩৬। বলিতা প্রত্যাশা খেলনাভিলাষো যত্র তদ্‌যথা স্যাত্তথা; প্রত্যাশং দিশি দিশীত্যর্থঃ। অনারতয়া নিরন্তরয়া ভাসুরতয়া সুন্দরতয়া কৃষ্ণদোলস্য সম এব য উচ্ছ্রায় উন্নতিস্তেন লব্ধশোভাসু ॥

ভারে যদি সকলের ধৈর্যমর্যাদা ধুয়ে গেল, তখন তাঁর অবলোকনের জন্য প্রদীপ্ত উৎকণ্ঠায় আকুলা কণ্ঠাগত প্রাণার মতো দেব-দেবাঙ্গনাগণ মধ্য আকাশ ত্যাগ করে ভাল করে দেখবার ইচ্ছায় তদনুরূপ উপস্থিত শ্রদ্ধা-বশতঃ তদনুকূল আকাশমার্গ আশ্রয় করে নিলেন।

চন্দ্রাবল্যাদি গোপীগণের হিন্দোলারোহণঃ

৩৪ অতঃপর ঝুলনা আরোহণ থেকে অঙ্কুরিত অদ্ভুত মাধুর্যবাহী কৃষ্ণকে দেখে নিজ নিজ ঝুলনায় আরোহণ করে গেলেন—আনন্দোচ্ছল নয়না, উত্তমলয়ে মঙ্গলগানে উচ্চস্বরপরিমলবাহিনী এবং খন্টিমেখলায় গোঁজা কেলিধূলিধারিণী চন্দ্রাবল্যাদি কমলনয়নী প্রধানাগণ।

৩৫। এই গোপীদের আরোহণ-ক্রম—মুরারির সম্মুখে চন্দ্রাবলী প্রভৃতি, ভদ্রাদি অন্যগোপীগণ পরিজন সহ দক্ষিণে, শ্যামাদি নিজগণসহ বামভাগে এবং ধন্যাদি সহচরীগণ সহ পশ্চাতে।

ঝুলনা-সমারূঢ়া গোপীগণের হোলীখেলাঃ

৩৬। এইরূপে হোলীখেলাভিলাষে উচ্ছসিত অবস্থায় সেই গোপকন্যাগণ যদি শ্রেষ্ঠতায় কৃষ্ণ-ঝুলনাসম লব্ধশোভন ঝুলনায় সমারূঢ় হয়ে গেলেন, তখন ঐ ঝুলনা সকল নানাবিধ সুন্দরতায় অত্যাধিক চমৎকারিতা ধারণ করল।

৩৭। ততশ্চ, সমমদমেদুরতাভী রতাভী রসদসদস্যতায়াং পূরিতচতুরঙ্গনাভিরঙ্গনাভিরারব্ধে মঙ্গলমধুরগানকলে কলেবরনির্জিতকনকলতারামরামণীয়কাভিমৃ'দুলবীণাপরিবাদিনীবাদিনীভিরপরাভিরপরাভিদুরবগাহমোদাভিরপি নির্মিতেঽমিতে নাদমাধুরীধুরীণে শ্রুতিহর্ষবর্ষে সতি—

ধৃত্বা প্রেঙ্খোলিকায়া গুণমতিললিতং পাণিনৈকেন লীলা-
লাবণ্যৈর্দোলয়ন্ত্যো নিজতনুলতিকাং ভৃঙ্গসঙ্ঘেন সার্দ্ধম্।
মুষ্টিগ্রাহং গৃহীত্বা নিবিড়নিয়মিতাদঞ্চলাৎ কেলিধূলী-
রন্যেনাবল্গুবল্গন্মণিময়বলয়ং চিক্ষিপুঃ পঙ্কজাক্ষ্যঃ॥

৩৮। ততশ্চ, ধূলীনাং ধোরণিঃ সা নভসি তত ইতো ধূয়মানানিলেন
ধ্বান্তং ব্যোম্নি ব্যতানীদ্বিকচনবজবাজাললক্ষ্মীবিড়ম্বি।
দেব্যো দেবাশ্চ দৃষ্টিব্যবধিবিধুরিতাঃ পুষ্পবর্ষপ্রকর্ষৈ-
র্মাধ্বীকস্যন্দকন্দৈর্মুহুরুদয়ি মুহুর্যত্নপূর্বং নিরাস্থুঃ॥

৩৯। ততশ্চ, পর্যন্তস্থৈঃ প্রিয়পরিজনৈশ্চারুদোলায়মানৌ
বৃন্দাদ্যাভির্জয় জয় জয়েত্যুচ্যমানৌ সমন্তাৎ।

৩৭। সমা এব মদেন মেদুরতা যাসাং তাভী রসদা যা সদস্যতা সভ্যতা তস্যাং রতাভিঃ। পূরিতানি চত্বারি প্রাঙ্গণানি যাভিস্তাভিঃ; অপরৈরভিদুরো ভেত্তুমশক্যো দুরবগাহো মোদো যাসাং তাভিঃ। একেন পাণিনা প্রেঙ্খোলিকায়া বামঃ ভাগস্থা বামেন দক্ষিণভাগস্থা দক্ষিণেন পাণিনা ধৃত্বেত্যর্থঃ॥

৩৮। দৃষ্টের্দর্শনস্য ব্যবধিনা ধূলিজালকৃত-ব্যবধানেন বিধুরিতা ব্যাকুলা মুহুরুদয়ি ধূলিধ্বান্তং মুহুরেব যত্নপূর্বক নিরাস্থুর্দূরীচক্রুঃ। কৈঃ? পুষ্পবর্ষপ্রকর্ষৈঃ। কিম্ভূতৈঃ? মাধ্বীকস্য মকরন্দস্য স্যন্দেন ক্ষরণেন কন্দৈর্জলদৈরিবেত্যর্থঃ॥

৩৭। অতঃপর আনন্দে সমভাবে স্নিগ্ধা, রসদায়ী সূক্ষ্ম শিল্প রচনায় নিযুক্তা এবং প্রাঙ্গনচতুষ্টয় ভরে অবস্থিতা অঙ্গনাগণ মঙ্গল মধুর গানকাকলি আরম্ভ করে দিলে, আর অঙ্গবর্ণে কনকলতা বাগানের রমণীয়তাকে পরাজয়কারিণী, মৃদুল সপ্ততার বীণা বাদ্যকারিণী ও অথই আনন্দমত্তা অপর গোপীগণ অপরের ভেদন অযোগ্য অমিত নাদমাধুরীশ্রেষ্ঠ রচনা করলে যখন কর্ণে হর্ষবর্ষা হতে থাকল তখন—

ঝুলনা সমারূঢ়া কমলনয়নীগণ এক হাতে ঝুলনার অতি সুন্দর রজ্জু ধরে লীলা সৌন্দর্যে নিজ তনুলতিকাকে ভৃঙ্গকুলসহ দোলাতে দোলাতে অন্যহাতে মুঠিভরে স্বন্টিমেখলায় গোঁজা থলি থেকে আবির নিয়ে মনোহর মণিবলয়ে ঝঙ্কার উঠিয়ে ছুড়ে ছুড়ে দিতে লাগলেন।

৩৮। সেই ধূলিজাল বায়ুতে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হয়ে প্রস্ফুটিত নব জবা-জালের সদৃশ অরুণ অন্ধকার বিস্তার করল আকাশে। ধূলিজালকৃত ব্যবধানে ব্যাকুল দেবদেবীগণ বার বার উদয়প্রাপ্ত সেই ধূলিজাল অন্ধকারকে বার বার যত্নপূর্ব'ক দূরীভূত করতে লাগলেন, মকরন্দ ক্ষরণে মেঘধর্মী পুষ্পবর্ষণ নিপুণতায়।

৩৯। নিকটবর্তী প্রিয়পরিজনগণ মন্দ মন্দ দোল দিচ্ছেন, চতুর্দিকে বৃন্দাদি জয় জয় জয় উচ্চধ্বনি

লীলালোলং স্বয়মপি মুদা কেলিধূলীঃ কিরন্তৌ
রাধাকৃষ্ণৌ যুবতিনিকরৈঃ রেজতুঃ কীর্য্যমাণৌ ॥

৪০। ততশ্চ, দোলন্তীভিঃ প্রিয়পরিভবপ্রাপ্তয়ে প্রেয়সীভিঃ
ক্ষিপ্তে খেলারজসি মরুতা ধূয়মানে সমন্তাৎ।
ভূয়ঃ ক্ষিপ্তা জতুপুটিকয়া গন্ধসারাদিপঙ্কা
যন্ত্রোন্মুক্তাঃ কিমিব গুলিকাঃ কামদেবস্য পেতুঃ ॥

৪১। ততশ্চ রাধাকৃষ্ণয়োঃ পরিতঃ পরিতস্থুষীভিঃ কলাবতীভির্গন্ধাদিপঙ্ককূপিকানিঃক্ষেপচতুরাশ্চতুরাশাবলয়দোলারোহিণীরমণমণ্ডল্য ইব কুবলয়দৃশস্তাস্তদীয়া এব গন্ধাদিকূপিকাঃ পরিমলতুহস্তেন হস্তেন গৃহীত্বা নিহন্যন্তে স্ম।

৪২। ন খলু তাসামেকাপি কাপি তয়োরঙ্গে রঙ্গেশয়োর্লাগ যদি পুনরপি তাঃ সম্ভুয় ভূয়সা কৌতুকেন কেনচিদ্যুগপদেব পদে বর্ত্তমানা জিগীষায়ামুপর্যুপর্যুপচিতামহমহমিকামাবহন্ত্যস্ত্রিচতুরাস্ত্রিচতুরা এব গন্ধাদিকূপিকা একৈকং নিচিক্ষিপুঃ ॥

৩৯। যুবতিনিকরৈশ্চন্দ্রাবল্যাদিভিঃ ॥
৪০। গন্ধসারাদীনাং চন্দনাদীনাং পঙ্কাঃ ॥
৪১। পরিতঃ সর্বতঃ পরিতস্থুষীভিঃ স্থিতবতীভিঃ সখীভিঃ কর্ত্রীভির্গন্ধাদিকূপিকানাং নিক্ষেপে চতুরাস্তাঃ কুবলয়দৃশশ্চন্দ্রাবল্যাদয়ঃ কর্মভূতা নিহন্যন্তে স্ম। তদীয়াস্তাভিঃ ক্ষিপ্তা এব যা গন্ধাদিকূপিকাস্তা এব হস্তেন গৃহীত্বা তাভিরেব

করছেন, রাধাকৃষ্ণ দুয়ে মিলে নিজেরাও আনন্দে লীলালোল ভাবে কেলিধূলি ছুড়ে ছুড়ে মারছেন, চন্দ্রাবল্যাদি যুবতীগণ তাঁদের দুজনকে কেলিধূলি ছুড়ে ছুড়ে দিচ্ছেন, এইরূপে রাধাকৃষ্ণ দুজনে ঝুলনা উপরি শোভা পেতে লাগলেন।

৪০। প্রিয়কে পরাজিত করবার জন্য দোলনী প্রেয়সীদের দ্বারা ছুড়ে মারা খেলারজ চতুর্দিকে বাতাসে দোল খেতে থাকলে পুনরায় চন্দনাদি পঙ্ক লাক্ষাপুটিকায় ভরে ছুড়ে মারলে মনে হল যেন কামদেবের যন্ত্রে মুক্ত গুলি এসে এসে পড়ছে।

৪১। অতঃপর রাধাকৃষ্ণের চতুর্দিকে বিরাজমানা, গন্ধাদি কূপিকা ছোড়নে চতুরা সখীগণ চতুর্দিকের ঘেরস্থ দোলায় আরূঢ়া, চন্দ্রমণ্ডলের মতো শোভমানা চন্দ্রাবল্যাদি কমলনয়নাগণকে আঘাত করলেন—পরিমল ভাণ্ডস্বরূপ গন্ধাদি কূপিকা দ্বারা, যা চন্দ্রাবল্যাদির সখীগণ রাধাকৃষ্ণকে লক্ষ্য করে ছুড়ে মারলে খপ করে হাতে ধরে নিয়েছিলেন তাঁরা।

৪২। চন্দ্রাবলী প্রমুখার ছোড়া কূপিকা একটাও যদি ঝুলন-খেলার অধিপতি রাধাকৃষ্ণের অঙ্গে লাগলো না, তখন তাঁরা পুনরায় মিলিত হয়ে জয়াভিলাষ ব্যাপারে স্থিত হয়ে 'আমি জিতবো আমি জিতবো' এইরূপে উর্ধ্বে উর্ধ্বে উচ্ছলিত স্পর্ধা ধারণ করে তিন চার জন সুন্দরী প্রত্যেকে তিন চারটি করে কূপিকা কোনও মহান্ কৌতুকে ছুড়ে মারলেন।

৪৩। ততশ্চ, আবেগস্য জবেন তেন মহতা নির্ভজ্য বিভ্রশ্যতো
ভূমৌ জাতুষকোষতোঽতিমৃদুলান্নিঃসৃত্য দূরং গতৈঃ।
গন্ধৈরাগুরবৈর্ঘনৈর্মলয়জক্ষোদৈশ্চ গোলায়িতৈ-
র্ভিত্বাণ্ডং খগপোতকৈরিব বহির্ভূতৈর্নিপেতেঽভিতঃ॥

৪৪। তেষাং যে ব্রজরাজসূনুনিকটে বেগাৎ সমং সর্বতঃ
ক্ষিপ্তানাং নিপতন্তি তানরহয়ন্ পার্শ্বস্থতাঃ সুভ্রুবঃ।
যে বা কেঽপি লগন্তি তস্য জলদশ্যামে প্রতীকেঽভিত-
স্তানালুম্পতি রাধিকা স্মিতমুখী স্বেদচ্যুতা পাণিনা॥

৪৫। এবং দোলায়মানমানকুতুকিত-চকোরকীকৃতকোরকীকৃতলোচন চমূরুলোচনাচমূরুলোচনাহ্লাদন-মাদনবর্ত্মধরস্তদিতরবিধাবলসো বলসোদরোঽদরোদীর্ণমদঘূর্ণায়মাননয়নো বিলাসচতুরং চতুরঙ্গনাভিমুখ্যং মুখ্যং

ইত্যর্থঃ॥

৪২। জিগীষায়াং পদে জিগীষারূপে ব্যবসায়ে বর্তমানাস্ত্রিচতুরাস্তিস্রশ্চতস্রো বা সুন্দর্য একৈকং প্রত্যেকমেব তিস্রশ্চতস্রো বা কূপিকা যুগপচ্চিক্ষিপুঃ॥

৪৩। বিভ্রশ্যতো জাতুষকোষতঃ সকাশাৎ॥

৪৪। তেষাং ক্ষিপ্তানাং গন্ধাদীনাং মধ্যে। অরহয়ন্ নিবারয়ামাসুরিত্যর্থঃ। প্রতীকে অঙ্গে। স্মিতমুখীতি ভাববিশেষোদয়াৎ। পাণিনা লুম্পতীতি তন্মিষেণৈব তদঙ্গস্পর্শোঽপি ঘটিতঃ। অতএব স্বেদচ্যুতেতি সাত্ত্বিকবিকারঃ প্রস্বেদঃ॥

৪৫। দোলায়মানানি ধৈর্যাপগমে সতি চপলীভূতানি চ মানকুতুকিতানি গর্বৌৎসুক্যযুক্তানি চ চকোরকীকৃতানি সৌভাগ্যরসাস্বাদয়োরাধিক্যাচ্চন্দ্রানুকম্পিত চকোর-সদৃশীকৃতানি চ তদানীমেব কিঞ্চিল্লজ্জোদয়বশাৎ কোরকীকৃতানি চ

৪৩। অতঃপর সেই মহান্ পরাক্রমের বেগে ভগ্ন লাক্ষাকোষ থেকে অতি মৃদুল বলে নিঃসৃত হয়ে দূরে গিয়ে ভূমিতে ছিটিয়ে পড়া অগুরুগন্ধ ও ঘনচন্দনচূর্ণদ্রব দেখে মনে হল, এ যেন অণ্ড ভেঙ্গে বাইরে এসে চতুর্দিকে ছিট্‌কে পড়া পক্ষীশাবক।

৪৪। চতুর্দিক থেকে একযোগে বেগে ছুড়ে দেওয়া সেই গন্ধপঙ্কাদির মধ্যে যা ব্রজরাজ সুনুর নিকটে এসে পড়ছিল, তা পার্শ্বস্থিত সুভ্রূগণের দ্বারা নিবারিত হচ্ছিল। কোনও দিক্ থেকে কোনও একট যদি বা এসে কৃষ্ণের জলদশ্যাম অঙ্গে লেগে যাচ্ছিল, তা স্মিতমুখী রাধা তাঁর স্বেদাক্ত (সাত্ত্বিক বিকার) হস্তে মুছে দিচ্ছিলেন।

৪৫। গোপীদের অবস্থা দেখে কৃষ্ণের ধৈর্যচ্যুতি হল। তিনি চঞ্চল হয়ে উঠলেন। গর্ব-উৎকণ্ঠায় আকুল হলেন। চন্দ্রানুকম্পিত চকোরের মতো লজ্জোদয়ে আধবোজা চোখে যাঁরা সৌভাগ্য-রসাস্বাদনে কৃষ্ণের দিকে চেয়ে আছেন সেই হরিণনয়নীদের আরও অধিক নয়নানন্দ জন্মানোর জন্য শুধুমাত্র কন্দর্প রচিত বিধিতে চলতে থাকলেন, অন্য নিয়মের প্রতি অলস কৃষ্ণ তখন। বলরাম-সহোদরের উপযুক্ত ভাবেই কড়ামদে ঘূর্ণায়মান্

পক্ষমভিলষন্ কদাচিৎ কেলিকলাকলাপদক্ষিণা দক্ষিণাশাবর্ত্তিনী রমণীমণীর্দোলন্তীঃ কিরন্তীশ্চারুণ্যবিলসৎকরেণুচয়ং করেণুচয়ং জয়ন্তীর্বৈজয়ন্তীর্বৈদগ্ধীনামিব, কদাচিচ্চ বলমানমুত্তরামুত্তরাশাবিলাসিবিলাসিনীশ্রেণিম্ কদাচিদপি রসবিলাসৈরপশ্চিমাশাং পশ্চিমাশাং প্রতিপদ্য দোলন্তীং কুবলয়বলয়তিরস্কারিদৃশাং তাদৃশাং তারুণ্যবতীনামালীমালীজনৈস্তথাবিধৈঃ সহিতাম্ কদাচন পূর্বকাষ্ঠাহপূর্বকাষ্ঠাপরিপ্রাপ্তদোলারোহা বরারোহা বরামোদবতীরবেক্ষমাণো দোলন্নেব গুণবারাধিকয়া রাধিকায়া সহ করপদ্মপদ্মরাগরুচিধূলীধূলীলয়া সর্বা এব পরাবভূব ॥

৪৬। এবং স্মিতবিকসিতবদননীরজো রজোভরেণ তাঃ পরাভূয় ভূয় এব রসকুতুলবিক্রমেণ ক্রমেণ হরিহরিদাদি-হরিচ্চতুষ্টয় তুষ্টয় এব তত্তদভিমুখীভূয় দোলতো দ্বিবিধ এব দোল আসীৎ ॥

লোচনানি যস্যাস্তথাভূতা যা চমূরুলোচনাচমূর্হরিণনয়নাবিততিস্তস্যা উরু অধিকং লোচনাহ্লাদমেব মাদনব্রতং কন্দর্পপ্রণীতনিয়মং ধরতীতি তথা সঃ। তত্রৈব নিষ্ঠাকৈবল্যেন তস্য ধীরললিতত্বং সূচয়ন্নাহ—তদিতরবিধৌ অলস ইতি। চতুর্ষু পূর্বাদিদিগ্‌গতেষ্বঙ্গনেষু প্রাঙ্গণেষ্বাভিমুখ্যং যেন তথাভূতং পক্ষমভিলষন্নিচ্ছয়াঙ্গীকুর্বন্। কদাচিদ্দক্ষিণাশাবর্তিনী রমণীমণীর্দোলন্তীরবেক্ষমাণঃ করপদ্মধৃত পদ্মরাগরুচি-ধূলীনাং ধূলীলয়া পরাবভূব। আরুণ্যেন বিলসৎ কং সুখং যস্মাৎ তথাভূতং রেণুচয়ং করেণুচয়ং হস্তিনীসমূহং জয়ন্তীর্বৈজয়ন্তীঃ পতাকাঃ। বলমানমুত্তরামতিশয়েন প্রবলানন্দান্; উত্তরস্যাং দিশি বিলসিতুং শীলং যস্যাঃ সা চাসৌ বিলাসিনী শ্রেণিশ্চেতি তাম্। অপশ্চিমা অনপকৃষ্টা আশা মনোরথো যস্যাস্তাং তারুণ্যবতীনামালীং শ্রেণীম্। পূর্বকাষ্ঠায়াং পূর্বদিশি অপূর্বা যা কাষ্ঠা কৃষ্ণদোলপর্যঙ্কস্য কৃষ্ণস্য চ সম্মুখত্বাদদ্ভুত উৎকর্ষস্তাম্; পরিপ্রাপ্তং দোলপর্যঙ্কমারোহয়ন্তীতি তাঃ; "কাষ্ঠোৎকর্ষে স্থিতৌ দিশি" ইত্যমরঃ। গুণবারেণ গুণসমূহেন অধিকয়া ॥

৪৬। হরিহরিৎ পূর্বা দিক্, তদাদিদিক্চতুষ্টয়স্য তুষ্টয়ে, দোলতো দোলনতঃ ॥

নয়ন কৃষ্ণ পূর্বাদি চতুর্দিকের প্রাঙ্গন অভিমুখী হয়ে বিরাজমানা মুখ্যা গোপীমণ্ডলীকে আপন স্বচ্ছন্দত য় খেলায় অঙ্গীকার করে কদাচিৎ কেলিকলা সমূহে পরম চতুর দক্ষিণদিক্‌বর্তিনী রমণীদিকে রং এ রং-এ পরাভূত করে দিলেন—এঁরা তৎকালে ঝুলনায় ঝুলতে ঝুলতে লাল টকটকে আবির কৃষ্ণের দিকে ছুড়তে ছুড়তে মত্ততায় হস্তিনীদের পরাভূত করছিলেন, আর বৈদগ্ধীর পতাকার মতো শোভা পাচ্ছিলেন। কদাচিৎ অতিশয় প্রবল আনন্দযুক্তা ও উত্তর দিকে বিলাস স্বভাবা বিলাসিনী শ্রেণীকে পরাভূত করলেন। কদাচিৎ রসবিলাসে অতি বেগবান্ মনোরথযুক্তা পশ্চিমদিকে বিরাজমানা হয়ে ঝুলনরতা, কমলমণ্ডল তিরস্কারিণী নয়না এবং তাদৃশী তারুণ্যবতী গোপী শ্রেণীকে তাঁদের সখীজনের সহিত পরাভূত করলেন। আবার কখনও পূর্বদিকে কৃষ্ণ ঝুলনার তথা কৃষ্ণের সাম্মুখ্য হেতু অদ্ভুত উৎকর্ষপ্রাপ্ত ঝুলায় আরোহিনী ও শ্রেষ্ঠ আমোদবতী সুন্দরীদের সকলকে পরাভূত করলেন— গুণগণে সর্বশ্রেষ্ঠা রাধাসহ একাসনে ঝুলতে ঝুলতেই করপদ্মস্থিত পদ্মরাগ কান্তি আবির খেলারঙ্গে।

৪৬। এইরূপে স্মিত প্রফুল্ল মুখকমল কৃষ্ণ আবিরে আবিরে গোপীদের পরাভূত করে দেওয়ার পর পুনরায় পূর্বদিক্ চতুষ্টয়ে ক্রমানুসারে বিরাজমানা গোপীদের তুষ্টির জন্য তাঁদের প্রত্যেকের দিকে ক্রমানুসারে মুখ করে রসকুতুহল-বিক্রমে দোল খেতে থাকলে ঝুলনলীলা দুই ভিন্ন প্রকারের হল।

৪৭। তথা হি— সাম্মুখ্যং যদি পূর্বপশ্চিমদিশোর্দোলস্তদা সম্মুখঃ
সাম্মুখ্যং যদি দক্ষিণোত্তরদিশোর্দোলস্তদা পার্শ্বগঃ।
এবং সম্মুখ-পার্শ্ব দোলকুতুকে হারস্য বন্যস্রজঃ
শ্রীমৎকুণ্ডলয়োশ্চ তস্য সমভূদ্দোলোৎসবস্তাদৃশঃ॥

৪৮ এবমহরহরহো রহোবিলাসা বিলাসাম্বুধেস্তস্য নিত্যভূতাঃ প্রকটাপ্রকটতয়ৈব সমুজ্জৃম্ভন্তে স্ম॥

৪৭। পূর্বপশ্চিমদিশোর্যদি সাম্মুখ্যং পূর্বাভিমুখীভূয় পশ্চিমাভিমুখীভূয় বা যদা কৃষ্ণো দোলতীত্যর্থঃ, দোলস্তদা সম্মুখঃ, দোলনক্রিয়াপি পূর্বাভিমুখী পশ্চিমাভিমুখী চেতি তস্যাঃ স্বমুখাগ্রেতনদেশচারিত্বেন সাম্মুখ্যাং। দক্ষিণোত্তরদিশের্যদি সাম্মুখ্যং দক্ষিণাভিমুখীভূয় উত্তরাভিমুখীভূয় বা যদি কৃষ্ণো দোলতীত্যর্থঃ, দোলস্তদা পার্শ্বগ ইতি দোলক্রিয়ায়া-সদৈব পূর্বপশ্চিমাভিমুখীভাবেন স্থিতৈরৈকরূপ্যাৎ। এবমেব হারস্যেতি হারাদীনামপি কৃষ্ণস্য পূর্বাভিমুখত্বে সম্মুখ এব দোলোৎসবঃ, দক্ষিণাভিমুখত্বে পার্শ্বগস্তিরশ্চীনতয়েতি।।

৪৮। অথ (ভা০ ১০।৩৫।১) "গোপ্যঃ কৃষ্ণে বনং যাতে তমনুদ্রুতচেতসঃ। কৃষ্ণলীলাঃ প্রগায়ন্ত্যো নিন্যুর্দুঃখেন বাসরান্।।" ইত্যাদিক দশমস্কন্ধ-পঞ্চত্রিংশাধ্যায়-গত-প্রতি যুগলপদ্য গীতবংশীবাদন লীলায়াঃ শ্রীব্রজসুন্দরীজন বিরহময়ত্বং তদুপরিতনারিষ্ট-কেশ্যাদি বধলীলায়াশ্চানতিমাঙ্গল্যং তদুপরিতনাক্রুরাগমনাদিলীলায়াশ্চানুরাগি ভক্তজন-বিক্ষোভকত্বং তদুপরিতনরঙ্গপ্রবেশাদিলীলানামবৃন্দাবনীয়ত্বং পর্যালোচ্য নিখিলসুহৃদয়সমুদয়মুকুটমণিঃ সোঽয়ং গ্রন্থকারঃ সুখময়দোলোৎসবরসাবসর এব স্বগ্রন্থপরিসমাপ্তিমভিলষন্নাহ—এবমিতি। অহো আশ্চর্যভূতা রহোবিলাসা রহস্যলীলাঃ প্রকটাপ্রকট-ঃ তয়ৈব ত এব বিলাসা যদি কদাচিৎ প্রপঞ্চগোচরীকৃতাস্তদা প্রকটতয়া, যদা চ তদগোচরীকৃতাস্তদাঽপ্রকটতয়েত্যর্থঃ।।

৪৭। তথা হি পূর্বাভিমুখী বা পশ্চিমাভিমুখী হয়ে কৃষ্ণ যখন দোল খেতে লাগলেন, তখন ঝুলনা ঝুলতে লাগল ঐ ঐ দিক্ সম্বন্ধে মুখামুখী হয়ে। দক্ষিণ বা উত্তর দিকে মুখ করে কৃষ্ণ যখন দোল খেতে লাগলেন, তখন ঝুলনা ঝুলতে লাগল ঐ ঐ দিক্ সম্বন্ধে পাশাপাশি হয়ে। কারণ ঝুলনার গতি তো সর্বদাই আগে পাছে পূর্বপশ্চিমমুখী। এইরূপে কৃষ্ণের মুখামুখী ও পাশাপাশি ঝুলনানন্দে তাঁর হার-বনমালা ও শোভায় উজ্জ্বল কুণ্ডলের ঝুলনোৎসব তাঁর সাথে সাথে তাল মিলিয়ে একই প্রকার হতে থাকল।

প্রকট-অপ্রকট দুইরূপে নিত্যলীলা স্থাপন ঃ

৪৮। (অতঃপর শ্রীমদ্ভাগবতের ৩ অধ্যায়ে যুগলপদ্ম-গীত এবং বংশীবাদন লীলার শ্রীব্রজসুন্দরীজনের বিরহময়ত্ব, আরও আগে অরিষ্ট-কেশীপ্রমুখ অসুরবধলীলার অনতিমাঙ্গল্য আরও আগে অক্রুর আগমনাদি লীলাতে অনুরাগী ভক্তজনের বিক্ষোবকত্ব,আরও আগে রঙ্গ প্রবেশলীলার অবৃন্দাবনীয়ত্ব পর্যালোচনা করে নিখিল রসিককুল-মুকুটমণি গ্রন্থকার কবি কর্ণপূর সুখময় দোলোৎসবরস অবসরেই নিজের গ্রন্থের পরিসমাপ্তি ইচ্ছা করে বললেন —)

এইরূপে বিলাসনিধি —শ্রীকৃষ্ণের আশ্চর্যস্বরূপা ও নিত্যস্বরূপা রহস্যলীলা প্রকট অপ্রকট দুইরূপে অহরহ অতি উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশিত থাকে।

৪৯। ন তস্যাস্তে শক্তির্নহি ভবিতুমীদৃক্ প্রভবতো
ন সিদ্ধাদের্ভেদান্ন কমলদৃশস্তাশ্চ বিবিধাঃ।
ন বৃন্দারণ্যস্যার্হতি ন খলু তস্যাপ্রকটতা
কথং তস্মিন্নিত্যং ন ভবতু হরেঃ কেলিললিতম্॥

৫০। কিংবা, য একঃ কান্তানাং পুরি পুরি সহস্রাষ্টকযুগ-
প্রসংখ্যানাং পাণিগ্রহণকুতুকে তত্র যুগপৎ।

৪৯। ননু তেষাং প্রপঞ্চাগোচরত্বেন সত্ত্বে কিং প্রমাণেমিতি চেৎ (ভা০ ১০।৯।৪৮) "জয়তি জননিবাসঃ", "ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্"ইত্যাদি শ্রী ভাগবতাদিবচনসূচিত লীলানিত্যত্বপ্রমাণিতা তদচিন্ত্যা শক্তিরেবেত্যবিশ্বাস নিরাসায় সাক্ষেপমাহ—ন তস্যাস্তে ইতি। তস্য প্রভবতঃ প্রভোঃ কৃষ্ণস্য ঈদৃগ্ ভবিতুমুক্তন্যায়েন প্রকটাপ্রকট নিত্যলীলাস্পদীভবিতুং শক্তির্নাস্তে ন, অপি ত্বাস্তে এবেত্যর্থঃ। তাশ্চ তৎপ্রেয়স্যঃ কমলদৃশো ব্রজযুবতয়ো নাসতে ন, অপি ত্বাসত এব। কীদৃশ্যঃ? সিদ্ধাদের্ভেদাৎ সিদ্ধা নিত্যসিদ্ধাঃ, শ্রুতিরূপা মুনিরূপা ইতি ভেদাদ্বিবিধাঃ। তস্য বিলাসস্থানস্য বৃন্দারণ্যস্যাপ্যপ্রকটত্য প্রপঞ্চলোকাদৃশ্যত্বং নার্হতি ন, অপি ত্বর্হত্যেব। অতঃ কথং কেলিললিতং নিতং ন ভবতু? হে মহাবাদিন্! ইদন্তাবন্ময়া পৃষ্ঠস্ত্বমেব প্রতিব্রূহীতি ভাবঃ॥

৪৯। (শ্রীকৃষ্ণের প্রপঞ্চ অগোচর স্থানের স্থিতি অর্থাৎ অপ্রকট স্থিতি সম্বন্ধে প্রমাণ কি? এরূপ যদি পূর্বপক্ষ হয়, তার উত্তরে বক্তব্য শ্রীমদ্ভাগবতে 'জয়তি জননিবাস' শ্লোকে বর্তমান প্রয়োগে লীলার নিত্যত্ব স্থাপিত হয়ে আছে, অতঃপর এ সহজেই বুঝা যায় ভগবানের যে অচিন্ত্য শক্তিতে তাঁর লীলার নিত্যত্ব রক্ষা হচ্ছে, তা দ্বারাই তার প্রকট অপ্রকট স্থিতিও সম্ভব হয়। পূর্বপক্ষের অবিশ্বাস নিরাস করবার জন্য আক্ষেপের সহিত বলা হচ্ছে—)

সেই অচিন্ত্যশক্তিধর কৃষ্ণের প্রকট-অপ্রকট নিত্যলীলাস্থলী হওয়ার শক্তি নেই, তা নয়। তাঁর প্রেয়সী কমল নয়না যুবতীগণ সিদ্ধা-নিত্যসিদ্ধ-শ্রুতিরূপা-মুনিরূপা ভেদে বিবিধ হন না, তা নয়। তার বিলাসস্থলী বৃন্দাবনের অপ্রকট স্থিতি হতে পারে না, তা নয়। কাজেই প্রকট অপ্রকট নিত্যবৃন্দাবনে শ্রীহরির সুন্দরলীলা কেন নিত্য হবে না? (হে তর্কপ্রিয়জন! এইটুকু মাত্রই আমার জিজ্ঞাসা, উত্তর দেও দেখিনি—এখানে কথার ভঙ্গী এইরূপ।)

৫০। (এইপ্রকার প্রকট অপ্রকট যাবতীয়লীলা যুগপদ্ই নিত্যরূপে বিদ্যমান্ থাকে কি? অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড সমুদায়ের মধ্যে যখন যে ব্রহ্মাণ্ড সমুদায়ে তাঁর দ্বারা যে লীলা প্রকাশিত হয়ে সমাপ্ত হয়, সেই লীলাই তা থেকে অন্য ব্রহ্মাণ্ড সমুদায়ে আরব্ধ হয়ে প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই সব ব্রহ্মাণ্ড ছাড়া অন্য কোন ব্রহ্মাণ্ডে আরম্ভই হয় না তো প্রকাশ-সমাপ্তির আর কথা কি? এইরূপ রীতিতে যাবতীয় প্রকট লীলাই যথাস্থান ক্রমে নিত্যই হয়ে থাকে। "জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য যেন ফিরে রাত্রি দিনে। সপ্তদ্বীপাম্বুধি লঙ্ঘি ফিরে ক্রমে ক্রমে॥" কিন্তু অপ্রকটে সেই লীলা সদাই অপ্রকটরূপে ভাগবতামৃতোক্ত লক্ষণের দ্বারা অনন্ত প্রকাশে বিরাজমান্ থাকেন। এখানে তারই দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে 'য এক' ইতি।)

বিশন্ পৌরৈঃ সার্ধং কথমথ গুরূণামবিদুষাং
স্বকীয়ং নানাত্বং স্বমিব বিনিবেশং ব্যরচয়ৎ ॥

৫১। স্থিতো বৃন্দারণ্যে সততমপি তাভির্মধুপুরীং
গতশ্চাসাং তদ্বদ্বিরহরুজমপ্যারচিতবান্ ।
অতোঽতর্ক্যৈশ্বর্য্যে পুরুমহিমনি শ্রীভগবতি
ব্রজেশ্বর্য্যাঃ সূনৌ ন কিমপি বিচিত্রং বিলসতি ॥

৫০। কিং বেতি যুগপদেব প্রকটাপ্রকটাশ্চ সর্বা এব লীলা নিত্যাভূতা এব বর্তন্ত ইত্যর্থঃ। তথা হি—অনন্ত-কোটিব্রহ্মাণ্ডসমুদায়েষু মধ্যে যদা যত্র ব্রহ্মাণ্ডসমুদায়ে তেন যা লীলা প্রকাশ্য সমাপ্যতে, সৈব লীলা তদপরস্মিন্ ব্রহ্মাণ্ড-সমুদায়ে আরভ্য প্রকাশ্যতে, তদপরত্র চ নৈবাপ্যারভ্যতে, প্রকাশসমাপ্ত্যোঃ কা বার্তা ? এবং রীত্যা প্রকটা অপি সর্বা লীলা যথাস্থানং পর্যায়েণ নিত্যা এব, অপ্রকটাস্ত তা এব লীলাঃ সদৈবাপ্রকটতয়া ভাগবতামৃতোক্তলক্ষণৈরনন্তপ্রকাশে বর্তন্ত এবেত্যত্র নিদর্শনমাহ—য এক ইতি। স্বকীয়ং নানাত্বং গুরূণাং বসুদেবাদীনামপি কথং কেন প্রকারেণ ব্যরচয়ৎ ? উপলক্ষণমেতৎ পৌরাণামপি, কিন্তু অবিদুষামাত্মনাং বহুপ্রকাশাবির্ভাবানুসন্ধানরহিতানাম, অতঃ পুরি পুরি স্বং বিনিবেশ-মিব তেষাং বিনিবেশং ব্যরচয়ৎ। যতঃ (ভা° ১০।৬৯।২) "চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা" ইতি প্রমাণতঃ কায়ব্যূহং বিনৈব যথা স্বস্য তেষাঞ্চ নানাত্বং ব্যরচয়ৎ, অত্রাপি তস্য তথা কর্তুং কিমশক্যমিতি ভাবঃ ॥

৫১। অতো "বৎসৈর্বৎসতরীভিশ্চ সাকং ক্রীড়তি মাধবঃ। বৃন্দাবনান্তরগতঃ সরামো বালকৈর্বৃতঃ ॥" ইত্যাদ্যার্য-বচনপ্রামাণ্যেন তাদৃশশক্তিমানসৌ বৃন্দারণ্যে সততং স্থিতোঽপি মধুপুরীং গতস্তাভিঃ সদা বিহরন্নপি বিরহরুজমপ্যার-চয়দপ্রকটপ্রকটপ্রকাশাভ্যাং ক্রমেণেতি ভাবঃ। অত্র অতর্ক্যৈশ্বর্য ইত্যাদি হেতুচতুষ্টয়মুত্তরোত্তর প্রধানম্। ব্রজেশ্বর্যাঃ সূনাবিতি যদি দেবকীসূনৌ মহিষীবিবাহাদৌ তাদৃশত্বম্, তদা ততোঽপি পরমপূর্ণতম-প্রকাশে ব্রজেশ্বর্যাঃ সূনৌ তত্র কিমদ্ভুতমিতি ভাবঃ ॥

দ্বারকাপুরীর ষোলহাজার মহিষীর পাণিগ্রহণ কৌতুকে সেখানে যুগপৎ প্রতি মন্দিরে একেলা শ্রীকৃষ্ণ পুরবাসিদের সাথে প্রবেশ করতে করতে নিজের অনেক মূর্তি প্রকাশের মতো নিজগুরুবর্গ বাসুদেবাদিরও বহু প্রকাশের সহিত একসাথে প্রবেশ রচনা কি করে করলেন ? নিজেদের বহু মূর্তির প্রকাশ বাসুদেবাদি কিন্তু জানতেও পারল না কায়ব্যূহ বিনাই যেমন নিজের এবং বসুদেবাদি পুরবাসিদের বহুমূর্তিতে প্রকাশ রচনা করলেন তেমনই এই বৃন্দাবনেও কেন-না সমর্থ হবেন কৃষ্ণ।

৫১। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমানুসারে তাদৃশ শক্তিমান্ কৃষ্ণ (অপ্রকট) বৃন্দাবনে সতত থেকেও মধুপুরী চলে গেলেন। সেইরূপে (অপ্রকটে) গোপীগণের সঙ্গে বিহার করতে থাকলেও বিরহ তাপ রচনা করলেন অপ্রকট-প্রকট প্রকাশে যথাক্রমে। তাই বলা হচ্ছে, অতর্ক ঐশ্বর্যবান্ মহাম হম যশোদসুত শ্রীভগবানে অদ্ভুত কিছুই খেলা করে বেড়াচ্ছে না। যদি মহিষী বিবাহাদিতে দেবকী সুনুতেই তাদৃশ ঐশ্বর্যের প্রকাশ সম্ভব, তবে তার থেকে পূর্ণতম প্রকাশ যশোদা সুনুতে এ আর অদ্ভুত কি ? এ তাঁর নিকট অতি স্বাভাবিক।

৫২। চৈতন্যকৃষ্ণকরুণোদিতবাগ্বিভূতি- স্তন্মাত্রজীবনধনস্য জনস্য পুত্রঃ।
শ্রীনাথপাদকমল-স্মৃতিশুদ্ধবুদ্ধি- শ্চম্পূমিমাং রচিতবান্ কবিকর্ণপূরঃ॥

ইত্যানন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলালতাবিস্তারে দোলোৎসবো
নাম দ্বাবিংশঃ স্তবকঃ॥ ২২॥
সমাপ্তশ্চায়ং
শ্রীমদানন্দবৃন্দাবনচম্পূনামা গ্রন্থঃ।

৫২। তন্মাত্রজীবনধনস্য শ্রীশিবানন্দসেনস্য॥

ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবন-টীকায়াং শ্রীসুখবর্ত্তিন্যাং দ্বাবিংশস্তবকসঙ্গমনম্। ২২॥

সন্তঃ সন্ততশস্তমেহিতহিত-প্রারম্ভ-সম্ভাবিতঃ, সর্বেষামপি কিং পুনর্মম নমৎশীর্ষ্ণঃ স্বধৃষ্ণগ্ধিয়ঃ।
তেনৈষাং ক্ষণমীক্ষণক্ষণমিয়ং টীকা ন কিং লপ্স্যতে, শুদ্ধিং বুদ্ধিমতাং মতামথ ততঃ প্রাপ্যৈব রাজিষ্যতে॥

রাধাসরস্তীরকুটীরবর্তিনঃ, প্রাপ্তব্যবৃন্দাবনচক্রবর্তিনঃ।
আনন্দচম্পূবিবৃতিপ্রবর্তিনঃ, সন্তো গতির্মেঽস্তুমহানিবর্তিনঃ॥

সমাপ্তেয়ং শ্রীশ্রীসুখবর্ত্তনী টীকা॥

৫২। শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণ করুণোদিত কবিত্ববিদ্যাসম্পত্তিযুক্ত, তন্মাত্রজীবনধন শিবানন্দ সেনের পুত্র, শ্রীনাথপাদ কমল-স্মৃতি থেকে প্রাপ্ত শুদ্ধবুদ্ধিযুক্ত কবিকর্ণপুর এই চম্পূ রচনা করল।

ইতি শ্রীআনন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলালতা বিস্তারে
দোলোৎসব নামক দ্বাবিংশ স্তবক।
সমাপ্ত

ইতি শ্রীরাধাচরণ নূপুরে হরেকৃষ্ণেতি বাদনেচ্ছু দীন মনিকৃত শ্রীআনন্দবৃন্দাবনচম্পূ-
বঙ্গানুবাদ সন ১৩৮৯ নিত্যানন্দ ত্রয়োদশী দিনে
সমাপ্ত

পূর্ব প্রকাশিত গ্রন্থ সম্বন্ধে
আশীর্বাদ ও অভিমত

শ্রীমন্নামামৃতসিন্ধু-বিন্দু

শ্রীমণীন্দ্রনাথ গুহ বিরচিত

বৈরাগ্যবিদ্যাভক্তিযোগনিষ্ঠ পরমভাগবত শ্রীবৃন্দাবনবাসী **শ্রীশ্রীঅমর সেন** (*Dr. Amar Sen M. S.*) মহাশয়ের স্বতঃস্ফূর্ত ভাবাভিব্যক্তি।—

***আপনার প্রণীত শ্রীমন্নামামৃতসিন্ধু-বিন্দু পুস্তিকাটি শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়াছিলাম— তাহা আমি বিশেষ আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়া আপনার চরণে বার বার প্রণাম জানিয়েছি। শ্রীনামের আশ্রয়ই আমাদের মুখ্য সাধন। এই নামের সাধন কালে সাধকের অন্তরে যা যা সমস্যা উদিত হইতে পারে সেই সমস্যাগুলি প্রশ্নাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া—তাহার সমাধান গুলি আপনি অতি অপূর্ব ভাবে শাস্ত্র প্রমাণসহ উল্লিখিত করে আমাদের সাধক জগতে এক মহান্ বস্তু দান করেছেন—আমরা সকল বৈষ্ণব মতাবলম্বী সাধকই আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।—

ইতি শ্রীবৈষ্ণবদাসানুদাস

অমর সেন

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক

শ্রীমন্মহাকবি কর্ণপূর বিরচিত

সম্পাদক—শ্রীমণীন্দ্রনাথ গুহ

বহু গোস্বামিগ্রন্থের সম্পাদক ভজনানন্দী রসবিৎ

পণ্ডিতপ্রবর **শ্রীমৎ প্রেমানন্দ দাস** ভক্তিশাস্ত্রী বাবাজী মহারাজ—বৃন্দাবন

আপনার অনুবাদিত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক আমার নিত্যপাঠ্য—রোজই ইহার কয়েকটি শ্লোক আমি আস্বাদন করে থাকি।

অনুবাদ বিশুদ্ধ ও আক্ষরিক হয়েছে—মূলের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রক্ষা করে অনুবাদের ভাষা নৃত্যের ছন্দে প্রবাহমানা। এমন সর্বাঙ্গ সুন্দর একখানি সংস্করণ পূর্বে দেখি নাই—শ্রীগৌরহরির সাক্ষাৎ কৃপা বিনা এমন সুন্দর অনুবাদ সম্ভব হয় না। গৌরলীলারস-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রেরই এই অনুবাদ পরম আস্বাদনীয় হইবে, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি।

আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ স্বতঃই আপনার উপর বর্ষিত হচ্ছে। আপনি এইরূপ মহৎকার্য্যে ব্রতী থাকিয়া জগতের মঙ্গল বিধান করুন শ্রীগৌরচরণে ইহাই প্রার্থনা।

যুগান্তর ২৩।৭।৭৩ ঃ পথচলিত—ভ্রাম্যমান ঃ

পরবর্তী বই হল কবি কর্ণপূর রচিত সংস্কৃত শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকের টীকা টিপ্পনী সহ মূল ও **মনোরম বাংলা অনুবাদ**। আপন চোখে দেখা মহাপ্রভুকে এই নাটকে এবং চৈতন্যচরিত মহাকাব্যে উজ্জ্বল আনন্দঘন মূর্তিতে এঁকেছেন তিনি।

সেই অতুলনীয় গ্রন্থটি নিষ্ঠা সহকারে সম্পাদন করেছেন বৈষ্ণবদর্শন ও ধর্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত শ্রীমণীন্দ্রনাথ গুহ—তাঁর কীর্তি স্মরণীয় হবে।

অমৃতবাজার পত্রিকা—১৫ই জুলাই ১৯৭৩ ঃ

TRANSCENDENTAL BEAUTY

This drama composed by the great poet Karnapur, in whose heart miraculous poetic genius was illuminated only at the age of seven by the licking of the toe of Sree Sree Sreeman Mahaprabhu is not merely a drama but an epic. The transcendental beauty, qualities and Leela Madhuri of Sree Gauranga have been depicted in this book in a most sweet, melodious and heart-consuming manner; and the delicate philosophical propositions in a most convincing way.

Further in this drama the flow of exceedingly sweet 'Prem Rash' of Gour Leela being blended with His 'Prem Bairagi Bhab' has culminated in a wonderful stream of nectar to be catered among the celestial love-hungry devotees of Sree Gouranga as a wonderfully tasty treat of Divine love and as a fountain of Eternal Peace of mind to the materialistically perturbed worldly minded people.

This wonderful volume has been translated by the author of many famous books on religion. Thanks to the literary compositional acumen of Sri Guha—the want of a fair and square translation of of this book which was hitherto felt has been eliminated.

The translation has been literal and there has been no lapse of any idealistic thought and sentiment in spite of its being converted into a different language and the fluency and freeness of the Bengali language hav not been hampered anywhere. It must be admitted that the Bengali conversion of this book has been unique.—J. G.

(১) শ্রীগৌরকরুণাচন্দ্রিকা-কণা (২) শ্রীচৈতন্যশিক্ষাষ্টক (৩) শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী বিরচিত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ঃ

শাস্ত্রৈকপ্রাণ ভজনানন্দী রসবিদ্ পণ্ডিত **শ্রীমৎদীনশরণ বাবাজী মহারাজ**—শ্রীবৃন্দাবন ঃ

***গ্রন্থগুলি পাইয়া এবং পাঠ করিয়া প্রচুর আনন্দ-আস্বাদন এবং উপকার লাভ করিয়াছি। এই সব গ্রন্থে গুহ মহাশয়ের পাণ্ডিত্য, সহৃদয়ত্ব এবং অনুভবশক্তি প্রচুরভাবে প্রকটিত হইয়াছে। আমি এই সব গ্রন্থের বহুল প্রচার সর্বান্তঃকরণে কামনা করি। শ্রীকৃষ্ণ মণীন্দ্র বাবুকে সুদীর্ঘজীবন লাভ করিয়া এই

জাতীয় ভক্তিশাস্ত্র এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যদের গ্রন্থাদি প্রকাশ এবং প্রচার করেন ইহা ইচ্ছা করি। এই শুভকার্যে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নির্হেতু কৃপা তাঁহার সম্বল এবং সহায় হউক এই প্রার্থনা।

ভজনানন্দী রসবিদ্ পণ্ডিতপ্রবর **শ্রীমৎপ্রেমানন্দদাস** ভক্তিশাস্ত্রী বাবাজী মহারাজ, শ্রীবৃন্দাবন ঃ

(১) **শ্রীগৌরকরুণাচন্দ্রিকা-কণা ঃ**—শ্রীমণীন্দ্রনাথ গুহের দ্বারা বিরচিত শ্রীগৌরকরুণা-চন্দ্রিকা কণা গ্রন্থখানার বহুস্থান গ্রন্থকার আমাকে নিজে পাঠ করিয়া শুনাইয়াছেন—আস্বাদনে আমি প্রচুর আনন্দ লাভ করিয়াছি। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি আকরগ্রন্থের সম্পূর্ণ আনুগত্যে সহজ সরল ভাষায় সর্বজন বোধ্য-ভাবে গ্রন্থখানা লিখিত। কোমল লীলাকথার অন্তরালে তত্ত্বসিদ্ধান্তগুলি অতি সুকৌশলে সজ্জিত হইয়াছে এই গ্রন্থে। তত্ত্বসিদ্ধান্ত আলোচনায় সর্বত্রই গোস্বামিগণের অক্ষরের অনুসরণ করা হইয়াছে, এবং ফুটনোটে তাহার উদ্ধৃতির দ্বারা মূল বক্তব্য বিষয়কে সুদৃঢ়রূপে স্থাপিত করা হইয়াছে এই গ্রন্থে।

এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

(২) **শ্রীচৈতন্যশিক্ষাষ্টক ঃ**শ্রীমণীন্দ্রনাথ গুহ সম্পাদিত শ্রীচৈতন্যশিক্ষাষ্টক গ্রন্থখানা পাঠে পরম আনন্দ লাভ করিলাম। শ্রীগৌরহরির মুখনিঃসৃত এই আটটি শ্লোকের ভিতরে গৌড়ীয়বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের জ্ঞাতব্য সাধ্য-সাধনতত্ত্ব সব কিছু সূত্ররূপে নিহিত আছে।

সম্পাদক মহাশয় তাঁহার ভাষ্যে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা সুসিদ্ধান্ত পূর্ণ হইয়াছে। সর্বত্র গোস্বামিগণের অক্ষরের প্রমাণ-প্রয়োগ সংযোগে মূল বক্তব্য বিষয় সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত হইয়াছে।

গ্রন্থের ভাষা সুখবোধ্য ও প্রাঞ্জল। আশা করি এই গ্রন্থের প্রচারে জগতের মঙ্গল হইবে।

(৩) **শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ঃ** গৌড়ীয়বৈষ্ণব সমাজের অবশ্য পাঠ্য এই গ্রন্থখানির একটি ভাল সংস্করণের বিশেষ অভাব বোধ করিতেছিলাম। এই গ্রন্থের প্রকাশে সেই অভাব পূরণ হইল।

অনুবাদ সর্বত্র আক্ষরিক হওয়াতে সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ পাঠকগণের মূলের রসাস্বাদন যথাযথ লাভের সুযোগ হইল। উপরন্তু অর্থপ্রকাশের প্রয়োজনে গ্রন্থের বহুস্থানে ফুটনোটে সম্পাদক যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা সুসিদ্ধান্তপূর্ণ হইয়াছে।

বহু প্রাচীন গ্রন্থের প্রমাণ-প্রয়োগ সংযোগে শ্রীপ্রবোধানন্দের চরিত্রের উপর গ্রন্থকার যে আলোকপাত করিয়াছেন তাহাতে এইবার পূর্বেকার বহু সংশয় সন্দেহের অবসান হইবে আশা করি।

যুগান্তর ৯।১।৭২ তারিখ ঃ

লেখক আলোচ্য তিনখানি গ্রন্থের আগে 'শ্রীমাধব-মাধুর্য-মঞ্জুষা' নামে আর একখানি গ্রন্থ রচনা করে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থ তিনটিও তার সেই খ্যাতিকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করবে, তাতে সন্দেহ নেই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের উর্দ্ধতন পদে একদা যিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি এখন বৈষয়িক জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে আধ্যাত্মিক বিষয়ে নিজের মনপ্রাণ সমর্পণ করে

তাতেই নিমগ্ন রয়েছেন। এই পথে চলতে গিয়ে গৌড়ীয় মতের অনুসরণে নিজের আধ্যাত্মিক জীবনচর্যায় তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্ব ও সাধনা সম্বন্ধে বিখ্যাত আচার্যদের রচিত গ্রন্থাবলী শুধু বিশ্লেষণী বুদ্ধি ও চিন্তা দিয়েই নয়, নিজের জীবনের অকপট অনুভবের দিব্য আলোতে যে নিয়ত আস্বাদ করেছেন তারই ফসল স্বরূপ তিনি একের পর এক অনেক রচনা সাধারণের হাতে তুলে দিচ্ছেন।

তাঁর গভীর প্রজ্ঞা, অনুভব, ও নিরন্তর চর্চা গ্রন্থগুলিকে আধ্যাত্মিক বা ধর্ম সম্বন্ধীয় আগ্রহীদের মন তো আকর্ষণ করবেই। কিন্তু আজকাল গৌড়ীয় বৈষ্ণবমত, দর্শন এবং ষড়গোস্বামীর রচিত নানা গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে সাধারণ পাঠক মহলে, ছাত্রমহলে, গবেষক মহলে বিশেষ আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। ঐ সব আকর গ্রন্থ কিন্তু সুবোধ্য সুলিখিত ও সংক্ষিপ্ত আকারে তেমন পাওয়া যায় না। লেখক আলোচ্য গ্রন্থগুলিতে ঐ বিখ্যাত আকর গ্রন্থগুলিরই তত্ত্বগত ও রসগত বিষয়গুলিকে প্রসঙ্গক্রমে অতি সহজ ও মনোজ্ঞভাবে উপস্থাপিত করে বিশেষ উপকার করেছেন। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীর সংস্কৃতে রচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ গ্রন্থের সুলিখিত অনুবাদেই হোক, আর শ্রীচৈতন্যের জীবনী কিংবা তাঁর বিখ্যাত শিক্ষাষ্টক সম্বন্ধে রচনাতেই হোক, সর্বত্র তিনি আকর গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে নিজের নিবিড় পরিচয়, রসানুভূতি এবং একটি দিব্য-চেতনার পরিচয় রেখেছেন। তাঁর এই সব গ্রন্থ ভক্ত, জ্ঞানী, সাধু, পণ্ডিতজনের সঙ্গে এই সব ব্যাপারে আগ্রহযুক্ত সাধারণ পাঠকদেরও অনেক প্রয়োজন যে মেটাবে তাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীমাধব-মাধুর্য-মঞ্জুষা সম্বন্ধে অভিমত

(প্রণেতা — শ্রীমণীন্দ্রনাথ গুহ)

শ্রীবৃন্দাবনবাসী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমৎ **প্রেমানন্দ দাস** ভক্তিশাস্ত্রী বাবাজী মহারাজ ঃ

*** এই গ্রন্থের প্রকাশে চিন্ময় রসসাহিত্যের ভাণ্ডারে নূতন আর একটি অমূল্যরত্নের সমাহার হইল। ***

শ্রীবৃন্দাবনবাসী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমৎ **দীনশরণ দাস** বাবাজী মহারাজ ঃ

*** শ্রীমাধব-মাধুর্য-মঞ্জুষা একখানি অতি উপাদেয় গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি পড়িয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছি। ***

বৈষ্ণবাচার্য শ্রীল **নৃসিংহ বল্লভ গোস্বামি**

বেদান্তশাস্ত্রী, শ্রীবৃন্দাবন ঃ

মধুর শ্রীবৃন্দাবনবিপিন মাধুরী পরিবেশনে আপনি যে কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা সত্যই অনবদ্য। আপনার রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্যে প্রতিপাদ্য বিষয়ের আলোচনা নিজ গাম্ভীর্য অক্ষুন্ন রাখিয়া সরস এবং সরল ভাষায় অভিব্যক্ত হওয়ায় গ্রন্থের উপাদেয়তা বিশেষভাবে বর্ধিত হইয়াছে। শাস্ত্রীয় প্রমানরাজির দ্বারা সমুজ্জ্বল গ্রন্থখানি আপনার বিপুল অভিজ্ঞতা ও অধ্যবসায়ের পরিচায়ক।

প্রেমিক-ভক্ত **ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত** মহাশয়ের প্রবর্তিত **'ট্রুথ'** সাপ্তাহিক পত্রিকা—ফেব্রুয়ারী ১৯৭০

※※※As its name implies it is a book about Sri Krishna Madhurya Leela and the Philosophy behind it.

The author was so absorbed in Radha Krishna Leela and Braja Madhurya that he an engineer who had reached the highest rungs of the official ladder, resigned his service and is living in seclusion in Vrindaban.

His treatment of the theme of Radha Krishna Prem is characterise by deep affction reverence and devotion and he has described the philosophy of Radha Krishna love with sumate skill.

We are sure this book will receive the appreciation it so richly deserves.

Amrita Bazar Patrika, Calcutta—18. 1. 70.

"The beauty and grandeur of Radha Krishna worship has been interpreted in this book with utmost care and devotion. The learned author has gleaned Materials from authentic source-books ※ ※ ※ and his way of introducing delicate philosophical propositions is lucid, literary and marked by a distinctive style. The book will prove highly useful to discerning scholars and inquisitive devotees alike."

যুগান্তর সাময়িকী—২১-১২-৬৯ ঃ

রাধাকৃষ্ণ লীলা মাধুর্যের তত্ত্ববস্তু এই বইয়ে অনুপম ভাষায় ব্যাখ্যাত হয়েছে। নারদ-পঞ্চরাত্র, উজ্জ্বলনীলমণি, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি আকর গ্রন্থ থেকে সুধী গ্রন্থকার বিবিধ জ্ঞানগর্ভ তথ্য আহরণ করেছেন এবং তা ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর সুন্দর সাবলীল ভঙ্গীতে। ভক্তি-সাহিত্য রূপে বইটি রসিক সমাজে অবশ্যই সমাদৃত হবে।